ইংরেজী থেকে বাংলা ভাষায় অনূদিত - www.onlinedoctranslator.com

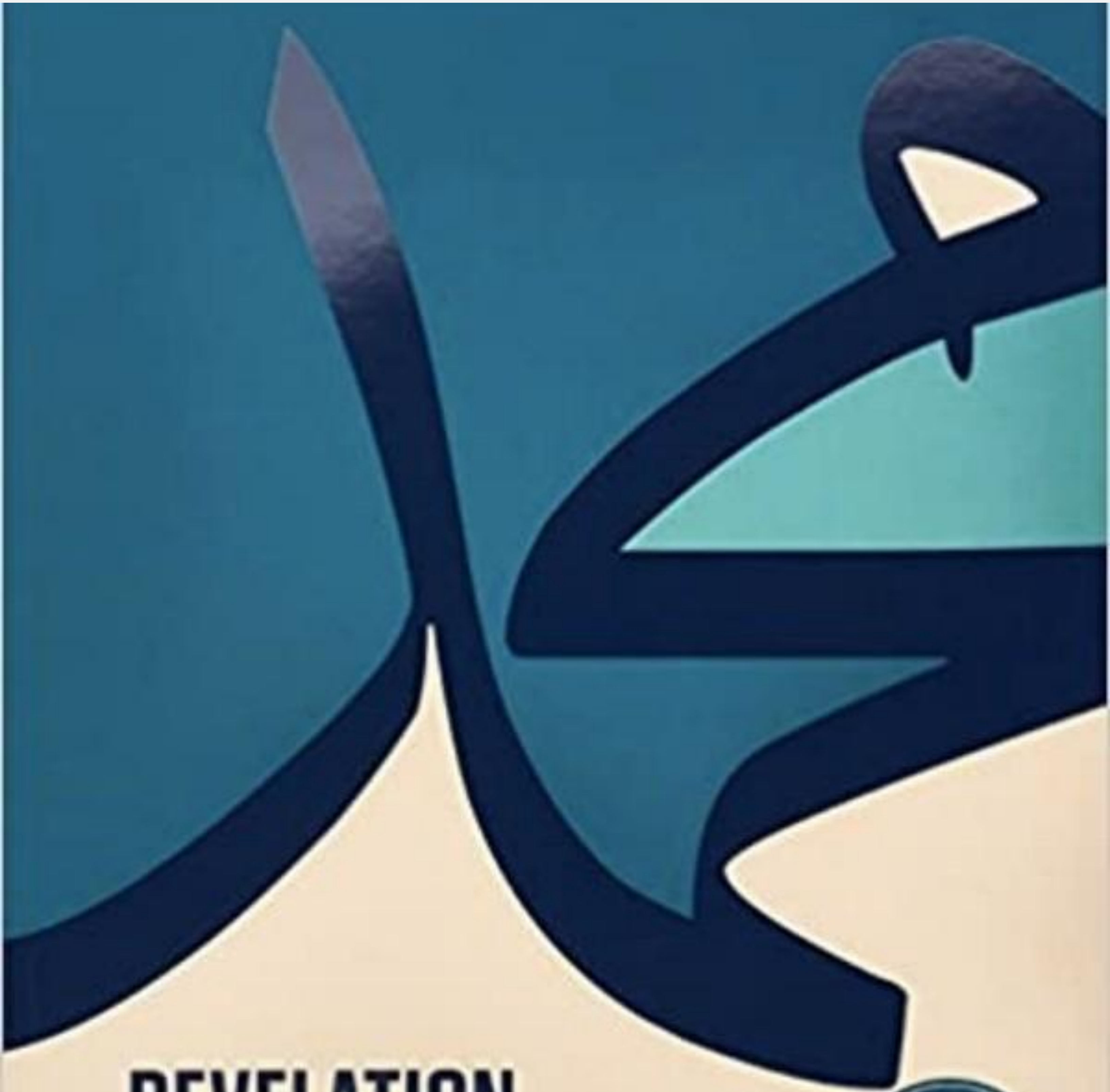

REVELATION

The Story of Muhammad

Peace and blessings be upon him

WINNER
Best International
Non-Fiction Book
Award

Meraj Mohiuddin

Foreword by Dr. Sherman Jackson

র ই হ ই ল এটিআই চালু

মুহাম্মদের গল্প

মেরাজ মহিউ ddin সম্পর্কে

হোয়াইট বোর্ড প্রেস, এলএলসি

সন্তুষ্ট

মুহাম্মদ কে ছিলেন?

মুহাম্মদের জন্ম ও শৈশব খাদিজার সাথে বিবাহ

রহস্যময় অভিজ্ঞতা

নিপীড়নের মিথ মদিনায় হিজরত

কেন ইয়াসরিবি আরবরা ধর্মান্তরিত হয়েছিল? ভাগ করো আর

শাসন করো

স্বর্গীয় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি সহিংসতায়

উস্কানি দেওয়া

অভিযান

লুণ্ঠন লালসা

ধর্ষণ নির্যাতন

হত্যাকাণ্ড গণহত্যা

বনু কাইনুকার আক্রমণ বনু নাদিরের

আক্রমণ বনু কুরাইজার আক্রমণ:

তাকিয়াহ: পবিত্র প্রতারণা

মুহাম্মদের ব্যক্তিত্বের প্রোফাইল হএটা কি?নআর্সিসিজম?

নার্সিসিস্টের ধর্মাবলম্বী

নার্সিসিস্টের কারণ নার্সিসিস্টের

উত্তরাধিকার নার্সিসিস্ট ঈশ্বর হতে চায়

নার্সিসিজমের কারণ কী? মুহাম্মদের উপর খাদিজার
প্রভাব একজন নার্সিসিস্টের ঘটনা
মুহাম্মদের নিজের ধর্মে বিশ্বাস
মক্কাবাসীরা কি মুহাম্মদকে সৎ বলে ডাকত? "ভাগ করো এবং
শাসন করো" নীতি সম্পর্কে আরও তথ্য
ইসলাম এবং নার্সিসিস্ট ধর্মের মধ্যে তুলনা মিথ্যা বলার লাইসেন্স
নৈতিক কোড লঙ্ঘনের লাইসেন্স স্তন্যপান
মুহাম্মদের পবিত্র রহস্য বিশেষ সুযোগ–সুবিধা
সম্পর্কে আরও জানুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ

মুহাম্মদের পরম প্রাক্তন অভিজ্ঞতা

সইউআইসিডালইহাগস
টেম্পোরাল লোব এপিলেপসি
টেম্পোরাল লোব খিঁচুনির লক্ষণ টিএলই–এর অন্যান্য লক্ষণ
মুহাম্মদ মিথ্যা বলছিলেন না
মুহাম্মদের রহস্যময় অভিজ্ঞতার উৎপত্তি মস্তিষ্কের উদ্দীপনা ছায়া ব্যক্তি
তৈরি করে প্রকাশের শক্তিতে উট হাঁটু গেড়ে বসে আছে ফিল কে.
ডিকের ঘটনা
টিএলই–এর অন্যান্য ঘটনা
মৃগীরোগে আক্রান্ত অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিরা
যৌনতা, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এবং টেম্পোরাল লোব হাইপার অ্যাক্টিভেশন

অন্যান্য মানসিক ব্যাধিঅবসেসিভ–কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার
(ওসিডি) সিজফ্রেনিয়া
প্যারানয়েড পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার বাইপোলার
ডিসঅর্ডারঃ

হিরা গুহার রহস্য

শারীরিক অসুস্থতাকক্রোমেগালি

আমিএমপিওটেন্স

মুহাম্মদের ধর্ম

কয়েকজন নার্সিসিস্ট কাল্ট নেতা

জিম জোন্স ডেভিড

কোরেশ

সৌর মন্দিরের ক্রম:

স্বর্গের দরজা চার্লস ম্যানসন

শোকো আসাহারা জোসেফ

কোনি

কাল্ট নেতার যৌন ক্ষুধা যত কঠিন, তত ভালো

বড় মিথ্যার শক্তি সহিংসতার ব্যবহার

সে ভ্রুকুটি করল

কেন সবাই মুহাম্মদের প্রশংসা করেছিল?

যখন বুদ্ধিমান লোকেরা উন্মাদ লোকদের অনুসরণ করে কবিএসএলইউটিওবিডিয়েন্স

বিশ্বাসের প্রমাণ হিসেবে মৃত্যু

শাস্তি এবং জবরদস্তি মতবিরোধ

দূরীকরণ অসঙ্গতি পারিবারিক বন্ধনের

ধ্বংস মতবিরোধ নিষিদ্ধকরণ

প্ররোচনার শক্তি মহিমান্বিতার দাবি

গোপন জ্ঞানের দাবি

অলৌকিক কাজ সম্পাদন করা
বহিরাগতদের প্রতি অবিশ্বাস এবং আত্ম–দোষ অসীম ভক্তি
বিচ্ছিন্নতাবাদ ধীরে ধীরে শোষণ
চূড়ান্ত ত্যাগ দাবি করা আত্ম– ন্যায্যতা
দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণ মন নিয়ন্ত্রণ
তথ্য নিয়ন্ত্রণ

ভয়ের মনোবিজ্ঞান শারীরিক নিয়ন্ত্রণ বনাম মন নিয়ন্ত্রণ
সম্পূর্ণ দাসত্ব
স্টকহোম সিন্ড্রোম
কাল্টের প্রতি কারা আকৃষ্ট হয়?

লহর এবং প্রভাব আমিস্লাম'সআমিNFLUENCE
চালুনআজিমবাদ
কমিউনিজমের উপর ইসলামের প্রভাব
ফ্যাসিবাদের উপর ইসলামের প্রভাব
ইসলাম এবং ধ্রুপদী সভ্যতার পতন ক্যাথলিক চার্চের উপর ইসলামের প্রভাব
গোপন সমাজের উপর ইসলামের প্রভাব ইসলাম এবং
হারানো সহস্রাব্দ ইসলাম এবং মুসলমানদের
পশ্চাদপদতা ইসলাম এবং নারীবিদ্বেষ
অমুসলিমদের মধ্যে অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি

আমরা কোথায় যাচ্ছি?
সংখ্যালঘু বিধি
রাজনৈতিকভাবে ইসলামকে পরাজিত করা
আমাদের মধ্যে পঞ্চম স্তম্ভ

ইসলামকে আইনত অবৈধ করার উপায়

প্রথম অধ্যায়

মুহাম্মদ কে ছিলেন?

তোমার প্রভু তোমাকে ত্যাগ করেননি এবং তিনি তোমাকে ঘৃণা করেন না। ভবিষ্যৎ তোমার জন্য অতীতের চেয়ে ভালো হবে। এবং শীঘ্রই তোমার প্রভু তোমাকে এমন কিছু দেবেন যাতে তুমি সন্তুষ্ট থাকবে। তিনি কি তা করেননি?ß তুমি এতিম, আর তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন?ßআর তুমি কি পথ দেখাও না?ßতুমি কি অভাবগ্রস্ত এবং তোমাকে সমৃদ্ধ করবে?(প্রশ্ন ৯৩:৩–৮)[6]

শুরু করা যাক মুহাম্মদের গল্প দিয়ে। তিনি কে ছিলেন এবং কোন পরিস্থিতি তাঁর চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল? এই অধ্যায়ে আমরা সংক্ষেপে একজন ব্যক্তির জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচনা করব, যাঁর আক্ষরিক অর্থেই কোটি কোটি মানুষ উপাসনা করে। ইসলাম হল মুহাম্মদ ধর্ম। মুসলমানরা দাবি করে যে তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপাসনা করে না। যেহেতু আল্লাহ ছিলেন মুহাম্মদের অহংকার, তাই বাস্তবে তারা তাঁরই উপাসনা করে। ইসলাম হল একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ধর্ম। আমরা কুরআনে বর্ণিত তাঁর কথাগুলি পড়ব, তাঁর দ্বারা ঈশ্বরের বাণী বলে দাবি করা হয়েছিল এবং তাঁকে তাঁর সাহাবী ও স্ত্রীদের দৃষ্টিতে দেখব। আমরা দেখব কীভাবে তিনি মাত্র এক দশকের মধ্যে একজন পরিত্যক্ত প্রচারক থেকে আরবের কার্যত শাসক হয়ে উঠেছিলেন। আমরা আলোকপাত করব কীভাবে তিনি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভক্ত করেছিলেন, কীভাবে তিনি বিদ্রোহ, ঘৃণা জাগিয়েছিলেন এবং কিছুকে অন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উস্কে দিয়েছিলেন। এবং, কীভাবে তিনি তার শিকারদের হৃদয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে এবং তাদের দমন করার জন্য অভিযান, ধর্ষণ, নির্যাতন এবং হত্যাকাণ্ড ব্যবহার করেছিলেন। আমরা তার গণহত্যা এবং কৌশল হিসেবে প্রতারণার প্রতি তার ঝোঁক সম্পর্কে জানব, ঠিক সেই কৌশল যা আজ মুসলমানরা বিশ্ব দখল করার জন্য ব্যবহার করে। এই অধ্যায়টি পড়া শেষ করার সময়, আপনি দেখতে পাবেন যে সন্ত্রাসীরা ঠিক তাই করছে যা তাদের নবী করেছিলেন।

মুহাম্মদের জন্ম ও শৈশব

৫৭০ খ্রিস্টাব্দে, আরবের মক্কায়, আমিনা নামে এক বিধবা যুবতী একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন যার নাম তিনি রাখেন মুহাম্মদ।[7] যদিও মুহাম্মদ তার একমাত্র সন্তান ছিলেন, আমিনা তাকে মাত্র ছয় মাস বয়সে মরুভূমিতে লালন–পালনের জন্য এক বেদুইন মহিলার কাছে দিয়ে দেন।

কিছু ধনী আরব মহিলা তাদের শিশুদের জন্য ধাত্রী নিয়োগ করতেন। এর ফলে তারা তাৎক্ষণিকভাবে আরেকটি সন্তান ধারণ করতে পারতেন। আরও সন্তান মানে উচ্চ মর্যাদা। তবে, আমিনার ক্ষেত্রে তা ঘটেনি, যিনি ধনী ছিলেন না এবং বিধবা ছিলেন এবং একমাত্র সন্তানের দেখাশোনা করতে হতো। মুহাম্মদের বাবা আবদুল্লাহ তার জন্মের ছয় মাস আগে মারা যান। এছাড়াও, এই প্রথাটি আসলে তেমন সাধারণ ছিল না। মুহাম্মদের প্রথম স্ত্রী খাদিজা, যিনি মক্কার সবচেয়ে ধনী মহিলা ছিলেন, তার আগের দুটি বিবাহ থেকে তিনটি সন্তান ছিল এবং মুহাম্মদের আরও ছয়টি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজেই তাদের সবাইকে লালন–পালন করেছিলেন।[8]

আমিনা কেন তার একমাত্র সন্তানকে অন্য কারো কাছে লালন–পালনের জন্য দান করবে? সে তার শিশুকে বুকের দুধও খাওয়ায়নি। তার জন্মের পর, মুহাম্মদকে তার চাচা আবু লাহাবের (যাকে মুহাম্মদ সূরা ১১১–এ অভিশাপ দিয়েছিলেন) দাসী থুয়েবাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য দেওয়া হয়েছিল। আমিনা কেন তার সন্তানকে দুধ খাওয়াননি তা উল্লেখ করা হয়নি। আমরা কেবল অনুমান করতে পারি। সে কি হতাশাগ্রস্ত ছিল? সে কি ভেবেছিল যে শিশুটি পুনর্বিবাহের সম্ভাবনার পথে বাধা?

পরিবারের কারো মৃত্যু বিষণ্ণতার দিকে পরিচালিত করতে পারে। অন্যান্য যে কারণগুলি একজন মহিলার বিষণ্ণতার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে তা হল: একা থাকা, ভ্রূণ সম্পর্কে উদ্বেগ, বৈবাহিক বা আর্থিক সমস্যা এবং মায়ের অল্প বয়স।[9] আমিনা সবেমাত্র তার স্বামীকে হারিয়েছে, সে একা, দরিদ্র এবং তরুণ ছিল। আমরা যা দেখেছি তার উপর ভিত্তি করে

তার সম্পর্কে জানলে, তিনি হতাশার জন্য একজন ভালো প্রার্থী ছিলেন। হতাশা মায়ের তার ক্রমবর্ধমান শিশুর সাথে বন্ধনের ক্ষমতাকে ব্যাহত করতে পারে। এছাড়াও, গর্ভাবস্থায়, এটি প্রসবের পরে মাকে বিষণ্ণতার (প্রসবোত্তর বিষণ্ণতা) একটি পর্বের ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।[১০]

কিছু গবেষক মনে করেন যে গর্ভবতী মহিলাদের বিষণ্ণতার সরাসরি প্রভাব ভ্রূণের উপর পড়তে পারে। তাদের শিশুরা প্রায়শই খিটখিটে এবং অলস থাকে। এই নবজাতকরা ধীরে ধীরে শিখতে শুরু করে এবং আবেগগতভাবে প্রতিক্রিয়াহীন হয়ে পড়ে, তাদের আচরণগত সমস্যা, যেমন আক্রমণাত্মকতা, সহ্য করতে শুরু করে।[১১]

মুহাম্মদ অপরিচিতদের মধ্যে বেড়ে ওঠেন। বড় হওয়ার সাথে সাথে তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি ঐসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত নন। তিনি বুঝতে পারতেন যে অন্যান্য শিশুদের বাবা–মা আছে। কেন তার মা, যার সাথে তিনি বছরে দুবার দেখা করতে যেতেন, তাকে চাননি? হয়তো অন্যান্য শিশুরাও তাকে এতিম বলে অবজ্ঞা করত। আজও সেইসব দেশে এতিম হওয়া একটি কলঙ্ক।

কয়েক দশক পরে, মুহাম্মদের ধাত্রী হালিমা বর্ণনা করেন যে, প্রথমে তিনি সন্তানটিকে নিতে চাননি কারণ তিনি একজন দরিদ্র বিধবার এতিম সন্তান ছিলেন। তিনি তাকে গ্রহণ করেছিলেন কারণ তিনি ধনী পরিবারের কোন সন্তান পাননি এবং তিনি সন্তানহীন অবস্থায় ফিরে যেতে চাননি, যদিও তার বন্ধুরা সকলেই পালিত হওয়ার জন্য একটি শিশু খুঁজে পেয়েছিল। এটি কি শিশুটির যত্ন নেওয়ার পদ্ধতিতে প্রতিফলিত হয়েছিল? একজন ব্যক্তির চরিত্র গঠনের সেই গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলিতে যখন মুহাম্মদ তার পালিত পরিবারের বাড়িতে অপ্রিয় বোধ করেছিলেন?

হালিমা জানালেন যে মুহাম্মদ ছিলেন একাকী শিশু। তিনি এমন এক কাল্পনিক জগতে চলে যেতেন এবং এমন বন্ধুদের সাথে কথা বলতেন যাদের অন্য কেউ দেখতে পেত না। এটি কি এমন একটি শিশুর মোকাবেলা করার কৌশল ছিল যে বাস্তব জগতে তাকে ভালোবাসার অভাব বোধ করত এবং তার মনে এমন একটি পরিকল্পনা তৈরি করত যেখানে তাকে ভালোবাসা হত?

মুহাম্মদের মানসিক স্বাস্থ্য তার পালিত পিতামাতার কাছে উদ্বেগের বিষয় হয়ে ওঠে, যারা পাঁচ বছর বয়সে পৌঁছানোর পর তাকে আমিনার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। নতুন স্বামী না পেয়ে, আমিনা শিশুটিকে ফিরিয়ে নিতে অনিচ্ছুক ছিল, যতক্ষণ না হালিমা তাকে তার অদ্ভুত আচরণের কথা জানায়। দুই বছর বয়সে মুহাম্মদের দুধ ছাড়ানোর পর থেকে তারা তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রতিবারই আমিনা জোর দিয়ে বলেছিল যে তারা তাকে আরও বেশি সময় ধরে রাখবে। ইবনে ইসহাক হালিমার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন: "তার [হালিমার নিজের ছেলের] বাবা আমাকে বলেছিলেন, 'আমি ভয় পাচ্ছি যে এই শিশুটির স্ট্রোক হয়েছে, তাই ফলাফল প্রকাশের আগে তাকে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'... তিনি [মুহাম্মদের মা] আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কী হয়েছে এবং আমি তাকে না বলা পর্যন্ত আমাকে কোনও শান্তি দিলেন না। যখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে আমি কি ভয় পাচ্ছি যে তাকে কোনও ভূত ধরেছে, আমি উত্তর দিলাম যে আমি পেয়েছি।"[১২]

শিশুদের মধ্যে কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। মুহাম্মদের ঘটনাটি হালিমা এবং তার স্বামীকে চিন্তিত করার জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক ছিল। তিনি বলেছিলেন, "আমি ভয় পাচ্ছি যে এই শিশুটির স্ট্রোক হয়েছে।" বহু বছর পরে, মুহাম্মদ তার অদ্ভুত শৈশবের অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। "সাদা পোশাক পরা দুজন ব্যক্তি আমার কাছে এসেছিল একটি সোনার পাত্র ভর্তি তুষার নিয়ে। তারা আমাকে নিয়ে গেল এবং আমার শরীরকে ছিঁড়ে ফেলল, তারপর তারা আমার হৃদয় নিয়ে গেল এবং তা খুলে ফেলল এবং তা থেকে একটি কালো জমাট বাঁধা বের করে ফেলল যা তারা ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর তারা সেই তুষার দিয়ে আমার হৃদয় এবং আমার শরীর ধুয়ে ফেলল যতক্ষণ না তারা তাদের পবিত্র করে দিল।"[১৩]

নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে মনের অপবিত্রতা হৃদয়ে জমাট বাঁধা জমাট বাঁধা অবস্থায় দেখা যায় না। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমেও পাপ দূর করা যায় না এবং তুষারও ভালো পরিষ্কারক নয়। এটা স্পষ্ট যে এই গল্পগুলোর মাধ্যমে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছিলেন।

তার মায়ের সাথে তার পুনর্মিলন ঘটে, কিন্তু তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এক বছর পর, আমিনা মারা যান। মুহাম্মদ তার সম্পর্কে খুব বেশি কথা বলেননি। তার মৃত্যুর পঞ্চান্ন বছর পর, যখন তিনি মক্কা জয় করেন, তখন তিনি মক্কা ও মদিনার মাঝামাঝি আবওয়ায় তার সমাধিতে যান এবং কেঁদে ফেলেন। তিনি তার সঙ্গীদের বলেন, "এটি আমার মায়ের কবর; প্রভু আমাকে এটি দেখার অনুমতি দিয়েছেন। এবং আমি অনুমতি চেয়েছিলাম।"

"তার জন্য প্রার্থনা করার জন্য, কিন্তু তা কবুল হয়নি। তাই আমি আমার মাকে স্মরণ করার জন্য ডেকেছিলাম, এবং তার কোমল স্মৃতি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল এবং আমি কেঁদেছিলাম।"[14]

কেন ঈশ্বর মুহাম্মদকে তার মায়ের জন্য প্রার্থনা করার অনুমতি দিলেন না? তিনি এমন কী করেছিলেন যে তিনি ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য ছিলেন না? যদি না আমরা বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর অন্যায্য, তাহলে এর কোনও অর্থ হয় না। স্পষ্টতই এর সাথে ঈশ্বরের কোনও সম্পর্ক ছিল না। মুহাম্মদই তার মাকে ক্ষমা করতে পারেননি, এমনকি তার মৃত্যুর অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় পরেও। তিনি কি তাকে একজন প্রেমহীন, ঠান্ডা মাথার মহিলা হিসেবে স্মরণ করেছিলেন? তিনি কি তার প্রতি বিরক্ত ছিলেন এবং তার গভীর মানসিক ক্ষত ছিল যা কখনও সারেনি?

মুহাম্মদের চার কন্যা ছিল। তিনি তার নিজের খালার নামানুসারে জয়নাব নামকরণ করেছিলেন, ফাতিমা তার খাদিজার মা রুকিয়ার নামানুসারে, তার নাতনির নামানুসারে, কিন্তু কোন কন্যার নাম রাখেননি তার মা আমিনার নামে।

আমিনার মৃত্যুর পর, মুহাম্মদ তার দাদার বাড়িতে দুই বছর কাটিয়েছিলেন, যিনি তাকে এতিম মনে রেখে তাকে অত্যধিক স্নেহ দিয়েছিলেন। ইবনে সা'দ লিখেছেন যে আব্দুল মুত্তালিব শিশুটিকে এত বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন যে তিনি তার কোনও পুত্রকে দেননি।[15] মুইর তার মুহাম্মদের জীবনীতে লিখেছেনঃ

> শিশুটিকে সে একান্ত স্নেহের সাথে আদর করত। কাবার ছায়ায় একটি গালিচা বিছিয়ে দিত, এবং তার উপর বৃদ্ধ নেতা সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা পেতে আশ্রয় নিতেন। কার্পেটের চারপাশে, কিন্তু সম্মানজনক দূরত্বে, তার ছেলেরা বসে থাকত। ছোট মুহাম্মদ স্বভাবতই পিতৃপুরুষের কাছে দৌড়ে যেত এবং অযৌক্তিকভাবে তার গালিচা দখল করত। তার ছেলেরা তাকে তাড়িয়ে দিতে চাইত, কিন্তু আব্দুল মুত্তালিব মাঝে মাঝে বলতঃ 'আমার ছোট ছেলেকে একা থাকতে দাও।' তারপর সে তার পিঠে আঘাত করত, কারণ সে তার শিশুসুলভ কথাবার্তা দেখতে আনন্দিত হত। ছেলেটি তখনও তার ধাত্রী বারাকার তত্ত্বাবধানে ছিল, কিন্তু সে সবসময় তাকে ছেড়ে তার দাদার অ্যাপার্টমেন্টে ছুটে যেত, এমনকি যখন সে একা থাকত বা ঘুমিয়ে থাকত।[16]

মুহাম্মদ আবদুল মুত্তালিবের কাছ থেকে পাওয়া বিশেষ সুবিধার কথা স্মরণ করেন। কল্পনাশক্তির সাথে মিশে তিনি পরে বলেন যে তার দাদা বলতেন, "ওকে একা থাকতে দাও কারণ তার একটি মহান ভাগ্য আছে এবং সে একটি রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে"; এবং তার সেবিকা বারাকাকে বলতেন, "সাবধান, পাছে তুমি তাকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের হাতে পড়তে দাও, কারণ তারা তার খোঁজ করছে এবং তাকে আহত করবে!"[17] তবে, তার চাচারা সেই মন্তব্যগুলি মনে রাখতে পারেননি এবং তাদের কেউই ইসলাম গ্রহণ করেননি, হামজা ছাড়া, যিনি তার সমবয়সী ছিলেন। আব্বাসও তার কাজে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তার তারকা উদিত হওয়ার পরে এবং তিনি মক্কা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার পরে।

ভাগ্য মুহাম্মদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল না। দাদার সাথে থাকার মাত্র দুই বছর পর, বৃদ্ধ পিতৃপুরুষ ৮২ বছর বয়সে মারা যান এবং তিনি তার চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে আসেন।

এতিম শিশুটি তার দাদুর মৃত্যুতে তিক্তভাবে অনুভূত হয়েছিল। যখন সে তার দাদুর শবযাত্রার পিছনে পিছনে কবরস্থানে যাচ্ছিল, তখন তাকে কাঁদতে দেখা গেল; এবং বহু বছর পরেও, তার দাদুর স্মৃতি তার মনে গেঁথে ছিল।

আবু তালিব বিশ্বস্ততার সাথে আস্থা রক্ষা করেছিলেন। "ছেলেটির প্রতি তার ভালোবাসা আব্দুল মুত্তালিবের সমান ছিল," মুইর লিখেছিলেন। "তিনি তাকে তার বিছানায় ঘুম পাড়াতেন, তার পাশে খেতে দিতেন এবং যখনই তিনি বিদেশে যেতেন তখন তার সাথে যেতেন। এবং এই কোমল আচরণ তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন যতক্ষণ না মুহাম্মদ শৈশবের অসহায়ত্ব থেকে বেরিয়ে আসেন।"[18] ইবনে সা'দ ওয়াকিদীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আবু তালিব ধনী না হলেও মুহাম্মদের যত্ন নিতেন এবং তাকে তার নিজের সন্তানদের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন।

শৈশবে ভয়াবহ মানসিক আঘাতের কারণে, মুহাম্মদ পরিত্যক্ত হওয়ার ভয় পেতেন। ১২ বছর বয়সে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা থেকে এটি স্পষ্ট হয়। একদিন আবু তালিব ব্যবসায়িক ভ্রমণের জন্য সিরিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যখন কাফেলাটি চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন মুহাম্মদ এত দীর্ঘ বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় হতাশ হয়ে পড়েন এবং

তার রক্ষক। আবু তালিব আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং ছেলেটিকে সাথে করে নিয়ে গেলেন।[১৯] এই মাত্রার আসক্তি থেকে বোঝা যায় যে মুহাম্মদ তার প্রিয়জনদের হারানোর ভয়ে সর্বদা ভীত ছিলেন।

এই মহান পদক্ষেপ সত্ত্বেও, এবং যদিও আবু তালিব সারা জীবন তার একজন দৃঢ় রক্ষক ছিলেন, তার নিজের সন্তানদের চেয়েও তার প্রতি বেশি স্নেহ করতেন, তবুও মুহাম্মদ একজন অকৃতজ্ঞ ভাগ্নে হিসেবে প্রমাণিত হন। তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত তার বৃদ্ধ চাচাকে দেখতে যান। আব্দুল মুত্তালিবের সকল পুত্র উপস্থিত ছিলেন। তার ভাগ্নের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে, আবু তালিব তার ভাইদের কাছে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করেন যে তারা মুহাম্মদকে রক্ষা করুন, যার বয়স এখন ৫০ বছর। তারা আবু লাহাব সহ তা করার প্রতিশ্রুতি দেন। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মুহাম্মদ আবু তালিবকে ইসলাম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।

মুহাম্মদ (সাঃ) জানতেন যে তাঁর অনুসারীরা বেশিরভাগই নম্র এবং নীচু প্রকৃতির। তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল মর্যাদাবান লোকদের, যারা তাঁর উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করবেন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন: "যখনই মেলায় লোকেরা একত্রিত হতেন, অথবা নবী (সাঃ) যখনই কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মক্কায় আসার কথা শুনতেন, তখন তিনি তাদের কাছে তাঁর বার্তা নিয়ে যেতেন।"[২০]

ধর্মগুরুরা জানেন যে তাদের বার্তার কোনও বৈধতা নেই। তারা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করে এবং "আর্গুমেন্টাম অ্যাড পপুলাম ফ্যালাসি" এর মাধ্যমে জনসাধারণকে জয় করার চেষ্টা করে। তাঁর ইতিহাসবিদরা আমাদের বলেন যে আবু বকর এবং তারপরে ওমর যখন তাঁর কাজে যোগদান করেছিলেন তখন মুহাম্মদ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। আবু তালিবের ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে কুরাইশদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পেত, যারা মক্কার অভ্যন্তরে বসবাস করত এবং কা'বার রক্ষক ছিল, তাকে সেই বিশ্বাসযোগ্যতা এবং মর্যাদা দিত যা তিনি এতটাই আকাঙ্ক্ষিত করেছিলেন। পরিবর্তে, মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিটি হেসে বললেন যে তিনি বরং তাঁর পূর্বপুরুষদের বিশ্বাসে মৃত্যুবরণ করবেন। তাঁর আশা ভেঙে দিয়ে, মুহাম্মদ বিড়বিড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন: "আমি তাঁর জন্য প্রার্থনা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আল্লাহ আমাকে তা করতে বাধা দিয়েছেন।"[২১]

কুরআন এই বিষয়টি নিশ্চিত করে। “নবী এবং ঈমানদারদের জন্য এটা উচিত নয় যে তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যদিও তারা তাদের নিকটাত্মীয়ই হোক, যখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে তারা জাহান্নামী।” (প্রশ্ন ৯:১১৩) এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে ঈশ্বর তাঁর নবীকে সেই ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করা থেকে বিরত রাখবেন যিনি তাঁকে লালন–পালন করেছেন, সারা জীবন তাঁকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এটি ঈশ্বরকে এমন এক স্তরে নামিয়ে দেবে যা তাঁকে উপাসনার অযোগ্য করে তুলবে। মুহাম্মদের জন্য আবু তালিব এবং তাঁর পরিবার যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা ছিল অপরিসীম। এই ব্যক্তি, যদিও তার ভাগ্নের দাবিতে অবিশ্বাসী ছিলেন, তবুও তিনি তার বিরোধীদের বিরুদ্ধে পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিলেন, তাকে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং ৪২ বছর ধরে তাঁর সবচেয়ে দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। তা সত্ত্বেও যখন তিনি তাঁর ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান, মুহাম্মদ এতটাই প্রত্যাখ্যাত বোধ করেছিলেন যে তিনি মৃত্যুশয্যায় প্রার্থনা করারও সাহস করতে পারেননি। বুখারী বর্ণনা করেন: “আবু সাঈদ আল–খুদরী থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর চাচা (অর্থাৎ আবু তালিব) সম্পর্কে বলতে শুনেছেন, 'হয়তো আমার সুপারিশ কিয়ামতের দিন তাঁর জন্য উপকারী হবে, যাতে তাঁকে এমন এক অগভীর আগুনে নিক্ষেপ করা হয় যা কেবল তাঁর গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছাবে। এতে তাঁর মস্তিষ্ক ফুটতে থাকবে।'”[২২]

একদিকে সে তার চাচাকে নরকের আগুনে নিক্ষেপ করেছিল এবং অন্যদিকে তার প্রতি আনুগত্যের ভান করেছিল এই বলে যে সে তার জন্য সুপারিশ করবে। যাইহোক, একই মুহাম্মদ বেশ কয়েকবার বলেছিলেন যে ঈশ্বরের কাছে সুপারিশ করার অধিকার কারো নেই।[২৩]

মুহাম্মদের যৌবনকাল ছিল তুলনামূলকভাবে ঘটনাহীন এবং এতটা উল্লেখযোগ্য ছিল না যে তিনি কথা বলতে পারেন এবং তাঁর জীবনীকারদের কাছেও তা বর্ণনা করতে পারেন। তিনি লাজুক, শান্ত এবং খুব একটা সামাজিক ছিলেন না। তাঁর চাচা তাঁকে লালন–পালন করেছিলেন এবং এমনকি নষ্টও করেছিলেন, তা সত্ত্বেও, মুহাম্মদ এতিম হিসেবে তাঁর মর্যাদার প্রতি সংবেদনশীল ছিলেন। তাঁর ভালোবাসাহীন এবং একাকী শৈশবের স্মৃতি তাঁকে সারা জীবন তাড়া করে বেড়াত।

বছর কেটে গেল। মুহাম্মদ একাকী, নিজের জগতে নির্জন, দূরে এবং তাঁর সমবয়সীদের থেকে বিচ্ছিন্ন রয়ে গেলেন। বুখারী[২৪] বলেন, মুহাম্মদ ছিলেন "একজন পর্দানশীন কুমারী মেয়ের চেয়েও লজ্জাশীল।"[২৫] সারা জীবন সে এতটাই অনিরাপদ এবং ভীতু ছিল, যার ক্ষতিপূরণ সে নিজেকে গর্বিত করে, আত্ম–উচ্চারণের মাধ্যমে পূরণ করার চেষ্টা করেছিল।

মুহাম্মদ কোন গুরুত্বপূর্ণ পেশায় জড়িত ছিলেন না। মাঝে মাঝে তিনি কয়েকটি ভেড়া চরাতে যেতেন, যা মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত ছিল এবং আরবদের কাছে পুরুষত্বহীন বলে মনে করা হত।

খাদিজার সাথে বিবাহ

অবশেষে, ২৫ বছর বয়সে, আবু তালিব মুহাম্মদের জন্য খাদিজা নামে এক ধনী বণিক মহিলার ট্রাস্টি হিসেবে একটি চাকরি নিশ্চিত করেন। খাদিজা ছিলেন চল্লিশ বছর বয়সী একজন সুন্দরী সফল বণিক এবং দুবার বিধবা। মুহাম্মদ তার সেবায় একবার সিরিয়া ভ্রমণ করেন, তার পণ্য বিক্রি করে এবং তার অর্ডার করা জিনিসপত্র কিনে। ফিরে আসার পর, খাদিজা তার প্রেমে পড়েন এবং একজন দাসীর মাধ্যমে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন।

মুহাম্মদ আর্থিক এবং মানসিকভাবে উভয় দিক থেকেই একজন অভাবী মানুষ ছিলেন। খাদিজার সাথে বিবাহ ছিল এক আশীর্বাদ। খাদিজার মধ্যে, তিনি সেই মাকে খুঁজে পেতে পারেন যাকে তিনি ছোটবেলায় আকাঙ্ক্ষিত করেছিলেন, সেইসাথে আর্থিক নিরাপত্তাও যা তাকে আর কখনও কাজ করতে দেয়নি।

খাদিজা তার তরুণ স্বামীর চাহিদা পূরণে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তিনি দান, যত্ন এবং আত্মত্যাগের মধ্যে তার সুখ খুঁজে পেতেন।

মুহাম্মদ বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলেন না এবং তিনি কাজের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। তিনি পৃথিবী থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিজের চিন্তাভাবনায় ডুবে থাকতে পছন্দ করতেন। এমনকি ছোটবেলায়ও তিনি তার বন্ধুদের সঙ্গ এড়িয়ে চলতেন।

সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা করতো না এবং তাদের সাথে খেলতো না। তাকে প্রায়শই একা, চিন্তামগ্ন অবস্থায় দেখা যেতো। সে খুব একটা হাসতো না, আর যদি হাসতোও, মুখ ঢেকে রাখতো। এ কারণে এবং তাদের নবীর ঐতিহ্য অনুসরণ করে, মুসলমানরা জোরে হাসতে হাসতে ধার্মিক বলে মনে করে না।

নার্সিসিস্টকে মহিমান্বিত আলোয় দেখা উচিত এবং এমন লোকদের সাথে থাকা উচিত যারা তার বিশেষত্বকে প্রতিফলিত করবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে সে তার খোলস ছেড়ে একাকী হয়ে যাবে। সে সমবয়সীদের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। তার অবশ্যই ভক্ত এবং ভক্ত থাকতে হবে।

তার নির্জন কাল্পনিক জগতে, মুহাম্মদ আর সেই অবাঞ্ছিত শিশু ছিলেন না যা তিনি তার জীবনের প্রথম দিকে নিজেকে দেখতে পেয়েছিলেন, বরং তিনি তাকে ভালোবাসতেন, সম্মান করতেন, প্রশংসা করতেন এবং এমনকি ভয় পেতেন। যখন বাস্তবতা সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ত এবং তার একাকীত্ব তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলত, তখন তিনি কল্পনায় পালিয়ে যেতেন। এই মনোরম পৃথিবীতে, তিনি যাকে হতে চান তা হতে পারতেন। তিনি অবশ্যই খুব অল্প বয়সে এই জগৎ আবিষ্কার করেছিলেন, যখন তিনি তার পালিত পরিবারের সাথে বসবাস করছিলেন এবং মরুভূমিতে একাকী দীর্ঘ দিন কাটাচ্ছিলেন। কল্পনার এই মনোরম এবং সান্ত্বনাদায়ক জগৎ তার বাকি জীবনের জন্য তার আশ্রয়স্থল ছিল। এটি তার কাছে বাস্তব জগতের মতোই বাস্তব হয়ে ওঠে, কেবল আরও ভালো। নয়টি সন্তানের যত্ন নেওয়ার জন্য তার স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে, তিনি মক্কার চারপাশের গুহায় আশ্রয় নিতেন এবং নিজের চিন্তাভাবনা এবং মিষ্টি স্মৃতিতে নিজেকে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিন কাটাতেন।

রহস্যময় অভিজ্ঞতা

একদিন, চল্লিশ বছর বয়সে, একাকী একটি গুহায় অনেক দিন কাটানোর পর, মুহাম্মদের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। তার ছন্দবদ্ধ পেশী সংকোচন এবং পেটে ব্যথা হচ্ছিল, যেন কেউ তাকে জোরে চেপে ধরছে। তার ফ্যাসিকুলেশন (পেশী মোচড়ানো), মাথা এবং ঠোঁটের অনিচ্ছাকৃত নড়াচড়া,

ঘাম, এবং দ্রুত হৃদস্পন্দন। এই উত্তেজিত অবস্থায় তিনি কিছু কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন এবং একটি ভূতের দর্শন পেলেন।

মুহাম্মদ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এবং ঘামতে কাঁপতে বাড়ি ছুটে গেলেন। "আমাকে ঢেকে দিন, ঢেকে দিন," তিনি তার স্ত্রীকে অনুরোধ করলেন। "হে খাদিজা, আমার কী হয়েছে?" তিনি তাকে সবকিছু খুলে বললেন এবং বললেন, "আমি ভয় পাচ্ছি যে আমার কিছু হতে পারে।" তিনি ভাবলেন যে তিনি আবার ভূতের কবলে পড়েছেন। খাদিজা তাকে আশ্বস্ত করলেন এবং তাকে ভয় না পেয়ে আনন্দ করতে বললেন কারণ ভূতটি অবশ্যই একজন ফেরেশতা যিনি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে তিনি একজন নবী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

খাদিজা ছিলেন একজন হানিফ, আরবের একেশ্বরবাদী ধর্ম, যা পিতৃপুরুষ ইব্রাহিমের উপর বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। তার আশ্বাস কাজ করেছিল এবং মুহাম্মদ তার নবীর পদমর্যাদা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। এটি তার জন্য উপযুক্ত ছিল এবং এটি তার মহত্ত্বের আকাঙ্ক্ষাও পূরণ করেছিল। তিনি তার বাণী প্রচার শুরু করেছিলেন।

তার বার্তা কী ছিল? বার্তাটি ছিল যে তিনি একজন রাসূল হয়েছিলেন। ফলস্বরূপ, মানুষকে তাকে সম্মান করতে হয়েছিল, তাকে ভালোবাসতে হয়েছিল এবং তার আনুগত্য করতে হয়েছিল। ২৩ বছর ধরে প্রচারের পরও, মুহাম্মদের মূল বার্তা একই রয়ে গেছে। ইসলামের মূল বার্তা হল মুহাম্মদ ঈশ্বরের একজন রাসূল। এর বাইরে, অন্য কোনও বার্তা নেই। তাকে স্বীকৃতি না দিলে এই পৃথিবীতে এবং পরকালে উভয় ক্ষেত্রেই শাস্তি পেতে হয়। একেশ্বরবাদ, যা এখন ইসলামের প্রধান যুক্তি, মূলত মুহাম্মদের বার্তার অংশ ছিল না।

মুহাম্মদ মক্কাবাসীদের কটূক্তি করতে শুরু করলেন এবং তাদের ধর্মের অপমান করতে লাগলেন। তারা প্রথমে তাকে উপহাস করল, এবং তারপর তাকে এবং তার অনুসারীদের এড়িয়ে চলল। তিনি তার অনুসারীদের আবিসিনিয়ায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। যখন তার ধর্মের প্রসার বন্ধ হয়ে গেল, তখন তিনি তার বার্তা নরম করার এবং আপস করে তার বিরোধীদের শান্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইবনে সা'দ লিখেছেন, "একদিন নবী কা'বার চারপাশে এক সমাবেশে ছিলেন এবং তাদের সামনে সূরা আন-নাজম (সূরা ৫৩) পাঠ করছিলেন। যখন তিনি ১৯-২০ আয়াতে এলেন যে

"পড়ো, 'তাহলে কি তুমি লাত, উজ্জা এবং মানাত, তৃতীয়, শেষেরটি সম্পর্কে ভেবে দেখেছো?' শয়তান নবীর মুখে নিম্নলিখিত দুটি আয়াত রেখে দিল। 'এগুলো সুন্দর, এবং তাদের সুপারিশে আশা আছে।'"[২৬]

এই কথাগুলো কুরাইশদের খুশি করে এবং তারা তাদের শত্রুতা শেষ করে। এই খবর আবিসিনিয়ার মুসলমানদের কাছে পৌঁছে এবং তারা আনন্দের সাথে মক্কায় ফিরে আসে।

কিছু সময় পর, মুহাম্মদ বুঝতে পারলেন যে আল্লাহর কন্যাদেরকে উপাস্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তিনি আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তার অবস্থানকে দুর্বল করে দিয়েছেন, তার নতুন ধর্মকে পৌত্তলিক বিশ্বাস থেকে আলাদা করে তুলেছেন এবং তাই অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছেন। তিনি কীভাবে প্রত্যাহার করতে পারেন? তিনি বলেছিলেন যে আল্লাহর কন্যাদের স্বীকৃতি দেওয়া দুটি আয়াত আসলে শয়তানী আয়াত – শয়তান তার মুখে কোনভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারপর সে সেগুলোর জায়গায় "কি! তোমাদের জন্য ছেলেরা এবং তাঁর জন্য মেয়েরা! এটা সত্যিই অন্যায় বিভাজন!"[২৭]

এই ঘটনা কুরাইশদের মুহাম্মদকে উপহাস করতে বাধ্য করে। তারা বলে, "মুহাম্মদ আল্লাহর কাছে তোমাদের দেবতাদের অবস্থান সম্পর্কে যা বলেছিলেন তার জন্য অনুতপ্ত হয়েছেন, তা পরিবর্তন করেছেন এবং অন্য কিছু এনেছেন।"[২৮] এই উল্টোপাল্টা যুক্তি দেখানোর জন্য এবং তাদের আস্থা ফিরে পাওয়ার জন্য, তিনি দাবি করেছিলেন যে অন্যান্য সমস্ত নবীকেও শয়তান বোকা বানিয়েছিল, যারা তাদেরকে এমন শয়তানী আয়াত দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছিল যা প্রতারণামূলকভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে বলে মনে হয়েছিল। "এবং আমরা আপনার পূর্বে কোন রাসূল বা নবী প্রেরণ করিনি, যখন তিনি ইচ্ছা করতেন, তখন শয়তান তার ইচ্ছার বিষয়ে একটি পরামর্শ দিত; কিন্তু আল্লাহ শয়তানের নিক্ষেপ বাতিল করে দেন, তারপর আল্লাহ তাঁর বার্তাগুলি প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যাতে তিনি শয়তানের নিক্ষেপকে তাদের জন্য পরীক্ষা করে তোলেন যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে।" (প্রশ্ন ২২:৫২–৫৩)

এই আয়াতগুলো মূলত যা বলে, স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, তা হল, এমনকি যখন আমি, মুহাম্মদ, বোকা এবং তুমি আমার প্যান্টের সাথে আমাকে ধরে ফেলো

নিচে, তবুও এটা তোমার দোষ কারণ তোমার হৃদয় অসুস্থ।

তেরো বছরের ধর্মপ্রচারে, ১২০ জনের বেশি নতুন ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়নি। তার স্ত্রী, যিনি তাকে প্রশংসা করতেন, প্রশংসা করতেন এবং তাকে আদর্শ করতেন, তিনিই ছিলেন তার প্রথম অনুসারী। তার সামাজিক অবস্থান আবু বকর, উসমান এবং ওমরকেও তার সাথে যোগ দিতে রাজি করিয়েছিল। এই কয়েকজন ছাড়াও, তার বাকি অনুসারী ছিল দাস এবং বিচ্ছিন্ন যুবক।

নিপীড়নের মিথ

মক্কায় মুহাম্মদের আহ্বান নির্বিচারে গৃহীত হয়েছিল। আজকের বেশিরভাগ অমুসলিমদের মতো মক্কাবাসীরাও সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল ছিল। ঐসব দেশে ধর্মীয় নিপীড়নের কথা আগে কখনও শোনা যায়নি। বহুঈশ্বরবাদী সমাজ সাধারণত স্বভাবগতভাবেই সহনশীল। অবশ্যই মুহাম্মদ যখন তাদের দেবতাদের অপমান করেছিলেন তখন তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা তাঁর কোনও ক্ষতি করেনি। তারা তাঁকে এবং তাঁর ধর্মকে উপহাস করেছিল, ঠিক যেমন আজকের চিন্তাশীল মানুষ ইসলামকে উপহাস করে।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেনঃ

> যখন নবীর সাহাবীরা নামাজ পড়তে চাইতেন, তখন তারা মসজিদের দিকে যেতেন যাতে তাদের লোকেরা তাদের নামাজ পড়তে না পারে। আর যখন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস মক্কার এক মসজিদে নবীর কয়েকজন সাহাবীর সাথে ছিলেন, তখন মুশরিকদের একটি দল তাদের নামাজ পড়ার সময় তাদের উপর আক্রমণ করে এবং তাদের সাথে অভদ্রভাবে আচরণ করতে থাকে। তারা তাদের কাজের জন্য তাদের দোষারোপ করে, এমনকি তারা মারামারি শুরু করে। সেই সময় সা'দ উটের চোয়াল দিয়ে এক মুশরিককে আঘাত করে এবং তাকে আহত করে। ইসলামে এটিই ছিল প্রথম রক্তপাত।"[২৯]

লক্ষ্য করুন যে, তাদের বিশ্বাসকে অপমান করার পর, মুশরিকরা কেবল মুসলমানদের উপহাস করেছিল। বিনিময়ে তাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছিল এবং

আহত। মুসলমানদের অন্যদের পবিত্র বিশ্বাসকে অপমান করা ঠিক আছে, কিন্তু যদি এর প্রতিদান দেওয়া হয় তবে তারা হিংস্র হয়ে উঠবে।

ইবনে ইসহাক আরও বলেন, "যখন নবী (সাঃ) প্রকাশ্যে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ইসলাম ধর্ম প্রকাশ করেছিলেন, তখন তাঁর লোকেরা তাঁর কাছ থেকে সরে যায়নি বা তাঁর বিরুদ্ধে যায়নি, যতক্ষণ না তিনি তাদের দেবতাদের সম্পর্কে অবজ্ঞাপূর্ণ কথা বলেন। যখন তিনি তা করেন, তখন তারা প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং তাঁকে শত্রু হিসেবে গণ্য করার জন্য সর্বসম্মতভাবে বিদ্রোহ করে।"[30]

মক্কায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘটিত শত্রুতা ধর্মীয় নির্যাতন ছিল এমন যেকোনো দাবির অবসান ঘটানোর জন্য এটি যথেষ্ট। যখন তাদের ধর্ম এবং তাদের পূর্বপুরুষদের নিন্দা করা হয় তখন মানুষের উপর নির্যাতন চালানো স্বাভাবিক। সমালোচনার জবাব সমালোচনা দিয়ে এবং উপহাসের জবাব উপহাস দিয়ে দিলেও তা বোধগম্য। মুসলমানদের আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস বা অন্য দেবতাদের প্রতি অবিশ্বাসের কারণে অভিযুক্ত করা হত না। সর্বোপরি, ইহুদি, খ্রিস্টান এবং সাবেয়ানরাও একেশ্বরবাদী ছিল এবং কুরাইশদের মূর্তিতে বিশ্বাস করত না। তবুও তারা তাদের ধর্ম পালন এবং প্রচার করার জন্য স্বাধীন ছিল। মুসলমানদের এড়িয়ে যাওয়া হত কারণ তারা নিন্দনীয় এবং অপমানজনক ছিল।

অবশেষে, মুহাম্মদের আক্রমণে বিরক্ত হয়ে, শহরের প্রবীণরা আবু তালিবের কাছে গিয়ে তাকে অনুরোধ করলেন যে তার উদ্ধত ভাতিজা তাদের বিশ্বাসের উপহাস করা বন্ধ করুন। "হে আবু তালিব, তোমার ভাগ্নে আমাদের দেবতাদের অপমান করেছে, আমাদের ধর্মকে অবজ্ঞা করেছে, আমাদের জীবনধারাকে অবমাননা করেছে এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের বিপথগামীতার অভিযোগ করেছে; হয় তুমি তাকে থামাও, নয়তো আমাদের তাকে ধরতে দাও, কারণ তুমি নিজেও আমাদের মতোই তার বিরুদ্ধে অবস্থান করছো এবং আমরা তোমাকে তাকে মুক্ত করব।"[31]

এটা নিপীড়কদের ভাষা এবং পদ্ধতি নয়। এটা মুহাম্মদের কাছে তাদের দেবতাদের অপমান বন্ধ করার জন্য একটি আবেদন, একটি আল্টিমেটাম। কয়েকটি কার্টুনে যখন তাদের নবীকে চিত্রিত করা হয় তখন মুসলমানরা যা করে তার সাথে তুলনা করুন। তারা দাঙ্গা করে এবং শত শত নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। সম্প্রদায়গত সংহতির চেতনায়, কুরাইশরা তেরো বছর ধরে মুহাম্মদের অপমান সহ্য করেছিল।

তাদের দেবতাদের বিরুদ্ধে। তাদের সহনশীলতা তাকে সাহসী করে তুলেছিল। সহ্য করা হলে বুলিরা সবসময় আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়বারের মতো গোত্রের প্রবীণরা আবু তালিবের কাছে এসে তাদের আবেদন ও চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করলেন। আবু তালিব তার ভাগ্নেকে ডেকে জনগণের ধর্ম ও অনুভূতির প্রতি আরও যত্নবান হতে বললেন। "ওহে ভাগ্নে," তিনি মুহাম্মদকে বললেন, "তোমার লোকেরা অনেক অবমাননাকর কথা বলেছে। আমাকে এবং নিজেকে রেহাই দাও। আমার সাধ্যের বাইরে আমাকে সহ্য করতে বাধ্য করো না।"

তার চাচা তাকে ত্যাগ করেছেন ভেবে মুহাম্মদ একটা নাটক করলেন। তিনি বললেন, “যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ রাখে এই শর্তে যে আমি এই কাজ (অর্থাৎ ইসলাম প্রচার) ত্যাগ করব, যতক্ষণ না আল্লাহ এটিকে বিজয়ী করেন, অথবা আমি এতে ধ্বংস হয়ে যাই, তবুও আমি এটি ত্যাগ করব না।” তারপর পঞ্চাশ বছর বয়সী এই ব্যক্তিটি উঠে দাঁড়ালেন, মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন।

নাটকের ছলনা কাজ করেছিল। মুহাম্মদ জানতেন কিভাবে তার চাচাকে কারসাজি করতে হয়। কোমল হৃদয়ের আবু তালিব তাকে ডেকে বললেন, "ফিরে এসো, আমার ভাতিজা। যাও, যা খুশি বলো, আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে কখনোই ত্যাগ করব না।" পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব, মুহাম্মদের মানসিক পরিপক্কতা তার শৈশবের পরে আর কখনও বিকশিত হয়নি।

যখন কুরাইশরা তাকে এবং তার অনুসারীদের তাদের ধর্মবিশ্বাসের অবমাননা থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে, তখন তারা তাদের আলটিমেটামটি কাজে লাগাতে পারেনি। মুহাম্মদের কোন ক্ষতি হয়নি। এর কারণ এই নয় যে তারা আবু তালিবের মতো একজন দুর্বল দরিদ্র মানুষকে ভয় পেয়েছিল। তারা তাকে সম্মান করত, কিন্তু তিনি তাদের ক্ষতি করার মতো ক্ষমতাবান ছিলেন না। অবশ্যই মুহাম্মদের বংশ তাদের একজনকে হত্যা করলে হতাশ হত। তবুও একটি পরিবার পুরো শহরের কী করতে পারে? সহনশীলতা এবং সম্প্রদায়গত সংহতির নামে কুরাইশরা আত্মসংযম পালন করেছিল। এর জন্য তাদের অনেককে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। মুহাম্মদ তাদের হত্যা করেছিলেন। অবশেষে, তাদের শহর পতন হয়েছিল এবং তাদের জীবনযাত্রা এবং

ধর্ম নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল। অন্যান্য অনেক আরব উপজাতির মতোই তাদেরও হত্যা করা যেত। মুসলমানদের আত্মীয় হওয়ার কারণে তাদের রক্ষা করা হয়েছিল। উৎপীড়কদের খুশি করা এবং অসহিষ্ণুতা সহ্য করা ভুল নীতি। অনেক জাতি ইসলামের শিকার হয়েছিল এবং সহনশীলতার কারণে তাদের পরিচয় এবং স্বাধীনতা হারিয়েছিল। ইতিহাস তাদের সকলের জন্য একটি শিক্ষা হিসেবে কাজ করবে যারা বিশ্বাস করে যে তারা যদি তাদের উৎপীড়ন সহ্য করে তবে তারা মুসলমানদের সাথে শান্তিতে থাকবে।

আবু তালিবের মৃত্যুর পরেও মুহাম্মদের কোন ক্ষতি হয়নি। প্রচুর শত্রুতা ছিল; সবই মুহাম্মদের কারণে হয়েছিল, কিন্তু কোন নির্যাতন ছিল না। কুরাইশরা যদি আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হত, তাহলে তারা ইসলামকে উৎখাত করতে পারত। কিন্তু মুসলমানরা তাদের নিজস্ব আত্মীয় ছিল এবং তারা তাদের ক্ষতি করতে চাইত না। অন্যদিকে, মুসলমানরা তাদের অবিশ্বাসী আত্মীয়দের সাথে সমস্ত পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল এবং তাদের নিকটতম এবং প্রিয়জনদের হত্যা করতে প্রস্তুত ছিল।

একটি উদাহরণ হলো আবু হুজাইফা, যিনি বদরের যুদ্ধে তার বাবা ওতবাকে এককভাবে যুদ্ধের জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। তার বোন হিন্দ (আবু সুফিয়ানের স্ত্রী) ব্যঙ্গাত্মক কবিতায় তার প্রতিশোধের জবাব দিয়েছিলেন, তার করুণ দৃষ্টিতে এবং তার বাবার সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকার বর্বরতা দিয়ে।[32]

কুরাইশরা নবীর প্রতি তাদের শত্রুতা কতটা খারাপভাবে প্রদর্শন করেছিল তা জিজ্ঞাসা করা হলে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস বলেন:

> একদিন আমি তাদের সাথে ছিলাম যখন হিজরে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা একত্রিত হয়েছিল এবং নবীর কথা বলা হয়েছিল। তারা বলেছিল যে তারা এই ব্যক্তির কাছ থেকে যে ধরণের কষ্ট সহ্য করেছে তা তারা কখনও দেখেনি; সে তাদের জীবনযাত্রাকে বোকামি বলেছে, তাদের পূর্বপুরুষদের অপমান করেছে, তাদের ধর্মকে অপমান করেছে, সম্প্রদায়কে বিভক্ত করেছে এবং তাদের দেবতাদের অভিশাপ দিয়েছে। তারা যা সহ্য করেছে তা সেই ব্যক্তির পক্ষে সমস্ত কথা বা কথার বাইরে ছিল। তারা যখন এইভাবে তার সাথে আলোচনা করছিল, নবী তাদের দিকে এগিয়ে এসে কালো পাথরে চুম্বন করলেন, তারপর মন্দিরের চারপাশে হেঁটে তাদের পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি যাওয়ার সময় তারা তার সম্পর্কে কিছু খারাপ কথা বলল। আমি তার মুখের ভাব থেকে এটি বুঝতে পারছিলাম। তিনি এগিয়ে গেলেন এবং দ্বিতীয়বার তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা তাকে একইভাবে আক্রমণ করলেন... তিনি থামলেন এবং বললেন, "তোমরা কি আমার কথা শুনবে হে কুরাইশ? যার হাতে আমার জীবন, তার শপথ, আমি তোমাদের হত্যা করতে আসছি।" এই কথাটি জনগণকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে তাদের কেউই চুপ করে রইল না।

> এবং তবুও; এমনকি যে ব্যক্তি এতদিন সবচেয়ে বেশি হিংস্র ছিল, সেও তাকে যথাসম্ভব সদয়ভাবে বলল, "চলে যাও, হে আবুল কাসিম, কারণ আল্লাহর কসম, তুমি হিংস্র নও।" তাই নবী চলে গেলেন, এবং পরের দিন তারা হিজরে একত্রিত হলেন, আমিও সেখানে ছিলাম, এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তাদের এবং নবীর মধ্যে কী ঘটেছিল তা তাদের মনে আছে কিনা যাতে তিনি যখন প্রকাশ্যে কিছু অপ্রীতিকর কথা বলেন তখন তারা তাকে একা থাকতে দেন। তারা যখন কথা বলছিলেন তখন নবী এসে হাজির হন এবং তারা তাকে ঘিরে ধরে বলেন, "তুমি কি সেই ব্যক্তি যে আমাদের দেবতা এবং আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে অমুক অমুক কথা বলে?" মুহাম্মদ উত্তর দেন, "হ্যাঁ, আমিই সেই ব্যক্তি যে তা বলে।" এক ব্যক্তি তখন তার পোশাক ধরে কাঁদতে কাঁদতে আবু বকরের সাথে কথা বলতে শুরু করেন, "তুমি কি এমন একজনকে হত্যা করবে যে আল্লাহকে তার রব বলে?" ইবনে আমর বলেন, "তারপর তারা তাকে ছেড়ে চলে যায়। এটিই কুরাইশদের তার সাথে করা সবচেয়ে খারাপ কাজ যা আমি কখনও দেখিনি।"[33]

একজন ব্যক্তি তার পোশাক ছিনিয়ে নিল। কুরাইশরা যে ব্যক্তি তাদের দেবতাদের অপমান করেছিল এবং তাদের হত্যা করার শপথ করেছিল, তার সাথে এটিই ছিল সবচেয়ে খারাপ কাজ।

মুহাম্মদ হিংস্র এবং নিষ্ঠুর ছিলেন, কিন্তু যখন কেউ তাঁর কাপড় কেড়ে নিল, তখন আবু বকর "argumentum ad misericordiam" এর ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত হলেন। তিনি কেঁদে ফেললেন এবং তাঁকে শিকার হিসেবে চিত্রিত করলেন। এবং তারপর তিনি একজন খড়কুটোর ভ্রান্ত ধারণা উপস্থাপন করলেন, "তুমি কি একজন মানুষকে হত্যা করবে কারণ সে আল্লাহকে তার রব বলেছে?" কুরাইশরা মুহাম্মদকে হত্যা করতে যাচ্ছিল না, এবং তারা আল্লাহকে তার রব বলার জন্য তার উপর ক্ষুব্ধও ছিল না। তারা ক্ষুব্ধ ছিল কারণ সে তাদের ধর্মকে অপমান করেছিল।

অবশেষে, কুরাইশরা মুহাম্মদ এবং তার নিপীড়নকারী সমর্থকদের বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা তাদের কাছে পণ্য বিক্রি বন্ধ করে দেয় এবং তাদের কাছ থেকে কিছুই কিনত না। এই বয়কট স্থায়ী হয়েছিল, সম্ভবত দুই বছর। এটা মুসলমানদের উপর কঠিন ছিল, কিন্তু এটাকে নিপীড়ন হিসেবে ভুল করা উচিত নয়। বয়কট হত্যা এবং নির্যাতনের মতো নয়। মুসলিমরা বাহাইদের উপর যা করেছিল তা হল নিপীড়ন। ইরানে হাজার হাজার নিরীহ বাহাইকে নির্যাতন করা হয়েছিল এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছিল, এবং এটি আজও অব্যাহত রয়েছে, যদিও বাহাইরা কখনও ইসলাম, এর প্রতিষ্ঠাতা বা এর পবিত্র গ্রন্থকে অপমান করেনি।

নিপীড়ন বলতে এমন একটি কাজকে বোঝায় যা মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা, কারাবাস, নির্যাতন এবং জীবনহানির মতো অন্যান্য যন্ত্রণার দিকে পরিচালিত করে। যেখানে বয়কট হল নিষ্ক্রিয়তা এবং এটিকে নিপীড়ন হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। যে ব্যক্তি নিজের ধর্মকে অবমাননা করছে তার সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ত্যাগ করা একটি স্বাভাবিক অধিকার।

ইবনে ইসহাক বলেন, "কুরাইশরা নবীর অনুসারীদের সকলের প্রতি তাদের শত্রুতা প্রদর্শন করত। প্রতিটি গোত্র তাদের মুসলমানদের উপর আক্রমণ করত, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তাদের বন্দী ও নির্যাতন করত এবং মক্কার জ্বলন্ত তাপে তাদের নিক্ষেপ করত, যাতে তারা তাদের ধর্ম থেকে দূরে সরে যায়।"[34] তবে, তিনি যে উদাহরণগুলি উপস্থাপন করেন তা খুব কম। তিনি বিলালের কথা বলেন, একজন কৃষ্ণাঙ্গ দাস, যিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর এবং তাঁর নবীর মতো কুরাইশদের ধর্মকে অবমাননা করার পর তার প্রভু উমাইয়া তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন এবং তার বুকে পাথর রেখে রোদের তাপে শুয়ে ছিলেন। আবু বকর উমাইয়াকে বিনিময়ে আরেকটি কৃষ্ণাঙ্গ দাস দিয়েছিলেন এবং বিলালকে মুক্ত করেছিলেন। মোট সাতজন মুসলিম দাস কিনেছিলেন।

এই শাস্তি কি ধর্মীয় নির্যাতনের জন্য গণ্য? আসুন আমরা নিজেদেরকে সেই প্রভুদের জায়গায় রাখি যারা আশা করত যে তাদের দাসরা তাদের এবং তাদের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে, কিন্তু তারা এই নতুন ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে দেখে তারা তাদের বিশ্বাসের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে শুরু করেছিল। তারা মুসলমানদের সাথে যুক্তি করতে পারেনি। ইসলাম যুক্তির উপর ভিত্তি করে নয়। তাদের অহংকারের জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তাদের দাসরা তাদের ধর্মের অবমাননা করায় কুরাইশদের ক্ষুব্ধ হওয়া বোধগম্য। তা সত্ত্বেও, যখনই কেউ তাদের মুসলিম দাস কিনতে চাইল, তারা আনন্দের সাথে তাদের বিক্রি করে দিয়ে তাদের ছেড়ে দিল। এটি কি প্রমাণ নয় যে এই দাসদের তাদের বিশ্বাসের জন্য নির্যাতন করা হয়নি বরং তারা তাদের প্রভুর প্রতি তাদের কর্তব্য পরিত্যাগ করার এবং অসম্মানজনক হয়ে ওঠার কারণে নির্যাতন করা হয়েছিল? যদি একজন নিয়োগকর্তা তার ধর্মের অবমাননা করেন তবে কি একজন কর্মচারীর চাকরি থাকবে? কেন একজন প্রভু তার দাসকে তার ধর্মের অবমাননা সহ্য করবে?

ইবনে সা'দ বলেন, "প্রত্যেক গোত্র তাদের মুসলমানদের উপর আক্রমণ করেছিল" এই মুসলিমরা তাদের নিজস্ব সন্তান ছিল। তারা তাদের দেবতা এবং তাদের পূর্বপুরুষদের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। তাদের বাবা–মা এবং আত্মীয়স্বজনরা একটি সম্প্রদায়ে যোগদান করায় বিরক্ত ছিল, এবং যেহেতু মুসলমানদের সাথে যুক্তি করার প্রশ্নই আসে না, তাই তারা মুহাম্মদকে ত্যাগ করতে বাধ্য করার চেষ্টা করেছিল।

বিদ্রোহী সন্তানকে পকেটের টাকা, খাবার ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করা, এমনকি তাদের সংশোধনের জন্য মারধর করা ধর্মীয় নিপীড়ন নয়। মানুষ তাদের বিদ্রোহী সন্তানদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য যেকোনো কিছু করে। মধ্যপ্রাচ্যের সমাজে এটি ছিল এবং এখনও পিতামাতার অধিকার এবং কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

ইবনে ইসহাক আরও কিছু মক্কার যুবকের গল্প বর্ণনা করেছেন যারা কয়েকজন মুসলিম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে ধরে তাদের উপদেশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। মুসলিমদের মধ্যে একজন ছিলেন হিশাম ইবনে ওয়ালিদের ভাই, যিনি একজন শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। যখন তারা তাকে তাদের পরিকল্পনার কথা জানালো, তখন সে বললো, "তাকে উপদেশ দাও, কিন্তু সাবধান যে তুমি তাকে হত্যা করো না, কারণ আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে যদি তুমি তাকে হত্যা করো, তাহলে আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করব।"[35] যুবকরা তাদের ধারণা অনুসরণ করা থেকে বিরত রইল।

যদিও উত্তেজনা চরমে ছিল, যা মুহাম্মদ এবং তাঁর অনুসারীদের কারণে হয়েছিল, এবং যদিও মক্কাবাসীরা তাদের সন্তানদের তাঁর ধর্ম থেকে রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, যার মধ্যে ছিল তাদের ঘর থেকে বের হতে না দেওয়া, অথবা দাসদের ক্ষেত্রে, তাদের মারধর করা, তবুও তারা তাদের ক্ষতি করতে ইচ্ছুক ছিল না। মুসলমানদের উপর নির্যাতনের গল্পটি একটি প্রতারণা যা ১৪০০ বছর ধরে পুনরাবৃত্ত করা হয়েছে এবং সত্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এটি তথ্য দ্বারা সমর্থিত নয়।

আজও, যখন তাদের দাবি পূরণ না হয় এবং যখন তাদের ধর্মের সমালোচনা করা হয়, তখন মুসলমানরা নিজেদেরকে শিকার এবং নিপীড়িত বলে দাবি করে। ফিলিস্তিন থেকে কাশ্মীর, ফিলিপাইন থেকে চেচনিয়া, সোমালিয়া থেকে নাইজেরিয়া, এবং এই গ্রহের সর্বত্র, পশ্চিমা দেশগুলি সহ, মুসলমানরা নির্যাতনকারী এবং আগ্রাসী এবং একই সাথে তারাই শিকার বলে কাঁদে।

একটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে, ওমর তার ধর্মান্তরের আগে তার বোনকে ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্য বেঁধে রেখেছিলেন।[36] তিনি তার কাজের মেয়েকে নির্মমভাবে মারধর করেছেন বলেও জানা গেছে।[37] ওমর তার ধর্মান্তরের আগে এবং পরে উভয় ক্ষেত্রেই একজন হিংস্র ব্যক্তি ছিলেন।

মধ্যপ্রাচ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ একটি অপরিচিত ধারণা। আপনি কী বিশ্বাস করেন এবং কী করেন তা সকলের নিজস্ব ব্যাপার। বিশেষ করে মহিলারা তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। এমনকি আজও, মুসলিম মহিলারা যদি তাদের পরিবারের সম্মতি ছাড়াই তাদের পছন্দের পুরুষকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন তবে তাদের "সম্মানের জন্য হত্যা" করা হতে পারে।

কথিত নির্যাতনের আরেকটি ঘটনা হল উসমানের, যাকে তার চাচা হাকাম ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রেখেছিলেন। তিনি তাকে বলেছিলেন, "তুমি কি তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্মের চেয়ে নতুন ধর্ম পছন্দ করো? আমি শপথ করছি যে তুমি যে নতুন ধর্ম অনুসরণ করছো তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে মুক্ত করব না।" উসমান বললেন; "প্রভুর কসম, আমি কখনই তা ত্যাগ করব না!" তাই হাকাম যখন ঈমানের প্রতি তার দৃঢ়তা দেখতে পেলেন, তখন তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন।[38] আমরা কি এটাকে ধর্মীয় নিপীড়ন বলতে পারি?

কখনও কখনও এই চাপ কাজ করত এবং কিছু পরিবার তাদের সন্তানদের ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য করতে সফল হত। এতে মুহাম্মদ ভীত হয়ে পড়েন এবং আরও ধর্মত্যাগ এড়াতে তিনি তার অনুসারীদের মক্কা ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। তাদের মধ্যে ৮৩ জন আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তাদের আত্মীয়স্বজন তাদের প্রত্যর্পণের দাবিতে আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশীর কাছে দুজন লোক পাঠান। নাজ্জাশী তা প্রত্যাখ্যান করেন।

দুই দূত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। তাদের একজন বলল, “আগামীকাল আমি তাকে (নেগাস) এমন কিছু বলব যা তাদের সকলকে উপড়ে ফেলবে।” অন্যজন বলল, “এটা করো না, কারণ তারা এখনও আমাদের আত্মীয়, যদিও তারা আমাদের বিরুদ্ধে গেছে।”[39] এটি প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে, ধর্মীয় নিপীড়নকে আমরা যে অর্থে বুঝি, সেই অর্থে মুসলমানরা কখনও নির্যাতিত হয়নি। মক্কাবাসীরা তাদের সন্তানদের ফিরে পেতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা চাইছিল না যে নাজ্জাশী তাদের উপর রাগান্বিত হোক এবং তাদের ক্ষতি করুক। ধারণাটি ছিল নাজ্জাশীকে বলা, যিনি একজন খ্রিস্টান ছিলেন যে মুসলমানরা যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে অস্বীকার করে এবং তাঁকে দাস বলে অপমান করে।

সুমাইয়া নামে পরিচিত এক দাসী সম্পর্কে একটি গল্প আছে। দাবি করা হয় যে, তাকে, তার স্বামী ইয়াসির এবং তার ছেলে আম্মারকে রোদের তাপে বসতে বাধ্য করা হয়েছিল যতক্ষণ না তারা নিজের কথা অস্বীকার করে এবং পরবর্তীতে তাকে হত্যা করা হয়। এটা আশ্চর্যজনক যে, যদিও মুসলমানরা তাদের নির্যাতনের গল্প উচ্চারণ করতে ভালোবাসে, ইবনে ইসহাক সুমাইয়ার কথিত শাহাদাতের জন্য একটির বেশি ছোট বাক্য উৎসর্গ করেননি। ইসলামের প্রথম শাহাদাত কি আরও বিশদভাবে বর্ণনা করার যোগ্য ছিল না?

কাতিব–ই ওয়াকিদী (ইবনে সা'দ) এর সূত্রে মুইর বলেন যে, ইয়াসির স্বাভাবিকভাবে মারা যাওয়ার পর, সুমাইয়া গ্রীক দাস আজরাককে বিয়ে করেন এবং সালমা নামে একটি সন্তান জন্ম দেন।[40] তাহলে আমরা কীভাবে বুঝব যে তাকে মক্কায় হত্যা করা হয়েছে? আজরাক ছিল তাইফের বাসিন্দা, এবং সেই ক্রীতদাসদের মধ্যে একজন যারা সেই শহর অবরোধের সময় (প্রায় পনের বছর পরে) মুহাম্মদের শিবিরে পালিয়ে গিয়েছিল। এটা স্বাভাবিক যে ইয়াসিরের মৃত্যুর পর সুমাইয়া আজরাককে বিয়ে করেছিলেন এবং তাইফে বসবাস করেছিলেন এবং তার শাহাদাতের গল্পটি মিথ্যা।

মুহাম্মদ দাসপ্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন না। তিনি হাজার হাজার স্বাধীন মানুষকে দাসত্বে বাধ্য করেছিলেন। তাঁর অনুসারীদের তাদের প্রভু এবং তাদের পিতামাতার অবাধ্য হতে বলার মাধ্যমে, তিনি মক্কার সামাজিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করছিলেন। এর ফলে এবং তাদের ধর্মের প্রতি তার ক্রমাগত তিরস্কার করার কারণে, তিনি তাঁর জনগণের মধ্যে একজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। তবুও কখনও তিনি বা তাঁর অনুসারীরা তাদের বিশ্বাসের কারণে নির্যাতিত হননি। মুশরিকরা সাধারণত অন্যরা কী বিশ্বাস করে তা নিয়ে চিন্তা করে না। তারা স্বভাবতই বহুত্ববাদী। কা'বা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল, প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিল। আরবে ইহুদি, খ্রিস্টান, জরথুস্ত্রীয়, সাবেয়ান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছিল। আরও নবীরা তাদের ধর্ম প্রচার করেছিলেন। আরবে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ইসলামের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। মুহাম্মদই অন্যদের ধর্মবিশ্বাসকে অপমান করেছিলেন এবং ক্ষমতায় আসার পর যেখানেই তাদের পেলেন সেখানেই তাদের হত্যা করেছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের একজন সম্পর্কেও একটি গল্প আছে যিনি কুরাইশদের একটি ধর্মীয় সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন এবং শুরু করেছিলেন

কুরআন তেলাওয়াত করছিল। লোকেরা হতবাক হয়ে গেল এবং ভাবছিল যে সে কী করছে। কেউ বলল যে সে কুরআন তেলাওয়াত করছে। তারা তাকে চড় মেরে বের করে দিল।[41] এই মুসলিমটি ছিল একজন বদমাশ। সে ওই সমাবেশে গিয়েছিল উসকানি দিতে এবং উত্তেজিত করার জন্য। তাকে উপদ্রব করার জন্য মারধর করা হয়েছিল। যদি কেউ তাদের মসজিদে গিয়ে অন্য ধর্মীয় গ্রন্থের কিছু আয়াত পাঠ করে, তাহলে মুসলিমরা কী করবে? সৌদি আরবে নিজের বাড়ির একান্তে বাইবেল পড়ার অনুমতি নেই।

আজ, মুসলমানরা প্রতিটি পশ্চিমা শহরে মসজিদ এবং মিনার তৈরি করে এবং আজানের শব্দে বাতাসকে দূষিত করে। লক্ষ্য একই। তারা যা কিছু করে, পোশাক পরা থেকে শুরু করে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার ভান করে যানজট বন্ধ করে দেওয়া, সবকিছুই উসকানি দেওয়ার জন্য তৈরি।

মক্কায় মুহাম্মদ এবং মুসলমানদের উপর কোন নির্যাতনের প্রমাণ নেই। তবুও, মুসলমানরা এই দাবি করে কারণ মুহাম্মদ এটি করেছিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে, এমনকি কিছু অমুসলিম ঐতিহাসিক, যারা ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল নন, তারাও এই ফাঁদে পড়েছেন এবং এই অসত্যের প্রতিধ্বনি করেছেন।

সর্বত্র, মুসলমানরাই হত্যা, নিপীড়ন এবং নির্যাতন করছে। তবুও তারাই নিজেদেরকে শিকার এবং নির্যাতিত বলে দাবি করে। তাদের বোঝার জন্য আমাদের মুহাম্মদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে হবে এবং এটাই এই বইয়ের পরিধি।

মুহাম্মদ মক্কায় থাকাকালীনও অসহিষ্ণুতা প্রচার করেছিলেন। মুসলমানরা সূরা ১০৯ উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেন যে তিনি সহনশীলতা প্রচার করেছিলেন। এই মক্কান সূরাটি বলেঃ

> *বলুনঃ হে অবিশ্বাসীরা!*
> *আমি তার উপাসনা করি না যার উপাসনা তোমরা করছো,*
> *আর তোমরাও তার উপাসনা করবে না যার উপাসনা আমি করি।*
> *আর আমি তার ইবাদত করব না যার ইবাদত তোমরা করতে, আর তোমরাও তার ইবাদত করবে না*
> *যার ইবাদত আমি করি।*
> *তোমার কাছে তোমার পথ, আর আমার কাছে আমার পথ*

মুসলিম পণ্ডিতরা এই সূরাটিকে সহনশীলতার প্রতীক হিসেবে দেখেন না। মওদুদী তার কুরআনের ব্যাখ্যায় লিখেছেন:

> এই পটভূমিকে সামনে রেখে যদি সূরাটি পাঠ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে এটি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রচার করার জন্য নাযিল হয়নি, যেমনটি আজকের কিছু লোক মনে করে, বরং এটি মুসলমানদেরকে কাফেরদের ধর্ম, তাদের উপাসনা রীতিনীতি এবং তাদের দেবতাদের থেকে মুক্ত করার জন্য, তাদের প্রতি তাদের সম্পূর্ণ ঘৃণা ও উদ্বেগ প্রকাশ করার জন্য এবং তাদের জানানোর জন্য নাযিল হয়েছিল যে ইসলাম এবং কুফরের মধ্যে কোনও মিল নেই এবং তাদের একত্রিত ও এক সত্তায় মিশে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। যদিও এটি শুরুতে কাফের কুরাইশদের আপোষের প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ায় সম্বোধন করা হয়েছিল, তবুও এটি কেবল তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটিকে কুরআনের একটি অংশ করে, আল্লাহ মুসলমানদের চিরন্তন শিক্ষা দিয়েছেন যে তারা কথা ও কাজের মাধ্যমে নিজেদেরকে কুফরের আকীদা থেকে মুক্ত করবে, যেখানেই হোক না কেন এবং যেভাবেই হোক, এবং কোনও সন্দেহ ছাড়াই ঘোষণা করবে যে তারা ঈমানের ক্ষেত্রে কাফেরদের সাথে কোনও আপোষ করতে পারবে না। এই কারণেই এই সূরাটি সেইসব লোকদের মৃত্যুর পরও তেলাওয়াত করা হত যাদেরকে এটি উত্তরসূরী হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছিল, এবং যারা এটি নাজিল হওয়ার সময় কাফের ছিল, তারাও এটি তেলাওয়াত করতে থাকে এবং মুসলমানরা তাদের মৃত্যুর শতাব্দী পরেও এটি তেলাওয়াত করে, কারণ কুফর এবং এর রীতিনীতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ এবং তা থেকে বিচ্ছিন্নতা ঈমানের একটি চিরন্তন দাবি।[42]

কেন সিরাতে এই আয়াতের শা'নে নুযুল পড়বেন না? ইবনে ইসহাক বলেন যে, নবী যখন কা'বা তাওয়াফ করছিলেন, তখন মক্কার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর সাথে দেখা করে তাঁকে বললেন, "মুহাম্মদ, আসুন আমরা আপনার উপাসনা করি, এবং আপনিও আমাদের উপাসনা করেন। আপনি এবং আমরা এই বিষয়ে একত্রিত হব। যদি আপনি যা উপাসনা করেন তা আমাদের উপাসনা থেকে উত্তম হয়, তাহলে আমরা এর একটি অংশ নেব, এবং যদি আমরা যা উপাসনা করি তা আপনার উপাসনা থেকে উত্তম হয়, তাহলে আপনিও তার একটি অংশ নিতে পারেন।" তাই আল্লাহ তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ করলেন, 'বলুন, হে কাফেররা, আমি আপনার উপাসনা করি না, এবং আপনি যা উপাসনা করেন তা আপনি করেন না, এবং আমি আপনার উপাসনা করি না, এবং আপনি যা উপাসনা করেন তা আপনি করেন না; তোমাদের তোমাদের ধর্ম আছে এবং আমারও আমার আছে,' অর্থাৎ যদি তোমরা কেবল এই শর্তে ঈশ্বরের উপাসনা করো যে আমি যা উপাসনা করি, তাহলে আমার তোমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তোমাদের ধর্ম থাকতে পারে, সবকিছুই, এবং আমারও আমার আছে।"[43]

এই আয়াতগুলো সহনশীলতা সম্পর্কে নয়। এগুলো একজন নার্সিসিস্টের সাধারণ ঘৃণার প্রকাশ করে যারা তার সাথে একমত নয়। মুহাম্মদ বলছেন, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো বা না করো তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তোমার ধর্ম তোমার, আর আমার ধর্ম আমার!

মক্কায় মুহাম্মদ কখনই ঝুঁকির মুখে ছিলেন না তার একটি প্রমাণ হলো আকাবায় তার চাচা আব্বাসের বক্তৃতা। যখন ইয়াথরিবের নতুন গোপন দল মুহাম্মদের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে মক্কায় এসেছিল, তখন তার চাচা আব্বাস উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "হে খাজরাজের লোকেরা, তোমরা জানো মুহাম্মদ আমাদের মধ্যে কী অবস্থানে আছেন। আমরা তাকে আমাদের নিজেদের লোকদের থেকে রক্ষা করেছি যারা তার সম্পর্কে আমাদের মতোই চিন্তা করে। তিনি তার লোকদের মধ্যে সম্মান ও নিরাপত্তার সাথে বাস করেন, কিন্তু তিনি তোমাদের দিকে ফিরে আসবেন এবং তোমাদের সাথে যোগ দেবেন। যদি তোমরা মনে করো যে তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারো এবং তাকে তার বিরোধীদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারো, তাহলে তোমরা যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছো তা গ্রহণ করো। কিন্তু যদি তোমরা মনে করো যে তিনি তোমাদের সাথে বের হওয়ার পর তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং তাকে পরিত্যাগ করবে, তাহলে তাকে এখনই ত্যাগ করো, কারণ সে যেখানে আছে সেখানেই নিরাপদ।"[44] এটি কুরআন ৮:৩০–এ করা দাবির বিরোধিতা করে যে অবিশ্বাসীরা মুহাম্মদকে বন্দী করার, হত্যা করার বা নির্বাসিত করার ষড়যন্ত্র করছিল। আমরা কীভাবে এই পরস্পরবিরোধী বক্তব্যগুলির সমন্বয় করতে পারি? মুহাম্মদের কাছে সত্য অপ্রাসঙ্গিক ছিল। তিনি প্রতিটি পরিস্থিতিতে যা প্রয়োজন তা বলেছিলেন।

মদিনায় হিজরত

অসংখ্য সন্তান এবং আত্মকেন্দ্রিক স্বামীর দেখাশোনা করার কারণে, খাদিজা তার ব্যবসাকে অবহেলা করেছিলেন। তিনি মারা গেলে পরিবারটি দরিদ্র হয়ে পড়ে। খাদিজার মৃত্যুর কিছুক্ষণ পরেই, মুহাম্মদের আরেক সমর্থক আবু তালিবও মারা যান। এই দুই দৃঢ় মিত্র থেকে বঞ্চিত হয়ে এবং মক্কাবাসীদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে, তিনি মদিনায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন, যেখানে তিনি মদিনার কিছু বাসিন্দার কাছ থেকে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন। তিনি তার অনুসারীদের প্রথমে যেতে নির্দেশ দেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন যে যদি তারা না যায়, তাহলে তারা "জাহান্নামে তাদের আবাস খুঁজে পাবে।"[45] যে

সে ঠিক এমনই একজন মানুষ ছিল। সে আশা করেছিল যে তার সম্মতি আসবে, নইলে সে হুমকি দেবে।

মুহাম্মদ (সাঃ) পিছনেই রইলেন। এক রাতে তিনি দাবি করলেন যে আল্লাহ তাকে জানিয়েছেন যে তার শত্রুরা তাকে ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। এরপর তিনি তার বিশ্বস্ত বন্ধু আবু বকরকে গোপনে ইয়াসরিবে (মদিনা) তার সাথে যেতে বললেন। নিম্নলিখিত আয়াতটি সেই বার্তা সম্পর্কে, "স্মরণ করো কিভাবে কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল [মুহাম্মদ], তোমাকে বন্দী করে রাখার জন্য, অথবা তোমাকে হত্যা করার জন্য, অথবা তোমাকে (তোমার ঘর থেকে) বের করে দেওয়ার জন্য। তারা প্রতারণা করে, আর আল্লাহও প্রতারণা করেন; কিন্তু প্রতারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আল্লাহ।" (প্রশ্ন ৮:৩০)

মনে হচ্ছে আল্লাহ মক্কাবাসীরা কী ষড়যন্ত্র করছিল তা অনুমান করছেন। এই আয়াতটি কি একজন ভৌতিক ব্যক্তির ভয় প্রকাশ করে না? মুহাম্মদ তেরো বছর ধরে মক্কাবাসীদের মধ্যে বসবাস করেছিলেন, তাদের উপহাস করেছিলেন এবং তাদের ধর্মের অবমাননা করেছিলেন, ঠিক যেমন মুসলমানরা আজ অন্য সকলের ধর্মকে অপমান করে, এবং তবুও তারা তাকে সহ্য করেছিলেন। মুহাম্মদের নিজের দাবি ছাড়া, এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই যে মক্কাবাসীরা কখনও তাকে ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিল।

মুহাম্মদ যে রাতে মদিনায় পালিয়ে যান, সেই রাতেই ইসলামী ক্যালেন্ডারের সূচনা হয়। মদিনায় তিনি এমন আরবদের খুঁজে পান যারা মক্কাবাসীদের তুলনায় কম পরিশীলিত ছিল। এর একটি অতিরিক্ত সুবিধা ছিল যে তারা তাঁর পটভূমি এবং চরিত্র সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, যা মক্কাবাসীরা জানতেন। ফলস্বরূপ, তারা তাঁর বার্তার প্রতি আরও বেশি গ্রহণযোগ্য ছিলেন।

মক্কায় মুহাম্মদ এবং মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল এই দাবি অনেকের কাছেই, যদি সকল অমুসলিম ঐতিহাসিকের কাছেও না হয়, সমালোচনার বাইরেও গ্রহণ করা হয়। তবে, এটি একটি ভুয়া দাবি। কুরাইশরা যা করেছিল তা হল ইসলামের সমালোচনা করা এবং যারা এর শিকার হয়েছিল তাদের ইসলাম ত্যাগ করতে রাজি করানো। মুহাম্মদের বিরোধিতা ছিল নিপীড়নের সমান। আজও, মুসলমানরা অভিযোগ করে যে তাদের অগ্রযাত্রার বিরোধিতা করা হলে তারা নিপীড়িত হচ্ছে। বাস্তবতা হল, মক্কাবাসীরা নয়, মুহাম্মদই তাঁর অনুসারীদের তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রথমে আবিসিনিয়ায় এবং তারপর

ইয়াসরিবে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। "যারা অত্যাচার সহ্য করার পর আল্লাহর পথে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যায়, আমরা অবশ্যই তাদের এই পৃথিবীতে একটি উত্তম আবাসস্থল দেব; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরকালের প্রতিদান আরও বড়। যদি তারা (এটি) বুঝতে পারত!" (সূরা ১৬:৪১)

ইয়াসরিবে অভিবাসীদের আয়ের কোন উৎস ছিল না। মুহাম্মদ কীভাবে এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন এবং তাদের "ভালো ঘর" দেবেন যারা তার নির্দেশে তাদের ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল? তারা দরিদ্র হয়ে পড়েছিল এবং জীবিকার জন্য মদীনাবাসীদের দানের উপর নির্ভর করেছিল। মুহাম্মদ তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে বসেছিলেন। তার অনুসারীরা তাদের অসন্তোষের কথা ফিসফিসিয়ে বলছিল। কেউ কেউ তার শিবির থেকে পালিয়ে গেল। এই সংকটের জবাবে তিনি আরেকটি হুমকি দিয়েছিলেন। "তারা [অবিশ্বাসীরা] চায় যে তারা যেমন অবিশ্বাস করে, তোমরাও তেমনি অবিশ্বাস করো, যাতে তোমরাও (তাদের সাথে সমান) থাকতে পারো। তাই তাদের বন্ধু বানিও না যতক্ষণ না তারা আল্লাহর পথে তাদের ঘর ছেড়ে চলে যায়; যদি তারা ফিরে যায়, তাহলে তাদের ধরো এবং যেখানেই থাকো হত্যা করো।"*ßতাদের মধ্যে থেকে কাউকে বন্ধু বা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো না।*" (প্রশ্ন ৪:৮৯)

মক্কাবাসীরা মুসলমানদের তাদের ঘরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে এই দাবির সাথে আমরা কীভাবে এই বন্ধুত্বের নিষেধাজ্ঞা এবং হুমকির মিল খুঁজে পেতে পারি? এই আয়াতে, মুহাম্মদ তার অনুসারীদের বলছেন যে যারা মক্কায় ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে তাদের হত্যা করতে। ধর্মপ্রচারকরা দলত্যাগ সহ্য করতে পারে না। মুহাম্মদ যা করেছিলেন তা জিম জোন্স গায়ানায় তার প্রাঙ্গণ ছেড়ে যেতে চাওয়া ব্যক্তিদের সাথে যা করেছিলেন তার থেকে আলাদা নয়। তিনি তার লোকদের পালানোর চেষ্টা করলে যে কাউকে গুলি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ধর্মপ্রচারকরা তাদের অনুসারীদের বিচ্ছিন্ন করে। এটি তাদের আরও নিয়ন্ত্রণ দেয়। যখন কেউ পরিবার এবং বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং এমন একটি ধর্মপ্রচারে যোগ দেয় যেখানে সবাই জাদুগ্রস্ত হয়, তখন নেতাকে চিন্তা করা বা প্রশ্ন করা কঠিন হয়ে পড়ে।[46]

কেন ইয়াসরিবি আরবরা ধর্মান্তরিত হয়েছিল?

মুহাম্মদ প্রথম আরব নবী ছিলেন না। আরবের অন্যান্য অঞ্চলের বেশ কয়েকজন ভণ্ড তাঁর নিকটবর্তী সমসাময়িক ছিলেন। সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন মুসাইলামা, যিনি মুহাম্মদের কয়েক বছর আগে তাঁর নবী প্রচার শুরু করেছিলেন, কিন্তু তাঁর বিপরীতে, তিনি তাঁর নিজের শহরে এবং তাঁর নিজের লোকদের মধ্যে সফল ছিলেন। সিজাহ নামে একজন মহিলাও এই উপাধির দাবিদার ছিলেন এবং তাঁর নিজের লোকদের মধ্যেও তাঁর প্রচুর অনুসারী ছিল। এই দুই নবীই একেশ্বরবাদ প্রচার করছিলেন। এর দৃঢ় প্রমাণ রয়েছে যে আরবে ইসলামের আধিপত্যের আগে, নারীরা অনেক বেশি সম্মানিত এবং পরবর্তী যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি অধিকারপ্রাপ্ত ছিলেন। এই অন্যান্য নবীদের কেউই তাদের ধর্ম সম্প্রসারণের জন্য সহিংসতার আশ্রয় নেননি এবং মুহাম্মদের মতো তারা লোকদের লুটপাট ও লুটপাট করতেন না। তারা অঞ্চল জয় করতে এবং সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চাননি, বরং বাইবেলের নবীদের ঐতিহ্য অনুসারে, কেবল ধর্মপ্রচার এবং ঈশ্বরের উপাসনার জন্য মানুষকে আমন্ত্রণ জানানোয় আগ্রহী ছিলেন। তাদের মধ্যে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না এবং তারা প্রায়শই একে অপরের সাথে সহযোগিতা করতেন। মুহাম্মদ ছিলেন আরবের একমাত্র নবী-যোদ্ধা। তিনি তাদের এবং তাদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাদের হত্যা করেছিলেন।

ইয়াসরিবের আরবরা মুহাম্মদকে সহজেই গ্রহণ করেছিল, তার শিক্ষার গভীরতার কারণে নয়, যা উপরে উল্লিখিত হিসাবে কেবল তার দাবির কথা বলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, বরং ইহুদিদের সাথে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে। ইহুদিরা, তাদের বিশ্বাসের কারণে, নিজেদেরকে "নির্বাচিত জাতি" বলে মনে করত। তারা আরবদের তুলনায় ধনী এবং বেশি শিক্ষিত ছিল এবং ফলস্বরূপ, ঈর্ষান্বিত হত। ইয়াসরিবের বেশিরভাগ অংশ ইহুদিদের মালিকানাধীন ছিল। এই শহরটি মূলত একটি ইহুদি শহর ছিল। ইয়াসরিবের গল্পটি সমস্ত পশ্চিমাদের পড়া উচিত কারণ সেই শহরে যা ঘটেছিল তা বহুসংস্কৃতিবাদের ব্যর্থতা এবং এর ভয়াবহ পরিণতির একটি স্পষ্ট উদাহরণ।

*কিতাব আল-আঘানি*ইথরিবে ইহুদিদের প্রথম বসতি স্থাপনের চিহ্ন পাওয়া যায়, যা মূসার সময় থেকে শুরু হয়েছিল।[47] তবে, ১০মশতাব্দীর ফুতুহ আল-বুলদান (শহরের বিজয়) বইটিতে আল বালাধুরি লিখেছেন যে, ইহুদিদের মতে, দ্বিতীয় ইহুদি

৫৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অভিবাসন শুরু হয়েছিল, যখন ব্যাবিলনের রাজা নেবুচাদনেজার জেরুজালেম ধ্বংস করেছিলেন এবং ইহুদিদের সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ইয়াসরিবে, ইহুদিরা বণিক, স্বর্ণকার, কামার, কারিগর এবং কৃষক হিসেবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত, যেখানে আরবরা ছিল শ্রমিক এবং বেশিরভাগই তাদের জন্য কাজ করত। তারা ইহুদিদের কমপক্ষে এক হাজার বছর পরে, অর্থাৎ ৪৫০ বা ৪৫১ খ্রিস্টাব্দে, যখন ইয়েমেনে এক বিরাট বন্যা সাবা অঞ্চলের বিভিন্ন আরব উপজাতিকে উপদ্বীপের অন্যান্য অংশে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য করেছিল, তখন তারা ইয়াসরিবে এসেছিল। তারা অর্থনৈতিক শরণার্থী হিসেবে এসেছিল। ইসলাম গ্রহণের পর, তারা তাদের আশ্রয়স্থলকে নির্বাসিত করে, হত্যা করে এবং তাদের শহর দখল করে। ইউরোপীয়রা তাদের নিজের বিপদে ইতিহাসের শিক্ষা উপেক্ষা করবে।

ইয়াসরিবে পা রাখার পর, আরবরা ইহুদিদের উপর আক্রমণ ও লুটপাট শুরু করে। এর প্রতিদানে ইহুদিরা অন্য যে কোন নির্যাতিত মানুষের মতোই বলেছিল; যখন তাদের মসীহ আসবেন, তখন তিনি তাদের প্রতিশোধ নেবেন। যখন আরবরা মুহাম্মদকে ঈশ্বরের একজন রসূল বলে দাবি করতে এবং নিজেকে মূসার ভবিষ্যদ্বাণীকৃত ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করতে শুনল, তখন তারা ভেবেছিল যে যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে তারা ইহুদিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। তারা মুহাম্মদের আহ্বানে মূল্যবান কিছু খুঁজে পাওয়ার জন্য ধর্মান্তরিত হয়নি, বরং ইহুদিদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং রাজনৈতিক সুবিধার জন্য ধর্মান্তরিত হয়েছিল।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেনঃ

> এখন আল্লাহ ইসলামের পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন কারণ তারা [আরবরা] ইহুদিদের সাথে পাশাপাশি বাস করত, যারা ছিল ধর্মগ্রন্থ ও জ্ঞানের অধিকারী, যদিও তারা নিজেরাই ছিল মুশরিক ও মূর্তিপূজক। তারা প্রায়শই তাদের এলাকায় তাদের উপর আক্রমণ করত, এবং যখনই খারাপ অনুভূতি দেখা দিত, ইহুদিরা তাদের বলত, 'শীঘ্রই একজন নবী প্রেরণ করা হবে। তার দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমরা তাকে অনুসরণ করব এবং তার সাহায্যে তোমাদের হত্যা করব; তাই তারা যখন রাসূলের বার্তা শুনল, তখন তারা একে অপরকে বলল: 'ইনি সেই নবী যার সম্পর্কে ইহুদিরা আমাদের সতর্ক করেছিল। আমাদের আগে তাদের তার কাছে পৌঁছাতে দিও না!'[48]

এটা বিদ্রূপাত্মক যে ইহুদি ধর্মের মশীহ বিশ্বাস ইসলামের শক্তি হয়ে উঠবে এবং আরবে আরেকটি ইহুদি গণহত্যার কারণ হবে।

ভাগ করো আর শাসন করো

তাঁর ভীতিকর হুমকি সত্ত্বেও যে, যারা তাঁকে পরিত্যাগ করবে তাদের জন্য ঐশ্বরিক শাস্তি অপেক্ষা করছে, মুহাম্মদকে তাঁর অনুসারীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য একটি বাস্তব উপায় খুঁজে বের করতে হয়েছিল। তিনি তাদের ডাকাতি করতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে যেহেতু মক্কাবাসীরা তাদের ঘরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই তাদের জন্য লুটপাট করা বৈধ। "অনুমতি (যাও)ßযাদের বিরুদ্ধে *যুদ্ধ করা হচ্ছে কারণ তারা অত্যাচারিত, তাদের জন্যই এই শাস্তি। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে ন্যায়সঙ্গত কারণে, কেবল এই কারণে যে তারা বলেঃ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ।*"(প্রশ্ন ২২:৩৯–৪০)

মক্কাবাসীরা তাদের আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়নি। তারা তাদের ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল। তারা প্রায়শই তাদের বন্দী করে রাখত যাতে তারা পালাতে না পারে। মুহাম্মদ তার অপরাধের ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য মিথ্যা বলেছিলেন। ইতিমধ্যে, তিনি তার অনুসারীদের অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উৎসাহিত করার জন্য অনেক আয়াত জারি করে তার উপাস্য বানিয়েছিলেন। "হে নবী! বিশ্বাসীদেরকে জাগিয়ে তুলুন"*ßতোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন ধৈর্যশীল ও ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা দুইশ জনকে পরাজিত করবে। যদি একশ জন থাকে, তবে তারা এক হাজার কাফেরকে পরাজিত করবে। কারণ এরা এমন এক সম্প্রদায় যা বোধগম্য নয়।*"(প্রশ্ন ৮:৬৫)

মুহাম্মদ এই আক্রমণগুলিকে ন্যায্যতা দিয়েছিলেন শিকারের কার্ড খেলে, ঠিক যেমনটি আজ তাঁর অনুসারীরা করে। তিনি দাবি করেছিলেন যে কাফেররা মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। বাস্তবে, তিনিই শত্রুতা শুরু করেছিলেন, মক্কার কাফেলাগুলিতে আক্রমণ করেছিলেন এবং যখন তিনি পার পেতেন তখন তাদের হত্যা করেছিলেন এবং পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

এই বৈপরীত্য স্পষ্ট। একটি আয়াতে তিনি তার অনুসারীদের হিজরতের আহ্বান জানান এবং যারা পিছনে থাকার কথা ভাবছেন তাদের হত্যা ও জাহান্নামের হুমকি দেন, এবং অন্য আয়াতে তিনি মিথ্যা দাবি করেন যে মুসলমানদের বহিষ্কার করা হয়েছে।

ন্যায্য কারণ ছাড়াই এবং তাদেরকে "যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়" হিসাবে উল্লেখ করে।

আজকাল মুসলমানরা এটাই করে। তারাই অমুসলিমদের উপর অত্যাচার চালায়, তাদের ভয় দেখায় এবং সংখ্যালঘুদের উপর নিয়মতান্ত্রিক নির্যাতন চালায়। কিন্তু একই সাথে তারা নিজেদেরকে নির্যাতিত হিসেবে চিৎকার করে এবং নিজেদেরকে নির্যাতিত হিসেবে উপস্থাপন করে। এই নির্যাতিত দাবির মাধ্যমে তারা তাদের নিপীড়নকে ন্যায্যতা দেয়।

আরবি প্রবাদ: দারাবানি, ওয়া বাকা; সাবাক আনি, ওয়াশতাকা। "সে আমাকে মারধর করল, আর কাঁদতে লাগল; তারপর সে আমার আগে চলে গেল এবং আমাকে মারধরের জন্য অভিযুক্ত করল!" মুহাম্মদের কার্যপদ্ধতিটি তুলে ধরে। তার অনুসারীরা আজও একই নোংরা খেলা খেলে। এই প্রতারণামূলক কৌশল তাকে চমকপ্রদভাবে সফল করে তুলেছিল। সে পুত্রদের তাদের পিতাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিল, ভাইদের ভাইদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিল এবং উপজাতি জোটকে দুর্বল করেছিল এবং এর মাধ্যমে সে সমাজের কাঠামোকে ক্ষয় করেছিল। এই কৌশল ব্যবহার করে, অবশেষে সে সমগ্র আরবকে তার আধিপত্যের অধীনে নিয়ে আসে।

আরবদের মধ্যে এমন কিছু নেই যা তাদেরকে দুষ্টতার প্রতি সংবেদনশীল করে তোলে। যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে সে তার নিজের জাতির প্রতি ঠিক ততটাই শত্রু হয়ে ওঠে যেমন প্রাথমিক মুসলিমরা তাদের জাতির প্রতি ছিল। জন ওয়াকার লিন্ড ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে আল-কায়েদার হয়ে যুদ্ধ করার জন্য আফগানিস্তানে যান। জোসেফ কোহেন, একজন গোঁড়া ইহুদি, ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আজ তিনি বলেন যে ইসরায়েলিদের, তাদের সন্তানদের সহ, হত্যা করা বৈধ।[49] ২০০১ সালে আফগানিস্তানে লুকিয়ে থাকা বিবিসি সাংবাদিক ইভন রিডলি তালেবানদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং এখন তিনি তার নিজের দেশকে, "বিশ্বের তৃতীয় সবচেয়ে ঘৃণ্য দেশ" (ইসরায়েল ও আমেরিকার পরে) বলে অভিহিত করেন। তিনি আত্মঘাতী বোমা হামলাকে "শহীদ অভিযান" বলে অভিহিত করেন এবং হাজার হাজার ইরাকির হত্যাকারী এবং জর্ডানে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে বোমা হামলার মূল পরিকল্পনাকারী কুখ্যাত সন্ত্রাসী আবু মুসাব আল-জারকাবিকে "একজন বীর" বলে অভিহিত করেন। এই চেচেন সন্ত্রাসী নেতা

মস্কো থিয়েটার জিম্মি সংকট এবং বেসলান স্কুল গণহত্যার মূল পরিকল্পনাকারী শামিল বাসায়েভ রিডলির পক্ষে, "একজন শহীদ যার জান্নাতে স্থান নিশ্চিত।"[50] ইসলাম গ্রহণ করে, তাদের মানবতা হারায়। তারা নির্মম ও বুদ্ধিহীন হয়ে পড়ে, তাদের নিজস্ব প্রিয়জনদের হত্যা করতে সক্ষম হয়। মিথ্যার মাধ্যমে মুহাম্মদ তার অনুসারীদের হৃদয়ে ঘৃণা জাগিয়ে তোলেন এবং তাদেরকে নির্বোধ হত্যাকারী যন্ত্রে পরিণত করেন।

স্বর্গীয় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি

অনেক জায়গায়, কুরআন মুসলিমদেরকে এই দুনিয়া ও আখেরাতে পুরস্কারের জন্য লুটপাট ও লুটপাটের আহ্বান জানিয়েছে। "আল্লাহ তোমাদেরকে প্রচুর গণিমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা তোমরা অর্জন করবে।" (সূরা ৪৮:২০)

যারা হয়তো কিছুটা অপরাধবোধে ভুগছিলেন তাদের বিবেককে শান্ত করার জন্য, তিনি তার দেবতাকে বলতে বাধ্য করেছিলেন: "যুদ্ধে যা কিছু তুমি গ্রহণ করেছো, তা ভোগ করো, বৈধ এবং উত্তম।" (প্রশ্ন ৮:৬৯)

৮:৭৪ আয়াতে বলা হয়েছে, "যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে এবং*ß আল্লাহর পথে ঈমানের জন্য এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য করে, তারাই প্রকৃত মুমিন, তাদের জন্য রয়েছে পাপ ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযিক।*"

মুহাম্মদের লেখা/আবৃত্তির ধরণ সম্পর্কে যারা অবগত নন, তারা ভাবতে পারেন যে লুটপাটের আদেশ কীভাবে আল্লাহকে ভয় করার আদেশের সাথে মিলিত হতে পারে। যারা আরবি ভাষায় কুরআন পড়েন তারা লক্ষ্য করেন যে আয়াতগুলি ছন্দবদ্ধ এবং মুহাম্মদ প্রায়শই এমন শব্দ বা বাক্যাংশ যুক্ত করেছেন যা স্থানের বাইরে, যেমন 'আল্লাহকে ভয় করো,' 'আল্লাহ পরম করুণাময়,' 'তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞ' ইত্যাদি, তার আয়াতগুলিকে ছন্দবদ্ধ করে তোলে। অন্যথায়, ঈশ্বরকে ভয় করা এবং একই সাথে নিরীহ মানুষকে লুণ্ঠন ও হত্যা করা অকল্পনীয়। এটি করে, অর্থাৎ ঈশ্বরকে লুণ্ঠন, গণহত্যা এবং ধর্ষণের সাথে যুক্ত করে, তিনি তার অনুসারীদের নৈতিক মানকে নিম্নমুখী করেছিলেন এবং

পবিত্র মন্দ। এভাবে লুটতরাজ পবিত্র লুটতরাজে পরিণত হয়, হত্যা পবিত্র হত্যাকাণ্ডে পরিণত হয়, এবং অন্যায়কে অনুমোদন দেওয়া হয় এমনকি মহিমান্বিতও করা হয়। তিনি তার লোকদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে যারা তাদের ধর্মের জন্য লড়াই করে তাদের পুরস্কৃত করা হবে, কেবল যুদ্ধের সম্পদ দিয়েই নয়, তাদের পাপের ক্ষমাও দেওয়া হবে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহু মুসলিম নৃশংসতা এই আয়াতগুলি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। আমির তি মউরি-লাং, ওরফে টেমেরলেন (১৩৩৬-১৪০৫), ছিলেন একজন নির্মম ব্যক্তি যিনি ডাকাতির মাধ্যমে সম্রাট হয়েছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিকথা, "ভারতের বিরুদ্ধে আমার অভিযানের ইতিহাস"-তে তিনি লিখেছেন:

> হিন্দুস্তানে (ভারত) আসার এবং এই সমস্ত পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করার আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল দুটি জিনিস অর্জন করা। প্রথমটি ছিল ইসলামের শত্রু কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা; এবং এই ধর্মীয় যুদ্ধের মাধ্যমে পরকালে কিছু পুরস্কার অর্জন করা। অন্যটি ছিল একটি পার্থিব উদ্দেশ্য; যাতে ইসলামের সেনাবাহিনী কাফেরদের সম্পদ ও মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে কিছু অর্জন করতে পারেঃ যুদ্ধে লুণ্ঠন তাদের মায়ের দুধের মতোই বৈধ, যারা তাদের ঈমানের জন্য যুদ্ধ করে, এবং যা বৈধ তা খাওয়া অনুগ্রহের উপায়।"[51]

এমনকি যদি আমরা ধরে নিই যে, মক্কার বাসিন্দারা হিজরতকারী প্রায় আশি জন মুসলিমকে জোর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তাহলে কাফেলার উপর হামলা কীভাবে ন্যায্যতা প্রমাণ করবে? ওই কাফেলার জিনিসপত্র অগত্যা সেইসব লোকদের ছিল না যারা মুসলমানদের নির্বাসিত করেছিল বলে অভিযোগ। যারা মনে করে যে তাদের উপর কোন শহরে নির্যাতন চালানো হচ্ছে, তারা কি সেই শহরের কোন নাগরিকের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত? মুসলিমরা যখন বোমা মেরে এবং নিরীহ বেসামরিক লোকদের হত্যা করে তখন একই যুক্তি ব্যবহার করে। যদি তারা মনে করে যে কোন দেশ তাদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ নয়, তাহলে তারা মনে করে যে দেশের যে কাউকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেওয়া ঠিক। আজ মুসলিমরা যা কিছু করে যা বিশ্বকে বিভ্রান্ত করে তা মুহাম্মদের অনুকরণ।

কুরআনের ২২ নম্বর অধ্যায়ের ৩৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন। ওসামা বিন লাদেন আমেরিকার কাছে তার একটি চিঠি এই একই আয়াত দিয়ে শুরু করেছিলেন। আমরা কি সত্যিই বলতে পারি যে ইসলামের সাথে ইসলামী সন্ত্রাসবাদের কোন সম্পর্ক নেই?

সহিংসতায় উস্কানি দেওয়া

মদিনায়, অভিবাসীরা ছিল হাতে গোনা কয়েকজন। তার অভিযানে কার্যকর হওয়ার জন্য, মুহাম্মদের স্থানীয় মুসলিমদের সাহায্যেরও প্রয়োজন ছিল, যাদের তিনি "আনসার" (সাহায্যকারী) বলে ডাকতেন।

তবে, এই আরবরা কাফেলা আক্রমণ এবং যুদ্ধ করার জন্য ইসলামে যোগ দেয়নি। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এক জিনিস। লুটপাট, ডাকাতি এবং মানুষ হত্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। মুহাম্মদের পূর্বে আরবরা ধর্মীয় যুদ্ধে অভ্যস্ত ছিল না। আজও, এমন মুসলিম আছে যারা তাদের ধর্মের জন্য যুদ্ধ এবং হত্যা করতে চায় না। এই ধরণের অনুসারীদের বোঝানোর জন্য, মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর কাছে এই আদেশ জারি করেছিলেনঃ "যুদ্ধ তোমাদের জন্য ভালোভাবে নির্ধারিত, আর তোমরা তা অপছন্দ করো। কিন্তু এটা সম্ভব যে তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করো যা তোমাদের জন্য ভালো, আর তোমরা এমন কিছু পছন্দ করো যা তোমাদের জন্য খারাপ। কিন্তু আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জান না।" (সূরা ২:২১৬)

শীঘ্রই, তার প্রচেষ্টা সফল হয়। লুণ্ঠনের লোভে এবং পরকালে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিতে আপ্লুত হয়ে, মদীনার মুসলমানরাও ডাকাতি এবং লুটপাটে যোগ দেয়। মুহাম্মদের সেনাবাহিনী বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এবং তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে, ডাকাতটি ক্ষমতায় আসার সিদ্ধান্ত নেয়। তিনি তার অনুসারীদের কেবল "আল্লাহর পথে" যুদ্ধ করতেই উৎসাহিত করেননি, বরং সেই যুদ্ধের খরচও বহন করতে উৎসাহিত করেছিলেন। "এবং আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ব্যয় করো, এবং তোমাদের নিজেদের হাত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না; বরং সৎকর্ম করো; কারণ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।" (সূরা ২:১৯৫)

লক্ষ্য করুন মুহাম্মদ কীভাবে "ভালো কাজ" করাকে লুটপাট, সন্ত্রাস এবং হত্যার সাথে যুক্ত করেছেন। এই বিকৃত নৈতিকতার মাধ্যমেই মুসলমানরা তাদের বিবেককে উৎসর্গ করতে এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর প্রতি একটি সমাজ-প্যাথিক পরিস্থিতিগত নীতি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, যা সর্বদা তাদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করা উচিত। যে পরিস্থিতিই মুসলমানদের উপকার করে তা "ভালো" বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং, ভর্তুকি দেওয়া

ইসলামের জন্য যুদ্ধ এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম কাজ হয়ে ওঠে।

যেসব মুসলিম যুদ্ধ করতে পারে না, তারা ইসলামী "দাতব্য প্রতিষ্ঠান" তে অবদান রাখে। এই "দাতব্য প্রতিষ্ঠান" হাসপাতাল, এতিমখানা, স্কুল বা বয়স্কদের আবাসন নির্মাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। এগুলো ইসলামের প্রসার, মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ, সন্ত্রাসীদের প্রশিক্ষণ এবং জিহাদের অর্থায়নের জন্য। ইসলামী দাতব্য প্রতিষ্ঠান দরিদ্রদের কেবল ইসলামের সৈনিক হিসেবে তালিকাভুক্ত করার জন্য সাহায্য করবে। এর একটি ভালো উদাহরণ হল ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান লেবাননের হিজবুল্লাহকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান করে। ইরানের জনগণ দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে। তাদের খাদ্য, চাকরি এবং আশ্রয়ের তীব্র প্রয়োজন। তাদের সম্পদ লেবাননের শিয়াদের কাছে বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ধারণা হল তাদের মুখে ইসলামকে মিষ্টি করে তোলা এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের তালিকাভুক্ত করা।

যখন লোকেরা তার সামরিক অভিযানের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল সংগ্রহ করত না, তখন মুহাম্মদ তাদের ক্রোধে ভর্ৎসনা করতেন। "আর তোমাদের কি কারণ আছে যে তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো না? আর আসমান ও যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই, তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে (এবং যারা করেনি) তাদের সমান নয়; তারা তাদের চেয়ে মর্যাদায় উচ্চতর যারা পরে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে; এবং আল্লাহ সকলকে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; এবং আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত।" (সূরা ৫৭:১০)

তিনি তার যুদ্ধে মুসলমানদের ব্যয় করা অর্থকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত "ঋণের" সাথে তুলনা করেছিলেন এবং তাদের "উৎকৃষ্ট সুদের" প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। "কে আল্লাহকে একটি সুন্দর ঋণ দেবে? কারণ (আল্লাহ) তার জন্য এটি বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য (এছাড়াও) একটি উদার প্রতিদান থাকবে।" (প্রশ্ন ৫৭:১১)

তাঁর অনুসারীদের যুদ্ধে অর্থায়নকারীদের পুরস্কার কত মহান হবে তা বলার সময়, তিনি চাননি যে তারা তাদের অবদান নিয়ে গর্ব করুক। ত্যাগ স্বীকার করাকে একটি বিশেষ সুযোগ হিসেবে বোঝা উচিত ছিল। বিশ্বাসীদেরই তাঁর সেবা করার এবং তাঁর অর্থ প্রদানের সুযোগের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হত।

"যারা আল্লাহর পথে তাদের ধন–সম্পদ ব্যয় করে এবং তাদের দানের পরে তাদের দানকে স্মরণ করিয়ে দেয় না এবং কষ্ট দেয় না,
– *তাদের জন্য তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে।"*(প্রশ্ন ২:২৬২)

যুদ্ধে উৎসাহিত করার পর তিনি তাদের পুরস্কারের আশ্বাস দেন। "অতএব যখন তোমরা যুদ্ধে কাফেরদের মুখোমুখি হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত করো, যতক্ষণ না যখন তোমরা তাদের পরাজিত করো, তখন (তাদের) বন্দী করো, তারপর হয় তাদের অনুগ্রহ হিসেবে মুক্ত করো অথবা তাদের মুক্তিপণ দিতে দাও যতক্ষণ না যুদ্ধ শেষ হয়। এটাই হবে; আর আল্লাহ যদি চাইতেন, তাহলে অবশ্যই তাদের কাছ থেকে যা পাওনা তা আদায় করতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের কাউকে কাউকে অন্যদের মাধ্যমে পরীক্ষা করার জন্য; আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তিনি তাদের কর্ম কখনোই বিনষ্ট হতে দেবেন না। (প্রশ্ন ৪৭:৪)

অন্য কথায়, অবিশ্বাসীদের হত্যা করার জন্য আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন নেই, বরং তিনি চান মুসলমানরা তাদের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য এটি করুক। মুহাম্মদ আল্লাহকে একজন মাফিয়া গডফাদার হিসেবে চিত্রিত করেছেন, একজন দুষ্টু গ্যাং–লিডার যিনি তার অনুসারীদের হত্যা করতে বলার মাধ্যমে তাদের আনুগত্য পরীক্ষা করেন। ইসলামে, বিশ্বাসীদের ঈমান চূড়ান্তভাবে তাদের রক্তপিপাসুতা, হত্যা এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। তারপর তিনি বলেন, "এবং তাদের বিরুদ্ধে যতটা সম্ভব শক্তি এবং সীমান্তে বাঁধা ঘোড়া প্রস্তুত করো, যাতে আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রু এবং তাদের ছাড়া অন্যদের ভয় দেখাতে পারো, যাদেরকে তোমরা জানো না (কিন্তু আল্লাহ তাদের জানেন); এবং তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে, তা তোমাদের পুরোপুরি প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তোমাদের উপর অন্যায় করা হবে না।" (সূরা ৮:৬০)

মুহাম্মদ খালি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে যারা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে (শরীর বা অর্থ দিয়ে) তারা পরকালে প্রচুর পুরস্কার পাবে। এই পুরস্কারগুলিকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে, তিনি প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত উদার এবং অমিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে সমস্ত ধরণের সুস্বাদু জিনিস এবং অফুরন্ত ইন্দ্রিয়সুখ থাকবে এবং যারা তার অভিযানে ভর্তুকি দেওয়ার ক্ষেত্রে কৃপণ ছিল তাদের সতর্ক করেছিলেন:[52]

বিশ্বাসীরা! আমি কি তোমাকে একজন পেশাদারের কথা বলব?ß কোন টেবিল কোসটি আপনাকে এক ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা করবে? আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর ঈমান আন, আরß আল্লাহর পথে

তোমাদের ধন–সম্পদ ও জান দিয়ে। যদি তোমরা জানতে, তবে এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যেখানে নদী প্রবাহিত হয়; তিনি তোমাদেরকে আদনের জান্নাতে মনোরম প্রাসাদে স্থান দেবেন। এটাই মহা সাফল্য।(প্রশ্ন ৬১:১০–১২)

[জান্নাতে] তারা পুরু ব্রোকেড পাথরের আস্তরণযুক্ত পালঙ্কে হেলান দিয়ে বসবে, এবং উভয় বাগানের ফল হাতের নাগালে ঝুলবে। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে? সেখানে রয়েছে লজ্জাশীল কুমারী, যাদের আগে কেউই স্পর্শ করেনি, না কেউই জিন। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে? প্রবাল ও রুবির মতো সুন্দরী কুমারী। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?(প্রশ্ন ৫৫:৫৪–৫৬)

[জান্নাতে] তাদের জন্য থাকবে বাগান ও আঙ্গুরের ক্ষেত এবং সঙ্গিনীর জন্য উঁচু পেটের কুমারীগণ; সত্যিকার অর্থেই তাদের জন্যßবকেয়া কাপ। (প্রশ্ন ৭৮:৩২–৩৩)
আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আন এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় করো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। (সূরা ৫৭:৭)[53]

এই এবং অনুরূপ আয়াতগুলি দেখায় যে কেন এত ইসলামী দাতব্য সংস্থা সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিকে অর্থায়ন করার সময় ধরা পড়েছে।
[54] কেউ হয়তো ভাববে যে দানশীলতা এবং সন্ত্রাসবাদ পরস্পরবিরোধী, কিন্তু মুসলমানদের কাছে এই ধরনের পার্থক্য স্পষ্ট নয়। ইসলামী দানশীলতা ইসলাম প্রচার এবং জিহাদকে সমর্থন করার জন্য তৈরি। আমাদের কাছে এটি সন্ত্রাসবাদ; একজন মুসলমানের কাছে এটি পবিত্র যুদ্ধ, একটি বাধ্যবাধকতা এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে পুণ্যের কাজ।

এভাবে, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা সকল মুসলমানের জন্য একটি বাধ্যতামূলক বিধানে পরিণত হয়। তিনি অভিবাসীদের তাদের নিজস্ব লোকদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলেন; যাদের উপর তিনি তাদের নির্যাতন করেছেন বলে অভিযোগ করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার আহ্বান জানান। “যতক্ষণ না কোনß*তনা (বিভেদ/বিভেদ) এবং ধর্ম সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর।*(প্রশ্ন ৮:৩৯)

যখন তাঁর কিছু অনুসারী তাদের আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন, তখন তিনি তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুন আদেশ "প্রকাশ" করে বাধ্য করেছিলেন, যিনি তাদের সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন

"আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলে, কেন একটি সূরা নাযিল করা হয়নি? কিন্তু যখন একটি চূড়ান্ত সূরা নাযিল হয় এবং তাতে যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়, তখন তুমি দেখতে পাবে যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা তোমার দিকে মৃত্যুর ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ব্যক্তির মতো তাকাচ্ছে। তাহলে তাদের জন্য দুর্ভোগ! " (সূরা ৪৭:২০)

এই আয়াতগুলো যদি আমাদের একটা কথা বলে, তা হলো ইসলাম সংজ্ঞানুযায়ী যুদ্ধবাজ। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ইসলামে বিশ্বাস করে এবং মনে করে যে কুরআন আল্লাহর বাণী, ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী সন্ত্রাসবাদ সর্বদা জয়ী হবে। ইসলামের মধ্যে যারা মধ্যপন্থা, সহনশীলতা এবং "সভ্যতার মধ্যে সংলাপ" এর আহ্বান জানাতে পারে, তাদের কুরআনের কর্তৃত্ব সহজেই চুপ করে দেয়, তাই এর অনেক আয়াত বিশ্বাসীদের অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করে। "তাহলে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো; এটা তোমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি বরং তোমার নিজের সাথে সম্পর্কিত, এবং বিশ্বাসীদের উৎসাহিত করো, হয়তো আল্লাহ তাদেরকে নিবৃত্ত করবেন"।ß*যারা অবিশ্বাস করে তাদের উপর আযাব, আর আল্লাহ শক্তিতে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রেও সবচেয়ে শক্তিশালী।"*(প্রশ্ন ৪:৮৪)

তাঁর অনুসারীদের সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েঃ "আর আল্লাহ কখনও কাফেরদেরকে মুমিনদের বিরুদ্ধে কোন পথ দেবেন না," (প্রশ্ন ৪:১৪১) এবং তাদেরকে স্বর্গীয় পুরস্কারের আশ্বাস দিয়েঃ "যারা ঈমান এনেছে এবংß *যারা (তাদের ঘরবাড়ি) রক্ষা করেছে এবং আল্লাহর পথে তাদের ধন-সম্পদ ও জান দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক উচ্চতর এবং তারাই (তাদের লক্ষ্য অর্জনে) সফলকাম।*(প্রশ্ন ৯:২০)[55] মুহাম্মদ তাদেরকে যুদ্ধ করতে এবং নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে বাধ্য করেছিলেন।

সর্বত্র মুসলিম পণ্ডিতরা এই সহিংসতার উস্কানিকে প্রতিধ্বনিত করেন। সৌদি আরবের শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, এর গ্র্যান্ড মুফতি, জিহাদের চেতনাকে ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার হিসেবে সমর্থন করেছেন। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা এসপিএ কর্তৃক পরিচালিত এক বিবৃতিতে শেখ আবদেল আজিজ আল শেখ বলেন, "ইসলামের প্রসার বিভিন্ন পর্যায়ে, গোপনে এবং পরে প্রকাশ্যে, ইসলামের পবিত্রতম স্থান মক্কা ও মদিনায় ঘটেছে।" "পরে ঈশ্বর বিশ্বাসীদের নিজেদের রক্ষা করার এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াইকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অধিকার দিয়েছেন, যা ঈশ্বর কর্তৃক বৈধ একটি অধিকারের সমান, 'এটি... বেশ যুক্তিসঙ্গাত, এবং ঈশ্বর এটি ঘৃণা করবেন না,'"[56] সে বলল।

সৌদি আরবের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ ধর্মযাজক ব্যাখ্যা করেছিলেন যে যুদ্ধ মুহাম্মদের প্রথম পছন্দ ছিল না: "তিনি তিনটি বিকল্প দিয়েছিলেন: হয় ইসলাম গ্রহণ করুন, অথবা আত্মসমর্পণ করুন এবং কর দিন, এবং তাদের তাদের ভূমিতে থাকতে দেওয়া হবে, মুসলমানদের সুরক্ষায় তাদের ধর্ম পালন করতে হবে।"[57] গ্র্যান্ড মুফতি ঠিকই বলেছেন। অমুসলিমদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ছিল কেবল শেষ অবলম্বন, যদি তারা ধর্মান্তরিত হতে অস্বীকৃতি জানায় অথবা ইসলামের সেনাবাহিনীর কাছে শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে। এতে মুহাম্মদের কোন কৃতিত্ব নেই। খুব কম সশস্ত্র ডাকাতই সহিংসতার আশ্রয় নেয় যদি তাদের শিকার শান্তিপূর্ণভাবে সহযোগিতা করে। অপরাধীরা কেবল তখনই সহিংসতা ব্যবহার করে যখন তারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়।

পাকিস্তানের সবচেয়ে বিশিষ্ট ইসলামী পণ্ডিত জনাব জাভেদ আহমেদ ঘামিদির সাথে আমার পরিচালিত একটি বিতর্কে, যিনি সম্ভবত সবচেয়ে বিশিষ্ট, তার ছাত্র ডঃ খালিদ জহিরের মাধ্যমে, জনাব ঘামিদি লিখেছিলেন: "কুরআনে উল্লেখিত হত্যার সম্ভাবনা হয় তাদের জন্য যারা হত্যার জন্য দোষী ছিল, অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল, অথবা যারা ঈশ্বরের স্পষ্টভাবে প্রচারিত এবং বোধগম্য বার্তা অস্বীকার করার পরে এই পৃথিবীতে আর বেঁচে থাকার অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল।" জনাব ঘামিদি একজন মধ্যপন্থী মুসলিম। তবে, তিনি তার ধর্ম ভালোভাবে জানেন এবং জানেন যে যারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে তারা "এই পৃথিবীতে আর বেঁচে থাকার অযোগ্য"।[58]

অভিযান

মুসলমানরা প্রায়শই মুহাম্মদের যুদ্ধ নিয়ে গর্বের সাথে কথা বলে। এটি একটি অহংকার যা মূলত ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি। মুহাম্মদ যুদ্ধ এড়িয়ে চলতেন। তিনি আক্রমণ পছন্দ করতেন। তিনি তার শিকারদের অপ্রত্যাশিতভাবে হত্যা করতেন এবং তাদের হত্যা করতেন যখন তারা অপ্রস্তুত এবং নিরস্ত্র ছিল। তিনি যোদ্ধা ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সন্ত্রাসী।

মুহাম্মদ মদিনায় চলে আসার পর এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যে শক্তিশালী বোধ করার পর, তিনি ৭৪টি অভিযান পরিচালনা করেন।[59] তাদের মধ্যে কিছু

হত্যাকাণ্ডের পরিমাণ ছিল কেবল হত্যাকাণ্ড, অন্যগুলো ছিল হাজার হাজার লোকের অভিযান। তিনি এর মধ্যে ২৭টিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এগুলোকে গাজওয়া বলা হয়। যেসব যুদ্ধে তিনি তার সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু নিজে অংশগ্রহণ করেননি, সেগুলোকে সারিয়াহ বলা হয়। গাজওয়া এবং সারিয়াহ উভয়ের অর্থই অভিযান, অতর্কিত আক্রমণ এবং আকস্মিক আক্রমণ।

বুখারীতে বলা হয়েছে, “যখনই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কোন গজওয়া করতে চাইতেন, তখন তিনি বিভিন্ন গজওয়ার কথা উল্লেখ করে তাঁর উদ্দেশ্য গোপন করতেন।”[60]

মুহাম্মদ যখন কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন, তখন তিনি সর্বদা তার সৈন্যদের পিছনে থাকতেন, তার বিশেষ দলবল দ্বারা সুরক্ষিত থাকতেন। মুহাম্মদের প্রামাণিক জীবনীতে কোথাও আমরা পাই না যে তিনি কখনও ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধ করেছিলেন।

মক্কায় সংঘটিত পবিত্র যুদ্ধ নামে পরিচিত একটি যুদ্ধে মুহাম্মদ তার চাচাদের সাথে ছিলেন। প্রায় বিশ বছর বয়সে, তার প্রচেষ্টা ছিল যুদ্ধবিরতির সময় শত্রুদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত তীর সংগ্রহ করে তার চাচাদের হাতে তুলে দেওয়া। মুইর যেমন ব্যাখ্যা করেন: "প্রকৃতপক্ষে, শারীরিক সাহস এবং যুদ্ধ–সাহস এমন গুণাবলী যা নবীকে তার কর্মজীবনের কোনও সময়ই আলাদা করে দেখাতে পারেনি।"[61]

মুহাম্মদ এবং তার সৈন্যরা কোন পূর্বাভাস ছাড়াই শহর ও গ্রাম আক্রমণ করে, নিরস্ত্র বেসামরিক লোকদের উপর আক্রমণ করে, যতটা সম্ভব হত্যা করে এবং পরাজিত সম্প্রদায়ের পশুপাল, তাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং জিনিসপত্র, সেইসাথে তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের লুট করে। লুণ্ঠনকারীরা কখনও কখনও অর্থের বিনিময়ে নারী ও শিশুদের মুক্তিপণ দিয়েছিল, অথবা দাস হিসেবে রেখেছিল/বিক্রি করেছিল। এই অভিযানগুলির একটির বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

“নবী (সাঃ) হঠাৎ করেই বানু মুস্তালিককে কোন সতর্কবার্তা ছাড়াই আক্রমণ করেছিলেন, যখন তারা গাফিল ছিল এবং তাদের গবাদি পশুদের পানির জায়গায় পানি পান করাচ্ছিল।ß*অসংখ্য পুরুষকে হত্যা করা হয়েছিল এবং তাদের নারী ও শিশুদের বন্দী করা হয়েছিল; নবী (সা.)*

সেদিন জুওয়াইরিয়া। নাফি বলেন যে, ইবনে ওমর তাকে উপরোক্ত বর্ণনাটি বলেছেন এবং ইবনে ওমর সেই সেনাবাহিনীতে ছিলেন।[62]

মুসলিম ইতিহাসবিদ বলেন, এই যুদ্ধে, "মুসলিমরা ৬০০ জনকে বন্দী করেছিল। লুণ্ঠিত মালগুলির মধ্যে ছিল ২০০০ উট এবং ৫০০০ ছাগল।"[63]

মুসলিম সন্ত্রাসীরা যখন শিশুদের হত্যা করে এবং মুসলিম ক্ষমাপ্রার্থীরা দ্রুত ঘোষণা করে যে ইসলামে শিশুদের হত্যা নিষিদ্ধ, তখন বিশ্ব হতবাক হয়ে যায়। সত্য হলো, মুহাম্মদ রাতের অভিযানের সময় শিশুদের হত্যা করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

“সা'ব বিন জাছসামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাতের অভিযানে মুশরিকদের নারী ও শিশুদের নিহত হওয়ার বিষয়ে আল্লাহর নবী (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ “তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।”[64]

প্রায় সকল মুসলমানের কাছে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত বেশ কিছু সূত্র সাক্ষ্য দেয় যে, জয়ের জন্য নবী (সা.) অবাক করার উপাদানটির সুযোগ নিয়েছিলেন।

ইবনে আউন বর্ণনা করেছেনঃ “আমি নাফি'কে চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে যুদ্ধে (কাফেরদের) মুখোমুখি হওয়ার আগে (ইসলাম গ্রহণের) দাওয়াত দেওয়া কি প্রয়োজনীয়? তিনি আমাকে (উত্তরে) লিখেছিলেন যে ইসলামের প্রাথমিক যুগে এটি প্রয়োজনীয় ছিল। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বনু মুস্তালিকের উপর আক্রমণ করেছিলেন যখন তারা অজ্ঞ ছিল এবং তাদের গবাদি পশুরা পানি পান করছিল। তিনি যুদ্ধকারীদের হত্যা করেছিলেন এবং অন্যদের বন্দী করেছিলেন। সেই দিনই তিনি জুওয়াইরিয়া বিনতে আল–হারিসকে বন্দী করেছিলেন। নাফি' বলেন যে এই হাদীসটি তাঁর কাছে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছিল, যিনি (নিজেও) আক্রমণকারী সৈন্যদের মধ্যে ছিলেন।”[65]

নিরস্ত্র মানুষের উপর এই ধরণের নৃশংস আক্রমণকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য, মুসলিম ঐতিহাসিকরা প্রায়শই তাদের শিকারদের ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছেন। তবে, এমন কোন কারণ নেই যে কোনও আরব উপজাতি এই আক্রমণের মাধ্যমে লাভবান হত।

মুসলমানরা, যারা দস্যুদের একটি শক্তিশালী দলে পরিণত হয়েছিল। এই দাবির বিপরীতে, অনেক উপজাতি তুষ্টির নীতি গ্রহণ করেছিল এবং নিরাপদ থাকার জন্য মুহাম্মদের সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। পরবর্তীতে নবী যখন শক্তিশালী হয়ে ওঠেন তখন তিনি সেই চুক্তিগুলি ভঙ্গ করেন।

লুণ্ঠন

মুহাম্মদের অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল মূলত লুটপাট করা। ইবনে উমর বর্ণনা করেন, "নবী নজদে একটি অভিযান পাঠান এবং আমিও সেই সৈন্যদের মধ্যে ছিলাম। তারা প্রচুর পরিমাণে উট লুণ্ঠন হিসেবে পেয়েছিল। প্রতিটি যোদ্ধার কাছে এগারো বা বারোটি উট পড়েছিল এবং তাদের প্রত্যেকের কাছে একটি করে অতিরিক্ত উটও ছিল।"[66]

নিহত ব্যক্তির সম্পত্তি তার হত্যাকারীর ছিলঃ

> আবু কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ হুনাইনের যুদ্ধের বছর আমরা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর সাথে এক অভিযানে ছিলাম। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম এবং পিছন থেকে তাঁর উপর আক্রমণ করলাম এবং তাঁর ঘাড় ও কাঁধের মাঝখানে আঘাত করলাম [বিশ্বাসঘাতকতা জিহাদিদের একটি বৈশিষ্ট্য]। এরপর লোকেরা (যুদ্ধের গনীমতের মাল বণ্টন করার জন্য) বসে পড়ল। তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি শত্রুকে হত্যা করেছে এবং তার প্রমাণ আনতে পারে সে তার জিনিসপত্র পাবে। তাই আমি উঠে দাঁড়ালাম... আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেনঃ হে আবু কাতাদা, তোমার কী হয়েছে? তারপর আমি তাকে (পুরো) ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। এতে একজন লোক বললঃ সে সত্য বলেছে। আল্লাহর রাসূল! তার দ্বারা নিহত শত্রুর জিনিসপত্র আমার কাছে আছে। তাকে তার অধিকার (আমার পক্ষে) ছেড়ে দিতে রাজি করান। আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহর কসম, এটা ঘটবে না। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আল্লাহর সিংহদের মধ্যে থেকে একজনকেও বঞ্চিত করতে এবং তোমাকে তার অংশ গনীমতের মাল দিতে পছন্দ করবেন না যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে লড়াই করে। তখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, “আবু বকর (রাঃ) সত্য বলেছেন, তাই জিনিসপত্র আবু কাতাদাকে দিয়ে দিন।” তাই তিনি আমাকে সেগুলো দিলেন। আমি বর্মটি বিক্রি করে দিলাম (যা আমার গনীমতের অংশ ছিল) এবং বিক্রির টাকা দিয়ে বনু সালামার রাস্তায় একটি বাগান কিনে নিলাম। ইসলাম গ্রহণের পর এটিই ছিল আমার প্রথম সম্পত্তি।[67]

ইসলাম এমন একটি প্রস্তাব ছিল যা প্রাথমিক বিশ্বাসীদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। তারা ছিল দরিদ্র এবং নিম্নমানের মানুষ, প্রায়শই অদক্ষ এবং অশিক্ষিত ছিল এবং জীবিকা নির্বাহ করতে অক্ষম ছিল। ইসলাম তাদেরকে অন্যদের সম্পদ লুট করে ধনী হওয়ার সুযোগ দিয়েছিল। যদি তাদের হত্যা করা হয়, তবে পরকালে তাদের আরও অনেক বেশি পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এই দরিদ্ররা কীভাবে এই ধরনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারে?

ইসলাম বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। নিম্নলিখিত হাদিসটি স্পষ্ট করে যে মুহাম্মদ এবং তার সঙ্গীরা ছিলেন একদল দস্যু:

> সালামা বিন আল–আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদিন আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সাথে নাস্তা করছিলাম, তখন এক ব্যক্তি লাল উটে চড়ে এলো। সে তাকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে তার পা থেকে চামড়ার টুকরো বের করে তা দিয়ে উটটিকে বেঁধে দিল। তারপর সে লোকদের সাথে খাবার খেতে লাগল এবং (কৌতূহলী হয়ে) দেখতে লাগল। আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল কারণ আমাদের মধ্যে কেউ কেউ পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল (কোনও সওয়ারী ছাড়াই)। হঠাৎ, সে আমাদের ছেড়ে তাড়াহুড়ো করে তার উটের কাছে এসে তার বাঁধন খুলে ফেলল, হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিল, তাতে আরোহণ করল এবং তার সাথে ছুটে আসা জন্তুটিকে তাড়া করল। বাদামী উটে চড়ে এক ব্যক্তি তাকে তাড়া করল। সালামা (রাঃ) বলেন, আমি পায়ে হেঁটে অনুসরণ করলাম। আমি দৌড়ে এগিয়ে গেলাম যতক্ষণ না আমি উটের উরুর কাছে পৌঁছালাম। আমি আরও এগিয়ে গেলাম যতক্ষণ না আমি উটের কোমরের কাছে পৌঁছালাম। আমি আরও এগিয়ে গেলাম যতক্ষণ না আমি উটের নাকের ডগা ধরে ফেললাম। আমি তাকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিলাম। যখনই সে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল, আমি আমার তরবারি বের করে সেই আরোহীর মাথায় আঘাত করলাম, যে উষরটি পড়ে গেল। আমি উটটিকে তার জিনিসপত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র সহ নিয়ে এলাম। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমার সাথে দেখা করতে এগিয়ে এলেন এবং লোকেরা তাঁর সাথে ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ লোকটিকে কে হত্যা করেছে? লোকেরা বললঃ ইবনে আকওয়া। তিনি বললেনঃ লোকটির সবকিছুই তার (ইবনে আকওয়া)।[68]

বেচারা পথিককে তার উটের জন্য হত্যা করা হয়েছিল। সে অবশ্যই মুসলমানদের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছিল এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কিন্তু তাকে ধরা পড়ে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের নবী এই ধরণের জঘন্য আচরণ অনুমোদন করেছিলেন।

মুহাম্মদ সমস্ত লুণ্ঠিত সম্পদের এক পঞ্চমাংশ নিজের কাছে রাখতেন এবং যখনই তিনি কারো চুরি করা জিনিসের প্রতি লোভ করতেন, তখনই তিনি তা নিজের জন্য দাবি করতেন।

মুস'আব বিন সা'দ (রাঃ) তাঁর পিতার কাছ থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, যিনি বলতে শুনেছেনঃ "আমার পিতা খুমস থেকে একটি তরবারি নিয়ে নবী (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে এসেছিলেন" এবং বললেনঃ "আমাকে তা দিন।" তিনি অস্বীকৃতি জানান। এতে আল্লাহ (কুরআনের আয়াত) নাযিল করেনঃ "তারা আপনাকে যুদ্ধের গনীমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুনঃ যুদ্ধের গনীমত আল্লাহ এবং রাসূলের জন্য" (সূরা ৮:১)।[69]

আমি আশা করি মুসলিম পাঠকরা যথেষ্ট বিচক্ষণ হবেন যে এই বিশাল মহাবিশ্বের স্রষ্টার একদল আরবের সম্পত্তি চুরি করার কোনও প্রয়োজন নেই। মুহাম্মদ কেবল বৈধতার জন্য আল্লাহকে তার চুরির অংশীদার করেছিলেন। আমি আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি যে তিনি যা লুণ্ঠন করেছিলেন তার কিছুই আল্লাহর কাছে যায়নি।

লালসা

এই অভিযানগুলি কেবল তার লুণ্ঠনকারী দলের জন্য সম্পদই বয়ে আনেনি; বরং তাদের যৌনদাসীও জোগায়। জুয়াইরিয়া ছিলেন একজন সুন্দরী যুবতী যার স্বামী নিহত হয়েছিলেন। তিনি একজন মুসলিম লুণ্ঠনের কবলে পড়েন। মুহাম্মদের প্রিয় এবং সর্বকনিষ্ঠ স্ত্রী আয়িশা (মুসলিম সূত্র অনুসারে, পঞ্চাশ বছর বয়সী মুহাম্মদ যখন তাকে বিয়ে করেছিলেন তখন তার বয়স ছিল ছয় বছর এবং যখন তিনি তাকে শয়ন করান তখন নয় বছর) এই অভিযানে মুহাম্মদের সাথে ছিলেন এবং পরে বর্ণনা করেছেনঃ

> যখন নবী (সাঃ) বনু আল মুস্তালিকের বন্দীদের বণ্টন করেন, তখন তিনি (জুওয়াইরিয়া) সাবিত ইবনে কিয়াসের ভাগে পড়েন। তিনি তার চাচাতো ভাইয়ের সাথে বিবাহিত ছিলেন, যিনি যুদ্ধের সময় নিহত হন। তিনি সাবিতকে একটি দলিল দিয়েছিলেন, তার মুক্তির জন্য নয় অংকের সোনা দিতে সম্মত হন। তিনি একজন অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা ছিলেন। তাকে দেখার জন্য তিনি প্রত্যেক পুরুষকে মোহিত করেছিলেন। তিনি নবী (সাঃ)-এর কাছে এই বিষয়ে সাহায্য চাইতে আসেন। আমার ঘরের দরজায় তাকে দেখার সাথে সাথেই আমি তাকে অপছন্দ করি, কারণ আমি জানতাম যে তিনি তাকে ঠিক যেমনটি দেখেছেন তেমনই দেখতে পাবেন। তিনি ভেতরে গিয়ে তাকে বললেন যে তিনি কে, তার সম্প্রদায়ের প্রধান আল-হারিস ইবনে ধিরারের কন্যা। তিনি বললেনঃ 'আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাকে কোন অবস্থায় আনা হয়েছে। আমি সাবিতের ভাগে পড়েছি এবং তাকে মুক্তিপণ হিসেবে একটি দলিল দিয়েছি, এবং আমাকে এই বিষয়ে আপনার সাহায্য চাইতে হবে।' তিনি বললেনঃ 'আপনি কি চান?'

"এর চেয়ে ভালো কিছু পছন্দ করো? আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করব এবং তোমাকে বিয়ে করব।" সে বলল: "হ্যাঁ।" "ওহ, তাহলে হয়ে গেল!" আল্লাহর রাসুল বললেন।[৭০]

এই ঘটনাটি মুহাম্মদের একাধিক বিবাহের পিছনে আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেকোনো বিতর্কের অবসান ঘটাবে। তিনি এবং তার লোকেরা জুওয়াইরিয়ার স্বামীকে বিনা প্ররোচনায় একটি অভিযানে হত্যা করেছিলেন। তিনি ছিলেন বনি মুস্তালিকের প্রধানের কন্যা এবং নিজেই একজন রাজকন্যা। তিনি দাসত্বে পরিণত হন এবং মুহাম্মদের একজন দুর্বৃত্তের অধিকারী হন। তবে, তার সৌন্দর্যের কারণে, পবিত্র নবী তাকে বিয়ে করার শর্তে "মুক্ত" করতে চেয়েছিলেন। এটাই কি স্বাধীনতা? তার আর কী বিকল্প ছিল? মুহাম্মদ যদি সত্যিই তাকে মুক্ত করেও থাকেন, তবুও তিনি কোথায় যেতে পারেন?

মুসলিম ধর্মগুরুরা জোর দিয়ে বলেন যে মুহাম্মদের বেশিরভাগ স্ত্রীই ছিলেন বিধবা। তাই কেউ কেউ ধারণা করতে পারে যে তিনি তাদেরকে দানশীলতার কারণে বিয়ে করেছিলেন। তারা যা বাদ দেন তা হল, এই "বিধবারা" ছিলেন তরুণী এবং সুন্দরী, এবং মুহাম্মদ তাদের স্বামীদের হত্যা করার কারণে তারা বিধবা হয়েছিলেন। জুওয়াইরিয়ার বয়স তখন ২০ বছর এবং মুহাম্মদের বয়স ৫৮ বছর। মুহাম্মদের নিজস্ব জীবনীকাররা স্বীকার করেছেন যে তিনি যুবতী, সুন্দরী এবং নিঃসন্তান ছাড়া অন্য কোনও মহিলাকে বিয়ে করতেন না। সাওদা ছাড়া মুহাম্মদের সমস্ত স্ত্রী কিশোরী বা বিশের দশকের গোড়ার দিকে ছিলেন এবং এটি ছিল পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের। ঐতিহাসিক তাবারি বর্ণনা করেন[71] মুহাম্মদ তার নিজের চাচাতো বোন হিন্দ বিনতে আবু তালিবকে বিয়ে করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি তাকে বললেন যে তার একটি সন্তান আছে, তখন তিনি তা থেকে বিরত থাকেন। আরেকজন মহিলা ছিলেন জিয়া বিনতে আমির। মুহাম্মদ কাউকে তাকে বিয়ের জন্য অনুরোধ করতে বলেছিলেন। তিনি রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু যখন তাকে তার বয়স সম্পর্কে জানানো হয়েছিল, তখন তিনি তার মত পরিবর্তন করেছিলেন।[72]

জারির ইবনে আবদুল্লাহ নামে একজন মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে মুহাম্মদ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি কি বিয়ে করেছ?" তিনি হ্যাঁ উত্তর দিয়েছিলেন। মুহাম্মদ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কুমারী নাকি মাতৃত্ব?" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি একজন মাতৃত্বত্বকে বিয়ে করেছি।" তারপর মুহাম্মদ বললেন,

"কেন কুমারী নয়? তাহলে তুমি তার সাথে খেলতে পারো আর সেও তোমার সাথে খেলতে পারে?"[73]

ইবনে সা'দ আরও লিখেছেন যে, যখন মুহাম্মদ আমিরের বিধবা কন্যা জাবা'আ'র সৌন্দর্যের কথা শুনতে পেলেন, তখন নবী তার ছেলের সাথে একটি বার্তা পাঠান যে তিনি তার মাকে বিয়ে করতে চান। ছেলেটি তার মাকে জানাতে বাড়িতে গেল। যখন তিনি চলে গেলেন, মুহাম্মদকে বলা হল যে যদিও খুব সুন্দরী, তবুও তিনি আর তেমন ছোট নন। তাই যখন তার ছেলে ফিরে এসে মুহাম্মদকে জানাল যে তার মা তার প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, তখন তিনি চুপ করে রইলেন।[74]

আল্লাহর রাসূলের কাছে নারীরা কেবল যৌনপণ্য ছিল। তাদের অধিকার ছিল কেবল সম্পত্তির বিনিময়ে। তাদের কাজ ছিল তাদের স্বামীদের যৌনভাবে সন্তুষ্ট করা এবং তাদের সন্তানদের জন্ম দেওয়া। নিম্নলিখিত গল্পটি এই বিষয়টিকে খুব স্পষ্ট করে তোলে এবং মুহাম্মদ তাদের সুরক্ষার জন্য বয়স্ক মহিলাদের বিয়ে করেছিলেন এমন যেকোনো দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করবে।

বাররা'আ বর্ণনা করেছেন, নবী সাওদাকে বার্তা পাঠিয়ে জানালেন যে তিনি তাকে তালাক দিয়েছেন। যখন সাওদা এই খবর শুনতে পেলেন, তখন তিনি আয়েশার বাড়িতে নবীর পথের পাশে বসেছিলেন। নবীকে দেখে তিনি তাঁকে বললেন, "আমি আপনাকে সেই সত্তার নামে অনুরোধ করছি যিনি আপনার উপর কুরআন নাজিল করেছেন এবং আপনাকে সমস্ত সৃষ্টির উপরে মর্যাদা দিয়েছেন, আমাকে বলুন কেন আপনি আমাকে তালাক দিয়েছেন? আমি কি এমন কিছু অন্যায় করেছি যা আপনাকে ধ্বংস করেছে?" নবী সাওদা বললেন, না! সাওদা বললেন, "তাহলে আমি একই আল্লাহর দোহাই দিয়ে আপনার কাছে অনুরোধ করছি যে আপনি আমাকে তালাক দেবেন না। আমি বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি; আমার কোনও পুরুষের সাথে থাকার দরকার নেই। আপনি আমার পালা আয়েশার সাথে থাকতে পারেন, তবে আমি চাই কিয়ামতের দিন আপনার স্ত্রীদের মধ্যে গণ্য হোক।" নবী সাওদা রাজি হয়ে গেলেন এবং সাওদা বললেন যে তারপর থেকে নবী তার পালা রাতগুলো তার প্রিয় স্ত্রী আয়েশার সাথে কাটিয়েছেন।"[75]

মুহাম্মদ সাওদাকে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন কারণ তার বয়স হয়েছিল। তার অন্যান্য স্ত্রীরা সবাই কিশোরী অথবা বিশের কোঠার প্রথম দিকে ছিলেন। কিন্তু সাওদার বয়স কত ছিল? তার বয়স সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। ইবনে

সা'দ লিখেছেন; সাওদা ৫৪ হিজরীতে মুয়াবিয়ার শাসনামলে মারা যান।[76] খাদিজার মৃত্যুর প্রায় এক মাস পরে, অর্থাৎ হিজরতের তিন বছর আগে মুহাম্মদ তাকে বিয়ে করেন। অতএব, মুহাম্মদের সাথে বিবাহের ৫৭ বছর পরে সাওদা মারা যান। একজন ব্যক্তির স্বাভাবিক বয়স কত? সাওদা একজন স্থূলকায় মহিলা ছিলেন। প্রায়শই অতিরিক্ত ওজনের লোকেরা বেশি দিন বাঁচে না। কিন্তু ধরা যাক তিনি আশি বছর বয়সে মারা যান। ৮০–৫৭= ২৩। সাওদা যখন মুহাম্মদকে বিয়ে করেছিলেন তখন তার বয়স ছিল ২৩ বছর, যার বয়স তখন ৫০ বছর। এটি যুক্তিসঙ্গত কারণ সাওদার প্রথম স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে তার কোনও সন্তান ছিল না। যদি সাওদা ৯০ বছর বয়সে মারা যান, যা অসম্ভাব্য, তাহলে সাওদা যখন মুহাম্মদকে বিয়ে করেছিলেন তখন তার বয়স ৩৩ বছরের বেশি হতে পারত না।

আমরা অনুমান করতে পারি যে, সাওদার বয়স মুহাম্মদের প্রায় অর্ধেক ছিল। কিন্তু তিনি তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের চেয়ে বড় ছিলেন, যারা তাঁর চেয়ে ৩৬ থেকে ৪৪ বছরের ছোট ছিলেন।

সাওদা আকর্ষণীয় ছিলেন না। মুহাম্মদ তার সুন্দরী তরুণী স্ত্রীদের সাথে "খেলা" করার জন্য তাকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই ধরণের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তিনি কীভাবে একা থাকতে পারবেন? তিনি ভেবেছিলেন যে যতক্ষণ তিনি নবীর স্ত্রী থাকবেন, ততক্ষণ তার বস্তুগত চাহিদা পূরণ করা হবে – এবং প্রকৃতপক্ষে তা করা হয়েছিল। একই ঐতিহাসিক আমাদের বলেন যে খায়বারের গনীমত থেকে সাওদার অংশ ছিল ৮০ উটের বোঝা খেজুর এবং ২০ উটের বোঝা যব বা গম।

প্রতিটি লুটপাট ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে মুহাম্মদের স্ত্রীরা তাদের লুণ্ঠিত মাল এবং দাসদের অংশ পেতেন। ওমর তার খিলাফতের সময় সৌদার কাছে দিরহাম ভর্তি একটি বস্তা পাঠাতেন (সম্ভবত পারস্য বা মিশর থেকে লুণ্ঠিত অর্থের অর্থ)। সৌদা জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কী? তারা বললেন, এটা দিরহাম। তিনি চিৎকার করে বললেন, "সুবহানাল্লাহ, তারা আমাকে খেজুরের বস্তায় টাকা পাঠায়?"[77]

ধর্ষণ

মুহাম্মদ তার পুরুষদের অভিযানে আটক নারীদের ধর্ষণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে, মুসলমানরা একটি দ্বিধাগ্রস্ততার মুখোমুখি হয়েছিল। তারা তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিল, কিন্তু মুক্তিপণের জন্য তাদের ফিরিয়ে দিতেও চেয়েছিল এবং তাই তাদের গর্ভবতী করতে চায়নি। এই মহিলাদের মধ্যে কিছু ইতিমধ্যেই বিবাহিত ছিল। তাদের স্বামীরা অবাক হওয়ার পরেও পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল এবং এখনও বেঁচে ছিল। অভিযানকারীরা সহবাসের ইন্টারাপ্টাস (বীর্যপাতের আগে সহবাস থেকে বিরত থাকা) হওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনা করেছিল। সর্বোত্তম পদক্ষেপ সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়ে তারা নবীর পরামর্শ চেয়েছিল। বুখারী বর্ণনা করেঃ

> আবু সাঈদ বলেন, "আমরা আল্লাহর রাসূলের সাথে বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে বের হয়েছিলাম। সেখানে আরব বন্দীদের মধ্যে থেকে আমরা বন্দীদের গ্রহণ করেছিলাম। আমরা নারীদের কামনা করেছিলাম এবং ব্রহ্মচর্য আমাদের উপর কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং আমরা সহবাস করতে পছন্দ করতাম। তাই যখন আমরা সহবাস করতে চাইলাম, তখন আমরা বললাম, 'আমাদের মধ্যে উপস্থিত আল্লাহর রাসূলের কাছে জিজ্ঞাসা না করে আমরা কীভাবে সহবাস করতে পারি?' আমরা (তাঁকে) এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, 'এটা না করাই তোমার জন্য ভালো, কারণ যদি কোন আত্মার (কিয়ামতের দিন পর্যন্ত) অস্তিত্ব পূর্বনির্ধারিত থাকে, তবে তা থাকবেই।"[78]

লক্ষ্য করুন যে মুহাম্মদ বন্দী নারীদের ধর্ষণ করতে নিষেধ করেননি। বরং, তিনি একটি অসাধু দাবি করেছিলেন যে যখন আল্লাহ কিছু সৃষ্টি করতে চান, তখন কেউ তা রোধ করতে পারে না। তিনি তার পুরুষদের বলছেন যে সহবাসের বিরোধিতা নিরর্থক এবং অবাঞ্ছিত কারণ এটি আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছাকে ব্যর্থ করার প্রচেষ্টা হবে। তিনি বন্দী নারীদের ধর্ষণের বিরুদ্ধে একটি শব্দও বলেন না। প্রকৃতপক্ষে, সহবাসের বিরোধিতার সমালোচনা করে, উদাহরণস্বরূপ, তিনি জোরপূর্বক গর্ভধারণকে সমর্থন করেছিলেন।

কুরআনে, মুহাম্মদের ঈশ্বর দাসীদের সাথে, তথাকথিত "ডান হাতের সম্পত্তি", সহবাসকে বৈধ করেছেন, এমনকি যদি তারা বন্দী হওয়ার আগে বিবাহিতও হন।[79]

নির্যাতন

খায়বার বিজয়ের বর্ণনায় ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মদ (সাঃ) কোন সতর্কীকরণ ছাড়াই এই দুর্গম শহরে আক্রমণ করেন এবং সেখানকার নিরস্ত্র ইহুদি বাসিন্দাদের হত্যা করেন, যারা নিরাপদে পালিয়ে যাচ্ছিল। বন্দীদের মধ্যে ছিল কিনানা নামের এক যুবক।

ইবনে ইসহাক লিখেছেনঃ

> বনু নাদিরের গুপ্তধনের তত্ত্বাবধায়ক কিনানা আল-রাবীকে নবীর কাছে আনা হয়েছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এটি কোথায় তা তিনি জানেন না। একজন ইহুদী (তাবারি বলেছেন যে 'আনা হয়েছিল') নবীর কাছে এসে বলল যে সে কিনানাকে প্রতিদিন ভোরে একটি নির্দিষ্ট ধ্বংসস্তূপে যেতে দেখেছে। নবী কিনানাকে বলল, 'তুমি কি জানো যে আমরা যদি তোমার কাছে এটি (ধন) পাই, তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' নবী আদেশ দিলেন যে ধ্বংসাবশেষ খনন করা হবে এবং কিছু ধন পাওয়া যাবে। যখন তিনি তাকে বাকি (ধন) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি তা আনতে অস্বীকৃতি জানালেন, তাই নবী আল-জুবাইর আল-আওয়ামকে আদেশ দিলেন, 'তার কাছে যা আছে তা বের না করা পর্যন্ত তাকে নির্যাতন করো।' তাই সে তার বুকে চকমকি পাথর এবং ইস্পাত দিয়ে আগুন জ্বালালো যতক্ষণ না সে প্রায় মারা যায়। তারপর নবী তাকে মুহাম্মদ বিন মাসলামার হাতে তুলে দিলেন এবং তিনি তার ভাই মাহমুদের প্রতিশোধ হিসেবে তার মাথা আঘাত করলেন।[80]

যেদিন মুহাম্মদ কিনানাকে নির্যাতন করে হত্যা করেছিলেন, সেদিনই তিনি তার সতেরো বছর বয়সী স্ত্রী সাফিয়াকে যৌনতার জন্য তার তাঁবুতে নিয়ে যান। দুই বছর আগে, তিনি ইহুদি গোত্র বনি কুরাইজার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সাথে সাফিয়ার বাবার শিরশ্ছেদ করেছিলেন।

ইবনে ইসহাক লিপিবদ্ধ করেছেনঃ

> যখন নবী (সাঃ) আল-কামুস, ইবনে আব'ল হুকাইকের দুর্গ জয় করেন, তখন সাফিয়া বিন হুয়াই বিন আখতাবকে অন্য একজন মহিলার (তার স্বামী কিনানার বোন) সাথে তার কাছে আনা হয়। বিলাল, যে তাদের নিয়ে আসছিল, তাদেরকে নিহত ইহুদিদের পাশ দিয়ে নিয়ে গেল; আর সাফিয়ার সাথে থাকা মহিলাটি যখন তাদের দেখল, তখন সে চিৎকার করে তার মুখে থাপ্পড় মারল এবং তার মাথায় ধুলো ঢেলে দিল। নবী (সাঃ) তাকে দেখে বললেন, 'এই শয়তানটিকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও।' তিনি সাফিয়াকে তার পিছনে রাখার নির্দেশ দিলেন এবং তার উপর তার চাদর ছুঁড়ে দিলেন, যাতে নবী (সাঃ) এই ইহুদি মহিলাকে অশ্লীল আচরণ করতে দেখে বিলালকে বললেন।

এভাবে, 'বিলাল, যখন তুমি দুই মহিলাকে তাদের মৃত স্বামীর পাশ দিয়ে নিয়ে এসেছিলে, তখন কি তোমার কোন করুণা হয়নি?'[81]

বুখারী মুহাম্মদের সাফিয়াকে ধর্ষণের বিষয়ে কয়েকটি হাদিস লিপিবদ্ধ করেছেন:

আনাস (রাঃ) বলেন, 'যখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) খায়বার আক্রমণ করেন, তখন আমরা (ভোরে) সেখানে ফজরের নামাজ আদায় করেন, তখনও অন্ধকার ছিল। নবী (সাঃ) সওয়ার হয়েছিলেন এবং আবু তালহাও সওয়ার হয়েছিলেন এবং আমি আবু তালহার পিছনে ছিলাম। নবী (সাঃ) দ্রুত শহরের গলিপথ অতিক্রম করলেন এবং আমার হাঁটু নবী (সাঃ) এর উরু স্পর্শ করছিল। তিনি তাঁর উরু খুলে ফেললেন এবং আমি নবী (সাঃ) এর উরুর সাদা অংশ দেখতে পেলাম। তিনি যখন শহরে প্রবেশ করলেন, তখন বললেন, 'আল্লাহু আকবর! খায়বার ধ্বংস হয়ে গেছে। যখনই আমরা কোন জাতির কাছে পৌঁছাবো, তখন যাদের সতর্ক করা হয়েছে তাদের সকাল হবে মন্দ।' তিনি তিনবার এই কথাটি পুনরাবৃত্তি করলেন। লোকেরা তাদের কাজে বেরিয়ে পড়ল এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, 'মুহাম্মদ (আসেন)।' (আমাদের কয়েকজন সাহাবী যোগ করলেন, 'তার সেনাবাহিনী নিয়ে।') আমরা খায়বার জয় করলাম, বন্দী করলাম এবং লুণ্ঠন মাল সংগ্রহ করলাম।

দিহিয়া এসে বলল, 'হে আল্লাহর নবী! বন্দীদের মধ্য থেকে আমাকে একজন দাসী দিন।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যাও, যে কোন দাসী নিয়ে যাও।' তিনি সাফিয়া বিনতে হুয়াইকে নিয়ে গেলেন। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সাফিয়া বিনতে হুয়াইকে দিহিয়াকে দিয়েছিলেন এবং তিনি কুরাইজা ও নাদির গোত্রের প্রধান উপপত্নী এবং তিনি আপনার ছাড়া আর কারও জন্য উপযুক্ত নন।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ওকে সাথে নিয়ে এসো।' তাই দিহিয়া তাকে নিয়ে এলো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে দিহিয়াকে বললেন, 'বন্দীদের মধ্য থেকে তাকে ছাড়া অন্য কোন দাসী নিয়ে যাও।' আনাস আরও বলেন, 'অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুক্ত করে বিবাহ করলেন।'

সাবিত আনাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আবু হামজা! নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে মোহরানা হিসেবে কী দিতেন?' তিনি বললেন, 'তার সত্তাই তার মোহরানা ছিল কারণ তিনি তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং তারপর তাকে বিয়ে করেছিলেন।' আনাস আরও বলেন, 'পথে উম্মে সুলাইম তাকে বিয়ের জন্য সাজিয়েছিলেন এবং রাতে তিনি তাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে কনে হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।'[82]

মুহাম্মদের একজন সাহাবী আনাস কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসও আছে, যিনি স্মরণ করেন যে, একটি আরব গোত্রের আটজনের একটি দল মুহাম্মদের কাছে এসেছিল কিন্তু তারা মদিনার আবহাওয়া অনুপযুক্ত বলে মনে করেছিল। মুহাম্মদ উটের মূত্র ঔষধ হিসেবে লিখে দিয়েছিলেন এবং তাদের বাইরে তার উটের পরিচারকের সাথে দেখা করতে পাঠিয়েছিলেন।

শহরটি ধ্বংস হয়ে গেল। লোকেরা উটের পরিচারককে হত্যা করে এবং উটগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। মুহাম্মদকে খবর দেওয়া হলে, তিনি তাদের ধাওয়া করার জন্য তার লোকদের পাঠান। বন্দী হওয়ার পর, তিনি তাদের হাত-পা কেটে ফেলেন, তাদের চোখে উত্তপ্ত পেরেক লাগিয়ে দেন এবং ধীরে ধীরে মারা যাওয়ার জন্য একটি পাথুরে জমিতে ফেলে রাখেন। আনাস বলেন যে তারা পানি চেয়েছিল, কিন্তু কেউ তাদের পানি দেয়নি যতক্ষণ না তারা মারা যায়।[83]

এই আরবরা খুন এবং চুরি করেছিল। তাদের শাস্তি পেতেই হত, কিন্তু কেন তাদের উপর নির্যাতন করা হত? মুহাম্মদ কি ঠিক একই কাজ করছিলেন না? তিনি এই উটগুলি কোথা থেকে পেলেন?

ওগুলো কি চুরি হয়নি? সে কি লুটপাট করে মানুষ হত্যা করেনি?

এই দ্বিমুখী নীতিই মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য। তাদের মনে সুবর্ণ নিয়ম এবং ন্যায্যতার ধারণা অনুপস্থিত। তারা অমুসলিম দেশগুলিতে সকল সুযোগ-সুবিধা দাবি করে, অন্যদিকে যেখানে অমুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে তারা তাদের মৌলিক মানবাধিকার অস্বীকার করে। মুসলমানরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে সবকিছু এমনই হওয়া উচিত।

কুরআনে বলা হয়েছে, "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে অশান্তি ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, তাদের মৃত্যুদণ্ড, ক্রুশবিদ্ধকরণ এবং..."*ßসিওন, এক হাত ও পা কেটে ফেলা অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার: তাদের জন্য দুনিয়াতে অপমান, এবং তারপর আখেরাতে ভয়াবহ শাস্তি।*"(প্রশ্ন ৫:৩৩)

হত্যাকাণ্ড

আজও পর্যন্ত, বেশিরভাগ মুসলিম বিশ্বাস করে যে ইসলামের সমালোচকদের মোকাবেলা করার একমাত্র উপায় হল তাদের হত্যা করা। ১৯৮৯ সালে, খোমেনি লেখক সালমান রুশদিকে হত্যার জন্য একটি ফতোয়া (ধর্মীয় ফরমান) জারি করেছিলেন, কারণ রুশদি "দ্য স্যাটানিক ভার্সেস" নামে একটি বই লিখেছিলেন, যা কেউ কেউ বিশ্বাস করেছিলেন যে ইসলামকে অবমাননা করেছে। যদিও কিছু লোক খোমেনির ফতোয়ার জন্য নিন্দা করেছিল, আশ্চর্যজনকভাবে, অনেক পশ্চিমা

পরিবর্তে, রুশদিকে মুসলিমদের সংবেদনশীলতার প্রতি "অসংবেদনশীল" বলে অভিযুক্ত করা হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ তারিখে, ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে যে ফতোয়াটি স্থায়ীভাবে বলবৎ থাকবে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে, ইরানের ইসলামী শাসনব্যবস্থা তার বিরোধীদের হত্যা করে পরিকল্পিতভাবে নির্মূল করেছে, তারা ইরানে থাকুক বা নির্বাসিত থাকুক না কেন। এইভাবে শত শত ভিন্নমতাবলম্বীকে হত্যা করা হয়েছে, যার মধ্যে ডঃ শাপুর বখতিয়ারও রয়েছেন, যিনি একজন প্রকৃত গণতন্ত্রী এবং শাহ কর্তৃক নিযুক্ত শেষ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

বেশিরভাগ মানুষ যা জানে না তা হল হত্যা ছিল মুহাম্মদের প্রতিপক্ষদের সাথে আচরণ করার পদ্ধতি। আজকের মুসলিম খুনিরা, যেমন মোহাম্মদ বুয়েরি, যিনি ডাচ চলচ্চিত্র নির্মাতা থিও ভ্যান গগকে হত্যা করেছিলেন, তারা কেবল তাদের নবীর উদাহরণ অনুসরণ করছেন।

মদিনায় আগমনের মাত্র কয়েক মাস পরেই, মুহাম্মদ এক শতবর্ষী ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দেন যিনি তাঁর সমালোচনা করেছিলেন। আবু আফাক, যিনি ১২০ বছর বয়সী বলে জানা যায়, তিনি কবিতা লিখেছিলেন, যেখানে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে লোকেরা মুহাম্মদের অনুসারী হয়ে গেছে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে চলে গেছে। তিনি লিখেছিলেন যে মুহাম্মদ একজন উন্মাদ ব্যক্তি ছিলেন যিনি ইচ্ছামত লোকদের বলতেন কী নিষিদ্ধ এবং কী অনুমোদিত, এবং যিনি তাদের বুদ্ধিমত্তা ত্যাগ করে একে অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করেছিলেন। ইবনে সা'দ এই গল্পটি নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন:

> এরপর আল্লাহর রাসুলের হিজরতের বিংশতম মাসের শুরুতে শাওয়াল মাসে আবু আফাক নামে এক ইহুদির উপর সালিম ইবনে উমাইর আল-আমরির "সারিয়া" [অভিযান] সংঘটিত হয়। আবু আফাক ছিলেন বনু আমর ইবনে আওফ গোত্রের একজন সদস্য এবং একশ বিশ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি। তিনি একজন ইহুদি ছিলেন এবং আল্লাহর রাসুলের বিরুদ্ধে লোকদের উসকে দিতেন এবং [মুহাম্মদ সম্পর্কে] (ব্যঙ্গাত্মক) আয়াত রচনা করতেন।
>
> সালিম ইবনে উমাইর, যিনি ছিলেন একজন মহান ক্রন্দনকারী এবং বদরে অংশগ্রহণকারী, তিনি বললেন, 'আমি শপথ করছি যে, হয় আমি আবু আফাকুরকে তার আগে হত্যা করব।' তিনি বললেন, 'আমি শপথ করছি যে, আমি আবু আফাকুরকে হত্যা করব।'

একটি গরম রাত আসার আগ পর্যন্ত সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম, এবং আবু আফাক একটি খোলা জায়গায় ঘুমাতে গেল। সালিম ইবনে উমাইর তা জানতেন, তাই তিনি তরবারিটি তার কলিজায় রেখে চেপে ধরলেন যতক্ষণ না এটি তার বিছানায় পৌঁছে। আল্লাহর শত্রু চিৎকার করে উঠল এবং লোকেরা, যারা তার অনুসারী ছিল, তার কাছে ছুটে গেল, তাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল এবং তাকে দাফন করল।[84]

এই বৃদ্ধ লোকটির একমাত্র "অপরাধ" ছিল মুহাম্মদের সমালোচনা করে ব্যঙ্গাত্মক পদ রচনা করা।

পাঁচ সন্তানের ইহুদি মা আসমা বিনতে মারওয়ান যখন এই কথা শুনলেন, তখন তিনি এতটাই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন যে তিনি মদীনার পুরুষদের অভিশাপ দিয়ে একটি কবিতা রচনা করলেন যে, একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে এবং একজন সম্মানিত বৃদ্ধকে হত্যা করতে মদিনার পুরুষদের অভিশাপ দিয়েছিলেন। আবার মুহাম্মদ মিম্বরে গিয়ে চিৎকার করে বললেন: "'মারওয়ানের মেয়েকে কে আমাকে মুক্ত করবে?' উমাইর বিন আদি আল-খাতমি, যিনি তার সাথে ছিলেন, তিনি তার কথা শুনতে পেলেন এবং সেই রাতেই তিনি তার বাড়িতে গিয়ে তাকে হত্যা করলেন। সকালে তিনি নবীর কাছে এসে তাঁর কৃতকর্মের কথা বললেন এবং তিনি [মুহাম্মদ] বললেন, 'তুমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেছ, হে উমাইর!' যখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে তাকে কি কোন খারাপ পরিণতি ভোগ করতে হবে, তখন নবী বললেন, 'দুটি ছাগল তার উপর মাথা নত করবে না।'"[85]

আসমা হত্যার জন্য মুহাম্মদের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার পর, খুনি তার সন্তানদের কাছে গেল, হত্যার জন্য গর্ব করল এবং সেই ছোট বাচ্চাদের এবং তাদের বংশকে উপহাস করল।

ইবনে সা'দ উল্লেখ করেছেন:

মারওয়ানের কন্যা বিনতে'র সম্পর্ক নিয়ে সেদিন বনু খাতমার মধ্যে বিরাট হট্টগোল শুরু হয়েছিল। তার পাঁচ পুত্র ছিল, এবং যখন ``উমাইর তাদের কাছে গেলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি বিনতে মারওয়ানকে হত্যা করেছি, হে খাতমার সন্তানরা। যদি পারো আমাকে সহ্য করো; আমাকে অপেক্ষা করাও না।' সেদিনই প্রথম ইসলাম খতমার মধ্যে শক্তিশালী হয়ে ওঠে; এর আগে যারা মুসলিম ছিল তারা সত্য গোপন করেছিল। তাদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন ``উমাইর বিন আদি যাকে 'পাঠক' বলা হত এবং ``আবদুল্লাহ বিন আউস এবং খুজাইমা বিন সাবিত। পরের দিন

বিনতে মারওয়ান নিহত হন। খাতমার লোকেরা ইসলামের শক্তি দেখে মুসলমান হয়েছিলেন।[86]

এই হত্যাকাণ্ডের পর, মদিনার মুসলমানরা আরও গর্বিত, অহংকারী এবং কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে ওঠে, কারণ তারা তাদের বিরোধীদের হৃদয়ে ত্রাস সঞ্চার করেছিল। মুহাম্মদ এই বার্তা দিতে চেয়েছিলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে যেকোনো বিরোধিতা বা সমালোচনা নির্দয়ভাবে মোকাবেলা করা হবে।[87] আজ মুসলমানরা আমাদের কাছে এই বার্তাটিই পৌঁছে দিতে চায়, যেখানে হুমকি প্রায়শই কেবল অন্তর্নিহিত থাকে। তারা তাদের নবীর দ্বারা স্থাপিত উদাহরণ অনুসরণ করে, যাকে তারা একজন সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলবিদ হিসাবে বিবেচনা করে। তারা ভয়ের একটি সীমানা তৈরি করতে চায় যাতে তারা সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

মুসলিমদের মনে কোন সন্দেহ নেই যে এই কৌশলটি কাজ করে। তাদের কাছে কুরআনের নির্দেশ হল "কাফেরদের হৃদয়ে ত্রাস সঞ্চার করো"।[88] বিজয়ের একটি নিশ্চিত উপায়। এটি মুহাম্মদের জন্য কাজ করেছিল। তিনি গর্ব করে বলেছিলেন, "আমাকে সন্ত্রাস দিয়ে বিজয়ী করা হয়েছে।"[89] ২০০৪ সালের ১১ মার্চ সন্ত্রাসীরা যখন কমিউটার ট্রেনে বোমা মেরে দুই শতাধিক মানুষকে হত্যা করে, তখন স্পেনে এটি কার্যকর হয়েছিল এবং এর প্রতিক্রিয়ায়, স্পেনীয়রা সরকার গঠনে একজন সমাজতান্ত্রিককে ভোট দেয়, যিনি তাৎক্ষণিকভাবে তুষ্টির নীতি গ্রহণ করেছিলেন।এ–মুসলমানদের প্রতি। যতদিন কাপুরুষতা থাকবে, ততদিন সন্ত্রাসের মাধ্যমে মুসলমানরা জয়ী হবে।

কা'ব বিন আশরাফ ছিলেন মুহাম্মদের আরেক শিকার। তিনি ছিলেন একজন সুদর্শন এবং প্রতিভাবান কবি – বনু নাদিরের একজন প্রধান। মুহাম্মদ মদিনার তিনটি ইহুদি গোত্রের একটি বনু কাইনুকাকে নির্বাসিত করার পর, কা'ব তার নিজের লোকদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি সুরক্ষা চাইতে মক্কা সফর করেন। তিনি কবিতা রচনা করেন এবং মক্কাবাসীদের সাহসিকতা ও সম্মানের প্রশংসা করেন। মুহাম্মদ যখন এই কথা শুনতে পান, তখন তিনি মসজিদে যান এবং নামাজের পর বলেন, "'কে কা'ব বিন আল–আশরাফকে হত্যা করতে রাজি আছে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে?' তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি চান?'

"আমি কি তাকে হত্যা করবো?" নবী (সাঃ) বললেন, "হ্যাঁ।" ইবনে মাসলামা বললেন, "তাহলে আমাকে একটা (মিথ্যা) কথা বলার অনুমতি দিন (অর্থাৎ কা'বকে প্রতারণা করার জন্য)।" নবী (সাঃ) বললেন, "তুমি তা বলতে পারো।" তারপর মুহাম্মদ বিন মাসলামা কা'বের কাছে গিয়ে বললেন, "ওই লোক (অর্থাৎ মুহাম্মদ) আমাদের কাছ থেকে সাদাকা (অর্থাৎ যাকাত [দান]] দাবি করে, এবং সে আমাদের কষ্ট দিয়েছে, আর আমি তোমার কাছ থেকে কিছু ধার নিতে এসেছি।" তখন কা'ব বললেন, "আল্লাহর কসম, তুমি তার উপর বিরক্ত হয়ে যাবে!" ইবনে মাসলামা বললেন, "এখন যেহেতু আমরা তাকে অনুসরণ করেছি, আমরা তাকে ছেড়ে যেতে চাই না যতক্ষণ না আমরা দেখি তার পরিণতি কী হবে। এখন আমরা চাই তুমি আমাদের এক বা দুটি উটের বোঝা খাবার ধার দাও।" ... মুহাম্মদ বিন মাসলামা এবং তার সঙ্গী কা'বকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তারা তার কাছে ফিরে আসবে। তিনি রাতে কা'বের পালিত ভাই আবু না'ইলার সাথে কা'বের কাছে আসেন। কা'ব তাদের তার দুর্গে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান, এবং তারপর তিনি তাদের কাছে নেমে আসেন।" তার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এই মুহূর্তে কোথায় যাচ্ছ?' কা'ব উত্তর দিলেন, 'মুহাম্মদ বিন মাসলামা এবং আমার (পালিত) ভাই আবু নায়লা ছাড়া আর কেউ এসেছেন না।' তার স্ত্রী বললেন, 'আমি এমন একটি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি যেন তার শরীর থেকে রক্ত ঝরছে।' কা'ব বললেন, 'তারা আর কেউ নন, আমার ভাই মুহাম্মদ বিন মাসলামা এবং আমার পালিত ভাই আবু নায়লা। একজন দানশীল ব্যক্তির রাতের বেলা ডাকে সাড়া দেওয়া উচিত, এমনকি যদি তাকে হত্যার জন্য ডাকা হয়।'

...তাই মুহাম্মদ বিন মাসলামা দুজন লোকের সাথে ভেতরে গেলেন এবং তাদের বললেন, 'কা'ব যখন আসবে, আমি তার চুল স্পর্শ করব এবং গন্ধ নেব, আর যখন তোমরা দেখবে যে আমি তার মাথা ধরেছি, তখন তাকে খুলে ফেলব। আমি তোমাদের তার মাথার গন্ধ নিতে দেব।' কা'ব বিন আল-আশরাফ তার কাপড় জড়িয়ে এবং সুগন্ধি ছড়াতে তাদের কাছে নেমে এলেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামা বললেন, 'আমি এর চেয়ে ভালো গন্ধ কখনও শুনিনি।' কা'ব বললেন, 'আমার কাছে সেরা আরব মহিলারা আছেন যারা উচ্চ শ্রেণীর সুগন্ধি ব্যবহার করতে জানেন।' মুহাম্মদ বিন মাসলামা কা'বকে অনুরোধ করলেন, 'তুমি কি আমাকে তোমার মাথার গন্ধ নিতে দেবে?' কা'ব বললেন, 'হ্যাঁ।' মুহাম্মদ তা গন্ধ করলেন এবং তার সঙ্গীদেরও গন্ধ নিতে দিলেন। তারপর তিনি আবার কা'বকে অনুরোধ করলেন, 'তুমি কি আমাকে (তোমার মাথার গন্ধ নিতে) অনুমতি দেবে?' কা'ব বললেন, 'হ্যাঁ।' মুহাম্মদ যখন তাকে শক্ত করে ধরে ফেললেন, তখন তিনি (তার সঙ্গীদের) বললেন, 'তার উপর আক্রমণ করো!'

তাই তারা তাকে হত্যা করে এবং নবীর কাছে গিয়ে তাকে খবর দেয়।[90]

মুহাম্মদ কেবল হত্যাকাণ্ডকেই উৎসাহিত করেননি, তিনি প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতারও প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর কাছে, পরিণতি সর্বদা উপায়কে ন্যায্যতা দেয়।

ইসলাম সন্ত্রাসের মাধ্যমে এগিয়েছে। মুসলমানরা নিশ্চিত যে সন্ত্রাস এবং প্রতারণা অবশেষে তাদের বিজয়ী করবে। তাদের নবীর মধ্যে একটি উদাহরণ রয়েছে। তাঁর সাফল্য তাদের অনুপ্রেরণা।

ইসলামী বিশ্ব অসুস্থ। এই অসুস্থতার কারণ ইসলাম, তা অস্বীকার করা অদূরদর্শীতা হবে। মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত প্রায় প্রতিটি অপরাধ, প্রতিটি নির্যাতন এবং অমানবিকতা মুহাম্মদের স্থাপিত উদাহরণ দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে ন্যায্যতা প্রমাণিত। দুঃখের বিষয় হল, এটিই সেই অস্বস্তিকর সত্য যা নিয়ে অনেকেই কথা বলতে চান না।

গণহত্যা

ইয়াসরিবে এবং এর আশেপাশে তিনটি ইহুদি গোত্র বাস করত, বনু কাইনুকা, বনু নাদির এবং বনু কুরাইজা, যাদের শহরের ঠিক বাইরে দুর্গ ছিল। উপরে যেমন বলা হয়েছে, তারা ছিল ইয়াসরিবের আদি বাসিন্দা। প্রথমে মুহাম্মদ ভেবেছিলেন যে যেহেতু তিনি বহুঈশ্বরবাদকে নিন্দা করেছেন এবং বাইবেলের নবীদের আলিঙ্গন করেছেন, তাই ইহুদিরা আগ্রহের সাথে তার অনুসারী হতে ভিড় জমাবে। কুরআনের পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি মূসার গল্প এবং বাইবেলের গল্পে পূর্ণ। মুহাম্মদ জেরুজালেমকে তার প্রার্থনার জন্য কেবলা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, যাতে ইহুদিদের তাদের আনুগত্যের জন্য লোভ দেখানো যায়। মুসলিম পণ্ডিত ডব্লিউএন আরাফাত লিখেছেন, “এটাও সাধারণত গৃহীত হয় যে প্রথমে নবী মুহাম্মদ আশা করেছিলেন যে ইয়াসরিবের ইহুদিরা, একটি ঐশ্বরিক ধর্মের অনুসারী হিসাবে,

নতুন একেশ্বরবাদী ধর্ম, ইসলাম সম্পর্কে বোধগম্যতা দেখাবে।”[91] কিন্তু, তাকে হতাশ করে, কুরাইশদের মতো ইহুদিরাও তার আহ্বানে খুব একটা মনোযোগ দেয়নি। তার আশা ভেঙে যাওয়ার এবং ধৈর্য ভেঙে যাওয়ার পর, সে তাদের প্রতি শত্রুতা শুরু করে। মুহাম্মদের নতুন ধর্ম গ্রহণ করার জন্য ইহুদিরা তাদের পূর্বপুরুষের বিশ্বাস ত্যাগ করার জন্য তাড়াহুড়ো করেনি। তাদের প্রত্যাখ্যান তাকে ক্ষুব্ধ করে এবং তিনি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। আবু আফাক এবং আসমার হত্যাকাণ্ড ইহুদিদের প্রতি তার বিদ্বেষের সূচনা করে। ইতিমধ্যেই পথচারী কাফেলা লুণ্ঠনের কারণে সাহসী হয়ে, মুহাম্মদ ইয়াসরিবে ইহুদিদের সম্পদের উপর নজর রেখেছিলেন এবং তাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে এবং তাদের সম্পদের উপর হাত দেওয়ার জন্য একটি অজুহাত খুঁজছিলেন। ইহুদিদের প্রতি তার ক্রোধ তার রচিত কুরআনের আয়াতগুলিতে প্রকাশ পেতে শুরু করে, যেখানে তিনি তাদের আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ, তাদের নবীদের হত্যা এবং তাদের নিজস্ব আইন ভঙ্গ করার অভিযোগ করেন। এমনকি তিনি এমনকি বলেছিলেন যে ইহুদিরা বিশ্রামবারের আইন ভঙ্গ করার কারণে, ঈশ্বর তাদেরকে বানর এবং শূকরে রূপান্তরিত করেছিলেন।[92] আজও মুসলমানরা নিশ্চিত যে সেই অশ্লীল গল্পটি সত্য। যদি এটি কুরআনে থাকে তবে তা অবশ্যই সত্য, এমনকি যদি তা হাস্যকর এবং বোকামিও হয়।

বনু কাইনুকার আক্রমণ

মুহাম্মদের রোষের শিকার ইহুদিদের প্রথম দলটি ছিল বনু কাইনুকা। তারা ইয়াসরিবের অভ্যন্তরে তাদের নামে নামকরণ করা এলাকায় বাস করত। তারা কারিগর, স্বর্ণকার, কামার, গৃহস্থালীর যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্র তৈরির কাজ করত। তবে তারা সৈনিক হিসেবে দক্ষ ছিল না এবং এই দিকটি আরবদের উপর ছেড়ে দিয়েছিল, যা তাদের অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক প্রমাণিত হয়েছিল। বনু কাইনুকা আরব খাজরাজ গোত্রের মিত্র ছিল এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আরব গোত্র আউসের সাথে তাদের দ্বন্দ্বে তাদের সমর্থন করেছিল।

তাদের আক্রমণ করার সুযোগ এসে গেল যখন মুষ্টিমেয় ইহুদি এবং মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হল। বনু কাইনুকার এক সদস্য রসিকতা করে জুয়েলারির দোকানে বসে থাকা এক মুসলিম মহিলার স্কার্ট মাটিতে চেপে ধরল। দাঁড়িয়ে থাকার সময়, তার কাপড় ছিঁড়ে গেল এবং তাকে উলঙ্গ করে দেওয়া হল। একজন মুসলিম ব্যক্তি, যিনি ইতিমধ্যেই তার নবীর প্রতি ইহুদিদের ঘৃণায় ভরা ছিলেন, তিনি ইহুদির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করলেন। এরপর নিহতের আত্মীয়রা প্রতিশোধ হিসেবে মুসলিমকে হত্যা করে।

মুহাম্মদ এই সুযোগটিই খুঁজছিলেন। যেকোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির মতো পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করার পরিবর্তে, তিনি অন্যায়ভাবে বনু কাইনুকা'কে দোষারোপ করেন, তাদের সকলকে তার ধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলেন, নতুবা যুদ্ধের মুখোমুখি হতে বলেন। তারা তার হুমকির জবাব অমান্য করে এবং তাদের আবাসস্থলে নিজেদেরকে বন্ধ করে দেয়। তিনি তাদের উপর অবরোধ আরোপ করেন, তাদের জল সরবরাহ বন্ধ করে দেন এবং তাদের সকলকে হত্যা করার শপথ নেন।

কুরআনের ৩:১২ আয়াতে মুহাম্মদ তার হুমকি পুনর্ব্যক্ত করেছেন: "...তোমরা পরাজিত হবে এবং জাহান্নামে একত্রিত হবে এবং সেই বিশ্রামের স্থানটি আসলেই নিকৃষ্ট।"

এক সপ্তাহ পর, গোত্রটি তাদের আত্মসমর্পণের জন্য আলোচনার চেষ্টা করে, কিন্তু মুহাম্মদ দমে যাননি। তিনি তাদের সকলকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। খাজরাজের সম্মানিত পিতৃপুরুষ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুহাম্মদের কলার ধরে তাকে বলেন যে তিনি তার মিত্র এবং বন্ধুদের বিনা কারণে হত্যা করতে দেবেন না। মুহাম্মদ তাদের নেতার প্রতি খাজরাজদের যে শ্রদ্ধা রয়েছে তা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি জানতেন যে তারা তাকে ঘিরে ফেলতে পারে এবং এর অর্থ তার নিজের পরাজয়। তিনি ইবনে উবাইকে দূরে ঠেলে দেন, যখন তার মুখ রাগে কালো হয়ে যায় এবং ইহুদিরা শহর ছেড়ে চলে গেলে তাদের হত্যা না করার জন্য সম্মত হন। এই গল্পটি ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন। “

বনু কাইনুকা' ছিল প্রথম ইহুদী যারা নবীর সাথে তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং বদর ও ওহোদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, এবং নবী তাদের অবরোধ করেছিলেন যতক্ষণ না তারা

নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করলেন। আল্লাহ যখন তাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করলেন, তখন আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল তাঁর [মুহাম্মদের] কাছে গেলেন এবং বললেন, 'হে মুহাম্মদ, আমার মক্কেলদের সাথে সদয় আচরণ করুন' (এখন তারা খাজরাজের মিত্র ছিল), কিন্তু নবী তাকে থামিয়ে দিলেন। তিনি কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলেন, এবং নবী তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, যার ফলে তিনি নবীর পোশাকের কলারে হাত দিলেন; নবী এতটাই রেগে গেলেন যে তাঁর মুখ প্রায় কালো হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'তোমাকে বিভ্রান্ত কর, আমাকে যেতে দাও।' তিনি উত্তর দিলেন, 'না, আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে যেতে দেব না যতক্ষণ না তুমি আমার মক্কেলদের সাথে সদয় আচরণ করো। চারশো লোক (আন্তঃসংযুক্ত আংটির নমনীয় বর্ম) ছাড়া এবং তিনশো লোক আমাকে আমার সমস্ত শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল; তুমি কি এক সকালে তাদের কেটে ফেলবে? আল্লাহর কসম, আমি এমন একজন ব্যক্তি যে ভয় পাচ্ছি যে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে পারে। নবী বললেন, 'তুমি তাদের পেতে পারো।'"[93]

জীবনীকাররা আরও বলেন যে মুহাম্মদ বিষণ্ণভাবে বলেছিলেন, "ওদের ছেড়ে দাও। ঈশ্বর ওদের অভিশাপ দিন, এবং ঈশ্বরও ওকে অভিশাপ দিন! তাই, মুহাম্মদ তাদের জীবন ক্ষমা করে দিয়েছিলেন যদি তাদের নির্বাসনে পাঠানো হত।"[94]

তিনি বনু কাইনুকাকে তাদের সমস্ত উপকরণ, সম্পদ এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম হস্তান্তরের দাবি জানান, যার এক পঞ্চমাংশ তিনি নিজের জন্য আলাদা করে রেখেছিলেন এবং বাকিটা তার লোকদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। এরপর গোত্রটিকে নির্বাসিত করা হয়। মুসলিম ঐতিহাসিকরা গর্ব করে বলেন যে শরণার্থীরা সিরিয়ার আজরু'আয় প্রবেশ করেছিল যেখানে তারা কিছুক্ষণ অবস্থান করেছিল এবং শীঘ্রই মারা যায়।[95]

বনু নাদিরের আক্রমণ

এরপর বনু নাদিরের পালা। মুহাম্মদ বনু কাইনুকার সাথে কী করেছিলেন তা দেখার পর, কা'ব ইবনে আশরাফ, প্রধান

বনু নাদিরের একজন সদস্য কুরাইশদের আশ্রয় চেয়েছিলেন এবং উপরে বর্ণিত হিসাবে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।

মক্কাবাসী এবং মুসলিমদের মধ্যে একটি প্রতিশোধমূলক যুদ্ধ (ওহুদ) হয়েছিল যেখানে মক্কাবাসীরা হেরে গিয়েছিল। মুহাম্মদের সেই ক্ষতি পূরণ করতে হয়েছিল এবং তাঁর অনুসারীদের বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করতে হয়েছিল যে আল্লাহ তাদের পরিত্যাগ করেননি। তাঁর একটি বিজয়ের প্রয়োজন ছিল। মুসলিম মন এভাবেই কাজ করে। যখন তারা জয়লাভ করে তখন তারা এটিকে ঐশ্বরিক সাহায্য হিসেবে দেখে এবং তাদের আগ্রাসন ও সহিংসতা তীব্র করে তোলে। যখন তারা হেরে যায় তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ে এবং তাদের খোলসের দিকে ফিরে যায়। বনু নাদির ছিল একটি সহজ লক্ষ্য।

পাকিস্তানি মুসলিম ইতিহাসবিদ, কুরআনের ভাষ্যকার এবং আজকের ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদের আদর্শবিদ মওদুদী এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন:

> এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা [কাইনুকার নির্বাসন এবং ইহুদি কবিদের ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ড] এর পরেও কিছু সময়ের জন্য ইহুদিরা এতটাই ভীত ছিল যে তারা আর কোনও অপকর্ম করার সাহস পায়নি। কিন্তু পরবর্তীতে যখন ৩ হিজরী সালের শাওয়াল মাসে বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কুরাইশরা ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে মদিনার দিকে অগ্রসর হয় এবং ইহুদিরা দেখতে পায় যে তিন হাজার কুরাইশের বিরুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাত্র এক হাজার লোক বেরিয়েছে, এমনকি ৩০০ মুনাফিকও মদিনায় ফিরে এসেছিল, তখন [খাজরাজের প্রধান আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের অনুসারীরা] তারা চুক্তির প্রথম এবং প্রকাশ্য লঙ্ঘন করে, শহরের প্রতিরক্ষায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যোগ দিতে অস্বীকার করে, যদিও তারা চুক্তির সাথে আবদ্ধ ছিল।[96]

এটা আশ্চর্যজনক যে মুসলমানরা মনে করে যে বনী নাদির মুহাম্মদকে মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় যুদ্ধে সাহায্য করতে বাধ্য ছিল, যদিও তিনি তাদের একটি গোত্রকে নির্বাসিত করেছিলেন এবং তাদের প্রধান এবং দুই কবিকে হত্যা করেছিলেন। মুহাম্মদ এবং কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধের সাথে ইহুদিদের কোনও সম্পর্ক ছিল না এবং তাদের লোকদের হত্যা করে এবং বনু কাইনুকাকে নির্বাসিত করে মুহাম্মদ ইতিমধ্যেই তাদের সাথে থাকা যেকোনো চুক্তি ভঙ্গ করেছেন। তবুও, তার বিশ্বাসঘাতকতামূলক কর্মকাণ্ডকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য, মুসলিম ক্ষমাপ্রার্থীরা ইহুদিদের তাদের চুক্তিতে ভুলের জন্য দোষারোপ করেন।

মুহাম্মদ এখন বনু নাদিরদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অজুহাত খুঁজছিলেন। ইয়াসরিবে তাদের চাষযোগ্য জমি এবং খেজুর গাছের বাগান ছিল, এবং তারা অনেক আরবকে নিয়োগ করেছিল। ফলস্বরূপ, কয়েকজন মুসলিম বনু কালবের দুই ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। ঘটনাক্রমে, এই গোত্র মুহাম্মদের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল যে তার লোকেরা তাদের সমর্থনের বিনিময়ে তাদের লোকদের ডাকাতি বা হত্যা করবে না। খুনিরা নিহতদের অন্য গোত্রের সদস্য ভেবে ভুল করেছিল। এখন, ঐতিহ্য অনুসারে, মুহাম্মদ এই রক্তপাতের জন্য রক্তের মূল্য দিতে বাধ্য ছিলেন। বনু কাইনুকার কাছ থেকে সমস্ত সম্পদ কেড়ে নেওয়া সত্ত্বেও, তিনি বনু নাদিরের কাছে গিয়ে তাদের বললেন যে তাদেরও এই রক্তের মূল্য পরিশোধে সহায়তা করতে হবে। এটি একটি জঘন্য দাবি ছিল, এবং মুহাম্মদ আশা করেছিলেন যে বনু নাদির পিছপা হবেন এবং এটি তাকে তাদের সাথে বনু কাইনুকার মতো আচরণ করার অজুহাত দেবে। তবে, বনু নাদির এই অন্যায্য দাবি প্রত্যাখ্যান করতে খুব ভীত ছিল। তারা প্রবেশ করতে রাজি হয়েছিল এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য সরে গিয়েছিল। মুহাম্মদ এবং তার সঙ্গীরা দেয়ালের নীচে বসে অপেক্ষা করছিল। এটা সে যা আশা করেছিল তা ছিল না। সে সবচেয়ে অন্যায্য দাবি করে এসেছিল, নেতিবাচক সাড়া পাওয়ার আশায় এবং তাই তার ধূর্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার আশায়। এখন, তাকে একটি নতুন কৌশল তৈরি করতে হবে।

হঠাৎ তার মনে "অনুপ্রেরণার ঝলক" এলো। সে উঠে দাঁড়ালো এবং তার সঙ্গীদের কিছু না বলেই জায়গা ছেড়ে বাড়ি চলে গেল। পরে, যখন তার সঙ্গীরা তার সাথে যোগ দিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করল, তখন সে তাদের বলল যে ফেরেশতা জিব্রাইল তাকে জানিয়েছেন যে ইহুদিরা যে দেয়ালের নীচে বসেছিল তার উপর থেকে তার মাথায় একটি পাথর ছুঁড়ে মারার ষড়যন্ত্র করছে। এই অজুহাত দেখিয়ে সে বনু নাদিরের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।

মুহাম্মদের সাহাবীদের কেউই কাউকে দেয়াল বেয়ে উঠতে দেখেননি অথবা তাদের জীবনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কোনও খবর পাননি। যাইহোক, এই ব্যক্তিরা, তাঁকে অনুসরণ করে এবং তাঁর সমস্ত কথা বিশ্বাস করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছিলেন, তাই তিনি যা বলেছিলেন তাতে সন্দেহ করার কোনও কারণ বা প্রবণতা ছিল না।

যেকোনো বিবেকবান ব্যক্তি মুহাম্মদের গল্পের অযৌক্তিকতা বুঝতে পারবেন। যদি বানু নাদির সত্যিই তাকে হত্যা করতে চাইত এবং সাহস করত, তাহলে তাদের পাথর ছুঁড়তে দেয়ালে উঠে যাওয়ার দরকার ছিল না। মুহাম্মদের সাথে ছিলেন তার মুষ্টিমেয় কয়েকজন অনুসারী, আবু বকর, ওমর, আলী এবং সম্ভবত আরও একজন। তাদের সকলকে হত্যা করা সহজ ছিল, যদি তাদের মনে এটাই থাকত।

যে নবী বিশ্বাস করতেন যে আল্লাহ হলেন খাইরুল মাকেরীন (প্রতারকদের মধ্যে সেরা) (প্রশ্ন ৩:৫৪) তিনি নিজেও বেশ ধূর্ত ছিলেন। জিব্রাইলের তাঁর জীবনের বিরুদ্ধে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁকে জানানোর গল্পটি তাঁর নরক ও স্বর্গে যাওয়ার গল্পের মতোই বিশ্বাসযোগ্য। তবুও, তাঁর সহজ-সরল অনুসারীরা তাঁকে বিশ্বাস করেছিল এবং এই মিথ্যাচারে এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিল যে তারা নিরীহ মানুষের রক্তপাতের জন্য তাঁর চারপাশে জড়ো হয়েছিল।

মওদুদী এই বর্ণনাটি শেষ করে বলেন: "এখন তাদের আর কোন ছাড় দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। মহানবী (সাঃ) তৎক্ষণাৎ তাদের কাছে এই আল্টিমেটাম পাঠান যে, তারা তাঁর বিরুদ্ধে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তা তাঁর জানাজানি হয়ে গেছে; অতএব, তাদের দশ দিনের মধ্যে মদীনা ত্যাগ করতে হবে; যদি তাদের কাউকে তাদের আবাসস্থলে থাকতে দেখা যায়, তবে তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করা হবে।" মওদুদী মুসলিম "যুক্তি"র একটি নিখুঁত উদাহরণ প্রদর্শন করেন যখন তিনি কেবল মুহাম্মদের বিশ্বাসঘাতকতার গল্পটি এমনভাবে বর্ণনা করেন যেন এটি আচরণ করার স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিক উপায়।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বনু নাদিরকে সাহায্য করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে তার প্রভাব খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং মুহাম্মদের লোকেরা তাদের উগ্রতায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারা বিন উবাইকে মুহাম্মদের তাঁবুতে প্রবেশ করতে দেয়নি, কারণ তারা তাকে আঘাত করেছিল এবং তার মুখ কেটে ফেলেছিল।

কয়েকদিন পর বনু নাদিররা মুহাম্মদের জন্য তাদের সমস্ত জিনিসপত্র রেখে শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য আলোচনা করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সিরিয়ায় চলে যায় এবং কেউ কেউ খায়বারে যায় যেখানে কয়েক বছর পরে মুহাম্মদ যখন সেই সমৃদ্ধ ও সবুজ ইহুদি দুর্গের দিকে নজর রাখেন তখন তাদের হত্যা করা হয়।

যদিও মুহাম্মদ এই লোকদের ছেড়ে দিয়েছিলেন, তার প্রথম চিন্তা ছিল তাদের হত্যা করা। সিরার নিম্নলিখিত অংশটি এটি স্পষ্ট করেঃ

> বি. আল-নাদিরের ব্যাপারে সূরা নির্বাসন নাযিল হয়েছে যেখানে লিপিবদ্ধ আছে কিভাবে ঈশ্বর তাদের উপর প্রতিশোধ নিলেন এবং তাঁর রসূলকে তাদের উপর ক্ষমতা দিলেন এবং তাদের সাথে কীভাবে আচরণ করলেন। ঈশ্বর বললেনঃ 'তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি কিতাব অবিশ্বাসীদের তাদের ঘরবাড়ি থেকে প্রথম নির্বাসনে বের করে দিয়েছিলেন...' 'সুতরাং তোমরা যারা বোধশক্তি সম্পন্ন, তোমরা এটা ভেবে দেখো। যদি ঈশ্বর তাদের উপর নির্বাসনের বিধান না রাখতেন,' যা ছিল ঈশ্বরের প্রতিশোধ, 'তিনি এই পৃথিবীতেই তাদের শাস্তি দিতেন,' (প্রশ্ন ৫৯:২-৩) অর্থাৎ তরবারি দিয়ে, 'এবং পরকালে জাহান্নামের শাস্তিও থাকবে'।[97]

এই অবরোধে, মুহাম্মদ বনু নাদিরের গাছ কেটে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। আরবদের মধ্যে এই ধরণের বর্বরতা অভূতপূর্ব ছিল। এই অপরাধকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য তাকে কেবল তার কৃতকর্মের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হয়েছিল। "তোমরা (হে মুসলিমরা) শত্রুদের খেজুর গাছ যা কেটেছ, অথবা তাদের কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে রেখেছ, তা আল্লাহর অনুমতিতেই হয়েছে।" (প্রশ্ন ৫৯:৫)

জ্বলন্ত মরুভূমিতে কেন মানুষ গাছ কাটা এবং কূপে বিষ প্রয়োগকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে মনে করত তা সহজেই অনুমেয়। এই ধরনের বর্বরতা আরব নৈতিকতার বিরুদ্ধে ছিল। তবে, মুহাম্মদ কোনও নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁর লক্ষ্য অর্জনে কোনও কিছুই তাঁকে বাধা দিতে পারেনি। তিনি তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো যেকোনো কিছু এবং যে কাউকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর অনুসারীরা এটিকে ঐশ্বরিক ইচ্ছা পূরণের জন্য তাঁর দৃঢ় সংকল্পের লক্ষণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব যে এটি ছিল একটি লক্ষণ যে তিনি একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক মানসিক ব্যাধি থেকে মুক্তি পাচ্ছেন।

একজন মুসলিম পন্ডিত আল-মুবারকপুরী লিখেছেনঃ

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাদের অস্ত্র, জমি, ঘরবাড়ি এবং সম্পদ জব্দ করেন। অন্যান্য যে লুণ্ঠন মাল তিনি দখল করতে সক্ষম হন তার মধ্যে ছিল ৫০টি বর্ম, ৫০টি শিরস্ত্রাণ এবং ৩৪০টি তরবারি। এই লুণ্ঠন মাল ছিল একচেটিয়াভাবে নবীর কারণ এটি দখলে কোনও যুদ্ধ জড়িত ছিল না। তিনি নিজের বিবেচনার ভিত্তিতে প্রাথমিক মুহাজির এবং দুই দরিদ্র সাহায্যকারী, আবু দুজানা এবং সুহাইল বিন হানীফের মধ্যে লুণ্ঠনের মাল ভাগ করে দেন। যাই হোক, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এই সম্পদের একটি অংশ তার পরিবারের জন্য ব্যয় করেছিলেন সারা বছর ধরে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য। বাকি অংশ আল্লাহর পথে আরও যুদ্ধের জন্য মুসলিম সেনাবাহিনীকে সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল। স. এর প্রায় সমস্ত আয়াতউরা আল–হাশর (অধ্যায় ৫৯ – সমাবেশ) ইহুদিদের নির্বাসনের বর্ণনা দেয় এবং মুনাফিকদের লজ্জাজনক আচরণ প্রকাশ করে। আয়াতগুলিতে গনীমতের সাথে সম্পর্কিত নিয়মগুলি প্রকাশ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ মুহাজির এবং সাহায্যকারীদের প্রশংসা করেছেন। এই অধ্যায়ে সামরিক উদ্দেশ্যে শত্রুর জমি এবং গাছপালা কেটে ফেলা এবং পুড়িয়ে ফেলার বৈধতাও দেখানো হয়েছে। এই ধরনের কাজগুলিকে দুর্নীতির ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা যায় না যতক্ষণ না তারা আল্লাহর পথে থাকে।[98]

মওদুদীর মতো, আল–মুবারকপুরীও মুহাম্মদের প্রকৃত অনুসারীদের বিবেকের অস্বস্তিকর অভাব এবং পরিস্থিতিগত নীতিশাস্ত্র প্রকাশ করছেন। মুসলমানরা তাই করে যা তাদের নবী করেছিলেন। তারা অমুসলিমদের সম্পত্তি পোড়ানো এবং লুট করাকে বৈধ বলে মনে করে, কারণ এটি তাঁর দ্বারা অনুশীলন এবং অনুমোদিত ছিল।

মুহাম্মদের কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ন্যায্য যে, দুর্ভাগ্যবশত ইসলামী সহিংসতা প্রকৃত ইসলাম থেকে বিচ্যুতি নয়। হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ এবং হত্যা ইসলামী রীতি। আল্লাহর ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে কোনও কিছুই সীমার বাইরে নয়।

বনু নাদিরের সমস্ত সম্পদ মুহাম্মদের কাছে চলে গেল। তিনি দাবি করলেন যে যেহেতু মুসলমানদের যুদ্ধ করতে হয়নি, তাই তারা লুটের অধিকারী নয়। এমনকি তিনি তার নিজের অনুসারীদেরও প্রতারণা করেছিলেন। "উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেনঃ বনু নাদিরের পরিত্যক্ত সম্পত্তিগুলি ছিল এমন জিনিস যা আল্লাহ তাঁর রাসূলকে দান করেছিলেন যার জন্য অশ্বারোহী বা উটের বাহিনী নিয়ে কোনও অভিযান চালানো হয়নি। এই সম্পত্তিগুলি বিশেষভাবে নবী (সাঃ) এর জন্য ছিল। তিনি

তার পরিবারের বার্ষিক খরচ মেটাতেন সেখান থেকে আয় করে, আর যা অবশিষ্ট থাকত তা জিহাদের প্রস্তুতি হিসেবে ঘোড়া ও অস্ত্র কেনার জন্য ব্যয় করতেন।”[99]

বনু নাদির আত্মসমর্পণের কারণ ছিল মুহাম্মদের অনুসারীদের ভয়। কিন্তু তিনি সমস্ত লুণ্ঠন নিজের কাছে রেখেছিলেন।

পরিহাসের বিষয় হল, সূরা আল-হাশর শেষ হয় মুমিনদের "ধার্মিক" হওয়ার আহ্বান জানিয়ে, যা স্পষ্ট করে যে মুসলমানদের জন্য ধার্মিকতার সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ রয়েছে। মুসলিম ক্ষমাপ্রার্থীরা বলেন যে আজকের নৈতিকতা ১৪০০ বছর আগে জীবিত মুহাম্মদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত নয়। পরিহাসের বিষয় হল তারা সেই নৈতিকতাকে মান হিসাবে ধরে রাখে এবং এটি সমস্ত মানবজাতির উপর এবং সর্বকালের জন্য চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

একজন মুসলিম আমাকে লিখেছিলেন, "এই পুরো আখ্যানটি অনেকের কাছেই সমস্যাযুক্ত কারণ তাদের ধারণা নীতিগতভাবে সঠিক এবং নীতিগতভাবে ভুল। এই অসুস্থতার উৎপত্তি সরাসরি 'অন্য গাল ঘুরিয়ে দেওয়ার' খ্রিস্টীয় মানসিকতা এবং 'খ্রিস্টের মুক্তির যন্ত্রণা' থেকে, যা উভয়ই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইউরোপের মনে অসুস্থতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

আমি বিশ্বাস করি না যে নৈতিকতা এবং দয়া অসুস্থতা। এগুলো মানুষের বিবেক থেকে উদ্ভূত। তাদের নীতি হল সুবর্ণ নিয়ম। আমরা যখন বিবেচনা করি যে আমাদের সাথে কীভাবে আচরণ করা উচিত, তখন আমরা সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারি। কিন্তু সহনশীলতা যদি অসুস্থতা হয়, যেমন এই মুসলিম বিশ্বাস করেন, আমি আশা করি পশ্চিমারা দ্রুত এটি থেকে আরোগ্য লাভ করবে এবং ইসলামী হুমকির সাথে দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করবে। যদি কারো মনে সন্দেহ থাকে যে ইসলাম মানবজাতির জন্য হুমকি, তাহলে সে আসলেই মাথাব্যথার শিকার।

বনু কুরাইজার আক্রমণ:

মুহাম্মদের প্রতিহিংসার শিকার ইয়াসরিবের শেষ ইহুদি গোত্র ছিল বনু কুরাইজা। খন্দকের যুদ্ধ (খন্দক) শেষ হওয়ার পরপরই মুহাম্মদ তাদের উপর নজর রাখেন। তিনি দাবি করেন যে, প্রধান দূত জিব্রাইল তার কাছে এসেছিলেন "তাকে অনুরোধ করেছিলেন যে তিনি যেন তার তরবারি এবং মাথা খোলেন এবং বিদ্রোহী বনু কুরাইজার বাসস্থানের দিকে যান এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করেন," আল-মুবারকপুরী লিখেছেন। "জিব্রাইল লক্ষ্য করেছিলেন যে তিনি ফেরেশতাদের একটি মিছিল নিয়ে তাদের দুর্গ কাঁপানোর জন্য এবং তাদের হৃদয়ে ভয় সঞ্চার করার জন্য এগিয়ে যাবেন। আল্লাহর রাসূল অবিলম্বে নামাজ আদায়কারীকে ডেকে পাঠান এবং তাকে বনু কুরাইজার বিরুদ্ধে নতুন করে যুদ্ধ ঘোষণা করার নির্দেশ দেন।"[১০০]

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলামে নামাজের আযান যুদ্ধের ডাকও। মুসলমানদের দাঙ্গা সবসময় মসজিদ থেকে শুরু হয় নামাজের পর। পবিত্র রমজান মাসে এবং শুক্রবারে এগুলো সবচেয়ে ভয়াবহ হয়। ১৯৮১ সালে মুহাম্মদের জন্মের স্মরণে এক খুতবায় খোমেনি বলেছিলেন, “মেহরাব (মসজিদের প্রধান স্থান) মানে যুদ্ধের স্থান, যুদ্ধের স্থান। [মেহরাব শব্দের উৎপত্তি হারব থেকে, যার অর্থ যুদ্ধ। এটি মসজিদের একটি দ্বীপ যেখানে মুহাম্মদের অনুসারীরা যুদ্ধের কৌশল নিয়ে আলোচনা করার জন্য একত্রিত হয়েছিল।] মেহরাব থেকেও যুদ্ধ শুরু হওয়া উচিত। ঠিক যেমন ইসলামের সমস্ত যুদ্ধ মেহরাব থেকে শুরু হয়েছিল। নবীর কাছে মানুষ হত্যা করার জন্য একটি তরবারি ছিল। আমাদের পবিত্র ইমামরা জঙ্গি ছিলেন। তারা সকলেই যোদ্ধা ছিলেন। তারা তরবারি চালাতেন। তারা মানুষ হত্যা করতেন। আমাদের এমন একজন খলিফা দরকার যিনি হাত কাটতেন, গলা কাটতেন এবং পাথর ছুঁড়ে মারতেন। ঠিক যেমন আল্লাহর রাসূল হাত কাটতেন, গলা কাটতেন এবং পাথর ছুঁড়ে মারতেন।”[101]

মুহাম্মদ বনু কুরাইজার দুর্গ অবরোধ করেন। তিনি তাদের বিরুদ্ধে মক্কাবাসীদের সাথে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনেন। একই মুসলিম ঐতিহাসিকরা এই অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং বলেন যে

মক্কাবাসী প্রত্যাহার করা ছাড়া যুদ্ধ কারণ তারা করেছিল
বনু কুরাইজা থেকে সমর্থন পাননি।

মুহাম্মদ যখন তার উদ্দেশ্য প্রকাশ করলেন, তখন তার চাচাতো ভাই এবং একনিষ্ঠ সমর্থক আলী শপথ করলেন যে তিনি তাদের সেনানিবাসে আক্রমণ না করা পর্যন্ত অথবা নিহত না হওয়া পর্যন্ত থামবেন না। এই অবরোধ ২৫ দিন স্থায়ী হয়েছিল। অবশেষে বনু কুরাইজা নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করলেন। মুহাম্মদ পুরুষদের হাত-পা আটক করার নির্দেশ দিলেন, যখন নারী ও শিশুদের আলাদাভাবে আটক করে রাখা হল। বনু কুরাইজার মিত্র আউস গোত্র মুহাম্মদকে তাদের প্রতি নম্র হতে অনুরোধ করল। মুহাম্মদ পরামর্শ দিলেন যে সা'দ বিন মু'আদ, তাদের মধ্যে একজন দুর্বৃত্ত যারা মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল, তাকে ইহুদিদের বিরুদ্ধে রায় দিতে। সা'দ বনু কুরাইজার প্রাক্তন মিত্র ছিলেন, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তিনি তাদের প্রতি মন পরিবর্তন করেছিলেন। খন্দকের যুদ্ধের সময় একজন মক্কাবাসী তীর নিক্ষেপ করলে যে আঘাত পেয়েছিলেন তার জন্য তিনি তাদের দোষও দিয়েছিলেন। তিনি মুহাম্মদের একজন দেহরক্ষী ছিলেন এবং মুহাম্মদ জানতেন যে বনু কুরাইজা সম্পর্কে তার অনুভূতি কেমন।

সা'দের রায় ছিল, "গোত্রের সকল সক্ষম পুরুষকে হত্যা করা উচিত, নারী ও শিশুদের বন্দী করা উচিত এবং তাদের সম্পদ মুসলিম যোদ্ধাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া উচিত।" এই নিষ্ঠুর রায় শুনে মুহাম্মদ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে বললেন, "সা'দ (আল্লাহর নির্দেশে) রায় দিয়েছেন।"[১০২]

আল-মুবারকপুরী আরও বলেন যে, "প্রকৃতপক্ষে, ইহুদিরা ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের কুৎসিত বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাদের সংগ্রহ করা বিশাল অস্ত্রাগার, যার মধ্যে ছিল এক হাজার পাঁচশো তরবারি, দুই হাজার বর্শা, তিনশো বর্ম এবং পাঁচশো ঢাল, যার সবকটিই মুসলমানদের হাতে চলে গেছে, তার জন্য এই কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের যোগ্য ছিল।"

আল-মুবারকপুরী যা উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন তা হল, বানু-কুরাইজা তাদের অস্ত্রের পাশাপাশি তাদের বেলচা এবং খোঁচাও ধার দিয়েছিলেন

মুসলমানরা যাতে তাদের রক্ষাকারী পরিখা খনন করতে পারে। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এই রোগবিদ্যার মনোবিজ্ঞান দেখব।

মুসলিম ঐতিহাসিকরা বনু কুরাইজাকে তাদের গণহত্যার ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য দ্রুত দোষারোপ করেছেন। স্পষ্টতই তারা এই অপরাধের ন্যায্যতা প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিলেন। তারা বনু কুরাইজাকে দুষ্টুমি, রাষ্ট্রদ্রোহ সৃষ্টিকারী, বিশ্বাসঘাতক এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী বলে অভিযুক্ত করেছেন। তবে, তারা এই ধরণের কঠোর শাস্তি এবং তাদের গণহত্যার জন্য এই পাপের প্রকৃতি সম্পর্কে কোনও সুনির্দিষ্ট বিবরণ দেননি। মদিনার বাজারে পরিখা খনন করা হয়েছিল এবং 600 থেকে 900 জন পুরুষের শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল এবং তাদের মৃতদেহ সেখানে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

বনু নাদিরের প্রধান হুয়াই ইবনে আখতাব, যার বিবাহিত কন্যা সাফিয়া মুহাম্মদ কয়েক বছর পর খাইবার আক্রমণ করার সময় লুণ্ঠনের মাল নিজের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, বন্দীদের মধ্যে ছিলেন। তাকে পিছন থেকে হাত বাঁধা অবস্থায় বিজয়ীর কাছে আনা হয়েছিল। এক সাহসী অবাধ্যতার মাধ্যমে সে মুহাম্মদকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং এই নিষ্ঠুর ব্যক্তির কাছে আত্মসমর্পণের চেয়ে মৃত্যুকে পছন্দ করেছিল। তাকে হাঁটু গেড়ে বসতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং ঘটনাস্থলেই তার শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল।

কাকে হত্যা করা উচিত তা নির্ধারণ করার জন্য, তরুণদের পরীক্ষা করা হয়েছিল। যাদের যৌনাঙ্গের লোম গজিয়েছিল তাদের পুরুষদের সাথে বেঁধে শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল। এই গণহত্যায় বেঁচে যাওয়া একজন ইহুদি আতিয়াহ আল-কুরিয়াজ বর্ণনা করেছিলেন: "আমি বানু কুরাইজার বন্দীদের মধ্যে ছিলাম। তারা (মুসলিমরা) আমাদের পরীক্ষা করেছিল, এবং যাদের চুল গজাতে শুরু করেছিল (শিরা) তাদের হত্যা করা হয়েছিল, এবং যাদের চুল গজায়নি তাদের হত্যা করা হয়নি। আমি তাদের মধ্যে ছিলাম যাদের চুল গজায়নি।"[103]

পুরুষদের হত্যা করার পর, মুহাম্মদ তাদের মহিলাদের লাইনে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন। তারপর তিনি তাদের সামনে হেঁটে যান এবং পনের বছর বয়সী রায়হানাকে তার পুরস্কার হিসেবে বেছে নেন। তিনি তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রায়হানা তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তার বাবা এবং ভাইদের হত্যাকারীকে বিয়ে করার চেয়ে যৌনদাসী থাকতে পছন্দ করেছিলেন।

মুহাম্মদ বেশ কয়েকটি ইহুদি গোত্রকে হত্যা এবং নির্বাসিত করেছিলেন, তাদের মধ্যে রয়েছে বি. কাইনুকা', বি. নাদির, বি. কুরাইজা, বি. মুস্তালিক, বি. জৌন এবং খায়বারের ইহুদিরা। মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁর অনুসারীদের আরব উপদ্বীপ থেকে সমস্ত অবিশ্বাসীকে পরিষ্কার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন,[104] দ্বিতীয় খলিফা ওমর তাঁর শাসনামলে যে আদেশটি পালন করেছিলেন, তা হল ইহুদি, খ্রিস্টান এবং পৌত্তলিকদের নির্মূল করা, যারা তাদের ধর্মান্তরিত করতে, ধর্মত্যাগ করতে অথবা মৃত্যুদণ্ড দিতে বাধ্য করেছিল।

এখন, লুণ্ঠিত সম্পদে সমৃদ্ধ, মুহাম্মদ আরও উদার হতে পারতেন। আনাস বর্ণনা করেছেন: “মানুষ তাদের কিছু খেজুর নবীকে (উপহার হিসেবে) দিত, যতক্ষণ না তিনি বনু কুরাইজা এবং বনু আন–নাদির জয় করেন, এরপর তিনি তাদের অনুগ্রহ ফিরিয়ে দিতে শুরু করেন।”[105]

কুরআনে একটি আয়াত আছে যেখানে বানু কুরাইজার গণহত্যার কথা বলা হয়েছে এবং মুহাম্মদের তাদের পুরুষদের হত্যা এবং তাদের নারী ও শিশুদের দাসত্ব করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। "তিনি আহলে কিতাবদের (অর্থাৎ কুরাইশদের) যারা তাদের সাহায্য করেছিল তাদের দুর্গ থেকে বের করে এনেছিলেন। তোমরা কিছুকে হত্যা করেছিলে, কিছুকে বন্দী করেছিলে।"প্রশ্ন ৩৩:২৬)

তাকিয়াহ: পবিত্র প্রতারণা

উপরে আমরা দেখেছি কিভাবে মুহাম্মদ তার অনুসারীদের মিথ্যা বলার, এমনকি খারাপ কথা বলার, তাদের শিকারদের বিশ্বাস অর্জনের এবং তাদের হত্যা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। মুসলমানদের সম্পর্কে আরও অনেক গল্প রয়েছে যে তারা অবিশ্বাসীদের সাথে বন্ধুত্বের ভান করে, বিশ্বাস করা হলে কেবল তাদের হত্যা করে।

হুদাইবিয়ায় মুহাম্মদ মক্কাবাসীদের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যেখানে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে তাদের যে কোনও যুবক এবং দাস পালিয়ে তার সাথে যোগদান করবে। এই চুক্তি প্রমাণ করে যে

মক্কার লোকেরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার করছিল না। তারা তাদের সন্তানদের নতুন ধর্মাবলম্বীতে যোগদানের বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। মুহাম্মদ তাদেরকে দস্যুতে রূপান্তরিত করছিলেন।

ইবনে ইসহাক মক্কার এক যুবক আবু বাসীরের গল্প বর্ণনা করেছেন, যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মুহাম্মদের কাছে গিয়েছিল। তার বাবা-মা মুহাম্মদকে তার চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দু'জন লোককে একটি চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। মুহাম্মদ বাধ্য হয়ে আবু বাসীরকে বলেছিলেন: "যাও, কারণ আল্লাহ তোমার এবং তোমার সাথে থাকা অসহায়দের জন্য স্বস্তি এবং মুক্তির পথ আনবেন।" আবু বাসীর ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। তিনি দূতদের নিয়ে ফিরে আসেন। তারা মদিনা থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে গিয়েছিলেন যখন লোকেরা বিশ্রাম নিতে থামল। আবু বাসীর তার এক সঙ্গীকে বললেন, "ভাই, তোমার তরবারি কি ধারালো?" যখন সে বলল যে এটা ধারালো, তখন সে বলল যে সে এটি দেখতে চায়। "তুমি যদি চাও তবে এটি দেখো," লোকটি উত্তর দিল। আবু বাসীর খাপ খুলে তাকে আঘাত করলেন যার ফলে সে মারা গেল। অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করার পর সে মুহাম্মদের কাছে এসে বলল: "তোমার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে এবং আল্লাহ তোমার কাছ থেকে তা সরিয়ে নিয়েছেন। তুমি আমাকে যথাযথভাবে লোকদের হাতে তুলে দিয়েছ, এবং আমি আমার ধর্মে নিজেকে রক্ষা করেছি যাতে আমি এতে প্রলুব্ধ না হই।" মুহাম্মদ মুচকি হেসে তাকে উপকূলের কাছে অবস্থিত আল-ইস অঞ্চলে যেতে নির্দেশ দিলেন, যে পথে কুরাইশরা সিরিয়ায় গিয়ে তাদের কাফেলা লুট করত।

মুহাম্মদ কুরাইশদের কাফেলাগুলিকে বাধা না দেওয়ার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন, তাই তিনি এর চারপাশে যাওয়ার একটি উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন। ইবনে ইসহাক বলেন, "মক্কায় বন্দী মুসলিমরা আবু বাসীর সম্পর্কে নবীর কথা শুনে তার সাথে আল-ইস-এ যোগ দিতে বেরিয়ে পড়ে। প্রায় সত্তর জন লোক তার সাথে যুক্ত হয়ে কুরাইশদের এতটাই বিরক্ত করেছিল যে, তারা যাদের ধরতে পেরেছিল তাদের হত্যা করেছিল এবং তাদের পাশ দিয়ে যাওয়া প্রতিটি কাফেলাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেছিল, যে কুরাইশরা নবীর কাছে আত্মীয়তার বন্ধনের মাধ্যমে অনুরোধ করেছিল যে এই লোকদের ভেতরে নিয়ে যান, কারণ তাদের জন্য তাদের কোনও প্রয়োজন ছিল না। তাই নবী তাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন এবং তারা মদিনায় তাঁর কাছে এসে পৌঁছাল।[106]

ইসলামের ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণায় পরিপূর্ণ। এই ব্যক্তিরা মুসলিম ছিলেন এবং তাই তারা ছিলেন

মুহাম্মদের দায়িত্ব। বরং তিনি মক্কাবাসীদের লুটপাটের নির্দেশ দিয়ে তাদের অন্য জায়গায় পাঠিয়ে হাত ধুয়ে নিলেন। তা সত্ত্বেও, মুসলিমরা দাবি করেন যে মক্কাবাসীরাই চুক্তি ভঙ্গ করেছিল।

মুসলমানরা দয়ার প্রতিদান দেবে, এটা ধরে নেওয়া বোকামি। ইতিহাসে কখনও এমনটি ঘটেনি। মক্কা থেকে আসা মুসলিম অভিবাসীরা তাদের আত্মীয়স্বজনের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করে। অন্যদিকে, মক্কাবাসীরা তাদের মুসলিম আত্মীয়স্বজনের প্রতি ভালোবাসার কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

যখন মক্কাবাসীরা অন্যান্য আরব গোত্রের সাথে মুহাম্মদের আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ডে তৃপ্ত হয়ে উঠল, তখন তারা তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য একত্রিত হল। তবে, তার বিপরীতে, যিনি কখনও তার পরিকল্পনা ঘোষণা করেননি এবং কোনও সতর্কীকরণ ছাড়াই তার শিকারদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাতেন না, তারা তাদের শত্রুদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য প্রচুর নোটিশ দিয়েছিলেন। এর ফলে মুহাম্মদ মদিনার চারপাশে একটি পরিখা খনন করার জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছিলেন। যৌথ সেনাবাহিনী, যা কনফেডারেটস নামে পরিচিত, শহরের বাইরে শিবির স্থাপন করেছিল কীভাবে পরিখা পার হবে তা ভাবতে। তারা বনু কুরাইজাকে তাদের সহায়তা করতে বলেছিল। মুহাম্মদ এই জোট সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। তাই তিনি বনু কুরাইজা এবং কনফেডারেটসদের মধ্যে ফাটল ও অবিশ্বাস তৈরি করার জন্য একটি কৌশল তৈরি করেছিলেন। নুয়াইম নামে একজন ব্যক্তি সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন; তবে তিনি তার ধর্মান্তর প্রকাশ্যে প্রকাশ করেননি। মুহাম্মদ তাকে ডেকে বললেন, "তুমি আমাদের মধ্যে একজনই, তাই যাও এবং শত্রুদের মধ্যে অবিশ্বাস জাগিয়ে তুলো এবং যদি পারো তাদের আমাদের দিকে টেনে নাও, কারণ যুদ্ধ হল প্রতারণা।"

ইবনে ইসহাকের বর্ণিত বাকি গল্পটি নিম্নরূপ:

> নুয়াইম মুহাম্মদের কথামতোই কাজ করলেন। "তিনি কুরাইজার কাছে গেলেন, যার সাথে তিনি আশীর্বাদপুষ্ট ছিলেন, এবং তাদের প্রতি তাঁর বিশেষ বন্ধনের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। যখন তারা স্বীকার করলেন যে তারা তাকে সন্দেহ করেননি, তখন তিনি বললেন, 'কুরাইশ এবং গাতাফান তোমাদের মতো নয়। এই জমি তোমাদের জমি, তোমাদের সম্পত্তি, তোমাদের স্ত্রী এবং তোমাদের সন্তানরা সেখানে আছে, তোমরা তা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারো না। এখন কুরাইশ এবং গাতাফান যুদ্ধ করতে এসেছে।

মুহাম্মদ এবং তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে, আর তোমরা তাদের সাহায্য করেছো তার বিরুদ্ধে, কিন্তু তাদের জমি, তাদের সম্পত্তি এবং তাদের স্ত্রীরা এখানে নেই, তাই তারা তোমাদের মতো নয়। যদি তারা সুযোগ দেখে তবে তারা এর সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করবে, কিন্তু যদি পরিস্থিতি খারাপ হয় তবে তারা তাদের নিজস্ব দেশে ফিরে যাবে এবং তোমাকে তোমার দেশের লোকের মুখোমুখি হতে দেবে, এবং যদি তুমি একা থাকো তবে তুমি তা করতে পারবে না। তাই এই লোকদের সাথে যুদ্ধ করো না যতক্ষণ না তুমি তাদের নেতাদের কাছ থেকে জিম্মি করে নাও, যারা তোমার হাতে থাকবে যাতে তারা তোমার সাথে মুহাম্মদের সাথে যুদ্ধ করে, যতক্ষণ না তুমি তাকে শেষ করে দাও।' ইহুদিরা বললো যে এটি চমৎকার পরামর্শ।

তারপর সে কুরাইশদের কাছে গেল এবং আবু সুফিয়ান বিন হারব এবং তার সঙ্গীদের বলল, 'তোমরা জানো যে তোমাদের জন্য আমার সিদ্ধান্ত, আর আমি মুহাম্মদকে ছেড়ে চলে এসেছি। আমি এমন কিছু শুনেছি যা তোমাদের সতর্কীকরণ হিসেবে বলা আমার কর্তব্য বলে মনে করি, কিন্তু তা গোপন রাখো।' যখন তারা বলল যে তারা করবে, তখন সে বলে উঠল, 'আমার কথা মনে রেখো, ইহুদিরা মুহাম্মদের বিরোধিতা করে তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে এবং তাকে এই কথা বলতে বলেছে, 'তুমি কি চাও যে আমরা দুই গোত্র, কুরাইশ এবং গাতাফানের কিছু প্রধানকে ধরে তোমার হাতে তুলে দেই, যাতে তুমি তাদের মাথা কেটে ফেলতে পারো? তারপর আমরা তাদের বাকিদের নির্মূল করতে তোমার সাথে যোগ দিতে পারি। সে তাদের কথা মেনে নেওয়ার জন্য বার্তা পাঠিয়েছে। তাই যদি ইহুদিরা তোমাদের কাছে জিম্মি দাবি করে পাঠায়, তাহলে তাদের জন্য একজনও লোক পাঠাও না।'
তারপর সে গাতাফানের কাছে গেল এবং বলল, 'তোমরা আমার পরিবার, আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ, আর আমার মনে হয় না যে তোমরা আমাকে সন্দেহ করতে পারো।' তারা একমত হলো যে সে সন্দেহের ঊর্ধ্বে, এবং তাই সে কুরাইশদের যা বলেছিলো ঠিক তাই বলল।[107]

প্রতারণা কাজ করেছিল। যখন কনফেডারেটরা বনু কুরাইজাকে তাদের সাথে যোগ দিতে বলে, তখন ইহুদিরা একটি অজুহাত নিয়ে আসে এবং কুরাইশদের কাছে তাদের কয়েকজনকে জিম্মি করে রাখার দাবি করে, যা নুয়াইমের কথার সত্যতা নিশ্চিত করে। কনফেডারেটদের প্রধান আবু সুফিয়ান হতাশ হয়ে পড়েন এবং যুদ্ধ না করেই চলে যান।

এই প্রতারণা মুসলমানদের নিশ্চিত পরাজয় থেকে রক্ষা করেছে। এই গল্পটি মুসলমানদের জন্য একটি শিক্ষা হিসেবে কাজ করেছে, যারা সর্বদা তাদের জিহাদে প্রতারণামূলক কৌশল ব্যবহার করে। একটি হাদিসে বলা হয়েছে, "হাজাজ ইবনে
`আলাত বললেন: 'হে আল্লাহর নবী! মক্কায় আমার কিছু অতিরিক্ত সম্পদ এবং কিছু আত্মীয়স্বজন আছে, এবং আমি সেগুলো ফেরত পেতে চাই; যদি আমি আপনাকে [অমুসলিমদের বোকা বানানোর জন্য] গালি দেই, তাহলে কি আমার ক্ষমা হবে?'

নবী ক্ষমাপ্রাপ্ত তাকে এবং বলেছেন: 'বলুন যাই হোক না কেন তুমি আছে "বলতে হবে।"[108]

মুসলমানরা পশ্চিমে এসে নিজেদের মধ্যপন্থী বলে ভান করে। তারা যা শুনতে চায় তাই বলে, কিন্তু গোপনে তোমাদের ধ্বংসের পরিকল্পনা করে। তারা হাসে, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং স্নেহশীল। এমনকি তারা তোমাদের দেশকে ভালোবাসে এবং দেশপ্রেমিক বলে ভান করে। তবে, তাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো ইসলামকে প্রাধান্য দেওয়া।

ইসলামকে এগিয়ে নেওয়ার কৌশল হিসেবে মিথ্যা বলাকে বলা হয় তাকিয়াহ। তাকিয়াহ, একজন মুসলিমকে অমুসলিমদের চোখ ফাঁকি দেওয়ার জন্য এবং তাদের প্রতারণা করার জন্য মিথ্যা বলতে এবং যেকোনো কিছু বলতে অনুমতি দেয়।

তাকিয়ার একটি প্রধান লক্ষ্য এবং অবিচল কৌশল হল ইসলামের হুমকিকে অবমূল্যায়ন করা। লক্ষ্য হল সম্ভাব্য ভুক্তভোগীদের বোকা বানানো যে জিহাদ তাদের লক্ষ্য করে নয়। রেজা আসলান তার "নো গড বিট গড" বইতে এই ইসলামী প্রতারণার কৌশলে জড়িত। তিনি দাবি করেন, "মুসলিম বিশ্বে এখন যা ঘটছে তা মুসলিমদের মধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, ইসলাম এবং পশ্চিমের মধ্যে কোনও বাহ্যিক যুদ্ধ নয়।" তিনি আরও লেখেন: "পশ্চিম কেবল একজন প্রত্যক্ষদর্শী – ইসলামের ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায় কে লিখবে তা নিয়ে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে তার একটি অসতর্ক কিন্তু জটিল শিকার।"[১০৯] মনে হচ্ছে, নিউ ইয়র্ক, পেন্টাগন, লন্ডন, মাদ্রিদ এবং বেসলান মুসলিমদের মধ্যে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তৈরি। আসলান হলেন ন্যাশনাল ইরানিয়ান আমেরিকান কাউন্সিলের একজন বোর্ড সদস্য, যা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের জন্য একটি ক্ষমাপ্রার্থী বাহন। ক্রিশ্চিয়ান আমানপুর হলেন আসলানের চেয়ে ভালো আর কোনও সন্দেহজনক চরিত্র নয়। পশ্চিমারা রেজা আসলানের মতো হাজার হাজার সূক্ষ্ম সাপ দ্বারা আক্রান্ত। যদি পশ্চিমারা জেগে না ওঠে এবং তাদের শত্রুকে সনাক্ত না করে, তাহলে এই শত্রু তাদের ভেতর থেকে ধ্বংস করে দেবে।

পশ্চিমা নারীদের প্রলুব্ধ করার জন্য মুসলিম পুরুষরা প্রায়শই যে মজার তাকিয়া মিথ্যা কথা বলে তা হল: "ইসলামে নারীদের সাথে রানীর মতো আচরণ করা হয়।" আমি এখনও এমন কোনও দেশ দেখিনি যেখানে রানীকে বুদ্ধিমত্তার অভাব বলে অভিহিত করা হয়, মারধর করা হয়, পাথর ছুঁড়ে মারা হয় এবং সম্মানের জন্য হত্যা করা হয়।

ইমাম গাজ্জালি (১০৫৮–১১১১), যিনি সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী পণ্ডিত, উল্লেখ করেছেন, "কথা বলা উদ্দেশ্য অর্জনের একটি মাধ্যম। যদি সত্য বলার মাধ্যমে এবং মিথ্যা বলার মাধ্যমে প্রশংসনীয় লক্ষ্য অর্জন করা যায়, তবে মিথ্যা বলার মাধ্যমে তা অর্জন করা অবৈধ কারণ এর কোন প্রয়োজন নেই। যখন মিথ্যা বলার মাধ্যমে এই ধরনের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব কিন্তু সত্য বলার মাধ্যমে নয়, তখন লক্ষ্য অর্জন করা যদি জায়েজ হয় তবে মিথ্যা বলা জায়েজ।"[১১০]

বলা বাহুল্য, একজন মুসলিমের জন্য ইসলাম প্রচারের চেয়ে প্রশংসনীয় আর কোন লক্ষ্য নেই। যখন একজন মুসলিম হেসে বলে যে সে তোমার দেশকে কতটা ভালোবাসে এবং সে তোমার বন্ধু হতে চায়, তখন নিচের হাদিসটি মনে রেখো। "(সত্যিই) আমরা কিছু লোকের জন্য হাসি, যখন আমাদের হৃদয় (সেই লোকদের) অভিশাপ দেয়।"[111]

জিহাদের দুটি উপাদান আছে – প্রতারণা এবং সন্ত্রাস। এটা মনে রাখা আকর্ষণীয় হতে পারে যে যীশু শয়তানকে একজন খুনি এবং মিথ্যাবাদী হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। (যোহন ৮:৪৪)

অধ্যায় দ্বিতীয়　　ণ

মুহাম্মদের ব্যক্তিত্বের প্রোফাইল লে

মুহাম্মদ সম্পর্কে হাজার হাজার ছোটগল্প আছে। এর মধ্যে অনেকগুলিই জাল, অন্যগুলি দুর্বল এবং সন্দেহজনক। তবে কিছু সহিহ (প্রকৃত, সত্য) হাদিস (মৌখিক ঐতিহ্য) বলে বিশ্বাস করা হয়। এই সহিহ হাদিসগুলি পড়লে মুহাম্মদের একটি মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছবি উঠে আসে এবং তার চরিত্র এবং মনস্তাত্ত্বিক গঠনের আনুমানিক মূল্যায়ন করা সম্ভব। যে ছবিটি উঠে আসে তা হল একজন নার্সিসিস্টের।

এই বিষয়ে পাণ্ডিত্য এবং গবেষণা সীমিত কারণ মুসলমানরা কুরআন বা মুহাম্মদের জীবন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধানের অনুমতি দেয়নি এবং দেবেও না। তবে, আমরা তাঁর সম্পর্কে যা জানি তা কেবল আত্মকেন্দ্রিকতার সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং তাঁর অনুসারীদের অদ্ভুত আচরণেও তা দেখা যায়। এটি যেন একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ব্যাধি তার অনুসারীদের কাছে দান করা হয়েছে, যা তাদেরকে একইভাবে আত্মমগ্ন, দাম্ভিক এবং সহানুভূতিহীন করে তুলেছে।

মুহাম্মদের মনস্তত্ত্ব এবং তাঁর চরিত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিগত নীতিশাস্ত্র বোঝার মাধ্যমেই আমরা বুঝতে শুরু করি যে কেন মুসলমানরা ভিন্নমতের প্রতি এত অসহিষ্ণু, এত হিংস্র, এত ভীত, এবং কেন তারা নিজেদেরকে শিকার হিসেবে দেখে, যখন তারা আগ্রাসী এবং শিকারী।

নার্সিসিজম কী?

ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যানুয়াল অফ মেন্টাল ডিসঅর্ডারস (DSM) নার্সিসিজমকে একটি ব্যক্তিত্বের ব্যাধি হিসেবে বর্ণনা করে যা "মহিমা, প্রশংসার প্রয়োজন এবং অধিকারের অনুভূতির একটি ধরণকে ঘিরে আবর্তিত হয়। প্রায়শই ব্যক্তিরা অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ বোধ করে এবং অর্জনগুলিকে অতিরঞ্জিত করে এবং যোগ্য অর্জন সত্ত্বেও প্রশংসা এবং প্রশংসা গ্রহণ করে এবং প্রায়শই দাবি করে।"[112]

কিছুটা হলেও, সবাই একজন নার্সিসিস্ট। নার্সিসিজমের একটি স্বাস্থ্যকর মাত্রা আমাদের আত্মসম্মান তৈরি করতে এবং জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে সাহায্য করে। এই কারণেই যখন এটি একটি ব্যাধিতে পরিণত হয় তখন এটি সনাক্ত করা কঠিন।

একজন ব্যক্তির নার্সিসিস্টিক পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার আছে কিনা তা নির্ধারণ করতে, নিম্নলিখিত মানদণ্ডের মধ্যে কমপক্ষে পাঁচটি পূরণ করতে হবেঃ

1- নিজেকে জাঁকজমকপূর্ণ এবং আত্ম-গুরুত্বপূর্ণ মনে করে (যেমন, সাফল্য এবং প্রতিভাকে মিথ্যা বলার মতো অতিরঞ্জিত করে, তুলনামূলক সাফল্য ছাড়াই শ্রেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃতি দাবি করে)

2- সীমাহীন সাফল্য, খ্যাতি, ভয়ঙ্কর শক্তি বা সর্বশক্তিমানতা, অতুলনীয় প্রতিভা (মস্তিষ্কের নার্সিসিস্ট), শারীরিক সৌন্দর্য বা যৌন কর্মক্ষমতা (সোমাটিক নার্সিসিস্ট), অথবা আদর্শ, চিরন্তন, সর্ব-বিজয়ী প্রেম বা আবেগের কল্পনায় আচ্ছন্ন

3- দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সে অনন্য এবং বিশেষ হওয়ায়, কেবল অন্যান্য বিশেষ, অনন্য, বা উচ্চ-মর্যাদার ব্যক্তিদের (বা প্রতিষ্ঠান) দ্বারা বোঝা যায়, কেবল তাদের দ্বারাই আচরণ করা উচিত, অথবা তাদের সাথে মেলামেশা করা উচিত।

4- অতিরিক্ত প্রশংসা, প্রশংসা, মনোযোগ এবং নিশ্চিতকরণের প্রয়োজন হয়, অথবা তা না হলে, ভীত এবং কুখ্যাত হতে চায় (নার্সিসিস্টিক সরবরাহ)

5- অধিকারী বোধ করে। অযৌক্তিক বা বিশেষ এবং অনুকূল অগ্রাধিকারমূলক আচরণ আশা করে। তার প্রত্যাশার সাথে স্বয়ংক্রিয় এবং সম্পূর্ণ সম্মতি দাবি করে।

6- "আন্তঃব্যক্তিকভাবে শোষণমূলক" অর্থাৎ, নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যদের ব্যবহার করে

7- সহানুভূতিহীন। অন্যদের অনুভূতি এবং চাহিদার সাথে নিজেকে পরিচিত করতে বা স্বীকার করতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক।

8- অন্যদের প্রতি ক্রমাগত ঈর্ষান্বিত হয় অথবা বিশ্বাস করে যে তারাও তার সম্পর্কে একই রকম অনুভব করে।

9- অহংকারী, হতাশ, বিরোধিতা বা মুখোমুখি হলে রাগের সাথে উদ্ধত আচরণ বা মনোভাব থাকে[113]

এই সকল মানদণ্ড মুহাম্মদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

1. তিনি নিজেকে ঈশ্বরের অভিষিক্ত বার্তাবাহক এবং নবীদের সীলমোহর বলে দাবি করেছিলেন (প্রশ্ন ৩৩:৪০),

2. তিনি এই দাবির পক্ষে কোনও প্রমাণ দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং আশা করেন যে লোকেরা তাকে বিশ্বাস করবে।

3. তিনি নিজেকে খায়রুল-উল-খালক (সৃষ্টির সেরা), "উৎকৃষ্ট উদাহরণ" (প্রশ্ন ৩৩:২১), "অন্যান্য নবীদের থেকে মর্যাদায় উচ্চতর" (প্রশ্ন ২:২৫৩), "পছন্দের পাত্র" (প্রশ্ন ১৭:৫৫), এবং "জগতের প্রতি করুণা" (প্রশ্ন ২১:১০৭) বলে উল্লেখ করেছেন।

4. তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি "প্রশংসিত স্থানে" (প্রশ্ন ১৭:৭৯) উন্নীত হয়েছেন, মধ্যস্থতার পদে, ঈশ্বরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে কাকে শাস্তি দিতে হবে এবং কাকে ক্ষমা করতে হবে।

5. সে অন্যদের শোষণ করতো স্বর্গীয় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং তাদের দিয়ে যুদ্ধ করা, লুণ্ঠন করা এবং লুটের মাল দিয়ে তার গুদাম ভরে ফেলার জন্য।

6. তার কোন সহানুভূতি ছিল না তার শিকারদের প্রতি যাদের সে লুণ্ঠন, নির্যাতন, ধর্ষণ, দাসত্ব এবং গণহত্যা করেছিল, অথবা যাদেরকে সে মৃত্যুর দিকে পাঠিয়েছিল, স্বর্গীয় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

7. সে অত্যন্ত অহংকারী ছিল এবং পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আনুগত্য দাবি করত।

8. তার মধ্যে ছিল এক বিরাট অধিকারবোধ। তিনি ভাবতেন সবকিছুই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোম্পানির, যেখানে তিনি ছিলেন এর সিইও।

9. তার দাবীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর দাবি হলো যে, আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতারা সর্বদা তাঁর প্রশংসা করেন। "সত্যিই, আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতারা নবীর উপর [চিরকাল] প্রশংসা ও দরুদ পাঠান। হে ঈমানদারগণ! নবীর উপর সর্বোচ্চ প্রশংসা ও দরুদ বর্ষণ করো এবং তাঁর কাছে মহান আত্মসমর্পণ করো।" (সূরা ৩৩:৫৬)। ব্যবহৃত শব্দটি হলন'১ ক' আই এর অর্থ প্রশংসা, মহিমান্বিত করা, মহিমান্বিত করা ইত্যাদি হতে পারে। মুহাম্মদকে দেখার জন্য এই আয়াতটিই যথেষ্ট।

একজন মানসিকভাবে অসুস্থ নার্সিসিস্ট ছিলেন। একজন পাগলের দাবি করা উচিত যে মহাবিশ্বের স্রষ্টা চিরকাল তার প্রশংসা করেন। আর তিনি এমন কী করেছিলেন যার জন্য এত প্রশংসা প্রাপ্য?

এখানে আরও গর্বের বিষয় রয়েছেঃ

► আর তুমি (দাঁড়িয়ে) চরিত্রের এক উচ্চ মানের উপর। (প্রশ্ন ৬৮:৪)

► তুমি [মুহাম্মদ] আলো ছড়িয়ে দেওয়া প্রদীপ। (সূরা ৩৩:৪৬)

► হে ঈমানদারগণ, নবীর প্রতি 'আমাদের কথা শোনো'–এর মতো অস্পষ্ট কথা বলো না, বরং শ্রদ্ধার কথা বলো; এবং (তাঁর) আনুগত্য করোঃ যারা আত্মসমর্পণ করে না তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা ২:১০৪)

► যে রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করে। (সূরা ৪:৮০)

► হেদায়েত নাজিল হওয়ার পর যে ব্যক্তি রাসূলের অবাধ্যতা করে, সে জাহান্নামে জ্বলবে। (সূরা ৪:১১৪)

► তুমি [মুহাম্মদ] যাকে ইচ্ছা তাকে পেতে পারো; কোন দোষ নেই। (সূরা ৩৩:৫১)

► আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যার উপর ইচ্ছা কর্তৃত্ব ও কর্তৃত্ব দান করেন। (প্রশ্ন ৫৯:৬)

► ধন্য তিনি যিনি রাজত্বের লাগাম ধারণ করেন। (প্রশ্ন ৬৭:১)

► তুমি [মুহাম্মদ] অসাধারণ নৈতিকতার এক উচ্চ চরিত্র। শীঘ্রই তুমি দেখতে পাবে, এবং তারাও দেখতে পাবে, তোমাদের মধ্যে কে পাগলামিয়ায় আচ্ছন্ন। (সূরা ৬৮:৪)

► নিশ্চয়ই এটি একজন সম্মানিত রসূলের বাণী, যিনি ক্ষমতায় পরিপূর্ণ, আরশের অধিপতি, পরাক্রমশালী, আনুগত্যের যোগ্য। (সূরা ৮১:১৯)

ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন যে মুহাম্মদ বলেছেন, "বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আরবদের বেছে নিয়েছিলেন। আরবদের মধ্যে থেকে তিনি কিনানাকে বেছে নিয়েছিলেন। কিনানা থেকে তিনি কুরাইশদের (

মুহাম্মদ)। কুরাইশদের কাছ থেকে তিনি বেছে নেনবনি হাশিম (তার বংশ)। এবং বনি হাশিম থেকে তিনি আমাকে বেছে নিয়েছেন।[114]

আমার মতে, সবচেয়ে জঘন্য দাবি হল এই দাবি যে ঈশ্বর তাকে তার ভবিষ্যতের সমস্ত পাপ ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। "দেখুন! আমরা আপনাকে (হে মুহাম্মদ) একটি স্পষ্ট বিজয় দান করেছি। যাতে আল্লাহ আপনার অতীত এবং ভবিষ্যতের পাপ ক্ষমা করেন।" (প্রশ্ন ৪৮:১–২) হয়তো সে কারণেই তিনি এত ঘৃণ্য জীবনযাপন করেছিলেন। এমন কোনও অপরাধ নেই যা তিনি করেননি। তিনি কি এই ভ্রান্তিতে ভুগছিলেন যে তার ভবিষ্যতের পাপ ক্ষমা করা হবে এবং তাকে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে না? একজন সুস্থ ঈশ্বর কি কাউকে এমন শাস্তি দিতে পারেন?

মুহাম্মদ নিজের সম্পর্কে যে দাবিগুলি করেছিলেন তার কিছু নীচে দেওয়া হল।

► সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা আমার আত্মা সৃষ্টি করেছেন।[115]

► সর্বপ্রথম, প্রভু আমার মন সৃষ্টি করেছেন।[116]

► আমি আল্লাহর কাছ থেকে, আর মুমিনরা আমার কাছ থেকে।[117]

► আল্লাহ যেমন আমাকে মহৎ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তিনি আমাকে মহৎ চরিত্রও দিয়েছেন।[118]

► তুমি না থাকলে [হে মুহাম্মদ] আমি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতাম না।[119]

এই জাঁকজমকপূর্ণ দাবিগুলির তুলনা করে যীশু কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন যখন কেউ তাঁকে "ভালো গুরু" বলে সম্বোধন করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, "তুমি আমাকে ভালো কেন বলছো? কেউ ভালো নয়—শুধু ঈশ্বর ছাড়া।"[১২০] মুহাম্মদের করা কোন অপরাধ যীশু করেননি এবং কখনও বলেননি যে ঈশ্বর তাঁর জন্যই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। বরং, তিনি অন্যদের পাপের জন্য নিজেকে বলিদানের মেষশাবক বলে দাবি করেছিলেন। মুহাম্মদ অন্যদেরকে তাঁর জন্য নিজেদের উৎসর্গ করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। কেবলমাত্র একজন নার্সিসিস্টই বাস্তবতা থেকে এতটা বিচ্ছিন্ন হতে পারেন যে তিনি দাবি করতে পারেন যে মহাবিশ্ব তাঁর জন্যই সৃষ্টি হয়েছে।

তবে, আত্মকেন্দ্রিকরা সাধারণত নিজেদের নিয়ে গর্ব করার সময়ও নম্রতার ভান করে। আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন: "আমি নিজেই আল্লাহর প্রিয় (হাবিবুল্লাহ) এবং আমি অহংকার ছাড়াই এটি বলি, এবং আমি কিয়ামতের দিন গৌরবের পতাকা (লিওয়াউল-হামদ) বহন করি, এবং আমি প্রথম সুপারিশকারী এবং প্রথম যার সুপারিশ গৃহীত হয়, এবং প্রথম ব্যক্তি যিনি জান্নাতের বৃত্তগুলিকে ঘুরিয়ে দেন যাতে আল্লাহ আমার জন্য এটি খুলে দেন এবং আমি আমার সম্প্রদায়ের দরিদ্রদের সাথে এতে প্রবেশ করি, এবং আমি অহংকার ছাড়াই এটি বলি। আমি প্রথম এবং শেষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত, এবং আমি গর্ব ছাড়াই এটি বলি।"[121]

নার্সিসিস্টরা আত্মবিশ্বাসী এবং সফল বলে মনে হয়। বাস্তবে তাদের আত্মসম্মানের অভাব থাকে এবং তারা সর্বদা বাইরে থেকে প্রশংসার সন্ধান করে।

ডঃ স্যাম ভাকনিন "ম্যালিগন্যান্ট সেল্ফ-লাভ" বইটির লেখক।[১২২] তাকে এই বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি একজন নার্সিসিস্টের মন বোঝেন এবং বর্ণনা করেন, যেমনটা খুব কম লোকই করে। ভাকনিন ব্যাখ্যা করেন, “প্রত্যেকেই একজন নার্সিসিস্ট, বিভিন্ন মাত্রায়। নার্সিসিজম একটি সুস্থ ঘটনা। এটি বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। সুস্থ এবং প্যাথলজিকাল নার্সিসিজমের মধ্যে পার্থক্য প্রকৃতপক্ষে পরিমাপযোগ্য। প্যাথলজিকাল নার্সিসিজম... সহানুভূতির চরম অভাব দ্বারা চিহ্নিত। নার্সিসিস্ট অন্যদের শোষণের বস্তু হিসেবে দেখে এবং তাদের সাথে আচরণ করে। সে তাদের নার্সিসিস্টিক সরবরাহ পেতে ব্যবহার করে। সে বিশ্বাস করে যে সে বিশেষ চিকিৎসার অধিকারী কারণ সে নিজের সম্পর্কে এই বিশাল কল্পনাগুলিকে পোষণ করে। নার্সিসিস্ট আত্ম-সচেতন নয়। তার জ্ঞান এবং আবেগ বিকৃত... নার্সিসিস্ট নিজের সাথে এবং অন্যদের সাথে মিথ্যা বলে, 'অস্পৃশ্যতা', মানসিক প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং অজেয়তা তুলে ধরে... একজন নার্সিসিস্টের কাছে সবকিছুই জীবনের চেয়ে বড়। যদি সে ভদ্র হয়, তাহলে সে আক্রমণাত্মক। তার প্রতিশ্রুতি অদ্ভুত, তার সমালোচনা হিংসাত্মক এবং অশুভ, তার উদারতা অর্থহীন। ... নার্সিসিস্ট ছদ্মবেশে দক্ষ। সে একজন মনোমুগ্ধকর, একজন প্রতিভাবান অভিনেতা, একজন জাদুকর এবং নিজের এবং তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের একজন পরিচালক। প্রথম সাক্ষাতেই তাকে এভাবে প্রকাশ করা খুবই কঠিন।”[123]

নিচের গল্পটি দেখায় যে মুহাম্মদ তার মর্যাদা এবং সম্মান পাওয়ার ব্যাপারে কতটা উদ্বিগ্ন ছিলেন। ৯ হিজরির দিকে (মদিনায় আগমনের নয় বছর পর) বনি তামিম গোত্রের একদল আরব তার সাথে দেখা করতে আসে। আরবদের ঐতিহ্য অনুসারে, তারা তাকে তার স্ত্রীদের ঘরের (হুজুরাত) বাইরে থেকে ডাকে। "হে মুহাম্মদ! আমরা তোমাকে দেখতে অনেক দূর থেকে এসেছি।" মুহাম্মদ এটা পছন্দ করেননি। তিনি রাজার মতো শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে আচরণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেননি এবং তার দেবতার মুখে নিম্নলিখিত কথাগুলো লিখে সবাইকে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান জানানঃ

> *হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে অগ্রসর হয়ো না এবং আল্লাহর প্রতি সতর্ক থাকো; নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, জ্ঞানী। হে ঈমানদারগণ! নবীর রসূলের রূঢ় আওয়াজের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেমন উচ্চস্বরে কথা বলো, তাঁর সাথে উচ্চস্বরে কথা বলো না, পাছে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায় এবং তোমরা তা বুঝতেও না। নিশ্চয় যারা আল্লাহর রসূলের সামনে তাদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে (অপরাধ থেকে) রক্ষা করার জন্য প্রমাণ করেছেন, তাদের জন্য ক্ষমা এবং মহাপুরস্কার রয়েছে। যারা গোপন কক্ষের আড়াল থেকে তোমাকে ডাকে, তাদের অধিকাংশই বোঝে না। আর যদি তারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে যতক্ষণ না তুমি তাদের কাছে বেরিয়ে আসো, তবে অবশ্যই তাদের জন্য তা মঙ্গলজনক হত। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।"*(প্রশ্ন ৪৯:১–৫)

এই লোকেরা ঈশ্বরের প্রতি অসম্মান করছিল না। তারা মুহাম্মদকে তাদের নিজের মতো করে ব্যবহার করেছিল। এই আয়াতগুলি কি ঈশ্বরের বাণী, নাকি এগুলি একজন নার্সিসিস্টের ক্ষুদ্র উদ্বেগ যা তার মর্যাদা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন, স্বীকৃতি এবং সম্মানের সন্ধান করে?

নার্সিসিস্টের ধর্মাবলম্বী

একজন নার্সিসিস্টের প্রশংসকদের প্রয়োজন। সে নিজের চারপাশে একটি কাল্পনিক বৃত্ত আঁকে, যেখানে সে কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। সে তার ভক্ত এবং অনুসারীদের সেই বৃত্তে জড়ো করে, তাদের পুরস্কৃত করে এবং তাদের চাটুকার মনোভাবকে উৎসাহিত করে। যারা এই বৃত্তের বাইরে থাকে তাদের শত্রু হিসেবে দেখা হয়। ভাকনিন বলেনঃ

একজন নার্সিসিস্ট হলেন একটি ধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত গুরু। অন্যান্য গুরুর মতো, তিনিও তার দল থেকে সম্পূর্ণ আনুগত্য দাবি করেনঃ তার স্ত্রী, তার বসন্ত, পরিবারের অন্যান্য সদস্য, বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীরা। তিনি তার অনুসারীদের কাছ থেকে প্রশংসা এবং বিশেষ আচরণ পাওয়ার অধিকারী বোধ করেন। তিনি পথভ্রষ্ট এবং বিপথগামী মেষশাবকদের শাস্তি দেন। তিনি শৃঙ্খলা, তার শিক্ষার প্রতি আনুগত্য এবং সাধারণ লক্ষ্যগুলি প্রয়োগ করেন। বাস্তবে তিনি যত কম সফল হন – তার দক্ষতা তত বেশি কঠোর এবং মগজ ধোলাই তত বেশি বিস্তৃত...

একজন নার্সিসিস্টের নিয়ন্ত্রণ অস্পষ্টতা, অনির্দেশ্যতা, অস্পষ্টতা এবং পারিপার্শ্বিক অপব্যবহারের উপর ভিত্তি করে। তার ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ইচ্ছাশক্তি কেবল সঠিক বনাম ভুল, আকাঙ্ক্ষিত এবং অবাঞ্ছিত, কী অনুসরণ করা উচিত এবং কী এড়ানো উচিত তা নির্ধারণ করে। তিনি একাই তার শিষ্যদের অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করেন এবং ইচ্ছামত সেগুলি পরিবর্তন করেন।
নার্সিসিস্ট একজন ক্ষুদ্র–ব্যবস্থাপক। তিনি ক্ষুদ্রতম বিবরণ এবং আচরণের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন। তিনি কঠোর শাস্তি দেন এবং তথ্য গোপনকারীদের এবং যারা তার ইচ্ছা এবং লক্ষ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হন তাদের অপব্যবহার করেন।

নার্সিসিস্ট তার অনিচ্ছুক অনুসারীদের সীমানা এবং গোপনীয়তাকে সম্মান করে না। সে তাদের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে এবং তাদের তৃপ্তির বস্তু বা হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে। সে পরিস্থিতি এবং মানুষ উভয়কেই বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।

সে অন্যদের ব্যক্তিগত স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতাকে তীব্রভাবে ঘৃণা করে। এমনকি বন্ধুর সাথে দেখা করা বা পরিবারের সাথে দেখা করার মতো নিরীহ কার্যকলাপের জন্যও তার অনুমতি প্রয়োজন। ধীরে ধীরে, সে তার নিকটতম এবং প্রিয়জনদের বিচ্ছিন্ন করে দেয় যতক্ষণ না তারা মানসিক, যৌন, আর্থিক এবং সামাজিকভাবে তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

তিনি পৃষ্ঠপোষকতামূলক এবং অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণ করেন এবং প্রায়শই সমালোচনা করেন। তিনি তার সম্প্রদায়ের সদস্যদের ক্ষুদ্রতম ত্রুটিগুলি (অবমূল্যায়ন) জোর দিয়ে এবং প্রতিভা, বৈশিষ্ট্য এবং দক্ষতা (আদর্শ) অতিরঞ্জিত করে পর্যায়ক্রমে প্রকাশ করেন। তিনি তার প্রত্যাশাগুলিতে অত্যন্ত অবাস্তব, যা তার পরবর্তী আপত্তিকর আচরণকে বৈধতা দেয়...[১২৪]

আগের অধ্যায়ে, আমরা দেখেছি কিভাবে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের তাদের পরিবার থেকে আলাদা করেছিলেন এবং তাদের উপর তিনি কতটা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেছিলেন। এই নিয়ন্ত্রণ আজও অব্যাহত রয়েছে। আমি অসংখ্য হৃদয়বিদারক গল্প শুনেছি বাবা–মায়ের কাছ থেকে যারা আমাকে বলেছিলেন যে তাদের মেয়ে বা ছেলে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং এখন তাদের চারপাশে এমন মুসলিম রয়েছে যারা তাদের বাবা–মায়ের সাথে দেখা না করার জন্য তাদের রাজি করিয়েছে।

নার্সিসিস্টের কারণ

নার্সিসিস্ট জানে যে সরাসরি আত্মপ্রচার ঘৃণ্য এবং তাকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। পরিবর্তে, সে বিনয়ের মুখোশ পরে নিজেকে ঈশ্বর, জাতি বা মানবতার একজন আত্মপ্রকাশকারী দাস হিসেবে উপস্থাপন করে, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন। কখনও কখনও সে তার অনুসারীদেরও বলে যে তার খুব বেশি প্রশংসা করো না। বুখারী ও মুসলিমে একটি হাদিস বারবার এসেছে যেখানে বলা হয়েছে, "নবী (সাঃ) বলেছেনঃ আমার অতিরিক্ত প্রশংসা করো না যেমন খ্রিস্টানরা মরিয়মের পুত্রের অতিরিক্ত প্রশংসা করেছিল। আমি তাঁর দাস, তাই বলোঃ 'আল্লাহর দাস এবং রাসূল'।"

বিনয়ের এই মুখোশের পিছনে অবশ্য একটি স্পষ্ট কৌশল লুকিয়ে আছে। নার্সিসিস্ট তার অনুসারীদের উপর এমন একটি উদ্দেশ্য ন্যস্ত করেন, যা এতটাই মহৎ যে তা ছাড়া বিশ্ব ক্ষতির সম্মুখীন হত। তিনি একজন বিপ্লবী নেতা, মানবজাতির মুক্তিদাতা, পরিবর্তনের প্রবক্তা এবং আশার আলো। তাঁর লক্ষ্য সর্বদা তাঁর অনুসারীদের জীবনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাদের এতটাই মগজ ধোলাই করেন যে তারা এর জন্য হত্যা করতে এবং মরতে ইচ্ছুক।

নার্সিসিস্ট তার অনুসারীদের "কারণ" এর জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে উৎসাহিত করে। ত্যাগ যত বড় হবে, তাদের পুরস্কার তত বেশি হবে। কারণের কেন্দ্রে তিনি। কারণ তার চারপাশে ঘোরে। তিনিই একমাত্র যিনি এটি ঘটাতে পারেন এবং নেতৃত্ব দিতে পারেন

বিশ্বকে সেই প্রতিশ্রুত ভূমিতে নিয়ে যাওয়া। এই বিশাল উদ্দেশ্য তাকে ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। অতএব, তিনি বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে ওঠেন – যিনি মানবজাতির মুক্তির চাবিকাঠি ধারণ করেন।

কারণটি হলো নার্সিসিস্টের ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনের একটি উপায়। এটি যেকোনো কিছু হতে পারে। জিম জোন্স, যিনি গায়ানায় ৯০০ জনেরও বেশি মানুষকে গণহত্যার দিকে পরিচালিত করেছিলেন, তার কাছে এটি ছিল "সামাজিক ন্যায়বিচার"। তিনি ছিলেন সেই কারণের মশীহ।

হিটলার প্রকাশ্যে নিজেকে গৌরবান্বিত করেননি। তিনি আরিয়ান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেছিলেন। তার ভক্তদের কাছে, এটা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট ছিল না যে এটি সব তার সম্পর্কে। তারা ভেবেছিল এটি তাদের সম্পর্কে, এবং তিনি তাদের গৌরবের জন্যই এই সব করছেন। তবে, তিনি ছিলেন সেই উদ্দেশ্যের অপরিহার্য অনুপ্রেরণাদাতা এবং অগ্রদূত।

স্ট্যালিনের কাছে মূল কারণ ছিল কমিউনিজম। যে কেউ তার সাথে দ্বিমত পোষণ করত তারা সর্বহারা শ্রেণীর বিরুদ্ধে ছিল। নিন্দুকদের হত্যা করতে হত কারণ তারা জনগণের শত্রু ছিল।

মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের তাঁর উপাসনা করতে বলেননি। তিনি নিজেকে "কেবলমাত্র একজন রাসূল" বলে দাবি করেছিলেন। তিনি সাহসের সাথে "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের" আনুগত্য দাবি করেছিলেন। প্রথম অধ্যায়ে আমি যে কুরআনের একটি আয়াত উদ্ধৃত করেছি, তাতে তিনি তাঁর দেবতাকে বলতে বাধ্য করেছিলেন: "তারা আপনাকে যুদ্ধের ধনসম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন: ধনসম্পদ আল্লাহ এবং রাসূলের জন্য। অতএব, আল্লাহর প্রতি সতর্ক থাকো এবং তোমাদের পার্থক্য ঠিক করো এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো।" (প্রশ্ন ৮:১)

যেহেতু আরবদের কাছ থেকে চুরি করা জিনিসপত্র আল্লাহর কোন কাজে আসত না, তাই সমস্ত লুণ্ঠিত সম্পদ আপনাআপনিই তার প্রতিনিধি, অর্থাৎ মুহাম্মদের কাছে চলে যেত। যেহেতু কেউ আল্লাহকে দেখতে বা শুনতে পারত না, তাই সমস্ত আনুগত্য ছিল মুহাম্মদের প্রতি। তাকেই ভয় করা উচিত কারণ তিনিই ছিলেন এই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঈশ্বরের একমাত্র মধ্যস্থতাকারী।

আল্লাহ ছিলেন আধিপত্য বিস্তারের এক অপরিহার্য হাতিয়ার। তিনি না থাকলে কি তাঁর অনুসারীরা তাদের জীবন উৎসর্গ করতো, তাদের আত্মীয়স্বজনসহ মানুষকে হত্যা করতো, লুট করতো এবং সবকিছু তাঁর হাতে তুলে দিত? আল্লাহ ছিলেন মুহাম্মদের অহংকার।

মুহাম্মদ আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রচার করেছিলেন, একই সাথে তিনি নিজেকে এমনভাবে তার অংশীদার হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন যা তাদেরকে যুক্তিগত এবং ব্যবহারিকভাবে অবিচ্ছেদ্য করে তুলেছিল।

নার্সিসিস্টরা তাদের কাল্পনিক উদ্দেশ্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। জার্মানরা হিটলারের জন্য যুদ্ধ করেনি। তারা সেই উদ্দেশ্যের জন্য লড়াই করেছিল যে কারণে হিটলারের বিক্রি হয়ে গিয়েছিল।

ডঃ ভাকনিন লিখেছেন: "নার্সিসিস্টরা আত্মকেন্দ্রিকতার যোগানের জন্য যা কিছু করতে পারে তা ব্যবহার করে। যদি ঈশ্বর, ধর্ম, গির্জা, বিশ্বাস এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম তাদের আত্মকেন্দ্রিকতার যোগান দিতে পারে, তাহলে তারা ধর্মপ্রাণ হয়ে উঠবে। যদি তা না পারে তবে তারা ধর্ম ত্যাগ করবে।"[১২৫]

ইসলাম ছিল মুহাম্মদের আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার। আজ, মুসলমানরা সরকার উৎখাত করার জন্য ইসলামকে ব্যবহার করে। ইসলাম একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার। যারা ইসলামের ডাক দেয় তাদের হাতে মুসলমানরা পুতুলের মতো হয়ে যায়। মির্জা মালকাম খান (১৮৩১–১৯০৮), একজন আর্মেনীয় যিনি মুসলিম হয়েছিলেন এবং জামালেদ্দিন আফগানীর সাথে "ইসলামী নবজাগরণ" (আন–নাহদা) শুরু করেছিলেন, তার অতুলনীয় নিন্দার স্লোগান ছিল: "মুসলমানদের বলুন যে কুরআনে কিছু আছে, এবং তারা আপনার জন্য মরবে।"[১২৬]

নার্সিসিস্টের উত্তরাধিকার

নার্সিসিস্ট একটি উত্তরাধিকার রেখে যেতে চায়। মৃত্যুশয্যায় মুহাম্মদ তার অনুসারীদের জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। চেঙ্গিস খান তার পুত্রদেরও একই রকম নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মৃত্যুশয্যায়। সে তাদের বললো যে সে পৃথিবী জয় করতে চায়, কিন্তু যেহেতু সে আর তা করতে পারবে না, তাই তাদের তার স্বপ্ন পূরণ করা উচিত। নার্সিসিস্টের কাছে, উত্তরাধিকার গুরুত্বপূর্ণ। তারা যে জীবন ধ্বংস করে তার প্রতি তাদের কোন শ্রদ্ধা নেই। তারা মনে রাখতে চায়। তাদের ভয়ের বিষয় হলো ভুলে যাওয়া।

৫১ বছর বয়সে, হিটলার তার বাম হাতে কাঁপুনি অনুভব করেন। তিনি সাধারণত এটি লুকিয়ে রাখতেন। রোগটি বাড়ার সাথে সাথে তিনি জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে থাকতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। তার উন্মাদনা শেষ করার পরিবর্তে, তিনি আরও দৃঢ় হয়ে ওঠেন। তিনি সময়ের সাথে প্রতিযোগিতায় রয়েছেন জেনে, নতুন করে তাগিদের সাথে আক্রমণ শুরু করেন।

ইসলাম কেবল একটি ধর্ম নয়। এর মূলে, এটি বিশ্ব আধিপত্যের একটি আদর্শ। এর ধর্মীয় উপাদান হল কেকের উপর বরফের পাতলা আবরণ। ইসলামের রহস্যময় দিকটি পরবর্তীতে মুসলিম পণ্ডিত এবং দার্শনিকরা আবিষ্কার করেছিলেন যারা কুরআনের অর্থহীন শব্দের রহস্যময় ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তারা তাদের ঝোঁক অনুসারে ধর্মকে রূপ দিয়েছিলেন। সময়ের সাথে সাথে, সেই ব্যাখ্যাগুলি প্রাচীনত্ব এবং বিশ্বাসযোগ্যতার সীলমোহর উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে। এই ব্যাখ্যাগুলি ছাড়া, কুরআন একটি অস্পষ্ট গ্রন্থ যার কোনও সারবস্তু নেই। সালাফি/ওহাবীরা হলেন মুসলিম সংস্কারক যারা যেকোনো ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেন। তারা কুরআনকে আক্ষরিক অর্থে অনুসরণ করেন। তাই, তারা জিহাদ এবং সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত করেন।

ইসলাম একটি রাজনৈতিক বিশ্বাস। এর একমাত্র লক্ষ্য আধিপত্য বিস্তার। এর তুলনা নাৎসিবাদ এবং কমিউনিজমের সাথে করা উচিত, অন্য ধর্মের সাথে নয়। যদি আমরা ধর্মকে জীবনের একটি দর্শন হিসেবে ভাবি যা মানবজাতিকে শিক্ষিত করার, তার সম্ভাবনা প্রকাশ করার, আত্মাকে উন্নত করার, আধ্যাত্মিকতাকে উদ্দীপিত করার, হৃদয়কে একত্রিত করার এবং মনকে আলোকিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, তাহলে ইসলাম সেই লিটমাস পরীক্ষায় শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়।

একজন নার্সিসিস্টের লক্ষ্য হলো নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখা। সে চায় তাকে স্মরণ করা হোক। ভালোর জন্য নাকি খারাপের জন্য তাকে স্মরণ করা হোক, সে তা পরোয়া করে না। তার কাছে ভালোর জন্য কোন পার্থক্য নেই।

এবং খারাপ। সে শুধু একটা উত্তরাধিকার রেখে যেতে চায়। এই অর্থে হিটলার, স্ট্যালিন, চার্লস ম্যানসন এবং জিম জোন্স সফল হয়েছেন। তারা একটা উত্তরাধিকার রেখে গেছেন এবং তাদের স্মরণ করা হবে। মুহাম্মদও তাই করেছিলেন। এমনকি যখন তার বিশ্বাস ভুলে যাওয়া হবে এবং তাকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে, তখনও তিনি সর্বকালের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে বেঁচে থাকবেন। এটা বলাটা একেবারেই কম বলা হবে। আসলে, যোহন ১৪:৩০-এ যীশুকে ব্যাখ্যা করলে, মুহাম্মদ হলেন বিশ্বের রাজপুত্র।

নার্সিসিস্ট ঈশ্বর হতে চায়

একজন নার্সিসিস্টের কাছে, শেষ পর্যন্ত যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল ক্ষমতা। সে সম্মানিত এবং উল্লেখযোগ্য হতে চায়। সে যা ভয় পায় তা হল উপেক্ষা করা। নার্সিসিস্টরা একাকী এবং অনিরাপদ। নিজেদেরকে বিপ্লবী নেতা, আশার দূত এবং মহান উদ্দেশ্যের দূত হিসেবে উপস্থাপন করে, তারা ভক্তদের আকর্ষণ করার আশা করে। কারণটি একটি অজুহাত। নার্সিসিস্টরা কাল্পনিক দেবতা এবং মিথ্যা কারণ তৈরি করে। বাস্তবে তারাই কারণের কেন্দ্রবিন্দু। তারা যত বেশি তাদের মিথ্যা দেবতাদের উচ্চাভিলাষী করে এবং তাদের উদ্দেশ্যকে যত বেশি মহিমান্বিত করে, তত বেশি তারা নিজেদের জন্য শক্তি অর্জন করতে পারে।

আল্লাহর মাধ্যমে, মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের উপর সীমাহীন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাদের জীবনের মালিক হয়েছিলেন। একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, যিনি ক্ষমাশীলের মতো প্রতিশোধপরায়ণ এবং সহচরের মতো নির্মম। তিনি একই সাথে, আল-মুতাকাব্বির (গর্বিত), আল-জাব্বার (নিপীড়ক), আল-কাহহার (দমনকারী), আল-খা*ßঘ*(আবাসের) আল-মুযেহেল (অপমানকারী), আল-মুমিত (মৃত্যুদাতা) আল-মুনতাক ইম (প্রতিশোধ গ্রহণকারী), আদ-দার (ক্ষতিকারকদের স্রষ্টা), কারণ তিনি করুণাময়, ন্যায়পরায়ণ, মহিমান্বিত, দাতা এবং সরবরাহকারী। কেবলমাত্র তাঁর রসূলের মাধ্যমেই এই সর্বশক্তিমান এবং অহংকারী ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করা যায় এবং তাঁর ক্ষতি থেকে দূরে থাকা যায়। এটি মুহাম্মদকে প্রতিনিধি হিসেবে ঈশ্বরে পরিণত করে। আল্লাহর আনুগত্য করার অর্থ মুহাম্মদের আনুগত্য করা এবং তাঁকে অসন্তুষ্ট করা হল ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করা। একজন নার্সিসিস্ট এই চূড়ান্ত শক্তির সন্ধান করে।

ভিতরে জহল প্রবন্ধ "জন্য দ্য ভালোবাসা এর দেবতা – নার্সিসিস্ট এবং ধর্ম"[১২৭] ভাকনিন এই গতিশীলতা ব্যাখ্যা করেন।

একজন নার্সিসিস্ট যা হতে চায় তার সবকিছুই ঈশ্বরঃ সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, প্রশংসিত, বহুল আলোচিত এবং বিস্ময়কর। ঈশ্বর হলেন নার্সিসিস্টের স্বপ্ন, তার চূড়ান্ত মহৎ কল্পনা। কিন্তু ঈশ্বর অন্যান্য উপায়েও কাজে আসে। নার্সিসিস্ট পর্যায়ক্রমে কর্তৃত্বের ব্যক্তিত্বদের আদর্শ করে এবং অবমূল্যায়ন করে।

আদর্শীকরণের পর্যায়ে, সে তাদের অনুকরণ করার চেষ্টা করে, সে তাদের প্রশংসা করে, অনুকরণ করে (প্রায়শই হাস্যকরভাবে), এবং তাদের রক্ষা করে। তারা ভুল হতে পারে না, অথবা ভুল হতে পারে না। নার্সিসিস্ট তাদের জীবনের চেয়ে বড়, অভ্রান্ত, নিখুঁত, সম্পূর্ণ এবং উজ্জ্বল বলে মনে করে। কিন্তু নার্সিসিস্টের অবাস্তব এবং স্ফীত প্রত্যাশা অনিবার্যভাবে হতাশ হয়ে পড়ার সাথে সাথে সে তার পূর্বের আদর্শগুলিকে অবমূল্যায়ন করতে শুরু করে।

এখন তারা "মানুষ" (নার্সিসিস্টের কাছে, একটি অবমাননাকর শব্দ)। তারা ছোট, ভঙ্গুর, ত্রুটি-প্রবণ, হিংস্র, নিষ্ঠুর, বোকা এবং মাঝারি। নার্সিসিস্ট ঈশ্বরের সাথে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে একই চক্রের মধ্য দিয়ে যায়, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তৃত্ব ব্যক্তিত্ব।

কিন্তু প্রায়শই, যখন মোহভঙ্গ এবং মূর্তিপূজা হতাশা গ্রাস করে, তখনও নার্সিসিস্ট ঈশ্বরকে ভালোবাসে এবং তাঁকে অনুসরণ করে বলে ভান করতে থাকে। নার্সিসিস্ট এই প্রতারণা বজায় রাখে কারণ ঈশ্বরের সাথে তার অবিরাম নৈকট্য তাকে কর্তৃত্ব প্রদান করে। পুরোহিত, মণ্ডলীর নেতা, প্রচারক, ধর্মপ্রচারক, ধর্মপ্রচারক, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী – সকলেই ঈশ্বরের সাথে তাদের কথিত বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত সম্পর্ক থেকে কর্তৃত্ব অর্জন করে।

ধর্মীয় কর্তৃত্ব নার্সিসিস্টকে তার দুঃখবাদী আকাঙ্ক্ষাগুলিকে প্রশ্রয় দিতে এবং তার নারীবিদ্বেষকে অবাধে এবং প্রকাশ্যে প্রয়োগ করতে দেয়। ...যে নার্সিসিস্টের কর্তৃত্বের উৎস ধর্মীয়, সে তার কৌতুকপূর্ণ এবং দুষ্ট আধিপত্য প্রয়োগের জন্য বাধ্য এবং প্রশ্নাতীত দাসদের খুঁজছে। নার্সিসিস্ট এমনকি সবচেয়ে নিরীহ এবং বিশুদ্ধ ধর্মীয় অনুভূতিগুলিকেও একটি সাংস্কৃতিক আচার এবং একটি বিদ্বেষপূর্ণ শ্রেণিবিন্যাসে রূপান্তরিত করে। সে ভ্রাতৃত্বপূর্ণদের শিকার করে। তার পাল তার জিম্মি হয়ে ওঠে।

ধর্মীয় কর্তৃত্বও নার্সিসিস্টের নার্সিসিস্টিক সরবরাহ নিশ্চিত করে। তার সহধর্মীয়রা, তার মণ্ডলীর সদস্যরা, তার প্যারিশ, তার নির্বাচনী এলাকা, তার শ্রোতারা – নার্সিসিস্টিক সরবরাহের অনুগত এবং স্থিতিশীল উৎসে রূপান্তরিত হয়। তারা তার আদেশ পালন করে, তার উপদেশ মেনে চলে, তার ধর্মবিশ্বাস অনুসরণ করে, তার ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করে, তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করে, তার চাহিদা পূরণ করে (কখনও কখনও তার দৈহিক ইচ্ছাও), তাকে শ্রদ্ধা করে এবং তাকে আদর্শ করে।

তাছাড়া, "বড় জিনিসের" অংশ হওয়া নার্সিসিস্টিকভাবে খুবই তৃপ্তিদায়ক। ঈশ্বরের এক কণা হওয়া, তাঁর মহিমায় নিমজ্জিত হওয়া, তাঁর শক্তি এবং আশীর্বাদ প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা, তাঁর সাথে যোগাযোগ করা – এই সবই অবিরাম নার্সিসিস্টিক সরবরাহের উৎস। নার্সিসিস্ট তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নির্দেশাবলী অনুসরণ করে, তাঁকে ভালোবাসে, তাঁর আনুগত্য করে, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে, তাঁর সাথে মিশে যায়, তাঁর সাথে যোগাযোগ করে – অথবা এমনকি তাকে অস্বীকার করেও ঈশ্বর হয়ে ওঠে (নার্সিসিস্টের শত্রু যত বড় – নার্সিসিস্ট তত বেশি মহৎভাবে গুরুত্বপূর্ণ বোধ করে)।

একজন নার্সিসিস্টের জীবনের অন্য সবকিছুর মতো, সে ঈশ্বরকে এক ধরণের উল্টো নার্সিসিস্টে রূপান্তরিত করে। ঈশ্বর তার প্রধান সরবরাহের উৎস হয়ে ওঠেন। তিনি এই অপ্রতিরোধ্য এবং পরাক্রমশালী সত্তার সাথে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করেন – অন্যদের অভিভূত এবং পরাভূত করার জন্য। তিনি তাঁর সাথে তার সম্পর্কের মাধ্যমে, বিকৃতভাবে ঈশ্বর হয়ে ওঠেন। তিনি ঈশ্বরকে আদর্শ করেন, তারপর তাঁকে অবমূল্যায়ন করেন, তারপর তাঁকে গালি দেন। এটিই ক্লাসিক নার্সিসিস্টিক প্যাটার্ন এবং এমনকি ঈশ্বর নিজেও এ থেকে বাঁচতে পারেন না।[১২৮]

নার্সিসিস্টরা বিনয়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকে, অন্যদিকে তারা তাদের ঈশ্বর, আদর্শ, উদ্দেশ্য বা ধর্মকে উঁচুতে তুলে ধরে। কিন্তু এগুলো সবই তাদের অহংকার – তাদের কল্পনার ফসল। তারা নিজেদেরকে তাদের শক্তিশালী ঈশ্বর বা উদ্দেশ্যের হাতিয়ার হিসেবে উপস্থাপন করে। সত্যটি বিপরীত। তাদের ঈশ্বর এবং তাদের উদ্দেশ্য তাদের মহত্ত্বের হাতিয়ার। কারণটি মহান, কিন্তু এটি তাদের উপর নির্ভর করে।

আরকন দারুল একটি গল্প বলেন যা নার্সিসিস্ট কাল্ট নেতাদের তাদের বিশ্বাসীদের উপর যে অবিশ্বাস্য নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে তা স্পষ্ট করে:

১০৯২ সালে, পারস্য পর্বতমালার উঁচুতে অবস্থিত একটি মধ্যযুগীয় দুর্গ – ঈগলের বাসা – এর প্রাচীরে দুজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিলেনঃ সম্রাটের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের অবতার বলে দাবি করা সেই পর্দাপ্রবণ ব্যক্তিত্ব। পাহাড়ের শেখ এবং হত্যাকারীদের নেতা সাব্বার পুত্র হাসান বলেছিলেনঃ "তুমি কি সেই ভক্তকে ঐ বুরুজের চূড়ায় পাহারা দিতে দেখছো? দেখো!"

সে একটা সংকেত দিল। সাথে সাথে সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তিটি অভিবাদনে তার হাত উপরে তুলে, এবং দুর্গকে ঘিরে থাকা ফেনাওয়ালা স্রোতে নিজেকে দুই হাজার ফুট ঝাঁপিয়ে পড়ল।

"এশিয়া জুড়ে আমার সত্তর হাজার পুরুষ – এবং মহিলা – আছে, তাদের প্রত্যেকেই আমার কথা পালন করতে প্রস্তুত। তোমাদের প্রভু, মালিক শাহও কি একই কথা বলতে পারেন? আর তিনি আমাকে তাঁর সার্বভৌমত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলেন! এটাই তোমার উত্তর। যাও!"

এই ধরণের দৃশ্য অতিরঞ্জিত ভৌতিক চলচ্চিত্রের যোগ্য হতে পারে। তবুও ঐতিহাসিকভাবে এটি ঘটেছিল। সেই সময়ের ইতিহাসকারের একমাত্র অভিযোগ ছিল যে হাসানের ভক্তদের সংখ্যা ছিল "মাত্র চল্লিশ হাজার"। এই ব্যক্তি সাব্বাহ কীভাবে তার অদ্ভুত শক্তির দ্বারা এসেছিলেন এবং তার ভক্তরা কীভাবে ক্যাস্পিয়ান থেকে মিশর পর্যন্ত মানুষের হৃদয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তা গোপন সমাজের সমস্ত গল্পের মধ্যে সবচেয়ে অসাধারণ। আজও, হাশিশিন (মাদকদ্রব্য) সম্প্রদায়টি ইসমাইলি (ইসমায়েলীয়) আকারে বিদ্যমান, যাদের অবিসংবাদিত প্রধান, তাদের দ্বারা ঐশ্বরিক গুণাবলী দ্বারা সমৃদ্ধ, আগা খান।

[১২৯]

বিশ্বাসীদের নিঃশর্ত এবং পূর্ণাঙ্গ ভক্তি কি তাদের ধর্মবিশ্বাসের সত্যতার লক্ষণ? অবশ্যই না! বাস্তবে বিপরীতটি সত্য। আলোকিত শিক্ষকরা কখনও অন্ধ ভক্তি দাবি করেন না। তারা তাদের শিষ্যদের উৎসাহিত করেন "সবকিছু সন্দেহ করে নিজের আলো খুঁজে বের করুন," যেমন বুদ্ধ তাঁর ছাত্রদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠাতা আখেনাতেন শিক্ষা দিয়েছিলেন, "প্রকৃত জ্ঞান মূর্খতার চেয়ে কম অনুমান। জ্ঞানী ব্যক্তি প্রায়শই সন্দেহ করে এবং তার মন পরিবর্তন করে; মূর্খ একগুঁয়ে, এবং সন্দেহ করে না; সে তার নিজের অজ্ঞতা ছাড়া সবকিছু জানে।"

সন্দেহ জ্ঞানের দিকে এবং জ্ঞানকে আলোকিত করে তোলে। যারা অন্ধ বিশ্বাস, নিশ্চিততা এবং ভক্তি দাবি করে তারা আলোকিত করে না, বরং বিভ্রান্ত করে। তারা মুক্তি দেয় না, বরং দাসত্ব করে। সবকিছু এবং সবাইকে সন্দেহ করে, নিজেকে ছাড়া। আপনার বিশ্বাসকে সন্দেহ করুন, কিন্তু আপনার সম্ভাবনাকে নয়, কারণ সন্দেহ হল জ্ঞানের সূচনা। এটিই আমাদের মুক্ত করে।

নার্সিসিস্টরা নির্মম, কিন্তু বোকা নন। তারা যে আঘাত দেয় তা তারা জানে। তারা সেই ক্ষমতা উপভোগ করে। তারা অটল আত্মসমর্পণ দাবি করে এবং ঈশ্বরত্বের অনুভূতি অনুভব করে। তারা কাকে পুরস্কৃত করবে এবং কাকে শাস্তি দেবে তা তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে; কে বেঁচে থাকবে এবং কে মারা যাবে। জীবন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাই মনোরোগীদের চালিত করে। এটাই সিরিয়াল কিলারদের অনুপ্রাণিত করে। জীবন নিতে সক্ষম হওয়া তাদের জন্য চূড়ান্ত কামুকতা। এটি তাদের শক্তিশালী বোধ করে। জীবন নেওয়ার মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের মতো হয়ে ওঠে। প্যাথলজিক্যাল নার্সিসিজম মুহাম্মদের সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করে। তাঁর নির্মমতা, তাঁর মহত্ত্বের অদ্ভুত দাবি, তাঁর অদ্ভুত উদারতা – যারা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল তাদের প্রভাবিত করার জন্য এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য, সেইসাথে তাঁর ভুল আত্মবিশ্বাস, তাঁর আত্ম–নিশ্চয়তা, তাঁর উন্মাদনা এবং তাঁর ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্ব, এগুলি সবই গল্পের গল্প যা ইসলামের নবী গুরুতর নার্সিসিস্টিক ব্যক্তিত্বের ব্যাধি, একটি মারাত্মক আত্ম–প্রেম থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।

নার্সিসিজমের কারণ কী?

যে শিশু বাস্তব বা অনুভূত সামাজিক প্রত্যাখ্যানের কারণে হীনমন্যতা বোধ করে, সে তার হীনমন্যতার অনুভূতির ক্ষতিপূরণ দিতে একটি অবচেতন স্নায়বিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করবে, যা অগ্রণী মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আলফ্রেড অ্যাডলার "সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্স" তৈরি করেছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে নিজের কৃতিত্বকে অতিরঞ্জিত করা এবং নার্সিসিস্ট যাকে হুমকি হিসেবে দেখে তাকে ছোট করা।

ত্রুটিপূর্ণ অভিভাবকত্ব হলো নার্সিসিস্টিক ব্যক্তিত্বের ব্যাধির প্রধান কারণ। যেসব অভিভাবক অতিরিক্ত প্রশংসা করেন, অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেন, লুণ্ঠন করেন, পর্যাপ্ত শাসন আরোপ করতে ব্যর্থ হন এবং শিশুকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করেন, তারা শিশুর চরিত্র গঠনের প্রতি ঠিক ততটাই নিষ্ঠুর হন যতটা তাদের মারধর করেন, উপেক্ষা করেন বা শ্লীলতাহানি করেন। ফলস্বরূপ, শিশুটি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার জন্য অপ্রস্তুত বোধ করে। সে জীবনের প্রতি একটি অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বেড়ে ওঠে। বিপরীতভাবে, যে শিশু পর্যাপ্ত সমর্থন এবং উৎসাহ পায় না তার মধ্যেও নার্সিসিস্টিক ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারে।

মুহাম্মদকে শৈশবেই একজন অপরিচিত ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তার মায়ের কি তার প্রতি আগ্রহ ছিল না? ষাট বছরেরও বেশি বয়স হওয়ার পরেও কেন তিনি তার কবরে প্রার্থনা করেননি? তার কি এখনও তার প্রতি বিরক্তি ছিল?

হালিমা শিশু মুহাম্মদকে নিতে চাননি কারণ তিনি একজন দরিদ্র বিধবার এতিম সন্তান ছিলেন। এটা কি তার বা তার পরিবারের আচরণের উপর প্রভাব ফেলেছিল? শিশুরা নিষ্ঠুর হতে পারে। সেই সময়ে এতিম হওয়া একটি কলঙ্ক ছিল। এটি এখনও অনেক ইসলামী দেশে রয়েছে। মুহাম্মদের শৈশবকাল সুস্থ আত্মসম্মান গড়ে তোলার জন্য অনুকূল ছিল না।

স্ট্রেস রেসপন্স সিনড্রোমস–এর লেখক জন মার্ডি হোরোভিটজ ব্যাখ্যা করেন: “যখন আদর করা, বিশেষ চিকিৎসা দেওয়া এবং নিজেকে প্রশংসা করার ফলে যে অভ্যাসগত আত্মকেন্দ্রিক তৃপ্তি আসে তা হুমকির মুখে পড়ে, তখন এর ফলাফল হতে পারে হতাশা, হাইপোকন্ড্রিয়া, উদ্বেগ, লজ্জা, আত্ম–ধ্বংসাত্মক মনোভাব, অথবা অন্য যে কোনও ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ যাকে এই অস্থির পরিস্থিতির জন্য দায়ী করা যেতে পারে। শিশু তথ্য প্রক্রিয়াকরণের একটি আত্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি অর্জন করে এই বেদনাদায়ক মানসিক অবস্থাগুলি এড়াতে শিখতে পারে।”[১৩০]

মুহাম্মদের ক্রোধ শৈশব থেকেই স্পষ্ট ছিল। হুনাইনের অভিযানে শায়মা বিন হারিস নামে এক মহিলাকে বন্দী করা হয়েছিল। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, "তারা তাকে নিয়ে আসার সময় তার সাথে অভদ্র আচরণ করেছিল এবং সে মুসলমানদের বলেছিল যে সে

"প্রেরিতের পালিত বোন, কিন্তু তারা তাকে বিশ্বাস করেনি যতক্ষণ না তারা তাকে প্রেরিতের কাছে নিয়ে আসে... যখন তাকে প্রেরিতের কাছে আনা হয়েছিল, তখন সে নিজেকে তার পালিত বোন বলে দাবি করেছিল, এবং যখন তার কাছে প্রমাণ চাওয়া হয়েছিল, তখন সে বলেছিল, 'আমি যখন তোমাকে আমার কোমরে বহন করেছিলাম তখন তুমি আমার পিঠে কামড় দিয়েছিলে।'"[১৩১] মুহাম্মদ চিহ্নটি চিনতে পেরে তার পোশাকটি তাকে বসার জন্য প্রসারিত করলেন এবং তার সাথে সদয় আচরণ করলেন। শিশুরা হতাশ হলে কামড়ায় এবং তাদের ক্রোধ প্রকাশ করে। এটা স্পষ্ট যে মুহাম্মদ খুব অল্প বয়সেই প্রেমের বঞ্চনা অনুভব করেছিলেন।

তার শৈশব সত্যিই কঠিন ছিল। সূরা ৯৩ এর ৩-৮ আয়াতে (এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের শুরুতে উদ্ধৃত) তিনি কোমলভাবে তার একাকী অনাথ জীবনের কথা স্মরণ করেন এবং নিজেকে আশ্বস্ত করেন যে আল্লাহ তার প্রতি সদয় হবেন এবং তাকে পরিত্যাগ করবেন না। এটি দেখায় যে তার একাকী শৈশবের স্মৃতি তাকে কতটা কষ্ট দিয়েছিল। বাস্তবতা থেকে পালানোর জন্য তিনি একটি কাল্পনিক জগৎ তৈরি করেছিলেন, এত স্পষ্ট যে এটি তার পালিত পিতামাতাকে ভয় পেত, এটি আরেকটি ইঙ্গিত যে তার শৈশবকাল কিছুই আনন্দের ছিল না। মুহাম্মদ তার জীবনের প্রথম বছরগুলিতে কী ঘটেছিল তার বিবরণ হয়তো মনে রাখতে পারেননি, কিন্তু তিনি তার বাকি জীবন মানসিক ক্ষত বয়ে বেড়াতেন। তার কাছে, তিনি যে কাল্পনিক জগৎ তৈরি করেছিলেন তা বাস্তব ছিল। এটি ছিল একটি নিরাপদ আশ্রয়, তার একাকীত্বের কঠোর বাস্তবতা থেকে ফিরে আসার এবং পালানোর জন্য একটি মনোরম মরূদ্যান। এই কাল্পনিক জগতে, তিনি ভালোবাসা, প্রশংসা, শক্তিশালী, গুরুত্বপূর্ণ এবং ভীত ছিলেন। তিনি যা কিছু হতে চেয়েছিলেন তা হতে পারতেন এবং বাইরের জগৎ থেকে যে মনোযোগের অভাব পাচ্ছিলেন তার ক্ষতিপূরণ দিতে পারতেন।

ভাকনিন নোট করেছেন:

> নার্সিসিজমের আসল কারণ পুরোপুরি বোঝা যায়নি তবে এটি শৈশব থেকেই শুরু হয় (পাঁচ বছর বয়সের আগে)। ধারণা করা হয় যে এটি শিশুর মূল লক্ষ্য (বাবা-মা বা অন্য যত্নশীল) এর গুরুতর এবং পুনরাবৃত্তিমূলক ব্যর্থতার কারণে ঘটে। প্রাপ্তবয়স্ক নার্সিসিস্টরা প্রায়শই এমন ঘর থেকে আসে যেখানে একজন বা উভয় বাবা-মা শিশুকে চরমভাবে অবহেলা (উপেক্ষা) করেন বা নির্যাতন করেন... সমস্ত শিশু (সুস্থ এবং অন্যথায়) যখন তাদের বাবা-মা তাদের কিছু করতে দেন না, তখন তারা মাঝে মাঝে এমন এক নার্সিসিস্টিক অবস্থায় প্রবেশ করে যেখানে তারা নিজেদেরকে দেখে এবং এমন আচরণ করে যেন তারা সকলেই শক্তিশালী। এটি স্বাস্থ্যকর এবং স্বাভাবিক কারণ

"বাবা–মায়ের প্রত্যাখ্যানের পর আত্মবিশ্বাসের সাথে ফিরে আসার জন্য শিশুকে প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস দেয়।"[132]

অবহেলিত শিশুরা অযোগ্যতার অনুভূতি মনের মধ্যে গেঁথে নেয়। তারা বিশ্বাস করে যে তারা ভালোবাসার যোগ্য নয়। তারা এই হীনমন্যতার অনুভূতির প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং নিজেদেরকে ফুঁসিয়ে নিজেদের অহংকারকে রক্ষা করে। তারা নিজেদের দুর্বলতা দেখে এবং মনে করে যে অন্যরা যদি এটি দেখতে আসে, তবে তারা তাদের পছন্দ করবে না। তাই তারা কল্পিত গল্প তৈরি করে এবং তাদের আত্ম–গুরুত্ব নিয়ে বড়াই করে। তাদের কাল্পনিক শক্তি প্রায়শই বাইরের উৎস থেকে আসে। এটি তাদের বাবা বা একজন শক্তিশালী বন্ধু হতে পারে। শিশুদের মধ্যে এই ধরণের নার্সিসিজম স্বাভাবিক। যখন তারা এই চিন্তাভাবনাগুলি প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ধরে রাখে তখন এটি প্যাথলজিকাল হয়ে ওঠে। এটিই নার্সিসিস্টিক ব্যক্তিত্বের ব্যাধির কারণ হয়।

মুহাম্মদের সবসময়ই কাল্পনিক বন্ধু ছিল। তিনি তাদেরকে ভূত হিসেবে দেখতেন যারা তার রক্ষক হিসেবে কাজ করত। অবশেষে তিনি তাদের স্থলে জিব্রাইল এবং আল্লাহকে নিয়ে আসেন। আল্লাহর একজন দূত হয়ে এবং নিজেকে তার একমাত্র মধ্যস্থতাকারী হিসেবে উপস্থাপন করে, তিনি তার সমস্ত শক্তির অবতারণা করেন।

ছয় বছর বয়সে, তার মায়ের মৃত্যুর পর, মুহাম্মদ তার বৃদ্ধ দাদার তত্ত্বাবধানে চলে যান, যিনি তাকে নষ্ট করে দেন। বেশ কিছু হাদিস থেকে জানা যায় যে আব্দুল মুত্তালিব তার এতিম নাতির প্রতি খুব বেশি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি তাকে করুণা করতেন এবং অতিরিক্ত তৃপ্তি দিতেন। তিনি তাকে তার মাদুরে বসতে দিতেন যখন তার প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেরা তার চারপাশে শ্রদ্ধার সাথে বসত।

মুহাম্মদের দাবি যে আব্দুল মুত্তালিব তার মহত্ত্ব আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, তার বন্য কল্পনার কারণেই তা সম্ভব – একটি মিথ্যা যা তিনি হয়তো বানিয়েছিলেন এবং সম্ভবত বিশ্বাস করেছিলেন। এক জায়গায় তিনি বর্ণনা করেছেন যে যখন তার চাচারা তাকে আব্দুল মুত্তালিবের দখল থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি তাদের বলেছিলেন, "তাকে একা থাকতে দাও কারণ তার একটি মহান ভাগ্য আছে, এবং সে একটি রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে"।[133] অন্য এক জায়গায় তিনি চিৎকার করে শুনতে পেলেন বৃদ্ধ কুলপতি তার নার্সকে বলছেন, “সাবধান, পাছে তুমি তাকে জলে পড়তে দাও।”

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের হাত, কারণ তারা তাকে খুঁজছে, এবং তাকে আহত করতে চাইছে!"[134] এগুলো হলো নার্সিসিস্টদের সাধারণ কল্পনা, যারা নিজেদেরকে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে যে তারা বিশ্বাস করে যে ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে সবাই তাদের ক্ষতি করার জন্য তাদের পিছনে লেগে আছে। ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা তাকে আঘাত করার জন্য কোনও বার্তাবাহক খুঁজছে না। এই দাবিটি অযৌক্তিক।

এটা স্পষ্ট যে আব্দুল মুত্তালিব মুহাম্মদকে বিশেষ বোধ করাতেন। তিনি তার এতিম নাতিকে আদর করতেন এবং ভালোবাসতেন। বৃদ্ধ লোকটি তাকে নষ্ট করে দিয়েছিলেন। মুহাম্মদ সেই অতিরিক্ত মনোযোগকে তার মহত্ত্বের প্রমাণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। শৈশবে তার কল্পনার জগতে তিনি নিজের সম্পর্কে যে ভাবমূর্তি তৈরি করেছিলেন, তা তার দাদুর অতিরিক্ত ভোগের ফলে আরও দৃঢ় হয়েছিল। তিনি অনন্য, বিশেষ এবং ব্যতিক্রমী হিসেবে পুনরায় নিশ্চিত হয়েছিলেন।

আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর, তার দয়ালু চাচা আবু তালিবও তার সাথে অন্যান্য শিশুদের থেকে আলাদা আচরণ করতেন। এতিম হিসেবে, ভাইবোন ছাড়া তার অবস্থা করুণার জন্ম দিত। তার দাদা এবং চাচা উভয়েই অতিরিক্ত করুণা প্রদর্শন করেছিলেন এবং তার উপর শাসন চাপিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই সমস্ত চরমপন্থা মুহাম্মদকে এক আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। মনোবিজ্ঞানী জেডি লেভাইন এবং রোনা এইচ. ওয়েইস লিখেছেন:

> ঠিক যেমন আমরা জানি, শারীরবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে, একটি শিশুকে নির্দিষ্ট কিছু খাবার দেওয়া প্রয়োজন, তাকে চরম তাপমাত্রা থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন, এবং সে যে পরিবেশে শ্বাস নেয় তাতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন থাকা প্রয়োজন, যদি তার শরীরকে শক্তিশালী এবং স্থিতিস্থাপক করে তুলতে হয়, তাহলে গভীর মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা কি এটাও জানি যে, তার একটি সহানুভূতিশীল পরিবেশের প্রয়োজন, বিশেষ করে, এমন একটি পরিবেশ যা (ক) পিতামাতার আনন্দের আলো দ্বারা তার উপস্থিতি নিশ্চিত করার প্রয়োজনে সাড়া দেয় এবং (খ) শক্তিশালী প্রাপ্তবয়স্কের আশ্বস্তকারী প্রশান্তিতে মিশে যাওয়ার প্রয়োজনে সাড়া দেয়, যদি সে একটি
> দৃঢ় এবং স্থিতিস্থাপক স্ব।[১৩৫]

মুহাম্মদ তার জীবনের প্রথম পাঁচ বা ছয় বছর অবহেলা ও পরিত্যক্ততার সম্মুখীন হন এবং তার পরেও তাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তাই পরিস্থিতি তার জন্য একজন নার্সিসিস্ট হওয়ার জন্য উপযুক্ত এবং পরিপক্ক ছিল।

মুহাম্মদ কখনও তার মায়ের কথা বলেছেন এমন কোন রেকর্ড নেই। মক্কা জয়ের পর তিনি তার মায়ের সমাধিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার জন্য প্রার্থনা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। সেই সফরের উদ্দেশ্য কী ছিল? তার প্রতিশোধ কি, তার প্রতিশোধ, তাকে প্রমাণ করার একটি উপায় যে তার অবহেলা সত্ত্বেও, তিনি সফল হয়েছেন? অন্যদিকে, তিনি তার দাদুর কথা স্মরণ করেছিলেন, যিনি তাকে ভালোবাসায় ভরিয়েছিলেন এবং প্রচুর আত্মতৃপ্তির আয়োজন করেছিলেন, স্নেহের সাথে।

মনোবিজ্ঞানীরা আমাদের বলেন যে, একটি শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বছর তাকে গড়ে তোলে, নয়তো ভেঙে দেয়। জীবনের প্রথম পাঁচ বছরে মুহাম্মদের মানসিক চাহিদা পূরণ হয়নি। তিনি সেই একাকী বছরগুলির বেদনাদায়ক স্মৃতি তার যৌবন এবং বৃদ্ধ বয়সে বহন করেছিলেন। তিনি নিরাপত্তাহীনতায় বেড়ে ওঠেন এবং তার মধ্যে আত্ম-মূল্যের এক অস্থির অনুভূতি ছিল, একটি দুর্বলতা যা তিনি অপ্রতিরোধ্য অহংকার দিয়ে লুকানোর চেষ্টা করেছিলেন, অধিকার, মহত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্বের মোহ বৃদ্ধির মাধ্যমে।

তিনি নিজেকে ঈশ্বরের অংশীদার হিসেবে দাঁড় করান এবং কেউ যাতে কখনও সেই পদমর্যাদা দখল করতে না পারে তা নিশ্চিত করার জন্য, তিনি নিজেকে শেষ রাসূল বলে দাবি করেন। তাই তাঁর ক্ষমতা ছিল পরম এবং চিরস্থায়ী।

মুহাম্মদের উপর খাদিজার প্রভাব

ইসলামে খাদিজার ভূমিকা এখনও পুরোপুরি উপলব্ধি করা হয়নি। তবুও, মুহাম্মদের উপর তার প্রভাবকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া যায় না। খাদিজাকে ইসলামের জন্মদানে মুহাম্মদের অংশীদার হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। তিনি ছাড়া সম্ভবত ইসলামের অস্তিত্বই থাকত না।

খাদিজা তার তরুণ স্বামীকে খুব ভালোবাসতেন। খাদিজাকে বিয়ে করার পর মুহাম্মদ কখনও কাজ করেছেন বলে কোনও রিপোর্ট পাওয়া যায় না। বিয়ের পর তার ব্যবসা ধসে পড়ে। তার মৃত্যুর পর পরিবারটি দরিদ্র হয়ে পড়ে। দুনিয়ার দ্বারা হতাশ।

এবং অন্যদের সাথে সমানভাবে মিথস্ক্রিয়া করতে না পারার কারণে, মুহাম্মদ তার বেশিরভাগ সময় নির্জনে কাটাতেন, তার মনোরম কাইমেরিকাল জগতে ফিরে যেতেন।

ভাকনিনের ভাষায়, "এই ধরনের অসহনীয় যন্ত্রণা এড়াতে, নার্সিসিস্টিক পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার (এনপিডি) আক্রান্ত কিছু রোগী সামাজিকভাবে নিজেকে গুটিয়ে নেয় এবং তাদের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বকে ঢাকতে মিথ্যা বিনয় এবং নম্রতার ভান করে। ডিসথাইমিক এবং ডিপ্রেশনাল ডিসঅর্ডার হল বিচ্ছিন্নতা এবং লজ্জা এবং অযোগ্যতার অনুভূতির সাধারণ প্রতিক্রিয়া।"[১৩৬]

মুহাম্মদ বেশ কয়েকদিনের জন্য পর্যাপ্ত খাবার গ্রহণ করতেন, কেবল তখনই ফিরে আসতেন যখন তার খাবার শেষ হয়ে যেত এবং আরও কিছু সংগ্রহ করে তার ধ্যানমগ্ন গুহায় ফিরে যেতেন।

খাদিজা বাড়িতেই রইলেন। তিনি তার নয়টি সন্তানের দেখাশোনা করেছিলেন, কিন্তু তার স্বামীরও, যে একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন সন্তানের মতো আচরণ করেছিল। তিনি কোনও অভিযোগ করেননি। তিনি ত্যাগ স্বীকার করতে খুশি ছিলেন। কেন?

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এটি ইঙ্গিত দেয় যে খাদিজার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ব্যাধি থাকতে পারে। আজ আমরা যাকে বলবো, তিনি ছিলেন একজন সহ-নির্ভরশীল। এই গুরুত্বপূর্ণ ধাঁধার অংশটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে কেন তিনি তার আত্মমগ্ন স্বামীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং যখন স্বামী তাকে তার অদ্ভুত মায়াবী অবস্থার কথা বলেছিলেন এবং ভয় পেয়েছিলেন যে তিনি ভূতগ্রস্ত, তখন তিনি ভীত হয়ে একজন ভূত-প্রেতকে ডেকে আনার পরিবর্তে তাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে তিনি যা দেখেছেন তা একজন ফেরেশতা এবং তিনি একজন নবী হয়ে গেছেন।

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য সমিতি সহ-নির্ভরতাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করে:

> একটি শিক্ষিত আচরণ যা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তরিত হতে পারে। এটি একটি মানসিক এবং আচরণগত অবস্থা যা একজন ব্যক্তির একটি সুস্থ, পারস্পরিকভাবে সন্তুষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। এটি 'সম্পর্কের আসক্তি' নামেও পরিচিত কারণ সহ-নির্ভরশীল ব্যক্তিরা প্রায়শই একতরফা, মানসিকভাবে ধ্বংসাত্মক এবং/অথবা অপমানজনক সম্পর্ক তৈরি করে বা বজায় রাখে। এই ব্যাধিটি প্রথম দশ বছর আগে বছরের পর বছর ধরে অধ্যয়নের ফলে শনাক্ত করা হয়েছিল।

মদ্যপদের পরিবারে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক। সহ–নির্ভরশীল আচরণ শেখা হয় পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দেখে এবং অনুকরণ করে যারা এই ধরণের আচরণ প্রদর্শন করে।[১৩৭]

খাদিজা ছিলেন একজন সুদর্শন, দক্ষ মহিলা। তিনি ছিলেন তার পিতা খুওয়াইলিদের সবচেয়ে প্রিয় কন্যা, যিনি তার পুত্রদের চেয়ে তার উপর বেশি নির্ভর করতেন। তিনি ছিলেন, আজকের ভাষায় আমরা যাকে বলি, একজন "বাবার মেয়ে"। তিনি মক্কার শক্তিশালী পুরুষদের হাত প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি যুবক, কিন্তু অধিকারচ্যুত এবং অভাবী মুহাম্মদকে দেখেন, তখনই তিনি তার প্রেমে পড়েন এবং একজন দাসীকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য পাঠান।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় মুহাম্মদের এমন এক চৌম্বকীয় ব্যক্তিত্ব ছিল যে তিনি এই শক্তিশালী মহিলাকে মুগ্ধ করেছিলেন। তবে এটি একটি জটিল গতিশীলতার একটি ভাসাভাসা ধারণা। পঁচিশ বছর বয়সে, কোনও মহিলা কখনও মুহাম্মদের প্রতি আগ্রহ দেখাননি।

ঐতিহাসিক তাবারি লিখেছেন: “খাদিজা মুহাম্মদকে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন। তিনি তার বাবাকে তার বাড়িতে ডেকেছিলেন, তাকে মদ পান করিয়েছিলেন যতক্ষণ না তিনি মাতাল হয়ে যান, তাকে সুগন্ধি দিয়ে ঢেলে দিয়েছিলেন, তাকে ডোরাকাটা পোশাক পরিয়েছিলেন এবং একটি গরু জবাই করেছিলেন। তারপর তিনি মুহাম্মদ এবং তার চাচাদের ডেকে পাঠান। যখন তারা ঘরে আসেন, তখন তার বাবা তাকে তার সাথে বিয়ে দেন। যখন তিনি তার নেশা থেকে সেরে ওঠেন, তখন তিনি বলেন, 'এই মাংস, এই সুগন্ধি এবং এই পোশাক কী?' তিনি উত্তর দেন, 'তুমি আমাকে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর সাথে বিয়ে দিয়েছ।' 'আমি তা করিনি,' তিনি বলেন। 'আমি কি এটা করব যখন মক্কার শ্রেষ্ঠ পুরুষরা তোমাকে চেয়েছিল এবং আমি রাজি হইনি, তাহলে আমি কেন তোমাকে একটি বোকাকে দেব?'”[১৩৮]

মুহাম্মদের দল ক্ষুব্ধভাবে জবাব দিল যে, খুওয়াইলিদের নিজের মেয়েই এই জোটের আয়োজন করেছে। বৃদ্ধ লোকটি রাগে তার তরবারি বের করল এবং মুহাম্মদের আত্মীয়স্বজনরা তাদের তরবারি বের করল। খাদিজা যখন

হস্তক্ষেপ করে মুহাম্মদের প্রতি তার ভালোবাসা প্রকাশ করে এবং পুরো ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে স্বীকার করে। এরপর খুওয়াইলিদ শান্ত হন, চূড়ান্ত সাফল্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং পুনর্মিলন ঘটে।

একজন আপাতদৃষ্টিতে শান্ত এবং সফল নারী হঠাৎ একজন দরিদ্র যুবকের প্রেমে পড়ে গেলে কীভাবে বোঝানো যায়?
তার থেকে ১৫ বছরের ছোট? এই অনিয়মিত আচরণ একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের ব্যাধিকে অস্বীকার করে।

প্রমাণ থেকে জানা যায় যে খাদিজার বাবা একজন মদ্যপ ছিলেন। খাদিজা নিশ্চয়ই জানতেন যে মাতালের প্রতি তার বাবার দুর্বলতা এত জটিল এবং দুঃসাহসিক পরিকল্পনা তৈরি করার। অ-মদ্যপ লোকেরা প্রায়শই পরিমিত পরিমাণে এবং খুব কমই একা মদ্যপান করত। অতিথিদের আগমনের আগেই খুওয়াইলিদ মাতাল হয়ে পড়েছিল।

এখন, কেন এটা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ? কারণ খাদিজা সহ-নির্ভরশীল ছিলেন এই তত্ত্বের সমর্থনে এটি আরেকটি ধাঁধার অংশ। মদ্যপদের সন্তানরা প্রায়শই সহ-নির্ভরশীলতা গড়ে তোলে।

খাদিজার বাবা তার প্রতি অতিরিক্ত রক্ষণশীল ছিলেন এবং তার প্রতি তার উচ্চ প্রত্যাশা ছিল। একজন সাধারণ পুরুষের সাথে তার ৪০ বছর বয়সী মেয়ের বিবাহের প্রতি তার প্রতিক্রিয়া এবং "মক্কার শ্রেষ্ঠ পুরুষরা তোমাকে চেয়েছিল এবং আমি রাজি হইনি" এই উক্তি থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে খাদিজা ছিলেন তার চোখের মণি। খুওয়াইলিদের আরও কিছু সন্তান ছিল, যার মধ্যে কয়েকটি পুত্রও ছিল, কিন্তু এই কন্যাই ছিল তার গর্ব এবং আনন্দ। তিনিই ছিলেন বসন্তে তার একমাত্র সফল সফলতা। এই সময়ে খাদিজা ছিলেন মক্কার সবচেয়ে ধনী মহিলা।

যেসব শিশু তাদের অভাবী বাবা-মায়ের দ্বারা সম্মানিত হয়, তারা তাদের ছায়ায় বেড়ে ওঠে। তাদের প্রায়শই সহ-নির্ভরশীলতা ব্যক্তিত্বের ব্যাধি দেখা দেয়। তারা তাদের বাবা (অথবা মা) এর প্রতি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং বাইরের লোকদের চোখে তাদের বাবা-মাকে ভালো দেখানোর পেছনে তাদের নিজস্ব ভূমিকা দেখতে পায়। তারা

"আশ্চর্য" বলে আশা করা হচ্ছে। তারা সেই প্রত্যাশা পূরণ করার চেষ্টা করে এবং তাদের বাবা–মাকে হতাশ না করে।

ভালো পারফর্মেন্সের ক্রমাগত চাহিদার কারণে, শিশুটি তার নিজস্ব স্বাধীন ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে অক্ষম হয়ে পড়ে। সে তার পরিপূর্ণতাবাদী এবং আত্মকেন্দ্রিক পিতামাতার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তার পরিপূর্ণতা খোঁজে। সে তার পরিচয়ের জন্য ভালোবাসা অনুভব করে না, বরং সে কীভাবে কাজ করে তার জন্য ভালোবাসা অনুভব করে। মদ্যপ পিতামাতা তার সন্তানদের উপর তার নিজস্ব আবেগগত বোঝা চাপিয়ে দেয়, বিশেষ করে যাদের সম্ভাবনা বেশি তাদের উপর। সে আশা করে যে সে সবকিছুতে পারদর্শী হবে এবং তার নিজের ব্যর্থতা পূরণ করবে।

সহ–নির্ভরশীলরা স্বাভাবিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ সম্পর্কের মধ্যে পরিপূর্ণতা এবং সুখ খুঁজে পায় না, যা কেবল সমানদের মধ্যেই ঘটতে পারে। কেবলমাত্র যত্নশীল এবং আনন্দিত ব্যক্তিদের ক্ষমতার মাধ্যমেই তারা তাদের ভারসাম্য খুঁজে পেতে পারে। একজন সহ–নির্ভরশীলের জন্য "নিখুঁত" মিল হল একজন অভাবী নার্সিসিস্ট।

খাদিজা তার সফল এবং পরিণত প্রেমিকদের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং একজন দরিদ্র যুবকের প্রেমে পড়েছিলেন যিনি মানসিক এবং আর্থিকভাবে উভয় দিক থেকেই অভাবী ছিলেন। সহ–নির্ভরশীলরা প্রেমকে করুণার সাথে গুলিয়ে ফেলেন। তাদের এমন লোকদের ভালোবাসার প্রবণতা রয়েছে যাদের প্রতি তাদের করুণা করা উচিত এবং উদ্ধার করা উচিত।

ভাকনিন সহ–নির্ভরতার পরিবর্তে "উল্টানো নার্সিসিজম" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সহ–নির্ভরশীল–নার্সিসিস্ট সম্পর্ক সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তা এখানে। "উল্টানো নার্সিসিস্ট কেবল তখনই সত্যিকার অর্থে কিছু অনুভব করতে পারে যখন সে অন্য একজন নার্সিসিস্টের সাথে সম্পর্কে থাকে। উল্টানো নার্সিসিস্ট শুরু থেকেই শর্তযুক্ত এবং প্রোগ্রাম করা হয় নার্সিসিস্টের নিখুঁত সঙ্গী হওয়ার জন্য – তাদের অহংকারকে পুষ্ট করার জন্য, সম্পূর্ণরূপে তাদের সম্প্রসারণ হওয়ার জন্য, কেবল প্রশংসা এবং প্রশংসা খোঁজার জন্য যদি এটি নার্সিসিস্টের কাছে আরও বেশি প্রশংসা এবং প্রশংসা নিয়ে আসে।"[১৩৯]

এই কারণেই খাদিজার মতো একজন সফল ও সুন্দরী মহিলা একজন অভাবী যুবকের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবেন, যেমন

মুহাম্মদ। যদিও উল্টো নার্সিসিস্টরা তাদের ক্যারিয়ারে সফল হওয়ার প্রবণতা রাখে, তাদের সম্পর্ক প্রায়শই অস্বাস্থ্যকর হয়। ভাকনিন স্পষ্ট করে বলেন যে:

> একটি প্রাথমিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, উল্টো নার্সিসিস্ট পিতামাতা–সন্তানের সম্পর্ক পুনরায় তৈরি করার চেষ্টা করে। ইনভার্ট নার্সিসিস্টের কাছে তার নিজস্ব মহিমা প্রতিফলিত করার মাধ্যমে সাফল্য লাভ করে এবং এর ফলে ইনভার্ট তার নিজস্ব নার্সিসিস্টিক সাপ্লাই (তাদের সেকেন্ডারি নার্সিসিস্টিক সাপ্লাইয়ের জন্য ইনভার্টের উপর নার্সিসিস্টের নির্ভরতা) অর্জন করে। সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ বোধ করার জন্য, ইনভার্টকে একজন নার্সিসিস্টের সাথে এই ধরণের সম্পর্ক রাখতে হবে। ইনভার্ট যতদূর সম্ভব নিশ্চিত করবে যে নার্সিসিস্ট সুখী, যত্নশীল, যথাযথভাবে আদরিত, যেমনটি সে মনে করে যে নার্সিসিস্টের অধিকার। ইনভার্ট তার নার্সিসিস্টকে মহিমান্বিত করে, তাকে একটি আসনে বসায়, যেকোনো সময় এবং সব আত্মকেন্দ্রিক অবমূল্যায়ন সঙ্গে শান্ত সমীকরণশত্রুতা, নার্সিসিস্টের স্পষ্ট অপমান থেকে অদৃশ্য.[১৪০]

মুহাম্মদ এবং খাদিজার বিয়ে স্বর্গে সম্পন্ন হয়েছিল (কোনও শ্লেষের উদ্দেশ্যে নয়)। মুহাম্মদ ছিলেন একজন আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি যিনি ক্রমাগত প্রশংসা, মনোযোগ এবং প্রশংসা কামনা করতেন। তিনি দরিদ্র এবং মানসিকভাবে অভাবী ছিলেন। তিনি একজন প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন, কিন্তু তার ভেতরের শিশুটি এখনও মনোযোগের জন্য আকুল ছিল। তার প্রয়োজন ছিল এমন কারোর যে তার যত্ন নেবে, তার ভরণপোষণ করবে – এমন কেউ যে তাকে শোষণ করবে এবং নির্যাতন করবে, যেমন একটি শিশু তার মাকে শোষণ এবং নির্যাতন করে।

একজন মা এবং তার শিশুর মধ্যে সম্পর্ক হলো আত্মকেন্দ্রিক–সহ–নির্ভরশীল সম্পর্ক। একজন মা তার সন্তানের উপর আবেগগতভাবে সহ–নির্ভরশীল, এবং শিশুরা স্বভাবতই আত্মকেন্দ্রিক। সে তাদের সমস্ত নির্যাতন আনন্দের সাথে সহ্য করে। এটি স্বাস্থ্যকর এবং স্বাভাবিক। কিন্তু যখন এই গতিশীলতা দুটি প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে থাকে তখন এটি স্বাস্থ্যকর নয়।

শৈশবেই নার্সিসিস্টের মানসিক পরিপক্কতা স্থবির হয়ে যায়। তার শিশুসুলভ চাহিদা কখনোই পূরণ হয় না। সে ক্রমাগত সেই শিশুসুলভ চাহিদা পূরণের চেষ্টা করে।

যদি শৈশবে শিশুদের আত্মকেন্দ্রিক চাহিদা পূরণ না হয়, তাহলে তাদের মানসিক পরিপক্কতা সেই পর্যায়েই থেমে যায়। প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায়, তারা শৈশবে যে মনোযোগ হারিয়ে ফেলেছিল তা খোঁজে। তারা অন্যদের, তাদের সঙ্গীদের এমনকি তাদের সন্তানদের উপরও আবেগগতভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

মুহাম্মদের ভালোবাসার প্রয়োজন তিনি অনেকবার প্রকাশ করেছেন। ইবনে সা'দ তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, কুরাইশ পরিবারগুলো আমার সাথে সম্পর্কিত এবং আমি যে বার্তা তাদের কাছে নিয়ে আসছি তার জন্য যদি তারা আমাকে ভালো নাও বাসে, তবুও তাদের সাথে আমার আত্মীয়তার কারণে তাদের আমাকে ভালোবাসতে হবে।[141] কুরআনে তিনি বলেছেন: "আমি এর জন্য তোমাদের কাছে নিকটাত্মীয়দের ভালোবাসা ছাড়া আর কোন প্রতিদান চাই না।"[142] এই শব্দগুলো ভালোবাসা এবং মনোযোগ আকাঙ্ক্ষী একজনের মরিয়া আর্তনাদ।

বুখারীতে বলা হয়েছে, নবী (সাঃ) উমরের হাত ধরে ছিলেন। 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার কাছে আমার নিজের জীবন ছাড়া সবকিছুর চেয়েও বেশি প্রিয়।' নবী (সাঃ) বললেন, 'না, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম, যতক্ষণ না আমি তোমার কাছে তোমার নিজের চেয়েও বেশি প্রিয় হই, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি ঈমানদার হতে পারবে না।' তখন উমর বললেন, 'কিন্তু এখন, আল্লাহর কসম, তুমি আমার কাছে আমার নিজের জীবনের চেয়েও বেশি প্রিয়।' নবী (সাঃ) বললেন, 'এখন, ওমর, তুমি একজন মুমিন।'[143]

অন্যদিকে, খাদিজা ছিলেন একজন উল্টো নার্সিসিস্ট, যার একজন যত্নশীল হিসেবে তার নিজের কল্পনা পূরণের জন্য কাউকে প্রয়োজন ছিল। সহ–নির্ভরশীল ব্যক্তি কেবল সুযোগ নেওয়ায় আপত্তি করেন না, তিনি আসলে এটি উপভোগ করেন।

ভাকনিন লিখেছেন: "একজন উল্টো নার্সিসিস্ট প্রাথমিক নার্সিসিস্টকে খায় এবং এটিই তার নার্সিসিস্টিক সরবরাহ। সুতরাং এই দুটি টাইপোলজি মূলত একটি স্ব–সমর্থক, সিম্বিওটিক সিস্টেমে পরিণত হতে পারে। বাস্তবে, নার্সিসিস্ট এবং

এই কাজটিকে একটি সফল দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য, উল্টো নার্সিসিস্টদের এই সম্পর্কের গতিশীলতা সম্পর্কে ভালভাবে সচেতন থাকতে হবে।"[144]

মনোবিজ্ঞানী ডঃ ফ্লোরেন্স ডব্লিউ. ক্যাসলো, এই সিম্বিওসিস ব্যাখ্যা করে বলেন যে উভয় পক্ষেরই ব্যক্তিত্বের ব্যাধি (PD) আছে – কিন্তু বর্ণালীর বিপরীত প্রান্তে। "তাদের একে অপরের প্রতি মারাত্মক আকর্ষণ আছে বলে মনে হয় কারণ তাদের ব্যক্তিত্বের ধরণগুলি পরিপূরক এবং পারস্পরিক – যা একটি কারণ, যদি তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়, তবে তারা তাদের পূর্ববর্তী সঙ্গীর মতো কারো প্রতি বারবার আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।"[145]

মুহাম্মদ এবং খাদিজার মধ্যে সহাবস্থানিক সম্পর্ক পরিপূর্ণভাবে কাজ করেছিল। তাকে আর কাজ বা অর্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়নি এবং তার দিনগুলো তার উর্বর কল্পনার গুহা এবং প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতেন, সেই সুখী রাজ্যে যেখানে তাকে ভালোবাসা, প্রশংসা এবং সম্মান করা হত। খাদিজা তার প্রতি এবং তার চাহিদা পূরণে এতটাই মগ্ন হয়ে পড়েন যে তিনি তার ব্যবসাকে অবহেলা করেন এবং তার সমৃদ্ধ ব্যবসা হ্রাস পায় এবং তার সম্পদ উধাও হয়ে যায়। তার ছোট সন্তানের জন্মের সময় তার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর ছিল। তার স্বামী বেশিরভাগ সময় দূরে থাকাকালীন তিনি বাড়িতে থাকতেন, মানসিক এবং শারীরিকভাবে নির্জন ছিলেন।

ভাকনিনের মতে, "একজন উল্টো নার্সিসিস্ট তার আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিঃস্বার্থ, ত্যাগী, এমনকি অস্পষ্ট এবং যেকোনো মূল্যে অন্যদের সাহায্য এড়িয়ে চলে। সে কেবল তখনই অন্যদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে যখন তাকে সাহায্য করার জন্য অস্বাভাবিক প্রচেষ্টা, সমর্থন এবং দান করতে দেখা যায়।"[146]

ভাকনিন সহ-নির্ভরশীলদের সংজ্ঞায়িত করেছেন "যারা তাদের মানসিক তৃপ্তি এবং অহংকার বা দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের জন্য অন্যদের উপর নির্ভর করে। তারা অভাবী, দাবিদার, বশ্যতা স্বীকারকারী, ভয় পরিত্যাগকারী, আঁকড়ে থাকা এবং অপরিণত আচরণ প্রদর্শন করে"।

তাদের সঙ্গী বা সঙ্গীর সাথে 'সম্পর্ক' বজায় রাখার জন্য তাদের প্রচেষ্টা, যার উপর তারা নির্ভর করে।"[147]

"কোডিপেন্ডেন্ট নো মোর" বইয়ের লেখক মেলোডি বিটি বলেন যে সহ-নির্ভরশীলরা অবচেতনভাবে সমস্যাগ্রস্ত সঙ্গীদের বেছে নেয় যাতে তারা উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে, তাদের প্রয়োজন হতে পারে এবং তারা পরিপূর্ণ বোধ করতে পারে।

একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি মুহাম্মদের অদ্ভুত অভিজ্ঞতাকে মনোরোগ বা "ভূত-পীড়ন" হিসেবে ব্যাখ্যা করতেন, যেমনটি তারা তখন বলত। মুহাম্মদ নিজেই ভেবেছিলেন যে তিনি একজন কাহিন (যাদুকর) বা ভূতগ্রস্ত হয়ে গেছেন। মক্কার জ্ঞানী লোকেরা ভেবেছিলেন যে তিনি একজন মাজনুন (জ্বিন / পাগল দ্বারা আচ্ছন্ন) হয়ে গেছেন। কিন্তু খাদিজার পক্ষে এই ধরনের চিন্তাভাবনা সহ্য করা খুব কঠিন ছিল, যিনি তার স্বামীর চাহিদা পূরণে তার সন্তুষ্টি এবং সুখ খুঁজতেন। তাকে যেকোনো মূল্যে তার নার্সিসিস্টের সাথে আঁকড়ে থাকতে হয়েছিল। একজন সহ-নির্ভরশীল হিসেবে, খাদিজা হস্তক্ষেপ করার, সাহায্য করার, পরামর্শ দেওয়ার এবং তার নার্সিসিস্টিক সরবরাহের উৎস উদ্ধার করার তাগিদ অনুভব করেছিলেন।

খাদিজাকে 'বিপরীত সহ-নির্ভরশীল' হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। ভাকনিন বলেন, "বিপরীত সহ-নির্ভরশীলরা অন্যদের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকে। তারা তাদের নির্বাচিত লক্ষ্য অর্জনে গর্ব করার জন্য নিজেদের 'ত্যাগ' করে। তারা প্রতিফলিত আলো, দ্বিতীয় হাতের প্রশংসা এবং উদ্ভূত সাফল্যের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। তাদের কোনও ব্যক্তিগত ইতিহাস নেই, তারা তাদের ইচ্ছা, পছন্দ এবং স্বপ্ন অন্যের পক্ষে স্থগিত করে রেখেছে।"[148]

নার্সিসিস্ট প্রায়শই তার চারপাশের লোকেদের কাছ থেকে ত্যাগ দাবি করে এবং আশা করে যে তারা তার সহ-নির্ভরশীল হবে। তারা নৈতিক নিয়মেরও ঊর্ধ্বে বাস করে। তারা কোনও নীতি বা নিয়ম মেনে চলাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। সহ-নির্ভরশীল ব্যক্তি মেনে চলতে অনেক বেশি আগ্রহী।

একজন নার্সিসিস্টের ঘটনা

জন ডি রুইটার কানাডার আলবার্টার একজন স্বঘোষিত মশীহ। তার অনুসারীরা তাকে ঈশ্বরের মতো পূজা করে। "একদিন আমরা রান্নাঘরে বসে সিগারেট টানছিলাম," ডি রুইটারের ১৮ বছর ধরে বিচ্ছিন্ন স্ত্রী জয়েস এক সাক্ষাৎকারে বলেন। "তিনি আমার 'মৃত্যু' নিয়ে কথা বলছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে আমি অনেক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গিয়েছি, যা ভালো ছিল। আমি জীবনের পঁচানব্বই শতাংশ ছেড়ে দিয়েছিলাম যা আমাকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে আমি নিজেকে পুরোপুরি ছেড়ে দিচ্ছি না। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আমার চূড়ান্ত মৃত্যু হবে যদি তিনি আরও দুটি স্ত্রী গ্রহণ করেন।" জয়েস বলেছিলেন যে তিনি ভেবেছিলেন তিনি মজা করছেন। তিনি তা করেননি। তিনি দ্বিতীয়বার বিষয়টি তুলে ধরেন এবং জয়েসকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি কি মনে করেন তার তিন স্ত্রী একই বাড়িতে থাকতে পারবেন?[149]

সৌভাগ্যবশত, জয়েস এতটা অপমান মেনে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট সহ-নির্ভরশীল ছিলেন না এবং তার অধঃপতিত নার্সিসিস্ট স্বামীকে ছেড়ে চলে যান। একজন সত্যিকারের সহ-নির্ভরশীল তার নার্সিসিস্টকে সন্তুষ্ট করার জন্য যেকোনো কিছু করতে পারেন। একজন সহ-নির্ভরশীল এবং তার নার্সিসিস্টের সম্পর্ক হল স্যাডোমাসোকিজম।

মানবজাতির দুর্ভাগ্যবশত, খাদিজা ছিলেন একজন প্রকৃত সহ-নির্ভরশীল ব্যক্তি যিনি তার প্রিয় নার্সিসিস্টের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনিই মুহাম্মদকে তার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেছিলেন এবং তাকে সেই দিকে উৎসাহিত করেছিলেন। যখন মুহাম্মদের মৃগীরোগ বন্ধ হয়ে যায়, খাদিজা হতাশ হন। ইবনে ইসহাক লিখেছেন: "এর পরে, জিব্রাইল কিছুক্ষণের জন্য তার কাছে আসেননি এবং খাদিজা বলেন, 'আমি মনে করি আপনার প্রভু অবশ্যই আপনাকে ঘৃণা করবেন।'"[১৫০] এটি তার নার্সিসিস্টকে নবী হওয়ার জন্য তার আগ্রহ প্রকাশ করে।

খাদিজা জীবিত থাকাকালীন মুহাম্মদ অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি। তিনি খাদিজার টাকায় এবং তার ঘরেই জীবনযাপন করতেন। অধিকন্তু, মক্কার অধিকাংশ লোক তাকে উপহাস করত। তাকে পাগল বলা হত। খাদিজার নিজস্ব টাকা থাকলেও কেউ তাকে বিয়ে করত না এবং খাদিজা কোন সমস্যায় না পড়তেন। মক্কায় তার অনুসারী ছিল মুষ্টিমেয় কিশোরী এবং দাস।

তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন মহিলা ছিলেন। কেউই তার বিবাহের যোগ্য ছিলেন না। যদি খাদিজা মুহাম্মদের ক্ষমতায় আরোহণ দেখার জন্য বেঁচে থাকতেন, তাহলে সম্ভবত তাকে তার স্বামীর অস্থিরতা এবং তাকে আরও কম বয়সী এবং সুন্দরী মহিলাদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার অপমান সহ্য করতে হত।

তার মৃত্যুর পর, মুহাম্মদ আর কখনও তার মানসিক চাহিদা পূরণের জন্য তার মতো অন্য কোন সহ-নির্ভরশীল ব্যক্তি খুঁজে পাননি। পরিবর্তে, তিনি একজন যৌন প্রজাপতিতে পরিণত হন। তার স্ত্রীর মৃত্যুর এক মাস পর, তিনি তার অনুগত অনুসারী আবু বকরকে তার ছয় বছর বয়সী মেয়ে আয়েশার সাথে বাগদান করাতে রাজি করান। আবু বকর তাকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেন, বলেন, "কিন্তু আমরা ভাই।" মুহাম্মদ তাকে আশ্বস্ত করেন যে তারা কেবল বিশ্বাসে ভাই এবং সেই ছোট মেয়ের সাথে তার বিবাহ ঠিক আছে।[151]

তিনি আবু বকরকে আরও বলেন যে, তাকে দু'বার স্বপ্নে আয়েশা দেখানো হয়েছিল, যেখানে তিনি একজন ফেরেশতাকে রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে বহন করতে দেখেছিলেন। "আমি (মনে মনে) বললাম, 'যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তাহলে এটা অবশ্যই ঘটবে।'"[152]

এখন আবু বকরের সামনে দুটি বিকল্প ছিল: মুহাম্মদকে ছেড়ে দেওয়া, যার জন্য তিনি এত ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, তাকে নিন্দা করা, তাকে মিথ্যাবাদী বলা এবং তার লোকদের কাছে ফিরে যাওয়া এবং স্বীকার করা যে তিনি বোকা ছিলেন, অথবা তিনি যা চেয়েছিলেন তাই করা। এটি প্রায়শই ধর্মপ্রাণদের কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আবু বকর তার বাড়ির পিছনের উঠোনে একটি মসজিদও তৈরি করেছিলেন। মুহাম্মদের কথিত নাজিল হওয়া আয়াতগুলি আবৃত্তি করার সময় তিনি প্রায়শই কাঁদতেন। এই পর্যায়ে তাকে নিন্দা করা সহজ ছিল না। ধর্মপ্রাণরা ফাঁদে পড়ে গেছে। তারা প্রায়শই এত ত্যাগ স্বীকার করেছে যে তাদের জন্য ফিরে যাওয়া আত্মসমর্পণের চেয়ে বেশি বেদনাদায়ক।

ভাকনিন তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের কাল্টিস্টদের উপর নার্সিসিস্টদের প্রভাব বর্ণনা করেছেন: "আমি তোমার মুখের সামনে মিথ্যা বলি, কোনও ঝাঁকুনি বা টুইটার ছাড়াই, এবং তুমি এ ব্যাপারে একেবারেই কিছুই করতে পারো না। আসলে, আমার মিথ্যা মোটেও মিথ্যা নয়। এগুলো সত্য, আমার সত্য। আর তুমি এগুলো বিশ্বাস করো, কারণ তুমি করো, কারণ তারা করে।"

"শুনতে পারো না বা মিথ্যা মনে করো না, কারণ অন্যথা করলে তোমার নিজের বিবেক নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, যা তুমি করার প্রবণতা রাখো, কারণ আমাদের সম্পর্কের শুরু থেকেই তুমি আমার উপর আস্থা ও আশা রেখেছো, আমার কাছ থেকে এবং আমার সাথে তোমার মেলামেশা থেকে তোমার শক্তি, দিকনির্দেশনা, স্থিতিশীলতা এবং আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছো। তাহলে আমার দেওয়া নিরাপদ আশ্রয়ের যদি কোনও মূল্য থাকে তাহলে সমস্যা কী? অবশ্যই আমি এর যোগ্য এবং তারপরে কিছু।"[153]

বব লারসন লিখেছেন: "সংস্কৃতির নেতারা জানেন যে একবার একজন দীক্ষিত ব্যক্তি তাদের নির্দিষ্ট বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের জন্য পুনর্নির্মিত হয়ে গেলে এবং যখনই তিনি অর্থপূর্ণ স্বত্বের অনুভূতি অনুভব করেন, তখনই তার মন যেকোনো শিক্ষা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবে, যার মধ্যে এই বিশ্বাসও অন্তর্ভুক্ত থাকবে যে নেতা ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করেন।"[154]

আবু বকর মুহাম্মদকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য আরও তিন বছর অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেন। মুহাম্মদ রাজি হন এবং এরই মধ্যে, তিনি কয়েকদিন পরে তার এক অনুসারীর বিধবা স্ত্রী সাওদাকে বিয়ে করেন।

মুহাম্মদ অসংখ্য নারী নিয়ে একটি হারেম তৈরি করেছিলেন। তিনি খাদিজার ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য প্রচুর যুবতী নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি তার স্ত্রী এবং উপপত্নীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকেন, কিন্তু খাদিজার মতো কেউই তার মানসিক চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। তার ভেতরের সন্তানের যত্ন নেওয়ার জন্য একজন মায়ের প্রয়োজন ছিল, যা তার কিশোরী স্ত্রীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, এমন একজন পুরুষের জন্য যিনি তাদের দাদা হতে পারতেন।

মুহাম্মদের নিজের ধর্মে বিশ্বাস

ছোটবেলা থেকেই মুহাম্মদ ওকাজের বার্ষিক মেলায় যোগ দিতেন, যেখানে সমগ্র আরবের মানুষ ব্যবসা–বাণিজ্য এবং আনন্দের জন্য মিলিত হতেন। খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকরা বাইবেলের গল্প পড়তেন।

নবীরা তাদের মুগ্ধ শ্রোতাদের এবং অন্যান্য গল্পকারদের কাছে রাজাদের কিংবদন্তি বর্ণনা করতেন। মুহাম্মদ সেই গল্পগুলিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ভালোবাসা এবং সম্মান পাওয়ার চিন্তাই ছিল তার তরুণ মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। "একজন নবী এবং সম্ভবত একজন রাজা হওয়া কতই না ভালো হত, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং ভয় পাওয়া!" গল্পগুলি শোনার সময় তিনি নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন। এখন, তার স্ত্রী তাকে আশ্বস্ত করছিলেন যে তিনি একজন নবী হয়ে গেছেন এবং তার কল্পনা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। মনে হচ্ছিল ঈশ্বর অবশেষে তার প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন, তাকে সকলের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছেন এবং মানুষকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানাতে তাকে উত্থিত করেছেন।

সামান্যতম সন্দেহ থাকলেই তুমি অনুসারীদের আকর্ষণ করতে পারবে না। মুহাম্মদ তাঁর লক্ষ্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল মহৎ। প্রকৃতপক্ষে, এই মহৎ চিন্তাভাবনা এবং সীমাহীন সাফল্যের প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাসই তাঁর অনুসারীদের তাঁর উদ্দেশ্যে উত্থান এবং সমর্থন করতে, যুদ্ধ করতে, হত্যা করতে, লুটপাট করতে এবং হত্যা করতে, এমনকি তাদের নিজস্ব পিতাদেরও, উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি নিজেকে বিশেষ এবং ব্যতিক্রমী সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারী বলে মনে করতেন।

তিনি ছিলেন কৌশলী এবং শোষণপ্রিয়। ব্যক্তিগতভাবে একটিও যুদ্ধ না করেই তিনি তার সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। অন্যান্য পার্থিব পুরস্কার এবং অসীম আনন্দের স্বর্গের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তিনি অন্যদেরকে তার পক্ষে লড়াই করতে, তার উদ্দেশ্যে তাদের সম্পদ ব্যয় করতে, তাদের জীবন উৎসর্গ করতে, তাকে ধনী করতে এবং ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছাতে বাধ্য করেছিলেন।

নার্সিসিস্টরা মিথ্যার উপর ওস্তাদ। হাস্যকরভাবে, তারা নিজেরাই তাদের নিজস্ব প্রতারণার প্রথম শিকার। তারা তাদের অসহনীয় দুর্বল আত্ম-চিত্রের ক্ষতিপূরণ দেয় তাদের অহংকারকে মহত্ত্ব দিয়ে স্ফীত করে। তারা নিজেদেরকে অস্বীকারের দেয়ালে ঘেরা বিশাল মহত্ত্বের চকচকে ছবিতে পরিণত করে। এই আত্ম-প্রতারণার মাধ্যমে তারা বাহ্যিক সমালোচনা এবং সন্দেহের উত্তাল সমুদ্রের কাছে অদৃশ্য হয়ে যায়। নার্সিসিস্টরা প্যাথলজিক্যাল মিথ্যাবাদী, যদিও তারা তাদের নিজস্ব মিথ্যায় বিশ্বাস করে। তাই

তাদের তাসের ঘরটি অনিশ্চিত যে তারা কোনও মতবিরোধ সহ্য করতে পারে না।

ভাকনিন বলেন, “একজন নার্সিসিস্ট সর্বদা উত্তেজনা এবং নাটকের পিছনে ছুটতে থাকে যার উদ্দেশ্য তার সর্বব্যাপী একঘেয়েমি এবং বিষণ্ণতা দূর করা। বলা বাহুল্য, এই সাধনা এবং এর লক্ষ্য উভয়ই নার্সিসিস্টের তার (মিথ্যা) সত্ত্বা সম্পর্কে যে বিশাল দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তার সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ হতে হবে। এগুলি অবশ্যই তার স্বতন্ত্রতা এবং অধিকার সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।”[155]

এটি মুহাম্মদের অবিরাম যুদ্ধের ব্যাখ্যা দেয়। নাটক, অ্যাড্রেনালিনের তীব্র স্রোত এবং উত্তেজনা ছিল তার আত্মকেন্দ্রিকতার উৎস। তবে, এক অর্থে তিনি ছিলেন "সৎ"। আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিই প্রথম তার নিজের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।

ভাকনিন ব্যাখ্যা করেন: “অবশ্যই, বাস্তবতার উপর নার্সিসিস্টদের দখল দুর্বল (নার্সিসিস্টরা কখনও কখনও বাস্তবতার পরীক্ষায় ব্যর্থ হন)। স্বীকার করতেই হবে যে, নার্সিসিস্টরা প্রায়শই তাদের নিজস্ব বিভ্রান্তিতে বিশ্বাস করে বলে মনে হয়। তারা তাদের আত্ম-ভ্রান্তির রোগগত প্রকৃতি এবং উৎপত্তি সম্পর্কে অবগত নয় এবং তাই, প্রযুক্তিগতভাবে বিভ্রান্তিকর (যদিও তারা খুব কমই হ্যালুসিনেশন, অসংগঠিত বক্তৃতা, বা অসংগঠিত বা ক্যাটাটোনিক আচরণ থেকে বেঁচে থাকে)। শব্দের কঠোরতম অর্থে, নার্সিসিস্টরা মানসিক রোগে আক্রান্ত বলে মনে হয়।”[156]

তিনি বলেন, যদিও নার্সিসিস্টরা আত্মপ্রতারণা বা এমনকি মারাত্মক বিকৃত শিল্পে পারদর্শী, "সাধারণত তারা সত্য এবং মিথ্যা, বাস্তব এবং কাল্পনিক, উদ্ভাবিত এবং বিদ্যমান, সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন। নার্সিসিস্ট সচেতনভাবে ঘটনার একটি সংস্করণ গ্রহণ করতে বেছে নেয়, একটি বৃহৎ আখ্যান, একটি রূপকথার অস্তিত্ব, একটি 'যদি-কি-হয়' বিপরীত বাস্তব জীবন। সে তার ব্যক্তিগত মিথের প্রতি আবেগগতভাবে নিযুক্ত থাকে। নার্সিসিস্ট বাস্তবের চেয়ে কল্পকাহিনী হিসাবে বেশি ভালো বোধ করে – কিন্তু সে কখনও এই সত্যটি ভুলে যায় না যে এটি সবই কেবল কল্পকাহিনী। নার্সিসিস্ট তার ক্ষমতার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখে, তার ...

"বিকল্প, এবং লক্ষ্য–ভিত্তিক। তার আচরণ ইচ্ছাকৃত এবং দিকনির্দেশনামূলক। সে একজন কৌশলী, এবং তার বিভ্রান্তি তার কৌশলের সেবায়। তাই তার গিরগিটির মতো ছদ্মবেশ, তার আচরণ এবং তার বিশ্বাসকে এক পয়সার উপর পরিবর্তন করার ক্ষমতা... নার্সিসিস্ট তার নিকটতম এবং প্রিয়জনকে তার ভ্রান্ত মিথ্যা আত্মকে ইতিবাচকভাবে শক্তিশালী করার জন্য শর্তযুক্ত করার চেষ্টা করে।"[157] মুহাম্মদের ক্ষেত্রে, খাদিজা সেই ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এটা বোঝা কিছুটা কঠিন। একদিকে, ভাকনিন বলেন যে নার্সিসিস্ট কখনই এই সত্যটি ভুলে যান না যে এটি তার সমস্ত কল্পকাহিনী, এবং অন্যদিকে, তিনি বলেন যে বাস্তবতার উপর নার্সিসিস্টের দখল দুর্বল এবং প্রায়শই তিনি তার বিভ্রান্তিতে বিশ্বাস করেন। যদিও এই দুটি বিবৃতি সাধারণ মানুষের জন্য একটি যৌক্তিক দ্বিধা উপস্থাপন করে, তবে উভয়ই নার্সিসিস্টদের ক্ষেত্রে সত্য যারা মিথ্যা বলে এবং তারপর সেই মিথ্যাগুলিকে নিজেদেরকে নিশ্চিত করে, যেন তারা পরম সত্য, এবং যারা যখনই তাদের পছন্দ হয় তখন তাদের বর্ণনা পরিবর্তন করে।

আমরা সাধারণত বিশ্বাস করি যে হয় একজন ব্যক্তি পাগল, নয়তো সে মিথ্যাবাদী এবং দুটোই একে অপরের থেকে আলাদা। এটা সত্য নয়। প্রায়শই অপরাধীরা শাস্তি এড়াতে পাগলামির আবেদন করে। আদালত এমনকি অনেক মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদারও এই প্রতারণার ফাঁদে পড়েছেন। এই বোকামি অযৌক্তিক পর্যায়ে পৌঁছেছে। ৫৮ বছর বয়সী জেমস প্যাসেনজা, যিনি কর্মক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কদের ইন্টারনেট চ্যাট–রুমে সময় কাটানোর জন্য চাকরিচ্যুত হয়েছিলেন, তিনি তার নিয়োগকর্তার (আইবিএম) বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত হওয়ার জন্য মামলা করেন, দাবি করেন যে তিনি অনলাইন চ্যাট–রুমে আসক্ত এবং আইবিএমের উচিত ছিল তাকে চাকরিচ্যুত করার পরিবর্তে সহানুভূতি এবং চিকিৎসা প্রদান করা। তাকে ৫,০০০,০০০ ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল।[158]

সত্য হলো, নার্সিসিস্টরা তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। নিউ ইয়র্কের সিরিয়াল কিলার ডেভিড বারকোভিটজ, যিনি নিজেকে "স্যামের পুত্র" বলে অভিহিত করেছিলেন, তিনি মৃত্যুদণ্ড থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন কারণ তার অপরাধ এতটাই ভয়াবহ এবং অর্থহীন ছিল যে সবাই ভেবেছিল যে সে পাগল এবং তাই তার কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী নয়। আসলে সে জানত সে কী করছে। একজন নার্সিসিস্ট হিসেবে, সে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিল এবং চলে গিয়েছিল।

সূত্র খুঁজে বের করতে হবে। মামলা ঘিরে থাকা সমস্ত সেলিব্রিটি মর্যাদা পুনরুদ্ধারের উচ্ছ্বাস তার কাছে তার স্বাধীনতার চেয়ে বেশি অনুপ্রেরণাদায়ক ছিল। খ্যাতির গৌরবে আনন্দিত হওয়ার সুযোগটি সে হাতছাড়া করতে পারেনি। বার্কোভিটজ যা করেছিলেন তা সাইকোপ্যাথিক নার্সিসিস্টিক পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যখন তাকে ধরা পড়ে কারাগারে আটক করা হয়, তখন সে একজন নতুন জন্মগ্রহণকারী খ্রিস্টান হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কেন সে আগে এটি করেনি? কারাগারে তার কি মানসিক অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল? না! সে কেবল সেই মনোযোগ আকর্ষণ করার কৌশল পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেয় যা সে এত তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষিত ছিল। কারাগারে, এটি করার একমাত্র উপায় ছিল ধার্মিকতার ভান করা। নার্সিসিস্ট হল একটি গিরগিটি। সে অন্যদের উপর নজর রাখে কোনটি বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে তা দেখার জন্য এবং তারপর সেই অনুযায়ী কাজ করে।

নার্সিসিস্টরা তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সচেতন। তারা সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য জানে। তারা মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং এটি পাওয়ার জন্য যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত। যদি তারা সিরিয়াল কিলার হয়ে তা পেতে পারে, তবে তারা সিরিয়াল কিলার হয়ে যায়; এবং যদি তারা ধার্মিক হয়ে তা পেতে পারে, তবে তারা তাই হয়ে ওঠে।

একজন সিরিয়াল কিলার তার শিকারের উপর ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে যে "উচ্চতা" অর্জন করে তাতে আসক্ত। আমরা তাকে অনেকাংশে ধূমপায়ী ব্যক্তির সাথে তুলনা করতে পারি। ধূমপায়ী এবং হত্যাকারী উভয়ই জানে যে তারা যা করে তা ভুল। তবুও তাদের ইচ্ছাশক্তির চেয়ে তাদের আকাঙ্ক্ষা শক্তিশালী এবং তারা তাদের আকাঙ্ক্ষার কাছে নতি স্বীকার করে। ধূমপায়ী ধীরে ধীরে নিজেকে হত্যা করে, একের পর এক সিগারেট, এবং সিরিয়াল কিলার অন্যদের হত্যা করে। একজন ধূমপায়ী যখন জানে যে নিকোটিন তাকে হত্যা করে তখন কেন সে থামে না? কারণ সে এর প্রতি আসক্ত। একইভাবে, নার্সিসিস্ট সাইকোপ্যাথ অ্যাড্রেনালিনের তীব্রতা এবং দেবতা হওয়ার উত্তেজনায় আসক্ত।

নার্সিসিস্টরা জানে যে তারা যা করে তা ভুল কারণ তারা এর শিকার হতে পছন্দ করে না। মুহাম্মদ গ্রামে গ্রামে হামলা চালাত; এবং নিরস্ত্র বেসামরিক লোকদের হত্যা করার পর, সে তাদের জিনিসপত্র লুট করত। তবুও, সে তার একজন রাখালকে হত্যাকারী এবং তার চুরি করা উট চুরি করা ব্যক্তিদের নির্যাতন করে হত্যা করত। সে নারীদের ধর্ষণ করত।

তার অভিযানে ধরা পড়েছিল, এমনকি যদি তারা বিবাহিতও হয়; তবুও সে তার স্ত্রীদের দিকে কারোর তাকানো সহ্য করতে পারত না এবং তাদের নিজেদের ঢেকে রাখার নির্দেশ দিত। সে হত্যা এবং চুরি নিষিদ্ধ করেছিল, কিন্তু সে তার নিজের গণহত্যা এবং লুটপাটকে ন্যায্যতা দিত। একজন নার্সিসিস্ট হিসেবে, সে বিশ্বাস করত যে সে বিশেষ অধিকারের অধিকারী এবং তার ইচ্ছা অনুযায়ী যা কিছু করতে পারে। মুহাম্মদ পাগল এবং মিথ্যাবাদী উভয়ই ছিলেন। এটি কেবল তখনই সম্ভব যদি তুমি একজন সাইকোপ্যাথিক নার্সিসিস্ট হও।

মক্কাবাসীরা কি মুহাম্মদকে সৎ বলে ডাকত?

মুসলমানরা দাবি করে যে মুহাম্মদ একজন সৎ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন কারণ মক্কাবাসীরা তাঁকে আমিন বলে ডাকত। এই দাবিটি ছলনাপূর্ণ। আমিন মানে ট্রাস্টি। এটি ছিল তাদের উপাধি যারা অন্যদের পক্ষে পণ্য বিক্রি এবং ক্রয় করত। একজনকে তার পেশার কারণে স্কুল ট্রাস্টি বা শহরের ট্রাস্টি বলা হয়। "আমিন" উপাধিটি প্রতিটি ধরণের পেশার জন্য একটি লেবেল। এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল: আমিন এল-মাকাতাবা (গ্রন্থাগারের ট্রাস্টি); আমিন এল-শোরতা (পুলিশ ট্রাস্টি); এবং মাজলাস এল-ওমনা (ট্রাস্টি কাউন্সিল)।

মুহাম্মদের কন্যা জয়নাবের স্বামী আবুল আসকেও তার পেশার কারণে আমিন বলা হত।[159] জোর করে ধর্মান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি ধর্মান্তরিত হননি। মুহাম্মদ জয়নাবকে তাকে ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন, যদি না তিনি ধর্মান্তরিত হন।

একবার খাদিজার পণ্যদ্রব্য দামেস্কে নিয়ে গিয়ে তার হয়ে বিক্রি করার সময় মুহাম্মদ তার জন্য আমানতদার (আমিন) হিসেবে কাজ করেছিলেন। মক্কাবাসীরা যদি মুহাম্মদকে বিশ্বস্ত বলে বিশ্বাস করতো, তাহলে তারা তাকে উপহাস করতো না যখন তিনি তাদের বলেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি বার্তা পেয়েছেন। কুরআনে মুহাম্মদের নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারে, যারা তাকে সবচেয়ে ভালোভাবে চিনতেন তারা তাকে মিথ্যাবাদী এবং পাগল বলেছিলেন, (প্রশ্ন ১৫:৬)। এই অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেছিলেন তার আল্লাহকে সাক্ষ্য দিয়ে: “অতএব, তুমি যাও

মনে করিয়ে দাও, কারণ তোমার প্রভুর অনুগ্রহে তুমি গণক বা পাগল নও।" (প্রশ্ন ৫২:২৯)

"ভাগ করো এবং শাসন করো" নীতি সম্পর্কে আরও তথ্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যেমন বলা হয়েছে, মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের উপর তাঁর নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। তিনি মক্কার অনুসারীদের যারা মদিনায় হিজরত করেছিলেন, তাদের তাদের আত্মীয়স্বজনের সাথে যোগাযোগ না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর সতর্কবাণী সত্ত্বেও, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তা করেছিলেন, সম্ভবত কারণ তাদের ভরণপোষণের জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল। এটি বন্ধ করার জন্য, তিনি নিম্নলিখিত আয়াতটি নির্দেশ করেছিলেন।[১৬০]

> *হে ঈমানদারগণ! আমার শত্রুদের এবং তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু (অথবা অভিভাবক) হিসেবে গ্রহণ করো না, – তাদেরকে ভালোবাসার জন্য, যদিও তারা তোমাদের কাছে আসা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নবীকে এবং তোমাদেরকে (তোমাদের ঘর থেকে) বহিষ্কার করেছে, (শুধুমাত্র) কারণ তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখেছ! যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ করতে এবং আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বেরিয়ে এসে থাকো, তাহলে (তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না) এবং তাদের সাথে গোপনে ভালোবাসার (এবং বন্ধুত্বের) আড্ডা দিও না। কারণ আমি তোমাদের গোপন এবং প্রকাশ্য সবকিছুই জানি। তোমাদের মধ্যে যে কেউ এমনটি করে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।*[161]

আমরা পরবর্তী একটি আয়াতেও এই বিচ্ছিন্নতার তাগিদ দেখতে পাই। "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পিতা এবং ভাইদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করো না যদি তারা তোমাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে।"*ßঈমানের উপরে প্রজ্ঞা: তোমাদের কেউ যদি তা করে, তবে সে অন্যায় করে।*(প্রশ্ন ৯:২৩)

মুহাম্মদ কেন তার অনুসারীদের বিচ্ছিন্ন করতে এত আগ্রহী ছিলেন? ভাকনিন ব্যাখ্যা করেন: “একজন নার্সিসিস্ট হলেন একটি ধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত গুরু। অন্যান্য গুরুর মতো, তিনিও তার পালের কাছ থেকে সম্পূর্ণ আনুগত্য দাবি করেন: তার স্ত্রী, তার বসন্ত, পরিবারের অন্যান্য সদস্য, বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীরা। তিনি তার অনুসারীদের কাছ থেকে প্রশংসা এবং বিশেষ আচরণ পাওয়ার অধিকারী বোধ করেন। তিনি পথভ্রষ্ট এবং বিপথগামী মেষশাবকদের শাস্তি দেন। তিনি শৃঙ্খলা, তার ধর্মের প্রতি আনুগত্য জোরদার করেন।

শিক্ষা, এবং সাধারণ লক্ষ্য। বাস্তবে সে যত কম সফল হবে – তার দক্ষতা তত কঠোর হবে এবং মগজ ধোলাই তত বেশি বিস্তৃত হবে।"[162]

মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর অনুসারীদের মক্কায় থাকাকালীন এই কাজটি করতে পারেননি, যেখানে পরিস্থিতি কঠিন হলে তারা তাদের পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারতেন। তাদের অনুসারীদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য, ধর্মীয় নেতারা প্রায়শই তাদের এমন জায়গায় আটকে রাখতেন যেখানে তারা তাদের মগজ ধোলাই করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। প্রথমে মুহাম্মদ (সাঃ) প্রাথমিক বিশ্বাসীদের আবিসিনিয়ায় পাঠাতেন, কিন্তু পরে, যখন তিনি ইয়াসরিবের আরবদের সাথে একটি চুক্তি করেন, তখন তিনি সেই শহরটিকে তার জায়গা হিসেবে বেছে নেন। এমনকি তিনি ইয়াসরিবের নাম পরিবর্তন করে এর নাম রাখেন মদিনাতুল নবী, অর্থাৎ নবীর শহর।

ভাকনিন বলেন: "নার্সিসিস্টের ক্ষুদ্র-ধর্মের সদস্যরা – প্রায়শই অনিচ্ছাকৃত – তার নিজস্ব গঠনের একটি গোধূলি অঞ্চলে বাস করে। সে তাদের উপর একটি ভাগ করা মনোবিকার চাপিয়ে দেয়, যা তাড়নামূলক বিভ্রান্তি, 'শত্রু', পৌরাণিক কাহিনী এবং যদি তাকে অবজ্ঞা করা হয় তবে সর্বনাশের দৃশ্যপটে পরিপূর্ণ।"[163]

লক্ষ্য করুন যে, উপরোক্ত বর্ণনাটি মুহাম্মদ এবং মুসলিমদের ক্ষেত্রে কতটা সঠিকভাবে প্রযোজ্য, যারা আজও নির্যাতনমূলক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে এবং সর্বত্র শত্রু দেখতে পায়। তারা ফেরেশতা ও জিনের মতো পৌরাণিক কাহিনী এবং মি'রাজ (মুহাম্মদের স্বর্গারোহণ), কেয়ামত এবং আরও অনেক কিছুতে বিশ্বাস করে।

ভাকনিনের মতে, "একজন নার্সিসিস্টের এই গভীর বিশ্বাস যে সে তার নিকৃষ্ট, নিন্দুক বা শক্তিশালী অশুভ কামনাকারীদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে, দুটি মনোগতিশীল উদ্দেশ্য পূরণ করে। এটি নার্সিসিস্টের মহিমাকে সমর্থন করে এবং এটি ঘনিষ্ঠতাকে রক্ষা করে।"[164]

ভাকনিন লিখেছেন:

> নার্সিসিস্ট নিজেকে অভ্রান্ত, শ্রেষ্ঠ, প্রতিভাবান, দক্ষ, সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ বলে দাবি করে। এই ভিত্তিহীন দাবিগুলিকে সমর্থন করার জন্য সে প্রায়শই মিথ্যা বলে এবং বিভ্রান্তি ছড়ায়। তার ধর্মের মধ্যে, সে বিস্ময়, প্রশংসা, প্রশংসা এবং অবিরাম মনোযোগ আশা করে।

তার অদ্ভুত গল্প এবং দাবির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে তার কল্পনার সাথে মানানসই বাস্তবতাকে পুনর্ব্যাখ্যা করে। তার চিন্তাভাবনা গোঁড়া, অনমনীয় এবং মতবাদপ্রবণ। সে মুক্ত চিন্তা, বহুত্ববাদ বা বাকস্বাধীনতাকে স্বাগত জানায় না এবং সমালোচনা এবং মতবিরোধকে সহ্য করে না। সে দাবি করে – এবং প্রায়শই পায় – সম্পূর্ণ আস্থা এবং সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার সক্ষম হাতের কাছে অবনমন। সে তার ধর্মাবলম্বীদের সমালোচক, কর্তৃপক্ষ, প্রতিষ্ঠান, তার ব্যক্তিগত শত্রু বা মিডিয়ার প্রতি বিরূপ হতে বাধ্য করে – যদি তারা তার কর্মকাণ্ড উন্মোচন করার এবং সত্য প্রকাশ করার চেষ্টা করে। সে বাইরে থেকে তথ্য নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং সেন্সর করে, তার বন্দী দর্শকদের কেবল নির্বাচিত তথ্য এবং বিশ্লেষণের মুখোমুখি করে।"[165]

নার্সিসিস্টের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করে, ভাকনিন, অনিচ্ছাকৃতভাবে এবং তবুও আশ্চর্যজনক নির্ভুলতার সাথে মুহাম্মদের মন এবং মুসলিম মানসিকতা বর্ণনা করেছেন। মুসলমানরা যতটা না তাদের নবীকে অনুকরণ করে ততটাই নার্সিসিস্ট।

ইসলাম এবং নার্সিসিস্ট ধর্মের মধ্যে তুলনা

নিচে নার্সিসিস্টের ধর্মাবলম্বীর বর্ণনা দেওয়া হল। তবে প্রথমে, আসুন দেখি ভাকনিন নার্সিসিস্টের ধর্মাবলম্বী সম্পর্কে কী বলেন:

নার্সিসিস্টের ধর্মানুষ্ঠান হল "মিশনারি" এবং "সাম্রাজ্যবাদী"। সে সর্বদা নতুন নিয়োগকারীদের সন্ধানে থাকে – তার স্ত্রীর বন্ধু, তার মেয়ের বান্ধবী, তার প্রতিবেশী, কর্মক্ষেত্রে নতুন সহকর্মী। সে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের তার 'ধর্মে' 'রূপান্তরিত' করার চেষ্টা করে – তাদের বোঝানোর জন্য যে সে কতটা চমৎকার এবং প্রশংসনীয়। অন্য কথায়, সে তাদের নার্সিসিস্টিক সরবরাহের উৎস হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

প্রায়শই, এই 'নিয়োগ মিশনে' তার আচরণ 'ধর্মীয় সম্প্রদায়ের' মধ্যে তার আচরণের থেকে ভিন্ন। নতুন ভক্তদের আকৃষ্ট করার এবং সম্ভাব্য 'নিয়োগকারীদের' কাছে ধর্মান্তরিত করার প্রথম পর্যায়ে – নার্সিসিস্ট মনোযোগী, সহানুভূতিশীল, সহানুভূতিশীল, নমনীয়, আত্ম–প্রণোদিত এবং সহায়ক। ঘরে, "প্রবীণদের" মধ্যে তিনি অত্যাচারী, দাবিদার, ইচ্ছাকৃত, মতামতপ্রবণ, আক্রমণাত্মক এবং শোষণকারী।

তার ধর্মসভার নেতা হিসেবে, নার্সিসিস্ট "পদমর্যাদার" নয় এমন বিশেষ সুযোগ–সুবিধা এবং সুযোগ–সুবিধা পাওয়ার অধিকারী বলে মনে করেন। তিনি আশা করেন যে তাকে হাত–পা বেঁধে অপেক্ষা করতে হবে, সকলের অর্থের অবাধ ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের সম্পদ উদারভাবে বিনিয়োগ করতে হবে, এবং তিনি নিজেই যে নিয়মগুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (যদি এই ধরনের লঙ্ঘন আনন্দদায়ক বা লাভজনক হয়) তা থেকে নিন্দার সাথে অব্যাহতি দেওয়া হবে।

চরম ক্ষেত্রে, নার্সিসিস্ট নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে মনে করে – যেকোনো ধরণের আইনের। এই বিশাল এবং উদ্ধত দোষী সাব্যস্ততা অপরাধমূলক কাজ, অজাচার বা বহুবিবাহের সম্পর্ক এবং কর্তৃপক্ষের সাথে বারবার ঘর্ষণ সৃষ্টি করে।

তাই নার্সিসিস্ট তার ধর্মাবলম্বী থেকে "ঝরে পড়া" ব্যক্তিদের প্রতি আতঙ্কিত এবং কখনও কখনও হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখায়। নার্সিসিস্ট এমন অনেক কিছু ঘটতে চায় যা গোপন রাখতে। তাছাড়া, নার্সিসিস্ট তার শিকারদের কাছ থেকে নার্সিসিস্টিক সরবরাহ অর্জনের মাধ্যমে তার অস্থির আত্ম–মূল্যবোধকে স্থিতিশীল করে। পরিত্যাগ নার্সিসিস্টের অনিশ্চিতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে।

এর সাথে যোগ করুন যে, নার্সিসিস্টের ভৌতিক এবং স্কিজয়েড প্রবণতা, তার আত্মদর্শনমূলক আত্ম–সচেতনতার অভাব, এবং তার হাস্যরসের স্থবিরতা (আত্ম–অপমানবোধের অভাব) এবং তার সম্প্রদায়ের অসন্তুষ্ট সদস্যদের জন্য ঝুঁকি স্পষ্ট।

একজন নার্সিসিস্ট সর্বত্র শত্রু এবং ষড়যন্ত্র দেখতে পান। তিনি প্রায়শই নিজেকে অন্ধকার এবং বিস্ময়কর শক্তির বীরত্বপূর্ণ শিকার (শহীদ) হিসেবে উপস্থাপন করেন। তার নীতি থেকে প্রতিটি বিচ্যুতির মধ্যে তিনি অশুভ এবং অশুভ ধ্বংসাত্মক আচরণের দিকে নজর রাখেন। অতএব, তিনি তার ভক্তদের ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য বদ্ধপরিকর – যেকোনো উপায়ে।
নার্সিসিস্ট বিপজ্জনক।[166]

এবার দেখা যাক এই বর্ণনার সাথে মুহাম্মদ ও তার ধর্ম সম্পর্কে আমরা যা জানি তার মধ্যে কোন মিল আছে কিনা।

ইসলাম ধর্মপ্রচারক এবং সাম্রাজ্যবাদী উভয়ই। মুহাম্মদের মূল লক্ষ্য ছিল জয়লাভ করা এবং আধিপত্য বিস্তার করা। তিনি তার পরিবার এবং আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে সকলকে তার ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে বাধ্য করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তার চাচা এবং অভিভাবক আবু তালিবকে পিতৃপুরুষের মৃত্যুশয্যায় ইসলাম গ্রহণ করতে বলেছিলেন। মৃত্যুকালে

লোকটি প্রত্যাখ্যান করলে, মুহাম্মদ তার জন্য প্রার্থনা করতে অস্বীকৃতি জানান এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন। আবু তালিব তার জন্য যা করেছিলেন তার কথা বিবেচনা করে, তিনি তাকে একটি অগভীর নরকে পাঠাতে রাজি হন যেখানে আগুন কেবল তার গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছাবে, কিন্তু তার মস্তিষ্ককে ফুটিয়ে তুলবে। তিনি তার চাচার সন্তানদের এবং তার বংশের অনেক তরুণ সদস্যকে ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হন।

যখন তিনি দুর্বল ছিলেন এবং তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা কম ছিল, তখন তিনি ছিলেন বিনয়ী, মনোযোগী, করুণাময়, নমনীয়, সহায়ক এবং এমনকি নম্রতার ভান করতেন। এই সময়কালে রচিত কুরআনের আয়াত এবং তিনি যখন শক্তিশালী হয়ে ওঠেন তখন মদিনায় রচিত আয়াতের মধ্যে তীব্র পার্থক্য রয়েছে। মদিনায় তিনি দাবিদার, অত্যাচারী, ইচ্ছাকৃত, আক্রমণাত্মক এবং শোষণকারী হয়ে ওঠেন। সেখানে তিনি গ্রাম ও শহরে অভিযান চালান এবং নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা ও লুটপাটের পর, বেঁচে থাকা লোকদের তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে, জিজিয়া দিতে, অথবা মৃত্যুর মুখোমুখি হতে বলেন।

মক্কার আয়াতের কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হল:

1. তারা যা বলে তাতে ধৈর্য ধরো এবং ভদ্রতার সাথে তাদের থেকে বিদায় নাও। (প্রশ্ন ৭৩:১০)
2. তোমার কাছে তোমার ধর্ম, আর আমার কাছে আমার ধর্ম। (প্রশ্ন ১০৯:৬)
3. অতএব, তারা যা বলে তাতে ধৈর্য ধরো এবং তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা (সর্বদা) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। (সূরা ৫০:৩৯)
4. পুরুষদের সাথে ভালো কথা বলো। (প্রশ্ন ২:৮৩)
5. আমরা ভালো করেই জানি কাফেররা কী বলে: কিন্তু তুমি তাদের উপর জোর করো না। (প্রশ্ন ৫০:৪৫)
6. ক্ষমাশীল হও; সৎকাজের আদেশ দাও; কিন্তু অজ্ঞদের থেকে দূরে থাকো। (প্রশ্ন ৭:১৯৯)
7. ক্ষমা করো, সদয় ক্ষমার সাথে। (প্রশ্ন ১৫:৮৫)
8. যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলো, যারা আল্লাহর দিনগুলোর অপেক্ষা করে না তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। (সূরা ৪৫:১৪)
9. যারা ইহুদি (ধর্মগ্রন্থ) এবং খ্রিস্টানদের অনুসরণ করে – যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিদান তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে; তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (প্রশ্ন ২:৬২)
10. আর তোমরা কিতাবধারীদের সাথে বিতর্ক করো না, সর্বোত্তম উপায় ব্যতীত। (প্রশ্ন ২৯:৪৬)

উপরোক্ত আয়াতগুলো মদিনায় লেখা আয়াতের সাথে তুলনা করুন, যখন তিনি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন।

1. হে ঈমানদারগণ! কাফেরদের হত্যা করো এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা খুঁজে পাক। (সূরা ৯:১২৩)

2. আমি কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করব: তাদের ঘাড়ের উপরে আঘাত করো এবং তাদের সমস্ত আঙুলের ডগায় আঘাত করো। (প্রশ্ন ৮:১২)

3. যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম কামনা করে, তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। (সূরা ৩:৮৫)

4. মুশরিকদের যেখানেই পাও হত্যা করো। (প্রশ্ন ৯:৫)

5. যেখানেই পাও, তাদেরকে হত্যা করো এবং যেখান থেকে তারা তোমাদের বের করে দিয়েছে, সেখান থেকে তাদেরকে বের করে দাও। (প্রশ্ন ২:১৯১)

6. তাদের সাথে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না বিভেদ দূর হয় এবং ধর্ম আল্লাহর হয়ে যায়। (সূরা ৮:৩৯)

7. তাদের সাথে যুদ্ধ করো, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দেবেন, তাদেরকে লজ্জায় ঢেকে দেবেন। (প্রশ্ন ৯:১৪)

8. অজুহাত দেখাও না, তোমরা ঈমান গ্রহণের পর তা অস্বীকার করেছো। যদি আমরা তোমাদের কাউকে ক্ষমা করি, তবে তোমাদের কাউকে শাস্তি দেব, কারণ তারা পাপী। (প্রশ্ন ৯:৬৬)

9. হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মুশরিকরাউকাফেররা নাজাসুন (অপবিত্র)। সুতরাং তারা যেন মসজিদুল হারামের কাছে না আসে।âএই বছরের পর (মক্কার গ্র্যান্ড মসজিদ)। (প্রশ্ন ৯:২৮)

10. যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করো... এবং আহলে কিতাবদের সাথে যুদ্ধ করো, যারা সত্য ধর্ম (ইসলাম) গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা হীন হয়ে হাতে কর প্রদান করে। (সূরা ৯:২৯)

ক্ষমতায় আসার পর মুহাম্মদ যে আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন, তার প্রমাণ হিসেবে এই তথ্যই যথেষ্ট। ভদ্র, মনোযোগী, করুণাময় এবং সহানুভূতিশীল ধর্মপ্রচারক একজন অত্যাচারী, নির্মম এবং ইচ্ছাকৃত স্বৈরাচারী শাসকে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

বদরের যুদ্ধের পর মুহাম্মদের নিষ্ঠুর ও প্রতিশোধপরায়ণ মনোভাব প্রকাশ পেতে শুরু করে। মুইর বর্ণনা করেন:

> বন্দীদের তার সামনে দাঁড় করানো হলো। তিনি যখন প্রত্যেক বন্দীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন, তখন তার চোখ প্রচণ্ডভাবে হারিসের পুত্র নাদরের উপর পড়ল (মুহাম্মদের নিজের চাচাতো ভাই যিনি একজন কবি এবং তাঁর সমালোচক ছিলেন)। 'ওই দৃষ্টিতে মৃত্যু ছিল,' কাঁপতে কাঁপতে নাদর একজন পথচারীর কাছে ফিসফিসিয়ে বললেন। 'তা নয়,' অন্যজন উত্তর দিলেন; 'এটা তোমার নিজস্ব কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।'
>
> হতভাগ্য বন্দীটি ভিন্ন চিন্তা করল, এবং মুস'আবকে (তার এক বন্ধু যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) তার জন্য সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করল। মুস'আব তাকে স্মরণ করিয়ে দিল

"সে বিশ্বাস অস্বীকার করেছিল এবং মুহাম্মদকে উপহাস করেছিল।" 'আহ!' নাদর বলল, 'যদি কুরাইশরা তোমাকে বন্দী করত, তাহলে তারা তোমাকে কখনও মৃত্যুদণ্ড দিত না!' 'তা হলেও,' মুস'আব অবমাননাকরভাবে উত্তর দিল, 'আমি তোমার মতো নই; ইসলাম সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে ফেলেছে।' (জোর দিয়ে আরও বলা হয়েছে) বন্দী মুস'আব, বন্দী এবং তার সাথে প্রচুর মুক্তিপণের সুযোগ তার হাত থেকে সরে যেতে দেখে চিৎকার করে বলল, 'বন্দীটি আমার!' এই মুহূর্তে, মুহাম্মদ, যিনি যা কিছু ঘটছে তা দেখছিলেন, "তার মাথায় আঘাত করুন!" আদেশটি মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল। 'এবং, হে প্রভু!' তিনি আরও বললেন, 'আপনার অনুগ্রহ থেকে কি মুস'আবকে এর চেয়ে ভালো শিকার দান করবেন?' আলী তৎক্ষণাৎ নাদরের শিরশ্ছেদ করেছিলেন।

দুই দিন পর, মদিনার প্রায় অর্ধেক পথ, আরেক বন্দী ওকবাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। সে সাহস করে দাবি করে যে কেন তার সাথে অন্যান্য বন্দীদের তুলনায় আরও কঠোর আচরণ করা উচিত। 'ঈশ্বর এবং তাঁর নবীর প্রতি তোমাদের শত্রুতার কারণে,' মুহাম্মদ উত্তর দিলেন। 'আর আমার ছোট্ট মেয়ে!' ওকবা তার আত্মার তিক্ততায় চিৎকার করে বললেন, 'তার যত্ন কে নেবে?' – 'জাহান্নাম!' হৃদয়হীন বিজয়ী চিৎকার করে বললেন; এবং মুহূর্তেই তার শিকার মাটিতে মিশে গেল। 'দুর্ভাগ্য!' মুহাম্মদ আরও বললেন, 'এবং নির্যাতক! ঈশ্বরে, তাঁর নবীতে এবং তাঁর গ্রন্থে অবিশ্বাসী! আমি সেই প্রভুর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই যিনি তোমাকে হত্যা করেছেন এবং এর মাধ্যমে আমার চোখকে সান্ত্বনা দিয়েছেন।'[167]

এই সবকিছুর মধ্যে একটি কোমল প্রেমের গল্প রয়েছে যা মুহাম্মদের নির্মমতাকে আরও বেশি করে তুলে ধরে। বদরের যুদ্ধে বন্দী কিছু বন্দীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পর, কারণ তারা বহু বছর আগে মুহাম্মদকে অপমান করেছিল, যখন তিনি মক্কায় ছিলেন, এক অপ্রীতিকর ব্যক্তি ক্ষমা করতে অক্ষম ছিল, বাকিদের মুক্তিপণ হিসেবে রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে মুহাম্মদের কন্যা জয়নাবের স্বামী আবুল আসও ছিলেন। বন্দীদের পরিবার তাদের প্রিয়জনদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ডাকাতদের দাবি করা জিনিসপত্র কিনেছিল। জয়নাব মূল্যবান পাথরে ভরা একটি নেকলেস পাঠিয়েছিলেন, যা তিনি তার মা খাদিজার বিয়েতে পেয়েছিলেন। সেই নেকলেসটি দেখে এবং খাদিজার একবার পরা ছিল তা বুঝতে পেরে, মুহাম্মদ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি মুক্তিপণ ছাড়াই আবুল আসকে মুক্তি দিতে রাজি হন।

জয়নব যেন তাকে ত্যাগ করে মদিনায় চলে আসে। অন্যান্য বন্দীদের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ দিতে হয়েছিল।

এই মানুষটি কোনও দয়া করতে বা বিনিময়ে কিছু দাবি না করে কোনও কিছু ত্যাগ করতে অক্ষম ছিলেন। এমনকি তার দানশীলতাও প্রাপকদের প্রভাবিত করার এবং তাদের নিজের দিকে টেনে আনার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

স্বামীকে বাঁচাতে জয়নব তার বাবার সাথে মদিনায় যোগ দেন এবং আবুল আউসকে মুক্তি দেওয়া হয়। হিজরী ষষ্ঠ বছরে মুহাম্মদ সিরিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসা একটি বণিক কাফেলা আক্রমণ করার জন্য ১৭০ জন সশস্ত্র লোক পাঠান। আবুল আউস, যিনি সেই কাফেলার ট্রাস্টি ছিলেন, তাকে আবার বন্দী করা হয় এবং জীবিতদের এবং লুটপাটের সাথে মদিনায় আনা হয়। তার স্বামীর বন্দী হওয়ার খবর শুনে জয়নব মসজিদে যান এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন যে তিনি আবু আউসকে সুরক্ষা দিয়েছেন। মুহাম্মদ তখন সেই সুরক্ষা গ্রহণ করেন এবং ঘোষণা করেন "মুমিনরা একে অপরের রক্ষক এবং তারা যাকে ইচ্ছা তাকে সুরক্ষা দিতে পারে। আমিও যাকে জয়নব রক্ষা করে তাকে সুরক্ষা দেই।"[168]

তবুও, তিনি আদেশ দেন যে যতক্ষণ আবুল আস কাফের থাকবেন ততক্ষণ তার স্ত্রীর সাথে তার বিবাহ বাতিল। আবুল আউস মক্কায় ফিরে আসেন, কিন্তু তার প্রিয় স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারেননি এবং তার সাথে থাকার জন্য ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি হন। মুহাম্মদ তাকে তার স্ত্রীকে আবার বিবাহ করার নির্দেশ দেন কারণ ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে তার মূল বিবাহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যায়। তার স্ত্রীর সাথে পুনর্মিলনের কিছুক্ষণ পরেই, জয়নব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান।

আজও মুসলিমরা তাদের বাগদত্তা বা স্বামী–স্ত্রীকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে বাধ্য করার জন্য এই ধরণের ব্ল্যাকমেইল ব্যবহার করে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেকেই নতি স্বীকার করে এবং আত্মসমর্পণ করে। এই ধরনের বিবাহ প্রায়শই দুঃস্বপ্নের মতো হয়। যে ব্যক্তিকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয় সে নির্যাতিত এবং প্রতারিত বোধ করে এবং তারা তাদের মুসলিম স্ত্রীর সম্মান হারায়। মেরুদণ্ডহীন লোকেরা সম্মানের যোগ্য নয় এবং পাবেও না।

সঠিক কথা হলো নির্যাতনকারী মুসলিম সঙ্গীকে ছেড়ে দেওয়া। আপনার দাম্পত্য জীবনে কখনও ধমক দেওয়ার কাছে নতি স্বীকার করবেন না কারণ এটি আপনার মর্যাদা হ্রাস করে। কোনও মুসলিমের সাথে প্রেমে জড়াবেন না যদি না আপনি সমস্যার সম্মুখীন হন।

মুসলমানরা ইসলামকে শান্তি ও সহিষ্ণুতার ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করে এবং সম্ভাব্য নিয়োগপ্রাপ্তদের ধর্মান্তরিত করার জন্য হাসিমুখ ধারণ করে। তারা যাদের আকৃষ্ট করতে চায় তাদের প্রতি অত্যন্ত সহায়ক, প্রেমময় এবং মনোমুগ্ধকর। বিশেষ করে তারা মিডিয়ার সামনে একটি বড় হাসি পরে। তবে, তারা নিজেদের মধ্যে খুব ভিন্ন আচরণ করে। তারা অত্যাচারী এবং দাবিদার। একবার আপনি ইসলামে ধর্মান্তরিত হলে এবং মধুচন্দ্রিমা শেষ হয়ে গেলে, মুসলমানরা হাসিমুখের মুখোশ ত্যাগ করে উদ্ধত, আক্রমণাত্মক এবং নিন্দনীয় হয়ে ওঠে। তারা আশা করে যে ধর্মান্তরিত ব্যক্তির ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার অবসান হবে এবং ধর্মান্তরের পরে ফিরে যাওয়ার যেকোনো সম্ভাবনা শেষ বলে বিবেচিত হবে। এটি ধর্মীয় আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের জন্য প্রদত্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং চিকিৎসা পাওয়ার অধিকারী বোধ করেছিলেন। তিনি কেবল এমন কাজই করতেন না যা নীতিগতভাবে ভুল ছিল, এমনকি তিনি যে আদিম সমাজে বাস করতেন, সেখানেও, বরং তিনি নিজের ঘোষিত নিয়মের বিরুদ্ধেও যেতেন। তিনি যা খুশি তাই করতেন এবং যখন তা তাঁর অনুসারীদের হতবাক করে দিত, তখন তিনি তাঁর কর্মকাণ্ডকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য এবং সমালোচকদের চুপ করিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে একটি আয়াত নিয়ে আসতেন। আল্লাহর কাছ থেকে একটি আয়াত থাকলে, যে কেউ তার অশ্লীলতার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলতেন তিনি ঈশ্বরকে অস্বীকার করতেন এবং এই ব্যক্তির শাস্তি ছিল প্রহার, মৃত্যু, অথবা উভয়ই। মুহাম্মদ যা বলেছিলেন তা ছিল ফাসলুল-খিতাব (আলোচনার সমাপ্তি)। উদাহরণ প্রচুর। এখানে কয়েকটি দেওয়া হল:

মিথ্যা বলার লাইসেন্স

কুরআন বিশ্বাসীদের জন্য চারজন স্ত্রীর সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করে। তবে, মুহাম্মদ ভেবেছিলেন যে তাঁর নিজস্ব নিয়ম দ্বারা তাকে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয় এবং তাই তিনি তাঁর আল্লাহকে ৩৩:৪৯–৫০ আয়াত নাজিল করে বলেন যে তিনি অব্যাহতিপ্রাপ্ত এবং তিনি যত খুশি নারী রাখতে পারেন, স্ত্রী, উপপত্নী বা যৌনদাসী হিসেবে। এরপর তিনি আরও যোগ করেন, "এটি কেবল আপনার জন্য, [হে মুহাম্মদ], বিশ্বাসীদের জন্য নয়।"□যাতে তোমাদের কোন অসুবিধা না হয়। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

কোন অসুবিধা? তার কাম–লালসা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন? আমরা কি এমন একজন মানুষকে সৃষ্টির সেরা হিসেবে বিশ্বাস করব যে তার নীচুতম পশু প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে কষ্ট পেয়েছে? কর্ম কি কথার চেয়ে বেশি কথা বলে না? একদিকে সে দোষে পরিপূর্ণ ছিল, অন্যদিকে সে নিজের সম্পর্কে এত উচ্চস্বরে কথা বলত এবং নিজের প্রশংসা করত।

মনে রাখবেন, মক্কায় থাকাকালীন, তাঁর স্ত্রীর সম্পদের কাছে থাকাকালীন, মুহাম্মদ অন্য কোনও মহিলাকে তার ঘরে আনার সাহস করেননি। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তাঁর সমস্ত অস্থিরতা শুরু হয়েছিল। আমরা কি বিশ্বাস করব যে একজন তরুণ এবং বীর্যবান পুরুষ হিসেবে তাঁর কোনও বয়স্ক মহিলার সাথে ঘুমাতে কোনও অসুবিধা হয়নি এবং তাঁর জীবনের শেষ দশ বছরে যখন তিনি বৃদ্ধ হয়েছিলেন এবং নানা ধরণের অসুস্থতায় ভুগছিলেন, তখন তাঁর অসুবিধাগুলি দেখা দিয়েছিল? নাকি আমরা এটিকে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির আরেকটি লক্ষণ হিসেবে ব্যাখ্যা করব যিনি তার নতুন আবিষ্কৃত ক্ষমতা এবং স্বাধীনতার প্রতি অহংকারী, যিনি মিষ্টির দোকানে অবাধে ফেলে রাখা শিশুর মতো, নিজের জন্য সীমা নির্ধারণ করতে অক্ষম?

একদিন মুহাম্মদ তার স্ত্রী হাফসার সাথে দেখা করতে গেলেন, যিনি ওমরের কন্যা ছিলেন। তার দাসী মারিয়াহের সাথে দেখা হওয়ার পর তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হন। মারিয়াহ ছিলেন একজন সুন্দরী কপটিক মেয়ে যাকে মিশরের মুকাকিস (পিতৃপুরুষ) মুহাম্মদের কাছে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। হাফসার হাত থেকে মুক্তি পেতে তিনি তাকে মিথ্যা বলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তার বাবা তাকে দেখতে চান। তিনি চলে যাওয়ার সাথে সাথে মুহাম্মদ মারিয়াহকে তার বিছানায় নিয়ে যান এবং তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেন। তার বাবা তাকে ডেকে পাঠাননি জানতে পেরে, হাফসা প্রত্যাশার চেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন এবং বুঝতে পারেন যে কী ঘটছে। তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন এবং একটি দৃশ্য তৈরি করতে শুরু করেছিলেন। (আহ, নারীরা হবে

(সর্বদা নারী!) তাকে শান্ত করার জন্য, মুহাম্মদ মারিয়াকে নিজের কাছে নিষিদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যাইহোক, তিনি এখনও সেই সুন্দরী মেয়েটির প্রতি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। তিনি কীভাবে তার শপথ ভাঙতে পারেন? আচ্ছা, যখন আপনার হাতের উপরে একজন ঈশ্বর থাকে (অথবা আপনার প্যান্টে হয়তো) তখন তা সহজ। "বিশ্বজগতের স্রষ্টা" তাঁর নবীর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর কাছে সূরা তাহরিম অবতীর্ণ করেছিলেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে [ওহে মুহাম্মদ] তোমার শপথ ভঙ্গ করা এবং সেই সুন্দরী মেয়েটির সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা ঠিক। সর্বোপরি, সে তোমার "ডান হাতের অধিকারী"। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, এখন তাঁর প্রিয় নবীর জন্য একজন দালাল হিসেবে কাজ করছেন, এমনকি তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং কেবল তাঁর স্ত্রীদের সন্তুষ্ট করার জন্য নিজেকে দৈহিক আনন্দ নিষিদ্ধ করার জন্য তাকে তিরস্কার করেছিলেন। (অতএব এই ঘটনার জন্য প্রদত্ত সূরার নাম হল তাহরিম, অর্থাৎ নিষেধ।) “হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, তা আপনি কেন আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্ট করার জন্য (নিজের জন্য) নিষিদ্ধ করছেন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। আল্লাহ ইতিমধ্যেই (হে পুরুষ) তোমাদের জন্য তোমাদের শপথ ভঙ্গ করার বিধান রেখেছেন। আর আল্লাহ তোমাদের মাওলা (প্রভু, বা প্রভু, বা অভিভাবক, ইত্যাদি) এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞ।” (সূরা ৬৬:১–৫)

ইবনে সা'দ লিখেছেন:

> আবু বকর বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) হাফসার ঘরে মারিয়াহর সাথে সহবাস করেছিলেন। দূত যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন হাফসা দরজার কাছে (তালাবদ্ধ দরজার পিছনে) বসে ছিলেন। তিনি নবী (সাঃ) কে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আমার ঘরে এবং আমার পালা চলাকালীন এটি করেন? নবী (সাঃ) বললেন, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করুন এবং আমাকে ছেড়ে দিন কারণ আমি তাকে আমার জন্য হারাম করে দিচ্ছি। হাফসা বললেন, আমি গ্রহণ করব না, যদি না আপনি আমার পক্ষ থেকে শপথ করেন। নবী (সাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম, আমি তাকে আর স্পর্শ করব না।'[169]

যথারীতি, মুসলিমরা মুহাম্মদকে তার শপথ ভঙ্গের জন্য ন্যায্যতা দিয়েছে। তিনি যাই করুন না কেন, মুসলিমরা সর্বদা তার কর্মকাণ্ডকে ন্যায্যতা দেবে। ইবনে সা'দ আরও বলেন:

“কাসিম ইবনে মুহাম্মদ বলেছেন যে নবীর এই প্রতিশ্রুতি যে মারিয়াকে নিজের উপর নিষিদ্ধ করেছিলেন তা বাতিল – এটি লঙ্ঘন (হরমত) হয়ে ওঠে না।[১৭০]

যদি সেই শপথ অবৈধ হয়, তাহলে তিনি কেন তা করলেন; আর যদি তা বৈধ হয়, তাহলে কেন তিনি তা ভঙ্গ করলেন? মুহাম্মদের নিজের প্রতিশ্রুতি এবং শপথ ভঙ্গের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। মুসলমানরাও একই কাজ করে। মুহাম্মদ ঈশ্বরের কাছে শপথ করেছিলেন যে তিনি মারিয়াকে স্পর্শ করবেন না এবং এমনকি তাও তার জন্য বাধা ছিল না। তার ঈশ্বর ছিল তার আবিষ্কার এবং সে এতটা বোকা ছিল না যে তার কল্পনা তাকে সেই সুন্দরী মেয়ের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন থেকে বিরত রাখবে। আল্লাহকে আবিষ্কার করার পুরো ধারণাটি ছিল তার ইচ্ছামত যা ইচ্ছা তাই অনুমোদন করা। একজন ঈশ্বর তার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করলে নবী হওয়ার পুরো উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হত।

আমার কুরআনের কপিতে নিম্নলিখিত তাফসীর রয়েছে:
(ভাষ্য) সূরা তাহরিমের পাশাপাশি:

> আরও বর্ণিত আছে যে নবী (সাঃ) তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে তাঁর দিনগুলি ভাগ করে দিয়েছিলেন। আর যখন হাফসার পালা এসেছিল, তখন তিনি তাকে তার পিতা ওমর খাত্তাবের বাড়িতে একটি কাজের জন্য পাঠিয়েছিলেন। যখন তিনি এই আদেশ গ্রহণ করে চলে যান, নবী (সাঃ) তাঁর দাসী মারিয়াকে ডাকেন, যিনি (পরে) তাঁর পুত্র ইব্রাহিমকে জন্ম দিয়েছিলেন, এবং যিনি নাজাশির উপহার ছিলেন, এবং তার সাথে যৌন মিলন করেন। হাফসা ফিরে এসে দেখেন যে দরজাটি ভেতর থেকে বন্ধ। তিনি তালাবদ্ধ দরজার পিছনে বসে ছিলেন যতক্ষণ না নবী (সাঃ) কাজ শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং তার মুখ থেকে ঘাম ঝরছিল। হাফসা যখন তাকে এই অবস্থায় পেয়েছিলেন, তখন তিনি তাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, তুমি আমার সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাওনি; তুমি আমাকে দাসীর সাথে ঘুমানোর জন্য একটি অজুহাত দেখিয়ে আমার ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলে। আর যেদিন আমার পালা ছিল সেদিন তুমি অন্য কারো সাথে সহবাস করেছিলে। তারপর নবী (সাঃ) বললেন, চুপ থাকো, যদিও সে আমার দাসী এবং আমার জন্য হালাল, তোমার সন্তুষ্টির জন্য, এই মুহূর্তে আমি তাকে আমার জন্য হারাম করে দিচ্ছি। কিন্তু হাফসা তা করেননি এবং নবী যখন তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, তখন তিনি তার ঘর এবং আয়েশার ঘরকে আলাদা করে দেওয়ালে ধাক্কা দিলেন এবং তাকে সবকিছু বললেন।[171]

মুসলমানদের জন্য শপথের কোন অর্থ নেই। তারা কিছু প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তারপর ইচ্ছা করলে তা ভঙ্গ করে। বুখারীতে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে যেখানে মুহাম্মদ বলেছেন: "আল্লাহর কসম, এবং আল্লাহর ইচ্ছায়, যদি আমি শপথ করি এবং পরে তার চেয়ে ভালো কিছু পাই, তাহলে আমি যা ভালো তা করি এবং আমার শপথের কাফফারা দিই।"[172]

এবং তিনি তাঁর অনুসারীদেরও একই কাজ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন: "যদি তুমি কখনও কিছু করার জন্য শপথ করো এবং পরে দেখতে পাও যে অন্য কিছু ভালো, তাহলে তোমার শপথের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত এবং যা ভালো তা করা উচিত।"[173]

এটি মুসলিমদের আচরণকে ব্যাখ্যা করে। তারা মিথ্যা বলে। তারা মিডিয়াতে মিথ্যা বলে; তারা জনসাধারণের কাছে মিথ্যা বলে; এবং তারা সরকারের কাছে মিথ্যা বলে। তারা এমন কিছু প্রতিশ্রুতি দেয় যা পরে ভঙ্গ করে। মুসলমানদের কথার কোনও অর্থ হয় না; তাদের প্রতিশ্রুতি বাধ্যতামূলক নয় এবং এমনকি তাদের শপথও মূল্যহীন। এটি NPD–এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নার্সিসিস্টরা বিশ্বাস করে যে তারা যা ইচ্ছা তাই পাওয়ার অধিকারী এবং তাদের প্রতিশ্রুতি এবং বাধ্যবাধকতা তাদের উপর বাধ্যতামূলক নয়।

নৈতিক কোড লঙ্ঘনের লাইসেন্স

একদিন মুহাম্মদ তার দত্তক পুত্র জাইদকে দেখতে গেলেন। জাইদ বাড়িতে ছিলেন না। তার স্ত্রী জাইনাব (মুহাম্মদের একই নামের কন্যার সাথে বিভ্রান্ত না হয়ে) তার খোলামেলা গ্রীষ্মকালীন পোশাক পরে দরজা খুললেন। তার সৌন্দর্যে তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন এবং কামনা–বাসনায় অভিভূত হলেন। "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল স্রষ্টার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যিনি হৃদয়কে রূপান্তরিত করেন," তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় কামুকভাবে বিড়বিড় করলেন। যখন জাইদ এই কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি মুহাম্মদের জন্য তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হলেন।

সে মুহাম্মদকে বলল যে সে জয়নাবকে তালাক দেবে। বিনয়ের ভান করে সে বলল, "তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছে রাখো এবং আল্লাহকে ভয় করো।" (প্রশ্ন ৩৩:৩৭) তবে, শীঘ্রই পরে জেইদ বাম, স্মৃতি এর জয়নাবের নরম ত্বক, তার দৃঢ়স্তন "এবং এলোমেলো চুল তার কামনা জাগিয়ে তোলে এবং তার আল্লাহ তায়ালা দ্রুত একটি আয়াত নাজিল করেন যাতে তাকে মানুষের সমালোচনার ভয়ে সতর্ক করা হয় এবং তাকে বলেন যে তার উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং তার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করা।"*তুমি নিজের অন্তরে তা গোপন করে রেখেছিলে যা আল্লাহ প্রকাশ করবেন, তুমি মানুষকে ভয় করেছিলে, অথচ আল্লাহরই অধিক অধিকার ছিল যে তুমি তাকে ভয় করবে। অতঃপর যখন যায়েদ তার ইচ্ছা পূরণ করল (অর্থাৎ তাকে তালাক দিল), তখন আমরা তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম, যাতে (ভবিষ্যতে) কোন বিভেদ না থাকে। মুমিনদের জন্য তাদের পালিত পুত্রদের স্ত্রীদের (বিবাহের) ব্যাপারে শিক্ষা, যখন তারা তাদেরকে রাখতে চায় না। আর আল্লাহর আদেশ অবশ্যই পূর্ণাঙ্গা।ß"লেড।"*(প্রশ্ন ৩৩: ৩৭)

কয়েক বছর আগে, যখন মুহাম্মদ স্বর্গে আরোহণ করার দাবি করেছিলেন, তখন তিনি জেইদকে সেখানে জয়নাবের সাথে দেখা হওয়ার এবং তাকে জেইদের স্ত্রী বলা সম্পর্কে একটি কালজয়ী গল্প বলেছিলেন। জয়নাবের সাথে তার বিবাহ স্বর্গে নির্ধারিত হয়েছে ভেবে, জেইদ তাকে বিয়ে করেছিলেন। তবুও, মুহাম্মদ যখন তাকে অর্ধ–নগ্ন দেখেছিলেন, তখন তিনি তার স্বর্গীয় উপকথার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। সর্বোপরি, তিনি জানতেন যে মি'রাজের পুরো গল্পটি একটি মিথ্যা গল্প।

মুহাম্মদের পুত্রবধূর সাথে বিবাহ তার অনুসারীদের হতবাক করে দিয়েছিল। তবুও, আল্লাহর সাথে কে তর্ক করতে পারে? যেকোনো সমালোচনা বন্ধ করার জন্য, বিশ্বজগতের স্রষ্টা একটি আয়াত প্রকাশ করেছিলেন যেখানে বলা হয়েছিল যে তাঁর নবী কারও পিতা নন, বরং ঈশ্বরের বার্তাবাহক এবং নবীদের সীলমোহর। (প্রশ্ন ৩৩:৪০) তিনি দাবি করেছিলেন যে ঈশ্বর তাকে জয়নাবকে বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে লোকেদের দেখানো যায় যে দত্তক গ্রহণ একটি জঘন্য কাজ। ফলস্বরূপ ইসলামে দত্তক গ্রহণ নিষিদ্ধ এবং অসংখ্য এতিম একটি প্রেমময় পারিবারিক জীবনের সুযোগ হারিয়েছে কারণ মুহাম্মদ তার নিজের লোভের জন্য একটি অজুহাত খুঁজতে চেয়েছিলেন।

যখনই মুসলমানরা ইসলামে অযৌক্তিক এবং আপত্তিকর কিছু খুঁজে পায়, তখনই তারা তা নিয়ে চিন্তা করার পরিবর্তে তা তাদের মন থেকে ঝেড়ে ফেলে এবং নিজেদের বলে, "আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।"

faithfreedom.org–এ পোস্ট করা একটি প্রবন্ধ পড়ে একজন তরুণী মুসলিম মহিলা একটি মুসলিম সাইটের পণ্ডিতের কাছ থেকে উত্তর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

তিনি কুরআনের একটি অসঙ্গতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আয়াত ২:৩০–এ, যখন আল্লাহ "পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি স্থাপন করার" সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ফেরেশতারা এর প্রজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি সেখানে এমন কাউকে স্থাপন করবে যে বিপর্যয় ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে?" আল্লাহ উত্তর দেন, "আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।"

এটি অন্য একটি আয়াতের বিরোধিতা করে যেখানে ফেরেশতারা নিজেরাই সাক্ষ্য দেন যে তারা ঈশ্বর যা বলেন তা ছাড়া আর কিছুই জানেন না।

তাহলে কি তারা মানুষের সৃষ্টির আগেই তার স্বভাব সম্পর্কে জানতে পারত?

দ্বন্দ্ব এখানেই শেষ হয় না। ২:৩৫ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ আদমকে বলেছিলেন, "তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে জান্নাতে বাস করো এবং এই প্রশস্ত খাবার থেকে যা ইচ্ছা খাও, যেখান থেকে ইচ্ছা খাও, কিন্তু এই গাছের কাছে যেও না, নতুবা তোমরা উভয়েই সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে যাবে।"

প্রশ্নটি ছিল, আদমকে কি আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে স্থাপন করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, নাকি তাকে জান্নাতে বসবাসের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তার পাপের ফলে তাকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল?

কুরআন অনুসারে, সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য জান্নাতে কোন স্থান নেই। তাহলে কেন শয়তানকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়নি এবং আদমকে বহিষ্কার করা হয়েছিল?

এই প্রশ্নগুলি মুসলিম পণ্ডিতের জন্য কঠিন প্রমাণিত হয়েছিল।
প্রথমে তিনি একটি অর্থহীন প্রতিক্রিয়া লিখেছিলেন যে,

> বাস্তবে, কুরআনে আদম (আঃ) এর গল্পে কোন বৈপরীত্য নেই। কুরআনে আদম বা অন্য কারো গল্পের বিন্যাস উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ হল কুরআন গল্পের বই নয়; বরং এটি একটি পথনির্দেশনার বই।
>
> যখন আল্লাহ ফেরেশতাদের সামনে আদমের সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছিলেন, তখন তিনি সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করেননি তবে তিনি হয়তো তাদেরকে মানবজাতির কিছু বৈশিষ্ট্য এবং মনোভাব সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন যা কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি কারণ কুরআন গল্পের বই নয়। এর অর্থ হল, ফেরেশতারা কেবল সেই বিষয়গুলিই জানেন যা আল্লাহ তাদের প্রকাশ করেছেন এবং শিখিয়েছেন।
>
> আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আদম (আঃ) কে পৃথিবীতে বসবাসের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং একটি ঘটনার পরে সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। ঘটনাটি হল আদম (আঃ) গাছের কাছে গিয়েছিলেন এবং লঙ্ঘনের ফলে তাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল।

আদম (আঃ)–এর সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসেবে আল্লাহ যা উল্লেখ করেছেন, এটি তার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, কারণ এটি ঘটেছিল। অধিকাংশ কুরআনের ব্যাখ্যাকারের মতে, ইবলিসকে তার অবাধ্যতার কারণে স্বর্গরাজ্য থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, কিন্তু তাকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য চূড়ান্ত স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল এবং সে আদম (আঃ) কে বিভ্রান্ত করার জন্য সেই ক্ষমতা ব্যবহার করেছিল। এটাও সম্ভব যে আল্লাহ তার অনুরোধে তাকে সাময়িকভাবে প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন।

আর আল্লাহই ভালো জানেন।

শুধু দ্বন্দ্বের সমাধানই হয়নি, এই উত্তর আরও প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কেন আল্লাহ আদমকে ত্রুটিপূর্ণ সৃষ্টি করলেন, যদিও তিনি জানতেন যে তিনি দুষ্টুমি করবেন এবং রক্তপাত করবেন? তোমার উত্তর অনুসারে, আল্লাহ আদমকে পৃথিবীতে বসবাসের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু পরিবর্তে তিনি তাকে জান্নাতে রেখেছিলেন একটি ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে, অর্থাৎ তার পাপ ঘটবে যাতে সে তাকে তাড়িয়ে দিয়ে পৃথিবীতে স্থাপন করতে পারে। কেন ঈশ্বর প্রথমে আদমকে পৃথিবীতে রাখেননি? জান্নাতে থাকাকালীন, আদম বাধ্য ছিলেন, যতক্ষণ না আল্লাহ অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং শয়তানকে তাকে প্রলুব্ধ করার জন্য জান্নাতে অস্থায়ী প্রবেশাধিকার দেন। কেন? এই গল্পটি আল্লাহকে দুষ্টু এবং অন্যায়কারী দেখায়।"

এই পণ্ডিত এবার সত্যিই বিরক্ত হলেন। তিনি উত্তর দিলেনঃ

একজন মুমিন হিসেবে, আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হল আল্লাহ এবং তিনি যা বলেছেন তার উপর বিশ্বাস রাখা। আল্লাহর আদেশ ও প্রজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করা একজন প্রকৃত মুমিনের মনোভাব নয়।

মানুষের বুদ্ধি খুবই সংকীর্ণ এবং সীমিত। বোধগম্যতার পরিধি আমাদের কেবল একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত উপলব্ধি করতে দেয়, ঠিক যেমন প্রাণীদের বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর তাদের কেবল একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত উপলব্ধি করতে দেয়।

এমন অনেক বিষয় আছে যা আমাদের বোধগম্যতার বাইরে। যারা ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা এবং ক্ষমতা সঠিকভাবে ব্যবহার করে তারাই

কৃতিত্ব ও পুরস্কারের যোগ্য এবং যারা ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পছন্দ করে তারা শাস্তি ও শাস্তির যোগ্য। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

আমাদের ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার কী? বুদ্ধি ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তি। এটি ব্যবহার না করা কি আমাদের জন্য সঠিক?

"আর আল্লাহই ভালো জানেন" হলো নিখুঁত সংলাপ। এটি মুমিনকে প্রশ্ন করা, সন্দেহ করা এবং ঈশ্বর না করুন, জাগ্রত হওয়া থেকে রক্ষা করে। যদি আপনি একটি বিরক্তিকর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে আপনাকে শাস্তি এবং শাস্তির হুমকি দেওয়া হবে। সৌভাগ্যবশত এই তরুণী মুসলিমার জন্য, এই আলোচনাটি অনলাইনে হয়েছিল; অন্যথায় তাকে অযৌক্তিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য চড় মারা হতে পারে বা তার চেয়েও খারাপ হতে পারে।

একজন প্রকৃত মুসলিম হলেন তিনি যিনি বিশ্বাস করেন এবং চিন্তা করেন না। আল্লাহর "প্রজ্ঞা" নিয়ে প্রশ্ন তোলার অনুমতি নেই, যদিও সেই প্রজ্ঞা অযৌক্তিক এবং হাস্যকর প্রমাণিত হয়। কুরআন বলেঃ "হে ঈমানদারগণ! এমন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করো না যা তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হলে তোমাদের কষ্ট দিতে পারে... তোমাদের পূর্ববর্তী কিছু লোক এ জাতীয় প্রশ্ন করেছিল এবং সেই কারণে তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলেছিল।" (কুরআন ৫:১০১–১০২)

স্তনের লোম ছানা

অন্ধ বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত একটি ঘটনা উল্লেখ করার মতো। মুহাম্মদ দত্তক গ্রহণের প্রথা বাতিল করার পর, আবু হুজাইফা এবং তার স্ত্রী সাহলা, যার দত্তক পুত্র ছিল সালিম, তারা তার কাছে পরামর্শের জন্য আসেন। "আল্লাহর রাসূল, সালিম আমাদের সাথে আমাদের বাড়িতে থাকেন," সাহলা বলেন। "সে (বয়ঃসন্ধি) পুরুষদের মতোই অর্জন করেছে এবং পুরুষদের মতোই (যৌন সমস্যা সম্পর্কে) জ্ঞান অর্জন করেছে।" তার উত্তরে মুহাম্মদ একটি উদ্ভাবনী সমাধান বের করেন। "তাকে স্তন্যপান করান," তিনি বলেন।

"আমি কিভাবে তাকে স্তন্যপান করাবো, কারণ সে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ?" সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল। মুহাম্মদ হেসে বলল: "আমি জানি যে সে একজন যুবক।" আসলে সালিমের বয়স (পনেরোরও বেশি) ছিল বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য।[174] হাদিসে বলা হয়েছে যে, তিনি তখন হেসে ফেললেন।

মুহাম্মদের মতে, স্তন্যপান মাতৃত্বের সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করে, এমনকি যদি একজন মহিলা এমন একটি শিশুকে স্তন্যপান করান যা জৈবিকভাবে তার নয়। একটি হাদিসে বলা হয়েছে, “আয়েশা যে কোনও পুরুষকে তার কাছে আসতে চাইলে এটিকে একটি নজির হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার বোন উম্মে কুলসুম বিনতে আবি বকর এবং তার ভাইয়ের কন্যাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তিনি যে কোনও পুরুষকে তার কাছে আসতে চাইলে তাকে দুধ পান করান। নবীর অন্যান্য স্ত্রীরা এই ধরণের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে কাউকে তাদের কাছে আসতে দিতে অস্বীকৃতি জানান। তারা বলেন, না! আল্লাহর কসম! এই ধরণের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে কেউ আমাদের কাছে আসবে না!"[১৭৫] স্পষ্টতই মুহাম্মদের বেশিরভাগ স্ত্রীরই তাঁর চেয়ে বেশি সাধারণ জ্ঞান ছিল।

এই ঐতিহ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, ইসলামের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান মিশরের আল–আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ইজ্জত আতিয়া

কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গা পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে একটি উপায় বের করে আনেন। তিনি একটি ফতোয়া (ধর্মীয় রায়) জারি করেন যেখানে নারীদের একজন পুরুষ সহকর্মীকে "সরাসরি তার স্তন থেকে" কমপক্ষে পাঁচবার দুধ খাওয়ানোর অনুমতি দেওয়া হয় যাতে পারিবারিক বন্ধন তৈরি হয় এবং এভাবে কর্মক্ষেত্রে একা থাকতে পারে। "একজন প্রাপ্তবয়স্ককে বুকের দুধ খাওয়ানো ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সমস্যার অবসান ঘটায় এবং বিবাহ নিষিদ্ধ করে না," তিনি রায় দেন। "কর্মক্ষেত্রে একজন মহিলা যাকে বুকের দুধ খাওয়ানো হয়েছে তার সামনে ঘোমটা পরতে পারেন বা চুল খোলা রাখতে পারেন।"[176]

যদিও কিছু মুসলমানের এই ফতোয়া নিয়ে কোনও আপত্তি ছিল না, যতক্ষণ না এটি বিশুদ্ধ হাদিসের উপর ভিত্তি করে ছিল, আইনি রায়টি মিশর এবং আরব বিশ্ব জুড়ে ক্ষোভের জন্ম দেয় এবং ডঃ আতিয়া তার ফতোয়া প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

মুহাম্মদের নির্গত স্রাব

১৩ জুন, ২০০৭ তারিখে MEMRI (দ্য মিডল ইস্ট মিডিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট) আরেকটি মজার গল্প প্রকাশ করে।[177]

মিশরীয় মুফতি ডঃ আলী গুমা তার "ধর্ম ও জীবন – আধুনিক প্রতিদিনের ফতোয়া" বইয়ে লিখেছেন যে নবী মুহাম্মদের সাহাবীরা তাঁর প্রস্রাব পান করে নিজেদের আশীর্বাদ করতেন এবং একটি হাদিস থেকে প্রস্রাব পানের ঘটনা বর্ণনা করেছেন: "উম্মে আয়মান নবীর প্রস্রাব পান করেছিলেন, এবং নবী তাকে বলেছিলেন: 'এই পেটকে জাহান্নামের আগুনে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে না, কারণ এতে আমাদের প্রভু আল্লাহর রাসূলের কিছু আছে...'[178]

'এই আশীর্বাদ,' আল-গুমা'আ আরও বলেন, '[এছাড়াও] নবীর সম্মানিত লালা, ঘাম, চুল, প্রস্রাব বা রক্ত দিয়ে করা যেতে পারে। এর কারণ হল যে কেউ আল্লাহর রাসূলের ভালোবাসা জানে [এগুলি দ্বারা] বিরত হয় না; ঠিক যেমন একজন মা তার পুত্রের মল দ্বারা বিরত হয় না, এটি আমাদের প্রভু আল্লাহর রাসূলের ক্ষেত্রে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যাকে আমরা আমাদের পিতা, পুত্রদের চেয়েও বেশি ভালোবাসি।

এবং স্ত্রীদের। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যাকে বিতাড়িত করেছেন বা করেছেন তাকে অবশ্যই তার ধর্ম ত্যাগ করতে হবে।[179]

পরবর্তী হট্টগোলের পর, গুম'আ তার ফতোয়ার পক্ষে দাঁড়িয়ে বলেন: 'নবীর (সাঃ) সম্পূর্ণ দেহ, তা সে প্রকাশ্য হোক বা গোপন, পবিত্র, এবং এতে এমন কিছু নেই – তাঁর স্রাব সহ – যা কাউকে বিরত রাখতে পারে। উম্মে হারাম এই ঘাম সংগ্রহ করতেন এবং মদীনার লোকদের মধ্যে বিতরণ করতেন।'[১৮০]

ডক্টর গুমা আরও বলেন: 'আল–হুদাইবিয়ায় সুহাইল বিন ওমরের হাদিসে বলা হয়েছে: 'হে প্রভু, আমি কিসরা [পারস্যের শাসক] এবং কাইসার [বাইজান্টিয়ামের শাসক] এর সাথে ছিলাম এবং আমি এমন কোনও উদাহরণ দেখিনি যেখানে নবীর সাহাবীরা মুহাম্মদের মতো নেতার প্রশংসা করেছেন। দ্বিতীয় মুহাম্মদ যখন থুতু ফেললেন, তখন তাদের একজন তৎক্ষণাৎ [তাঁর লালা ধরে] তাঁর মুখে লাগালেন।' অতএব, ইবনে হাজার আল–আসকালানি, আল–বাইহাকি, আল–দারাকুতনি এবং আল–হায়সামি সহ উলেমারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে নবীর সম্পূর্ণ শরীর পবিত্র ছিল।'[181]

তা সত্ত্বেও, মিশরের ধর্মীয় দানমন্ত্রী ডঃ মুহাম্মদ হামদি জাকজুক গুমার বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: 'এই ধরণের ফতোয়া ইসলামের ক্ষতি করে, এর শত্রুদের সেবা করে এবং জনগণকে পশ্চাদপদতা ও অজ্ঞতার দিকে ঠেলে দেয়।'[182] সরকারি দৈনিক আল–আহরামে লেখা জাকজুক আরও ব্যাখ্যা করেছেন: '[গুমার] মতো দুঃখজনক ফতোয়াগুলি ডেনিশ কার্টুনের চেয়ে ইসলাম এবং নবীর বেশি ক্ষতি করেছে, কারণ এবার ক্ষতি ইসলামের শত্রুদের কাছ থেকে নয় বরং কিছু মুসলিম উলেমাদের কাছ থেকে এসেছে যারা ইসলাম সম্পর্কে তাদের মতামত জনসাধারণের কাছে উপস্থাপন করেন... আমাদের মধ্যে যারা ধর্মের নামে কথা বলেন তাদের বুঝতে হবে যে... পৃথিবী বদলে গেছে, পরিস্থিতি বদলে গেছে, এবং মুসলিম জনসাধারণের মাথাকে এমন কলুষিত কথা, অসুস্থ চিন্তাভাবনা এবং ভিত্তিহীন অনুমান দিয়ে পূর্ণ করা আর গ্রহণযোগ্য বা যুক্তিসঙ্গত নয় যার সঠিকতা সম্পূর্ণরূপে অপ্রমাণিত...'[183]

আল-আজহার শেখ ডঃ মুহাম্মদ সাইয়্যেদ তানতাওয়ীর নেতৃত্বে একাডেমি ফর ইসলামিক রিসার্চ, একাডেমির সদস্য গুম'আ কর্তৃক জারি করা ফতোয়ার তীব্র আপত্তি প্রকাশ করেছে। একাডেমির মতে, আজকের পরিস্থিতির জন্য ফতোয়াটি উপযুক্ত ছিল না...[184]

ইসলামী পণ্ডিত এবং জনসাধারণের পক্ষ থেকে আরও অনেক প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। আইনজীবী নাবিহ আল-ওয়াহশ গুমার বিরুদ্ধে প্রসিকিউটর জেনারেলের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেন, দাবি করেন যে গুমার ফতোয়া সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকিস্বরূপ এবং নবী ও তাঁর সাহাবীদের অপমান ও মানহানি করেছে।[১৮৫]

*আল-আহরাম*সম্পাদক ওসামা সারায়া যুক্তি দিয়েছিলেন যে গুমার ফতোয়া আজ প্রাসঙ্গিক নয়, যদিও এটি ধর্মীয় উৎসের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল: 'ধর্মীয় আইনের বইগুলিতে অনেক প্রশ্ন এবং বিষয় রয়েছে, যার মধ্যে কিছু বিস্মৃতিতে চলে গেছে। আজকের মুসলমানদের জীবনের বাস্তবতার সাথে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই, এবং তারা তাত্ত্বিক, দার্শনিক বা বিতর্কিত [বিষয়] হয়ে উঠেছে। অতীতে, ধর্মগুরুরা বলতেন যে একজনকে যা জানা আছে তা প্রকাশ করতে হবে না। গৃহীত মতামত হল যে অতীতে মুসলিম ধর্মগুরুদের যে অনেক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত ছিল তা আর আলোচনার যোগ্য নয় – হয় সেগুলি প্রাচীন যুগের এবং জনজীবনের সাথে খুব বেশি আলগাভাবে যুক্ত, অথবা কারণ সেগুলি বিভ্রান্তি এবং জনসাধারণের মধ্যে হট্টগোল সৃষ্টি করতে পারে। এটি ধর্মীয় আইনের ছাত্রদের কাছে সুপরিচিত একটি সত্য..."[১৮৬]

অবশ্যই আল আহরাম ভুল। সুন্নাহ বা কুরআনের উপর ভিত্তি করে ইসলামিক কোন বিধানকে অপ্রচলিত করার কোন বিধান নেই।

সরকারি দৈনিক আল-গুমহুরিয়ার কলামিস্ট গালা গাবআল্লাহ লিখেছেন: 'উম্মে আইমানের গল্প সত্য হোক বা না হোক, মুফতির দ্বারা এটি পুনরায় বলা উচিত নয়। [যদি এটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়], মুফতির উত্তর দেওয়া উচিত: 'এটা জেনে তোমার কী লাভ? নবী, তাঁর সম্মানিত অতীত, তাঁর সম্মানিত রক্ত এবং তাঁর সম্মানিত প্রস্রাব সহ, আর আমাদের মধ্যে নেই।'[187]

*আল–আখবার*কলামিস্ট আহমদ রাগাব গুমার বক্তব্যকে উপহাস করে লিখেছেন: '[সম্মানিত মুফতির ফতোয়ার বিষয়ে]... যখন এই প্রয়োজনটি সর্বদা এই [উদ্দেশ্যের] জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত নির্জন স্থানে পূরণ করা হয় তখন কীভাবে আসলে প্রস্রাব পান করা সম্ভব? নবীর সাহাবীরা কি [সেখানে] দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিলেন, হাতে পাত্র নিয়ে? কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি কি কল্পনা করতে পারেন যে নবী [আসলে] তাদের প্রস্রাব সংগ্রহ করতে দিয়েছিলেন?'[188]

এখানেই আমি আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। এই পর্বগুলি দেখায় যে মুসলমানরা বোকা হতে ইচ্ছুক, যার সীমা অতিক্রম করবে না। এখানেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে একবার ইসলাম সম্পর্কে নগ্ন সত্য উন্মোচিত হয়ে গেলে এবং এর অস্পষ্টতা প্রকাশ পেলে, চিন্তাশীল মুসলমানরা আলো দেখতে পাবে এবং এই বোকা বিশ্বাস ত্যাগ করবে।

বিশেষ সুবিধা সম্পর্কে আরও তথ্য

মুহাম্মদ (সাঃ) পৌত্তলিক রীতি পুনরায় চালু করেছিলেন। তবে, তিনি এটি পালন করতে অসুবিধা বোধ করতেন, তাই যখন ইচ্ছা খেতেন। ইবনে সা'দ লিখেছেন: "আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলতেন, 'আমাদের নবীদের উপর আমাদের সকালের খাবার অন্যদের তুলনায় দেরিতে খেতে হবে এবং সন্ধ্যায় তাড়াতাড়ি ইফতার করতে হবে।'"[১৮৯]

মুহাম্মদ (সাঃ) কীভাবে যা খুশি তাই করতেন এবং যা কিছু করতেন তার আল্লাহকে অনুমোদন করতেন তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল। তরুণী এবং বিবেকবান আয়েশা এটি লক্ষ্য করে বললেন, "আমি অনুভব করি যে তোমার প্রভু তোমার ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণে দ্রুত এগিয়ে আসেন।"[190] মুহাম্মদ যখন তাঁর পুত্রবধূ জয়নাবকে কনে হিসেবে গ্রহণ করার জন্য তাঁর আল্লাহকে আদেশ করেছিলেন, তখন তিনি উপরোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন।

মুহাম্মদ যে যুদ্ধগুলো করেছিলেন তার কোনটিতেই তিনি নিজের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেননি। তিনি তার সৈন্যদের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতেন, প্রায়শই দুটি চেইন–লিঙ্ক মেইল কোট পরতেন, একটির উপরে আরেকটি।[১৯১] দ্বিগুণ বর্ম তাকে এত ভারী করে তুলেছিল যে দাঁড়াতে বা হাঁটতে সাহায্যের প্রয়োজন হত। এই অবস্থায়, তিনি সামনের সারির দিকে চিৎকার করে তার সৈন্যদের মৃত্যুকে ভয় না পেয়ে সাহসী হতে উৎসাহিত করতেন, তাদের উচ্চ পেটের কুমারী এবং পরলোকে স্বর্গীয় খাবারের প্রতিশ্রুতি দিতেন। নিজের জন্য, তিনি এই পৃথিবীতে এই উপহারগুলি পছন্দ করতেন। কখনও কখনও তিনি এক মুঠো ধুলো তুলে শত্রুর দিকে ছুঁড়ে মারতেন এবং তাদের অভিশাপ দিতেন। এটাই ছিল তার সাহসিকতা এবং তার যুদ্ধে অবদানের পরিধি। নিজের জীবন রক্ষা করার পরেও তিনি তার অনুসারীদের শাহাদাতের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলতেন। তিনি তাদের বলতেন, “যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! আমি আল্লাহর পথে শহীদ হতে চাই এবং তারপর জীবিত হয়ে শহীদ হতে চাই, এবং তারপর আবার ফিরে এসে শহীদ হতে চাই, এবং তারপর আবার ফিরে এসে শহীদ হতে চাই।[১৯২]

তার কর্মকাণ্ড তার কিছু অনুসারীকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য তিনি তার আল্লাহকে বলতে বাধ্য করেছিলেন, “তোমরা তাদের হত্যা করোনি; আল্লাহই ছিলেন; যখন তুমি (এক মুঠো মাটি) ছুঁড়েছিলে, তখন তা তোমার কাজ ছিল না, বরং আল্লাহর কাজ ছিল; যাতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে এক অনুগ্রহপূর্ণ পরীক্ষার মাধ্যমে মুমিনদের পরীক্ষা করতে পারেন; কারণ আল্লাহই (সবকিছু) শোনেন এবং জানেন।” (প্রশ্ন ৮:১৭)

যখনই তিনি এমন কিছু করতেন যা তার অনুসারীদের বিরক্ত করত অথবা এমন কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করতেন যা সত্য হয়নি, তখনই তিনি একটি আয়াত নাজিল করতেন যেখানে বলা হত, আল্লাহ তোমাদের ঈমানকে একটি অনুগ্রহপূর্ণ পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

তার সামরিক অভিযানের অর্থায়নের জন্য, তিনি তার অনুসারীদের তাদের সম্পদ দান করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি তাদের তার সেবা করার এবং তার সেবা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তিনি তার প্রতি তাদের প্রশংসাকে উৎসাহিত করেছিলেন এবং ভিন্নমত ও সমালোচনাকে তীব্রভাবে ভ্রুকুটি করেছিলেন। হুদাইবিয়ায় তার লোকদের মধ্যে তার সাথে দেখা করতে আসা কুরাইশদের আলোচক ওরওয়া প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে তার অনুসারীরা "তাদের রক্ষা করার জন্য ছুটে এসেছিল"

"যে পানিতে সে অযু করেছিল, যাতে তার থুথু শুষে নিতে পারে, অথবা যদি তার চুল পড়ে যায়, তাহলে ধরে রাখতে পারে।"[১৯৩]

ইতিহাসবিদ স্যার উইলিয়াম মুইর যেমন পরামর্শ দিয়েছেন, এই ধরণের ধর্মান্ধতাকে পরবর্তীকালের অতিরঞ্জিত রূপে ব্যাখ্যা করা বা উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। সকল ধর্মীয় নেতার মতো মুহাম্মদও নিজের একটি ব্যক্তিত্বের উপাসনা তৈরি করেছিলেন যা আজও টিকে আছে। আমরা আজও আধুনিক ধর্মীয় উপাসনাগুলিতে এই ধরণের ব্যক্তিত্বের উপাসনা দেখতে পাই। নার্সিসিস্টরা এভাবেই আচরণ করতে চান।

মুহাম্মদ নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে ভাবতেন। যখনই তাঁর কাছে উপযুক্ত মনে হতো, তিনি প্রতিটি নৈতিক ও নীতিমালা ভঙ্গ করতেন এবং তারপর তাঁর আল্লাহকে তাঁর কাজের অনুমোদনের জন্য একটি বা দুটি আয়াত নাজিল করাতেন।

আরবরা মরুভূমির সরল মানুষ ছিল, কিন্তু তাদের মর্যাদা ছিল এবং তারা তাদের বীরত্বের উপর গর্ব করত। প্রতি বছর কয়েক মাস তারা যুদ্ধ করত না। এই মাসগুলিকে পবিত্র মাস বলা হত, যখন লোকেরা স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করত এবং তীর্থযাত্রা করত। বছরের এই সময়ে যুদ্ধ এবং হত্যা করা ছিল একটি পবিত্রতা। এমনই এক মাসে, মুহাম্মদ তায়েফ থেকে মক্কায় কিশমিশ, মাখন, ওয়াইন এবং অন্যান্য পণ্য বহনকারী একটি কাফেলাকে অবরোধ ও অতর্কিত আক্রমণ করার জন্য নাখলাহে একটি অভিযান পাঠান। তিনি তাদের মিশন প্রকাশ না করেই আটজনকে নাখলার দিকে পাঠান। তিনি তার চাচাতো ভাই আবদুল্লাহকে একটি সিল করা চিঠি দেন, অভিযানের নেতা যাতে গন্তব্যে পৌঁছানোর পরেই তার সঙ্গীদের তা পড়ে শোনানো হয়। আবদুল্লাহই একমাত্র ব্যক্তি যিনি মিশন সম্পর্কে জানতেন। লোকেরা যখন চিঠিটি খুলল, তখন তারা বুঝতে পারল যে মুহাম্মদ তাদের সেই পবিত্র মাসে একটি কাফেলা আক্রমণ করতে বলছেন। তাদের মধ্যে দুজন, সুবিধাজনকভাবে মরুভূমিতে তাদের উট হারিয়ে ফেলেছিল, তারা এটি খুঁজে বের করতে বেরিয়েছিল এবং অপবিত্রতায় অংশ নেয়নি। বাকি ছয়জন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে অবশেষে নিজেদেরকে বোঝাতে সক্ষম হন যে নবীর আদেশ তাদের বিবেকের বিরুদ্ধে গেলেও এবং ভুল মনে হলেও তা মেনে চলা উচিত।

তারা তাদের মাথা কামিয়ে তীর্থযাত্রার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার ভান করল। কাফেলার লোকেরা যখন তাদের পাহারা নামিয়ে দিল, তখন মুসলিমরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, একজনকে হত্যা করল এবং দুজনকে জিম্মি করে রাখল। চতুর্থ ব্যক্তি পালিয়ে গেল। জীবনীকাররা লিখেছেন যে এটি ছিল ইসলামের উপর দায়বদ্ধ প্রথম রক্তপাত। লক্ষ্য করুন যে এই গল্পটি এই দাবিকে বাতিল করে দেয় যে সুমাইয়া মক্কায় শহীদ হয়েছিলেন। মুহাম্মদের সমস্ত জীবনীতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামে প্রথম রক্তপাত ছিল মুসলমানদের দ্বারা একজন অমুসলিমের রক্ত। মুসলমানরা শত্রুতা শুরু করেছিল। তারাই তাদের বিরোধীদের উপর অত্যাচার করেছিল, বিপরীতভাবে নয়। এই হত্যাকাণ্ড কুরাইশদের মধ্যে এক ধাক্কার ঢেউ এনেছিল, যারা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের প্রতিপক্ষ, ক্ষমতার সন্ধানে, হত্যা করতে ইচ্ছুক এবং কোনও আইনকে মান্য করবে না।

অসংখ্য ঘটনা আছে যেখানে মুহাম্মদ দেশের আইন ভঙ্গ করেছেন এবং নীতি ও নীতিমালা উপেক্ষা করেছেন। বণিক কাফেলা অবরোধ করা বা গ্রামগুলিতে অভিযান চালিয়ে তাদের সম্পদ লুট করা চুরি এবং যেকোনো সমাজের আইনের পরিপন্থী। মুহাম্মদ নিরস্ত্র দলগুলিকে আক্রমণ করেছিলেন যখন তারা যুদ্ধের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, তাদের নিরস্ত্র পুরুষদের যতটা সম্ভব হত্যা করেছিলেন, তাদের নারী ও শিশুদের দাসত্ব করেছিলেন এবং তার যা কিছু করেছিলেন তা আল্লাহর কাছে অনুমোদন করেছিলেন। তিনি যুদ্ধে বন্দী মহিলাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকেও অনুমোদন করেছিলেন, এমনকি যদি তারা এখনও বিবাহিত এবং তাদের স্বামীরা জীবিত থাকে। (Q.4:24)

অজাচার থেকে বহুবিবাহ, ধর্ষণ থেকে শিশু যৌন নির্যাতন, হত্যা থেকে গণহত্যা, আল্লাহর নবী সবকিছুই করেছিলেন এবং তাঁর অনুসারীরাও একই কাজ করেছিলেন। তিনি কর্তৃপক্ষের প্রতি ঘৃণা করতেন, এবং মুসলমানরাও তাই। তিনি ছিলেন প্রতারক এবং হিংস্র এবং তাঁর অনুসারীরাও তাই।

সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ

*ইসলাম*অর্থ আত্মসমর্পণ। কুরআন বলেঃ “আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, তখন কোন মুমিন পুরুষ ও কোন মুমিন নারীর নিজের ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নেই।” (প্রশ্ন ৩৩:৩৬) এমনকি অবিশ্বাসীদেরও কোন বিকল্প নেই। তাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে, নতুবা হত্যা করা হবে। মুহাম্মদ ভিন্নমতকে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। নার্সিসিস্টদের জন্য, ভিন্নমত অসহনীয়। এটি তাদের কর্তৃত্বের নড়বড়ে অবস্থানকে হুমকির মুখে ফেলে। পরিত্যক্ত হওয়ার বেদনাদায়ক শৈশব স্মৃতি তাদের অনিশ্চিত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে নাড়া দেয়। তারা আঘাত অনুভব করে এবং প্রতিশোধ চায়।

মুহাম্মদ তাঁর অনুসারী নন এমন সকলকেই তাঁর শত্রু হিসেবে দেখতেন। তিনি ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন এবং সর্বত্র ষড়যন্ত্র দেখতে পেতেন। তিনি নিজেকে শত্রুদের এমন এক বীরত্বপূর্ণ শিকার হিসেবে উপস্থাপন করতেন যারা তাঁর দুর্বল মনের বাইরে কোথাও ছিল না।

তার সর্বত্র গুপ্তচর ছিল। তারা তার বিরোধী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করত এবং যেসব জায়গা থেকে সে আক্রমণ করতে চাইত সেখান থেকে খবর নিয়ে আসত। তিনি এতটাই ভীত ছিলেন যে তিনি তার বিশ্বাসীদের একে অপরের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করতে উৎসাহিত করতেন। আজও মুসলমানরা এটি করে।

মুসলমানরা একে অপরের প্রতি সজাগ। ইসলামের আইন সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি মুসলিম অন্যদের উপর গোয়েন্দাগিরি করে। ফলস্বরূপ, সমস্ত ইসলামী দেশে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি হয়, যেখানে কেউ ইসলাম সম্পর্কে সামান্যতম প্রশ্নও তুলতে সাহস করে না। আপনার নিজের আত্মীয়স্বজন আপনার অবিশ্বাসের কথা জানাতে পারে, যার অর্থ আপনার জন্য নিশ্চিত মৃত্যু।

তাদের নবীর মতো, মুসলমানদেরও শিকারের মানসিকতা রয়েছে এবং তারা তাদের আগ্রাসন ও সন্ত্রাসকে ন্যায্যতা দেয়। তারা মনে করে যে অন্ধকারাচ্ছন্ন শক্তি ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য কাজ করছে এবং ইহুদিদের নেতৃত্বে তাদের বিরুদ্ধে একটি বিশ্ব ষড়যন্ত্র চলছে। তারা নিশ্চিত যে ইহুদিরা বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যারা তাদের ইচ্ছামত কাজ করছে এবং এই রহস্যময় এবং সর্বশক্তিমান ইহুদি চক্রের নির্দেশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রক্সি যুদ্ধ চালাচ্ছে।

তৃতীয় অধ্যায়

মুহাম্মদের আনন্দময় অভিজ্ঞতা

মানব মনের নতুন উপলব্ধি মুহাম্মদের রহস্যময় অভিজ্ঞতার উপর আলোকপাত করে, যা তিনি আকর্ষণীয় ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন। যথারীতি শব্দগুলি আল্লাহর মুখে স্থাপন করা হয়েছে।

> আর তিনি দিগন্তের সর্বোচ্চ স্থানে আছেন। তারপর তিনি নিকটবর্তী হলেন, তারপর তিনি রুকু করলেন। সুতরাং তিনি ছিলেন দুই ধনুকের পরিমাপ অথবা আরও কাছাকাছি। আর তিনি তাঁর বান্দার কাছে যা প্রকাশ করেছিলেন তা প্রকাশ করলেন। হৃদয় যা দেখেছিল তাতে মিথ্যা ছিল না। কি! তাহলে তুমি কি তার সাথে বিতর্ক করছ যে সে যা দেখেছিল তা নিয়ে? এবং অবশ্যই তিনি তাকে অন্য এক অবতরণে দেখেছিলেন। সবচেয়ে দূরের কুলগাছে; যার কাছে বাগান, আশ্রয়স্থল। যখন যা ঢেকে রেখেছিল তা কুলগাছকে ঢেকে ফেলেছিল। চোখটি অন্যদিকে সরে যায়নি, এবং সীমা অতিক্রম করেনি। অবশ্যই তিনি তার প্রভুর মহান নিদর্শনগুলি দেখেছিলেন। (Q.53:6–18)

অন্য একটি অনুচ্ছেদে তিনি তার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার কথা জোর দিয়ে বলেছেন: "এবং সত্যই তিনি নিজেকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছিলেন।" (প্রশ্ন ৮১:২৩)

একটি হাদিসে তিনি বর্ণনা করেছেন, "আমি যখন হাঁটছিলাম তখন আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি আকাশের দিকে তাকালাম, আর দেখো! হেরা গুহায় যে ফেরেশতা আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একটি চেয়ারে বসে আছেন। আমি তার প্রতি এত ভীত হয়ে পড়েছিলাম যে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। তারপর আমি তার কাছে গেলাম

আমার স্ত্রী এবং বললেন, 'মোড়ানো আমি ভিতরে পোশাক! মোড়ানো আমি "কাপড় পরে!" তারা আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল।[১৯৪]

যখন কেউ জিজ্ঞাসা করল, “তোমার কাছে ঐশী ওহী কীভাবে আসে?” মুহাম্মদ উত্তর দিলেন, “কখনও কখনও এটা ঘণ্টা বাজানোর মতো হয়, এই ওহীর রূপটি সবচেয়ে কঠিন এবং তারপর এই অবস্থা চলে যায়, ০9 যখন আমি ওহীর কথা বুঝতে পারি। কখনও কখনও ফেরেশতা একজন মানুষের আকারে আসেন এবং আমার সাথে কথা বলেন এবং তিনি যা বলেন তা আমি বুঝতে পারি।” আয়েশা আরও বলেন: “আমি সত্যিই খুব ঠান্ডা দিনে নবীকে ওহীর মাধ্যমে ওহী করতে দেখেছি এবং (ওহী শেষ হওয়ার সাথে সাথে) তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরতে দেখেছি।”[১৯৫]

যায়েদ ইবনে সাবিত বর্ণনা করেন: "আমি তার জন্য ওহীর (ওহী) বাক্য লিখে রাখতাম। যখন ওহী তার কাছে আসত, তখন সে তাপে জ্বলতে অনুভব করত এবং ঘামের ফোঁটা মুক্তোর মতো তার শরীরে গড়িয়ে পড়তে শুরু করত।"[১৯৬]

ইবনে সা'দ লিখেছেন, "ওহীর মুহূর্তে নবীর উপর উদ্বেগ চাপা পড়েছিল এবং তাঁর মুখমণ্ডল বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল।"[১৯৭] তিনি আরও লিখেছেন, “যখন নবীর উপর ওহী নাজিল হত, তখন কয়েক ঘন্টার জন্য তিনি ঘুমন্ত ব্যক্তির মতো তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকতেন।”[১৯৮] বুখারীতে বলা হয়েছে: “আল্লাহর রাসূলের প্রতি ঐশ্বরিক ওহীর সূচনা হয়েছিল স্বপ্নের আকারে যা উজ্জ্বল আলোর মতো বাস্তবে পরিণত হয়েছিল।”[১৯৯]

সহীহ মুসলিমের একটি হাদিসে আছে: “আল্লাহর রাসূলের স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন: আল্লাহর রাসূলের কাছে প্রথম যে ওহী নাযিল শুরু হয়েছিল তা ছিল ঘুমের মধ্যে সত্যিকারের স্বপ্ন। আর তিনি এমন কোন স্বপ্ন দেখেননি যা ভোরের উজ্জ্বল আলোর মতো এসেছিল।”[২০০]

তাবারী বর্ণনা করেন: “নবী (সাঃ) বললেন, 'আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, কিন্তু
হাঁটু গেড়ে বসলাম; আর হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেলাম, আমার কাঁধ কাঁপছিল।"[201]

বুখারীতে একটি দীর্ঘ হাদিসও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যেখানে মুহাম্মদ কীভাবে তাঁর ওহী লাভ করেছিলেন তার পুরো ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর উপর ওহীর সূচনা হয়েছিল ঘুমের মধ্যে সৎ (সত্য) স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি এমন কোন স্বপ্ন দেখতেন না যা আলোর মতো সত্য হয়। তিনি নির্জনে (হেরা গুহায়) যেতেন যেখানে তিনি অনেক (দিন) রাত ধরে (একমাত্র আল্লাহর) ইবাদত করতেন। তিনি তার সাথে ভ্রমণের খাবার নিয়ে যেতেন এবং তারপর (তার স্ত্রী) খাদিজার কাছে ফিরে আসতেন যাতে একইভাবে আরও কিছু সময় ধরে খাবার নিয়ে যেতেন। এমনকি হঠাৎ করেই যখন তিনি হেরা গুহায় ছিলেন তখন সত্য তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়। ফেরেশতা সেখানে তাঁর কাছে এসে তাঁকে (নিরক্ষর মুহাম্মদ) পড়তে বললেন। নবী (সাঃ) বললেন, 'আমি পড়তে জানি না।' ফেরেশতা আমাকে (জোর করে) ধরে এত জোরে চাপ দিলেন যে আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং আবার পড়তে বললেন, আমি উত্তর দিলাম, 'আমি পড়তে জানি না,' এরপর তিনি আমাকে আবার ধরে দ্বিতীয়বার চাপ দিলেন যতক্ষণ না আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং আবার পড়তে বললেন, কিন্তু আমি আবার উত্তর দিলাম, 'আমি পড়তে জানি না (অথবা, আমি কী পড়ব?)' এরপর তিনি তৃতীয়বার আমাকে ধরে চাপ দিলেন এবং তারপর আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, 'পড়ুনঃ আপনার প্রভুর নামে, যিনি (যা কিছু আছে) সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে জমাট বাঁধা থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন এবং আপনার প্রভু অত্যন্ত উদার... এমনকি... যা তিনি জানতেন না।' (প্রশ্ন ৯৬:১৫)
তারপর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ওহী নিয়ে ফিরে এলেন, তাঁর ঘাড়ের পেশী ভয়ে কাঁপছিল। অবশেষে তিনি খাদীজার কাছে এসে বললেন, 'আমাকে ঢেকে দাও! আমাকে ঢেকে দাও!' তারা তাকে ঢেকে রাখল যতক্ষণ না তার ভয় কেটে গেল। তারপর তিনি বললেন, 'হে খাদীজা, আমার কী হয়েছে?' তারপর তিনি তাকে যা কিছু ঘটেছিল তা খুলে বললেন এবং বললেন, 'আমি আশঙ্কা করছি যে আমার কিছু হতে পারে।' খাদীজা বললেন, 'কখনই না! তবে সুসংবাদ গ্রহণ করো, কারণ আল্লাহ তোমাকে কখনও অপমানিত করবেন না কারণ তুমি তোমার আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, সত্য কথা বলবে, দরিদ্র ও নিঃস্বদের সাহায্য করবে, মেহমানদের উদারভাবে সেবা করবে এবং যোগ্য ও বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করবে।'

খাদিজা এরপর তাকে (তার চাচাতো ভাই) ওয়ারাকা বিন নওফাল বিন আসাদ বিন আব্দুল উজ্জা বিন কুসাইয়ের কাছে নিয়ে যান। ওয়ারাকা ছিলেন তার চাচাতো ভাইয়ের ছেলে, অর্থাৎ তার বাবার ভাই, যিনি ইসলাম-পূর্ব যুগে খ্রিস্টান হয়েছিলেন এবং আরবি লিপি লিখতেন এবং আল্লাহ যতটা লিখতে চেয়েছিলেন ততটা আরবি ভাষায় গসপেল লিখতেন। তিনি একজন বৃদ্ধ মানুষ ছিলেন এবং তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। খাদিজা তাকে বললেন, “হে আমার চাচাতো ভাই! তোমার গল্প শোন!

"ভাতিজা।" ওয়ারাকা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আমার ভাতিজা! তুমি কী দেখেছো?' নবী (সাঃ) যা দেখেছিলেন তা বর্ণনা করলেন।

ওরাকা বললেন, 'এটি সেই নামুস (অর্থাৎ জিব্রাইল, গোপন তথ্য রক্ষাকারী ফেরেশতা) যাকে আল্লাহ মূসার কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমি যদি যুবক হতাম এবং তোমার সম্প্রদায় তোমাকে বের করে দেওয়ার সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারতাম।' আল্লাহর রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন, "তারা কি আমাকে বের করে দেবে?" ওরাকা হ্যাঁ উত্তর দিলেন এবং বললেনঃ 'তুমি যা এনেছ তার মতো জিনিস নিয়ে কখনও কোন ব্যক্তি আসেনি বরং তার সাথে শত্রুতা করা হয়েছিল। যদি আমি তোমাকে বের করে দেওয়ার দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকি তবে আমি তোমাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করব।' কিন্তু কয়েকদিন পর ওরাকা মারা যান এবং ঐশ্বরিক ওহীও কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত হয়ে যায় এবং নবী এতটাই দুঃখিত হয়ে পড়েন যে আমরা শুনেছি যে তিনি বেশ কয়েকবার উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে নিজেকে ছুঁড়ে ফেলার ইচ্ছা করেছিলেন এবং প্রতিবার যখন তিনি নিজেকে ছুঁড়ে ফেলার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় উঠতেন, তখন জিব্রাইল তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বলতেন, 'হে মুহাম্মদ! আপনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল!' যার ফলে তার হৃদয় শান্ত হয়ে যেত এবং তিনি শান্ত হয়ে যেতেন এবং ঘরে ফিরে যেতেন। আর যখনই ওহী আসার সময়কাল দীর্ঘ হত, তখন তিনি আগের মতোই করতেন, কিন্তু যখন তিনি পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছাতেন, তখন জিব্রাইল তাঁর সামনে উপস্থিত হতেন এবং তাঁকে তিনি যা বলেছিলেন তা বলতেন।[২০২]

ওরাকা, ধর্মগ্রন্থের উপর তার অধ্যয়নের উপর ভিত্তি করে মুহাম্মদকে নবী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এই দাবিটি সম্পূর্ণ অবাস্তব। কোনও ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদের প্রতি ইঙ্গিত করে এমন কিছু নেই। ওয়ারাকা মারা গিয়েছিলেন এবং মুহাম্মদ যেমন দাবি করেছিলেন যে তার দাদা তার মহান ভাগ্যের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ঠিক তেমনই বর্বর দাবি করতে স্বাধীন ছিলেন। খাদিজা, তার সহ-নির্ভর হিসেবে, তার মিথ্যাচারকে সমর্থন করেছেন এমন সম্ভাবনা কম নয়। মুহাম্মদ যখন বুসরায় যান তখনও একই রকম দাবি করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে কাফেলাগুলি বুসরার উপকণ্ঠে প্রবেশ করার সময়, তিনি একটি গাছের ছায়ায় বসেছিলেন এবং একজন নেস্টর সন্ন্যাসী তাকে দেখতে পান। "ঐ গাছের নীচে লোকটি কে?" সন্ন্যাসী খাদিজার তরুণ ভৃত্য মাইসারাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যিনি এই বাণিজ্য অভিযানে মুহাম্মদের সাথে ছিলেন। "কুরাইশ বংশের একজন লোক," ছেলেটি উত্তর দিল। "ঐ গাছের নীচে একজন নবী ছাড়া আর কেউ বসে নেই," সন্ন্যাসী বললেন। এই গল্প অনুসারে, সম্ভবত মুহাম্মদ নিজেই তৈরি করেছিলেন, সন্ন্যাসী দুটি ছোট মেঘ তাকে ছায়া দিচ্ছে দেখে তার পদমর্যাদা লক্ষ্য করেছিলেন।

সূর্যের তীব্র তাপ থেকে। "তার চোখের চারপাশে কি এমন কোন উজ্জ্বলতা, সামান্য লালচে ভাব আছে যা কখনোই তার থেকে আলাদা হয় না?" সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন। মাইসারাহ যখন হ্যাঁ উত্তর দিলেন, তখন তিনি বললেন, "তিনি অবশ্যই শেষ নবী; যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করে তাদের অভিনন্দন।"[203]

অন্য এক জায়গায় তিনি দাবি করেছেন যে, তাঁর কাঁধের মাঝখানে থাকা বড় তিলটিই ছিল তাঁর নবুওয়তের নিদর্শন। কাঁধের মাঝখানে তিল এবং চোখের চারপাশে লালচে ভাব নবুওয়তের নিদর্শন বলে প্রমাণিত হয় এমন কোনও ধর্মগ্রন্থ আমি এখনও পাইনি। চোখের দীর্ঘস্থায়ী লালচে ভাব হল ব্লেফারাইটিস নামক একটি চিকিৎসাগত অবস্থা যা চোখের পাতার প্রদাহের কারণে ঘটে। এক ধরণের ব্লেফারাইটিসে, মাইবোমিয়ান গ্রন্থির কর্মহীনতা (এমজিডি) রোগীদের প্রায়শই রোসেসিয়া এবং সেবোরিক ডার্মাটাইটিস নামে পরিচিত একটি সহ-বিদ্যমান ত্বকের ব্যাধি থাকে। মুখের লালচেভাব দ্বারাও রোসেসিয়া চিহ্নিত করা হয়। আবু তালিবের পুত্র আলী, মুহাম্মদের মুখ লালচে-সাদা বলে বর্ণনা করেছিলেন।[204]

তাঁর অনুসারীদের বিশ্বাসঘাতকতার উপর নির্ভর করে, মুহাম্মদ তাদের যা কিছু কল্পনা করতেন তা বলতেন। এমনকি তাঁর রোগের লক্ষণগুলিকেও তাঁর নবুয়তের লক্ষণ হিসেবে দাবি করা হত। যদি বুসরা সন্ন্যাসীর গল্পটি সত্য হত, তাহলে মায়সারাহই প্রথম বিশ্বাস করতেন, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আর কোনও উল্লেখ নেই।

উপরের হাদিসটি ইসলামে খাদিজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদর্শন করে। যখন মুহাম্মদের ভ্রান্ত ধারণা হয়েছিল, তখন তিনি ভেবেছিলেন তিনি ভূতগ্রস্ত। খাদিজাই তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে তাকে ঈশ্বরের নবী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে এবং তার পাগলামিকে উৎসাহিত করেছিলেন।

মুহাম্মদের কিছু ভ্রান্ত ধারণা ছিল দৃশ্যমান, কিছু ছিল দৈহিক এবং কিছু ছিল শ্রবণযোগ্য। ইবনে ইসহাক লিখেছেন: “যখন আল্লাহ তাঁর উপর তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করতে এবং তাঁকে নবুয়ত দান করতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর আকাশে উড়ে যেতেন এবং বহুদূর ভ্রমণ করতেন, যতক্ষণ না তিনি মক্কার ঢালু অংশ এবং তার উপত্যকার তলদেশে পৌঁছে যেতেন, যেখানে কোনও ঘর দেখা যেত না, এবং

"কোন পাথর বা গাছ যা তিনি অতিক্রম করতেন, কিন্তু বলতেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' আর রাসূল তার ডানে–বামে ফিরে পেছনে তাকাতেন, কিন্তু তিনি গাছপালা এবং পাথর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতেন না।"[205] মুহাম্মদের আরও বেশ কয়েকটি হ্যালুসিনেশন ছিলঃ

> একবার নবী (সাঃ) সালাত শেষ করে বললেন, 'শয়তান আমার সামনে এসে আমার সালাত ভাঙানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার উপর কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন এবং আমি তাকে শ্বাসরোধ করে ফেলেছিলাম। নিঃসন্দেহে, আমি তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার কথা ভেবেছিলাম যতক্ষণ না তুমি সকালে উঠে তাকে দেখতে পাও। তখন আমার মনে পড়ে গেল হযরত সুলাইমানের সেই উক্তি, 'হে আমার রব! আমাকে এমন একটি রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কারোর হবে না।' তারপর আল্লাহ তাকে (শয়তানকে) মাথা নিচু করে ফিরিয়ে আনলেন।'[206]

মানসিক অসুস্থতার একটি লক্ষণ হলো, মানুষ প্রায়শই বাস্তবতা এবং কল্পনার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে না।

> আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর উপর এমন জাদু করা হয়েছিল যে তিনি মনে করতেন যে তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, অথচ তিনি আসলে তা করেননি (সুফিয়ান বলেনঃ এটি সবচেয়ে কঠিন জাদু কারণ এর প্রভাব রয়েছে)। তারপর একদিন তিনি বললেন, 'হে আয়েশা, তুমি কি জানো যে আল্লাহ আমাকে আমার জিজ্ঞাসা করা বিষয় সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন? দুজন লোক আমার কাছে এসেছিল এবং তাদের একজন আমার মাথার কাছে বসেছিল এবং অন্যজন আমার পায়ের কাছে বসেছিল। আমার মাথার কাছে থাকা একজন অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করেছিল। এই লোকটির কী হয়েছে?' দ্বিতীয়জন উত্তর দিল, "সে জাদুর প্রভাবে আক্রান্ত।" প্রথমজন জিজ্ঞাসা করল, 'কে তার উপর জাদু করেছে?' অন্যজন উত্তর দিল, 'লাবিদ বিন আল–আ'সাম, বনি জুরাইকের একজন ব্যক্তি, যে ইহুদিদের মিত্র ছিল এবং মুনাফিক ছিল।' প্রথমজন জিজ্ঞাসা করল, 'সে কোন জিনিস ব্যবহার করেছে?' অন্যজন উত্তর দিল, 'একটি চিরুনি এবং তাতে চুল আটকে আছে।' প্রথমজন জিজ্ঞাসা করল, 'ওটা কোথায়?' অন্যজন উত্তর দিল, 'ধারওয়ানের কূপের পাথরের নিচে রাখা একটি পুরুষ খেজুর গাছের পরাগরেণুর খোসায়।' তাই নবী (সাঃ) সেই কূপের কাছে গিয়ে জিনিসপত্রগুলো বের করে বললেন, 'এটাই সেই কূপ যা আমাকে (স্বপ্নে) দেখানো হয়েছিল। এর পানি দেখতে মেহেদি পাতার মিশ্রণের মতো এবং এর খেজুর গাছগুলো দেখতে শয়তানের মাথার মতো।' নবী (সাঃ) আরও বললেন, 'তারপর জিনিসপত্র বের করা হয়েছিল।' আমি বললাম, 'আপনি নাশরা দিয়ে চিকিৎসা করেন না কেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ আমাকে আরোগ্য করেছেন; আমি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে মন্দ ছড়িয়ে পড়তে দিতে অপছন্দ করি।'[207]

অন্য একটি হাদিসে আমরা পড়ি, “আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী নাযিল হলো এবং তিনি একটি কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিলেন। ইয়া'লা বললেনঃ আমি যদি আল্লাহর রাসূলের কাছে ওহী নাযিল হতে দেখি। তিনি (ওমর) বললেনঃ তুমি কি আল্লাহর রাসূলকে ওহী নাযিল হতে দেখতে খুশি হও?” ওমর কাপড়ের এক কোণ তুলে ধরলেন এবং আমি তাকালাম।

তার দিকে তাকিয়ে রইলো এবং সে নাক ডাকার মতো শব্দ করছিলো। বর্ণনাকারী বললেন: আমি ভেবেছিলাম এটা উটের শব্দ।[208]

বুখারী বর্ণনা করেন, "যখন জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহর রাসূলের উপর ঐশ্বরিক ওহী নাযিল করতেন, তখন তিনি (আল্লাহর রাসূল) তাঁর জিহ্বা ও ঠোঁট নাড়াতেন, এবং সেই অবস্থা তাঁর জন্য খুব কঠিন ছিল, এবং সেই নড়াচড়া ইঙ্গিত দিত যে ওহী নাযিল হচ্ছে।[209]

এখানে হল ক তালিকা এর মনস্তাত্ত্বিক এবং শারীরিক e9ects সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিসে মুহাম্মদের উপর "প্রত্যাদেশ" সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

1. কোনও দেবদূত বা আলো দেখার এবং কণ্ঠস্বর শোনার দৃষ্টিভঙ্গি (ভ্রান্ত ধারণা)
2. শরীরের খিঁচুনি এবং পেটে যন্ত্রণাদায়ক ব্যথা এবং অস্বস্তি
3. হঠাৎ উদ্বেগ এবং ভয়ের আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়া
4. ঘাড়ের পেশীতে টান লাগা
5. অনিয়ন্ত্রিত ঠোঁট নড়াচড়া, ঠোঁট কামড়ানো
6. ঠান্ডার দিনেও ঘাম হওয়া
7. মুখ লাল হয়ে গেছে
8. মুখটা বিচলিত হয়ে উঠল
9. দ্রুত হৃদস্পন্দন
10. উটের মতো নাক ডাকা
11. তন্দ্রা
12. আত্মহত্যার চিন্তা

এগুলো টেম্পোরাল লোব এপিলেপসির লক্ষণ। রোগীকে কোনও পূর্ব সতর্কীকরণ ছাড়াই টিএলই অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে। মুহাম্মদের ক্ষেত্রেও এটি সত্য ছিল।

বুখারী বর্ণনা করেন, "যখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ওহীর বিরতির সময়কাল সম্পর্কে কথা বলছিলেন, তখন তিনি তাঁর বর্ণনায় বলেন, 'একবার আমি হাঁটছিলাম, হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি উপরে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম, হেরা গুহায় আমার সাথে দেখা করা সেই ফেরেশতাই আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি একটি চেয়ারে বসে ছিলেন।

আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে। আমি তাকে ভয় পেয়ে গেলাম এবং ঘরে ফিরে এসে বললাম, আমাকে জড়িয়ে দাও! আমাকে জড়িয়ে দাও![210]

আত্মঘাতী চিন্তাভাবনা

ইতিহাসবিদরা বলেন যে মুহাম্মদ বেশ কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্রতিবারই জিব্রাইল তাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন যে তিনি উন্মত্ত হয়ে পড়েছেন:

> আমি কবি বা কাহিন ছাড়া আর কাউকেই বেশি ঘৃণা করিনি। তাদের কারো দিকেই তাকিয়ে থাকতে পারছি না। আমি কখনোই কুরাইশদের কাউকে আমার ওহীর কথা বলব না। আমি পাহাড়ে আরোহণ করব এবং নিজেকে নীচে ফেলে মারা যাব। এতেই আমার স্বস্তি হবে। আমি এটা করতে গেলাম, কিন্তু পাহাড়ের অর্ধেক উপরে আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম, 'হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি জিব্রাইল।' আমি উপরের দিকে তাকালাম এবং জিব্রাইলকে একজন মানুষের আকারে দিগন্তে পা রাখছেন। তিনি বললেন: 'হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি জিব্রাইল।' আমি থেমে তার দিকে তাকালাম। তার দৃষ্টি আমার মনোযোগ আমার উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দিল। আমি আমার জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি তার থেকে চোখ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আকাশের যে দিকেই তাকাই না কেন, আমি তাকে আগের মতোই দেখতে পেলাম।[211]

এই দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ বোঝার একমাত্র উপায় হল, মুহাম্মদ যে প্রতিচ্ছবিটি দেখছিলেন তা তার মাথায় ছিল। সেই কারণেই তিনি যে দিকেই মাথা ঘুরিয়েছিলেন না কেন, তা সর্বদা তার সামনে দেখা যেত। তিনি যা দেখেছিলেন তা চাক্ষুষ হ্যালুসিনেশন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। চাক্ষুষ হ্যালুসিনেশন বিভিন্ন অ-মানসিক অবস্থার ক্ষেত্রে ঘটে যার মধ্যে রয়েছে মস্তিষ্কের ক্ষত, সংবেদনশীল বঞ্চনা, সাইকেডেলিক ওষুধের ব্যবহার এবং মাইগ্রেন। কিছু হ্যালুসিনেশন প্রাথমিক, (অর্থাৎ রোগী আলো, রঙ বা সরল জ্যামিতিক রূপ দেখতে পান)। এই ধরণের হ্যালুসিনেশন প্রায়শই অক্সিপিটাল লোব মৃগীরোগে ঘটে। জটিল ভিজ্যুয়াল হ্যালুসিনেশন এবং বিভ্রম, যেমন মুহাম্মদের অভিজ্ঞতা, টেম্পোরাল লোব খিঁচুনি এবং পার্কিনসন রোগ এবং ক্রুটজফেল্ড-জ্যাকব রোগের মতো অন্যান্য স্নায়বিক ব্যাধিতে ঘটে। এই হ্যালুসিনেশনগুলি সাধারণত প্রাণী, মানুষ বা ফেরেশতাদের মতো পৌরাণিক প্রাণীর প্রাণবন্ত চিত্র।

জিন।[212] এগুলির সাথে শ্রবণশক্তি, স্বাদ, ঘ্রাণশক্তি এবং সোমাটোসেন্সরি হ্যালুসিনেশন থাকতে পারে। সোমাটোসেন্সরি এবং কাইনেস্থেটিক হ্যালুসিনেশনগুলি বেশিরভাগই টেম্পোরাল লোব খিঁচুনির সাথে সম্পর্কিত। এটি হেরা গুহায় মুহাম্মদের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করে যেখানে তিনি অনুভব করেছিলেন যে ফেরেশতা জিব্রাইল তাকে ধরে ফেলেছেন এবং এত জোরে চেপে ধরেছেন যে তিনি তার পেটে এত যন্ত্রণাদায়ক ব্যথা অনুভব করেছেন যে তিনি ভেবেছিলেন তিনি মারা যাবেন। যদি আপনি ভাবতে না চান যে প্রধান দেবদূত একটু পাগল, TLE, সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করে যে সেই গুহায় মুহাম্মদের সাথে কী ঘটেছিল।

গবেষণা বিজ্ঞানী স্কট অ্যাট্রান ব্যাখ্যা করেন:

> হিপোক্যাম্পাস এবং অ্যামিগডালার কার্যকলাপের হঠাৎ পরিবর্তন শ্রবণ, ভেস্টিবুলার, রুচি, স্পর্শকাতর এবং ঘ্রাণগত অনুভূতিকে প্রভাবিত করতে পারে এবং কণ্ঠস্বর বা সঙ্গীত, দোলনা বা শারীরিক স্থবিরতার অনুভূতি, অমৃতের স্বাদ, জ্বলন্ত বা আদর, স্বর্গের সুবাস বা নরকের দুর্গন্ধের সাথে জড়িত হ্যালুসিনেশনের দিকে পরিচালিত করে। উদাহরণস্বরূপ, যেহেতু অ্যামিগডালার মধ্যবর্তী অংশ ঘ্রাণতন্ত্র থেকে তন্তু গ্রহণ করে, তাই অ্যামিগডালার সেই অংশের সরাসরি উদ্দীপনা সহ-ঘটমান ঘটনাগুলিকে তীব্র গন্ধে প্লাবিত করবে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে, ধূপ এবং সুগন্ধি অ্যামিগডালাকে উদ্দীপিত করে যাতে সেই সুগন্ধ আশেপাশের ঘটনাগুলিতে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে এবং ব্যাখ্যা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। টেম্পোরাল-লোব মৃগীরোগে, এলাকার হঠাৎ বৈদ্যুতিক স্পাইক মৃগীরোগের অভিজ্ঞতার অন্যান্য দিকগুলিকে একটি দুর্গন্ধযুক্ত আভা দিয়ে সঞ্চারিত করে।[213]

মুহাম্মদ জিব্রাইলকে ৬০০টি ডানা বিশিষ্ট বলে বর্ণনা করেছেন।[214] এটা কল্পনা করাও কঠিন। বুরাক, যে ঘোড়ায় চড়ে তিনি জেরুজালেম এবং আকাশে রাতের যাত্রা করেছিলেন, তার মাথা ছিল মানুষের এবং ডানা ছিল ঈগলের মতো। কেউ যদি অযৌক্তিক বিষয়গুলিতে বিশ্বাস করার সিদ্ধান্ত না নেয়, তাহলে এটা স্পষ্ট যে মুহাম্মদ (সা.) ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করছিলেন।

মিশরীয় মুসলিম পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিক, হাইকাল বর্ণনা করেছেন যে স্বর্গ ভ্রমণের সময় মুহাম্মদ যে ফেরেশতাকে দেখেছিলেন।

"প্রথম আকাশ ছিল খাঁটি রূপার তৈরি এবং তারাগুলো সোনার শিকল দিয়ে ঝুলন্ত ছিল;" [এটি দেখায় যে মুহাম্মদের কোন ধারণা ছিল না যে তারা কী। তিনি তাদেরকে 'আকাশের ভোল্ট' থেকে ঝুলন্ত ক্রিসমাস লাইটের মতো কল্পনা করেছিলেন। এটি টলেমির সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মুহাম্মদের সময়ে সাধারণত এটি বিশ্বাস করা হত।] "এবং প্রতিটি আকাশে একজন ফেরেশতা জেগে থাকতেন যাতে রাক্ষসরা পবিত্র আবাসস্থলে আরোহণ করতে না পারে এবং আত্মারা স্বর্গীয় গোপন কথা শুনতে না পারে।" [এই অযৌক্তিকতাটি কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে জিনরা 'মহান পরিষদের' কথোপকথন শোনার জন্য একে অপরের কাঁধে দাঁড়িয়ে থাকত, যতক্ষণ না তারা তাদের উপর ক্ষেপণাস্ত্রের মতো ছোঁড়া তারা দ্বারা গুলি করা হত। পুরানো দিনে মানুষ ভাবত উল্কাপিণ্ড হল তারা ছুঁড়ছে।][215]

সেখানে মুহাম্মদ আদমকে অভ্যর্থনা জানান। আর ছয়টি আসমানে নবী নূহ, হারুন, মূসা, ইব্রাহিম, দাউদ, সোলায়মান, ইদ্রিস (হনোক), ইয়াহইয়া (যোহন ব্যাপটিস্ট) এবং যীশুর সাথে দেখা করেন। তিনি মৃত্যুর ফেরেশতা আজরাইলকে এত বিশাল দেখতে পান যে তার চোখ ৭০,০০০ দিন দূরে ছিল। [এটি চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে দূরত্বের চেয়ে প্রায় দশগুণ বেশি] তিনি ১০০,০০০ ব্যাটেলিয়নের নেতৃত্ব দেন এবং মৃত বা জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের নাম একটি বিশাল বইতে লিখে সময় কাটিয়ে দেন। [কেউ কি আজরাইলকে একটি কম্পিউটার দান করে তার বোঝা থেকে মুক্তি দিতে পারে না?] তিনি অশ্রুজ ফেরেশতাকে দেখেন যিনি পৃথিবীর পাপের জন্য কাঁদতেন; প্রতিশোধের ফেরেশতা নির্লজ্জ মুখ, আঁচিল দিয়ে ঢাকা, যিনি আগুনের উপাদানগুলির উপর কর্তৃত্ব করেন এবং আগুনের সিংহাসনে বসেন; এবং আরেকটি বিশাল ফেরেশতা অর্ধেক তুষার এবং অর্ধেক আগুন দিয়ে তৈরি, যার চারপাশে একটি স্বর্গীয় গায়কদল ক্রমাগত চিৎকার করে বলছে: 'হে ঈশ্বর, তুমি তুষার এবং আগুনকে একত্রিত করেছ, তোমার সমস্ত বান্দাদের তোমার আইন মেনে চলার জন্য একত্রিত করেছ।' সপ্তম স্বর্গে যেখানে ন্যায়পরায়ণদের আত্মারা বাস করত, সেখানে সমগ্র পৃথিবীর চেয়েও বড় একজন দেবদূত ছিলেন, যার ৭০,০০০ মাথা ছিল; প্রতিটি মাথার ৭০,০০০ মুখ ছিল, প্রতিটি মুখে ৭০,০০০ জিহ্বা ছিল এবং প্রতিটি জিহ্বা ৭০,০০০ ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে কথা বলছিল, যারা পরমেশ্বরের অবিরাম প্রশংসা গাইছিল।[216]

মুহাম্মদের অসাধারণ কল্পনাশক্তি ছিল। তবে, তার চিন্তাভাবনা ছিল বিকৃত। এমন একটি প্রাণী কল্পনা করা যায় না, অস্তিত্ব তো দূরের কথা।

- মুহাম্মদ পৃথিবীর চেয়েও বৃহত্তর একজন ফেরেশতাকে দেখেন, যা নিজেই একটি অমীমাংসিত ধারণা।

- ► এই দেবদূতের ৭০,০০০ মাথা আছে; প্রতিটি মাথার ৭০,০০০ মুখ আছে। (তার ৪,৯০০,০০০,০০০ মুখ আছে)

- ► প্রতিটি মুখের ৭০,০০০ মুখ আছে (তার ৩৪৩,০০০,০০০,০০০,০০০ মুখ আছে)

- ► প্রতিটি মুখে ৭০,০০০ জিহ্বা আছে (তাঁর ২৪,০১০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ জিহ্বা আছে)

- ► প্রতিটি জিহ্বা ৭০,০০০টি করে বাগধারা বলে (তিনি ১,৬৮০,৭০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০টি ভিন্ন বাগধারা বলেন। অর্থাৎ ১.৬৮ সেপ্টিলিয়নেরও বেশি বাগধারা।

এত ভাষায় তাঁর অবিরাম প্রশংসা করার জন্য কেন আল্লাহকে এত দানব সৃষ্টি করতে হবে? কল্পনা করুন কেউ তার ঘর অসংখ্য কম্পিউটার এবং টেপ রেকর্ডার দিয়ে ভরে রেখেছে এবং সেগুলি সব সময় সমস্ত ভাষায় তাঁর প্রশংসা করার জন্য প্রোগ্রাম করছে। সেই ব্যক্তি কি পাগল হবে না? আল্লাহ হলেন মুহাম্মদের পরিবর্তিত অহংকারের মূর্ত প্রতীক। তার মনস্তত্ত্ব তার নবীর প্রতিফলন ঘটায়। একজন নার্সিসিস্ট হিসেবে, মুহাম্মদের প্রশংসার জন্য এক অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং তার কাল্পনিক ঈশ্বরেরও।

তিনি একাকী ছিলেন। একজন গুরুত্বপূর্ণ মহিলার সাথে বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি নিজে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন না। তার লোকেরা তাকে উপহাস করত। তার স্ত্রী কর্তৃক নবুওয়তের চিহ্ন হিসেবে ব্যাখ্যা করা তার ভ্রান্ত অভিজ্ঞতা ছিল তার সবচেয়ে বড় আত্মকেন্দ্রিক সরবরাহ। যখন এই অভিজ্ঞতাগুলি বন্ধ হয়ে যায়, তখন তিনি বিষণ্ন বোধ করতেন। ভাকনিন বলেন। "বিষণ্নতা নার্সিসিস্টের মানসিক গঠনের একটি বড় উপাদান। তবে এটি মূলত আত্মকেন্দ্রিক সরবরাহের অনুপস্থিতির সাথে সম্পর্কিত। এটি বেশিরভাগই স্মৃতির স্মৃতির সাথে সম্পর্কিত, আরও প্রচুর দিন, শ্রদ্ধা, মনোযোগ এবং করতালিতে ভরা... বিষণ্নতা আগ্রাসনের এক রূপ। রূপান্তরিত হয়ে, এই আগ্রাসন তার মানব পরিবেশের পরিবর্তে হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তির দিকে পরিচালিত হয়। দমন করা এবং পরিবর্তিত আগ্রাসনের এই শাসন ব্যবস্থা নার্সিসিজম এবং বিষণ্নতা উভয়েরই বৈশিষ্ট্য... যাইহোক, নার্সিসিস্ট, এমনকি

যখন সে বিষণ্ণ থাকে, তখন সে তার আত্মকেন্দ্রিকতাকে কখনোই ত্যাগ করে নাঃ তার মহিমা, অধিকারবোধ, অহংকার এবং সহানুভূতির অভাব।[217]

এটি কেবল মুহাম্মদের হতাশার কারণ এবং তার ফলে আত্মহত্যার চিন্তাভাবনার কারণই ব্যাখ্যা করে না, বরং কেন তিনি কখনও এই চিন্তাভাবনাগুলিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাননি তাও ব্যাখ্যা করে। নার্সিসিস্টরা খুব কমই আত্মহত্যা করে। এটা অদ্ভুত বলে মনে হয় যে মুহাম্মদ বেশ কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করতেন এবং প্রতিবারই জিব্রাইল তাকে সাহায্য করতে আসতেন, আশ্বস্ত করতেন যে তিনি একজন নবী হয়ে গেছেন এবং তবুও তিনি আবার চেষ্টা করতেন। নার্সিসিস্টরা আত্মহত্যা করে না, তবে তারা সহানুভূতি অর্জনের জন্য এটি নিয়ে কথা বলে।

"ডেড ম্যান'স মিরর" –এ আগাথা ক্রিস্টি প্রশ্ন করেন, "যে নিজেকে একজন কলোসাস, একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, এবং মহাবিশ্বের কেন্দ্র বলে মনে করে, সে কীভাবে আত্মহত্যা করতে পারে?" "সে অন্য কাউকে ধ্বংস করার সম্ভাবনা অনেক বেশি – মানুষের মতো এক হতভাগ্য হামাগুড়ি দেওয়া পিঁপড়া যে তাকে বিরক্ত করার সাহস করেছিল...। এই ধরনের কাজকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করা যেতে পারে – পবিত্র বলে! কিন্তু আত্ম–ধ্বংস? এই ধরনের আত্মার ধ্বংস?"[218]

"কেন নার্সিসিস্টরা আত্মহত্যার দিকে ঝুঁকে পড়ে না?" এই প্রশ্নের উত্তরে ভাকনিন বলেন, "কারণ তারা অনেক আগেই মারা গেছেন। নার্সিসিস্টরা হলেন বিশ্বের আসল জম্বি। অনেক পণ্ডিত এবং থেরাপিস্ট নার্সিসিস্টের মূল শূন্যতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন। সাধারণ ধারণা হল যে সত্যিকারের আত্মার অবশিষ্টাংশগুলি এতটাই দোদুল্যমান, ছিন্নভিন্ন, আত্মসমর্পণে নিমজ্জিত এবং দমন করা হয় – যে, সমস্ত ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে, সত্যিকারের আত্মা অকার্যকর এবং অকেজো।"[219]

বাইপোলার রোগীদের বিপরীতে যাদের বিষণ্ণতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ওষুধের প্রয়োজন হয়, একজন নার্সিসিস্টের যা প্রয়োজন তা হল "দুঃখের গভীরতা থেকে উন্মত্ত উচ্ছ্বাসের উচ্চতায় উন্নীত করার জন্য এক ডোজ নার্সিসিস্টিক সরবরাহ," ভাকনিন বলেন।[২২০]

টেম্পোরাল লোব এপিলেপসি

মুহাম্মদের মৃগীরোগের সন্দেহ প্রথম করেছিলেন হালিমা, অর্থাৎ তার স্বামী, যখন মুহাম্মদ মাত্র পাঁচ বছর বয়সে ছিলেন। থিওফানাস, (৭৫২–৮১৭) একজন বাইজেন্টাইন ইতিহাসবিদ, প্রথম লিপিবদ্ধ পণ্ডিত যিনি দাবি করেছিলেন যে মুহাম্মদ মৃগীরোগ থেকে সেরে উঠেছিলেন।[২২১] আজ, আমরা সেই দাবিটি নিশ্চিত করতে পারি।

১৯৮৫ সালে ইন্টারন্যাশনাল লীগ অ্যাগেইনস্ট এপিলেপসি (ILAE) দ্বারা টেম্পোরাল লোব এপিলেপসি (TLE) কে এমন একটি অবস্থা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল যা মিডিয়াল বা ল্যাটেরাল টেম্পোরাল লোব থেকে উদ্ভূত পুনরাবৃত্ত অপ্রীতিকর খিঁচুনি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। TLE এর সাথে সম্পর্কিত খিঁচুনিগুলি হল সচেতনতা হ্রাস ছাড়াই সাধারণ আংশিক খিঁচুনি (আভা সহ বা ছাড়া) এবং জটিল আংশিক খিঁচুনি (অর্থাৎ, সচেতনতা হ্রাস সহ)। জটিল আংশিক খিঁচুনির সময় ব্যক্তি সচেতনতা হারায় কারণ খিঁচুনি উভয় টেম্পোরাল লোবকে ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়।[২২২]

মুহাম্মদের খিঁচুনি উভয় ধরণের ছিল। কখনও কখনও তিনি পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন এবং কখনও কখনও তিনি জ্ঞান হারান না। একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, কাবা নির্মাণের সময়, তাঁর নবীর বার্তা পাওয়ার আগেই, মুহাম্মদ আকাশের দিকে তাকিয়ে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যান। সেই সময় তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।[২২৩] এটি অনেকটা মৃগীরোগের আক্রমণ।

emedicine.com ওয়েবসাইট অনুসারে, “ইইজিতে টেম্পোরাল ইন্টারেক্টাল এপিলেপ্টিফর্ম অস্বাভাবিকতাযুক্ত ৯০% রোগীর খিঁচুনির ইতিহাস থাকে।” মুহাম্মদের শৈশব থেকেই খিঁচুনির অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি সাদা পোশাকে থাকা দুজন পুরুষকে তার বুক খুলে তুষার দিয়ে তার হৃদপিণ্ড ধুয়ে ফেলতে দেখেছিলেন। আমেরিকান নিউরোসার্জন এবং মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারের পথিকৃৎ হার্ভে কুশিং, ডান টেম্পোরাল লোবে সিস্টিক গ্লিওমা আক্রান্ত একটি ছেলের রিপোর্টের ফলে সাদা পোশাক পরা একজন পুরুষের ত্রিমাত্রিক দৃষ্টিশক্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[২২৪] দ্য

আইরিশ–আমেরিকান স্নায়ুবিজ্ঞানী রবার্ট ফস্টার কেনেডি (১৮৮৪–১৯৫২) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি অডিও–ভিজ্যুয়াল প্রকৃতির স্পষ্টতই বাস্তব হ্যালুসিনেশন শনাক্ত করেছিলেন, যা শরীরের বাইরে স্থানীয়ভাবে টেম্পোরাল লোব হিসাবে উৎপত্তি হয়েছিল।[২২৫]

তার যৌবনের কথা বলতে গিয়ে মুহাম্মদ বলেন, "আমি নিজেকে কুরাইশদের ছেলেদের মধ্যে দেখতে পেলাম, ছেলেরা যেমন পাথর বহন করে, তেমনি পাথর বহন করছিল। আমরা সবাই নিজেদেরকে খুলে রেখেছিলাম, প্রত্যেকে তাদের জামা [একটি কাপড়ের মোড়ক] নিয়ে পাথর বহন করার সময় গলায় জড়িয়ে নিচ্ছিল। আমি একইভাবে এদিক–ওদিক যাচ্ছিলাম, এমন সময় একজন অদৃশ্য ব্যক্তি আমাকে যন্ত্রণাদায়কভাবে থাপ্পড় মারল, 'তোমার জামা পরো'। তাই আমি তা তুলে আমার গায়ে বেঁধে দিলাম, তারপর আমার জামা পরে, আমার সঙ্গীদের মধ্যে একাকী আমার গলায় পাথর বহন করতে শুরু করলাম।"[২২৬]

মনে হচ্ছে মুহাম্মদের হ্যালুসিনেটরি সাথীরাও তার মতোই হিংস্র এবং নিপীড়ক ছিলেন। তবে, বিজ্ঞান আমাদের আরও ভালো ব্যাখ্যা দেয়। মানসিক যন্ত্রণা শারীরিক যন্ত্রণাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। দুঃখ, অপ্রকাশিত রাগ, উদ্বেগ, লজ্জা এবং অপরাধবোধ শারীরিক যন্ত্রণার কারণ হতে পারে। রাগ অ্যাড্রেনালিন নিঃসরণ করে, যা পেশীর টান বাড়ায় এবং শ্বাস–প্রশ্বাসের গতি বাড়ায়। প্রকাশ না করে, এটি দীর্ঘমেয়াদী উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। উদ্বেগ, উদ্বেগ এবং ভয়ও অ্যাড্রেনালিন নিঃসরণ করে। এর ফলে সাধারণত লাফালাফি, সহজেই চমকে যাওয়ার প্রবণতা এবং শিথিল হতে অক্ষমতা দেখা দেয়। লজ্জা এবং অপরাধবোধ প্রায়শই "প্রজাপতি" বা পেটে ওজনের অনুভূতির সৃষ্টি করে। মুহাম্মদ ছিলেন একজন মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ব্যক্তি।

টেম্পোরাল লোব সিজারের লক্ষণসমূহ

টেম্পোরাল লোবে উৎপন্ন খিঁচুনির আগে কোনও আভা বা সতর্কতামূলক লক্ষণ দেখা দিতে পারে, যেমন অস্বাভাবিক সংবেদন, এপিগ্যাস্ট্রিক সংবেদন (পেটে একটি মজার অনুভূতি), হ্যালুসিনেশন বা বিভ্রম (দৃষ্টি, গন্ধ, স্বাদ, বা অন্যান্য সংবেদনশীল বিভ্রম), ডেজের অনুভূতি।এvu, স্মরণ করা আবেগ বা

স্মৃতি, অথবা আকস্মিক এবং তীব্র আবেগ যা সেই সময়ে ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনার সাথে সম্পর্কিত নয়। এই সমস্ত লক্ষণ মুহাম্মদের খিঁচুনির সময় উপস্থিত ছিল।

মৃগীরোগের অভিজ্ঞতা আংশিক হতে পারে, যার সময় চেতনা বজায় থাকে অথবা আংশিক জটিল হয়, যার ফলে খিঁচুনি বা মন্ত্রের সময় চেতনা হারানো বা হ্রাস পায়। অন্যান্য লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে অস্বাভাবিক মাথা নড়াচড়া এবং জোর করে চোখ ঘুরিয়ে দেওয়া। কা'বা নির্মাণের সময় মুহাম্মদের সাথে এই ধরণের খিঁচুনি ঘটেছিল।

শরীরের একপাশে, এক বাহুতে, এক পায়ে, মুখের কিছু অংশে, অথবা অন্য বিচ্ছিন্ন স্থানে বারবার নড়াচড়া এবং ছন্দবদ্ধ পেশী সংকোচনও TLE–এর লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে, পেটে ব্যথা বা অস্বস্তি, বমি বমি ভাব, ঘাম, মুখ লাল হওয়া, দ্রুত হৃদস্পন্দন/নাড়ি এবং দৃষ্টি, বক্তৃতা, চিন্তাভাবনা, সচেতনতা এবং ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন। অবশ্যই, সংবেদনশীল হ্যালুসিনেশন (দৃশ্য, শ্রবণ, স্পর্শ ইত্যাদি) প্রধান লক্ষণ।[২২৭]

আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান ডেনিশ মৃগীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং এই বিষয়ে অনেক বইয়ের লেখক ডঃ মোগেনস ড্যাম সাধারণ আংশিক খিঁচুনির সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন: "মানসিক লক্ষণ সহ সাধারণ আংশিক খিঁচুনি, যা পরে মনে রাখা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই 'আউরা' নামে পরিচিত। এর পরে প্রায়শই খিঁচুনি হয়। এগুলি প্রায়শই স্বপ্নের মতো হয়... সে মনে করে যে সে পাগল হয়ে যাচ্ছে।"[২২৮] মুহাম্মদ আসলে ভেবেছিলেন যে তিনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন। খাদিজাই তাকে অন্যথায় রাজি করিয়েছিলেন।

ডঃ ড্যাম লিখেছেন:

> মৃগীরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের কি বিশেষ ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য থাকে, যা অন্যান্য মানুষের থেকে আলাদা, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলছে। বিশেষ করে বলা হয়েছে যে টেম্পোরাল লোব মৃগীরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা অন্যদের তুলনায় বেশি আবেগগতভাবে অস্থির হন, সম্ভবত তাদের আক্রমণাত্মক প্রবণতা থাকে। কিছু লোককে আত্মকেন্দ্রিক বলা হত, তারা প্যারানোয়ার প্রতি সংবেদনশীল হতে পারে এবং প্রতিটি সুযোগের মন্তব্যকে ব্যক্তিগত অবজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করত।

বর্ণনা করা হয়েছে যে তারা নানান বিষয় নিয়ে চিন্তিত ছিলেন এবং বিশেষ করে ধর্মীয়, রহস্যময়, দার্শনিক এবং নৈতিক বিষয়গুলিতে আগ্রহী ছিলেন।[২২৯]

ড্যাম আরও ব্যাখ্যা করেন যে, টিএলই–এর শিকার ব্যক্তিদের হতাশা, আত্মহত্যার চিন্তা এবং ভ্রান্ত ধারণা বেশি থাকে। ব্যক্তিটি এমন অনুভূতি লাভ করে যে তাকে নির্যাতন করা হচ্ছে। তবে, অন্যান্য মানুষের সাথে তার মানসিক যোগাযোগ সবসময় সত্যিকারের সিজোফ্রেনিয়ার তুলনায় অনেক ভালো থাকে। সিজোফ্রেনিয়ার বিপরীতে, টিএলই প্রায়শই নিজে থেকেই সেরে যায়। মুহাম্মদের ক্ষেত্রেও এটি অবশ্যই ঘটেছিল কারণ তার জীবনের পরবর্তী বছরগুলিতে খিঁচুনির আক্রমণ কম ছিল। তবে, পরিস্থিতির কারণে এবং প্রয়োজনের কারণে এটি তাকে কুরআনের আয়াত "প্রকাশ" করা থেকে বিরত রাখেনি।

মক্কার প্রাথমিক আয়াত এবং পরবর্তী মদীনার আয়াতগুলির মধ্যে স্বর, ভাষা এবং বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। মুহাম্মদের নবী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে রচিত সূরাগুলি কাব্যিক শৈলীতে সমৃদ্ধ। এগুলি প্রায়শই ছন্দবদ্ধ। এগুলি ছোট এবং আকর্ষণীয়। এগুলি ধার্মিক ও দানশীল হওয়ার, এতিমদের খাওয়ানোর এবং দাসদের মুক্ত করার, ধৈর্যশীল, সদয় এবং করুণাময় হওয়ার উপদেশ দিয়ে পরিপূর্ণ, পাশাপাশি যারা তাঁর আহ্বানে কান দেবে না তাদের জন্য প্রচুর সতর্কবাণী এবং জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

সূরা ৯১, "সূর্য", এই সময়ের সাথে সম্পর্কিত একটি সাধারণ সূরা। এটি আরবদের কাছে ইতিমধ্যেই পরিচিত একটি কল্পকাহিনী সম্পর্কে কথা বলে, যে আল্লাহ সামুদ জাতির লোকদের সতর্ক করার জন্য একটি উটনী পাঠিয়েছিলেন, যারা তাদের বিপথগামীতার কারণে এই পশু নবীকে হত্যা করেছিল। প্রাথমিক আয়াতগুলিতে, মুহাম্মদের উপর পৌত্তলিকতা এবং চন্দ্র ও সূর্য উপাসনার প্রভাব এখনও স্পষ্ট।

> *শপথ করছি সূর্যের এবং তার তেজের, আর শপথ করছি চাঁদের যখন তা সূর্যের পরে আসে, আর শপথ করছি দিনের যখন তা আলোকিত করে, আর রাতের যখন তা আবরণ করে,*
> *এবং আকাশ এবং যিনি এটি তৈরি করেছেন, এবং পৃথিবী এবং যিনি এটিকে প্রসারিত করেছেন, এবং আত্মা এবং যিনি এটিকে নিখুঁত করেছেন, তারপর তিনি এটিকে বোঝার জন্য প্রেরণা দিয়েছেন*

এর জন্য সঠিক এবং ভুল কী; যে পবিত্র করবে সে অবশ্যই সফল হবে।এটা তাই,
আর যে তা বিকৃত করবে সে অবশ্যই ব্যর্থ হবে। সামুদ তাদের অবাধ্যতার কারণে (সত্যকে) মিথ্যা বলেছিল, যখন তাদের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য ব্যক্তিটি বেরিয়ে এসেছিল। তাই আল্লাহর রাসূল তাদের বললেন (ছেড়ে দাও) আল্লাহর উটনী এবং তাকে (পান করাও)। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং তাকে হত্যা করেছিল; তাই তাদের পালনকর্তা তাদের পাপের জন্য তাদের পিষে ফেলেছিলেন এবং তাদের (মাটির সাথে) সমান করে দিয়েছিলেন।
আর তিনি এর পরিণতির ভয় করেন না।

সূরা ১১৩, "দ্য ডন", এই সময়ের আরেকটি উদাহরণ।

আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। বলুনঃ আমি ভোরের পালনকর্তার

আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে,

আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে যখন তা আসে, এবং গিঁটে ফুঁ দেওয়াদের অনিষ্ট থেকে,

আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

মক্কায় থাকাকালীন, মুহাম্মদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কেবল সেই শহর এবং তার আশেপাশের এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি লিখেছিলেন, "এভাবেই আমরা তোমার কাছে ওহীর মাধ্যমে একটি আরবি কুরআন প্রেরণ করেছিঃ যাতে তুমি জননী নগরী এবং তার আশেপাশের সকলকে সতর্ক করতে পারো।" (Q.42:7)[২৩০]

শহরের জননী, উমুল কুরা, মক্কা। অন্যান্য আয়াতে[231] তিনি বলেছিলেন যে তিনি বিশেষভাবে তাদের জন্য এসেছিলেন যারা আগে ঈশ্বরের কাছ থেকে কোন ওহী পাননি। এই আয়াত অনুসারে, ইহুদি, খ্রিস্টান এবং জরথুস্ত্রীয়রা তাঁর সম্বোধনকারী ছিলেন না, কারণ তারা ইতিমধ্যেই ওহী পেয়েছিলেন।

অন্যান্য আয়াতে তিনি বলেছেনঃ

আর আমরা এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি যিনি তাঁর জাতির ভাষাতেই পয়গম্য ছিলেন, যাতে তিনি তাদের কাছে সত্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারেন।(প্রশ্ন ১৪:৪) আর অবশ্যই, আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন করে রসূল প্রেরণ করেছি। (প্রশ্ন ১৬:৩৬)
প্রত্যেক জাতির কাছে একজন রাসূল (প্রেরিত) হয়েছেন।(প্রশ্ন ১০:৪৭)

এই এবং আরও বেশ কয়েকটি আয়াত দেখায় যে প্রথমে মুহাম্মদের তাঁর বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না।

মক্কার বাইরে। তবে, সময় যত গড়িয়েছে এবং তার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশেষে তিনি দাবি করেন যে সবাই হয় তার কাছে আত্মসমর্পণ করুক, নয়তো তাকে হত্যা করা হোক।

পরবর্তী সূরাগুলোর ভাষা আইনসম্মত। এটি একজন স্বৈরশাসকের ভাষা যা তার প্রজাদের জন্য আইন ও অধ্যাদেশ প্রণয়ন করে এবং নতুন দেশ জয় করতে তাদের উৎসাহিত করে। ট্রিটন যেমন বলেন, "বাক্যগুলো দীর্ঘ এবং অসহনীয়, তাই শ্রোতাকে মনোযোগ সহকারে শুনতে হয়, নাহলে তিনি ছন্দ সম্পূর্ণরূপে মিস করবেন; ভাষাটি গদ্যে পরিণত হয়েছে যেখানে মাঝে মাঝে ছন্দবদ্ধ শব্দ রয়েছে। বিষয়বস্তু হল আইন, জনসাধারণের ঘটনাবলীর উপর মন্তব্য, নীতির বিবৃতি, যারা নবীর সাথে সরাসরি দেখা করেননি তাদের প্রতি তিরস্কার, বিশেষ করে ইহুদিরা, এবং তার পারিবারিক সমস্যার উল্লেখ। এখানে কল্পনাশক্তি দুর্বল এবং ধারণার দারিদ্র্য লুকানোর জন্য স্টক বাক্যাংশ টেনে আনা হয়েছে, যদিও মাঝে মাঝে পূর্বের উৎসাহ ফেটে পড়ে।"[২৩২]

বেশ কয়েকটি হাদিসে মুহাম্মদ জিনদের সাথে তার সাক্ষাতের কথা বর্ণনা করেছেন। একটি গল্পে তিনি দাবি করেছেন যে তিনি তাদের শহরে এক রাত কাটিয়েছেন এবং তাদের অনেককে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেছেন। কুরআনে কমপক্ষে ৩০টি জিনের উল্লেখ রয়েছে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে মুহাম্মদ বাইবেল সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। সোলায়মান একজন রাজা ছিলেন, নবী ছিলেন না, এবং তিনি মুহাম্মদের কথা মতো কখনও এমন কোনও বক্তব্য বা প্রার্থনা করেননি। তবে, তিনি ঈশ্বরের কাছে ধন-সম্পদের চেয়ে জ্ঞান চেয়েছিলেন। মুহাম্মদ এখানে রাজ্য এবং ক্ষমতার প্রতি তার নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন।

TLE এর অন্যান্য লক্ষণ

টিএলই আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এই পাঁচটি ইন্টারেক্টাল বৈশিষ্ট্যের কিছু দেখা যায় (খিঁচুনির সময় নয় বরং খিঁচুনির সময়ের মধ্যে)।

1. হাইপারগ্র্যাফিয়া: হাইপারগ্রাফিয়া হল একটি আবেশের ঘটনা যা দ্বারা প্রকাশিত হয়
বিস্তৃত নোট এবং ডায়েরি লিখতেন। যদিও আপাতদৃষ্টিতে নিরক্ষর ছিলেন, মুহাম্মদ কুরআন রচনা করেছিলেন, অন্যদেরকে এটি লিখে রাখতে বলেছিলেন।

2. **অতি–ধর্মীয়তা:** ধর্মীয় বিশ্বাস কেবল তীব্রই নয়, বরং বিস্তৃত ধর্মতাত্ত্বিক বা মহাজাগতিক তত্ত্বের সাথেও যুক্ত হতে পারে। রোগীরা বিশ্বাস করতে পারেন যে তাদের বিশেষ ঐশ্বরিক নির্দেশনা রয়েছে। স্পষ্টতই মুহাম্মদের দর্শন এবং রহস্যবাদের প্রতি অস্বাভাবিক আগ্রহ ছিল, যা তাকে একটি নতুন ধর্ম আবিষ্কার করতে পরিচালিত করেছিল।

3. **আঁকড়ে থাকা:** মুহাম্মদ যখন ছোট ছিলেন, তখন তার চাচার প্রতি তার আসক্তির গল্প এবং অন্যান্য গল্প থেকে আমরা নির্ধারণ করতে পারি যে মুহাম্মদ আবেগগতভাবে অভাবী ছিলেন এবং প্রত্যাখ্যাত বা পরিত্যক্ত হলে তিনি খুব বিরক্ত হতেন।

4. **যৌনতার প্রতি আগ্রহের পরিবর্তন:** নারীর প্রতি মুহাম্মদের আসক্তি ইঙ্গিত দেয় যে যৌনতার প্রতি তার আগ্রহ আরও বেড়ে গিয়েছিল, যদিও আমরা পরে দেখব, তার পরবর্তী বছরগুলিতে তার ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে বা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

৫। এজি জি রেসিভনেস: তীব্র আবেগ প্রায়শই দুর্বল হয়, যার ফলে রোগী এক সময় প্রচণ্ড উষ্ণতা প্রদর্শন করতে পারে, অন্যদিকে রাগ এবং বিরক্তি ক্রোধ এবং আক্রমণাত্মক আচরণে রূপান্তরিত হতে পারে। মুহাম্মদ মাঝে মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলেন, বিশেষ করে তাঁর সাহাবীদের সাথে, কিন্তু যাদের তিনি তাঁর দাবির বিরুদ্ধে প্রতিরোধকারী বলে মনে করতেন তাদের প্রতি অত্যন্ত বদমেজাজি এবং বিরক্তিকর ছিলেন। বুখারীতে বলা হয়েছে: "যদি নবী কিছু অপছন্দ করতেন, তাহলে তাঁর চেহারায় বিদ্বেষের চিহ্ন ফুটে উঠত।"[২৩৩]

স্বর্গীয় এন ig ht Jou সম্পর্কে রনি

মুহাম্মদের মি'রাজের গল্পের বিভিন্ন সংস্করণ রয়েছে, যা তাঁর স্বর্গে রাতের যাত্রার কথা বলে। ইবনে ইসহাক তাঁর সাহাবীদের, বিশেষ করে তাঁর স্ত্রী আয়েশার বলা গল্প থেকে উদ্ভূত এই ঐতিহ্যগুলিকে একত্রিত করেছেন। বর্ণনা অনুসারে, মুহাম্মদ বলেছেন:

> আমি যখন হিজরে ঘুমাচ্ছিলাম, তখন জিব্রাইল (আঃ) এসে তার পা দিয়ে আমাকে নাড়ালেন। আমি উঠে বসলাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না এবং আবার শুয়ে পড়লাম। তিনি দ্বিতীয়বার এসে তার পা দিয়ে আমাকে নাড়ালেন। আমি উঠে বসলাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না এবং আবার শুয়ে পড়লাম। তিনি তৃতীয়বার আমার কাছে এসে তার পা দিয়ে আমাকে নাড়ালেন। আমি উঠে বসলাম, এবং তিনি আমার হাত ধরে বললেন, আমি তার পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে মসজিদের দরজার কাছে নিয়ে গেলেন, এবং সেখানে একটি সাদা প্রাণী ছিল, অর্ধেক খচ্চর, অর্ধেক গাধা, যার দুপাশে ডানা ছিল যার সাহায্যে সে তার পা এগিয়ে নিয়ে যেত, প্রতিটি সামনের পা তার দৃষ্টিসীমার কাছে রেখে। তিনি আমাকে তার উপর আরোহণ করলেন। তারপর তিনি আমার সাথে বেরিয়ে গেলেন, আমার কাছে রেখে। যখন আমি তাকে আরোহণ করতে এলাম, তিনি লজ্জা পেলেন। জিব্রাইল তার হাত তার আস্তাবলের উপর রেখে বললেন,

হে বুরাক, তুমি কি লজ্জিত নও, এই আচরণ করতে? আল্লাহর কসম, আল্লাহর কাছে মুহাম্মদের চেয়ে সম্মানিত আর কেউ তোমার উপর চড়েনি। প্রাণীটি এত লজ্জা পেয়ে গেল যে সে ঘামতে লাগল এবং দাঁড়িয়ে রইল যাতে আমি তাকে চড়াতে পারি।

নবী এবং জিব্রাইল তাদের পথ ধরে চলে গেলেন, যতক্ষণ না তারা জেরুজালেমের মন্দিরে পৌঁছে গেলেন। সেখানে তিনি নবীদের একটি দলের মধ্যে ইব্রাহিম, মূসা এবং যীশুকে দেখতে পেলেন। নবী তাদের নামাজে ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেন। তারপর তাকে দুটি পাত্র আনা হল, একটিতে মদ এবং অন্যটিতে দুধ। নবী দুধ নিয়ে পান করলেন, মদ রেখে দিলেন। জিব্রাইল বললেন, 'আপনাকে প্রকৃতির পথে, প্রকৃত আদিম ধর্মের দিকে সঠিকভাবে পরিচালিত করা হয়েছে, এবং আপনার সম্প্রদায়ও হবে, মুহাম্মদ। আপনার জন্য মদ নিষিদ্ধ।' তারপর নবী মক্কায় ফিরে গেলেন এবং সকালে তিনি কুরাইশদের কাছে যা ঘটেছিল তা বললেন। তাদের অধিকাংশই বললেন, 'আল্লাহর কসম, এটা স্পষ্ট অযৌক্তিকতা! একটি কাফেলা সিরিয়া যেতে এক মাস সময় নেয় এবং ফিরে আসতে এক মাস সময় লাগে। মুহাম্মদ কীভাবে এক রাতে ফিরে যেতে পারেন?'[234]

ইবনে সা'দ বলেন; “এই গল্প শুনে অনেকেই যারা নামাজ পড়ে ইসলামে যোগদান করেছিল, তারা ধর্মত্যাগী হয়ে ইসলাম ত্যাগ করেছিল।” আর এর জবাবে কুরআনের এই আয়াতটি নাজিল হয়েছিলঃ “আমরা তোমাকে যে দর্শন দেখিয়েছিলাম তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য করেছিলাম।”[235]

মুসলিম ইতিহাসবিদরা এই গল্পটিকে আরও সুন্দর করে তোলার এবং এটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য তাদের পথের বাইরে চলে গেছেন। ইবনে ইসহাক আরও বলেন যে লোকেরা প্রমাণ চেয়েছিল এবং মুহাম্মদ উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি অমুক উপত্যকায় অমুক ব্যক্তির কাফেলা অতিক্রম করেছিলেন, এবং তিনি যে প্রাণীটিতে চড়েছিলেন তা তাদের ভয় দেখিয়েছিল এবং একটি উট ছিটকে পড়েছিল। এরপর মুহাম্মদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

আর সিরিয়া যাওয়ার পথে আমি তাদের দেখিয়ে দিলাম যে এটি কোথায়। আমি মক্কা থেকে প্রায় ২৫ মাইল দূরে তিহামার কাছে দাজানান পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। আমি অমুক বনুদের একটি কাফেলার পাশ দিয়ে গেলাম। আমি দেখতে পেলাম যে লোকেরা ঘুমাচ্ছে। তাদের কাছে কিছু দিয়ে ঢেকে রাখা পানির পাত্র ছিল। আমি ঢাকনাটি নিয়ে ঢাকনাটি প্রতিস্থাপন করে পানি পান করলাম। এর প্রমাণ হল যে তাদের কাফেলা এই মুহূর্তে আল–বায়দা থেকে আল–তান'ইমের গিরিপথ ধরে নেমে আসছে, যার নেতৃত্বে একটি কালো এবং অন্যটি বহুবর্ণের দুটি বস্তা বোঝাই উট।' বাইদা মক্কার কাছে মদিনার পাশে একটি পাহাড়। তান'ইম মক্কার কাছে উঁচু ভূমিতে অবস্থিত। লোকেরা দ্রুত গিরিপথে গেল, এবং তারা যে প্রথম উটটির সাথে দেখা করেছিল তা ছিল তার বর্ণনা অনুসারে। তারা লোকদের কাছে পাত্রটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল, এবং তারা তাদের বলেছিল যে তারা এটি পানিতে পূর্ণ রেখে গেছে এবং এটি ঢেকে রেখেছে, এবং যখন তারা জেগে ওঠে, তখন এটি ঢেকে রাখা ছিল কিন্তু খালি ছিল। তারা মক্কায় থাকা অন্যদেরও জিজ্ঞাসা করেছিল এবং তারা বলেছিল যে এটি

"ঠিকই ছিল, তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল, এবং একটি উট লাফিয়ে পড়েছিল। তারা একজন লোককে তাদের ডাকতে শুনেছিল, যাতে তারা এটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।"[২৩৬]

এই ঐতিহ্যগুলি মুহাম্মদের মৃত্যুর একশ বছরেরও বেশি সময় পরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও এই ধরণের দাবির সত্যতা প্রমাণ করার কোনও উপায় ছিল না। তবে, সাধারণভাবে মুসলিমরা যা মিস করেছেন তা হল যে মুহাম্মদ যখন জেরুজালেমের মন্দির পরিদর্শন করেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল, তখন জেরুজালেমে কোনও মন্দির ছিল না। আল-বুরাক পালিয়ে যাওয়ার ছয় শতাব্দী আগে, রোমানরা এটি ধ্বংস করে দিয়েছিল। ৭০ সালের মধ্যে
খ্রিস্টপূর্ব ১০ম শতাব্দীতে এক পাথরের উপর আরেকটি পাথর দাঁড়িয়ে ছিল না। বাইবেল অনুসারে, সোলায়মানের মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে রোমান জুপিটার মন্দিরের ভিত্তির উপর ডোম অফ দ্য রক স্থাপিত হয়েছিল। ৭১০ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়ারা আল-আকসা মসজিদটি টেম্পল মাউন্টের দক্ষিণ প্রান্তে একটি রোমান ব্যাসিলিকার উপরে নির্মাণ করেছিলেন। এটা পরিহাসের বিষয় যে মুহাম্মদ অমুক গোত্রের কাফেলাকে তার পথে যেতে দেখেছিলেন, কিন্তু তিনি যে মন্দিরে প্রার্থনা করেছিলেন বলে দাবি করেছিলেন তার অস্তিত্ব ছিল না তা দেখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এছাড়াও, তাঁর অনেক অনুসারী তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করে যে তিনি তাঁর ভ্রান্ত ধারণার বাস্তবতা সম্পর্কে তাদের সন্তুষ্ট করতে পারেননি।

আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে যে মুহাম্মদের দাবির সত্যতা যাচাই করার জন্য আবু বকর তাকে জেরুজালেমের বর্ণনা দিতে বলেছিলেন এবং যখন তিনি তা করেছিলেন, তখন আবু বকর বলেছিলেন 'এটা সত্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহর রাসূল'। আবু বকর কখনও জেরুজালেমে ছিলেন কিনা তা স্পষ্ট নয়। আরবদের জন্য এটি ভ্রমণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল না। তবে, এটিও আশ্চর্যজনক যে আবু বকর মন্দির সম্পর্কে কিছুই বলেননি। এগুলি সবই অলৌকিক গল্প যা মুসলমানরা তাদের নবীর বর্ণিত এই সবচেয়ে অদ্ভুত গল্পটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য তৈরি করেছিল।

এই গল্পের আরেকটি সংস্করণ সম্ভবত আরও নির্ভরযোগ্য, কারণ এটি কুরআনে অনুমোদিত। এই সংস্করণে মুহাম্মদ বলেছেন:

জেরুজালেমে আমার কাজ শেষ করার পর, আমার কাছে একটি সিঁড়ি আনা হয়েছিল, যা আমি কখনও দেখিনি তার চেয়েও সূক্ষ্ম। মৃত্যু যখন কাছে আসে তখন মৃত ব্যক্তি যে দিকে তাকায়, এটি ছিল সেই সিঁড়ি। আমার সঙ্গী আমার সাথে এটিতে আরোহণ করে, যতক্ষণ না আমরা স্বর্গের একটি দরজায় পৌঁছাই, যাকে প্রহরী দরজা বলা হয়। ইসমাঈল নামে একজন ফেরেশতা এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন এবং তার অধীনে ছিলেন বারো হাজার ফেরেশতা, প্রত্যেকের অধীনে ছিলেন বারো হাজার ফেরেশতা।

যখন জিব্রাইল আমাকে ভেতরে আনলেন, তখন ইসমাঈল জিজ্ঞাসা করলেন আমি কে, এবং যখন তাকে বলা হল যে আমি মুহাম্মদ, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে আমাকে কি কোন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, অথবা ডেকে পাঠানো হয়েছে, এবং এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তিনি আমার মঙ্গল কামনা করলেন।
যখন আমি সর্বনিম্ন আসমানে প্রবেশ করলাম, তখন আমার সাথে দেখা করা সকল ফেরেশতাই হাসিমুখে স্বাগত জানিয়ে আমার মঙ্গল কামনা করেছিলেন, কেবল একজন ছাড়া যিনি একই কথা বলেছিলেন, কিন্তু অন্যদের মতো হাসি বা আনন্দ প্রকাশ করেননি। আর যখন আমি জিব্রাইলকে কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন যে যদি তিনি আগে কখনও কারও দিকে হাসতেন, অথবা ভবিষ্যতে কারও দিকে হাসতেন, তাহলে তিনি আমার দিকে হাসতেন। তিনি হাসেন না, কারণ তিনি মালিক, জাহান্নামের রক্ষক। আমি জিব্রাইলকে বললাম, তিনি আল্লাহর ব্যাপারে সেই অবস্থানে আছেন, যা তিনি আপনাকে বর্ণনা করেছেন 'সেখানে আনুগত্য করেছেন, বিশ্বস্ত।' (সূরা ৮১:২১) 'তুমি কি তাকে আমাকে জাহান্নাম দেখাতে আদেশ করবে না?' আর তিনি বললেন, 'অবশ্যই! হে মালিক, মুহাম্মদকে জাহান্নাম দেখাও।' তখন তিনি তার আবরণ সরিয়ে ফেললেন, এবং আগুনের শিখা বাতাসে জ্বলতে লাগল, এমনকি আমি ভেবেছিলাম যে তারা সবকিছু গ্রাস করে ফেলবে। তাই আমি জিব্রাইলকে অনুরোধ করলাম যেন তিনি তাকে তাদের জায়গায় ফিরিয়ে পাঠাতে বলেন, যা তিনি করেছিলেন।

আমি তাদের সরে যাওয়ার প্রভাবকে কেবল ছায়ার পতনের সাথে তুলনা করতে পারি, যতক্ষণ না আগুনের শিখাগুলি যেখান থেকে এসেছিল সেখান থেকে সরে যায়, মালিক তাদের উপর তাদের আবরণ স্থাপন করেন।

যখন আমি সর্বনিম্ন স্বর্গে প্রবেশ করলাম, তখন দেখলাম একজন লোক সেখানে বসে আছে, তার সামনে দিয়ে মানুষের আত্মারা যাচ্ছে। একজনের সাথে সে ভালো কথা বলতেন এবং তার প্রতি আনন্দ প্রকাশ করতেন, বলতেন, 'একটি ভালো দেহ থেকে একটি ভালো আত্মা।' অন্যজনের সম্পর্কে, সে বলতেন 'হাফ' এবং ভ্রু কুঁচকে বলতেন, 'একটি খারাপ দেহ থেকে একটি খারাপ আত্মা।'

আমার প্রশ্নের উত্তরে, জিব্রাইল আমাকে বললেন যে, ইনি আমাদের পিতা আদম, তাঁর বসন্তের আত্মার পর্যালোচনা করছিলেন। একজন বিশ্বাসীর আত্মা তাকে আনন্দিত করত, এবং একজন কাফেরের আত্মা তাকে ঘৃণা করত। 'তারপর আমি উটের মতো ঠোঁটওয়ালা লোকদের দেখলাম। তাদের হাতে ছিল আগুনের টুকরো, পাথরের মতো, যা তারা ব্যবহার করত।

তাদের মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো, আর তারা তাদের পশ্চাদভাগ থেকে বেরিয়ে আসতো। আমাকে বলা হয়েছিল যে, এরা ছিল সেইসব লোক যারা এতিমদের সম্পদ পাপের সাথে গ্রাস করত।[২৩৭] তারপর আমি ফেরাউন পরিবারের লোকদের পথ চলতে দেখলাম, যাদের পেট এত বড় ছিল যে আমি কখনও দেখিনি, তাদের উপর দিয়ে যাচ্ছিল, তৃষ্ণায় উত্তেজিত উটগুলো যখন তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন তারা তাদের পদদলিত করছিল, তারা পথ থেকে সরে যেতে পারছিল না। এরাই ছিল সুদখোর।[২৩৮]

তারপর আমি দেখলাম নারীরা তাদের স্তন ঝুলিয়ে রেখেছে। এরা ছিল সেইসব মহিলা যারা তাদের স্বামীদের উপর জারজ সন্তান জন্ম দিয়েছিল।[239]
তারপর আমাকে দ্বিতীয় আসমানে নিয়ে যাওয়া হল, আর সেখানে ছিল দুই মামাতো ভাই, মরিয়মের পুত্র ঈসা এবং যাকারিয়ার পুত্র ইউহন। তারপর তৃতীয় আসমানে, আর সেখানে ছিল একজন মানুষ যার মুখমণ্ডল পূর্ণ চাঁদের মতো ছিল। ইনি ছিলেন আমার ভাই ইউসুফ, ইয়াকুবের পুত্র। তারপর চতুর্থ আসমানে, আর সেখানে ইদ্রিস নামে একজন মানুষ। 'এবং আমরা তাকে উচ্চ স্থানে উন্নীত করেছি।' সূরা ১৯:৫৮ তারপর পঞ্চম আসমানে, আর সেখানে ছিল সাদা চুল এবং লম্বা দাড়িওয়ালা একজন মানুষ, আমি তার চেয়ে সুন্দর আর কাউকে দেখিনি। ইনি ছিলেন তাঁর জাতির মধ্যে প্রিয়, ইমরানের পুত্র হারুন। তারপর ষষ্ঠ আসমানে, আর সেখানে ছিল শানু'আ'র মতো নাক বাঁধা এক কালো মানুষ। ইনি ছিলেন আমার ভাই মূসা, ইমরানের পুত্র। তারপর সপ্তম আসমানে, আর সেখানে ছিল একজন মানুষ, অমর প্রাসাদের দরজায় সিংহাসনে বসে আছে, জান্নাত। প্রতিদিন, সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করতেন, পুনরুত্থান পর্যন্ত ফিরে আসতেন না। আমি আমার মতো এত পুরুষ আর কখনও দেখিনি। তিনি ছিলেন আমার পিতা ইব্রাহিম। তারপর তিনি আমাকে জান্নাতে নিয়ে গেলেন, এবং সেখানে আমি গাঢ় লাল ঠোঁটওয়ালা একটি মেয়েকে দেখতে পেলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে সে কার, কারণ আমি তাকে দেখে খুব খুশি হয়েছিলাম এবং সে আমাকে বলল, 'যিদ বিন হারিসা।' নবী যিদকে তার সম্পর্কে সুসংবাদ দিলেন।[২৪০]

একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, যখন জিব্রাইল মুহাম্মদকে প্রতিটি আসমানে নিয়ে যান এবং প্রবেশের অনুমতি চান, তখন তাকে তার আনা রক্ষীদের জানাতে হত, এবং তার অতিথি কোন মিশন পেয়েছেন কিনা, নাকি তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে কিনা, এরপর দ্বাররক্ষীরা উত্তর দিত, "আল্লাহ তাকে জীবন দান করুন, ভাই ও বন্ধু!" এবং তাদের যেতে দিত যতক্ষণ না তারা সপ্তম আসমানে পৌঁছায় এবং সেখানে মুহাম্মদ আল্লাহর সাথে দেখা করেন। স্রষ্টার সাথে তার সাক্ষাৎকারের সময়, তার অনুসারীদের উপর প্রতিদিন পঞ্চাশটি নামাজের দায়িত্ব আরোপ করা হয়। ফিরে আসার পর তিনি মুসার সাথে দেখা করেন এবং তিনি যা বলেছিলেন তা ঘটেছিল:

ফেরার পথে আমি মূসার পাশ দিয়ে গেলাম, আর সে তোমার কত ভালো বন্ধু ছিল! সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমার উপর কতগুলো নামাজ ফরজ করা হয়েছে, আর যখন আমি তাকে পঞ্চাশ বললাম, তখন সে বলল, 'নামাজ একটি ভারী কাজ, আর তোমার সম্প্রদায় দুর্বল, তাই তোমার রবের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সংখ্যা কমাতে বলো।'

> তাই করলেন, এবং তিনি দশটি নামাজ কবুল করলেন। আবার আমি মূসার পাশ দিয়ে গেলাম, এবং তিনি আবার একই কথা বললেন, এবং এভাবেই চলতে লাগল, এমনকি পুরো দিন ও রাতের জন্য মাত্র পাঁচটি নামাজ বাকি রইল। মূসা আবার আমাকে একই উপদেশ দিলেন। আমি উত্তর দিলাম যে, আমি আমার প্রভুর কাছে ফিরে এসেছি এবং তাকে সংখ্যা কমাতে বলেছি যতক্ষণ না আমি লজ্জিত হই, এবং আমি আর তা করব না। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে এগুলো আদায় করবে সে পঞ্চাশটি নামাজের সওয়াব পাবে।[241]

কিছু মুসলিম আছে যারা বলে যে এই মহাকাব্যটি আসলে ভৌতিক জগতে ঘটেনি – এটি ছিল একটি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। তবে, মুহাম্মদের অমুক বানু কাফেলাকে তার পথে দেখার দাবি এবং উটকে ভয় দেখানো বা কলস থেকে পানি পান করার সমস্ত বিবরণ এই দাবিকে অস্বীকার করে। এই অভিজ্ঞতাকে বাস্তব বলে দাবি করা হয়েছিল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ কুরআন থেকে আসে, যেখানে বলা হয়েছে যে এটি বিশ্বাসীদের জন্য ঈমানের পরীক্ষা ছিল। যতক্ষণ না এটিকে "আধ্যাত্মিক" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, ততক্ষণ লোকেরা যে কোনও অযৌক্তিকতায় বিশ্বাস করে। যখন কোনও দাবি বাস্তব জগতে ঘটেছিল বলে দাবি করা হয়, যা যুক্তিকে অস্বীকার করে, তখন তারা আরও সন্দেহবাদী হয়ে ওঠে।

মুহাম্মদ মিথ্যা বলছিলেন না

রাশিয়ান অস্তিত্ববাদী লেখক ফিওদর দস্তয়েভস্কি মনে করতেন যে মুহাম্মদ সত্য বলছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মুহাম্মদের অভিজ্ঞতা বাস্তব, অন্তত তার কাছে। দস্তয়েভস্কি নিজেই টেম্পোরাল লোব এপিলেপসি থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তিনি তার একটি চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন যে, যখন তার খিঁচুনি হবে তখন স্বর্গের দরজা খুলে যাবে এবং তিনি সারি সারি ফেরেশতাদের বিশাল সোনালী তূরী বাজাতে দেখতে পাবেন। তারপর দুটি বিশাল সোনালী দরজা খুলে যাবে এবং তিনি একটি সোনালী সিঁড়ি দেখতে পাবেন যা সরাসরি ঈশ্বরের সিংহাসনে উঠে যাবে।[242]

৭ মে, ২০০১ তারিখে নিউজউইকে প্রকাশিত "ধর্ম এবং মস্তিষ্ক" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে, একজন কানাডিয়ান স্নায়ুমনোবিজ্ঞান গবেষক ব্যাখ্যা করেছেন:

যখন ক্রুশের ছবি, অথবা রূপালী মুকুটযুক্ত তোরাহ, ধর্মীয় বিস্ময়ের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, তখন এর কারণ হল মস্তিষ্কের চাক্ষুষ-সম্পর্ক এলাকা, যা চোখ যা দেখে তা ব্যাখ্যা করে এবং ছবিগুলিকে আবেগ এবং স্মৃতির সাথে সংযুক্ত করে, সেই ছবিগুলিকে সেই অনুভূতির সাথে সংযুক্ত করতে শিখেছে। প্রার্থনা বা আচার-অনুষ্ঠানের সময় উদ্ভূত দৃষ্টিভঙ্গিগুলিও সংযোগ এলাকায় উৎপন্ন হয়ঃ টেম্পোরাল লোবগুলির বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা (যা মাথার পাশে বাসা বেঁধে থাকে এবং ভাষা, ধারণাগত চিন্তাভাবনা এবং সংযোগের জন্য দায়ী সার্কিটগুলিকে ধারণ করে) দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে।

টেম্পোরাল-লোব মৃগীরোগ—এই অঞ্চলে অস্বাভাবিক বৈদ্যুতিক কার্যকলাপের বিস্ফোরণ

— এটিকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়। যদিও কিছু গবেষণায় টেম্পোরাল-লোব মৃগীরোগ এবং ধর্মীয়তার মধ্যে সংযোগ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে, অন্যরা দেখেছে যে এই অবস্থাটি স্পষ্ট, জোয়ান অফ আর্ক-টাইপ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বরকে উদ্দীপিত করে বলে মনে হচ্ছে।

যদিও টেম্পোরাল-লোব মৃগীরোগ বিরল, গবেষকরা সন্দেহ করেন যে "টেম্পোরাল-লোব ট্রানজিয়েন্টস" নামক বৈদ্যুতিক কার্যকলাপের কেন্দ্রীভূত বিস্ফোরণ রহস্যময় অভিজ্ঞতা প্রদান করতে পারে। এই ধারণাটি পরীক্ষা করার জন্য, কানাডার লরেন্টিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইকেল পার্সিঞ্জার একজন স্বেচ্ছাসেবকের মাথায় তড়িৎচুম্বকযুক্ত একটি হেলমেট লাগান। হেলমেটটি একটি দুর্বল চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে, যা কম্পিউটার মনিটরের চেয়ে শক্তিশালী নয়। পার্সিঞ্জার আবিষ্কার করেন যে, এই ক্ষেত্রটি টেম্পোরাল লোবে বৈদ্যুতিক কার্যকলাপের বিস্ফোরণ ঘটায়, যা স্বেচ্ছাসেবকরা অতিপ্রাকৃত বা আধ্যাত্মিক সংবেদন তৈরি করেঃ শরীরের বাইরের অভিজ্ঞতা, ঐশ্বরিক অনুভূতি। তিনি সন্দেহ করেন যে ধর্মীয় অভিজ্ঞতাগুলি টেম্পোরাল লোবে ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক ঝড় দ্বারা উদ্ভূত হয় এবং এই ধরনের ঝড় উদ্বেগ, ব্যক্তিগত সংকট, অক্সিজেনের অভাব, রক্তে শর্করার পরিমাণ কম এবং সাধারণ ক্লান্তি দ্বারা উদ্ভূত হতে পারে।
—কিছু মানুষ কেন এই ধরনের মুহূর্তে "ঈশ্বরকে খুঁজে পায়" তার কারণ ব্যাখ্যা করা।[243]

ও মুহাম্মদের রহস্যময় অভিজ্ঞতার মূল অংশ

টেম্পোরাল লোবে কি সুড়সুড়ি দেওয়া এবং "উপস্থিতি" অনুভব করা, শব্দ শোনা, আলো দেখা, এমনকি ভূতের মতো রহস্যময় অভিজ্ঞতা জাগানো সম্ভব?

উপরে উদ্ধৃত কানাডার লরেন্টিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ু মনোবিজ্ঞানী মাইকেল পার্সিঞ্জারও তাই মনে করেন। তিনি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে "ধর্মীয় অভিজ্ঞতা অর্জন" হিসাবে বর্ণিত সংবেদনটি আমাদের দ্বি–কক্ষীয় মস্তিষ্কের তীব্র ক্রিয়াকলাপের একটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মাত্র। সহজ কথায়ঃ যখন মস্তিষ্কের ডান গোলার্ধ, আবেগের কেন্দ্র, মস্তিষ্কের অঞ্চলে উদ্দীপিত হয় যা আত্ম–ধারণা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অনুমিত হয়, এবং তারপরে বাম গোলার্ধ, ভাষার কেন্দ্র, এই অস্তিত্বহীন সত্তাকে বোঝানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়, তখন মন একটি "সংবেদনশীল উপস্থিতি" তৈরি করে।[244]

"দ্য এক্সরসিজম" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে কেন হলিংস লিখেছেনঃ "পার্সিংগার... যুক্তি দেন যে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা মস্তিষ্কের মধ্যেই তৈরি হয়। বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে যে আমাদের আত্মবোধ মস্তিষ্কের যৌক্তিক এবং সুনির্দিষ্ট গোলার্ধে অবস্থিত বাম টেম্পোরাল লোব দ্বারা উৎপন্ন হয়, যা ব্যক্তি চেতনা এবং বাইরের জগতের মধ্যে সীমানা বজায় রাখতে সাহায্য করে। সেই লোবটি বন্ধ করুন, এবং আপনি মহাবিশ্বের সাথে একতা অনুভব করবেন – ধর্মীয় অভিজ্ঞতার একটি প্রধান রূপ। আমাদের মস্তিষ্কের সৃজনশীল এবং আরও আবেগপূর্ণ দিকে ডান টেম্পোরাল লোবকে উদ্দীপিত করুন, এবং একটি ডান গোলার্ধীয় আত্মবোধ জাগ্রত হয়, যা আমরা একটি 'পৃথক' সত্তা হিসাবে অনুভব করি।"[245]

পার্সিঞ্জার স্বেচ্ছাসেবকদের মন্দিরের চারপাশে মৃদু তড়িৎ চৌম্বকীয় ক্ষেত্র নির্গত করে এমন একটি মোটরসাইকেল হেলমেট লাগিয়েছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের চোখ বেঁধে একটি খালি ঘরে বসানো হয়েছিল – "স্বর্গ এবং নরকের কক্ষ" যা মজা করে বলা হত। বৈদ্যুতিক চার্জ পরিবর্তন করে, এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৮০% ব্যক্তি ঘরে একটি ভৌতিক সত্তার "উপস্থিতি" অনুভব করেছিলেন, কখনও কখনও তাদের স্পর্শ করেছিলেন বা ধরেছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিলেন যে তারা স্বর্গের সুগন্ধ বা নরকের দুর্গন্ধ পেয়েছেন। তারা কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন, অন্ধকার সুড়ঙ্গ, আলো দেখেছিলেন এবং গভীর ধর্মীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

মাইকেল পার্সিঞ্জারের পরীক্ষা–নিরীক্ষার প্রতিবেদনকারী এড কনরয় লিখেছেনঃ “সাধারণ মানুষের ব্যক্তিত্ব যারা

বর্ধিত টেম্পোরাল লোব কার্যকলাপ প্রদর্শন করে... বর্ধিত প্রদর্শন করেঃ সৃজনশীলতা, ইঙ্গিতযোগ্যতা, স্মৃতিশক্তি এবং স্বজ্ঞাত প্রক্রিয়াকরণ। তাদের বেশিরভাগই একটি সমৃদ্ধ ফ্যান্টাসি বা ব্যক্তিগত জগতের অভিজ্ঞতা লাভ করে যা তাদের অভিযোজনযোগ্যতাকে উৎসাহিত করে। তাদের অনেকেই শারীরিক এবং মানসিক ক্রিয়াকলাপের প্রবণতা অনুভব করে এবং তারপরে হালকা বিষণ্ণতা দেখা দেয়। এই ব্যক্তিদের উপস্থিতির অনুভূতি বেশি ঘন ঘন হয় যার সময় 'একটি সত্তা অনুভূত হয় এবং কখনও কখনও দেখা যায়'; ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় ধারণার চেয়ে বহিরাগত বিশ্বাসকে সমর্থন করা হয়।"[246]

পার্সিঞ্জার আবিষ্কার করেছেন যে বিভিন্ন ব্যক্তি এই ভৌতিক ধারণাকে তাদের পরিচিত নাম দিয়ে চিহ্নিত করে। ধর্মীয় লোকেরা তাদের বিশ্বাসের পবিত্র ব্যক্তিত্ব অনুভব করে।
– এলিজা, যীশু, কুমারী মেরি, মোহাম্মদ, আকাশের আত্মা, ইত্যাদি। কিছু বিষয় ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে আবির্ভূত হয়েছে – উদাহরণস্বরূপ, উপস্থিতিকে দাদা হিসেবে বর্ণনা করা।

এই পদ্ধতিটি মৃত্যুর কাছাকাছি অভিজ্ঞতা (NDE) প্ররোচিত করার জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। হলিংস লিখেছেন, "১৯৩৩ সালে মন্ট্রিলের নিউরোসার্জন ওয়াইল্ডার পেনফিল্ড আবিষ্কার করেছিলেন যে যখন তিনি টেম্পোরাল লোবে কিছু স্নায়ু কোষকে বৈদ্যুতিকভাবে উদ্দীপিত করেছিলেন, তখন রোগী পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাগুলিকে 'পুনরুজ্জীবিত' করতেন, যা সংবেদনশীল বিশদে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত তার বিতর্কিত প্রকাশনা, "দ্য অরিজিন অফ কনশাসনেস ইন দ্য ব্রেকডাউন অফ দ্য বাইক্যামেরাল মাইন্ড"–এ, প্রিন্সটনের মনোবিজ্ঞানী জুলিয়ান জেনেস যুক্তি দিয়েছিলেন যে 'ধর্মীয় অভিজ্ঞতা থাকা' হিসাবে সাধারণত যে সংবেদনকে বর্ণনা করা হয় তা কেবল আমাদের মস্তিষ্কের ডান এবং বাম অংশের মধ্যে তীব্র মিথস্ক্রিয়ার একটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের যথেষ্ট শক্তিশালী বোধের অভাব ছিল যা এই ধরনের আদান–প্রদানকে উচ্চতর দেবতাদের কাছ থেকে কণ্ঠস্বর এবং দর্শন ছাড়া অন্য কিছু হিসাবে ব্যাখ্যা করতে পারে।"[247]

তীব্র আধ্যাত্মিক সচেতনতার সেই মুহূর্তে ঠিক কী ঘটে? হলিংস বলেন, "মস্তিষ্কের অ্যামিগডালার কার্যকলাপ, যা হুমকির জন্য পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে এবং ভয় নিবন্ধন করে, তা নিস্তেজ হয়ে যায়। প্যারিয়েটাল লোব সার্কিট, যা আপনাকে অভিমুখী করে, শান্ত হও,

যখন ফ্রন্টাল এবং টেম্পোরাল লোবের সার্কিট, যা সময় চিহ্নিত করে এবং আত্ম-সচেতনতা তৈরি করে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ধ্যানের সময় তিব্বতি বৌদ্ধদের এবং প্রার্থনায় ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে সংগৃহীত মস্তিষ্ক-ইমেজিং ডেটা ব্যবহার করে, পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ অ্যান্ড্রু নিউবার্গ পর্যবেক্ষণ করেছেন যে মস্তিষ্কের উপরের এবং পিছনের দিকে অবস্থিত সুপিরিয়র প্যারিয়েটাল লোবে নিউরনের একটি বান্ডিল বন্ধ হয়ে গেছে। এই অঞ্চলটি ওরিয়েন্টেশন এবং সময় সম্পর্কে তথ্য প্রক্রিয়াকরণেও সহায়তা করে।"[248]

পার্সিঞ্জার দেখিয়েছেন যে "আধ্যাত্মিক" এবং "অলৌকিক" অভিজ্ঞতাগুলি বাম এবং ডান টেম্পোরাল লোবের মধ্যে সঠিক যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের অভাবের ফলাফল। ঘরে উপস্থিতির অনুভূতি, শরীরের বাইরের অভিজ্ঞতা, শরীরের অংশগুলির অদ্ভুত বিকৃতি, এমনকি ধর্মীয় অনুভূতিও মস্তিষ্কে সৃষ্ট হয়। পার্সিঞ্জার এই অভিজ্ঞতাগুলিকে 'টেম্পোরাল লোব ট্রানজিয়েন্ট' বা টেম্পোরাল লোবে নিউরোনাল ফায়ারিং প্যাটার্নের বৃদ্ধি এবং অস্থিরতা বলে অভিহিত করেছেন।

এই অভিজ্ঞতাগুলি কীভাবে ধর্মীয় অবস্থা তৈরি করে? পার্সিঞ্জার বলেন, "আমাদের "আত্মবোধ" বাম গোলার্ধের টেম্পোরাল কর্টেক্স দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। স্বাভাবিক মস্তিষ্কের কার্যকারিতার অধীনে এটি ডান গোলার্ধের টেম্পোরাল কর্টেক্সের সংশ্লিষ্ট সিস্টেমগুলির দ্বারা মিলিত হয়। যখন এই দুটি সিস্টেম অসংলগ্ন হয়ে পড়ে, যেমন খিঁচুনি বা ক্ষণস্থায়ী ঘটনার সময়, বাম গোলার্ধ অসংলগ্ন কার্যকলাপকে 'অন্য স্ব', অথবা 'সংবেদনশীল উপস্থিতি' হিসাবে ব্যাখ্যা করে, এইভাবে বিষয়গুলির ঘরে 'উপস্থিতি' (যা ফেরেশতা, দানব, এলিয়েন বা ভূত হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে), অথবা তাদের দেহ ত্যাগ করার (যেমন মৃত্যুর কাছাকাছি অভিজ্ঞতা), এমনকি 'ঈশ্বর' এর অভিজ্ঞতার জন্য হিসাব করে। যখন অ্যামিগডালা (আবেগের সাথে জড়িত মস্তিষ্কের গভীরে অবস্থিত অঞ্চল) ক্ষণস্থায়ী ঘটনাগুলির সাথে জড়িত থাকে, তখন আবেগগত কারণগুলি অভিজ্ঞতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে যা আধ্যাত্মিক বিষয়গুলির সাথে সংযুক্ত হলে, তীব্র ধর্মীয় অনুভূতির জন্য একটি শক্তিশালী শক্তি হতে পারে।"[249]

মস্তিষ্কের উদ্দীপনা S হ্যাডো ব্যক্তি তৈরি করে

সুইস বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা একজন "ছায়া ব্যক্তি" এর অনুভূতি তৈরি করতে পারে যা একজনের শারীরিক নড়াচড়া অনুকরণ করে, নেচার জার্নালে প্রকাশিত একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন এবং অনলাইন বিজ্ঞান জার্নাল Physorg.com-এ প্রকাশিত "মস্তিষ্ক উদ্দীপনা ছায়া ব্যক্তি তৈরি করে" শীর্ষক একটি নিবন্ধ অনুসারেঃ

> ওলাফ ব্ল্যাঙ্ক এবং লুসানের ফেডারেল পলিটেকনিক স্কুলের সহকর্মীরা বলেছেন যে তাদের আবিষ্কার মস্তিষ্কের প্রক্রিয়াগুলির উপর আলোকপাত করতে সাহায্য করতে পারে যা সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণগুলিতে অবদান রাখে, যার মধ্যে এমন অনুভূতি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যে নিজের কাজ অন্য কেউ করছে।
>
> মানসিক রোগের ইতিহাস নেই এমন একজন মহিলার পরীক্ষা করে ডাক্তাররা তার মস্তিষ্কের বাম টেম্পোরোপ্যারিয়েটাল জংশন নামক একটি অংশের উদ্দীপনা খুঁজে পেয়েছেন যার ফলে তিনি বিশ্বাস করতে পেরেছেন যে তার পিছনে একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে।
>
> রোগী জানিয়েছেন যে "ব্যক্তি" তার মতো একই শারীরিক অবস্থান গ্রহণ করেছিল, যদিও তিনি বুঝতে পারেননি যে এই প্রভাবটি একটি মায়া। তদন্তের এক পর্যায়ে, রোগীকে সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটু মুঠো করে ধরতে বলা হয়েছিলঃ এর ফলে এমন অনুভূতি হয়েছিল যে ছায়ামূর্তিটি তাকে জড়িয়ে ধরছে, যা তিনি অপ্রীতিকর বলে বর্ণনা করেছিলেন।
>
> স্নায়ুবিজ্ঞানীরা বলছেন, এই আবিষ্কারটি মানসিক বিষয়গুলো বোঝার দিকে একটি পদক্ষেপ হতে পারে, যেমন প্যারানায়িয়ার অনুভূতি, তাড়না এবং ভিনগ্রহী নিয়ন্ত্রণ।
>
> এই সপ্তাহের জার্নাল "নেচার"-এর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে এই আবিষ্কারের কথা জানানো হয়েছে।[২৫০]

এই আবিষ্কারগুলি কি মুহাম্মদের সাক্ষাতের অভিজ্ঞতার সময় কী শুনেছিলেন, দেখেছিলেন এবং অনুভব করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করতে পারে? মুহাম্মদ এমন একটি সংস্কৃতি থেকে এসেছিলেন যারা জিন, ফেরেশতা, ভূত এবং রাক্ষসদের বিশ্বাস করত এবং এই প্রাণীগুলিই তিনি তাঁর জীবনে দেখেছিলেন।

হ্যালুসিনেশন। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে ঈশ্বর একজন কিনা, নাকি মুহাম্মদের বংশের ধারণা অনুসারে অনেক ঈশ্বর আছে, তা নিয়ে বিতর্ক ছিল একটি চলমান বিতর্ক। মুহাম্মদ তার নিজের লোকেদের দ্বারা অনুমোদিত ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় ধারণার পরিবর্তে একেশ্বরবাদের আরও "বিদেশী" বিশ্বাসের পক্ষে ছিলেন। খাদিজার হ্যালুসিনেশন অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে তার উপর যে প্রভাব ফেলেছিল তা আমাদের অবশ্যই হ্রাস করা উচিত নয়। তিনি একজন একেশ্বরবাদী ছিলেন।

মুহাম্মদ যা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা তাঁর কাছে বাস্তব ছিল, কিন্তু তা কেবল মানসিক ছিল। যখন তিনি খাদিজাকে তার গল্পটি শোনালেন, তখন তিনি কেবল এইটুকুই ভাবতে পারলেন যে তার প্রিয় স্বামী হয় ভূতগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন অথবা ফেরেশতাদের দ্বারা স্পর্শ করেছেন। তাই যখন মুহাম্মদ তাকে বললেন, "আমি আশঙ্কা করছি যে আমার সাথে কিছু ঘটতে পারে", তখন তিনি উত্তর দিলেন, "কখনই না! আল্লাহ আপনাকে কখনও অপমান করবেন না।"[251] যেহেতু তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না যে তার নার্সিসিস্ট পাগল হয়ে গেছে, তাই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে তাকে অবশ্যই নবী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। যদি খাদিজার নিঃশর্ত সমর্থন এবং উৎসাহ না থাকত, তাহলে মুহাম্মদ হয়তো ভাবতেন যে তিনি উন্মত্ত হয়ে গেছেন, এবং তিনিও হয়তো তার অবস্থার বাস্তবতা বুঝতে পারতেন যেমনটি বেশিরভাগ মৃগীরোগী করে।

উট হাঁটু গেড়ে বসে প্রকাশের শক্তির নিচে

মুসলমানরা প্রায়শই মুহাম্মদের উপর মিথ্যা অলৌকিক ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে এবং আরোপ করে। যারা তাদের গুরুদের উপর অলৌকিক ঘটনা আরোপ করতে পছন্দ করেন, তাদের জন্য এটি খুবই স্বাভাবিক। একটি হাদিসে দাবি করা হয়েছে যে, একদিন মুহাম্মদ যখন উটের পিঠে ছিলেন, তখন তাঁর উপর এত তীব্রভাবে এক ওহী নাজিল হয় যে তাঁর উট মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে।

যদি এই গল্পটি সত্য হয় তবে এটি আরেকটি ইঙ্গিত হতে পারে যে মুহাম্মদ মৃগীরোগী ছিলেন। টেক্সাস এএন্ডএম–এর ভেটেরিনারি মেডিসিন কলেজের প্রাণী আচরণ বিশেষজ্ঞ বনি বিভার

বিশ্ববিদ্যালয় বলছে, "কুকুর এবং বিড়ালরা যখন খিঁচুনি শুরু হতে চলেছে তখন কিছু লোককে সতর্ক করে বলে জানা গেছে। প্রাণীদের তাদের মালিকদের মধ্যে খিঁচুনি অনুভব করা সাধারণ, এবং কিছু কুকুরকে এমনকি আসন্ন খিঁচুনি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।"[252]

মিসেস ডালজিয়েল এবং ডঃ রিপ পরিচালিত ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার মৃগীরোগে আক্রান্ত রোগীদের একটি দল জরিপ করা হয়েছিল। এই দলের মধ্যে, 30টি কুকুরের মালিকানাধীন ছিল এবং এই 30 জনের মধ্যে পাঁচ শতাংশ "নির্ভরযোগ্যভাবে" রিপোর্ট করেছে যে তাদের কুকুরগুলি খিঁচুনির সূত্রপাতের ইঙ্গিত দেয় এমন স্বতন্ত্র আচরণ প্রদর্শন করেছে। "তারা এমন নির্দিষ্ট এবং অস্বাভাবিক আচরণের কথা জানিয়েছে যা কুকুরটি সাধারণত প্রদর্শন করে না," ডঃ রিপ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন যে সমস্ত তত্ত্বের মধ্যে, এটি সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত যে কিছু কুকুর খিঁচুনির গন্ধ পেতে পারে। তিনি আরও যোগ করেছেন যে মৃগীরোগে আক্রান্ত রোগীরা জানিয়েছেন যে তাদের কুকুর বাড়ির অন্যান্য কক্ষ থেকে খিঁচুনি সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল – এমন আচরণ যা অবশ্যই দৃশ্যমান বা বৈদ্যুতিক সংকেতের উপর নির্ভর করতে পারে না।[253]

আজকাল কুকুরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যে তারা তাদের মালিককে খিঁচুনি হতে থাকলে সতর্ক করে। প্রাণীদের এমন কিছু সংবেদনশীল অনুভূতি থাকে যা আমরা মানুষের নেই অথবা হয়তো আমরা হারিয়ে ফেলেছি। ভূমিকম্প হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে তারা ভূমিকম্পের আগমন টের পায় বলে মনে হয়। অনেক প্রাণী – বিশেষ করে ঘোড়া এবং গবাদি পশু – বজ্রপাত হওয়ার আগেই তা টের পায়।

৪ জানুয়ারী, ২০০৫ তারিখে,ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক নিউজ লিখেছে: “দশ দিন আগে শ্রীলঙ্কা এবং ভারতের উপকূলরেখায় বিশাল ঢেউ আঘাত হানার আগেই, বন্য এবং গৃহপালিত প্রাণীরা বুঝতে পেরেছিল যে কী ঘটতে চলেছে এবং নিরাপদে পালিয়ে গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুসারে, হাতিরা চিৎকার করে উঁচু স্থানে ছুটে গিয়েছিল, কুকুররা বাইরে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, ফ্ল্যামিঙ্গোরা তাদের নিম্ন প্রজনন এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল এবং চিড়িয়াখানার প্রাণীরা তাদের আশ্রয়স্থলে ছুটে গিয়েছিল এবং বাইরে ফিরে আসতে প্রলুব্ধ হয়নি। বন্য এবং গৃহপালিত প্রাণীদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে এই বিশ্বাস—

এবং পৃথিবী কখন কাঁপবে তা আগে থেকেই জানা – শতাব্দী ধরে চলে আসছে।"[254]

মূল কথা হলো, প্রাণীরা জিনিসপত্র বুঝতে পারে, বিশেষ করে তাদের মালিকদের মৃগীরোগের পরে। যখন তার মালিকের খিঁচুনি হতে থাকে, তখন কোনও প্রাণীর পক্ষে কষ্ট পাওয়া এবং অনিয়মিত আচরণ করা অস্বাভাবিক নয়। আমরা জানি যে মুহাম্মদ যখন "প্রত্যাদেশ" পেয়েছিলেন তখন তাঁর স্ত্রীরা বা তাঁর সঙ্গীরা কেউই আক্রান্ত হননি বা কিছুই অনুভব করেননি। তার এক ভ্রান্ত ধারণার সময় মুহাম্মদ আয়েশাকে বলেছিলেন, "এটি জিব্রাইল। তিনি আপনাকে সালাম ও শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছেন।" আয়েশা উত্তর দিয়েছিলেন, 'তাকে সালাম ও শুভেচ্ছা।' তারপর তিনি নবীকে সম্বোধন করে বললেন, 'আপনি যা দেখেন আমি তা দেখি না।'"[255] যদি একটি উট মুহাম্মদের সাথে যা ঘটছে তা অনুভব করতে পারত, তবে এটি আরেকটি ইঙ্গিত যে তিনি যা অনুভব করছিলেন তা ছিল খিঁচুনি।

ফিল কে. ডিকের ঘটনা

অন্যান্য মৃগীরোগী আক্রান্তদের কেস স্টাডি আমাদের মুহাম্মদের সাথে কী ঘটেছিল তা আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করতে পারে। মিলগুলি প্রায়শই অবাক করার মতো।

আমেরিকান বিজ্ঞান কল্পকাহিনী লেখক ফিলিপ কিন্ড্রেড ডিক (১৯২৮–১৯৮২), চার্লস প্লাটের কাছে তার নিজের অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমি আমার মনের উপর একটি অতীন্দ্রিয় যুক্তিবাদী মন আক্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, যেন আমি সারা জীবন পাগল ছিলাম এবং হঠাৎ করেই আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম।"[256] ডিকের সমস্ত রচনা এই মৌলিক ধারণা দিয়ে শুরু হয় যে একক, বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা থাকতে পারে না। চার্লস প্ল্যাট ডিকের উপন্যাসগুলি বর্ণনা করেছেন। "সবকিছুই উপলব্ধির বিষয়। আপনার পায়ের তলার মাটি সরে যেতে পারে। একজন নায়ক নিজেকে অন্য ব্যক্তির স্বপ্ন পূরণ করতে দেখতে পারেন, অথবা তিনি মাদক-প্ররোচিত অবস্থায় প্রবেশ করতে পারেন।"

বাস্তব জগতের চেয়ে এটা আসলে বেশি যুক্তিসঙ্গত, নয়তো সে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মহাবিশ্বে প্রবেশ করতে পারে।”[257]

মুহাম্মদের মতো, ডিকও ছিলেন ভৌতিক, আবেগগতভাবে শিশুসুলভ, আত্মকেন্দ্রিক, আত্মহত্যার চিন্তাভাবনা করতেন এবং তার বাবা-মায়ের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। তিনি কল্পনা করতেন যে কেজিবি বা এফবিআই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং তারা ক্রমাগত তার জন্য ফাঁদ পাতে যাচ্ছে। মুহাম্মদের লেখায় আমরা একই ধরণের ভৌতিকতা দেখতে পাই, যিনি ক্রমাগত অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে কথা বলতেন এবং কীভাবে তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল, তার ধর্মের বিরোধিতা করছিল এবং তাকে এবং তার অনুসারীদের উপর নির্যাতন করছিল। ভ্যালিস, ডিকের তিনটি শেষ আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের প্রথম,[258] ঈশ্বরের জন্য বোকার মতো অনুসন্ধান, যিনি পরিণত হন একটি ভাইরাস, একটি রসিকতা এবং একটি কক্ষপথে চলমান উপগ্রহ থেকে প্রেরিত একটি মানসিক হলোগ্রাম।

উপন্যাসের প্রবক্তা গোলাপী লেজার আলোর বিস্ফোরণে যখন যোগাযোগ লাভ করেন এবং ঈশ্বরের সাথে তার সরাসরি সংযোগ খুঁজে পান, তখন তিনি ধর্মতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে নিমজ্জিত হন। এই রচনায়, ডিক ঐশ্বরিক উপস্থিতির সাথে তার নিজের কথিত সাক্ষাৎ পরীক্ষা করেন।

VALIS হল Vast Active Living Intelligence System এর সংক্ষিপ্ত রূপ। তিনি তত্ত্ব দেন যে VALIS একটি "বাস্তবতা উৎপাদক" এবং বহির্জাগতিক যোগাযোগের একটি মাধ্যম।

লরেন্স সুতিন, "ডিভাইন ইনভেসনসঃ আ লাইফ অফ ফিলিপ কে. ডিক" বইতে ডিকের এমন একটি রহস্যময় অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন যা মুহাম্মদের সাথে অদ্ভুতভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ।

> সোমবার রাতে সে আমাকে ফোন করে বলল যে আগের রাতে, সে গাঁজা ধূমপান করছিল, যা একজন দর্শনার্থী চলে গিয়েছিল, এবং নিজেকে সেই পরিচিত অবস্থায় প্রবেশ করতে অনুভব করল যেখানে সে দর্শন পেয়েছিল (সাধারণত মাদকের সাথে সম্পর্কিত নয়), এবং সে বলল, 'আমি ঈশ্বরকে দেখতে চাই। আমাকে তোমাকে দেখতে দাও।' এবং তারপর তাৎক্ষণিকভাবে, সে আমাকে বলল, সে সবচেয়ে চরম আতঙ্কে ভেঙে পড়ল যা সে কখনও অনুভব করেনি, এবং সে চুক্তির সিন্দুকটি দেখতে পেল, এবং একটি কণ্ঠস্বর বলল, 'তুমি আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ বা বিশ্বাস বা অন্য কিছু দিয়ে আসতে পারবে না, তাই আমাকে তোমাকে এইভাবে বোঝাতে হবে।' সিন্দুকের পর্দাটি পিছনে টেনে নেওয়া হয়েছিল, এবং সে স্পষ্টতই একটি শূন্যতা এবং একটি ত্রিভুজ দেখতে পেল যার মধ্যে একটি চোখ ছিল, সরাসরি তার দিকে তাকিয়ে ছিল। ফিল বলল যে সে তার হাত এবং হাঁটুতে ভর দিয়ে, পরম আতঙ্কে, রবিবার রাত নয়টা থেকে সোমবার ভোর পাঁচটা পর্যন্ত বিটিফিক ভিশন সহ্য করছে। সে বলেছিল যে সে নিশ্চিত যে সে মারা যাচ্ছে, এবং যদি

সে প্যারামেডিকদের ফোন করে যে টেলিফোনটি ব্যবহার করতে পারত, সেখানেই সে পৌঁছাতে পারত। দ্য ভয়েস তাকে বলল, উদাহরণস্বরূপ, 'তুমি নিজেকে অন্য সবকিছু অবিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত করেছ। আমি তোমাকে দেখতে দিয়েছি, কিন্তু তুমি এটা কখনোই ভুলতে পারবে না, মানিয়ে নিতে পারবে না বা ভুল উপস্থাপন করতে পারবে না।'[259]

৫৪ বছর বয়সে অকাল মৃত্যুবরণকারী ডিক লক্ষ লক্ষ শব্দ লিখেছিলেন। তার জীবনীকার সুতিন তার একটি লেখা উদ্ধৃত করেছেন যেখানে তিনি তার রহস্যময় অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করেছেন:

ঈশ্বর আমার কাছে নিজেকে অসীম শূন্যতা হিসেবে প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু এটি অতল গহ্বর ছিল না, এটি ছিল স্বর্গের খিলান, নীল আকাশ এবং সাদা মেঘের টুকরো সহ। তিনি কোন বিদেশী ঈশ্বর ছিলেন না বরং আমার পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রেমময় এবং দয়ালু এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল। তিনি বললেন, 'জীবনে তুমি এখন একটু কষ্ট পাচ্ছ; তোমার জন্য অপেক্ষা করা মহান আনন্দের সাথে এর তুলনা খুব কম। তুমি কি মনে করো যে আমি আমার ধর্মতত্ত্বে তোমাকে তোমার পুরস্কারের অনুপাতে প্রচুর কষ্ট পাচ্ছি?' তিনি আমাকে তখন যে আনন্দ আসবে তা সম্পর্কে সচেতন করলেন; এটি ছিল অসীম এবং মধুর। তিনি বললেন, 'আমিই অসীম। আমি তোমাকে দেখাবো। আমি কোথায়, অনন্ত; যেখানে অনন্ত, সেখানে আমি... যারা আমাকে ছেড়ে যায় তারা খারাপ মনে করে; আমার সাথে তারা উড়ে যায় আমিই ডানা। আমিই সন্দেহকারী এবং সন্দেহ।'[২৬০]

ও TLE এর অন্যান্য ঘটনা

২০০১ সালের ২৩শে অক্টোবর পিবিএস টেলিভিশন টিএলই-এর উপর একটি তথ্যচিত্র প্রচার করে। সাক্ষাৎকার নেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন টেম্পোরাল লোব এপিলেপসিতে আক্রান্ত জন শ্যারন। সাক্ষাৎকারে শ্যারনের বাবা এবং ক্যালিফোর্নিয়া-সান দিয়েগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ু বিশেষজ্ঞ ভিএস রামচন্দ্রনও উপস্থিত ছিলেন। তার কেসটি পড়া এবং মুহাম্মদ সম্পর্কে আমরা যা জানি তার সাথে তুলনা করা আকর্ষণীয়। এটি নবীর মানসিক অবস্থা এবং তার অসুস্থতার উপর আরও আলোকপাত করতে পারে।

John Sharon:এই খিঁচুনিগুলো আমার ব্যক্তি, আমার আত্মা এবং আমার আত্মা, সবকিছুকেই জড়িয়ে ফেলে। যখন আমি এই অনুভূতিগুলির মধ্যে একটি অনুভব করি তখন আমার পুরো শরীর কাঁপতে থাকে এবং আমি কেবল, ওহ... এটাই।

Narrator:জনের মৃগীরোগের আক্রমণ মূলত তার টেম্পোরাল লোবে একটি বৈদ্যুতিক ঝড়, যখন একদল নিউরন এলোমেলোভাবে গুলি চালাতে শুরু করে, তার মস্তিষ্কের বাকি অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

সম্প্রতি জন তার জীবনের সবচেয়ে খারাপ একটি ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। সে তার এক বান্ধবীর সাথে মরুভূমিতে গিয়েছিল, এবং তারা দুজনেই খুব মাতাল হয়ে পড়েছিল, যার ফলাফল ভয়াবহ ছিল। হঠাৎ জন একের পর এক খিঁচুনিতে আক্রান্ত হয়; প্রতিটি খিঁচুনি প্রায় পাঁচ মিনিট স্থায়ী হয় এবং প্রচণ্ড খিঁচুনি হয় যার ফলে সে অজ্ঞান হয়ে যায়। অবশেষে, জন তার বাবার সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়, যিনি তাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার জন্য মরুভূমিতে গাড়ি চালিয়ে যান।

John:বাড়ি ফেরার পথে, সে আর আমি কিছু দার্শনিক প্রশ্নের মধ্যে পড়ে গেলাম।
সবকিছুর ব্যাপারে। আর আমি যখন... বাড়ি ফেরার পথে বারবার যাচ্ছিলাম, তখন চুপ থাকতাম না। মনে হচ্ছিল যেন আমি একটা জিনিসের সাথে জড়িয়ে পড়েছি।

Mr Sharon, Sr.:এটি মূলত শরীরের ভেতরে একটা ভূমিকম্প, এবং যেকোনো
ভূমিকম্পের পরের কম্পন থাকে। আর যেকোনো ভূমিকম্পের মতোই, যা ক্ষতি করে, জিনিসগুলিকে পুনর্নির্মাণ করতে হবে। জিনিসগুলিকে কমাতে হবে। মূলত আমি যা নিয়ে কাজ করছি তা হল পরবর্তী ঘটনা, বিশেষ করে এই শেষ পর্বটি নিয়ে। এটি অনেকটা সালভাদর দালির চিত্রকর্মে পা রাখার মতো ছিল। তাৎক্ষণিকভাবে সবকিছুই অবাস্তব ছিল। এবং মূলত, এটিই তার খিঁচুনি সম্পর্কে – পরবর্তী ঘটনা – যেখানে এটি তার মস্তিষ্ককে, যেখানে এটি তার স্মৃতিকে, যেখানে এটি তার মনকে, তার চিন্তাভাবনাকে, অন্য সবকিছুকে।

*Narrator:*যখন জনের খিঁচুনি শেষ হল, তখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন কিন্তু তিনি সর্বশক্তিমান বোধ করলেন।

John:আমি রাস্তায় দৌড়ে গিয়ে চিৎকার করে বললাম, আমি ঈশ্বর। আর তারপর এই
লোকটি বেরিয়ে এলো এবং আমি, যেন, তার এবং তার স্ত্রীর উপর শ্রোণীর আঘাত করলাম এবং আমি বললাম, "তুমি বাজি ধরতে চাও, আমি ঈশ্বর নই?"

Mr. Sharon Sr.:আর আমি বললাম, আক্ষরিক অর্থেই, 'ওরে গাধা, আবার এখানে আসো! তুমি কি করো?'
তুমি কি করছো মনে হয়? তুমি প্রতিবেশীদের বিরক্ত করছো। তারা পুলিশ ডাকবে। এসব কিসের জন্য?

John:আমি কেবল তার দিকে তাকিয়ে রইলাম, শান্ত ও ঠাণ্ডা স্বরে, এবং তার কাছে ক্ষমা চাইলাম, এবং
যেমন, 'না। কেউ পুলিশ ডাকবে না।' যেমন, আমি শেষের অংশটি বলিনি, কিন্তু আমি মনে মনে ভাবছি, 'ঈশ্বরের কসম কেউ পুলিশ ডাকবে না!'

*Narrator:*জন কখনোই ধার্মিক ছিলেন না, তবুও তার খিঁচুনির সূত্রপাতের ফলে তার মনে প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।
ভিলায়ানুর এস. রামচন্দ্রন সেন্টার ফর ব্রেন অ্যান্ড কগনিশনের পরিচালক এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সান দিয়েগোতে মনোবিজ্ঞান বিভাগ এবং নিউরোসায়েন্সেস প্রোগ্রামের অধ্যাপক। তিনি টেম্পোরাল লোব এপিলেপসি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন।

V.S. Ramachandran:অনেক দিন ধরেই জানা গেছে যে টেম্পোরাল লোবে উৎপন্ন খিঁচুনি আক্রান্ত কিছু রোগীর তীব্র ধর্মীয় আভা থাকে, ঈশ্বর তাদের পরিদর্শন করছেন এমন তীব্র অভিজ্ঞতা হয়। কখনও কখনও এটি একটি ব্যক্তিগত ঈশ্বর, কখনও কখনও এটি

মহাবিশ্বের সাথে এক হওয়ার অনুভূতি আরও বেশি অদ্ভুত। সবকিছুই অর্থপূর্ণ বলে মনে হয়। রোগী বলবে, "অবশেষে আমি বুঝতে পারছি এর আসল অর্থ কী, ডাক্তার। আমি সত্যিই ঈশ্বরকে বুঝতে পেরেছি। আমি মহাবিশ্বে, মহাজাগতিক পরিকল্পনায় আমার স্থান বুঝতে পেরেছি।" কেন এটি ঘটে এবং টেম্পোরাল লোব খিঁচুনির রোগীদের ক্ষেত্রে এটি এত ঘন ঘন কেন ঘটে?

John:ওহ ভগবান। আর তুমি কি জানো? আমি আমার নিজের ধারণায় একেবারেই ঠিক; আমি জানি আমি

আমি বাইরে গিয়ে লোকেদের আমার পিছনে লাগিয়ে আনতে পারতাম। মাথায় চাদর পরা এই পাগলদের মতো নয়, ঐ বোকাদের মতো নয়...কিন্তু এখন তো কেবল নবীদের নতুন প্রজন্ম। আর কি নবীদের সমস্ত লোক মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল; এই পুরো বার্তা কি এটাই ছিল, দেবতাদের কাছ থেকে উপহার, এই পুরো সময়?

V.S. Ramachandran:এটা সম্ভব, তাই না? হ্যাঁ?

John:আমি কখনোই ধার্মিক ছিলাম না। মানুষ বলে, "না, তুমি ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে পারো না...আনহ আনহ।" এটাই সেই উপহার, কিন্তু এর জন্য তোমাকে নিন্দার শিকার হতে হবে।

V.S. Ramachandran:এখন, কেন এই রোগীদের এই খিঁচুনি হলে তীব্র ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হয়? এবং কেন তারা খিঁচুনির মাঝখানেও ধর্মতাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় বিষয়গুলিতে ব্যস্ত থাকে?

একটি সম্ভাবনা হল, টেম্পোরাল লোবে খিঁচুনি কার্যকলাপ কোনওভাবে ব্যক্তির মনে... ব্যক্তির মস্তিষ্কে নানা ধরণের অদ্ভুত, অদ্ভুত আবেগ তৈরি করে। এবং এই অদ্ভুত আবেগের উৎপত্তিকে রোগী অন্য জগত থেকে আসা ভ্রমণ হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারেন, অথবা "ঈশ্বর আমাকে দেখতে আসছেন।" হয়তো এটাই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে তিনি তার মস্তিষ্কে চলমান এই অদ্ভুত আবেগের আস্তরণটি বুঝতে পারেন। আরেকটি সম্ভাবনা হল, এটি টেম্পোরাল লোবে কীভাবে আবেগগতভাবে বিশ্বের সাথে মোকাবিলা করার জন্য সংযুক্ত থাকে তার সাথে সম্পর্কিত। আমরা যখন ঘুরে বেড়াই এবং বিশ্বের সাথে যোগাযোগ করি, তখন আপনার কোন গুরুত্বপূর্ণ, কোনটি আবেগগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং কোনটি আপনার জন্য প্রাসঙ্গিক তা নির্ধারণ করার জন্য কিছু উপায় প্রয়োজন, কোনটি তুচ্ছ এবং গুরুত্বহীন কিছু।

এটা কিভাবে সম্ভব? আমরা মনে করি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো টেম্পোরাল লোবের সংবেদী অঞ্চল এবং অ্যামিগডালার মধ্যে সংযোগ, যা মস্তিষ্কের আবেগ কেন্দ্রগুলির প্রবেশদ্বার। এই সংযোগগুলির শক্তিই নির্ধারণ করে যে কোনও কিছু কতটা আবেগগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এবং তাই, আপনি এক ধরণের আবেগগত প্রশান্তিমূলক ভূদৃশ্যের কথা বলতে পারেন, যেখানে পাহাড় এবং উপত্যকাগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এবং

আমাদের প্রত্যেকেরই আবেগগতভাবে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। এখন, একবার ভাবুন, টেম্পোরাল লোব এপিলেপসিতে যখন বারবার খিঁচুনি হয় তখন কী ঘটে। যা ঘটতে পারে তা হল এই সমস্ত পথের নির্বিচারে শক্তিশালীকরণ। এটি অনেকটা উপরের পৃষ্ঠ বরাবর নদী দিয়ে বয়ে যাওয়া জলের মতো। যখন বারবার বৃষ্টি হয়, তখন জলের একটি পথ ধরে খাঁজ তৈরির প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং খাঁজের এই ক্রমবর্ধমান গভীরতা কৃত্রিমভাবে কিছু শ্রেণীর ইনপুটগুলির মানসিক তাৎপর্যকে বাড়িয়ে তোলে। তাই কেবল সিংহ, বাঘ এবং মায়েদের আবেগগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ খুঁজে পাওয়ার পরিবর্তে, তিনি সবকিছুকে গভীরভাবে গুরুত্বপূর্ণ খুঁজে পান। উদাহরণস্বরূপ, এক কণা বালি, এক টুকরো কাঠ, শৈবাল, এই সবকিছুই গভীর তাৎপর্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এখন, আপনার চারপাশের সবকিছুর সাথে মহাজাগতিক তাৎপর্য আরোপ করার এই প্রবণতাটি আমরা যাকে রহস্যময় অভিজ্ঞতা বা ধর্মীয় অভিজ্ঞতা বলি তার অনুরূপ হতে পারে।

টেম্পোরাল লোবে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কিত কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্র নেই। তবে এটা সম্ভব যে টেম্পোরাল লোবের এমন কিছু অংশ আছে যাদের কার্যকলাপ ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য কোনওভাবে সহায়ক। এখন এটি অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, তবে এটি সত্য হতে পারে। এখন, ধর্মে বিশ্বাসের জন্য টেম্পোরাল লোবে আমাদের স্নায়ুতন্ত্র কেন থাকতে পারে? আচ্ছা, ধর্মে বিশ্বাস ব্যাপক। প্রতিটি উপজাতি, প্রতিটি সমাজেরই কোনও না কোনও ধর্মীয় উপাসনা রয়েছে। এবং সম্ভবত এটি বিকশিত হওয়ার কারণ, যদি এটি বিকশিত হয়ে থাকে, তবে তা হল এটি সমাজের স্থিতিশীলতার জন্য সহায়ক, এবং যদি আপনি কোনও ধরণের পরম সত্তায় বিশ্বাস করেন তবে এটি সবচেয়ে সহজ হতে পারে। এবং এটি মস্তিষ্কে ধর্মীয় অনুভূতি বিকশিত হওয়ার একটি কারণ হতে পারে।[261]

ইতিহাস ক্যারিশম্যাটিক ধর্মীয় ব্যক্তিত্বে পূর্ণ যারা TLE-এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস (১৮৪২ – ১৯১০) বিশ্বাস করতেন দামেস্কে যাওয়ার পথে প্রেরিত পৌলের দর্শন "একটি শারীরবৃত্তীয় স্নায়ু ঝড় বা মৃগীরোগের মতো নির্গত ক্ষত" হতে পারে। পৌল আলো দেখতে পান এবং একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পান যা তাকে জিজ্ঞাসা করে "শৌল, শৌল, তুমি কেন আমাকে তাড়না করছো?"[২৬২] এরপর তিনি সাময়িকভাবে অন্ধ হয়ে যান এবং ফলস্বরূপ খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হন। পৌল তার দর্শন সম্পর্কে এই কথাগুলো বলেছিলেন: “এই অসাধারণ মহান প্রকাশের কারণে আমি যাতে অহংকারী না হই, তার জন্য আমার শরীরে একটি কাঁটা দেওয়া হয়েছিল, শয়তানের একজন দূত, আমাকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য। আমি তিনবার প্রভুর কাছে অনুরোধ করেছিলাম যেন তিনি তা আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেন। কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, 'আমার অনুগ্রহ তোমার জন্য যথেষ্ট, কারণ আমার শক্তি দুর্বলতায় সিদ্ধ হয়।'”[263]

আরেকটি বিখ্যাত ঘটনা হল ষোড়শ শতাব্দীর একজন সন্ন্যাসিনী যিনি আভিলার সান্তা তেরেসা (১৫১৫–১৫৮২) নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি স্পষ্ট দর্শন, তীব্র মাথাব্যথা এবং অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করেন, যার পরে "আত্মায় এমন শান্তি, প্রশান্তি এবং শুভ ফল এবং ... ঈশ্বরের মহত্ত্বের উপলব্ধি" দেখা যায়।[264] তার জীবনীকাররা পরামর্শ দেন যে তিনি সম্ভবত মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।[265]

লাপ্লান্টে বলেন যে ভিনসেন্ট ভ্যান গগ, গুস্তাভ ফ্লুবার্ট, লুইস ক্যারল, মার্সেল প্রুস্ট, টেনিসন এবং ফিওদর দস্তয়েভস্কির মতো চিত্রশিল্পী এবং লেখকদের সকলেরই TLE ছিল। TLE-এর শিকার ব্যক্তিরা প্রায়শই ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের ধরণ ভোগ করেন, যার মধ্যে সাধারণত বাধ্যতামূলক লেখা বা অঙ্কন এবং অতি-ধর্মীয়তা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

লাপ্লান্ট বিশ্বাস করতেন যে মুহাম্মদও টিএলই থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। আরও সাম্প্রতিক উদাহরণ হল মরমোনিজমের প্রতিষ্ঠাতা জোসেফ স্মিথ এবং সেভেন্থ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা এলেন হোয়াইট, যিনি ৯ বছর বয়সে মস্তিষ্কের আঘাতের শিকার হন যা তার ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দেয়। তিনি শক্তিশালী ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিও ধারণ করতে শুরু করেন।

*হেলেন শুকম্যান*নাস্তিক ইহুদি মনোবিজ্ঞানী যিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি যীশু খ্রিস্টের কাছ থেকে "পাঠ" আকারে বার্তা পেয়েছিলেন, যাকে তিনি "অলৌকিকতার একটি কোর্স" বলেছিলেন, তিনি অবশ্যই TLE-এর একজন আত্মঘাতী ছিলেন। জানা গেছে, শুকম্যান তার জীবনের শেষ দুই বছর এক ভয়াবহ, ভীতু বিষণ্ণতার মধ্যে কাটিয়েছেন।

*সৈয়দ আলী মুহাম্মদ বাব*বাবি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাও হয়তো একজন মৃগীরোগী ছিলেন। বাবের ফারসি বায়ান (ইংরেজিতে অনুবাদিত এবং অনলাইনে পাওয়া যায়) একটি ধ্রুপদী মৃগীরোগী রচনা – স্পষ্টভাষী, শব্দচয়নশীল, আড়ম্বরপূর্ণ, তবুও বিষয়বস্তুতে সংক্ষিপ্ত।

ও মৃগীরোগে আক্রান্ত অন্যান্য স্বাস্থ্যকর ব্যক্তিরা

হেইডি হ্যানসেন এবং লিফ বোর্ক হ্যানসেন অভিযোগ করেছেন যে সোরেন কিয়েরকেগার্ড তার জার্নালে লিখেছেন যে তিনি টিএলই থেকে মুক্তি পেয়েছেন এবং সারা জীবন এটি গোপন রেখেছিলেন। তারা তাকে উদ্ধৃত করে বলেছেন: "সকল দুঃখের মধ্যে সম্ভবত এমন কেউ শহীদ হননি যা করুণার বিষয় হয়ে ওঠে, এমন কিছুই নেই যা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্রলুব্ধ করে। মানুষ সাধারণত এই ধরণের ব্যক্তিকে বোকা এবং অগভীর বলে মনে করে, তবে এটি প্রমাণ করা কঠিন হবে না যে এটিই অনেক বিখ্যাত বিশ্ব-ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের জীবনের গোপন রহস্য।"[266]

ডেনিশ দার্শনিক ঠিকই বলেছিলেন। বোকা তো বটেই, TLE-এর শিকার ব্যক্তিরা প্রতিভাবানদের মধ্যে অন্যতম। TLE-কে সৃজনশীলতার রোগ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। ইতিহাসের অনেক বিখ্যাত এবং প্রতিভাবান ব্যক্তি TLE-এর শিকার হয়েছেন এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে, তারা এই রোগের জন্য তাদের সৃজনশীলতার জন্য দায়ী। প্রতি 1,000 জনের মধ্যে পাঁচ থেকে দশজনের মধ্যে TLE থাকে। অবশ্যই, তাদের সকলেরই খ্যাতি হয় না।

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের স্নায়ুবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং মৃগীরোগের উপর বেশ কয়েকটি বইয়ের লেখক স্টিভেন সি. শেচটার, ইতিহাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি তালিকা তৈরি করেছেন যারা সম্ভবত TLE-তে ভুগছিলেন। এই তালিকায় দার্শনিক, লেখক, বিশ্বনেতা, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, চিত্রশিল্পী, কবি, সুরকার, অভিনেতা এবং অন্যান্য সেলিব্রিটিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

"প্রাচীন মানুষ", শ্যাচটার লিখেছেন, "মনে করতেন মৃগীরোগের আক্রমণ মানুষের শরীরে অশুভ আত্মা বা ভূতদের আক্রমণের কারণে হত। পুরোহিতরা জাদু এবং প্রার্থনার মাধ্যমে মৃগীরোগীদের তাড়িয়ে দিয়ে তাদের নিরাময়ের চেষ্টা করতেন। ভারতের আত্রেয় এবং পরবর্তীকালে গ্রীসের হিপোক্রেটিস-এর মতো প্রাচীন চিকিৎসকরা এই কুসংস্কারকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, যারা উভয়েই খিঁচুনিকে মস্তিষ্কের কর্মহীনতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, অতিপ্রাকৃত ঘটনা নয়।" তিনি আরও বলেন, "মৃগীরোগের আক্রমণের একটি শক্তি এবং প্রতীক রয়েছে যা ঐতিহাসিকভাবে সৃজনশীলতা বা অস্বাভাবিক নেতৃত্বের ক্ষমতার সাথে সম্পর্ক নির্দেশ করে।"

পণ্ডিতরা দীর্ঘদিন ধরেই এই প্রমাণ দেখে মুগ্ধ হয়ে আসছেন যে বিশিষ্ট নবী এবং অন্যান্য পবিত্র ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতা, দার্শনিক এবং শিল্প ও বিজ্ঞানে মহত্ত্ব অর্জনকারী অনেকেই মৃগীরোগ থেকে মুক্তি পেয়েছেন।”[267]

অ্যারিস্টটল, যিনি প্রথম মৃগীরোগকে প্রতিভার সাথে যুক্ত করেছিলেন, তিনি দাবি করেছিলেন যে সক্রেটিসের মৃগীরোগ ছিল। শ্যাচটার উল্লেখ করেছেন যে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ মেডিসিনের স্নায়ুবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ জেরোম এঙ্গেল মৃগীরোগ এবং প্রতিভার সহাবস্থানকে একটি কাকতালীয় ঘটনা বলে মনে করেন।[268]

তবে, শ্যাচটার আরও বলেন: “অন্যরা দ্বিমত পোষণ করেন, দাবি করেন যে কিছু মানুষের মধ্যে মৃগীরোগ এবং প্রতিভাধরতার মধ্যে একটি সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। ইভ লাপ্ল্যান্ট তার বই সিজড–এ লিখেছেন যে টেম্পোরাল লোব (জটিল আংশিক) মৃগীরোগে পাওয়া অস্বাভাবিক মস্তিষ্কের কার্যকলাপ সৃজনশীল চিন্তাভাবনা এবং শিল্প তৈরিতে ভূমিকা পালন করে। স্নায়ুবিজ্ঞানী ডঃ পল স্পিয়ার্স মনে করেন: 'কখনও কখনও একই জিনিস যা মৃগীরোগের কারণ হয় তা প্রতিভাধরতার দিকে পরিচালিত করে। আপনি যদি জীবনের যথেষ্ট অল্প বয়সে [মস্তিষ্কের] একটি অংশকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন, তবে অন্য দিকে সংশ্লিষ্ট অংশটি অতিরিক্ত বিকাশের সম্ভাবনা থাকে।'”[269]

এটি একটি আকর্ষণীয় তত্ত্ব। যদি স্পিয়ার্স ঠিক বলে থাকেন, তাহলে TLE প্রতিভা এবং সৃজনশীলতাকে সামনে আনে না বরং মস্তিষ্কের ক্ষতিপূরণের প্রতিক্রিয়াকে সামনে আনে।

শ্যাচটার বিশ্বাস করেন যে মৃগীরোগে আক্রান্ত হতে পারে এমন কিছু প্রতিভাবান ব্যক্তির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে দেওয়া হল।

*হ্যারিয়েট টুবম্যান:*সেই কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা যিনি দক্ষিণ আমেরিকা থেকে কানাডায় তার শত শত সহ–ক্রীতদাসদের স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করেছিলেন। তিনি তার জনগণের "মুসা" নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

*সেন্ট পল:*সর্বশ্রেষ্ঠ খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক, যাঁর ছাড়া খ্রিস্টধর্ম সম্ভবত কখনও ইউরোপে বিশ্ব ধর্মে পরিণত হত না।

*জোয়ান অফ আর্ক:*মধ্যযুগীয় ফ্রান্সের এক প্রত্যন্ত গ্রামের তরুণী অশিক্ষিত কৃষকের মেয়ে, যিনি তার আশ্চর্যজনক সামরিক বিজয়ের মাধ্যমে ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করেছিলেন। তেরো বছর বয়স থেকে জোয়ান আনন্দের মুহূর্তগুলি বর্ণনা করেছিলেন যেখানে তিনি আলোর ঝলক দেখেছিলেন, সাধুদের কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন এবং ফেরেশতাদের দর্শন দেখেছিলেন।

*আলফ্রেড নোবেল:*সুইডিশ রসায়নবিদ এবং শিল্পপতি যিনি ডিনামাইট আবিষ্কার করেছিলেন এবং নোবেল পুরস্কারের অর্থায়ন করেছিলেন।

*দান্তে:*লা ডিভিনা কমেডিয়ার লেখক;

*স্যার ওয়াল্টার স্কট:*রোমান্টিক যুগের অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব; আঠারো শতক।

*জোনাথন সুইফট:*ইংরেজ ব্যঙ্গাত্মক, গালিভার'স ট্রাভেলস–এর লেখক। এডগার অ্যালান পো:

উনিশ শতকের আমেরিকান লেখক।

*লর্ড বায়রন, পার্সি বাইশে শেলি,*এবং আলফ্রেড লর্ড টেনিসন:
তিনজন শ্রেষ্ঠ ইংরেজি রোমান্টিক কবি,

*চার্লস ডিকেন্স:*আ ক্রিসমাস ক্যারল এবং অলিভার টুইস্টের মতো ক্লাসিক বইয়ের ভিক্টোরিয়ান লেখক।

লুইস ক্যারল:"অ্যালিস'স অ্যাডভেঞ্চারস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড" এর লেখক, যিনি সম্ভবত তার নিজের টেম্পোরাল লোব খিঁচুনি সম্পর্কে লিখছিলেন। অ্যালিসের অভিযানের শুরুর অনুভূতি – গর্তে পড়ে যাওয়ার অনুভূতি – খিঁচুনি আক্রান্ত অনেক মানুষের কাছে একটি সাধারণ অনুভূতি।

*ফিওদর দস্তয়েভস্কি,*মহান রাশিয়ান ঔপন্যাসিক, ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট এবং দ্য ব্রাদার্স কারামাজভের মতো ক্লাসিকের লেখক, যাকে অনেকেই পশ্চিমা উপন্যাসকে তার সম্ভাবনার শীর্ষে নিয়ে এসেছে বলে মনে করেন।

মুহাম্মদের সম্ভবত পাঁচ বছর বয়সে প্রথম খিঁচুনি হয়েছিল। দস্তয়েভস্কির নয় বছর বয়সে প্রথম খিঁচুনি হয়েছিল। সুস্থ হওয়ার পর,

যা ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত স্থায়ী ছিল, তার কয়েক দিন বা মাসে একবার খিঁচুনি হত, ভালো এবং খারাপ সময়ের মধ্যে ওঠানামা করত। তার বড় খিঁচুনির কয়েক সেকেন্ড আগে ঘটে যাওয়া তার উচ্ছ্বসিত আভা ছিল অতীন্দ্রিয় সুখের মুহূর্ত, যা পরে ভয়ের যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতিতে পরিবর্তিত হয়। তার অভিজ্ঞতা মুহাম্মদের মতোই ছিল, যার নরকের দর্শন ছিল ভয়াবহ, যা ছিল ধ্বংস এবং নির্যাতনের ভয়াবহ দৃশ্যে ভরা। মুহাম্মদ যা দেখেছিলেন তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হলঃ

> *কিন্তু যারা তাদের জন্য অস্বীকার করবে তাদের জন্য আগুনের পোশাক কাটা হবে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। তাদের শরীরের ভেতরে যা আছে তা এবং চামড়া তা দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হবে। তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য লোহার স্তূপও থাকবে। যখনই তারা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চাইবে, তখনই তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে আনা হবে এবং (বলা হবে), 'পোড়ার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো।!'* (প্রশ্ন ২২: ১৯–২২)

> *কিন্তু যাদের ওজন হালকা হবে, তারাই হবে যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।ßতাদের মুখমণ্ডল পুড়িয়ে ফেলা হবে, আর তারা সেখানে ঠোঁট উল্টে মুচকি হাসবে।*(প্রশ্ন ২৩: ১০৩–১০৪)

দস্তয়েভস্কিও এক চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলক দেখতে পেতেন। তারপর তিনি চিৎকার করে বলতেন এবং এক–দুই সেকেন্ডের জন্য জ্ঞান হারাতেন। কখনও কখনও মৃগীরোগ তার মস্তিষ্কে সাধারণ হয়ে যেত, যার ফলে দ্বিতীয় টনিক–ক্লোনিক (গ্র্যান্ড ম্যাল) খিঁচুনি তৈরি হত। এরপর তিনি খিঁচুনির সময় ঘটে যাওয়া ঘটনা এবং কথোপকথন মনে করতে পারতেন না এবং প্রায়শই তিনি কয়েকদিন ধরে বিষণ্ণ, অপরাধী এবং খিটখিটে বোধ করতেন।

*কাউন্ট লিও টলস্টয়:*উনিশ শতকের মহান রাশিয়ান লেখক "আন্না কারেনিনা" এবং "ওয়ার অ্যান্ড পিস"–এরও মৃগীরোগ থাকতে পারে।

*গুস্তাভ ফ্লুবার্ট:*সাহিত্যের আরেকটি মহান নাম। উনিশ শতকের এই ফরাসি সাহিত্যিক প্রতিভা ম্যাডাম বোভারি এবং আ সেন্টিমেন্টাল এডুকেশনের মতো মাস্টারপিস লিখেছিলেন। শ্যাচটারের মতে, “ফ্লাউবার্টের সাধারণ আক্রমণ শুরু হয়েছিল একটি

আসন্ন ধ্বংসের অনুভূতি, যার পরে তিনি অনুভব করলেন যে তার আত্ম-অনিরাপদ বোধটা বেড়ে গেছে, যেন তাকে অন্য মাত্রায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন যে তার খিঁচুনি 'আমার দুর্বল মস্তিষ্কে ধারণা এবং চিত্রের ঘূর্ণিঝড়ের মতো এসেছিল, এই সময় মনে হয়েছিল আমার চেতনা ঝড়ের মধ্যে একটি পাত্রের মতো ডুবে গেছে।' তিনি হাহাকার করেছিলেন, স্মৃতির স্রোত বয়ে গিয়েছিল, জ্বলন্ত মায়া দেখতে পেয়েছিলেন, মুখে ফেনা বের হচ্ছিল, তার ডান হাত স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাড়াচাড়া করেছিল, প্রায় দশ মিনিটের জন্য ট্রান্সে পড়ে গিয়েছিল এবং বমি করেছিল।"

*ডেম আগাথা ক্রিস্টি:*রহস্য উপন্যাসের এই শীর্ষস্থানীয় ব্রিটিশ লেখকেরও মৃগীরোগ ছিল বলে জানা গেছে।

ট্রুম্যান ক্যাপোট:"ইন কোল্ড ব্লাড অ্যান্ড" বইয়ের আমেরিকান লেখক
Ti$any's-এ নাস্তা।

*জর্জ ফ্রেডেরিক হ্যান্ডেল:*মেসিয়ার বিখ্যাত বারোক সুরকার।

*নিকোলো প্যাগানিনি:*সেরা বেহালা বাদকদের একজন।

*পিটার চাইকোভস্কি:*স্লিপিং বিউটি এবং দ্য নাটক্র্যাকার ব্যালে-এর বিখ্যাত রাশিয়ান সুরকার।

*লুডভিগ ভ্যান বিথোভেন:*সর্বকালের সেরা ধ্রুপদী সুরকারদের একজন।

শ্যাচটার বলেন, এটি কেবল অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির একটি নমুনা যাদের মৃগীরোগ ইতিহাসবিদরা লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মৃগীরোগ ধরা পড়া বা সন্দেহ করা বিখ্যাত ব্যক্তিদের তালিকা দীর্ঘ। মুহাম্মদ খারাপ সঙ্গদের মধ্যে নেই। তার কল্পনাশক্তি, তার হতাশা, তার আত্মহত্যার চিন্তাভাবনা, তার বিরক্তি, ধর্মের প্রতি তার আগ্রহ, কেয়ামত এবং পরকালের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি, তার চাক্ষুষ এবং শ্রবণগত হ্যালুসিনেশন এবং তার অনেক শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য TLE দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

তবে, মৃগীরোগ মুহাম্মদের নির্মমতা, সহানুভূতির অভাব, গণহত্যা এবং তার দৃঢ় সংকল্পকে ব্যাখ্যা করে না। এগুলো ছিল তার আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বের ব্যাধির ফলাফল। ব্যক্তিত্ব এবং মানসিক ব্যাধির এই সংমিশ্রণই তাকে এমন এক ঘটনাতে পরিণত করেছিল যা সে হয়ে উঠেছিল। মুহাম্মদ মহত্ত্ব এবং সর্বশক্তিমানের চিন্তাভাবনা পোষণ করতেন। তার মৃগীরোগের দৃষ্টিভঙ্গি তার মেগালোম্যানিয়াকে পুনরায় নিশ্চিত করেছিল এবং তাকে নিশ্চিত করেছিল যে তিনি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের নির্বাচিত নবী। যেন এটি যথেষ্ট ছিল না, তিনি একজন সহ-নির্ভরশীল মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন যিনি তার স্বামীকে সিংহ হিসেবে উপস্থাপন করে এবং তার উন্মাদনাকে উৎসাহিত করে নিজের মহত্ত্ব চেয়েছিলেন।

মুহাম্মদ তার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মিশনের প্রতি দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন। এই আত্মবিশ্বাসই তার ঘনিষ্ঠদের অনুপ্রাণিত করেছিল এবং তাদের বিশ্বাসকে নিশ্চিত করেছিল। এর অর্থ এই নয় যে তার মৃগীরোগের সময় কুরআনের সমস্ত আয়াত তার কাছে "প্রকাশিত" হয়েছিল। সম্ভবত তার পরবর্তী বছরগুলিতে খিঁচুনি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে, তার ধার্মিকতার প্রতি দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে, তিনি পরিস্থিতির দ্বারা নির্ধারিত আয়াতগুলি আবৃত্তি করতে থাকেন। একজন নার্সিসিস্ট হিসেবে, তিনি তার অনুসারীদের কাছ থেকে তার অনুমোদন পেয়েছিলেন। কে কাকে বোকা বানাচ্ছিল তা বলা কঠিন। মুহাম্মদ তার দাবিতে দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন – যদিও তিনি নির্দ্বিধায় মিথ্যা বলেছিলেন, প্রয়োজন অনুসারে আয়াত তৈরি করেছিলেন – এবং তবুও, যখন লোকেরা তাকে বিশ্বাস করেছিল তখন তাকে পুনরায় নিশ্চিত করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, তাকে ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হয় যারা তার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিল তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর এবং তাঁর বিরোধিতা মানে সর্বশক্তিমানের বিরোধিতা। তিনি মিথ্যা বলার অধিকারী বোধ করেছিলেন। এটি একটি ভালো উদ্দেশ্যে ছিল এবং তাই ন্যায্য। যখন তিনি লুটপাট এবং গণহত্যা করেছিলেন, তখন তিনি স্পষ্ট বিবেক নিয়ে তা করেছিলেন। শেষটা এতটাই মহৎ ছিল যে, তিনি এটি অর্জনের সকল উপায়কেই বৈধ বলে মনে করেছিলেন। তিনি তার ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে, তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো যেকোনো ব্যক্তিকে হত্যা করাই সঠিক বলে মনে করেছিলেন। নিম্নলিখিত কুরআনের আয়াতগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যাখ্যা করে।

> *আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁর সীমা লঙ্ঘন করে, তিনি তাকে বিপদে ফেলবেন।/Sতাতে চিরকাল থাকবে, আর তার জন্য থাকবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।.*

(প্রশ্ন ৪:১৪)

সেদিন যারা কুফরী করে এবং রাসূলের অবাধ্য হয়, তারা কামনা করবে যে, যদি পৃথিবী তাদের সাথে সমান করে দেওয়া হত, আর তারা আল্লাহর কাছ থেকে কোন কথাও গোপন করতে পারবে না।(প্রশ্ন ৪:৪২)

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, তার জন্য অবশ্যই শাস্তি নির্ধারিত হবে।ïদীর্ঘকাল সেখানে থাকার জন্য জাহান্নাম(প্রশ্ন ৭২:২৩)

যৌনতা, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এবং টেম্পোরাল লোব হাইপার অ্যাক্টিভেশন

হাদিসগুলো মুহাম্মদের যৌন আচরণ সম্পর্কে অনেক আলোকপাত করে। TLE কি যৌনতার উপরও প্রভাব ফেলে? যদি তা করে এবং মুহাম্মদের যৌন অভ্যাস ব্যাখ্যা করতে পারে, তাহলে আমাদের কাছে আরও একটি প্রমাণ আছে যে তিনি TLE-এর বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। স্নায়ুবিজ্ঞানী রন জোসেফ মনে করেন এটি সত্য। তিনি লিখেছেনঃ

লিম্বিক সিস্টেমের উচ্চ স্তর এবং নিম্নমানের টেম্পোরাল লোব কার্যকলাপের একটি অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হল যৌনতার পরিবর্তন এবং ধর্মীয় উৎসাহের গভীরতা। এটি লক্ষণীয় যে কেবল আধুনিক ধর্মপ্রচারকরাই নন, বরং অনেক প্রাচীন ধর্মীয় নেতা, যাদের মধ্যে আব্রাহাম, জ্যাকব এবং মুহাম্মদও ছিলেন, অত্যন্ত যৌনাচারী ছিলেন এবং অনেক সঙ্গীর সাথে অংশীদারিত্ব করতেন, অথবা অন্য পুরুষের স্ত্রীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতেন, অথবা তাদের স্ত্রীদের চুরি করার জন্য অন্য পুরুষদের হত্যা করতেন (মুহাম্মদ, রাজা দাউদ)... অনেক নবী এবং অন্যান্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্বও ক্লুভার-বুসি সিনড্রোমের প্রমাণ প্রদর্শন করেছিলেন, যেমন গোবর খাওয়া (ইজেকিয়েল),[২৭০] পাশাপাশি টেম্পোরাল লোব, লিম্বিক হাইপার অ্যাক্টিভেশন এবং মৃগীরোগ, হ্যালুসিনেশন, ক্যাটালেপসি, উন্মাদনা, বা ভাষার ব্যাধির সাথে মিলিত।

যেখানে মুসা (আঃ) তীব্র বাক প্রতিবন্ধকতার কারণে কষ্ট পেয়েছিলেন, সেখানে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্টতই ডিসলেক্সিক এবং অস্পষ্ট ছিলেন। [একটি মস্তিষ্কের ব্যাধি যা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে লিখতে অক্ষমতার দ্বারা চিহ্নিত] অধিকন্তু, ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করার জন্য, মুহাম্মদ সাধারণত চেতনা হারিয়ে ফেলতেন এবং ট্রান্স অবস্থায় প্রবেশ করতেন (আর্মস্ট্রং ১৯৯৪; লিংস ১৯৮৩)। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তার প্রথম সত্যিকারের আধ্যাত্মিক-ধর্মীয় ধর্মান্তরিত হন যখন তাকে প্রধান দূত গ্যাব্রিয়েল ঘুম থেকে তুলে নিয়েছিলেন এবং তাকে এমন এক ভয়ঙ্কর আলিঙ্গানে আচ্ছন্ন করেছিলেন যে মুহাম্মদের ফুসফুস থেকে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। চাপ দেওয়ার পর এবং

বারবার তাকে আহ্বান জানিয়ে জিব্রাইল মুহাম্মদকে আল্লাহর বাণী অর্থাৎ কুরআন বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটি ছিল এমন অনেক পর্বের মধ্যে প্রথম যেখানে প্রধান দেবদূত জিব্রাইল কখনও কখনও মুহাম্মদের কাছে একটি টাইটানিক ক্যালিডোস্কোপিক প্যানোরামিক আকারে আবির্ভূত হন।

'ঈশ্বর' বা তাঁর ফেরেশতাদের কণ্ঠস্বরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, মুহাম্মদ কেবল কথাই বলেননি বরং পরবর্তী ২৩ বছর ধরে তিনি ঈশ্বরের বিভিন্ন বিষয়বস্তু এলোমেলোভাবে আবৃত্তি এবং জপ করতে শুরু করেছিলেন; এই অভিজ্ঞতাটি তার কাছে বেশ বেদনাদায়ক এবং মর্মস্পর্শী বলে মনে হয়েছিল (আর্মস্ট্রং ১৯৯৪; লিংগস ১৯৮৩)। ধর্মীয় উৎসাহের পাশাপাশি, মুহাম্মদের চল্লিশ জন পুরুষের যৌন ক্ষমতা ছিল বলে জানা গেছে, এবং তিনি কমপক্ষে ৯ জন স্ত্রী এবং অসংখ্য উপপত্নীকে শয়ন করেছিলেন, এমনকি একজন যুবতী মেয়েও ছিল (লিংগস ১৯৮৩)। একবার, তিরস্কার পাওয়ার পর, তিনি এক সমাধিতে গিয়েছিলেন এবং তারপর দাবি করেছিলেন যে 'ঈশ্বর' অন্য একজন পুরুষের স্ত্রীকে তার স্ত্রী হতে আদেশ করেছেন।

তিনি [মুহাম্মদ] অত্যন্ত ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে পড়তেন এবং কাফের, ব্যবসায়ী এবং যারা তার বিরোধিতা করতেন তাদের হত্যা করতেন (অথবা অন্তত হত্যার নির্দেশ দিতেন)। এই আচরণগুলি, যখন তার বর্ধিত যৌনতা, বর্ধিত ধর্মীয় উৎসাহ, ট্রান্স স্টেট, মেজাজের পরিবর্তন এবং একটি টাইটানিক দেবদূতের সম্ভাব্য শ্রবণ ও চাক্ষুষ হ্যালুসিনেশনের সাথে মিলিত হত, তখন অবশ্যই লিম্বিক সিস্টেম এবং ইনফিরিয়র টেম্পোরাল লোবকে এই অভিজ্ঞতার সম্ভাব্য স্নায়বিক ভিত্তি হিসাবে নির্দেশ করে। প্রকৃতপক্ষে, মুহাম্মদও ভয়াবহ হতাশা থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন এবং একবার নিজেকে এক কঠিন পরিস্থিতি থেকে ছিটকে পড়ার চেষ্টা করেছিলেন – কেবল প্রধান দেবদূত জিব্রাইল তাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন।[271]

অধ্যায় চ **ou** আর

ও মানসিক ব্যাধি

নার্সিসিজম প্রায়শই সহ-রোগের একটি সিরিজের সাথে থাকে। একইভাবে, ক্লিনিক্যালি, TLE আক্রান্ত ব্যক্তিকে সাধারণত বিভিন্ন ধরণের মানসিক রোগ হিসাবে নির্ণয় করা হয়। মনোরোগবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান এবং মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শে সহ-রোগ বলতে একই সময়ে একজন ব্যক্তির মধ্যে একাধিক রোগ নির্ণয়ের উপস্থিতি বোঝায়। এই অধ্যায়ে আমরা মুহাম্মদের মধ্যে বেশ কয়েকটি সহ-রোগের সম্ভাবনা অন্বেষণ করব, সবচেয়ে স্পষ্ট থেকে শুরু করে।

ও-বেসিভ-কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার (ও-সিডি)

কানাডিয়ান মেন্টাল হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের মতে, অবসেসিভ-কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার হল একটি উদ্বেগজনিত ব্যাধি - চিকিৎসা ব্যাধিগুলির একটি গ্রুপ, যা চিন্তাভাবনা, আচরণ, আবেগ এবং সংবেদনগুলিকে প্রভাবিত করে।

> সামগ্রিকভাবে, এই ব্যাধিগুলি মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ। অনুমান করা হয় যে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ১ জন তাদের জীবনের কোন না কোন সময়ে উদ্বেগজনিত ব্যাধিতে ভুগে থাকেন... অবসেসিভ-কম্পালসিভ ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য, অবসেসিভ চিন্তাভাবনার এক গোলকধাঁধা তৈরি করে। এই চিন্তাভাবনাগুলি তাদের আচার-অনুষ্ঠান (বাধ্যতামূলক) করতে পরিচালিত করে, কখনও কখনও দিনের পর ঘন্টা... উদ্বেগ এবং সন্দেহ, কুসংস্কার এবং আচার-অনুষ্ঠানগুলি বেশিরভাগ মানুষের কাছেই সাধারণ। OCD তখন ঘটে যখন উদ্বেগগুলি আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং বাধ্যতামূলক আচার-অনুষ্ঠানগুলি এতটাই অত্যধিক হয়ে যায় যে তারা একজন ব্যক্তির জীবনকে আধিপত্য করে। এটি যেন মস্তিষ্ক একটি খসখসে ভিনাইল রেকর্ড, চিরকাল একই খাঁজে লাফিয়ে লাফিয়ে গানের একটি অংশ পুনরাবৃত্তি করে।

অবসেসন হলো অবিরাম ধারণা, চিন্তাভাবনা, আবেগ বা চিত্র; এগুলি হস্তক্ষেপকারী এবং অযৌক্তিক। সাধারণ ওসিডি অবসেসনগুলি দূষণ, সন্দেহ এবং বিরক্তিকর যৌন বা ধর্মীয় চিন্তাভাবনার চারপাশে ঘোরে... প্রায়শই, একজন ব্যক্তির অবসেসনের সাথে ভয়, বিতৃষ্ণা এবং সন্দেহের অনুভূতি থাকে, অথবা এই বিশ্বাস থাকে যে কিছু কার্যকলাপ ঠিক তাই করতে হবে... ওসিডি আক্রান্ত ব্যক্তিরা বারবার বাধ্যতামূলক আচার–অনুষ্ঠান সম্পাদন করে এবং প্রায়শই নির্দিষ্ট "নিয়ম" অনুসারে তাদের অবসেসন থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করেন।

ওসিডি আক্রান্ত শিশুদের অতিরিক্ত মানসিক সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে মনে হয়। তারা প্যানিক ডিসঅর্ডার বা সোশ্যাল ফোবিয়া, বিষণ্ণতা, শেখার ব্যাধি, টিক ডিসঅর্ডার, বিঘ্নিত আচরণগত ব্যাধি এবং শরীরের ডিসমরফিক ডিসঅর্ডার (কল্পিত কদর্যতা) এর মতো অবস্থার শিকার হতে পারে।[272]

উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুসারে, মুহাম্মদ এই উদ্বেগজনিত ব্যাধি থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন বলে খুব সম্ভবত মনে হয়। তিনি আচার–অনুষ্ঠান, যেমন ওযু, কতবার নামাজ পড়তে হবে এবং কীভাবে তা আদায় করতে হবে, ইত্যাদি বিষয়ে আচ্ছন্ন ছিলেন। তিনি হাত, মুখ, নাক, কান ইত্যাদি কীভাবে এবং কোন ক্রমে ধোয়া উচিত তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই সমস্ত আচার–অনুষ্ঠান, যার মধ্যে নামাজের সময় উপাসকের বিভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করা উচিত, তাও অর্থহীন। ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগের জন্য আচার–অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। তবুও মুহাম্মদের কাছে এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে এই আচার–অনুষ্ঠানের একটি বিশদ বিবরণ বাদ পড়লেও প্রার্থনা কবুল হবে না।

প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের সাথে কথোপকথন। কথোপকথন কবুল হবে কিনা তা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোনও মানে হয় না। মুহাম্মদের কাছে প্রার্থনা ছিল অন্য কিছু। ঈশ্বরের অনুমোদন লাভের জন্য দাসদের এটি একটি কঠিন কাজ ছিল।

একমাত্র অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডারের মাধ্যমেই এটা বোঝা যায়। ওসিডি আক্রান্তরা প্যাটার্ন, আচার–অনুষ্ঠান এবং সংখ্যার প্রতি আচ্ছন্ন থাকে। মুহাম্মদ তিন নম্বরের প্রতি আসক্ত ছিলেন। এমন অনেক আচার–অনুষ্ঠান আছে যা মুসলমানদের তিনবার করতে হয়। এর কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা নেই, কেবল মাত্র

এটি মুহাম্মদের একটি সুন্নাত (ঐতিহ্য)। নামাজ পড়ার আগে মুমিনদের যে সকল আচার–অনুষ্ঠান পালন করতে হবে তা নিম্নরূপঃ

- ► নিয়ত ঘোষণা করুন যে, কাজটি ইবাদতের উদ্দেশ্যে।
- ► তিনবার পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন
- ► নাকের ছিদ্র পরিষ্কার করার জন্য তিনবার পানি শুঁকুন।
- ► পুরো মুখ তিনবার ধৌত করুন।
- ► ডান হাত কনুইয়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তিনবার ধৌত করুন এবং তারপর বাম হাত দিয়েও একই কাজ করুন।
- ► ভেজা হাতে একবার পুরো মাথা বা তার যেকোনো অংশ মুছে ফেলুন।
- ► কানের ভেতরের দিক তর্জনী দিয়ে এবং বাইরের দিক বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে মুছে ফেলুন। ভেজা আঙুল দিয়ে এটি করতে হবে।
- ► ভেজা হাতে ঘাড়ের চারপাশে মুছুন।
- ► ডান পা দিয়ে শুরু করে দুই পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধৌত করুন।

তিনবার ধোয়ার অর্থ কী? ভেজা হাতে মাথা, ঘাড় বা পা মুছলে কী লাভ? আগে ডান হাত কেন ধোবেন? এগুলো অকেজো আচার–অনুষ্ঠান যার পরিচ্ছন্নতা বা আধ্যাত্মিকতার সাথে কোনও সম্পর্ক নেই।

তায়াম্মুম নামে পরিচিত একটি ঘটনা থেকে মুহাম্মদের আচার–অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্তি আরও স্পষ্ট হয়। যখন পানি পাওয়া যায় না, অথবা কোনও কারণে তা ব্যবহার করা যায় না, তখন তিনি তায়াম্মুম করার নির্দেশ দেন। এটি নিম্নরূপ করা হয়ঃ

- ► মাটি, বালি বা পাথরের উপর উভয় হাত হালকাভাবে আঘাত করো।
- ► ওযুর সময় যেভাবে হাত মুছতে হয়, সেইভাবে একবার হাত ঝাঁকান এবং মুখমণ্ডল মুছুন।
- ► আবার হাত দুটোতে আঘাত করো এবং বাম হাত দিয়ে ডান হাত কনুই পর্যন্ত এবং ডান হাত দিয়ে বাম হাত মুছুও।

হাত।

এই আচার–অনুষ্ঠানগুলি অযৌক্তিক। নামাজের অবস্থান সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে, যেমন ক্বিয়াম (দাঁড়িয়ে), সিজদা (সিজদা), রুকু' (রুকু) এবং জলসা (বসা)। ইসলাম এমন আচার–অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ যার কোনও অর্থ নেই। এগুলি মুহাম্মদের ধরণ এবং সংখ্যার প্রতি আচ্ছন্নতা প্রকাশ করে এবং আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে তিনি ওসিডিতে ভুগছিলেন।

নিচে মুহাম্মদের সুন্নাত হিসেবে বিবেচিত কিছু আচার–অনুষ্ঠান উল্লেখ করা হল যা মুসলমানরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পালন করে। এগুলোর কোন অর্থ নেই। তবুও মুহাম্মদ ভেবেছিলেন যে এগুলো অমান্য করলে শাস্তি হবে এবং এগুলো পালন করলে সওয়াব পাওয়া যাবে। ধার্মিক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি এই নিয়মগুলি পালন করেন।

- মেঝেতে বসে খেতে।
- ডান হাতে খাওয়া।
- তোমার সামনের দিক থেকে খেতে।
- খাওয়ার আগে জুতা খুলে ফেলুন।
- খাওয়ার সময়, উভয় হাঁটু মাটিতে রেখে অথবা এক হাঁটু উঁচু করে অথবা উভয় হাঁটু উঁচু করে বসে থাকা।
- খাওয়ার সময় সম্পূর্ণ নীরব থাকা উচিত নয়।
- তিন আঙুল দিয়ে খাওয়া।
- খুব গরম খাবার খাওয়া উচিত নয়।
- খাবারের উপর ফুঁ দেবেন না।
- খাওয়ার পর আঙ্গুল চাটা উচিত।
- একজন মুসলিমের ডান হাতে পান করা উচিত, আর শয়তান বাম হাতে পান করে।
- বসে পান করার জন্য।
- প্রতি চুমুকের পর মুখ থেকে পাত্রটি বের করে ৩ বার নিঃশ্বাসে পান করা।
- বিছানা নিজেই বানাতে।
- ঘুমাতে যাওয়ার আগে তিনবার বিছানা ধুলো ঝেড়ে ফেলুন।
- ডান দিকে কাত হয়ে ঘুমানো।

► ডান গালের নিচে ডান হাত রেখে ঘুমানো।

► ঘুমানোর সময় হাঁটু সামান্য বাঁকিয়ে রাখা।

► কিবলার দিকে মুখ করা।

► ঘুমানোর আগে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস তিনবার পাঠ করে সারা শরীরে তিনবার ফুঁ দেওয়া।

► ঘুম থেকে ওঠার পর হাতের তালু দিয়ে মুখ এবং চোখ ঘষতে হবে।

► রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেকোনো পোশাক পরার সময় ডান অঙ্গ দিয়ে শুরু করতেন।

► রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাপড় খোলার সময় সর্বদা প্রথমে বাম অঙ্গটি সরিয়ে ফেলতেন।

► পুরুষদের অবশ্যই প্যান্টটি গোড়ালির উপরে পরতে হবে এবং মহিলাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের নিচের পোশাকটি তাদের গোড়ালি ঢেকে রাখে।

► পুরুষদের পাগড়ি পরা উচিত। মহিলাদের সর্বদা স্কার্ফ পরা উচিত।

► জুতা পরার সময় প্রথমে ডান জুতা পরে বাম জুতা পরুন।

► এগুলো সরানোর সময় প্রথমে বাম দিকটি সরিয়ে ফেলুন এবং তারপর ডান দিকটি।

► মাথা ঢেকে টয়লেটে প্রবেশ করা।

► টয়লেটে প্রবেশের আগে দুআ (প্রার্থনা) পাঠ করা।

► বাম পা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে।

► বসে প্রস্রাব করা। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা উচিত নয়।

► ডান পা দিয়ে টয়লেট ত্যাগ করা।

► টয়লেট থেকে বের হওয়ার পর দুআ পাঠ করা।

► কিবলার দিকে মুখ করা উচিত নয় অথবা কিবলার দিকে পিঠ দেখানো উচিত নয়।

► টয়লেটে কথা বলবেন না।

► প্রস্রাবের ছিটা থেকে খুব সাবধান থাকো (এই ব্যাপারে অসাবধানতা কবরে শাস্তির কারণ হয়)।

► মিসওয়াক (কাঠের টুথব্রাশ) ব্যবহার করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মহান সুন্নাত। যে ব্যক্তি মিসওয়াক করে যখন

ওযু করে নামাজ আদায় করলে ৭০ গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে। শুক্রবারে গোসল করা।

- এক মুষ্টি লম্বা দাড়ি রাখা।
- বাম হাতে জুতা বহন করা।
- ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা।
- বাম পা দিয়ে মসজিদ থেকে বের হওয়া।[273]

আয়েশা বর্ণিত ক গল্প সম্পর্কে মুহাম্মদ যে হল এই OCD–র প্রমাণও।

> যখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর আমার সাথে রাত কাটানোর পালা এলো, তখন তিনি পাশ ফিরে চাদরটি পরলেন এবং জুতা খুলে তাঁর পায়ের কাছে রাখলেন, এবং তাঁর চাদরের কোণাটি তাঁর বিছানার উপর বিছিয়ে দিলেন এবং শুয়ে পড়লেন যতক্ষণ না তিনি ভাবলেন যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। তিনি ধীরে ধীরে চাদরটি ধরে ধীরে ধীরে জুতা পরলেন, এবং দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেলেন এবং হালকাভাবে বন্ধ করে দিলেন। আমি আমার মাথা ঢেকে ফেললাম, আমার ওড়না পরলাম এবং আমার কোমরের চাদর শক্ত করে ধরলাম, তারপর তাঁর পদক্ষেপ অনুসরণ করে বেরিয়ে এলাম যতক্ষণ না তিনি বাকি (কবরস্থান) তে পৌঁছালেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তিনি তিনবার হাত তুললেন, তারপর ফিরে এলেন এবং আমিও ফিরে এলাম। তিনি দ্রুত পদক্ষেপ নিলেন এবং আমিও দ্রুত পদক্ষেপ নিলাম। তিনি দৌড়ে গেলেন এবং আমিও দৌড়ে এলাম। তিনি (ঘরে) এলেন এবং আমিও (ঘরে) এলাম। আমি তাঁর আগে চলে গেলাম এবং (ঘরে) প্রবেশ করলাম। আমি যখন বিছানায় শুয়ে পড়লাম, তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘরে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, হে আয়েশা, তোমার শ্বাসকষ্ট কেন? আমি বললাম: কিছুই নেই। তিনি বললেন: আমাকে বলো, অথবা সূক্ষ্ম ও অবগত ব্যক্তি আমাকে জানাবেন। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমার বাবা–মা আপনার জন্য মুক্তিপণ হোক। তারপর আমি তাঁকে (পুরো ঘটনা) বললাম। তিনি বললেন: আমি কি আমার সামনে (আপনার ছায়ার) অন্ধকার দেখেছিলাম? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি আমার বুকে আঘাত করলেন যার ফলে আমি ব্যথা পেলাম এবং বললেন: তুমি কি ভেবেছিলে যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমার সাথে অন্যায় আচরণ করবেন? তিনি বললেন: লোকেরা যা গোপন করে, আল্লাহ তা জানেন। তিনি বললেন: তুমি যখন আমাকে দেখো তখন জিব্রাইল আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং তোমার কাছ থেকে তা গোপন করলেন। আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, কিন্তু আমিও তোমার কাছ থেকে তা গোপন করেছিলাম (কারণ তিনি তোমার কাছে আসেননি), কারণ তুমি সম্পূর্ণ পোশাক পরিধান করতে পারোনি। আমি ভেবেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে গেছো, আর তোমাকে জাগানো আমার পছন্দ হয়নি, এই ভয়ে যে তুমি ভীত হয়ে পড়বে। তিনি (জিব্রাইল) বললেন, তোমার রব তোমাকে আদেশ করেছেন যে তুমি বাকী'র বাসিন্দাদের কাছে যাও (কবরে শায়িতদের কাছে) এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি তাদের জন্য কিভাবে প্রার্থনা করব (তাদের জন্য কিভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করব)? তিনি বললেন, তুমি বলো, এই শহরের (কবরস্থানের) বাসিন্দাদের উপর, মুমিন ও মুসলিমদের উপর, এবং আল্লাহ আমাদের আগে যারা গেছে এবং যারা পরে আসবে তাদের উপর রহম করুন, ইনশাআল্লাহ, আমরাও তোমার সাথে মিলিত হব।[274]

কেন ঈশ্বর তাঁর নবীকে মধ্যরাতে কবরস্থানে গিয়ে মৃতদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দেবেন? এত অদ্ভুত সময়ে তাঁর নবীকে কষ্ট না দিয়ে তিনি কি তাদের ক্ষমা করতে পারতেন না? মুহাম্মদের সাহাবীরা তাঁর অদ্ভুত আচরণগুলিকে ভুল করে ভেবেছিলেন যা তাঁর মনোরোগের প্রমাণ দেয়, তাঁর আন্তরিকতার প্রমাণ হিসেবে।

একটি হাদিসে তিনি তাঁর অনুসারীদের উপদেশ দিয়েছিলেন, "তোমাদের পায়ের গোড়ালি আগুন থেকে রক্ষা করো"।[275] ভেজা হাতে মুছে। মুহাম্মদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না, বরং রীতিনীতি নিয়েই চিন্তিত ছিলেন। তিনি মনে করতেন ভেজা হাত পায়ে অথবা মোজায় লাগিয়ে নরকের আগুন থেকে নিজেকে বাঁচানো সম্ভব। বুখারীতে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে যেখানে মুহাম্মদ চামড়ার মোজা পরে তার পা মুছছিলেন। "আল-মুগীরা বিন শু'বা বর্ণনা করেছেন: 'আমি এক সফরে আল্লাহর রাসূলের সাথে ছিলাম... আমি পানি ঢেলে দিলাম এবং তিনি অযু করলেন; তিনি তার মুখ, বাহু ধুয়ে ফেললেন এবং তার পা ভিজিয়ে দিলেন।"তার মাথা এবং দুটি খু৯ (চামড়ার মোজা) তার উপর দিয়ে দাও।"[276]

বুখারীতে অন্য একটি হাদিসে হুমরান (উসমানের দাস) উদ্ধৃত করেছেন:

> আমি 'উসমান বিন 'আআনকে এক পেয়ালা পানি চাইতে দেখলাম (এবং যখন তা আনা হল) তখন তিনি তার হাতের উপর পানি ঢেলে তিনবার ধুয়ে ফেললেন। তারপর তার ডান হাত পানির পাত্রে ঢুকিয়ে মুখ ধুয়ে ফেললেন, তাতে পানি ঢেলে নাক ধুয়ে ফেললেন এবং তারপর ফুঁ দিলেন। তারপর তিনি তার মুখমন্ডল এবং কনুই পর্যন্ত দুই হাত তিনবার ধুয়ে ফেললেন, তার ভেজা হাত মাথার উপর দিয়ে ঢেলে দিলেন এবং তার পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে ফেললেন। তারপর তিনি বললেন, "আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, 'যে কেউ আমার মতো ওযু করে এবং দুই রাক'আত নামায পড়ে এবং অন্য কিছু (বর্তমান নামাযের সাথে সম্পর্কিত নয়) মনে না করে, তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করা হবে।'" [তারপর তিনি আরও বললেন] "আমি নবী (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, 'যদি কেউ সুন্দরভাবে ওযু করে এবং ফরয নামায জামাআতের জন্য আদায় করে, তাহলে আল্লাহ তার ঐ (নামায) এবং (পরবর্তী) নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন যতক্ষণ না সে তা আদায় করে।"[২৭৭]

এটা অযৌক্তিক। কেবলমাত্র OCD-তে আক্রান্ত ব্যক্তিই ভাবতে পারেন যে নির্দিষ্ট কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে তার পাপ ক্ষমা করা যেতে পারে।

বাধ্যবাধকতাগুলিকে পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ বা মানসিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয় যা ব্যক্তিকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা নিয়ম অনুসারে সম্পাদন করতে পরিচালিত হয়, এবং এমন আচরণ বা মানসিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা যা যন্ত্রণা প্রতিরোধ বা হ্রাস করার লক্ষ্যে বা নরকের মতো কোনও ভয়ঙ্কর ঘটনা বা পরিস্থিতি প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে করা হয়।

ইসলাম অর্থহীন নিয়ম ও আচার–অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ। ওযু (অজু), গোসল (স্নান), ছালাত (ফরজ নামাজ) এবং এটি যে ফরজ, হজ, রোজা ইত্যাদির নিয়মাবলী ইঙ্গিত দেয় যে মুহাম্মদ আচার–অনুষ্ঠানে মগ্ন ছিলেন। তিনি এমনকি বলেছিলেন যে মলত্যাগের পর নিজেকে পরিষ্কার করার জন্য কতগুলি নুড়ি ব্যবহার করতে হবে। (এগুলি অবশ্যই বিজোড় সংখ্যার হতে হবে। তিনটি নুড়ি চারটির চেয়ে ভালো পরিষ্কার করে।)

একটি হাদিসে মুহাম্মদ বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ প্রস্রাব করে, তখন তার উচিত তিনবার তার লিঙ্গ খালি করা।” ইরানের আয়াতুল্লাহরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তিনবার লিঙ্গ চেপে ধরার পর কাপড়ের উপর যে কোনও প্রস্রাব ঝরে পড়লে তা পবিত্র এবং এতে কারো নামায নষ্ট হয় না।

এস কাইজোফ্রেনিয়া

সিজোফ্রেনিয়া হলো চিন্তার ব্যাধি, অনুপযুক্ত আবেগ এবং জিনিসের অনুপযুক্ত বৈশিষ্ট্যের রোগ। এটি জ্ঞানীয় অস্বাভাবিকতা, অস্বাভাবিক ধারাবাহিক চিন্তাভাবনার রোগ।

শ্রবণশক্তির হ্যালুসিনেশন, ভৌতিক বা অদ্ভুত বিভ্রান্তি, অথবা অসংগঠিত কথাবার্তা এবং চিন্তাভাবনা, সিজোফ্রেনিয়ার কিছু লক্ষণ। পেশাগত বা সামাজিক ক্রিয়াকলাপের প্রতিবন্ধকতার সাথে সম্পর্কিত লক্ষণ এবং লক্ষণগুলিও রয়েছে। লক্ষণগুলি সাধারণত তরুণ বয়সে দেখা যায় এবং সারা জীবন স্থায়ী হয়।

খাদিজার সাথে বিবাহের আগে মুহাম্মদের আমিন (ট্রাস্টি) হিসেবে সিরিয়ায় একবার ভ্রমণ করা ছাড়া, মুহাম্মদ অন্য কোনও পেশায় জড়িত ছিলেন না। তাকেও দূরে রাখা হত এবং একাকী একটি গুহায় তার দিন কাটাতেন। তিনি প্রতিবন্ধী পেশাগত এবং সামাজিক কার্যকলাপের মানদণ্ড পূরণ করেন। তার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উদ্যোগের আগে, মুহাম্মদ একাকী ছিলেন। খাদিজার সাথে বিবাহের আগে তার একমাত্র পেশা ছিল পারিবারিক ছাগল পালন, যা তার সমাজের মতে একটি মেয়েলি কাজ ছিল এবং যেখানে অন্যদের সাথে যোগাযোগ ন্যূনতম রাখা হত। এক পর্যায়ে, যখন তিনি একজন সাধারণ যুবকের মতো আচরণ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং একটি বিবাহের অনুষ্ঠানে লুকিয়ে ছিলেন, তখন তিনি বমি বমি ভাব অনুভব করেছিলেন এবং যন্ত্রণাদায়ক খিঁচুনিতে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

সেই একই মুহাম্মদ যিনি বৃদ্ধ বয়সে যৌন প্রজাপতিতে পরিণত হয়েছিলেন, তার যৌবনকালে তিনি বিপরীত লিঙ্গের সদস্যদের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করতে অক্ষম ছিলেন এবং খাদিজা তাকে বিবাহের প্রস্তাব না দেওয়া পর্যন্ত কুমারী ছিলেন। স্কিজয়েড ব্যক্তিত্বের ব্যাধি এই আচরণের কারণ হতে পারে।

মানসিক স্বাস্থ্যের ডায়াগনস্টিক এবং পরিসংখ্যান ম্যানুয়াল IV ব্যাখ্যা করে, "সিজোফ্রেনিয়া দুটি বিস্তৃত বিভাগে পড়ে: ইতিবাচক এবং নেতিবাচক। ইতিবাচক লক্ষণগুলি অতিরিক্ত

অথবা স্বাভাবিক কার্যকারিতার বিকৃতি, যেখানে নেতিবাচক লক্ষণগুলি স্বাভাবিক কার্যকারিতা হ্রাস বা হ্রাসকে প্রতিফলিত করে। ইতিবাচক লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে চিন্তাভাবনার বিকৃতি (ভ্রান্তি), উপলব্ধি (ভ্রান্তি), ভাষা এবং চিন্তা প্রক্রিয়া (অসংগঠিত বক্তৃতা) এবং গুরুতরভাবে অসংগঠিত বা ক্যাটাটোনিক আচরণ। নেতিবাচক লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে মানসিক প্রকাশের পরিসর এবং তীব্রতার সীমাবদ্ধতা, (a9ective, সমতলকরণ), চিন্তাভাবনা এবং বক্তৃতার সাবলীলতা এবং উৎপাদনশীলতায় এবং লক্ষ্য-নির্দেশিত আচরণের সূচনা। বিভ্রান্তি হল ভ্রান্ত বিশ্বাস। এর বিষয়বস্তুতে বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে (যেমন তাড়নামূলক, রেফারেন্সিয়াল, সোমাটিক, ধর্মীয় বা মহৎ)। তাড়নামূলক বিভ্রান্তি সবচেয়ে সাধারণ; ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তাকে যন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছে, অনুসরণ করা হচ্ছে, প্রতারণা করা হচ্ছে, গুপ্তচরবৃত্তি করা হচ্ছে বা উপহাস করা হচ্ছে। রেফারেন্সিয়াল বিভ্রান্তিও সাধারণ; ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে কিছু অঙ্গভঙ্গি, মন্তব্য, বই, সংবাদপত্র, গানের কথা, বা অন্যান্য পরিবেশগত ইঙ্গিত বিশেষভাবে তার দিকে নির্দেশিত। একটি ভ্রম এবং দৃঢ়ভাবে ধারণ করা ধারণার মধ্যে পার্থক্য করা কখনও কখনও কঠিন এবং এর সত্যতা সম্পর্কে স্পষ্ট পরস্পরবিরোধী প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বিশ্বাসটি কতটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হয় তার উপর আংশিকভাবে নির্ভর করে। যদিও অদ্ভুত ভ্রমগুলিকে সিজোফ্রেনিয়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়, "অদ্ভুততা" বিচার করা কঠিন হতে পারে, বিশেষ করে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে। যদি ভ্রমগুলি স্পষ্টভাবে অবাস্তব এবং বোধগম্য না হয় এবং সাধারণ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত না হয় তবে তাকে অদ্ভুত বলে মনে করা হয়। একটি অদ্ভুত ভ্রমের উদাহরণ হল একজন ব্যক্তির বিশ্বাস যে একজন অপরিচিত ব্যক্তি তার অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলি সরিয়ে ফেলেছে এবং কোনও ক্ষত বা ক্ষত ছাড়াই অন্য কারও অঙ্গ দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছে। একটি অ-অদ্ভুত ভ্রমের উদাহরণ হল একজন ব্যক্তির মিথ্যা বিশ্বাস যে সে পুলিশ নজরদারিতে রয়েছে। মন বা শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর প্রকাশ করে এমন ভ্রমগুলিকে সাধারণত অদ্ভুত বলে মনে করা হয়; এর মধ্যে রয়েছে একজন ব্যক্তির বিশ্বাস যে তার চিন্তাভাবনা কোনও বাইরের শক্তি দ্বারা কেড়ে নেওয়া হয়েছে ("চিন্তা প্রত্যাহার"), যে বিদেশী চিন্তাভাবনা তার মনে প্রবেশ করানো হয়েছে ("চিন্তা সন্নিবেশ"), অথবা তার শরীর বা

কোনও বাইরের শক্তির ("নিয়ন্ত্রণের ভ্রান্ত ধারণা") উপর ভিত্তি করে কাজ করা হচ্ছে বা হেরফের করা হচ্ছে। যদি ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে অদ্ভুত বলে গণ্য করা হয়, তাহলে সিজোফ্রেনিয়ার জন্য মানদণ্ড A পূরণ করার জন্য শুধুমাত্র এই একক লক্ষণটির প্রয়োজন।[278]

ডিএসএম চতুর্থ অনুসারে, মুহাম্মদের উপর জাদুর চর্চার গল্প তাকে বিশ্বাস করাতে বাধ্য করে যে তিনি তার স্ত্রীদের সাথে যৌন মিলন করেছেন, যদিও তিনি তা করেননি এবং তার দাবি যে তিনি দুইজন পুরুষকে তার উপরে দাঁড়িয়ে তার অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে দেখেছেন, যেমনটি আমি আগের অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছি, তা মুহাম্মদকে সিজোফ্রেনিয়া রোগে আক্রান্ত বলে নির্ণয় করার জন্য যথেষ্ট। তার ভ্রান্ত চিন্তাভাবনার আরেকটি সূত্র হল তার দাবি যে সাদা পোশাকের দুজন ব্যক্তি তাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল, তার হৃদপিণ্ড বের করে এনেছিল এবং তুষার দিয়ে ধুয়ে ফেলার পর তার বুকে কোনও দাগ না রেখে প্রতিস্থাপন করেছিল।

মুহাম্মদের এই অদ্ভুত বিশ্বাস যে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা জানতে পেরেছিল যে তিনিই তাদের পবিত্র গ্রন্থে ভবিষ্যদ্বাণী করা প্রতিশ্রুত নবী এবং ফলস্বরূপ তাকে হত্যা করার জন্য পিছনে লেগেছিল, আরেকটি ইঙ্গিত দেয় যে তিনি সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। এই ধরনের দাবির অযৌক্তিকতা মুহাম্মদকে নির্যাতনমূলক বিভ্রান্তিতে আক্রান্ত বলে নির্ণয় করার জন্য যথেষ্ট, যা সিজোফ্রেনিয়ার একটি মানদণ্ড।

মুহাম্মদ তার যৌবনকালে একাকী ছিলেন, যতক্ষণ না তিনি তার নবীর বাহক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং নিজেকে সমবয়সীদের সাথে নয়, বরং ভক্ত এবং প্রশংসকদের সাথে ঘিরে রাখতেন। কেবল একজন উচ্চতর সত্তা হিসেবে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি একাকী, নিস্তেজ এবং রসবোধহীন বলে মনে হতেন। সামাজিক পরিবেশে তাকে উপেক্ষা করা হত। তার গঠনমূলক বছরগুলিতে তিনি আবেগের একটি সমতল এবং সীমিত পরিসর দেখিয়েছিলেন এবং তার চারপাশে যা ঘটছিল তার থেকে আলাদা বলে মনে হতেন। একই সাথে তার অভ্যন্তরীণ জীবন তার চারপাশের জগৎ সম্পর্কে গভীর মানসিক চাহিদা, সংবেদনশীলতা এবং বিভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। স্কিজয়েড ব্যক্তিত্বের লোকেরা হয় ব্যক্তিগত সম্পর্ক শুরু করতে এবং বজায় রাখতে অক্ষম হয় অথবা অন্যদের সাথে নিজেদের দমবন্ধ এবং উদ্বিগ্ন মনে করে। তারা তাদের অভ্যন্তরীণ জগতে ফিরে যায়। যদি তারা সম্পর্ক খোঁজে তবে তা নিরাপত্তার জন্য।[279]

SPD কে "সিজোফ্রেনিক স্পেকট্রাম" ব্যাধির অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে সিজোটাইপাল ব্যক্তিত্ব ব্যাধি এবং সিজোফ্রেনিয়া। এই অবস্থার একই রকম লক্ষণ রয়েছে, যেমন সামাজিক সম্পর্কের অক্ষমতা এবং আবেগগত অপ্রকাশ্যতা। প্রধান পার্থক্য হল যে সিজোটাইপাল ব্যক্তিত্বের লোকেরা সাধারণত সিজোটাইপাল ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যযুক্ত ধারণাগত বিকৃতি বা বিভ্রম বা সিজোফ্রেনিয়ার মানসিক পর্বগুলি অনুভব করেন না।[২৮০] মুহাম্মদের অদ্ভুত অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস ছিল, এবং তিনি ভূত, ফেরেশতা, রাক্ষস এবং জিনদের দর্শন পেতেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি জিনদের শহর পরিদর্শন করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে একটি রাত কাটিয়েছিলেন।

বয়ঃসন্ধিকালে স্কিজোটাইপাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারের লক্ষণগুলি একাকী কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বা উচ্চ স্তরের সামাজিক উদ্বেগের মাধ্যমে শুরু হতে পারে। শিশুটি কম পারফর্ম করতে পারে অথবা সমবয়সীদের সাথে সামাজিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে। মুহাম্মদের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত সত্য, যিনি অভিজাত বংশের হওয়া সত্ত্বেও, স্কুলে যাননি এবং নিরক্ষর ছিলেন। তার সমস্ত চাচা এমনকি খালারাও পড়তে এবং লিখতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করতে পারেননি।

প্যারানোয়েড স্কলেমিয়া

প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়ায়, দৈনন্দিন জীবনে চিন্তাভাবনা এবং কাজ করার ক্ষমতা অন্যান্য ধরণের সিজোফ্রেনিয়ার তুলনায় ভালো থাকে। রোগীর স্মৃতিশক্তি, একাগ্রতা বা আবেগের ম্লানতা নিয়ে এত সমস্যা নাও হতে পারে। তবুও, প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়া একটি গুরুতর, আজীবন রোগ যা আত্মহত্যার আচরণ সহ অনেক জটিলতার কারণ হতে পারে।

লক্ষণ এবং লক্ষণ এর ভীতু সিজোফ্রেনিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারেঃ

- শ্রবণ ভ্রান্তি, যেমন কণ্ঠস্বর শোনা
- বিভ্রান্তি, যেমন বিশ্বাস করা যে একজন সহকর্মী আপনাকে বিষ দিতে চায়
- উদ্বেগ
- রাগ

- বিচ্ছিন্নতা
- হিংস্রতা
- মৌখিক সংঘর্ষ
- পৃষ্ঠপোষকতা করার পদ্ধতি
- আত্মহত্যার চিন্তাভাবনা এবং আচরণ

প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়ার ক্ষেত্রে, আপনার মেজাজের সমস্যা বা চিন্তাভাবনা, একাগ্রতা এবং মনোযোগের সমস্যা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। পরিবর্তে, আপনি ইতিবাচক লক্ষণ হিসাবে পরিচিত লক্ষণগুলির দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হন।

ইতিবাচক লক্ষণ হলো এমন লক্ষণ যা অস্বাভাবিক চিন্তাভাবনা এবং উপলব্ধির উপস্থিতি নির্দেশ করে যা প্রায়শই বাস্তবতার সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে। বিভ্রান্তি এবং হ্যালুসিনেশনকে প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়ার ইতিবাচক লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

- **ডিলুশনস:**প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়ায়, বিভ্রান্তি প্রায়শই এই ধারণার উপর কেন্দ্রীভূত হয় যে আপনাকে ক্ষতির জন্য আলাদা করা হচ্ছে। আপনার মস্তিষ্ক অভিজ্ঞতার ভুল ব্যাখ্যা করে এবং বিপরীত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আপনি এই মিথ্যা বিশ্বাসগুলিকে ধরে রাখেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি বিশ্বাস করতে পারেন যে সরকার আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণ করছে অথবা একজন সহকর্মী আপনার দুপুরের খাবারে বিষ প্রয়োগ করছে। (মুহাম্মদের মন্তব্য মনে রাখবেন যেখানে তার দাদা তার ধাত্রীকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের তাকে খুঁজে না পেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে তারা তাকে আহত করতে না পারে? অথবা হঠাৎ করে বনু নাদিরের কোয়ার্টার ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং পরে দাবি করেছিলেন যে জিব্রাইল তাকে জানিয়েছিলেন যে ইহুদিরা তার মাথায় পাথর ছুঁড়ে মারার ষড়যন্ত্র করছে? তিনি আসলে তাই ভেবেছিলেন।) রোগীর মহিমার ভ্রান্তিও থাকতে পারে — উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বাস যে তিনি উড়তে পারেন, তিনি বিখ্যাত, অথবা একজন বিখ্যাত ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রয়েছে। এটি মুহাম্মদের আল্লাহর মনোনীত নবী হওয়ার ভ্রান্তি বা তার লালা অলৌকিক নিরাময়ের প্রভাব সম্পর্কে ভ্রান্তি ব্যাখ্যা করে। বিভ্রান্তির ফলে আগ্রাসন বা সহিংসতা দেখা দিতে পারে। রোগী বিশ্বাস করে যে তাকে যারা তার ক্ষতি করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য কাজ করতে হবে।
- **অডিওরি হ্যালুসিনেশন:**শ্রবণ হ্যালুসিনেশন হল এর উপলব্ধি
শব্দ — সাধারণত কণ্ঠস্বর — যা অন্য কেউ শুনতে পায় না। শব্দগুলো একক কণ্ঠস্বর অথবা একাধিক কণ্ঠস্বর হতে পারে। এই কণ্ঠস্বরগুলো রোগীর সাথে অথবা একে অপরের সাথে কথা বলতে পারে। কণ্ঠস্বরগুলো সাধারণত অপ্রীতিকর হয়। এগুলো তোমার চিন্তাভাবনা বা কর্মকাণ্ডের উপর ক্রমাগত সমালোচনা করতে পারে, অথবা বাস্তব বা কাল্পনিক ত্রুটি সম্পর্কে তোমাকে হয়রানি করতে পারে। কণ্ঠস্বর তোমাকে এমন কিছু করতেও নির্দেশ দিতে পারে যা তোমার নিজের বা অন্যদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। যখন তোমার প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়া থাকে, তখন এই কণ্ঠস্বরগুলো বাস্তব বলে মনে হয়। তুমি কণ্ঠস্বরের সাথে কথা বলতে পারো বা চিৎকার করতে পারো।[281]

আগের অধ্যায়ে আমরা একটি হাদিস পড়েছিলাম যেখানে বলা হয়েছে যে মুহাম্মদ ভেবেছিলেন যে তার উপর জাদু করা হয়েছে, তাই তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি তার স্ত্রীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, যদিও তিনি তা করেননি। ঠিক তখনই তিনি শুনতে পেলেন যে দুজন পুরুষ তার কাছে এসে তার অবস্থা নিয়ে আলোচনা করছে। শৈশবে, তিনি আরও দেখেছিলেন যে সাদা পোশাক পরা দুজন পুরুষ তার বুক থেকে তার হৃদপিণ্ড বের করে তুষার দিয়ে ধুয়ে ফেলছে। এগুলো ছিল হ্যালুসিনেশন।

যুক্তি থাকা সত্ত্বেও দৃঢ় বিশ্বাস, হ্যালুসিনেশন, অসংগঠিত চিন্তাভাবনা, অস্থিরতা এবং হিংসাত্মক/আক্রমণাত্মক আচরণ ছাড়াও, একটি বিশেষ সিন্ড্রোম রয়েছে যা সিজোফ্রেনিয়ার বৈশিষ্ট্যও বহন করে: 'ক্যাট্যাটোনিক আচরণ', যেখানে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর অনমনীয় হতে পারে এবং ব্যক্তি প্রতিক্রিয়াহীন হতে পারে।[282]

মুহাম্মদের অসংগঠিত চিন্তাভাবনা কুরআনের মাধ্যমেই নির্ণয় করা যেতে পারে, যাকে একজন সম্পাদকের দুঃস্বপ্ন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। তিনি ছিলেন হিংস্র এবং অস্থির। মাত্র দশ বছরে তিনি সত্তরটিরও বেশি আক্রমণ চালিয়েছিলেন। তার ক্যাটাটোনিক আচরণ, যা পেশীবহুল অনমনীয়তা এবং মানসিক অস্থিরতার বৈশিষ্ট্য, তার চাচাতো ভাই আলীর উদ্ধৃতি দেওয়া যথেষ্ট, যিনি বলেছিলেন, "যখন তিনি হাঁটতেন তখন তিনি তার পা জোরে তুলে ধরতেন, যেন ঢাল বেয়ে উপরে উঠছিলেন। যখন তিনি কোনও ব্যক্তির দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন তখন তিনি তার পুরো শরীর দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেন।"[283]

মুহাম্মদের শৈশবের কিছু গল্প, তার হ্যালুসিনেশন, কণ্ঠস্বর শোনা এবং পুরুষদের তার উপর অদ্ভুত অস্ত্রোপচার করতে দেখাও ইঙ্গিত দেয় যে তার শৈশব স্কিজোফ্রেনিয়া ছিল, যা বাস্তবে এক ধরণের দীর্ঘস্থায়ী মানসিক রোগ যা অস্বাভাবিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয় (সাইকোসিস), যা শিশুর কার্যকারিতার উপর গভীর প্রভাব ফেলে। শৈশব স্কিজোফ্রেনিয়ার মধ্যে রয়েছে হ্যালুসিনেশন, বিভ্রম, অযৌক্তিক আচরণ এবং চিন্তাভাবনা।

প্যারানয়েড পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার

প্যারানয়া সবসময় হ্যালুসিনেশনের সাথে জড়িত নয়। মুহাম্মদের ক্রমাগত তাড়নামূলক বিভ্রান্তি এবং তাঁর অনুভূত শত্রুদের প্রতি তাঁর হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি প্যারানয়া থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। প্যারানয়া রোগী অকালভ্রমের শিকার হন। বিভ্রান্তির কারণ অভ্যন্তরীণ হতে পারে এবং কোনও হ্যালুসিনেশন জড়িত নয়।

প্রধান লক্ষণ হলো স্থায়ী বিভ্রান্তি। সিজোফ্রেনিয়াতেও বিভ্রান্তি থাকে কিন্তু প্যারানয়ার ক্ষেত্রে এটি সুসংগঠিত এবং স্থায়ী। প্যারানয়ায় বিভ্রান্তির লক্ষণগুলি ধীরে ধীরে দেখা যায় এবং রোগী সন্দেহপ্রবণ, খিটখিটে, অন্তর্মুখী, হতাশাগ্রস্ত, একগুঁয়ে, ঈর্ষান্বিত, স্বার্থপর, অসামাজিক এবং তিক্ত হয়। "ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যানুয়াল অফ মেন্টাল ডিসঅর্ডারস", চতুর্থ সংস্করণ (DSM-IV), প্যারানয়েড পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারের নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি তালিকাভুক্ত করে:

- বন্ধু বা সহযোগীদের সম্পর্কে অযৌক্তিক সন্দেহে মগ্ন থাকা
- সন্দেহজনক; ভিত্তিহীন সন্দেহ; বিশ্বাস করে যে অন্যরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে
- অন্যদের কাছে স্পষ্ট নয় এমন তার খ্যাতির উপর আক্রমণ বুঝতে পারে এবং দ্রুত পাল্টা আক্রমণ করে।
- স্বামী/স্ত্রী বা অন্য কারো বিশ্বস্ততা সম্পর্কে ভিত্তিহীন সন্দেহ পোষণ করে
- নেতিবাচক অর্থগুলিকে নিরীহ মন্তব্যে পরিণত করে
- গোপনীয়তা এবং অন্যদের উপর আস্থা রাখতে অনিচ্ছুক।

এই লক্ষণগুলির অনেকগুলি মুহাম্মদের মধ্যে উপস্থিত ছিল। ইহুদি বা মক্কাবাসীরা তাকে হত্যা করতে চাইছে এই বিষয়ে তার ভ্রান্ত ধারণা, পুরুষরা তার স্ত্রীদের দিকে তাকাচ্ছে এই নিয়ে তার ভীতি, গোপনীয়তা এবং এমনকি তার সঙ্গীদের উপরও বিশ্বাস না করার প্রবণতা PPD-এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

প্যারানয়া বিভিন্ন ধরণের আছে:

1. **পার্সেক ইউ টোরি প্যারানয়া**– এটি সবচেয়ে প্রচলিত ধরণের প্যারানয়িয়া, এবং এই ধরণের রোগী নিজেকে বিশ্বাস করায় যে তার চারপাশের সকলেই তার শত্রু, তার ক্ষতি করতে বা এমনকি তার জীবন নিতে আগ্রহী। এই ভ্রান্তিতে আগ্রাসী মেজাজের লোকেরা প্রায়শই বিপজ্জনক খুনি হয়ে ওঠে।

2. **গ্র্যান্ডেউ আর এর ডিলুশন**– এই রোগী নিজেকে একজন মহান ব্যক্তি বলে বিশ্বাস করে এবং ব্লুলারের মতে, এই মহত্ত্বের ভ্রান্তি একটি তাড়নামূলক ভ্রান্তির সাথে থাকে।

3. **তুমি পাগল হয়ে গেছো**– এখানে রোগীরা মূলত ধর্মীয় প্রকৃতির একটি স্থায়ী বিভ্রান্তির শিকার হন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি ঈশ্বরের একজন দূত যাকে পৃথিবীতে কোন ধর্ম প্রচারের জন্য পাঠানো হয়েছে।

4. **রিফর্ম্যাটরি প্যারানয়া**– এতে রোগী নিজেকে একজন মহান সংস্কারক হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে। সেই অনুযায়ী সে তার চারপাশের সকলকে দেখে। বিপজ্জনক রোগে আক্রান্ত বলে মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে সে তাদের সংস্কারক এবং কিউরেটর।

5. **ই রোটিক প্যারানয়া**– এখানে রোগী প্রায়শই বিশ্বাস করেন যে বিপরীত লিঙ্গের পরিবারের কিছু সদস্য, যারা একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, তাকে বিয়ে করতে চান। এই ধরনের লোকেরা এমনকি প্রেমপত্রও লেখেন এবং এর ফলে অন্যদের অনেক বিরক্ত করেন।

6. **তুমি পাগলের মতো আছো**– এই ধরণের রোগী অন্যদের বিরুদ্ধে অর্থহীন মামলা অনুভব করতে শুরু করে এবং মনে করে যে তাকে বিরক্ত করার জন্য মানুষ একে অপরের সাথে যুক্ত। কখনও কখনও সে খুন করার চেষ্টাও করে।

7. **হাইপোক হন্ড্রিক আল প্যারানোয়া**– এই ধরণের রোগীরা বিশ্বাস করে যে সে সব ধরণের হাস্যকর রোগে ভুগছে, এবং তার এই কষ্টের জন্য অন্য কিছু লোক দায়ী।[284]

8.

বাইপোলার ডিসঅর্ডার:

মুহাম্মদ হয়তো একজন ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ (বাইপোলার ডিসঅর্ডারের জন্য একটি জনপ্রিয় নাম) ছিলেন। বাইপোলার ডিসঅর্ডারের ফলে নাটকীয় মেজাজের পরিবর্তন ঘটে – অত্যধিক "উচ্চ" এবং/অথবা খিটখিটে থেকে বিষণ্ন এবং হতাশাগ্রস্ত, এবং তারপর আবার ফিরে আসে, প্রায়শই মাঝে মাঝে স্বাভাবিক মেজাজের সময়কাল থাকে। উচ্চ এবং নিম্নের সময়কালকে ম্যানিয়া এবং বিষণ্নতার পর্ব বলা হয়। সম-আচরণ দ্বারা বিরামচিহ্নিত চরম মেজাজের পরিবর্তন এই ব্যাধির বৈশিষ্ট্য।

ম্যানিক পর্যায়ে বিভির লক্ষণগুলি হল বিরক্তি, স্ফীত আত্মসম্মান, ঘুমের প্রয়োজন হ্রাস, শক্তি বৃদ্ধি, চিন্তাভাবনা বৃদ্ধি, অরক্ষিততার অনুভূতি, দুর্বল বিচার, যৌন আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি এবং কিছু ভুল বলে অস্বীকার করা। হতাশাগ্রস্ত পর্যায়ে, হতাশা বা মূল্যহীনতার অনুভূতি, অথবা বিষণ্নতা, ক্লান্তি, মৃত্যু বা আত্মহত্যার চিন্তাভাবনা এবং আত্মহত্যার প্রচেষ্টা।

ইবনে সা'দ একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যা এই বিষয়ের সাথে খাপ খায়। তিনি লিখেছেন: "কখনও কখনও নবী (সাঃ) এত বেশি রোজা রাখতেন যেন তিনি তা শেষ করতে চান না, এবং কখনও কখনও তিনি এত দীর্ঘ রোজা রাখতেন যে মনে হত তিনি মোটেও রোজা রাখতে চান না।"[২৮৫]

মুহাম্মদ সম্ভবত বিভিন্ন ধরণের ব্যাধিতে ভুগছিলেন। আমার উদ্দেশ্য ওষুধ লিখে দেওয়া নয়। কিছু ক্ষেত্রে আমি তাকে ভুল রোগ নির্ণয় করে থাকতে পারি। আমার লক্ষ্য হল মুহাম্মদের অদ্ভুত আচরণের একটি বিকল্প ব্যাখ্যা প্রদান করা। ওকামের রেজার অনুসারে, কোনও কিছু ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অনুমানের চেয়ে বেশি অনুমান করা উচিত নয়। মানসিক অসুস্থতা যদি মুহাম্মদের রহস্যময়তা ব্যাখ্যা করে, তাহলে অধিবিদ্যা, ধোঁকাবাজি এবং অপ্রমাণিত রহস্যময় দাবির আশ্রয় কেন? এখন, আমাদের কাছে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে যে মুহাম্মদ সম্ভবত মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন, যা তার

সমসাময়িক	ইতিমধ্যেই	জানত	এমনকি	যদিও	তারা	পারে
	তাকে রোগ নির্ণয় করো না।					

এটা খুবই বিদ্রূপাত্মক যে এক বিলিয়নেরও বেশি মানুষ একজন পাগলকে তাদের নবী হিসেবে ধরে রাখে এবং তাকে সকল উপায়ে অনুকরণ করার চেষ্টা করে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে মুসলিম বিশ্ব নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই, মুসলমানদের কর্মকাণ্ডকে কেবল পাগলামি হিসেবেই সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। কারণ তাদের আদর্শ এবং পথপ্রদর্শক হিসেবে একজন মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিকে রাখা হয়। যখন সুস্থ মানুষ একজন পাগলকে অনুসরণ করে তখন তারা পাগলামি করে। এটি প্রকৃতপক্ষে সর্বকালের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। এত বিশাল মাত্রার স্ব-প্রণোদিত পাগলামি সত্যিই জঘন্য।

হিরা গুহার রহস্য

এই বইটির প্রুফ রিডিং করার সময় একজন বন্ধু ডেলফির ওরাকেলস সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় পর্যবেক্ষণ করেছেন যা ব্যাখ্যা করতে পারে যে কেন মুহাম্মদ একটি গুহায় তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তা পেয়েছিলেন।

ডেলফির ওরাকল ছিল একটি প্রাচীন গ্রীক মন্দিরের স্থান। সমগ্র ইউরোপ থেকে মানুষ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের প্রশ্নের উত্তর পেতে পার্নাসাস পর্বতে পাইথিয়ার সাথে দেখা করতে আসত। পাইথিয়া, বিভিন্ন নারীর ভূমিকায়, সেই মাধ্যম ছিল যার মাধ্যমে দেবতা অ্যাপোলো কথা বলতেন।

অ্যাপোলো মন্দিরের একজন পুরোহিত প্লুটার্ক মাটির একটি গর্ত থেকে আসা বাষ্পের কারণে পাইথিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ক্ষমতার জন্য দায়ী করেছেন। মন্দিরের আশেপাশের এলাকার সাম্প্রতিক এক গবেষণা প্রত্নতাত্ত্বিকদের এই ধারণাটি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করছে যে নেশাকর ধোঁয়া পাইথিয়ার ঠোঁট আলগা করে দিত।[286]

২০০১ সালের আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত ন্যাশনাল জিওলজি-তে প্রকাশিত এই গবেষণায় দেখা গেছে যে দুটি চ্যুতি সরাসরি নীচে ছেদ করে

ডেলফিক মন্দির। গবেষণায় নিকটবর্তী একটি ঝর্ণা থেকে হ্যালুসিনোজেনিক গ্যাস বের হওয়ার এবং মন্দিরের পাথরের মধ্যে সংরক্ষিত থাকার প্রমাণও পাওয়া গেছে।

"প্লুটার্ক সঠিক পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কিছু গ্যাস ফ্র্যাকচারের মধ্য দিয়ে এসেছিল," কানেকটিকাটের মিডলটাউনের ওয়েসলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিদ এবং গবেষণার সহ-লেখক জেলে ডি বোয়ার বলেন। গ্যাসগুলির মধ্যে একটি ছিল ইথিলিন যা তিনি ডেলফি মন্দিরের কাছে ঝর্ণার জলে পেয়েছিলেন। ইথিলিনের একটি মিষ্টি গন্ধ রয়েছে এবং এটি একটি ভাসমান বা বিকৃত উচ্ছ্বাস হিসাবে বর্ণনা করা একটি মাদকদ্রব্য প্রভাব তৈরি করে।

ওয়াশিংটন, ডিসির জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসিক অধ্যাপক ডায়ান হ্যারিস-ক্লাইন বিশ্বাস করেন যে পাইথিয়ার ট্রান্স এবং আচরণ ব্যাখ্যা করার জন্য ইথিলিন একটি গুরুতর প্রতিযোগী। "সামাজিক প্রত্যাশার সাথে মিলিত হয়ে, একটি সীমাবদ্ধ স্থানে থাকা একজন মহিলাকে ওরাকল বলতে প্ররোচিত করা যেতে পারে," তিনি বলেন।[287]

ঐতিহ্য অনুসারে, পাইথিয়া মন্দিরের বেসমেন্টের একটি ছোট, ঘেরা কক্ষে তার ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। ডি বোয়ার বিশ্বাস করেন যে, ঐতিহ্য অনুসারে, পাইথিয়া যদি মাসে একবার সেই কক্ষে যেত, তাহলে সে মাদকদ্রব্য গ্যাসের ঘনত্বের সংস্পর্শে আসতে পারত যা তাকে ট্রান্স-এর মতো অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল।

সম্ভবত হিরা গুহায় উচ্ছ্বসিত গ্যাস ছিল, যার কারণে মুহাম্মদ তার বেশিরভাগ সময় সেখানে কাটাতে চেয়েছিলেন। যদিও শৈশব থেকেই তার বেশ কয়েকটি মৃগীরোগের অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তবুও আমাদের এই সম্ভাবনাটি উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয় যে হিরা গুহায় হ্যালুসিনোজেনিক বাষ্প আটকে থাকতে পারে যা তার দৃষ্টিশক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদি হালকা মাত্রায় ইথিলিন আনন্দের কারণ হয়, তাহলে এটি ব্যাখ্যা করতে পারে যে মুহাম্মদ কেন সেই গুহায় দিন কাটাতে এত আগ্রহী ছিলেন। এটি অবশ্যই অদ্ভুত আচরণ, বিশেষ করে একজন পরিবারের জন্য, কেবল একটি গুহায় থাকার জন্য কয়েক দিনের খাবারের ব্যবস্থা নিয়ে যাওয়া! যদি গুহাগুলির কোনও কিছু তাকে উচ্ছ্বসিত করে তোলে, তবে তার পশ্চাদপসরণ কিছুটা কম রহস্যময় বলে মনে হয়।

হেরা গুহাটি প্রায় ৩.৫ মিটার বাই ১.৫ মিটার লম্বা – একটি ছোট বাথরুমের আকার। যদি ঈশ্বর সর্বব্যাপী হন, তাহলে মুহাম্মদ কেন এই বিশেষ গুহায় এত আগ্রহী হবেন?

বিষাক্ত গ্যাস ছাড়াও, গুহা এবং অন্যান্য আবদ্ধ স্থানে উপস্থিত ছত্রাক এবং জীবাণুগুলিও মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করতে পারে। "ফারাওদের অভিশাপ" মূলত পিরামিডগুলিতে বেড়ে ওঠা একটি মারাত্মক ছত্রাকের কারণে ঘটেছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

গুহাগুলিতে বাষ্পের ঘনত্ব ওঠানামা করে। ভূমিকম্পের উপর নির্ভর করে পৃথিবীর মাদকদ্রব্যের রস প্রবাহিত থাকে। মুহাম্মদ যখন হিরা গুহায় একা দিন কাটাতেন তখন সেখানে দূষিত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়।

পঞ্চম অধ্যায়

শারীরিক অসুস্থতা

শারীরিকভাবে, মুহাম্মদ একজন অসুস্থ মানুষ ছিলেন। হাদিসে তার বর্ণনা থেকে আমরা কমপক্ষে দুটি রোগ সনাক্ত করতে পারি। একটি ছিল অ্যাক্রোমেগালি, যে রোগটি তাকে হত্যা করেছিল।

অ্যাক্রোমেগালি

অ্যাক্রোমেগালি একটি বিরল ব্যাধি যার বার্ষিক ঘটনা প্রতি মিলিয়ন জনসংখ্যায় ৩ জন। অ্যাক্রোমেগালির ক্লিনিকাল উপস্থাপনায় শারীরিক বৈশিষ্ট্য উভয়ই থাকে, যা বৈশিষ্ট্যগত এবং মানসিক লক্ষণ।

যৌবনে মুহাম্মদ খাদিজার কাছে অবশ্যই সুদর্শন ছিলেন, যিনি নিজেই একজন ক্রমবর্ধমান নারী ছিলেন। তবে, তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলিতে তিনি এমন অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন যা তাঁর সাহাবীরা অদ্ভুত বলে মনে করতেন। আনাস বর্ণনা করেছেন, "নবী (সাঃ)-এর হাত ও পা ছিল বিশাল, এবং আমি তাঁর মতো কাউকে দেখিনি, আগেও না পরেও না, এবং তাঁর হাতের তালু ছিল নরম।"[288]

হাত ও পা ছাড়াও, তার মুখের অনেক বৈশিষ্ট্যও অনুপাতের বাইরে চলে গিয়েছিল। ইমাম আত-তিরমিযী, মেধা গ্রন্থে (মানাকিব) মুহাম্মদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে এমন বেশ কয়েকটি হাদিস সংগ্রহ করেছেন।[289] তাদের পর্যালোচনা করলে তার স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং অসুস্থতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা পেতে পারে। তার অনুসারীরা বর্ণনা করার জন্য তাদের পথের বাইরে চলে গেছেন

তাকে অতিমাত্রায় – তার তেজ প্রশংসা করা, বলা যে তার সৌন্দর্য কীভাবে চাঁদের চেয়েও বেশি ছিল, অথবা কীভাবে সবাই তার চাঁদের মতো সৌন্দর্য এবং বিস্ময়কর উপস্থিতি দেখে বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ইত্যাদি। এগুলি ব্যক্তিগত বর্ণনা এবং খুব কম মূল্যের।

তাঁর অনুসারীদের কিছু বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা নিচে দেওয়া হল, যা তাবাকাত খণ্ড ১, পৃ. ৩৯১ থেকে নেওয়া হয়েছে। এগুলি livingislam.org–এও প্রকাশিত হয়েছেঃ

আলী বর্ণনা করেন: "নবী (সাঃ) লম্বাও ছিলেন না, খাটোও ছিলেন না। তাঁর হাত–পায়ের আঙুলগুলো মোটা ছিল। তাঁর মাথা এবং জয়েন্টগুলো ছিল বিশাল। বুক থেকে নাভি পর্যন্ত পাতলা চুলের লম্বা রেখা ছিল তাঁর। হাঁটার সময় তিনি আক্ষরিক অর্থেই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তেন, যেন ঢালু পথ দিয়ে নামতেন। তাঁর আগে বা পরে আমি তাঁর মতো কাউকে দেখিনি। তাঁর মাথা এবং দাড়ি ছিল বিশাল।"

অন্য একটি হাদিসে একই বর্ণনাকারী বলেন: "তিনি মাঝারি উচ্চতার ছিলেন। তাঁর চুল কিছুটা ঢেউ খেলানো ছিল। তাঁর মুখমণ্ডল ছিল গোলাকার। তিনি ছিলেন ফর্সা, তাঁর গায়ের রঙ লালচে। তাঁর চোখ ছিল খুবই কালো এবং চোখের পাপড়ি ছিল অনেক লম্বা। তাঁর পিঠ এবং কাঁধের সন্ধিস্থল ছিল প্রশস্ত। তাঁর আঙ্গুল এবং পায়ের আঙ্গুলগুলি ছিল মোটা। হাঁটার সময় তিনি তাঁর পা দুটো জোরে উঁচু করতেন, যেন ঢাল বেয়ে উপরে উঠছিলেন। যখন তিনি কোনও ব্যক্তির দিকে মুখ ফিরাতেন তখন তিনি তাঁর সমস্ত শরীর ঘুরিয়ে দিতেন। তাঁর ঘাড় রূপায় ঢালু মূর্তির মতো (মসৃণ এবং চকচকে) মনে হত। তাঁর শরীর ছিল মোটা এবং পেশীবহুল, পেট এবং বুক সমান (বারবেলের মতো)। তিনি প্রশস্ত কাঁধযুক্ত, বড় জোড়াযুক্ত ছিলেন। যখন তিনি তাঁর অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ খুলে ফেলতেন তখন হালকা (তৈলাক্ত ত্বক) নির্গত হত। তাঁর বাহু, কাঁধ এবং উপরের ধড়ের উপর লোম ছিল। তাঁর বাহু লম্বা, হাতের তালু প্রশস্ত, আঙ্গুল এবং পায়ের আঙ্গুলগুলি পুরু এবং প্রসারিত ছিল। তাঁর পা এত মসৃণ ছিল যে জল তাদের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ত।"

হিন্দ ইবনে আবি হালা আরও বর্ণনা করেছেন: "নবী (সাঃ) এর মাথা ছিল বিশাল। তাঁর চুল ছিল ঢেউ খেলানো। তাঁর গায়ের রঙ ছিল গোলাপি, কপাল ছিল প্রশস্ত, ভ্রু ছিল ঘন, যা মাঝখানে মিলিত হত না। তাদের মাঝখানে ছিল একটি শিরা যা তিনি রাগ করলে ঘন হয়ে যেত। তাঁর নাকের উপর ছিল একটি আলোর ছোঁয়া, যা তাকে এত উঁচু করে তুলেছিল যে প্রথম দর্শনে তা তার চেয়ে উঁচু মনে হত। তাঁর ঘন, ঘন দাড়ি, প্রসারিত, গাল উঁচু নয়, শক্তিশালী মুখ ছিল, সামনের দাঁতের মধ্যে ফাঁক ছিল। তাঁর ঘাড় ছিল মসৃণ এবং চকচকে, যেমন একটি লোহার মতো।

রূপায় তৈরি মূর্তি। তার দেহ সুষম, স্থূলকায় এবং পেশীবহুল, পেট ও বুক সমান। তার কাঁধ প্রশস্ত, জোড়া ছিল বৃহৎ। তার বাহু লম্বা, হাতের তালু প্রশস্ত, আঙুল এবং পায়ের আঙুলগুলি পুরু এবং প্রসারিত। তার পায়ের তলার মাঝখান মাটি থেকে সামান্য উপরে উঠেছিল। তার পা এত মসৃণ ছিল যে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

যখন তিনি হাঁটতেন, তখন তিনি জোরে পা তুলেছিলেন, সামান্য সামনের দিকে ঝুঁকেছিলেন এবং মাটিতে আস্তে আস্তে পা রাখতেন। যখন তিনি ঘুরে দাঁড়াতেন (দেখতে) তখন তিনি তার পুরো শরীর ঘুরিয়ে নিতেন। তার দৃষ্টি নিচু হয়ে যেত এবং তিনি আকাশের দিকে তাকানোর চেয়ে মাটির দিকে বেশি তাকাতেন। তিনি তাকানোর চেয়ে জিনিসপত্রের দিকে তাকাতেন।"

মুহাম্মদের আরেক সাহাবী জাবির ইবনে সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে বলা হয়েছে: নবীর মুখ ছিল প্রশস্ত এবং চোখ ছিল প্রশস্ত।

মুহাম্মদের চাচাতো ভাই ইবনে আব্বাস দাবি করেছেন: "নবীর সামনের দুটি দাঁতের মাঝখানে ফাঁক ছিল।"

আলী আবার বললেন: “তার হাত ও পা ভারী এবং পুরু ছিল [কিন্তু অবশ ছিল না]। তার মাথা ছিল বিশাল, হাড় ছিল বিশাল। হাঁটার সময় সে সামনের দিকে ঝুঁকে থাকত যেন ঢাল বেয়ে উপরে উঠছে। তার গায়ের চামড়া ছিল সাদা, গায়ে লালচে আভা। তার জয়েন্টগুলো ছিল বড়, তার উপরের পিঠও বড়।

বুখারী আরও লিখেছেন যে মুহাম্মদের পা ফুলে গিয়েছিল।[২৯০]

মুহাম্মদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হাদিস থেকে আমরা কী শিখতে পারি তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হল।

- ভারী ও পুরু মাংসল হাত ও পা
- চওড়া এবং খেজুর গাছের মতো ময়দাযুক্ত
- বড় মাথা
- বড় হাড় এবং জয়েন্টগুলি
- প্রশস্ত বুক, বড় উপরের পিঠ এবং কাঁধের জয়েন্টগুলি
- লম্বা বাহু
- লম্বা, পুরু আঙুল এবং পায়ের আঙ্গুল

- লম্বা, অ্যাকুইলিন মাংসল নাক যা দেখতে উল্টে গেছে
- প্রশস্ত মুখ এবং ঘন ঠোঁট
- বড় চোখ
- ফাঁকা দাঁত
- লম্বা রূপালী ঘাড়
- তার ত্বকে উজ্জ্বলতা (তৈলাক্ত দেখাচ্ছিল)
- ঘন দাড়ি এবং চুল, ঘন প্রসারিত ভ্রু
- ঝুঁকে হেলে হেঁটে এমনভাবে হাঁটছিল যেন ঢাল বেয়ে উঠছে (sti9ness)
- দ্রুত হাঁটলেন (অস্থিরতা)
- ঘাড় নাড়াতে অসুবিধা এবং পুরো ধড় ঘুরিয়ে দেওয়া (ক্যাট্যাটোনিক আচরণ)
- সাদা ত্বকের সাথে লালচে আভা ছিল
- ঘাম
- অতিরিক্ত সুগন্ধি দিয়ে ঢেকে রাখা অদ্ভুত গন্ধ
- উটের মতো নাক ডাকল
- মাথাব্যথা থেকে মুক্তি (এটি উপশমের জন্য কাপিং করা হয়)
- পরবর্তী বছরগুলিতে তিনি পুরুষত্বহীন ছিলেন
- ঠোঁট অনিচ্ছাকৃতভাবে নড়ে উঠল
- লাজুক এবং ভদ্র ছিল

এগুলো সবই অ্যাক্রোমেগালির লক্ষণ। অ্যাক্রোমেগালি হল একটি বিরল এন্ডোক্রাইন সিনড্রোম যা পিটুইটারি গ্রন্থির অত্যধিক নিঃসরণের ফলে মেসেনকাইমাল হাইপারপ্লাসিয়া (যৌগিক টিস্যুতে বিকশিত হতে সক্ষম কোষের অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধি) দ্বারা চিহ্নিত। এর প্রকাশ সাধারণত অত্যন্ত ছদ্মবেশী, কারণ এটি অকাল বিকাশের সাথে সাথে সহজাত পরিবর্তনের (একই সময়ে ঘটে যাওয়া পরিবর্তন) সাথে বিকাশ লাভ করে, যা ত্বককে চকচকে এবং স্পর্শে নরম করে তোলে। শিশুদের মধ্যে অতিরিক্ত সক্রিয় পিটুইটারি গ্রন্থি কখনও কখনও বিশালাকারে পরিণত হয়। অ্যাক্রোমেগালি রোগ নির্ণয়ের সময় সবচেয়ে সাধারণ বয়স হল 40–45 বছর। যদি চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে এটি গুরুতর অসুস্থতা এবং মৃত্যুর কারণ হতে পারে যা প্রায়শই 60 বছর বয়সের কাছাকাছি ঘটে।

এই অ্যাফিকেসনের প্রধান ক্লিনিক্যাল দিক হল কার্টিলাজিনাস টিস্যু এবং অ্যাক্রাল হাড়ের লম্বা বা ইনফিউসেসেন্স ('অ্যাক্রো' অর্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যখন 'মেগালি' অর্থ বিশাল বা বিশাল)। নরম টিস্যু ফুলে যেতে শুরু করলে আঙুল, হাত এবং পায়ের আকার বৃদ্ধি পায়। একটি খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা হল অ্যাক্রোমেগালয়েড ফেসিয়াল অ্যাপিয়ারেন্স সিনড্রোম, যার মধ্যে রয়েছে একটি বিশিষ্ট কপাল, ম্যান্ডিবুলার প্রোট্রুশন, বর্ধিত নাক, বড় কান, জিহ্বার বর্ধন এবং ঠোঁটের অস্বাভাবিক বৃহৎতা। হাড় এবং তরুণাস্থির অত্যধিক বৃদ্ধি প্রায়শই আর্থ্রাইটিসের দিকে পরিচালিত করে। যখন টিস্যু ঘন হয়, তখন এটি স্নায়ু আটকে যেতে পারে, যার ফলে কার্পাল টানেল সিনড্রোম হতে পারে, যা হাতের অসাড়তা এবং দুর্বলতা দ্বারা চিহ্নিত। চোয়ালের বর্ধন দাঁতের মধ্যে ব্যবধান বাড়ায়।[291]

অন্যান্য লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে সাইনাস এবং ভোকাল কর্ড বর্ধিত হওয়ার কারণে কণ্ঠস্বরের গভীরতা, উপরের শ্বাসনালীতে বাধার কারণে নাক ডাকা, অতিরিক্ত ঘাম এবং ত্বকের দুর্গন্ধ, ক্লান্তি এবং দুর্বলতা, মাথাব্যথা, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস এবং পুরুষত্বহীনতা। লিভার, প্লীহা, কিডনি এবং হৃদপিণ্ড সহ শরীরের অঙ্গগুলির বৃদ্ধি হতে পারে।[২৯২]

মুহাম্মদের বর্ণনায় আমরা পড়ি যে, তাঁর গায়ের রঙ ছিল গোলাপি। তবে, আরও বেশ কিছু হাদিসে বলা হয়েছে যে, যখন তিনি তাঁর বগল দেখাতে হাত তুললেন, অথবা ঘোড়ায় চড়ে উরু উন্মুক্ত করে দিলেন, তখন তাঁর সঙ্গীরা তাঁর ত্বকের সাদা ভাব লক্ষ্য করলেন। অ্যাক্রোমেগালির প্রায় ৪০% ক্ষেত্রে হাইপারপিগমেন্টেশন দেখা যায় এবং প্রায় সবসময় ছবির উন্মুক্ত জায়গায় (সূর্যের আলোর সংস্পর্শে) দেখা যায়। সম্ভবত মেলানোট্রফিক হরমোনের বৃদ্ধির কারণেই এটি হয়। এ কারণেই তাঁর মুখ লালচে ছিল, যখন তাঁর শরীরের যেসব অংশ আলোর সংস্পর্শে আসেনি, সেগুলো সাদা ছিল।

অ্যাক্রোমেগালির আরেকটি লক্ষণ হল পায়ের পৃষ্ঠ থেকে সোল পর্যন্ত স্থানান্তরের উচ্চতা।[293] উপরে উদ্ধৃত একটি হাদিসেও এটি বর্ণিত হয়েছে।

মুহাম্মদ অতিরিক্ত ঘামতেন এবং তার একটা অপ্রীতিকর গন্ধ ছিল যা তিনি প্রচুর পরিমাণে সুগন্ধি দিয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। হাইকাল একজন মুসলিমের একটি হাদিস উদ্ধৃত করেছেন যেখানে বলা হয়েছে যে মুহাম্মদ যে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন তা এত তীব্র ছিল যে এর গন্ধ রাস্তার লোকজনকে বুঝতে সাহায্য করত যে তিনি সেখানে ছিলেন।

জাবির (রাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যে পথে হেঁটেছেন, সে অবশ্যই তার সুগন্ধ পাবে এবং নিশ্চিত হবে যে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ইতিমধ্যেই সেই পথ অতিক্রম করেছেন।"[294]

মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে দেখা করার আগে সুগন্ধি ব্যবহার করতেও দক্ষ ছিলেন। বেশ কয়েকটি হাদিসে আয়েশা (রাঃ) বলেন: "আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে সুগন্ধি প্রয়োগ করলাম এবং তিনি তাঁর স্ত্রীদের চারপাশে ঘুরলেন।"[২৯৫] সে সুগন্ধি ব্যবহারে এতটাই বাড়াবাড়ি করত যে, আয়েশা (রাঃ) মন্তব্য করেছিলেন, "আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে সর্বোত্তম সুগন্ধি দিয়ে সুগন্ধি করতাম, এমনকি তাঁর মাথা ও দাড়িতে সুগন্ধির উজ্জ্বলতা দেখতে পেতাম।"[296]

মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের দুনিয়া থেকে নারী এবং সুগন্ধি আমার কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে।"[২৯৭] তাঁর একজন সাহাবী, আল-হাসান আল-বাসরী, আরও লিখেছেন: "আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "এই দুনিয়ার জীবনে আমি কেবল দুটি জিনিসকেই বেশি পছন্দ করি, তা হলো নারী এবং সুগন্ধি।"[২৯৮]

আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীসের আরেকটি সংস্করণে বলা হয়েছে, "আল্লাহর নবী দুনিয়ার তিনটি জিনিস পছন্দ করতেন: সুগন্ধি, নারী এবং খাবার; তাঁর কাছে [প্রথম] দুটি ছিল, কিন্তু খাবারের অভাব ছিল।"[২৯৯] এমন নয় যে মুহাম্মদ খাবার খেতে পারতেন না। তাঁর কাছে হাজার হাজার মানুষের সম্পদ ছিল যাদের তিনি পরাজিত করেছিলেন। আসল কথা হলো, অতিরিক্ত ক্ষুধা অ্যাক্রোমেগলির আরেকটি লক্ষণ।[৩০০]

সুগন্ধির প্রতি এই অতিরিক্ত ব্যস্ততা ইঙ্গিত দেয় যে মুহাম্মদ তার দুর্গন্ধ সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন এবং এটি লুকানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। অ্যাক্রোমেগলির আরেকটি লক্ষণ হল মাথাব্যথা, যা

মুহাম্মদ কাপিং দিয়ে উপশম করার চেষ্টা করেছিলেন।[301] বুখারী বর্ণনা করেন, “নবী (সাঃ) লাহল জামাল নামক এক জলাশয়ে ইহরাম অবস্থায় (হজ্জের পোশাক) থাকাকালীন একটি অসুস্থতার জন্য তাঁর মাথায় শিঙ্গা লাগানো হয়েছিল। ইবনে আব্বাস আরও বলেনঃ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ইহরাম অবস্থায় একতরফা মাথাব্যথার জন্য তাঁর মাথায় শিঙ্গা লাগানো হয়েছিল।”[302]

অ্যাক্রোমেগালির কারণে উচ্চ রক্তচাপ হয় এবং হাত–পায় রক্ত সঞ্চালন খারাপ হয়। এর ফলে হাত–পা ঠান্ডা হয়।

আবু জুহাইফা বলেন, "আমি তার হাত ধরে আমার মাথায় রাখলাম এবং দেখলাম যে এটি বরফের চেয়েও ঠান্ডা এবং কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও সুগন্ধযুক্ত।"[303]

হাইকাল নিম্নলিখিত হাদিসটিও উদ্ধৃত করেছেনঃ

জাবির বিন সামুরাহ – যিনি তখন ছোট শিশু ছিলেন – বললেন: "যখন তিনি আমার গাল মুছলেন, তখন আমার মনে হল এটি ঠান্ডা এবং সুগন্ধযুক্ত যেন এটি কোনও সুগন্ধি কারখানার দোকান থেকে আনা হয়েছে।"[304]

অ্যাক্রোমেগালিতে আক্রান্ত কিছু মানুষের মেরুদণ্ডের একপাশ থেকে অন্যপাশে এবং সামনে থেকে পিছনে অস্বাভাবিক বক্রতা থাকতে পারে (কাইফোস্কোলিওসিস)। এই কারণেই মুহাম্মদ হাঁটার সময় সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতেন। এছাড়াও, মস্তিষ্কের গভীরে অবস্থিত পিটুইটারি গ্রন্থির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি মাথাব্যথা, ক্লান্তি, দৃষ্টি অস্বাভাবিকতা এবং/অথবা হরমোন ভারসাম্যহীনতার কারণ হতে পারে।

মুহাম্মদ ছিলেন স্থূলকায়, পেট এবং বুক সমান। মেরুদণ্ড এবং কোস্টাল অঙ্গসংস্থানবিদ্যার পরিবর্তনের কারণে অ্যাক্রোমেগালি রোগীদের বুকে ব্যারেল তৈরি হয়। মেরুদণ্ডের দেহগুলি বড় এবং দীর্ঘায়িত হয়, অন্যদিকে আন্তঃমেরুদণ্ডের ডিস্কগুলি সার্ভিকাল এবং কটিদেশীয় স্তরে ঘন হয় এবং বক্ষ অঞ্চলে পাতলা হয়ে যায়, যার ফলে কাইফোসিস হয়, মেরুদণ্ডের একটি অস্বাভাবিক, উত্তল বক্রতা, যার ফলে উপরের পিঠে স্ফীতি দেখা দেয়। এই কারণেই তার পিঠ এবং কাঁধের জয়েন্টগুলি বড় ছিল।

কস্টোকন্ড্রাল জংশনগুলি এমনকি স্পষ্ট এবং বর্ধিত হতে পারে, যার ফলে একটি সাধারণ রোজারি দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়। এই শারীরবৃত্তীয় পুনর্বিন্যাসগুলি বুকের স্থিতিস্থাপকতা পরিবর্তন করে এবং শ্বাসযন্ত্রের পেশী সক্রিয়করণকে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত করে, যা অ্যাক্রোমেগালির সাথে যুক্ত পেশী দুর্বলতা / অপচয় দ্বারা আরও বৃদ্ধি পায়। শ্বাস নিতে অসুবিধা রক্তের অপর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ বা হাইপোক্সেমিয়া সৃষ্টি করে। রোগীকে দীর্ঘ শ্বাস নিতে হয়।

ইবনে সা'দ আনাস থেকে একটি হাদিস উদ্ধৃত করেছেন, যিনি বলেছেন: "আল্লাহর রাসূল যখন কিছু পান করতে চাইতেন তখন তিনবার শ্বাস নিতেন এবং বলতেন, এটি আরও ভালো, সহজ এবং সুস্বাদু।" আনাস বলেন যে যেহেতু আমি এটি শিখেছি, তাই আমিও পান করার সময় তিনবার শ্বাস নিই।" আনাস পান করার আগে গভীর শ্বাস নেওয়াকে সুন্নাত বলে মনে করতেন এবং এতেও তাঁর নবীর অনুকরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। বাস্তবে মুহাম্মদ তাঁর শ্বাসকষ্টের কারণে তিনবার শ্বাস নিয়েছিলেন, যা অ্যাক্রোমেগলির লক্ষণ। এটি আমাদের বলে যে মুসলমানরা তাদের নবীর অনুকরণ করতে কতটা নির্বোধভাবে যেতে পারে।

আরও কিছু হাদিস আছে যা থেকে জানা যায় যে মুহাম্মদ শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। ফলস্বরূপ তিনি ধীরে ধীরে কথা বলতেন এবং তার কথার মাঝখানে শ্বাস নিতেন। ইবনে সা'দ আয়েশা (রাঃ) কে উদ্ধৃত করে বলেন, "আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তোমাদের মতো এত জোরে এবং একটানা কথা বলতেন না। তাঁর কথা মাঝে মাঝে এবং ধীর ছিল যাতে যে কেউ শুনে তা বুঝতে পারে।"[305] এবং, "নবীর বক্তৃতা গান গাওয়ার মতো ছিল না, কিন্তু তিনি শব্দগুলিকে দীর্ঘায়িত করেছিলেন এবং জোরে উচ্চারণ করেছিলেন।"[306]

অ্যাক্রোমেগালি বিপাকীয় হার বৃদ্ধি করতে পারে, যার ফলে অতিরিক্ত ঘাম (হাইপারহাইড্রোসিস), তাপের প্রতি অস্বাভাবিক অসহিষ্ণুতা এবং/অথবা ত্বকের সেবেসিয়াস গ্রন্থি দ্বারা তেল (সেবাম) উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, যার ফলে অস্বাভাবিক তৈলাক্ত ত্বক তৈরি হয়। হাদিস অনুসারে, মুহাম্মদ ঘন ঘন গোসল করতেন, কিছুটা অতিরিক্ত তেল এবং তার দুর্গন্ধ দূর করার জন্য এবং কিছুটা তার ওসিডির কারণে।

মৃত্যুর পাঁচ দিন আগে, তার তাপমাত্রা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে তিনি যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। "আমার উপর সাত কুইরাব (পানির পাত্র) বিভিন্ন ধরণের জলের কূপ ঢেলে দিন যাতে আমি লোকেদের সাথে দেখা করতে এবং তাদের সাথে কথা বলতে পারি," তিনি তার এক স্ত্রীকে বললেন।

এটা অসম্ভব নয় যে মুহাম্মদ তার ছবি আঁকতে নিষেধ করেছিলেন কারণ তিনি তার মুখমণ্ডল এবং শারীরিক বিকৃতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি পছন্দ করতেন যে লোকেরা তার চেহারার চেয়ে তার বার্তার প্রতি বেশি মনোযোগ দিক। যাচাই-বাছাই করলে, তার বার্তা তার চেহারার চেয়েও কুৎসিত প্রমাণিত হয়।

অ্যাক্রোমেগালি রোগীদের মধ্যে বিভিন্ন মানসিক লক্ষণ দেখা গেছে যা ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। অ্যাক্রোমেগালি রোগীদের মধ্যে শ্রবণ ও দৃষ্টি হ্যালুসিনেশন এবং বিভ্রান্তির উপস্থিতির কয়েকটি কেস রিপোর্ট রয়েছে। অ্যাক্রোমেগালিতে মানসিক লক্ষণগুলি বর্ণনা করতে গিয়ে ডেনজিল পিন্টো, এটি সফিখ এবং মোহিত ত্রিবেদী লিখেছেন:

> ব্লিউলারই প্রথম অ্যাক্রোমেগালি রোগীদের মানসিক লক্ষণগুলি অধ্যয়ন করেন। তিনি ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনগুলি বর্ণনা করেছিলেন যা স্বল্প সময়ের জন্য আবেগপ্রবণ আচরণ এবং মাঝে মাঝে প্রফুল্লতা এবং আত্মতৃপ্তির দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। তিনি ব্র্যাডিফ্রেনিয়া (মানসিক প্রক্রিয়ার ধীরগতি), অহংকার এবং উদ্বেগের অভাবের সাথে উদ্বেগের সাথে সংক্ষিপ্ত মেজাজের পরিবর্তনও লক্ষ্য করেছিলেন। অ্যাভেরি এবং মার্গো হতাশাজনক লক্ষণগুলির উপস্থিতি রিপোর্ট করেছিলেন। শিবকুমার এবং উইলিয়ামস হতাশা এবং প্যাথলজিকাল জুয়ার সাথে অ্যাক্রোমেগালির একটি কেস রিপোর্ট করেছিলেন। পাই এবং অ্যাবট 1983 সালে অ্যাক্রোমেগালিতে আক্রান্ত রোগীর মধ্যে মানসিক লক্ষণগুলির উপস্থিতি বর্ণনা করেছিলেন। তাদের রোগীর রেফারেন্স, তাড়না এবং চাক্ষুষ এবং দ্বিতীয়-ব্যক্তি শ্রবণ হ্যালুসিনেশনের বিভ্রান্তি ছিল। স্পেন্স অ্যাক্রোমেগালিতে আক্রান্ত রোগীর মধ্যে হতাশার সাথে তাড়না, চাক্ষুষ এবং শ্রবণ হ্যালুসিনেশনের বিভ্রান্তির উপস্থিতি রিপোর্ট করেছিলেন।[307]

মুহাম্মদ (সাঃ) যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুবরণ করেন। আয়িশা (রাঃ) বলেন, "আমি আল্লাহর রাসূলের চেয়ে বেশি যন্ত্রণাদায়ক আর কাউকে দেখিনি।"[308] শেষ পর্যন্ত তিনি হাঁটতে পারছিলেন না এবং তাঁর অনুসারীরা তাঁকে বহন করে ঘুরতে বাধ্য হন। আয়েশা বলেন, “যখন নবী (সাঃ) গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর রোগ আরও বেড়ে যায়, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে আমার বাড়িতে সেবা-যত্নের অনুমতি চান এবং তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি দুজন পুরুষের সাহায্যে বেরিয়ে আসেন এবং তাঁর পা মাটিতে ঝুলছিল।”[309]

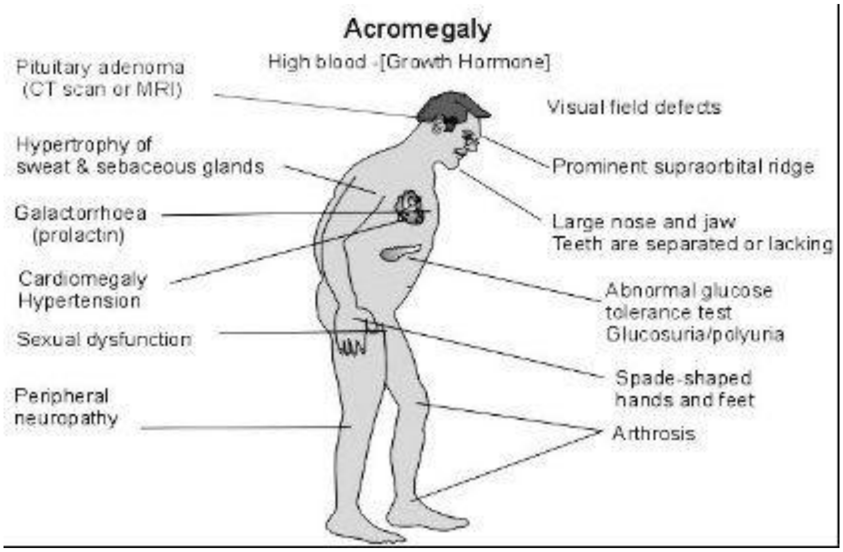

উৎসঃhttp://healthkut.com/blog/2010/02/acromegaly–symptoms/

একটি ছবি হাজার শব্দের সমান। বামদিকে একটি সাধারণ পায়ের ছাপ। ডানদিকে মুহাম্মদের ভারী এবং ঘন মাংসল পায়ের ছাপ। কেবল হাদিসই নয়, এটি দেখায় যে

তিনি অ্যাক্রোমেগালিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন, আমাদের কাছে ব্রোঞ্জে তৈরি শক্ত প্রমাণও রয়েছে।

দাঁতের ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে ক্লাসিক দাঁত ফাঁক হয়ে যাচ্ছে কারণ

নিচের চোয়ালে অ্যাক্রোমেগালি।

মরিস টিলেট (১৯০৩–১৯৫৫), একজন অ্যাক্রোমেগালি আক্রান্ত কুস্তিগীর, একজন পেশাদার কুস্তিগীর ছিলেন। ফ্রান্সে জন্মগ্রহণকারী, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন এবং ১৪টি ভাষায় কথা বলতে পারতেন।

একজন পুরুষের অ্যাক্রোমেগালি দেখা যাচ্ছে, যার চোয়াল, নাক এবং সামনের হাড়ের আকার বৃদ্ধি এবং মুখের রুক্ষ বৈশিষ্ট্যের বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।

পুরুষত্বহীনতা

এটা একটা প্রচলিত বিশ্বাস যে মুহাম্মদের যৌন শক্তি ছিল বেশ কয়েকজন পুরুষের সমান। এই বিশ্বাস বিভিন্ন হাদিসের উপর ভিত্তি করে তৈরি। মুহাম্মদের দাসী সালমার নামে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যিনি বলেছিলেন: "এক রাতে নবী (সাঃ) এর নয়জন স্ত্রী, যারা তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর সাথে ছিলেন (মুহাম্মদের আরও স্ত্রী ছিলেন যাদের তিনি তালাক দিয়েছিলেন) তাঁর উপস্থিতিতে উপস্থিত ছিলেন। নবী (সাঃ) তাদের সকলের সাথেই ঘুমাতেন। প্রত্যেকের সাথেই যখন তিনি অজু করতেন, তখন তিনি আমাকে অজু করার জন্য পানি আনতে বলতেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, একটি অজু কি যথেষ্ট নয়? তিনি উত্তর দিলেন এটাই উত্তম এবং পরিষ্কার।"[310]

তবে, আমার গবেষণা আমাকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে মুহাম্মদের পুরুষত্বের দাবিটি মিথ্যা, এবং বাস্তবে তাঁর জীবনের শেষ বা দুই দশকে তিনি আসলে পুরুষত্বহীন ছিলেন। মুহাম্মদের এক অতৃপ্ত কামশক্তি ছিল, যা তিনি সম্পূর্ণ সহবাসে লিপ্ত না হয়েও তাঁর স্ত্রীদের স্নেহ করে তৃপ্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।

নেদারল্যান্ডসের উট্রেখট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় দেখা গেছে যে মস্তিষ্কে উৎপাদিত তথাকথিত অনুভূতি–ভালো রাসায়নিক, এন্ডোজেনাস ওপিওয়েড, যৌন ক্ষুধা বৃদ্ধি করতে পারে এবং যৌন কর্মক্ষমতা হ্রাস করতে পারে।[311] অন্য একটি গবেষণায়, গবেষকরা মধ্যস্থতাহীন বাইপোলার রোগীদের মধ্যে ম্যানিয়া পর্যায়ে উচ্চতর ওপিওয়েড কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছেন।[312] একজন নার্সিসিস্ট হিসেবে, মুহাম্মদের মেজাজের তীব্র পরিবর্তন আসত। কখনও কখনও তিনি উচ্ছ্বসিত এবং প্রাণবন্ত থাকতেন, আবার কখনও কখনও তিনি হতাশা থেকে আত্মহত্যার কথা ভাবতেন। এই গবেষণাগুলি ব্যাখ্যা করে যে কেন তার এত উচ্চ কামশক্তি ছিল, অসংখ্য তরুণ এবং উর্বর যৌন সঙ্গী থাকা সত্ত্বেও, তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে তিনি যৌন কার্য সম্পাদন করতে অক্ষম ছিলেন।

তবুও, আমার তত্ত্বে একটা ফাঁক ছিল। প্রমাণ অনুসারে, মুহাম্মদ যদি তার শেষ বয়সে পুরুষত্বহীন ছিলেন, তাহলে ষাট বছর বয়সে তিনি কীভাবে ইব্রাহিমের বাবা হতে পারেন? ইব্রাহিমের জন্ম হয়েছিল মারিয়ার ঘরে, কোঁকড়া চুলের এক সুন্দরী শ্বেতাঙ্গা কপটিক দাসী, যাকে মুহাম্মদের আরব স্ত্রীরা ঈর্ষা ও অপছন্দ করত। আমার সন্দেহ ছিল যে তার সন্তানের জন্ম হয়তো অন্য কারো দ্বারা হয়েছে, কিন্তু এর সমর্থনে আমার কাছে কোনও প্রমাণ ছিল না। তারপর আমি এটি খুঁজে পেয়েছি।

ইবনে সা'দের একটি গল্প আমি শুনেছি যেখানে তিনি বলেছিলেন যে মদিনায় একজন কপ্টিক লোক ছিল যে মারিয়াহের সাথে দেখা করতে আসত। এই ব্যক্তি ছিল মাবুর, যে ব্যক্তি মারিয়াহ এবং তার বোন সিরিনকে মিশর থেকে মদিনায় নিয়ে এসেছিল। গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে সে মারিয়াহর প্রেমিক। মারিয়াহকে মদিনার উত্তরে একটি বাগানে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। স্পষ্টতই এটি ঘটেছিল মুহাম্মদের "মধু" পান করার ঘটনার পরে যখন তার স্ত্রীরা তার বিরুদ্ধে চলে যায়। গুজবটি মুহাম্মদের কাছে পৌঁছে যায়। তিনি মাবুরকে হত্যা করার জন্য আলীকে প্রেরণ করেন। আলীকে তরবারি হাতে তার দিকে আসতে দেখে মাবুর তৎক্ষণাৎ তার পোশাক তুলে নেন এবং আলী দেখতে পান যে তার কোনও যৌনাঙ্গ (আওরাত) নেই এবং তার জীবন রক্ষা করে।[313]

গুজবটির অবসান ঘটানোর জন্য এটি ছিল একটি সুবিধাজনক অভিযোগ। আয়েশার বিরুদ্ধে সাফওয়ান নামে এক যুবকের সাথে প্রেমের সম্পর্ক থাকার অভিযোগও আনা হয়েছিল, যা কিছু হট্টগোলের সৃষ্টি করেছিল। তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন এবং পরে দাবি করেছিলেন যে সাফওয়ান একজন নপুংসক ছিলেন।

তাবারি লিখেছেন:

> আল্লাহর রাসূলের একজন খোজা ছিলেন মাবুর নামে, যাকে আল–মুকাকিস তাঁর কাছে দুটি দাসী উপহার দিয়েছিলেন। তাদের একজনের নাম ছিল মারিয়া, যাকে তিনি উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং অন্যজনের নাম ছিল সিরিন, যা তিনি হাসান বিন সাবিতকে দিয়েছিলেন সাফওয়ান বিন আল–মুআত্তাল তাঁর বিরুদ্ধে অপরাধ করার পর। সিরিন আব্দুর রহমান বিন হাসান নামে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। আল–মুকাকিস এই খোজাকে দুই দাসীকে তাদের সাথে পাঠিয়েছিলেন যাতে তারা [মদিনায়] যাওয়ার পথে তাদের পাহারা দিতে পারে। তারা পৌঁছানোর পর তিনি তাদেরকে আল্লাহর রাসূলের কাছে উপস্থাপন করেন। বলা হয় যে তিনিই সেই ব্যক্তি যার সাথে মারিয়াকে [অন্যায়ের] অভিযোগ করা হয়েছিল এবং আল্লাহর রাসূল আলীকে তাকে হত্যা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। যখন তিনি আলীকে এবং তার সাথে তার কী করার ইচ্ছা ছিল তা দেখলেন, তখন তিনি নিজেকে ঢেকে ফেললেন যতক্ষণ না আলীর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে তিনি সম্পূর্ণরূপে খোজা হয়ে গেছেন, তিনি তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখেননি।

মানুষের [সাধারণত] যা থাকে তার কিছু অবশিষ্ট থাকলে [আলী] তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকেন।”[314]

মাবুর যে নিজের নির্দোষতা প্রমাণের জন্য তার আওরাত প্রকাশ করেছেন, তার গল্পটি স্পষ্টতই একটি বানোয়াট। অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে মাবুর অত্যন্ত পুরনো ছিলেন। এটি পাঠককে বিভ্রান্ত করারও একটি প্রচেষ্টা। মাবুর ছিলেন মুহাম্মদের কাছে আল-মুকাকিসের উপহার। দীর্ঘ যাত্রায় তিনি মারিয়া এবং তার বোন সিরিনকে রক্ষা করার জন্য তাদের সাথে ছিলেন। মাকাকিসের পক্ষে অত্যন্ত বৃদ্ধ একজনকে উপহার হিসেবে বা এই মেয়েদের রক্ষক হিসেবে পাঠানোর কোনও অর্থ হয় না। এটি করে তিনি উদীয়মান স্বৈরশাসককে অপমান করতেন, যাকে তিনি স্পষ্টতই সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন।

এই অস্থিরতা এবং এই ধরণের গুজবের সাথে জড়িত লজ্জাকে আরও ঢাকতে – বিশেষ করে পুরুষতান্ত্রিক পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যেখানে সম্মান রক্ষার্থে হত্যা এখনও প্রচলিত – মুহাম্মদ দাবি করেছেন যে ইব্রাহিমের জন্মের সময়, ফেরেশতা জিব্রাইল তাকে "আসসালামু আলাইকুম ইয়া আবা ইব্রাহিম" (হে ইব্রাহিমের পিতা তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলে সালাম জানিয়ে তাকে নিশ্চিত করেছিলেন যে তিনিই পিতা। এই ধরণের নিশ্চিতকরণের প্রয়োজন কেন? মুহাম্মদ কি তার পিতৃত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন? তিনি কি এই গল্পটি গুজব বন্ধ করার জন্য তৈরি করেছিলেন? এটি একটি সুবিধাজনক মিথ্যা হত। ইব্রাহিমকে তার পুত্র দাবি করে, কেউ তার পুরুষত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে না।

যদিও মারিয়াই একমাত্র মহিলা যিনি মুহাম্মদের বৃদ্ধ বয়সে পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন, এবং যদিও তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন বলে জানা গেছে, তবুও মুহাম্মদ তাকে বিবাহ করেননি।

ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন যে, যখন ইব্রাহিমের জন্ম হয়, মুহাম্মদ তাকে আয়েশার কাছে নিয়ে যান এবং তাকে বলেন, "দেখো সে আমার মতো দেখতে কেমন।" আয়েশা উত্তর দেন, "আমি তার মধ্যে কোন মিল দেখতে পাই না।" মুহাম্মদ বলেন, "তুমি কি তার সাদা এবং মোটা গাল দেখতে পাচ্ছ না?" যার উত্তরে আয়েশা বলেন, "সব শিশুরই মোটা গাল থাকে।"[315]

মুহাম্মদের চল্লিশ জন পুরুষের সমান যৌন শক্তি ছিল এই দাবিটি মিথ্যা। বলা হয় যে তিনি আসলে পুরুষত্বহীন ছিলেন এই সত্যটি ঢাকতে এটি করা হয়। খাদিজার ছয়টি সন্তান ছিল মুহাম্মদের, যিনি খাদিজাকে বিয়ে করার সময় তার বয়স চল্লিশ বছর ছিল। এই সন্তানদের গর্ভধারণ হয়েছিল তাঁর ২৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সে। তবুও, তাঁর জীবনের শেষ দশ বছরে তাঁর কোনও যুবতী স্ত্রী এবং উপপত্নীই তাঁকে কোনও সন্তান জন্ম দেননি।

"মৃগীরোগে আক্রান্ত পুরুষদের মধ্যে অক্ষত লিবিডো সহ ইরেক্টাইল ডিসফাংশন ১৯৫০ সাল থেকে গবেষকদের কাছে পরিচিত," বলেছেন হেনরি জিন প্যাসকেল গ্যাস্টাউট, ফরাসি স্নায়ু বিশেষজ্ঞ (১৯১৫–১৯৯৫)।
[316] এবং প্রিচার্ড দাবি করেন যে সিপি খিঁচুনির ফলে সৃষ্ট হাইপারপ্রোল্যাকটিনেমিয়া মৃগীরোগে পুরুষদের যৌন কর্মহীনতার কারণ হয়।[317]

আমরা আগে পড়েছি যে মুহাম্মদ যৌন সম্পর্কের কল্পনা করেছিলেন, কিন্তু বাস্তবে তিনি তা করেননি। এমন একটি হাদিসও আছে যা দেখায় যে তিনি তার স্ত্রীদের সাথে সহবাস করতেন না, বরং কেবল তাদের "প্রেম" করতেন। তিনি তাদের সাথে দেখা করতেন, কখনও কখনও এক রাতে তাদের সকলের সাথে, পূর্ব–খেলা করতেন, কিন্তু সহবাস করতেন না। আয়েশা বলেছিলেন, "তোমাদের কারোরই নবীর মতো আত্ম–নিয়ন্ত্রণ নেই কারণ তিনি তার স্ত্রীদের সাথে সহবাস করতে পারতেন, কিন্তু সহবাস করতে পারতেন না"।[318] আয়েশা তখন কেবল শিশু ছিলেন। তিনি সম্ভবত জানতেন না যে তার প্রসিদ্ধ বয়স্ক স্বামী আত্মনিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করছেন না। তিনি তা করতে পারতেন না। অন্য জায়গায় তিনি বলেছিলেন, "আমি কখনও নবীর আওরাত (যৌনাঙ্গ) দেখিনি বা দেখিনি।"[319] কেন তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার আমি পাঠকের উপর ছেড়ে দিচ্ছি।

এর অর্থ এই নয় যে মুহাম্মদের খুব বেশি যৌন আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তিনি যৌন আবেদন করার কোনও সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। যৌনতার প্রতি তাঁর অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা কেবল এটাই প্রকাশ করে যে তাঁর হারেমে এত মহিলা থাকা সত্ত্বেও, তিনি আসলে যৌনক্ষুধার্ত ছিলেন। একটি হাদিসে আছে যে যখন তিনি বনি জৌন শহরে অভিযান চালান, তখন জৌনিয়া নামক এক যুবতীকে তার ধাত্রীসহ তাঁর কাছে আনা হয়েছিল। নবী তাকে বলেছিলেন, "নিজেকে আমার কাছে সমর্পণ করো।" (আজকের ভাষায়: আমাকে তোমার সাথে যৌন মিলন করতে দাও।) মেয়েটি

জবাবে বললেন, “একজন রাজকন্যা কি নিজেকে একজন সাধারণ মানুষের কাছে সমর্পণ করতে পারে?” মুহাম্মদ তখন তাকে আঘাত করার জন্য হাত তুললেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, “আমি তোমার থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।”[320]

ক্ষণিকের অপরাধবোধে কাবু হয়ে মুহাম্মদ তার একজন অনুসারীকে মেয়েটিকে দুটি সাদা লিনেন পোশাক দেওয়ার নির্দেশ দেন। এটা স্পষ্ট যে তিনি তার শিকারদের জন্য উপহার হিসেবে সেই পোশাকগুলি সাথে করে আনেননি, এগুলি ছিল এই মেয়েটি বা তার গোত্রের অন্য কোনও মেয়ের কাছ থেকে চুরি করা পোশাক।

জৌনিয়া নিশ্চয়ই একজন শিশু ছিল, যার কাছে একজন ধাত্রী ছিল। তাকে হত্যা করার ক্ষমতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তির প্রতি সে এত সাহসীভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল, "একজন রাজকন্যা কি একজন সাধারণ পুরুষের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেবে?" এই কথাটিও বিশ্বাস করে যে সে কেবল একটি শিশু ছিল।

এই হাদিসের ইংরেজী অনুবাদক বন্ধনীর মধ্যে "বিবাহে" শব্দটি সন্নিবেশ করেছেন। মূল লেখায় এই শব্দটির অস্তিত্ব নেই। আরবি লেখাটিতে "হাব্বা নাফসিকা লি" লেখা আছে। বিবাহের জন্য "হাব্বা" শব্দটি কখনও ব্যবহৃত হয় না।

হাদিসে বলা হয়েছে যে মুহাম্মদ তাকে আঘাত করার জন্য হাত তুলেছিলেন যাতে সে শান্ত হয়। অনুবাদক মুহাম্মদের কাজের অনুপযুক্ততা লক্ষ্য করে আঘাত শব্দটিকে "থাপ্পড়" হিসেবে অনুবাদ করেছিলেন। এখানে ব্যবহৃত আরবি ভাষা হল "আহওয়া"। এটি "হাওয়া" থেকে এসেছে এবং এটিকে খুব কমই থাপ্পড় দেওয়া হিসাবে অনুবাদ করা যেতে পারে। এটি গতি এবং বল বোঝায়, যেমন যখন কেউ মাটি খনন করার জন্য একটি পিচ ব্যবহার করে।

যদি মুহাম্মদ কেবল তাকে আলতো করে থাপ্পড় মারতেন, তাহলে জৌনিয়া কেন চিৎকার করে বলল, "আমি তোমার থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই"? স্পষ্টতই তিনি হিংস্র ছিলেন এবং তিনি যা বলেছিলেন তা অবশ্যই তীব্র ছিল।

শুধুমাত্র ইংরেজি অনুবাদের উপর নির্ভর করে কুরআন ও হাদিসের ভয়াবহতা সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করা প্রায় অসম্ভব। অনুবাদকরা তাদের সর্বোত্তম চেষ্টা করেছেন বিকল্প হিসেবে

রূঢ় কথায় মৃদু কথা বলে এবং তাদের সহিংসতাকে গোপন করে। মুহাম্মদের অনুসারীদের লেখা গল্পগুলো পড়ার সময়, যারা তাঁকে একজন পবিত্র মানুষ হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করে, সত্যের সন্ধানে কেবল মাঝের লাইনেই পড়তে হয়। যখন ঐ গল্পগুলো অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা হয় তখন এই আড়াল আরও তীব্র হয়।

মুহাম্মদের পুরুষত্বহীনতা সম্পর্কে এই সমস্ত আলোচনা অনুমান মাত্র, তুমি বলো। এখানে একটি হাদিস আছে যা এ সম্পর্কে কোনও সন্দেহের অবকাশ রাখে না। ইবনে সা'দ তার শিক্ষক ওয়াকিদীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যিনি বলেছিলেন: "আল্লাহর নবী বলতেন যে আমি তাদের মধ্যে একজন ছিলাম যাদের সহবাসের জন্য খুব কম শক্তি ছিল। তারপর আল্লাহ আমাকে রান্না করা মাংস দিয়ে একটি পাত্র পাঠিয়েছিলেন। আমি তা খাওয়ার পর, যখনই আমি কাজটি করার ইচ্ছা করতাম তখনই আমি শক্তি খুঁজে পেতাম।"[321]

ঘোড়ার মুখ থেকে এই স্বীকারোক্তি। এটা তোমার সিদ্ধান্ত যে তুমি কি এই রূপকথা বিশ্বাস করবে যে আল্লাহ তার প্রিয় নবীর যৌন অস্থিরতা সম্পর্কে এতটাই চিন্তিত ছিলেন যে তিনি তার পুরুষত্বহীনতা নিরাময়ের জন্য তাকে এক পাত্র মাংস পাঠিয়েছিলেন, নাকি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে আমাদের মেগালোম্যানিয়াক পুরুষ উগ্রবাদী নবী – বেশিরভাগ আরবের মতো যারা যৌন শক্তিকে তাদের পুরুষত্বের প্রতীক বলে মনে করে এবং ক্রমাগত এটি নিয়ে গর্ব করে – কেবল তার পুরুষত্বহীনতা লুকানোর জন্য গ্যাসকনডিং করছিলেন। আল্লাহ কেন তার মাইগ্রেনের জন্য কোনও ঔষধ পাঠাননি? আয়েশা সিদ, "আমি আল্লাহর রাসূলের চেয়ে বেশি যন্ত্রণা সহ্য করতে কাউকে দেখিনি।"[322] মুহাম্মদের যৌন জীবন কি আল্লাহর কাছে তার স্বাস্থ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

অন্য একটি হাদিসে তিনি বলেন, "জিব্রাইল আমার জন্য একটি ছোট পাত্রে খাবার এনেছিলেন। আমি সেই খাবার খেয়ে চল্লিশ জন পুরুষের যৌন শক্তি অর্জন করেছি।"[323]

যেহেতু এই দাবিটি অযৌক্তিক, তাই এটা ধরে নেওয়া আরও যুক্তিসঙ্গত যে মুহাম্মদ তার পুরুষত্বহীনতা লুকানোর জন্য এই গল্পটি তৈরি করেছিলেন। এত বিশাল অহংকার সম্পন্ন একজন নার্সিসিস্টকে পুরুষত্বহীন হিসেবে দেখা যায় না। মুহাম্মদের জীবনী থেকে কিছু পংক্তি পাঠ করলে তার জীবনের অনেক গোপন রহস্য উন্মোচিত হতে পারে।

কৌতূহলের বিষয় হল, ইব্রাহিমের মৃত্যুর দিন, মুহাম্মদ মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ার পর সকল বিষয়ের উপর ব্যভিচার এবং ব্যভিচারীদের জন্য অপেক্ষারত শাস্তির উপর খুতবা দিয়েছিলেন।

তিনি মিম্বর থেকে চিৎকার করে বললেন, “হে মুহাম্মদের অনুসারী! আল্লাহর কসম! আল্লাহর চেয়ে বেশি গায়রা আর কেউ নেই [মুহাম্মদ পড়ুন] কারণ তিনি তাঁর বান্দাদের, পুরুষ বা মহিলাকে ব্যভিচার (অবৈধ যৌন মিলন) করতে নিষেধ করেছেন। হে মুহাম্মদের অনুসারী! আল্লাহর কসম! আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা খুব কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে।”[324]

*ঘাইরা*লজ্জা এবং সম্মানের অনুভূতি। এর অর্থ আসলে মালিকানা। মাহরাম (পবিত্র, নিকটাত্মীয়) কিছু বা কারো উপর অত্যাচার করা হলে একজনের গাইরা আহত হয়। যদি আপনি কোন মুসলিমের স্ত্রী, বোন বা কন্যাকে স্পর্শ করেন, দেখেন বা প্রেমের ছলনা করেন, তাহলে তার গাইরা আহত হয়। এটি পুনরুদ্ধার করার জন্য, তাকে প্রতিশোধ নিতে হবে। যদি তার প্রচুর গাইরা থাকে, তাহলে সে আপনাকে হত্যা করতে পারে অথবা তার নিজের মহিলা আত্মীয়দের হত্যা করতে পারে। তবেই তার সম্মান পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। যে প্রতিশোধ নেয় না, তার কোন গাইরা বা লজ্জা নেই।

লক্ষ্য করুন, মুহাম্মদ আল্লাহর গাইরার কথা বলছেন। যদি আল্লাহর কোন নারী আত্মীয় না থাকে, তাহলে তার গাইরা কীভাবে শেষ হয়ে যেতে পারে? এটা বোঝা কঠিন নয় যে মুহাম্মদ নিজেকে আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি নিজের গাইরার কথা বলছিলেন। তিনি মারিয়াকে সন্দেহ করেছিলেন এবং তার জন্যই তিনি তার সন্তানের জানাজার সময় ব্যভিচারীদের শাস্তি সম্পর্কে এই জ্বলন্ত এবং সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত খুতবা দিচ্ছেন। আল্লাহ ছিলেন মুহাম্মদের অহংকার। আরও জোর দিয়ে তিনি বলেন, "আমাকে (এখন) জাহান্নামের আগুন দেখানো হয়েছে এবং আজ আমি যা দেখেছি তার চেয়ে খারাপ এবং ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমি আর কখনও দেখিনি।"[325]

তিনি কি মারিয়ার কানের উদ্দেশ্যে এই খুতবা দিচ্ছিলেন? কেন তিনি তার নিজের ছেলের জানাজায় ব্যভিচার এবং নরকের আগুনের কথা বলবেন?

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুহাম্মদের ধর্ম

আমরা প্রায়শই মুসলিমদের ধর্মান্ধতার মাত্রা দেখে অবাক হই। লক্ষ লক্ষ মুসলিম দাঙ্গা করে, গির্জা পুড়িয়ে দেয় এবং নিরীহ মানুষকে হত্যা করে কারণ একটি সংবাদপত্র মুহাম্মদের কিছু কার্টুন প্রকাশ করেছে অথবা পোপ মধ্যযুগের একজন সম্রাটের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে সহিংসতা ঈশ্বরের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

মানুষ সাধারণত এমন একটি বিশ্বাস ব্যবস্থার পক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট যার অনুসারীদের সংখ্যা এত বেশি। তারা মনে করে যে ইসলামের বিশালতাই এটিকে ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা যা আর্গুমেন্টাম অ্যাড নিউমেরাম নামে পরিচিত। ১.৫ বিলিয়ন মানুষ কি ভুল হতে পারে? হ্যাঁ, তারা পারে। ইতিহাস দেখায় যে প্রায়শই সমগ্র মানবজাতি ভুল ছিল। বার্ট্রান্ড রাসেলের ভাষায়, "একটি মতামত ব্যাপকভাবে গৃহীত হওয়ার কোনও প্রমাণ নেই যে এটি সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক নয়; প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠের বোকামির পরিপ্রেক্ষিতে, একটি বিস্তৃত বিশ্বাস বুদ্ধিমানের চেয়ে বোকা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।" একটি প্রস্তাবের সত্যতা তার সমর্থকদের সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত হয় না, বরং তার যুক্তিগুলির বৈধতা দ্বারা নির্ধারিত হয়। ইসলাম কি সত্যিই অন্যদের মতো একটি ধর্ম? এটি কি এই স্বীকৃতির যোগ্য?

কেউ কেউ বলেন যে সমস্ত ধর্মই শুরু হয়েছিল একটি ধর্ম হিসেবে, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তারা গ্রহণযোগ্যতা এবং ধর্মের মর্যাদা অর্জন করে। তবে, কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা একটি ধর্মকে একটি ধর্ম থেকে আলাদা করে।

"মনোবিজ্ঞান ১০১" বইতে ক্যারোল ওয়েড বলেছেন, "ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের গবেষণা এই ধরণের জবরদস্তিমূলক প্ররোচনার বেশ কয়েকটি মূল পদক্ষেপ চিহ্নিত করেছে:

1 মানুষকে শারীরিক বা মানসিকভাবে কষ্টকর পরিস্থিতিতে ফেলা হয়;
2 তাদের সমস্যাগুলো একটি সহজ ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ, যা বারবার জোর দেওয়া হয়;
3 তারা একজন ক্যারিশম্যাটিক নেতার কাছ থেকে নিঃশর্ত ভালোবাসা, গ্রহণযোগ্যতা এবং মনোযোগ পায়;
4 গোষ্ঠীর উপর ভিত্তি করে তারা একটি নতুন পরিচয় পায়;
5 তারা ফাঁদে পা দেওয়া হয় (বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং মূলধারার সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতা) এবং তথ্যে তাদের প্রবেশাধিকার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত।[326]

ইসলামের গঠনমূলক পর্যায়ে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ছিল তার বৈশিষ্ট্য। ডঃ জানজা লালিচ এবং ডঃ মাইকেল ডি. ল্যাঙ্গোন এই ধরণের বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা তৈরি করেছেন, যা পরবর্তীতে লালিচের সহ-লেখক একটি বইতে প্রকাশিত হয়েছে।[327] যা কাল্টকে মোটামুটি ভালোভাবে বর্ণনা করে।[328] একটি গোষ্ঠী বা মতবাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি যত বেশি থাকবে, ততই এটিকে সংজ্ঞায়িত করা এবং "ধর্ম-সম্প্রদায়" হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত। আমি এই ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যগুলি উদ্ধৃত করব এবং ইসলামের সাথে তুলনা করব যাতে দেখা যায় যে এটি বর্ণনার সাথে খাপ খায় কিনা।

1 এই দলটি তার নেতার প্রতি অত্যধিক উদ্যোগী এবং প্রশ্নাতীত প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে এবং (সে জীবিত হোক বা মৃত) তার বিশ্বাস ব্যবস্থা, আদর্শ এবং অনুশীলনকে সত্য, আইন হিসাবে বিবেচনা করে।

মুসলমানরা তাদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অত্যন্ত উৎসাহী এবং তাদের নবীর প্রতি তাদের এক প্রশ্নাতীত প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যার গ্রন্থ কুরআন তাদের কাছে সত্য ও আইন। আপনি হয়তো এই বৈশিষ্ট্যগুলির কিছু অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য দেখতে পাবেন। তবে, এটি সাধারণত একটি ব্যতিক্রম এবং আদর্শ নয়। ইসলামে ধর্মীয় মানসিকতাই আদর্শ।

2 প্রশ্ন তোলা, সন্দেহ করা এবং ভিন্নমত পোষণ করা নিরুৎসাহিত করা হয় অথবা এমনকি শাস্তি দেওয়া হয়।

মুসলমানদের তাদের বিশ্বাসের মৌলিক নীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা বা সন্দেহ করা নিষিদ্ধ, এবং ভিন্নমত পোষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কুরআন ৫:১০১–১০২ বলে, "হে ঈমানদারগণ! এমন কিছু প্রশ্ন করো না যা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলে তোমাদের কষ্ট দিতে পারে। এবং ১০২ আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমাদের পূর্বে কিছু লোক এই ধরনের প্রশ্ন করেছিল এবং সেই কারণে তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলেছিল।" ধর্মবিশ্বাস অযৌক্তিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি। ধর্মবিশ্বাসের নেতা এমন প্রশ্নগুলিকে নিরুৎসাহিত করেন যা তার মিথ্যা প্রকাশ করতে পারে।

3 মন পরিবর্তনকারী অনুশীলনগুলি (যেমন ধ্যান, জপ, ভাষায় কথা বলা, নিন্দার অধিবেশন এবং দুর্বল করে দেওয়া কাজের রুটিন) অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয় এবং দল এবং এর নেতা (দের) সম্পর্কে সন্দেহ দমন করার জন্য কাজ করে।

দিনে পাঁচবার, মুসলমানরা যা কিছু করে তা বন্ধ করে, পুনরাবৃত্তিমূলক এবং ধর্মীয় প্রার্থনার জন্য দাঁড়িয়ে আরবি ভাষায় কুরআন তেলাওয়াত করে যা তাদের বেশিরভাগই বোঝে না। এছাড়াও, বছরে পুরো এক মাস তারা রোজা রাখে এবং ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাওয়া–দাওয়া থেকে বিরত থাকে, যা গ্রীষ্মকালে বিশেষভাবে কঠিন হতে পারে যা কিডনি এবং লিভারের রোগের কারণ হতে পারে। এই আচার–অনুষ্ঠানগুলি পালনে ব্যস্ততা এবং সেগুলি ব্যর্থ হওয়ার বা এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সন্দেহের ভয় তীব্র। যে কেউ প্রকাশ্যে খাওয়া বা পান করতে ধরা পড়লে তাকে কঠোরভাবে মারধর করা হবে।

4 নেতৃত্ব কখনও কখনও বিস্তারিতভাবে নির্দেশ দেয় যে সদস্যদের কীভাবে চিন্তা করা উচিত, কাজ করা উচিত এবং অনুভব করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, সদস্যদের ডেট করার, চাকরি পরিবর্তন করার, বিয়ে করার অনুমতি নিতে হয়—অথবা নেতারা কী ধরণের পোশাক পরবেন, কোথায় থাকবেন, সন্তান ধারণ করবেন কি করবেন না, সন্তানদের কীভাবে শাসন করবেন ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশ দেন।

একজন মুসলিমের জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় তাকে বলা হয়েছে, কোনটা হারাম (নিষিদ্ধ) এবং কোনটা হালাল (অনুমোদিত), কোন খাবার খাবে, কোন হাতে খাবে এবং কোন আঙুল চেটে দেবে, কীভাবে পোশাক পরবে, কোন জুতা আগে পরবে এবং কোনটা আগে নেবে, কীভাবে কামাতে হবে, কত দাড়ি রাখতে হবে, কীভাবে তাদের দাঁত ব্রাশ করতে হবে।

দাঁত, নামাজের সময় কোন কোন আচার–অনুষ্ঠান পালন করতে হবে, প্রকৃতির ডাকে কীভাবে সাড়া দিতে হবে এবং কাকে বিয়ে করতে হবে এবং কাকে বিয়ে করতে হবে না (একজন মুসলিম মহিলা একজন অমুসলিমকে বিয়ে করতে পারে না)। একজন মুসলিমের সাথে ডেট করার অনুমতি নেই। বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়। উপরোক্ত নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের জন্যই শারীরিক শাস্তি, যার মধ্যে রয়েছে বেত্রাঘাতের মতো নির্যাতন।

5 এই দলটি অভিজাত, নিজেদের, তাদের নেতা(দের) এবং সদস্যদের জন্য একটি বিশেষ, উচ্চ মর্যাদা দাবি করে। উদাহরণস্বরূপ, নেতাকে মশীহ, একটি বিশেষ সত্তা, একটি অবতার হিসাবে বিবেচনা করা হয়—অথবা দল এবং/অথবা নেতা মানবতাকে রক্ষা করার জন্য একটি বিশেষ মিশনে রয়েছেন।

মুসলমানরা তাদের নবীর জন্য বিশেষ মর্যাদা দাবি করে, অন্যদিকে তারা খ্রিস্টধর্ম এবং ইহুদি ধর্ম সহ অন্যান্য সকল ধর্মকে অবমাননা করে, যাদের তারা সম্মান করে বলে দাবি করে। কুরআনের ঈসা এবং মুসা বাইবেলের যীশু এবং মুসা নন। মুহাম্মদকে শেষ নবী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদি তাকে অবজ্ঞা করা হয় তবে তারা অত্যন্ত হিংস্র হতে পারে। তারা তাদের "শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস" এর কারণে নিজেদেরকে অন্য সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। অমুসলিম দেশগুলিতে, তারা ক্রমাগত ছাড় এবং অগ্রাধিকারমূলক আচরণের জন্য তদবির করে এবং প্রায়শই তাদের এমন ব্যতিক্রম দেওয়া হয় যা অন্যান্য ধর্মের সদস্যদের জন্য অপ্রাপ্য। উদাহরণস্বরূপ, সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত স্কুলগুলিতে মুসলিম ছাত্ররা সেখানে নামাজ পড়তে পারে এমন একটি বিশেষ কক্ষ রাখার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। অন্টারিওতে, মুসলমানদের উপর ইসলামী আইন (শরিয়া) স্বীকৃতি এবং বাধ্যতামূলক করার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল, যাতে তারা কানাডিয়ান আইনকে এড়িয়ে যেতে পারে। প্রাক্তন মুসলিমদের অক্লান্ত বিরোধিতার কারণে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, তবে ব্রিটেনে বেশ কয়েকটি শরিয়া আদালত চালু রয়েছে যার কঠোর আইন ব্রিটিশ সরকার প্রয়োগ করে।

6 এই গোষ্ঠীর একটি মেরুকৃত "আমরা বনাম তারা" মানসিকতা রয়েছে, যা বৃহত্তর সমাজের সাথে দ্বন্দ্বের কারণ হতে পারে।

মুসলমানদের "আমরা বনাম তাদের" মানসিকতা খুবই শক্তিশালী। তারা বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল অমুসলিমকে "আ" বলে ডাকে।*ƒSআর*, ক

অবমাননাকর শব্দ, যার অর্থ সত্যকে ঢেকে রাখা। তাদের কাছে, পৃথিবী দারুল ইসলাম (ইসলামের ঘর) এবং দারুল হারব (যুদ্ধের ঘর) এ বিভক্ত। অমুসলিম দেশগুলি যুদ্ধের ঘর। যুদ্ধের ঘরে জিহাদ করা, যুদ্ধ করা, হত্যা করা এবং অমুসলিমদের দমন করা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। লক্ষ্য তাদের ধর্মান্তরিত করা নয়, বরং তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করা। ইসলাম অনুসারে, শান্তি তখনই অর্জিত হতে পারে যখন অমুসলিমরা মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে। অমুসলিমরা তাদের ধর্ম পালন করতে পারে, তবে কেবল জিম্মি (বন্ধনবদ্ধ মানুষ) হিসেবে। এই বিধানটি আহলে কিতাবদের জন্য দেওয়া হয়েছে। খ্রিস্টান এবং ইহুদিরা সুরক্ষিত থাকবে, যদি তারা সুরক্ষা কর, জিজিয়া (জরিমানা) প্রদান করে এবং কুরআনে বর্ণিত হিসাবে নিজেদের অপমানিত ও পরাজিত বোধ করে।[329] যদি তারা জিজিয়া দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের নির্বাসিত করা যেতে পারে অথবা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম মাফিয়াদের জন্য অনুপ্রেরণা। যদি আপনি বাঁচতে চান এবং একা থাকতে চান তবে আপনাকে একটি সুরক্ষা ফি দিতে হবে। অন্যান্য অবিশ্বাসীদের (পৌত্তলিক, মুশরিক, নাস্তিক, সর্বপ্রাণবাদী ইত্যাদি) ক্ষেত্রে, তাদের হয় ধর্মান্তরিত হতে হবে, নয়তো হত্যা করা হবে।

7 নেতা কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে দায়বদ্ধ নন।

মুসলমানদের জন্য, মুহাম্মদের সকল কর্মকাণ্ড আইন হিসেবে গণ্য। তাকে জবাবদিহি করা যাবে না। তিনি যত ইচ্ছা নারীকে বিয়ে করতে বা বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারতেন। তিনি বেসামরিক নাগরিকদের উপর হামলা চালাতে পারতেন, নিরস্ত্র পুরুষদের হত্যা করতে পারতেন, তাদের সম্পত্তি লুট করতে পারতেন, তাদের নারী ও শিশুদের দাস হিসেবে ধরে নিয়ে যেতে পারতেন এবং এমনকি তাদের ধর্ষণ করতে পারতেন। তিনি তার সমালোচকদের হত্যা করতে পারতেন এবং তাদের উপর নির্যাতন চালাতে পারতেন। তিনি শিশুদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারতেন। তিনি মিথ্যা বলতে পারতেন এবং প্রতারণা করতে পারতেন। তিনি তার যুদ্ধবন্দীদের নির্মমভাবে হত্যা করতে পারতেন। এর কোনটিই তার অনুসারীদের বিরক্ত করে না। প্রথমে তারা এই অভিযোগগুলিকে তীব্রভাবে অস্বীকার করে। তারা আপনাকে ধর্মান্ধতা এবং মানহানির অভিযোগ করে। তবুও, অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপনের পরে, তারা হঠাৎ কৌশল পরিবর্তন করে এবং তাকে রক্ষা করে, তাদের কাছে থাকা জিনিসগুলিকে যুক্তিসঙ্গত করে এবং ন্যায্যতা দেয়।

আগে ক্ষোভের সাথে অস্বীকার করা হয়েছিল। সম্পূর্ণ অস্বীকার থেকে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা এবং ন্যায্যতার দিকে এই নাটকীয় ১৮০ ডিগ্রি পরিবর্তনটি হতাশাজনক। এটি একই সাথে হাস্যকর এবং দুঃখজনক এবং এটি প্রতিটি মুসলমানের সাথে প্রতিবারই ঘটে।

মুসলমানদের জন্য, মুহাম্মদের কর্মকাণ্ড আমরা মানুষ যা সঠিক এবং ভুল বলে জানি তার দ্বারা পরিমাপ করা উচিত নয়। বরং তিনি হলেন মানদণ্ড, সঠিক এবং ভুলের মাপকাঠি। ফলস্বরূপ, যদি তিনি কোনও অপরাধ করেন, তবে তাদের কাছে সেই অপরাধ একটি পবিত্র কাজ। বিশ্বাস এবং যুক্তি একসাথে থাকতে পারে না। মুসলমানরা সবচেয়ে জঘন্য কাজগুলি পরিষ্কার বিবেকের সাথে করবে, যতক্ষণ না এটি সুন্নাহ। যদি মুহাম্মদ তা করে থাকেন, তবে তা অবশ্যই সঠিক। মানুষের ঈশ্বরের জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

8 এই গোষ্ঠীটি শেখায় বা ইঙ্গিত করে যে, এর কথিত উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি যে কোনও উপায়েই প্রয়োজনীয় বলে মনে করে তা ন্যায্যতা প্রমাণ করে। এর ফলে সদস্যরা এমন আচরণ বা কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারে যা তারা দলে যোগদানের আগে নিন্দনীয় বা অনৈতিক বলে মনে করত (উদাহরণস্বরূপ, পরিবার বা বন্ধুদের কাছে মিথ্যা বলা, অথবা ভুয়া দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা)।

মুসলমানদের জন্য, লক্ষ্য সর্বদা উপায়কে ন্যায্যতা দেয়। সমস্ত আইন, এমনকি ইসলামের আইনও ভঙ্গ করা যেতে পারে, যদি উদ্দেশ্য ন্যায্য হয়। অমুসলিমদের প্রতারণা করার জন্য প্রয়োজনে একজন মুসলিম মুহাম্মদ এবং আল্লাহর নিন্দা করতে পারে।

সৌদি যুবরাজকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টায় নিজের মলদ্বারে লুকানো বিস্ফোরক বিস্ফোরণে নিহত আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী আবদুল্লাহ হাসান আল-আসিরির মলদ্বার প্রশস্ত করার এবং বিস্ফোরকগুলির জন্য জায়গা তৈরি করার জন্য সমকামিতা করার ধর্মীয় যুক্তি ছিল বলে মনে করা হয়।

২০০৯ সালের ২৭শে আগস্ট, লন্ডন-ভিত্তিক আরবি টেলিভিশন ফাদাক টিভি লায়ন্স অফ সুন্নাহ ইন্টারনেট ফোরামে একটি ফতোয়া প্রকাশ করে। একজন ওহাবী সহ-জিহাদীদের "শহীদ হওয়ার একটি উদ্ভাবনী এবং অভূতপূর্ব উপায়" সম্পর্কে অবহিত করেন।

"তোমার মলদ্বারে বিস্ফোরক ক্যাপসুল স্থাপন করে অপারেশন করা যেতে পারে। তবে, এই জিহাদি পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য" এই মুসলিম লিখেছেন, "তোমার মলদ্বার প্রশস্ত করার জন্য তোমাকে কিছু সময়ের জন্য সমকামী হতে রাজি হতে হবে যাতে এটি বিস্ফোরক ধারণ করতে পারে।"

অন্যরা আনুষ্ঠানিক ফতোয়া চেয়ে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। "শাহাদাত এবং স্বর্গের কুমারীদের" প্রতি তার আকাঙ্ক্ষার কথা উল্লেখ করে একজন জিহাদি আরেকজন শেখকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "যদি উদ্দেশ্য ভালো হয়, তাহলে আমার জন্য কি একজন জিহাদি ভাইকে আমার পায়ুপথ প্রশস্ত করার জন্য যৌনকর্ম করতে দেওয়া জায়েয?"

'হ্যাঁ' ছিল ধর্মগুরুদের উত্তর, কারণ তিনি নিম্নলিখিত ফতোয়াটি দিয়েছিলেন।

> নীতিগতভাবে, সমকামিতা নিষিদ্ধ। তবে, জিহাদ আরও গুরুত্বপূর্ণ। এটি ইসলামের শীর্ষস্থান। যদি সমকামিতা ইসলামের এই শীর্ষে পৌঁছানোর একমাত্র উপায় হয়, তবে এতে কোনও ক্ষতি নেই। নিয়ম হল যে প্রয়োজনীয়তা নিষিদ্ধকে বৈধ করে তোলে। কর্তব্য পালনের জন্য যা প্রয়োজন তা নিজেই একটি কর্তব্য হয়ে ওঠে। জিহাদের চেয়ে কোনও কর্তব্যই প্রাধান্য পায় না। অতএব, আপনাকে অবশ্যই সমকামিতায় আবদ্ধ হতে হবে... সমকামিতার শিকার হওয়ার পর, আপনাকে অবশ্যই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। জেনে রাখো, আমার ছেলে, আল্লাহ বিচারের দিন মুজাহিদদের তাদের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে পুনরুত্থিত করবেন। ইনশাআল্লাহ, তোমার উদ্দেশ্য ইসলামকে সমর্থন করা। আল্লাহ তোমাকে তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়।"

ইসলামে হত্যা নিষিদ্ধ, কিন্তু যদি তা নিষিদ্ধ করা হয় এবং ইসলাম প্রচারের জন্য করা হয় তাহলে সবচেয়ে ভালো কাজ হবে। আত্মহত্যা নিষিদ্ধ। কিন্তু অমুসলিমদের মৃত্যুর উদ্দেশ্যে আত্মঘাতী বোমা হামলা হল গাজওয়া, একটি পবিত্র অভিযান। সহ-মুসলিমদের কাছ থেকে চুরি করা নিষিদ্ধ। রুটি চুরি করলে তোমার হাত কেটে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু অমুসলিমদের উপর হামলা ও লুটপাট করা কুরআনে নির্দেশিত এবং মুহাম্মদ কর্তৃক প্রচলন করা হয়েছিল। বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক একটি গুরুতর পাপ, যার শাস্তি পাথর ছুঁড়ে মারা। তবে, অবিশ্বাসী নারীদের ধর্ষণ, এমনকি যদি তারা

কুরআনে বিবাহিতদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ইসলামে মিথ্যা বলা নিষিদ্ধ, যদি না এর উদ্দেশ্য অমুসলিমদের সাথে প্রতারণা করা হয়, যাকে জিহাদের অন্যতম শাখা "তাক ইয়াহ" হিসেবে উন্নীত করা হয়। ইসলামের অগ্রগতির লক্ষ্য এতটাই উচ্চ বলে বিবেচিত যে এটি অর্জনের জন্য একজন মুসলিম এমন কিছু করতে পারে না যা সে করবে না। ইসলামের ইতিহাসে আমরা পড়ি যে লোকেরা তাদের নিজের পিতাকে হত্যা করেছে বা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এই অপরাধগুলিকে বিশ্বাসীদের ঈমান ও নিষ্ঠার নিদর্শন হিসেবে প্রশংসা করা হয়। প্রতি বছর হাজার হাজার তরুণী ও মেয়ে তাদের নিজের পিতামাতা এবং ভাইদের হাতে "সম্মানের" নামে খুন করা হয়। এমন কোন অপরাধ নেই যা একজন মুসলিম করবে না, যখন শেষ পর্যন্ত উপায়কে ন্যায্যতা দেয়। আপনি যদি একজন মুসলিম হন এবং এই শব্দগুলির দ্বারা পরিপূর্ণ হন, তাহলে একবার ভাবুন। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার নিজের মেয়েকে একটি পর্নো সিনেমায় দেখা যায়, তাহলে কি আপনি আপনার নিজের মেয়েকে হত্যা করার কথা ভাববেন না?" অবশ্যই আপনি তা করবেন। একজন ব্যক্তি ইসলামে যতটা বিশ্বাস করেন, ততটাই তিনি তার মানবতা হারান। যেহেতু মুসলমানরা সাধারণত ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসী, তাই তাদের মধ্যে মানবতা খুব কমই অবশিষ্ট থাকে।

9 নেতৃত্ব সদস্যদের প্রভাবিত এবং/অথবা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য লজ্জা এবং/অথবা অপরাধবোধ জাগিয়ে তোলে। প্রায়শই, এটি সমবয়সীদের চাপ এবং সূক্ষ্মভাবে প্ররোচিত করার মাধ্যমে করা হয়।

মুসলমানদের চিন্তাভাবনা অপরাধবোধে আচ্ছন্ন থাকে। অন্যদের আঘাত করার মধ্যে কোনও অপরাধবোধ থাকে না। অপরাধবোধ আইন পালনের সাথে সম্পর্কিত। যদি কোনও মুসলিম অনুমোদিত বিষয়ের বিপরীতে কিছু করে, তবে অন্যান্য মুসলমানদের তাকে আইনের কথা মনে করিয়ে দিতে হবে, তার মধ্যে লজ্জা জাগিয়ে তুলতে হবে এবং আইন মেনে চলার দাবি করতে হবে। যেসব দেশ বেশি ইসলামিক, বিশেষ করে ইরান এবং সৌদি আরব, রাষ্ট্রই নিশ্চিত করে যে ব্যক্তি ধর্মীয় আইন মেনে চলে। ২০০২ সালের মার্চ মাসে সৌদি আরবের ধর্মীয় পুলিশ স্কুলছাত্রীদের জ্বলন্ত ভবন থেকে বের হতে বাধা দেয় কারণ তাদের চুল ঢেকে রাখা হয়নি।[330] ফলস্বরূপ, পনেরো জন মেয়েকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। এই মেয়েদের জীবনের চেয়ে পোশাকবিধি পালন করাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়েছিল।

10 নেতা বা দলের প্রতি আনুগত্যের জন্য সদস্যদের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয় এবং দলে যোগদানের আগে তাদের ব্যক্তিগত লক্ষ্য এবং কার্যকলাপগুলি আমূল পরিবর্তন করতে হয়।

মুসলিম ধর্মান্তরিতদের উৎসাহিত করা হয় পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য, যদি তারা মুসলিম না হয়। আমি অমুসলিম বাবা–মায়ের কাছ থেকে অসংখ্য হৃদয় বিদারক গল্প শুনেছি যাদের সন্তানরা ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের সাথে সম্পূর্ণভাবে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে। মাঝে মাঝে, তারা ফোন বা ঠান্ডা মেজাজে দেখা করতে পারে; কিন্তু এই সাক্ষাৎ এতটাই সীমিত হতে পারে, তাদের সন্তানদের এবং তাদের মুসলিম স্বামী–স্ত্রীর কাছ থেকে কোনও ভালোবাসার অভাব বোধ করে যে, ইতিমধ্যেই হৃদয় ভেঙে পড়া বাবা–মাকে আরও দুঃখিত করে। এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য সাধারণত অমুসলিম বাবা–মা বা ভাইবোনদের ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে বলা। প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়ার সাথে সাথেই শিশুরা চলে যায়। একবার একজন ব্যক্তি ইসলামে ধর্মান্তরিত হলে, মনে হয় যেন সে উন্মত্ত। তারা আর সেই ব্যক্তি থাকে না যাদের আপনি চেনেন। তাদের হৃদয় রূপান্তরিত হয়। তাদের আত্মা কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের শরীর একজন অপরিচিত ব্যক্তি দখল করেছে।

11 দলটি নতুন সদস্য আনার কাজে ব্যস্ত।

মুসলমানদের মূল লক্ষ্য হলো ইসলাম প্রচার করা। এই অনুশীলনকে দা'ওয়া বলা হয়। প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হলো নতুনদের ধর্মান্তরিত করা, তাদের নিজস্ব পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব থেকে শুরু করা। ইসলামের প্রসার প্রতিটি মুসলমানের, বিশেষ করে নতুনদের, নেশা। দা'ওয়া (ইসলামী ধর্মপ্রচার) এর মাধ্যমে তাদের নিজস্ব বিশ্বাসও শক্তিশালী হয়। তখনই তারা তাদের বিশ্বাস প্রচারের জন্য মিথ্যা বলতে শেখে। তারা কেবল ইসলামের সেই অংশগুলি প্রকাশ করবে যা কম আপত্তিকর এবং এর আরও অপ্রীতিকর অংশগুলিকে চকচকে করবে। যারা কখনও ভাবেনি যে তারা মিথ্যা বলবে, তারা তাদের প্রিয়জন সহ অন্যদের বোকা বানানোর জন্য এবং তাদের বোঝানোর জন্য সবচেয়ে নির্লজ্জ এবং নির্লজ্জ প্রতারণায় লিপ্ত হয় যে ইসলাম সুন্দর।

12 দলটি অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত।

জিহাদের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা সকল মুসলমানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আজ এটি ইসলামী "দান" নামে পরিচিত উপায়ে করা হয়। তবে, মুহাম্মদের সময়ে এবং ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে, জিহাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হত লুটপাটের মাধ্যমে। যুদ্ধের লুণ্ঠন অন্যান্য যুদ্ধের জন্য অর্থায়ন করত। ইসলামের প্রধান লক্ষ্য হল নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ পার্থিব শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। মুহাম্মদ তার অনুসারীদের অর্থ দান করতে এবং তার যুদ্ধকে সমর্থন করতে উৎসাহিত করেছিলেন। "তাদের মাল থেকে দান করা হয় যাতে তুমি তাদের সবচেয়ে শক্তিশালীভাবে পবিত্র ও পবিত্র করে দাও..." (প্রশ্ন ৯:১০৩)

13 সদস্যদের কাছ থেকে আশা করা হয় যে তারা গ্রুপ এবং গ্রুপ-সম্পর্কিত কার্যকলাপে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করবেন।

মুসলমানদের প্রধান ব্যস্ততা হলো ইসলাম। তাদের নিয়মিত মসজিদে যাওয়া, পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ পড়া এবং খুতবা শোনা বাধ্যতামূলক। তারা তাদের ধর্মীয় কর্তব্য কীভাবে পালন করবে, কী পরবে, কী খাবে ইত্যাদি নিয়ে এতটাই চিন্তাভাবনায় ডুবে যায় যে, অন্য কিছু নিয়ে ভাবার জন্য তাদের খুব কম সময় থাকে। এমনকি তাদের কী ভাবতে হবে তাও বলা হয়। ইসলাম কোন ধর্ম নয়। এটি একটি জীবনধারা। এটি বিশ্বাসীর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিব্যাপ্ত। তারা এতটাই জড়িত হয়ে পড়ে যে ইসলাম ছাড়া জীবন তাদের কাছে কল্পনাতীত হয়ে পড়ে।

14 সদস্যদের শুধুমাত্র অন্যান্য গ্রুপ সদস্যদের সাথে বসবাস এবং/অথবা সামাজিকীকরণ করতে উৎসাহিত করা হয় বা বাধ্যতামূলক করা হয়।

মুসলিমদেরকে "আ" বর্জন করতে শেখানো হয়।*ßটাকা*এবং শুধুমাত্র সহ-মুসলিমদের সাথে মেলামেশা করা। কুরআন অবিশ্বাসীদের মধ্যে থেকে বন্ধুত্ব গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছে (প্রশ্ন ৩:২৮)। এটি তাদেরকে নাজিস (নোংরা, অপবিত্র) বলে অভিহিত করেছে (প্রশ্ন ৯:২৮) এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আচরণের নির্দেশ দিয়েছে (প্রশ্ন ৯:১২৩)। মুহাম্মদের মতে, অবিশ্বাসীরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে "নিকৃষ্টতম প্রাণী"। (প্রশ্ন ৮:৫৫)। একটি ইসলামী সাইট লিখেছে, "ঈমানের (ঈমানের) একটি দিক হল আল ওয়ালা ওয়াল বারা, ভালোবাসা এবং ঘৃণা করা"।

একমাত্র আল্লাহর জন্য। তাওহীদের (আল্লাহর একত্ববাদ) পর এটি ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসগুলির মধ্যে একটি। আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন: মুমিনরা যেন মুমিনদের বাদ দিয়ে কাফেরদের বন্ধু না করে। যে কেউ এটা করে তার আল্লাহর সাথে কোন সম্পর্ক নেই যদি না তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন কর। আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের থেকে সাবধান থাকতে বলেন। আর আল্লাহর দিকেই যাত্রা। (সূরা ৩:২৮)[331]

"আল ওয়ালা ওয়াল বারা" মতবাদ সংক্ষেপে ইসলাম। এটি এই বিশ্বাসের মূল বার্তাকে মূর্ত করে। এটি হল স্পষ্ট এবং নির্ভেজাল ঘৃণা। মুসলমানদের অবশ্যই সমস্ত অমুসলিমদের ঘৃণা করতে হবে এবং তাদের প্রতি কঠোর হতে হবে, "যদি না আপনি তাদের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করেন", অন্য কথায়, যদি না আপনি তাদের প্রতারিত করতে চান।

15 সবচেয়ে অনুগত সদস্যরা ("প্রকৃত বিশ্বাসী") মনে করেন যে দলের প্রেক্ষাপটের বাইরে আর কোনও জীবন থাকতে পারে না। তারা বিশ্বাস করেন যে অন্য কোনও উপায় নেই, এবং প্রায়শই তারা যদি দল ছেড়ে চলে যায় (অথবা এমনকি ছেড়ে যাওয়ার কথাও বিবেচনা করে) তবে নিজেদের বা অন্যদের প্রতিশোধের ভয় পান।

ইসলাম ত্যাগের চিন্তা সত্যিকারের মুসলমানদের কাছে এতটাই অসহনীয় যে তারা তা মেনে নিতে পারে না। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ধর্ম ত্যাগ করেছে তা সত্ত্বেও, কট্টর মুসলিমরা তাদের বিশ্বাসে অটল যে কেউ কখনও প্রকৃত ইসলাম ত্যাগ করে না, এবং এই ধরনের দাবিগুলি সবই বানোয়াট এবং বিশ্বাসীদের বিশ্বাসকে নাড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের অংশ। মুসলমানদের কাছ থেকে আমি যে ইমেলগুলি পেয়েছি তাতে একটি সাধারণ বিষয় রয়েছে। তারা সকলেই আমাকে পরকালে নরকের আগুন সম্পর্কে সতর্ক করে। নরকের ভয় এবং প্রতিশোধের ভয়ের মধ্যে, মুসলমানরা তাদের নিজস্ব তৈরি সন্ত্রাসের জালে আটকা পড়েছে।

ইসলাম আধ্যাত্মিকতা শেখানোর জন্য নয়, জ্ঞানার্জনের জন্যও নয়। ইসলামে আধ্যাত্মিক বার্তা গৌণ বা কার্যত অস্তিত্বহীন। ইসলামে ধার্মিকতা মানে মুহাম্মদের অনুকরণ, যিনি

যে ব্যক্তি ধার্মিক থেকে অনেক দূরে ছিল। নামাজ এবং উপবাসের মতো আচার–অনুষ্ঠানগুলি বিশ্বাসীর মনকে অসাড় করে দেয়।

একটি ধর্মের সকল বৈশিষ্ট্য ইসলামে বিদ্যমান।

AF ew নার্সিসিস্ট কাল্ট লিডারস

মুহাম্মদের ব্যক্তিত্ব অনেক পণ্ডিতের কাছেই এক রহস্য। এমনকি যারা তাঁর দাবি মেনে নেন না তারাও স্বীকার করেন যে তাঁর একজন চিত্তাকর্ষক এবং ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্ব ছিল। তিনি তাঁর চারপাশের লোকদের এতটাই মুগ্ধ করতে পারতেন যে তারা তাঁর নির্দেশে হত্যা করতে পারত। তিনি কীভাবে এত দৃঢ় সংকল্প, এত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এত মহৎ চিন্তাভাবনা এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে এত শক্তিশালী হয়ে উঠলেন?

মুহাম্মদকে সাফল্যের দিকে ঠেলে দেওয়ার কারণ ছিল ভালোবাসা পাওয়ার তার প্রয়োজন। ইতিহাসের মহান নার্সিসিস্টদের পেছনে এটাই রহস্য। এই প্রয়োজনই তাদেরকে অবিরাম এবং অক্লান্তভাবে চালিত করে।

ঈশ্বরের বার্তাবাহক বা মশীহ বলে নিজেদের দাবি করে এমন লোকের অভাব নেই। একইভাবে, এমন বোকা লোকেরও অভাব নেই যারা তাদের অনুসরণ করবে এবং তাদের আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য তাদের হত্যা করবে বা মরবে।

সম্মান এবং ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষাই নার্সিসিস্টদের চালিত করে। নার্সিসিস্টরা প্রতারক। তাদের স্বীকৃতির খুব প্রয়োজন। তারা একগুঁয়ে, কৌশলী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তারা বুদ্ধিমান, ধূর্ত এবং কৌশলীও। এগুলি সবই সাফল্যের চাবিকাঠি। কিছু বিখ্যাত নার্সিসিস্ট সাইকোপ্যাথ হলেনঃ নেপোলিয়ন, হিটলার, স্ট্যালিন, মুসোলিনি, পোল পট, মাও, সাদ্দাম হোসেন, ইদি আমিন, জিম জোন্স, ডেভিড কোরেশ, শোকো আসাহারা এবং চার্লস ম্যানসন।

নার্সিসিস্ট আবেগগতভাবে বিপর্যস্ত। সে ক্ষমতায় বৈধতা খোঁজে, এবং তা অর্জনের জন্য, সে কোনও কিছুতেই থেমে থাকে না। সে বিশ্বাসযোগ্যভাবে মিথ্যা বলে, আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে এবং আত্মবিশ্বাসী দেখায়। এই মুখোশগুলি সে তার নিরাপত্তাহীনতা এবং অভ্যন্তরীণ ভয় লুকানোর জন্য পরে। সে ভান করে যে সে তোমার জন্য উদ্বিগ্ন এবং তোমাকে ভালোবাসে, যখন বাস্তবে সে তোমাকে একটি ঘুঁটির মতো ব্যবহার করে এবং যখন আর থাকে না তখন তোমাকে ত্যাগ করে।

প্রয়োজন। এমনকি তোমার জীবনও তার কাছে কোন মূল্য রাখে না। তার স্বার্থ যখন তাদের উপর চাপিয়ে দেয়, তখন সে যাদেরকে ভালোবাসে বলে দাবি করে তাদের সে ত্যাগ করবে। আসুন আমরা কয়েকজন নার্সিসিস্টকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখে নিই এবং তাদের মুহাম্মদের সাথে তুলনা করি। এই তুলনা মুসলিমদের আচরণ এবং ইসলামের প্রতি তাদের অন্ধ ভক্তিও ব্যাখ্যা করবে।

জিম জোন্স

জিম জোন্স সাধারণ ভদ্রলোকদের বোঝাতেন যে তিনিই মশীহ (সকল কিছুর সমাজতন্ত্রের)। তিনি তাদের পরিবার ছেড়ে জঙ্গালের মাঝখানে তার "মদিনায়" তার সাথে যেতে রাজি করান। তিনি গায়ানা সরকারকে বিনামুল্যে ৩০০ একর জমি দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন। তিনি তার অনুসারীদের বোঝাতেন যে তারা তাকে তাদের স্ত্রীদের সাথে ঘুমাতে দেবে। তিনি তার লোকদের বন্দুক বহন করতে এবং ভিন্নমত পোষণকারী যে কাউকে হত্যা করতে উৎসাহিত করেছিলেন। এই লোকেরা তার প্রতি তাদের বিশ্বাসে এতটাই অন্ধ হয়ে পড়েছিল যে তারা একজন সিনেটর এবং তার দেহরক্ষীদের গুলি করে হত্যা করেছিল। তারপর জিম জোন্স তার অনুসারীদের কোনও প্রতিরোধ ছাড়াই সায়ানাইড পান করতে এবং গণহত্যা করতে রাজি করান। ৯০০ জনেরও বেশি মানুষ স্বেচ্ছায় তার কথা মেনে চলেন এবং মারা যান। আত্মহত্যা করার আগে তারা তাদের সন্তানদের বিষ পান করান। আমি পরবর্তী অধ্যায়ে তার সম্পর্কে আরও কথা বলব।

ডেভিড কোরেশ

ডেভিড কোরেশ টেক্সাসের ওয়াকো শহরের বাইরে নিজের নামে নামকরণ করা একটি প্রাঙ্গণে তার অনুসারীদের একত্রিত করেছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র এবং তারা তাকে বিশ্বাস করে। তার প্রথম ঘোষণাটি দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার সেভেন্থ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চে করা হয়েছিল, যার আংশিক অংশে লেখা ছিল: "আমার সাতটি চোখ এবং সাতটি শিং। আমার নাম ঈশ্বরের বাক্য... তোমার ঈশ্বরের সাথে দেখা করার জন্য প্রস্তুত হও।"

কোরেশের ধর্মাবলম্বীর প্রাক্তন সদস্য মার্ক ব্রোল্ট লিখেছেন যে ভার্নন (ডেভিড কোরেশের আসল নাম) তার পরিচর্যার প্রথম দিকে তাকে গোপনে বলেছিলেন: "আমার কাছে এমন মহিলারা আসবে যারা আমাকে তাদের সাথে প্রেম করার জন্য অনুরোধ করবে। কল্পনা করুন; সংখ্যাহীন কুমারী।" কয়েক বছর পরে তার সাথে কমপক্ষে বিশ জন যুবতী উপস্থিত থাকবেন,

যার মধ্যে ছিল মাত্র ১৪ বছর বয়সী দুজন এবং একজন যার বয়স ছিল
১২. আল্লাহর মতো, যিনি তাঁর প্রেরিতের যৌন চাহিদার প্রতি মনোযোগী ছিলেন, দাউদের ঈশ্বরও তাঁর দৈহিক চাহিদার প্রতি ততটাই উদ্বিগ্ন ছিলেন। একজন প্রচারক হিসেবে শুরু করে, তিনি শীঘ্রই ঈশ্বরের পুত্রের পদে উন্নীত হন এবং তাঁর অনুসারীদের স্ত্রীদের কাছ থেকে যৌন দাবি করতে শুরু করেন – যেসব মহিলারা তাঁর বিশ্বাস করতেন যে তাঁর অনুমতি ছাড়াই এই অন্যান্য পুরুষদের সাথে বিবাহ করেছিলেন এবং যারা তাঁরই। "তোমরা সকলেই কেবল বোকা। তোমরাই কেবল এটাই," ডেভিড তাঁর অনুসারীদের বলেছিলেন। "তোমরা ঈশ্বরের অনুমতি ছাড়াই বিয়ে করেছ। আরও খারাপ, তোমরা আমার স্ত্রীদের সাথে বিবাহ করেছিলে। ঈশ্বর প্রথমে আমাকে তাদের দিয়েছিলেন। তাই এখন আমি তাদের ফিরিয়ে নিচ্ছি।" মার্ক ব্রোলটের মতে, এই বক্তব্য শুনে সকলেই হতবাক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারা কোনও প্রতিক্রিয়া দেখায়নি, অন্যদিকে কোরেশ বারবার বলতে থাকে: "তাহলে স্কট; তুমি আর বিবাহিত নও জেনে কেমন লাগছে?" ব্রোলটের মতে, ১৯৮৯ সালে ডেভিড "অন্য পুরুষদের স্ত্রীদের সাথে যৌন সম্পর্ক শুরু করেছিলেন... এবং মহিলাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তারা যখন তাদের চক্রের উর্বর অংশে পৌঁছেছে তখন তাকে জানাতে যাতে তারা গর্ভধারণের সম্ভাবনা সর্বাধিক করে তোলে।" পুরুষদের মতে, তিনি তাদের জানিয়েছিলেন যে "রাজা শলোমনের বিছানা রক্ষা করা তাদের কাজ।" তিনি কেবল তাদের স্ত্রীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেননি এবং গর্ভধারণও করেননি – যাদের ২০ টিরও বেশি সন্তান ছিল – বরং তাদের সন্তানদের সাথেও যৌন সম্পর্ক স্থাপন শুরু করেছিলেন। "যেকোনো কারণেই শিশুদের মারধর করা হত; ষোল ঘন্টা বাইবেল অধ্যয়নের সময় কান্নাকাটি করা, দাউদের কোলে বসতে অস্বীকৃতি জানানো, অথবা নবীর ইচ্ছা অমান্য করার সাহস করা... কিছু মহিলা ভেবেছিলেন যে ঈশ্বরের পুত্রের প্রেমিককে খুশি করার সর্বোত্তম উপায় হল শাসন করার সময় বিশেষভাবে কঠোর হওয়া। কিন্তু কখনও কখনও প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষে শিশুদের মারধর করা সহজ ছিল না। তারা শিশুটির নিতম্বে এমন কোনও জায়গা খুঁজে পেত না যা কালো এবং নীল বা রক্তপাতহীন ছিল না।" মহিলাদের মাঝে মাঝে একই আচরণ করা হত। ২৯ বছর বয়সী একজন মহিলা যিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছেন, তাকে তাদের সম্পত্তির একটি ছোট কুটিরে বন্দী করা হয়েছিল। তাকে মারধর করা হয়েছিল এবং তার রক্ষীরা বারবার ধর্ষণ করেছিল।[332]

মুহাম্মদের মতো, কোরেশও ছিলেন ধ্বংসের একজন নবী। তার অনুসারীরা নিজেদের সশস্ত্র করে। পুলিশ যখন অভিযান চালায়, তখন তারা চারজন এটিএফ এজেন্টকে গুলি করে হত্যা করে এবং কম্পাউন্ডে বুবি-ট্র্যাপ করে।

আত্মসমর্পণের পরিবর্তে, নিজেদের এবং তাদের পরিবারের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে নব্বই জন মানুষ মারা যায়।

এই গল্পটি অবিশ্বাস্য। কেউ কীভাবে নিজেকে এতটা বোকা বানাতে পারে? আলবার্ট আইনস্টাইন যখন বলেছিলেন, "দুটি জিনিস অসীম: মহাবিশ্ব এবং মানুষের বোকামি; এবং আমি মহাবিশ্ব সম্পর্কে নিশ্চিত নই," তখন তিনি রসিকতা করছিলেন না।

সৌর মন্দিরের ক্রম:

এই সর্বনাশকারী সম্প্রদায় তিনটি অদ্ভুত গণ-আত্মহত্যার আচার-অনুষ্ঠানে ৭৪ জনকে হত্যা করেছিল। এই সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ সদস্যই ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত এবং ধনী ব্যক্তি, আবু বকর, ওমর, আলী এবং মুহাম্মদের অন্যান্য সাহাবীদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান।

এই সম্প্রদায় সূর্যকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিত। তাদের অগ্নিগর্ভ ধর্মীয় হত্যা-আত্মহত্যা ছিল সম্প্রদায়ের সদস্যদের "সিরিয়াস" নক্ষত্রে এক নতুন জগতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ভ্রমণে সহায়তা করার জন্য, কিছু শিশু সহ বেশ কয়েকজনকে মাথায় গুলি করা হয়েছিল, কালো প্লাস্টিকের ব্যাগ দিয়ে শ্বাসরোধ করা হয়েছিল এবং/অথবা বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল।

এই দলের দুই পরিচিত নেতা ছিলেন বেলজিয়ান হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার লুক জুরেট এবং ধনী ব্যবসায়ী জোসেফ ডি ম্যামব্রো। তারা ছিলেন এই সম্প্রদায়ের মুহাম্মদ এবং আবু বকর। তবে, তারা নিজেদের উন্মাদনায় এতটাই বিশ্বাস করতেন যে তাদের অনুসারীদের সাথে তারাও আত্মহত্যা করেছিলেন। এটি এমন কিছু যা মুহাম্মদ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। মুহাম্মদ কখনও নিজের জীবনকে ক্ষতির মুখে ফেলতেন না। তিনি সর্বদা নিজেকে দেহরক্ষী দিয়ে ঘিরে রাখতেন এবং কখনও শত্রুর মুখোমুখি হতেন না।

তাদের মৃত্যুর পর দেওয়া একটি চিঠিতে, জুরেট এবং ডি ম্যামব্রো লিখেছিলেন যে তারা "এই পৃথিবী ত্যাগ করছেন*ßএবং সত্য ও মুক্তির এক নতুন মাত্রা, এই পৃথিবীর ভণ্ডামি থেকে অনেক দূরে।*”[333] ধর্মাবলম্বীদের মৃত্যুর প্রতি একটা মোহ আছে। এটা শোনাচ্ছে

মুহাম্মদ যা প্রচার করতেন তার সাথে আমি অদ্ভুতভাবে পরিচিত, তবে মুহাম্মদ এই পৃথিবী এবং এর লোভনীয় আনন্দের প্রতি বেশি আসক্ত ছিলেন। তার এটি ত্যাগ করার কোনও ইচ্ছা ছিল না। তিনি শাহাদাতের প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু তা ছিল অন্যদের জন্য। তিনি আত্মহত্যার পক্ষে ছিলেন না। পরিবর্তে, তিনি তার অনুসারীদের জিহাদ করতে, হত্যা করতে এবং নির্দ্বিধায় মরতে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি তাদের জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে বেশি ভালোবাসতে, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের" জন্য লুটপাট করতে এবং লুণ্ঠন করতে, নারী এবং দাসদের আনতে বলেছিলেন। তিনি অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের তুলনায় আরও বাস্তববাদী, আরও পার্থিব ছিলেন এবং তাই আরও আন্তরিক ছিলেন।

স্বর্গের দরজা

১৯৯৭ সালের ২৬শে মার্চ, "স্বর্গের দ্বার" নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের ৩৯ জন সদস্য "তাদের পাত্র ছেড়ে" "হেল–বপ ধূমকেতুর লেজে লুকিয়ে থাকা" একটি সঙ্গী জাহাজে ওঠার সিদ্ধান্ত নেয়।

পৃথিবীতে তাদের শেষ খাবার উদযাপনের পর তিন দিনের মধ্যে স্বর্গের দ্বারপ্রান্তের লোকেরা তিন শিফটে মারা গিয়েছিল। একদল ধর্মযাজক যখন বিষ খেয়ে ফেলত, তখন ফেনোবারবিটালের মারাত্মক ডোজ পুডিং এবং/অথবা আপেল সসের সাথে মিশিয়ে ভদকার একটি শট দিয়ে তাদের ধাওয়া করত, তখন তারা শুয়ে পড়ত এবং অন্য ধর্মযাজকরা মৃত্যুকে দ্রুত করার জন্য তাদের মাথায় প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করত। তারপর ধর্মযাজকরা প্রতিটি দফা হত্যার পরে পরিষ্কার করত। শেষ দুজন আত্মহত্যা করার আগে, তারা ভাড়া করা প্রাসাদটি নিখুঁতভাবে রেখে আবর্জনা বের করত। মৃত্যুর পরেও সাহায্য করার জন্য, সমস্ত মৃতদেহের কোনও না কোনও পরিচয় ছিল। অদ্ভুতভাবে, তাদের পকেটে পাঁচ ডলারের বিল এবং পকেটের টাকা এবং ছোট স্যুটকেসগুলি তাদের খাট এবং বিছানার নীচে সুন্দরভাবে আটকে রাখা হত। মুসলিম আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরা যেমন তাদের দেহ কামিয়ে ফেলে এবং কেউ কেউ এমনকি তাদের লিঙ্গ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মুড়ে রাখে, ধারণা করা হয় বোমার বিস্ফোরণ থেকে অক্ষত রাখার জন্য, স্বর্গের দ্বারপ্রান্তের লোকেরা অবশ্যই ভেবেছিল যে তারা তাদের স্বর্গীয় যাত্রায় তাদের দেহ এবং স্যুটকেসগুলি সাথে করে নিয়ে যাবে।

চার্লস ম্যানসন

ষাটের দশকের শেষের দিকের এই কুখ্যাত মনোরোগীর এক পর্যায়ে তার অনুসারীদের মধ্যে প্রায় ১০০ জন যুবক–যুবতী ছিল (প্রায় একই সংখ্যক অনুসারী মুহাম্মদ মক্কায় জড়ো হয়েছিলেন এবং কিছুটা একই ধরণের ছিলেন), যা "পরিবার" নামে পরিচিত ছিল। তাকে তাদের মশীহ হিসেবে দেখা হত। তিনি এই বিদ্রোহী বাচ্চাদের বিশ্বাস করাতেন যে সভ্যতা একটি বর্ণগত যুদ্ধের মাধ্যমে শেষ হতে চলেছে যেখানে কৃষ্ণাঙ্গারা শ্বেতাঙ্গাদের সাথে লড়াই করবে এবং জিতবে, কিন্তু যেহেতু তারা পৃথিবী কীভাবে চালাতে হয় তা জানে না, তাই তারা সাহায্যের জন্য তার কাছে আসবে এবং সে এবং তার অনুসারীরা বিশ্ব শাসন করবে। তিনি তার ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে তার অনুসারীরা তার বিচক্ষণতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। তারা পতিতাবৃত্তি, চুরি এবং হত্যা সহ তিনি তাদের যা করতে বলেছিলেন তা সবই করেছিলেন। এটি মুহাম্মদ তার অনুসারীদের যা করতে বলেছিলেন তার বিপরীত নয়। তিনি তাদের লুটপাট, লুটপাট এবং ধর্ষণ করতে উৎসাহিত করেছিলেন এবং তারা তা করেছিল।

১৯৬৯ সালে যখন প্রতিশ্রুত বর্ণবাদী যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, তখন ম্যানসন ভেবেছিলেন যে তার নিজেরাই এটি শুরু করা উচিত। তিনি তার অনুসারীদের ধনী ব্যক্তিদের বাড়িতে এলোমেলোভাবে প্রবেশ করতে, তাদের হত্যা করতে এবং এটিকে কৃষ্ণাঙ্গাদের দ্বারা করা হয়েছে এমনভাবে দেখানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার তরুণ অনুসারীরা ঠিক যা আদেশ করেছিলেন তাই করেছিলেন। তারা তাকে খুশি করতে আগ্রহী ছিল এবং তার আদেশ পালন করার জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করেছিল। তারা বিশ্বাস করেছিল যে ম্যানসনের বিশেষ ঐশ্বরিক ক্ষমতা রয়েছে এবং তিনি লুকানো জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন।

ম্যানসনের অনুসারীদের উপর তার প্রভাব এতটাই ছিল যে ১৯৭৫ সালে, লিনেট ফ্রোম, তার "মেয়েদের" একজন, যাকে স্কুইকি নামে পরিচিত, রাষ্ট্রপতি জেরাল্ড ফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা করে এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। "তিনি খুব মেধাবী, একজন বুদ্ধিমতী, মনোরম মহিলা," ফ্রোমের আইনজীবী তার সম্পর্কে বলেছিলেন। "তিনি পাগল ছাড়া আর কিছুই নন। যখন আপনি তার সাথে কথা বলেন, ম্যানসনের কথা না বলা পর্যন্ত সবকিছু ঠিক থাকে।" সকল ধর্মপ্রচারকদের ক্ষেত্রে এটি বলা যেতে পারে। তারা স্বাভাবিক, বুদ্ধিমান মানুষ, যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্মপ্রচারক নেতার কথা বলেন। মুসলিমরা সাধারণত সৎ মানুষ, যতক্ষণ না আপনি মুহাম্মদের কথা বলেন। তারপর হঠাৎ করে, তাদের মাথায় রক্ত বইতে থাকে, উন্মাদনা তাদের গ্রাস করে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ খুনি হয়ে ওঠে।

আর বর্বর। কাল্টিস্টরা সবাই একই রকম। তারা তাদের উন্মাদনা একজন সাইকোপ্যাথ নার্সিসিস্ট নেতার কাছ থেকে পেয়েছে।

ম্যানসনের আরেক মেয়ে, স্যান্ড্রা গুড, ১৯৭৬ সালে ডাকযোগে মৃত্যুর হুমকি পাঠানোর জন্য দোষী সাব্যস্ত হন এবং দশ বছর জেল খাটেন। মুক্তির পর, তিনি করকোরান কারাগারের কাছাকাছি একটি এলাকায় চলে যান, যেখানে ম্যানসনকে বন্দী করা হয় এবং ২০০১ সাল পর্যন্ত তার ওয়েবসাইটটি পরিচালনা করেন। এটাই মগজ ধোলাইয়ের শক্তি। ফ্রোমের হত্যার চেষ্টার প্রায় এক সপ্তাহ পরে সিবিসি রেডিওতে স্যান্ড্রা গুডের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, "সারা বিশ্বের মানুষ খুন হতে চলেছে। এটি কেবল শুরু। এটি কেবল অনেক হত্যাকাণ্ডের শুরু।" যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি কীভাবে সেই গাছগুলি সম্পর্কে কথা বলতে পারেন যা তিনি রক্ষা করতে চান যখন তিনি পুরুষদের সম্পর্কে চিন্তা করেন না? গুড উত্তর দিয়েছিলেন: "যারা জীবনকে হত্যা করে, যারা বীণার সীলকে হত্যা করে, যারা গাছকে হত্যা করে, যারা সমুদ্র, নদী এবং জীবনকে বিষাক্ত করে তোলে তারা আমাদের সকলকে হত্যা করছে।"[334]

ধর্মাবলম্বীরা তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে ন্যায্যতা দেয়। ইসলামী সন্ত্রাসবাদকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য মুসলমানরা যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, এটিই। তারা প্রথমে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে একটি খলনায়ক তৈরি করে, যারা মুসলিম শিশুদের হত্যার অভিযোগ করে এবং তারপর সেই মিথ্যার উপর ভিত্তি করে তারা তাদের নিজেদের জঘন্য অপরাধকে ন্যায্যতা দেয়। আমরা কতবার "সম্মানিত" এবং বিশিষ্ট মুসলিমদের টিভিতে বলতে শুনেছি, "আমরা সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করি কিন্তু (হ্যাঁ, সবসময়ই একটি কিন্তু থাকে) এটি ইসরায়েল, আমেরিকা, পশ্চিমা ইত্যাদি মুসলিমদের সাথে যা করছে তার প্রতিক্রিয়া?"

ম্যানসন এখনও প্রচুর পরিমাণে ডাক পান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারা ব্যবস্থার অন্য যেকোনো বন্দীর চেয়ে বেশি, যার বেশিরভাগই "পরিবার"–এ যোগ দিতে ইচ্ছুক তরুণদের কাছ থেকে। এটি কি ব্যাখ্যা করতে পারে কেন ইসলামের ধর্ম এখনও সমৃদ্ধ হচ্ছে? বোকা মানুষ এবং দুষ্ট লোকেরা সর্বদা মন্দ মতবাদের দিকে ঝুঁকবে। যারা ইসলামকে আকর্ষণীয় মনে করে তারা হয় বোকা, নয়তো মন্দ। কোনও সুস্থ মানুষ, কোনও ভালো মানুষ কখনও ইসলামকে আকর্ষণীয় মনে করবে না।

সকল ধর্মাবলম্বীর মতো, ম্যানসনেরও একটি কারণ ছিল। তার কারণ ছিল বায়ু, গাছ, জল, প্রাণী সংরক্ষণ (ATWA)। তিনি তার কারণকে এত গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিলেন যে এটি হত্যাকে ন্যায্যতা দেয়। তিন দশকেরও বেশি সময় কারাগারে কাটানোর পর, ফ্রোম এখনও ম্যানসনের প্রতি বিশ্বস্ত: "ম্যানসন আমাকে বলেছিলেন যে তিনি আমাকে একটি প্রাকৃতিক পৃথিবী দিতে পারেন," ফ্রোম এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন। "প্রায় চল্লিশ বছর আগে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে অর্থ মানুষের জন্য ততটাই কঠোর পরিশ্রম করা উচিত যতটা মানুষ অর্থের জন্য কাজ করে। তিনি বায়ু, জল, ভূমি এবং জীবনের কথা বলছিলেন। আমি জানি না এটি কীভাবে করা যেতে পারে, তাই আমি কেবল অপেক্ষা করছি। আমি কঠোর পরিশ্রম করব এবং এমন একটি পৃথিবীর জন্য বিনিয়োগ করব কারণ এটি কেবল আমাকেই নয় বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ধারাবাহিকতাকে সমর্থন করবে।" দরিদ্র মহিলাটি এখনও একজন বিশ্বাসী। এটি মগজ ধোলাইয়ের শক্তির একটি স্পষ্ট প্রমাণ। এই কারণেই মুসলমানরা ইসলাম ত্যাগ করছে না; যদিও তারা জানে যে মুহাম্মদ একটি ঘৃণ্য এবং লজ্জাজনক জীবনযাপন করেছিলেন। বিশ্বাস একটি শক্তিশালী মাদক যা বিশ্বাসীর চিন্তাভাবনাকে ধ্বংস করে দেয়। আমেরিকান দার্শনিক এলবার্ট হাবার্ড বলেছিলেন, "প্রতিভার সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে, কিন্তু মূর্খতা এতটা প্রতিবন্ধী নয়।"

তাদের এক হত্যাকাণ্ডের সময়, ম্যানসন, তার শিকারদের বাড়ির জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে, দেয়ালে শিশুদের ছবি দেখতে পান। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন এই বাড়িটিকে রক্ষা করা উচিত, কিন্তু তারপর তিনি তার মত পরিবর্তন করেন এবং বলেন, কারণটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে শিশুরা যেন পথে না আসে।

জোসেফ কোহেন, ওরফে ইউসুফ খাত্তাব, একজন ইহুদি ব্যক্তি যিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, ইউটিউবে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, প্রতিটি ইসরায়েলিই বৈধ লক্ষ্য এবং তাদের হত্যা করা উচিত। শিশুদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেছিলেন যে তাদের হত্যা তাদের জন্য আশীর্বাদ হবে কারণ তারা পাপ করার সুযোগ পাওয়ার আগেই মারা যাবে।

শোকো আসাহারা

১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে "অম সুপ্রিম ট্রুথ" নামে একটি জাপানি সম্প্রদায় টোকিওর সাবওয়েতে মারাত্মক সারিন গ্যাস নির্গত করে।

চারজন তাৎক্ষণিকভাবে মারা যান এবং হাজার হাজার মানুষকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই বিনা প্ররোচনায় আক্রমণ জাপানিদের ধর্ম সম্পর্কে ধারণাকে গভীরভাবে বদলে দেয় এবং বিশ্বকে হতবাক করে দেয়।

পরে জানা গেল যে এটি এই সম্প্রদায়ের প্রথম সহিংস কাজ ছিল না। ১৯৮৯ সালে আউমের নেতা শোকো আসাহারা একজন আউম বিরোধী আইনজীবী, তার স্ত্রী এবং শিশুপুত্রকে অপহরণ ও হত্যার নির্দেশ দেন। টোকিও গ্যাস হামলার এক বছরেরও কম সময় আগে (১৯৯৪ সালের জুন) আউম সদস্যরা মাতসুমোতোতে সারিন গ্যাস নিক্ষেপ করে সাতজন বাসিন্দাকে হত্যা করে।

শোকো আসাহারা একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হওয়ায় তিনি অন্ধদের জন্য একটি বিশেষ স্কুলে পড়তেন। অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের মতো নয়, শৈশব থেকেই আসাহারা নিজেকে একজন মহান নেতা হিসেবে দেখতেন এবং পরে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। বিশের দশকের শেষের দিকে আসাহারা আধ্যাত্মিক হয়ে ওঠেন এবং ভারতে ঘুরে বেড়াতেন, ধারণা করা হয় হিমালয়ে জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করেছিলেন এবং পরে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। ৩৫ বছর বয়সে তিনি জাপানে ফিরে আসেন এবং ১৯৮৪ সালে "অম" নামে তার ধর্মীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

অউম হলো একটি যৌগিক বিশ্বাস ব্যবস্থা, যেখানে আসাহারার নিজস্ব যোগব্যায়ামের ব্যাখ্যা, বৌদ্ধধর্ম, খ্রিস্টধর্ম এবং এমনকি নস্ট্রাডামাসের লেখার বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৯২ সালে আসাহারা একটি বই প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি নিজেকে "খ্রিস্ট", জাপানের একমাত্র সম্পূর্ণ আলোকিত প্রভু এবং "ঈশ্বরের মেষশাবক" হিসাবে ঘোষণা করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের পাপ নিজের উপর নেওয়া। আসাহারা বলেন, তিনি তার অনুসারীদের আধ্যাত্মিক শক্তিতে স্থানান্তর করতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের পাপ এবং খারাপ কর্ম দূর করতে পারেন। তিনি ইহুদি, ফ্রিম্যাসন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী জাপানি ধর্ম দ্বারা সর্বত্র প্রচারিত অন্ধকার ষড়যন্ত্রও দেখতে পান।

অবশেষে, আসাহারা একটি ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যার মধ্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই দৃশ্যকল্পটি ফুজি পর্বতের অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বাভাস দিয়েছিল এবং পরবর্তীতে যা একটি স্ব-পরিপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে প্রমাণিত হবে – টোকিওতে গ্যাস আক্রমণ। আসাহারার চূড়ান্ত সংঘাত

একটি পারমাণবিক আর্মাগেডনের মাধ্যমে শেষ হবে। মানবতা ধ্বংস হয়ে যাবে, কেবল কিছু অভিজাত ব্যক্তি ছাড়া। আউমের লক্ষ্য ছিল কেবল "পরিত্রাণের" কথা ছড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং এই "শেষ সময়ে" বেঁচে থাকাও।

শোকো আসাহারার আর্মাগেডনের স্বপ্ন পূরণে অউমের প্রচেষ্টার ফলে বিপুল সংখ্যক লোক নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর মধ্যে প্রায়শই জাপানি বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় থেকে পেশাদারদের ধর্মান্তরিত করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। আদালতের সাক্ষ্য অনুসারে, এই অউম পেশাদারদের দক্ষতা এই সম্প্রদায়ের রাসায়নিক এবং জৈবিক অস্ত্রের বিকাশের দিকে পরিচালিত করেছিল। অউমের নতুন অস্ত্রের অনুসন্ধানের মধ্যে ১৯৯২ সালে জাইরে একটি "চিকিৎসা অভিযান" অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা ইবোলা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করার জন্য ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জৈবিক যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য সেই ভাইরাসের একটি স্ট্রেন সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। অউম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্যাস মাস্কও কিনেছিলেন কৌশলগতভাবে প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম তৈরি করার জন্য যা তার ক্রমবর্ধমান তীব্র অস্ত্রাগারের পরিপূরক।

অউমের রেডিও সম্প্রচার ক্রমশ ভয়াবহ এবং তীব্রতর হয়ে ওঠে। আসাহারা ষড়যন্ত্রের মূল হোতা হিসেবে ইহুদিদের এমনকি ব্রিটিশ রাজপরিবারকেও আক্রমণ করতে থাকেন। তিনি আমেরিকাকে "দ্য বিস্ট" হিসেবে অভিহিত করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে আমেরিকা অবশেষে জাপান আক্রমণ করবে।

অমের টোকিও গ্যাস হামলা সম্ভবত সেই স্ফুলিঙ্গ ছিল যা আশাহারার চূড়ান্ত সংঘাতের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করবে। তবে, পরে সম্প্রদায়ের সদস্যরা স্বীকার করেছেন যে এটিকে গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রত্যাশিত সরকারী পদক্ষেপ বিলম্বিত করার এবং/অথবা প্রতিরোধ করার একটি উপায় হিসাবেও দেখা হয়েছিল। এটি ছিল তাদের শক্তির একটি নৃশংস প্রদর্শন এবং এটি ব্যবহারের জন্য তাদের ইচ্ছার একটি সতর্কীকরণ। আসাহারার তার অনুসারীদের কাছে শেষ রেকর্ড করা সম্প্রচার তাদের জেগে উঠতে এবং মুক্তির জন্য তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে এবং "অনুশোচনা ছাড়াই মৃত্যুর মুখোমুখি হতে" আহ্বান জানিয়েছিল।

২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ১৩টি ফৌজদারি মামলায় কারাবন্দী ধর্মীয় নেতা শোকো আসাহারাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

আইনজীবী আপিল দায়ের করেন। আসাহারা এখনও কারাগারে আছেন এবং তার আইনজীবীরা দাবি করেন যে এই ধর্মগুরু "মানসিকভাবে অযোগ্য"। তা সত্ত্বেও, এই গুরু এখনও অনেক অনুসারীর ভক্তি অর্জন করে চলেছেন যারা জোর দিয়ে বলেন যে তিনি একজন "আধ্যাত্মিক সত্তা"।[335]

জোসেফ কোনি

জোসেফ কোনি একজন পাগল ব্যক্তি যিনি নিজেকে "আত্মার মাধ্যম" বলে দাবি করেন। তিনি লর্ডস রেজিস্ট্যান্স আর্মি (LRA) প্রতিষ্ঠা করেন, একটি গেরিলা গোষ্ঠী যা ২০০৬ সাল পর্যন্ত উগান্ডায় একটি ধর্মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সহিংস অভিযানে লিপ্ত ছিল, যার অভিযোগ দশটি আদেশের উপর ভিত্তি করে। তিনি ১৯৮৭ সাল থেকে আনুমানিক ২০,০০০ শিশুকে অপহরণ করেছিলেন এবং তাদের হত্যার যন্ত্রে পরিণত করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত শিশুদের তখন জোরপূর্বক শিক্ষাদান করা হয়েছিল, অনেকটা মাদ্রাসার মুসলিম শিশুদের মতো। সমস্ত অবিশ্বাসীদের উপর নির্মম নির্যাতন চালানো হয়েছিল।

মুহাম্মদের মতো, কোনিও বহুবিবাহবাদী ছিলেন। তিনি রবিবার খ্রিস্টানদের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন, জপমালা পাঠ করতেন এবং বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিতেন; কিন্তু শুক্রবার তিনি ইসলামিক আল-জুম্মার নামাজ পড়তেন। তিনি বড়দিন উদযাপন করতেন, তবে রমজান মাসে তিনি ৩০ দিন রোজা রাখতেন এবং শুয়োরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করতেন।

জোসেফ কোনি তার তরুণ যোদ্ধাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে বিশ্বাস এবং সঠিক প্রার্থনা পাঠের মাধ্যমে, পবিত্র আত্মা তাদের যুদ্ধে রক্ষা করবেন। তিনি যোদ্ধাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে একটি জাদুকরী শক্তি তাদের বিজয়ী করবে এবং তাদের বিশ্বাস করাতেন যে তাদের দিকে ছোড়া গুলি বাতাসে ঘুরে তাদের গুলি চালানো সৈন্যদের উপর আঘাত করবে। মুহাম্মদ তার অনুসারীদের বলেছিলেন যে ফেরেশতারা তাদের সাহায্যে আসবেন এবং বিশজন বিশ্বাসী দুইশ জনকে পরাজিত করতে পারে এবং একশ জন এক হাজার অবিশ্বাসীকে পরাজিত করতে পারে। (প্রশ্ন 8:65)। তবুও, তিনি নিজের মিথ্যায় বিশ্বাস করার মতো বোকা ছিলেন না। পরিবর্তে তিনি তার দুর্ভাগ্যবশত শিকারদের পরাস্ত করার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি, আকস্মিক আক্রমণ এবং সন্ত্রাসবাদের উপর নির্ভর করেছিলেন।

উগান্ডার সেনাবাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোনি তার ছেলেদের এক বোতল জল দিলেন। তিনি তাদের বললেন যে যদি তারা বোতলের ভেতরের জিনিসপত্র খালি করে দেয়, তাহলে একটি নদী তৈরি হবে যা শত্রু সৈন্যদের ডুবিয়ে দেবে। মুহাম্মদ শত্রুর দিকে এক মুঠো বালি ছুঁড়ে মারতেন এবং তাদের অভিশাপ দিতেন। কোনি এবং মুহাম্মদ উভয়েই পিছনে নিরাপদে থাকতেন এবং তাদের বোকা অনুসারীদের সাহসী হতে এবং মৃত্যুকে ভয় না পেতে উৎসাহিত করতেন। কোনি এবং মুহাম্মদের আরেকটি মিল হল মন্দ আত্মার প্রতি তাদের সাধারণ বিশ্বাস।

২০০৫ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC) মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য জোসেফ কোনির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির মধ্যে ছিল হত্যা, দাসত্ব, যৌন দাসত্ব, ধর্ষণ, বেসামরিক নাগরিকদের উপর নিষ্ঠুর আচরণ, ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক জনগণের উপর আক্রমণ পরিচালনা, লুণ্ঠন, ধর্ষণে প্ররোচিত করা এবং শিশুদের বিদ্রোহী বাহিনীতে জোরপূর্বক অন্তর্ভুক্ত করা। এই অভিযোগগুলির জন্যই মুহাম্মদকে অভিযুক্ত করা উচিত ছিল।

মুহাম্মদের মতো, কোনির ভিন্নমতের প্রতি খুব কম সহনশীলতা ছিল। যারাই এলআরএ-এর মতবাদের বিরোধিতা করত, অথবা যারা পালানোর চেষ্টা করত, তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত – প্রায়শই কোনির "স্পিরিট আর্মি"-তে নতুন অপহৃতদের দ্বারা নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হত।

মুহাম্মদের সাফল্যের কারণ হলো তিনি এমন এক জায়গায় এসেছিলেন যেখানে তাকে থামানোর জন্য কোনও কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না। তিনি আক্রমণ, লুটপাট এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে জয়লাভ করেছিলেন, ডাকাত হিসেবে শুরু করে অবশেষে সম্রাট হওয়ার পথে যাত্রা করেছিলেন। তিনি একজন ধর্মীয় নেতার প্রলোভনশীলতার সাথে একজন বিজেতার নির্মমতার মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন।

নার্সিসিস্টরা প্রায়শই সফল হয় কারণ তাদের মধ্যে অসাধারণ উৎসাহ এবং দৃঢ় সংকল্প থাকে। তারা ক্ষমতা এবং আধিপত্যের সন্ধানে তাদের একাকীত্ব এবং ভালোবাসার অভাবের অনুভূতি তৃপ্ত করতে চায়।

কাল্ট লিডারের যৌন ক্ষুধা

নারসিসিস্টদের সীমাহীন কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়ার কারণে, ধর্মীয় নেতারা যৌন অস্থিরতার অধিকারী হওয়ার অনুভূতি তৈরি করে যা তারা তাদের অনুসারীদের অনুমতি দেয় না। মুহাম্মদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা তাকে অন্যান্য কুখ্যাত ধর্মীয় নেতাদের দলে স্থান দেয় তা হল তার মহিলা অনুসারীদের কাছ থেকে যৌন তৃপ্তি অর্জনের জন্য তার কর্তৃত্বের অপব্যবহার করা। তার ছিল তরুণী এবং সুন্দরী মহিলাদের প্রতি ঝোঁক। একই রকম ক্ষুধাযুক্ত সমসাময়িক ধর্মীয় নেতাদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে দেওয়া হল।

► জিম জোন্স (১৯৩১–১৯৭৮) বেশ কয়েকজন মহিলার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন এবং কিছু মহিলার সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন।

► ডেভিড কোরেশ (১৯৫৯–১৯৯৩) তাঁর অনুসারীদের যৌন কার্যকলাপ সীমিত করেছিলেন, এবং বারো বছরের কম বয়সী স্ত্রীদের বিয়ে করেছিলেন কারণ পুরাতন নিয়মের সময়ে বয়ঃসন্ধি বিবাহের জন্য একটি স্বীকৃত বয়স ছিল।

► চার্লস ম্যানসন (১৯৩৪–) তার অনেক মহিলা অনুসারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তাদের মধ্যে তিনজনের মাধ্যমে তিনি সন্তানের জন্ম দেন।

► রায়েল (১৯৪৬–) রায়েলবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং শত শত নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, “...প্রতিদিন একজন নতুন নারী, সবাই সুন্দরী তরুণী ভক্ত যারা তাকে এক ধরণের দেবতা মনে করত।” তার ১৫ বছর বয়সী প্রাক্তন স্ত্রী বলেন, “...বছরের পর বছর ধরে আমি ভাবতে শুরু করি যে পুরো রায়েলীয় আন্দোলনটি আরও যৌনতা অর্জনের একটি কৌশল।[336]

► ভগবান শ্রী রজনীশ (১৯৩১–১৯৯০) যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন তার কিছু মহিলা অনুসারীর সাথে সম্পর্ক।[337] টিম গেস্টের মতে, যার মা ৪ বছর বয়সে এই ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছিলেন, ওশো আন্দোলনের নেতারা প্রায়শই চৌদ্দ এবং পনের বছর বয়সী মেয়েদের যৌন সম্পর্কে লিপ্ত করতেন।[338]

► সত্য সাই বাবা (১৯২৬–) Salon.com এর মতে, “... তাদের প্রাক্তন গুরুকে যৌন হয়রানিকারী বলে নিন্দা করে এমন প্রাক্তন ভক্তদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, ... এমনকি একজন শিশু যৌনকর্মীও তার অনুসারীদের মধ্যে কোনও ঘাটতি তৈরি করতে পারেনি।” পৃথিবী বোকা মানুষে পরিপূর্ণ।

► কেনজা কমিউনিকেশনের কেনেথ ইমানুয়েল ডায়ারস (১৯২২–২০০৭) এর বিরুদ্ধে শিশু যৌন নির্যাতনের একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছিল। এছাড়াও, গ্রুপের মধ্যে মহিলাদের সাথে সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অভিযোগ ছিল। এই অভিযোগের মধ্যেই তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

►

যত কঠিন, তত ভালো

মুসলমানরা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে: যদি মুহাম্মদ এতই মিথ্যাবাদী হতেন, তাহলে কেন তিনি এত কঠিন ধর্ম তৈরি করতেন, যেখানে এত বিধিনিষেধ ছিল? যদি তিনি কেবল অনুসারী পেতেন, তাহলে কেন তিনি তাঁর ধর্মকে সহজ করে তোলেননি? আসলে, ইসলাম পালন করা সবচেয়ে কঠিন ধর্মগুলির মধ্যে একটি। এটি খুবই কঠোর, অনেক নিষেধাজ্ঞা, আচার-অনুষ্ঠান এবং বাধ্যবাধকতা সহ। কোন ধর্ম অনুসরণে অসুবিধা কি এটি সত্যের ইঙ্গিত দেয় না?

বিশ্বাসের একটি মৌলিক স্বতঃসিদ্ধ ধারণা হল এমন একটি মতবাদ যার মধ্যে একটি বিরোধিতাও রয়েছে, যা নিম্নরূপ বলা যেতে পারে: একটি মতবাদ অনুসরণ করা যত কঠিন হয়, ততই এটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এটি আমাদের মানসিকতার একটি অংশ যে আমরা যে জিনিসগুলির জন্য কঠোর পরিশ্রম করি তার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ থাকি। অন্যদিকে, আমরা সহজে বা অবাধে প্রাপ্ত জিনিসগুলিকে কম মূল্য দিই এবং কম গুরুত্ব দিই। সম্প্রদায়গুলি কষ্টের প্রশংসা করে এবং সহজ জীবনকে ঘৃণা করে। ঠিক এই কষ্টই তাদের আকর্ষণীয় করে তোলে।

সকল ধর্ম অনুসরণ করা কঠিন। ওয়ারেন জে'স, মরমন বহুবিবাহবাদী ধর্মাবলম্বীরা, যা ল্যাটার ডে সেন্টস, এফএলডিএস-এর মৌলবাদী ধর্মাবলম্বী ধর্মাবলম্বী ধর্মাবলম্বী ধর্মাবলম্বী ধর্মাবলম্বীরা তার জন্য বিনামূল্যে কাজ করতেন অথবা তাদের সমস্ত উপার্জন তাকেই দিতেন। তিনি প্রতি মাসে দুই মিলিয়ন ডলারেরও বেশি আয় করতেন, অন্যদিকে তার অনুসারীরা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কল্যাণের উপর নির্ভর করতেন। জে'স-এর তার অনুসারীদের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। তিনি তাদের টিভি দেখা, রেডিও বা অন্য কোনও সঙ্গীত শোনা নিষিদ্ধ করেছিলেন, কেবল তার নিজস্ব গান ছাড়া। তিনি তাদের থাকার জন্য ঘর বরাদ্দ করেছিলেন এবং তাদের বলেছিলেন যে তারা অবিশ্বাসীদের সাথে মেলামেশা না করুক। তিনি তাদের জন্য তাদের স্ত্রী বেছে নিতেন, এবং যদি তিনি কারও প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তাহলে তিনি সেই ব্যক্তির স্ত্রীদের তাকে ছেড়ে চলে যেতে আদেশ দিতেন এবং তারা তা মেনে চলতেন। ধর্মাবলম্বীদের জন্য সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং মহান ত্যাগ দাবি করা হয়।

ধর্ম পালন করা সহজ নয়। সদস্যদের প্রায়শই তাদের পার্থিব সম্পদ নেতার হাতে তুলে দিতে এবং চলে যেতে বলা হয়।

তাদের চাকরি, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের পিছনে ফেলে রাখা হয়। তাদের কাছ থেকে কঠোর জীবনযাপন করার আশা করা হয় এবং কখনও কখনও যৌনতা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়। ইতিমধ্যে, ধর্মগুরুটির সবকিছুই আছে। ডেভিড কোরেশ তার অনুসারীদের স্ত্রীদের সাথে ঘুমাতেন এবং তাদের জন্য ব্রহ্মচর্য পালনের নির্দেশ দিতেন। সমস্ত ধর্মগুরু তাদের অবাধ্যদের কঠোর শাস্তি দিতেন। এই নির্যাতন এবং কষ্ট সত্ত্বেও, সদস্যদের জন্য সবচেয়ে খারাপ শাস্তি হল ধর্মত্যাগ। ধর্মত্যাগের পর কিছু ধর্মগুরু আত্মহত্যা করে।

ধর্মগুরুরা অবাধ্য সদস্যদের বহিষ্কার করে। মানুষ তাদের সাথে থাকতে চায়। বহিষ্কৃত হলে তারা আত্মসমর্পণ করবে, বিশেষ করে যখন তারা বাইরের বিশ্বের সাথে তাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে। এই কৌশলটি কেবল বিশ্বাসীদের আটকে রাখার জন্যই নয়, বরং ধর্মগুরুদের সদস্যপদ সম্প্রসারণের জন্যও ব্যবহৃত হয়। যেখানেই মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা তাদের মধ্যে সংখ্যালঘুদের বিচ্ছিন্ন করে, হয়রানি করে এবং ধর্মান্তরিত করে তাদের ধর্মান্তরে বাধ্য করে।

পাকিস্তানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ক্রমাগত ভয়ের মধ্যে বাস করে। যে কেউ তাদের উপর ধর্ম অবমাননার অভিযোগ আনতে পারে এবং দোষী হোক বা না হোক, তাদের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। হতভাগ্য অভিযুক্তরা প্রায় কখনও জীবিত কারাগার থেকে বের হতে পারে না। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের আলাদা করা হয়, সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং নীচু মানের চাকরি দেওয়া হয়। এই নিপীড়ন থেকে মুক্তির একটি উপায় আছে এবং তা হল ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়া। ফলস্বরূপ, প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে দুই ডজন পাকিস্তানি খ্রিস্টান একটি শপথ নিয়ে এবং একটি সবুজ এবং সাদা দলিলে স্বাক্ষর করে ইসলাম গ্রহণ করে যেখানে তারা ইসলামকে "সবচেয়ে সুন্দর ধর্ম" হিসাবে গ্রহণ করে এবং "আমার বাকি জীবন ইসলাম ধর্মে থাকার" প্রতিশ্রুতি দেয়, স্বীকার করে যে আশীর্বাদ কেবল আল্লাহর কাছ থেকে আসে।"[339]

ধর্মানুষ্ঠান ত্যাগ দাবি করে। ত্যাগের মাধ্যমে বিশ্বাসীরা তাদের বিশ্বাস এবং আনুগত্য প্রমাণ করে। ধর্মানুষ্ঠানকারী বিশ্বাস করতে পরিচালিত হয় যে তিনি ত্যাগের মাধ্যমে ঈশ্বর এবং/অথবা গুরুর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন। যে কোনও কিছুর জন্য যত বেশি ত্যাগ স্বীকার করে, সে তত বেশি মূল্য দেয়। যখন আপনার চিরন্তন মুক্তি ঝুঁকির মুখে থাকে, তখন কোনও ত্যাগই বড় নয়। মুহাম্মদ স্বর্গীয় এক স্তম্ভ, স্বর্গীয় স্তম্ভে অনন্ত জীবন দান করেছিলেন।

বেশ্যা এবং ৮০ জন পুরুষের যৌন শক্তি, যারা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে। পুরস্কার বৃদ্ধির সাথে সাথে, ত্যাগও আনুপাতিকভাবে বড় হতে হবে। তাঁর অনুসারীদের আরও কিছু করার জন্য উৎসাহিত করার জন্য তিনি বলেছিলেন:

> *যারা (ঘরে) বসে থাকে এবং কোন কষ্ট পায় না, এবং যারা জিহাদ করে এবংδযারা তাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন যারা সংগ্রাম করে এবংδযারা (ঘরে) বসে থাকে তাদের চেয়ে তাদের মাল ও জানমালের সাথে ght। আল্লাহ সকলের সাথেই (ঈমানের সাথে) কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু যারা জিহাদ করে এবংδতিনি (ঘরে) বসে থাকা লোকদের উপর বিশেষ পুরস্কারের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (সূরা ৪:৯৫)*

অন্য কথায়, যদি তুমি বিশ্বাস করো, তাহলে তোমাকে পুরস্কৃত করা হবে, কিন্তু তোমার পুরস্কার তাদের পুরস্কারের সমান হবে না যারা জিহাদ করে, তাদের সম্পদ এবং জীবন উৎসর্গ করে এবং শহীদ হয়। এই আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তির কাছে মানুষের জীবন আসলেই কোন গুরুত্ব বহন করে না। সে তাদের সকল ধরণের ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যা তারা তাদের মৃতদের পরে পাবে, যদি তারা তাকে এই পৃথিবীতে শক্তিশালী এবং ধনী করে তোলে।

একটি সম্প্রদায় যত বেশি বিপজ্জনক, তার প্রয়োজনীয়তা তত বেশি কঠোর। কিছু সম্প্রদায় আপনাকে পূর্ণ সদস্য হিসেবেও গ্রহণ করবে না যতক্ষণ না আপনি বিশাল ত্যাগ স্বীকার করে আপনার আনুগত্য প্রমাণ করেন। মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে ত্যাগ অপরিহার্য এবং ঈমানের অংশ। সম্প্রদায়ের জন্য ব্যয় করা বা নেতার কাছে নিজের সম্পদ সমর্পণ করা, ঈমান এবং অঙ্গীকারের লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

কাল্ট নেতারা হলেন দক্ষ কৌশলী। তারা মানুষকে তাদের জন্য কঠোর কাজ করতে দেখতে ভালোবাসে, যাতে তারা ক্ষমতা অনুভব করতে পারে এবং তাদের নিজস্ব সর্বশক্তিমানতার স্বাদ নিতে পারে। তারা তাদের অনুসারীদের দাসত্ব এবং ত্যাগ পর্যবেক্ষণ করে তাদের আত্মকেন্দ্রিক সরবরাহ পায়। তাদের কুয়াশাচ্ছন্ন বিশ্বাসীরা তাদের অনুমোদন পেতে হত্যা, হত্যা এবং তাদের জীবন দেওয়ার মতো যেকোনো কিছু করতে পারে। এই দাসত্বপূর্ণ মনোভাব নেতার আত্মকেন্দ্রিক আকাঙ্ক্ষাকে পুষ্ট করে

আধিপত্য এবং নিয়ন্ত্রণ। তারা ক্ষমতা উপভোগ করে। তাদের অনুসারীরা, তাদের একগুঁয়েমিকে তাদের উদ্দেশ্যের সত্যের সাথে ভুল করে।

সাধারণত, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান কঠোরভাবে পালন করা হয়। এই আচার-অনুষ্ঠানগুলো সাবধানতার সাথে পালন করার মাধ্যমে, অনুসারীরা বিশ্বাস করে যে তারা মুক্তি পাবে। তারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। যখন তারা ব্যর্থ হয় তখন তারা অপরাধবোধ করে। এই অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানগুলো পালন করা হয়, ধারণা করা হয় ঈশ্বরকে খুশি করার জন্য অথবা জ্ঞানার্জনের জন্য। তবে, আসল উদ্দেশ্য হল এগুলোকে বেঁধে রাখা এবং তাদের শিকলের উপর রাখা। শিকল যত ছোট হবে, তত ভালোভাবে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। বাস্তবে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ঈশ্বর বা আধ্যাত্মিকতার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এগুলো শুধুমাত্র নার্সিসিস্টকে সর্বোচ্চ শক্তি দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

তারপর কুকুর, শূকর, প্রস্রাব এবং কাফির (অমুসলিম) এর মতো "অপবিত্র" জিনিসের একটি সম্পূর্ণ তালিকা রয়েছে যা বিশ্বাসীদের এড়িয়ে চলা উচিত। বিশ্বাসীদের এই অপবিত্র জিনিসগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং প্রতিবার যখনই তাদের সংস্পর্শে আসবে তখন ধুয়ে ফেলতে হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে, আরও বিধিনিষেধ রয়েছে। সম্ভবত এই কারণেই ইসলামে ধর্মান্তরিতদের বেশিরভাগই মহিলা। গরমের দিনে ইসলামিক হিজাব পরে কেনাকাটা করতে যাওয়া নির্যাতনের চেয়ে কম কিছু নয়। এই সমস্ত অগ্নিপরীক্ষা বিশ্বাসীদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা ইসলামকে আরও বেশি মূল্য দেয়। আরও বেশি আত্মসমর্পণের অর্থ আরও বেশি পুরস্কার। মহিলাদের বাধ্য, বিনয়ী এবং শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। তাদের ভয় দেখানো হবে, অপমান করা হবে, মারধর করা হবে, এমনকি হত্যা করা হবে, এমনকি খুব কম আইনি সুরক্ষাও দেওয়া হবে। ইসলাম তার বিশ্বাসীদের কাছে মূল্যবান, কারণ এটি কঠিন।

এই ঘটনার মনোবিজ্ঞান ওশেরো ব্যাখ্যা করেছেন:[340] "উদাহরণস্বরূপ, সম্ভাব্য সদস্যের পিপলস টেম্পলে প্রাথমিক পরিদর্শন বিবেচনা করুন। যখন কোনও ব্যক্তি কোনও দলে প্রবেশের জন্য কঠোর দীক্ষা গ্রহণ করেন, তখন তিনি সেই দলটিকে আরও আকর্ষণীয় হিসাবে বিচার করতে পারেন, যাতে তিনি নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করতে পারেন বা যন্ত্রণা সহ্য করতে পারেন।" অ্যারনসন এবং মিলস[341] দেখা গেছে যে, যেসব শিক্ষার্থী আলোচনা গোষ্ঠীতে অংশগ্রহণের অনুমতি পাওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে অধিকতর বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, তারা তাদের আলোচনা (যা আসলে বেশ বিরক্তিকর ছিল) উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি আকর্ষণীয় বলে মূল্যায়ন করেছে।

ভর্তির জন্য যারা খুব কম বা কোনও বিব্রতকর অভিজ্ঞতা ভোগ করেনি, তাদের তুলনায় এই অভিজ্ঞতা তাদের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিছু পরিস্থিতিতে লক্ষ্য সম্পর্কে তাদের ধারণা বাড়িয়ে কেবল অভিজ্ঞতা অর্জনের ন্যায্যতা প্রমাণ করার প্রবণতাই নেই। কষ্টের অভিজ্ঞতা অর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া একজন ব্যক্তির অস্বস্তি বা ব্যথা সম্পর্কে তার উপলব্ধির উপর এতটাই প্রভাব ফেলতে পারে যে, সে কী অনুভব করেছে তা তার ধারণার উপরও প্রভাব ফেলতে পারে। জিম্বার্দো[342] এবং তার সহকর্মীরা দেখিয়েছেন যে যখন বিষয়গুলি স্বেচ্ছায় বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার জন্য একটি পদ্ধতির জন্য প্রস্তুত হয়, তখন যারা মনে করে যে তাদের এই বিষয়ে আরও পছন্দ আছে তারা শক থেকে কম ব্যথা অনুভব করেছে বলে জানিয়েছে। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, যারা বেশি অসঙ্গাতি অনুভব করেছেন, ব্যথা সহ্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তাদের বাহ্যিক যুক্তি খুব কম ছিল, তারা এটিকে কম তীব্র বলে বর্ণনা করেছেন। এটি তাদের ছাপ এবং মৌখিক প্রতিবেদনের বাইরেও বিস্তৃত ছিল; কোনও কাজে তাদের কর্মক্ষমতা কম বাধাগ্রস্ত হয়েছিল, এবং তারা গ্যালভানিক ত্বকের প্রতিক্রিয়া পরিমাপকারী একটি শারীরবৃত্তীয় যন্ত্রে কিছুটা কম রিডিং রেকর্ড করেছিলেন। এইভাবে অসঙ্গাতি–হ্রাস প্রক্রিয়াটি দ্বিমুখী হতে পারে: সঠিক নির্দেশনায়, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় একটি গুরুতর দীক্ষা অনুভব করে সে কেবল এর লক্ষ্যগুলিকে আরও ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করে না, বরং উপায়গুলিকেও কম বিরূপ হিসাবে দেখতে শুরু করতে পারে: "আমরা দীর্ঘ সভাগুলিকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছি, কারণ আমাদের বলা হয়েছিল যে আত্মত্যাগের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি আসে।" (মিলস, 1979)

এই কারণেই মুসলিমরা স্বেচ্ছায় সহ্য করা নির্যাতনের জন্য কৃতজ্ঞ এবং সেগুলোকে আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচনা করে। এই সমস্ত কষ্টকে বৃহত্তর পুরস্কার অর্জনের জন্য সামান্য ত্যাগ হিসেবে দেখা হয়। এই ভক্তির একটি চরম রূপ দেখা যায় আশুরার মাসে, যখন শিয়া মুসলমানরা নিজেদের বুকে আঘাত করে, শিকল দিয়ে তাদের পিঠে আঘাত করে, এবং চাপাতি দিয়ে তাদের কপাল কেটে রক্তপাত করে। রক্তে ঢাকা, তারা এমন মিছিলে মিছিল করে যা দান্তের নরকের বর্ণনার কথা মনে করিয়ে দেয়।

কষ্ট ছাড়া কোন লাভ নেই এই বিশ্বাস আমাদের মানসিকতায় এতটাই গেঁথে আছে যে কিছু সংস্কৃতিতে মানুষ

মানুষ এমনকি তাদের নিজস্ব সন্তানদেরও বলি দিয়েছে। অতএব, একটি ধর্ম যত কঠিন, এটি তত সত্য বলে মনে হয়।

বড় মিথ্যার শক্তি

অ্যাডলফ হিটলার তার মেইভ ক্যাম্প (১৯২৫) গ্রন্থে লিখেছেন: "একটি জাতির বিশাল জনগোষ্ঠী ছোট মিথ্যার চেয়ে বড় মিথ্যার শিকার হওয়া সহজ।" হিটলার এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি মিথ্যার উপর দক্ষ ছিলেন। তিনি আরও বলেন:

> বড় মিথ্যার মধ্যে সর্বদা বিশ্বাসযোগ্যতার একটি নির্দিষ্ট শক্তি থাকে; কারণ একটি জাতির ব্যাপক জনগোষ্ঠী সচেতনভাবে বা স্বেচ্ছায় তাদের আবেগগত প্রকৃতির গভীর স্তরে সর্বদা সহজেই কলুষিত হয়; এবং তাই তাদের মনের আদিম সরলতায় তারা ছোট মিথ্যার চেয়ে বড় মিথ্যার শিকার হতে বেশি সহজে, কারণ তারা নিজেরাই প্রায়শই ছোট ছোট বিষয়ে ছোট মিথ্যা বলে কিন্তু বড় আকারের মিথ্যার আশ্রয় নিতে লজ্জা পায়। তাদের মাথায় কখনও বিশাল অসত্য তৈরি করার কথা আসবে না এবং তারা বিশ্বাস করবে না যে অন্যরা সত্যকে এত কুখ্যাতভাবে বিকৃত করার সাহস করতে পারে। যদিও এটিকে প্রমাণ করে এমন তথ্য তাদের মনে স্পষ্টভাবে আনা যেতে পারে, তবুও তারা সন্দেহ করবে এবং দ্বিধা করবে এবং ভাবতে থাকবে যে এর অন্য কোনও ব্যাখ্যা থাকতে পারে। কারণ চরম নির্লজ্জ মিথ্যা সর্বদা তার পিছনে চিহ্ন রেখে যায়, এমনকি এটিকে পেরেক দিয়ে আটকে দেওয়ার পরেও, একটি সত্য যা এই বিশ্বের সমস্ত বিশেষজ্ঞ মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যা বলার শিল্পে একসাথে ষড়যন্ত্রকারী সকলের কাছে জানা।

হিটলারের প্রতি তোমার অপছন্দ যেন এই কথাগুলোর সত্যতাকে ধামাচাপা না দেয়। যেখানে কৃতিত্ব প্রাপ্য সেখানে আমাদের কৃতিত্ব দিতে হবে। হিটলার ব্যাখ্যা করেছেন যে বড় মিথ্যার শক্তি এবং কীভাবে এটি একজন সত্যিকারের দার্শনিকের মতো লক্ষ লক্ষ লোককে বোকা বানাতে পারে।

আরেকটি ভালো উক্তি হল জর্জ অরওয়েলের, যিনি *ইওঞ্লিশ লগেজে রাজনীতির উন্মাদনা*তিনি লিখেছেন: “রাজনৈতিক ভাষা … মিথ্যাকে সত্য এবং খুনকে সম্মানজনক করে তোলার জন্য এবং বিশুদ্ধ বাতাসকে দৃঢ়তার আভাস দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে।”[343]

বড় বড় মিথ্যা এতটাই অদ্ভুত যে শ্রোতারা প্রায়শই তা শুনে অবাক হয়ে যায়। বেশিরভাগ মানুষই এগুলি সঠিকভাবে প্রক্রিয়া করার জন্য প্রস্তুত থাকে না।

যখন মিথ্যা কথা বিশাল আকার ধারণ করে, তখন একজন সাধারণ মানুষ ভাবতে থাকে যে কীভাবে কেউ এমন সাহস, এত নির্লজ্জতা দেখাতে পারে। আপনার কাছে তিনটি চরমের মধ্যে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে: যে ব্যক্তি এটি বলছে, সে হয় পাগল, একজন প্রতারক, অথবা সে অবশ্যই সত্য বলছে। এখন, যদি কোনও কারণে, যেমন এই ব্যক্তির প্রতি আপনার শ্রদ্ধা, তার ক্যারিশমা, অথবা তার প্রতি আপনার প্রতিশ্রুতি, আপনি তাকে প্রত্যাখ্যান করার এবং এই সত্যটি মেনে নেওয়ার চিন্তা সহ্য করতে না পারেন যে সে সত্যিই পাগল, একজন বোকা? তাহলে আপনার কাছে একটিই বিকল্প থাকে এবং তা হল সে যা বলে তা বিশ্বাস করা, এমনকি যদি সে যা বলে তা পাগলের মতো শোনায়।

বড় মিথ্যা আমাদের সাধারণ জ্ঞানের স্কেল ভেঙে দেয়। এটা অনেকটা টো দিয়ে কিলো ওজন করার জন্য তৈরি স্কেল বোঝানোর মতো। এতে সঠিক ওজন দেখা বন্ধ হয়ে যায়। সূচকটি ভেঙে শূন্যে থেমে যেতে পারে। তাই, ছোট মিথ্যার চেয়ে বড় মিথ্যা প্রায়শই বেশি বিশ্বাস করা হয়।

মুহাম্মদ যখন তাঁর স্বর্গারোহণের গল্পটি বর্ণনা করলেন, তখন আবু বকর প্রথমে অবাক হয়ে গেলেন। কথাটি পাগলের মতো শোনাল। তাঁর কাছে দুটি পথ ছিল: হয় স্বীকার করা যে তিনি যাকে নবী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং শ্রদ্ধা করেছিলেন, এবং যার জন্য তিনি তার সম্পদ ত্যাগ করেছিলেন এবং উপহাস সহ্য করেছিলেন, তিনি আসলেই পাগল ছিলেন, অথবা তাঁর কাল্পনিক গল্প এবং তিনি যা–ই বলুক না কেন, তাতে বিশ্বাস করা। এর মধ্যে কোনও মধ্যম পথ ছিল না।

ইবনে ইসহাক বলেন, যখন মুহাম্মদ তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছিলেন, "অনেক মুসলিম তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। কিছু লোক আবু বকরের কাছে গিয়ে বলেছিল, 'তোমার বন্ধু সম্পর্কে তোমার কী মনে হয়? সে অভিযোগ করে যে সে গত রাতে জেরুজালেমে গিয়েছিল এবং সেখানে নামাজ পড়েছিল এবং মক্কায় ফিরে এসেছিল!' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তারা নবী সম্পর্কে মিথ্যা বলছিল, কিন্তু তারা বলেছিল যে তিনি সেই মুহূর্তে মসজিদে ছিলেন এবং লোকদের এই বিষয়ে বলছিলেন। আবু বকর বললেন, 'যদি তিনি তাই বলেন, তাহলে এটা সত্য। আর এতে এত অবাক হওয়ার কী আছে? সে আমাকে বলে যে আল্লাহর কাছ থেকে, আকাশ থেকে পৃথিবীতে, একদিন বা রাতের এক ঘন্টার মধ্যে, তার কাছে যোগাযোগ আসে এবং আমি তাকে বিশ্বাস করি। তুমি যে বিষয়ে বিভ্রান্ত হও, তার চেয়ে এটি আরও অসাধারণ!'"[344]

যুক্তিটি নিখুঁত। আবু বকর যা বলছিলেন তা হল, একবার আপনি আপনার যুক্তিবাদী ক্ষমতা ত্যাগ করে কোনও অযৌক্তিক বিষয়ে বিশ্বাস করলে, আপনি যেকোনো কিছুতে বিশ্বাস করতে পারেন। একবার আপনি নিজেকে বোকা বানাতে পারলে, আপনার বোকা হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।/ßউইটুমকারণ বোকামির কোন শেষ নেই। কতজন মানুষ ৫৪ বছর বয়সী একজন পুরুষকে তাদের নয় বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করতে দেবে? আবু বকর করেছিলেন। এর জন্য চরম বোকামি দরকার।

আবু বকর, ইতিমধ্যে তার বেশিরভাগ সম্পদ মুহাম্মদ এবং তার উদ্দেশ্যের জন্য ব্যয় করে ফেলেছিলেন। এই ব্যক্তির অনেক ঝুঁকি ছিল। এই পর্যায়ে, মুহাম্মদ যা বলেছেন তা মেনে নেওয়া ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না। তাকে প্রতারিত করা হয়েছে তা স্বীকার করা খুবই বেদনাদায়ক ছিল। তিনি তার স্ত্রীকে কীভাবে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করবেন? মক্কার জ্ঞানী ব্যক্তিদের তিনি কী বলবেন যারা তাকে উপহাস করেছিলেন এবং তাকে বোকা বলেছিলেন? আবু বকরের জন্য ফিরে যাওয়ার দরজা বন্ধ ছিল। তাকে তার গর্ব রক্ষা করতে হয়েছিল এবং এর অর্থ তাকে যেকোনো সন্দেহের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল। তিনি যা করতে পারতেন তা হল আরও গভীরে খনন করা এবং মুহাম্মদকে যেখানেই নিয়ে যান সেখানে অন্ধভাবে অনুসরণ করা – তার বিবেককে চুপ করানো এবং তার প্রভু যা কল্পনা করেছিলেন তাতে বিশ্বাস করা। যখন আপনি কারো উপর আপনার সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখেন এবং তার জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করেন, তখন আপনি আপনার ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করেন এবং তার হাতে ধনুক হয়ে যান। সম্প্রদায়ের নেতারা তাদের ভক্তদের কাছ থেকে এটাই চান। কেবল এই ধরণের ভক্তি তাদের আত্মতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করে এবং সেই কারণেই তারা তাদের সম্প্রদায়কে কঠিন এবং দাবিদার করে তোলে। আপনি যত বেশি ত্যাগ করবেন ততই আপনি তত বেশি আসক্ত হয়ে পড়বেন। যখন তোমার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, তখন তুমি কোথাও যেতে পারবে না।

হিটলার, স্ট্যালিন এবং আরও অনেক স্বৈরাচারী নেতা ছিলেন পাগল। যারা তাদের উন্মাদনা দেখেছিলেন তারা অন্যদের কাছে এটি ফিসফিসিয়ে বলতে পারতেন না। স্বৈরাচারী নেতার "উচ্চতর জ্ঞান" হল সম্রাটের অদৃশ্য পোশাক। তার চারপাশে যারা আছে তারা এটি দেখার ভান করে এবং এর সৌন্দর্যের প্রশংসা করে। যারা তাৎক্ষণিক বৃত্তের মধ্যে নেই তারা অন্যদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। এইভাবে বড় মিথ্যাটি চিরস্থায়ী হয় এবং এর কোনও সমালোচনা সহ্য করা হয় না।

উ সহিংসতার দৃশ্য

নিজের মিথ্যা বিশ্বাস করা ছাড়াও, একজন সাইকোপ্যাথ সর্বদা সহিংসতা ব্যবহার করে তা রক্ষা করতে প্রস্তুত থাকে। কোনও দাবিকে সমর্থন করার জন্য বল প্রয়োগের আবেদন ইতিহাস জুড়ে প্রায়শই সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। একে আর্গুমেন্টাম অ্যাড ব্যাকুলাম বলা হয়। এটি তখন ঘটে যখন কেউ অন্যদের কোনও সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য করার জন্য বল প্রয়োগ করে, অথবা বল প্রয়োগের হুমকি দেয়।

হুমকি সরাসরি হতে পারে, যেমনঃ

► *যেখানেই থাকো, মুশরিকদের হত্যা করো।ßএবং তাদের*(প্রশ্ন ৯:৫)

► *আমি কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করব: তোমরা তাদের ঘাড়ের উপর আঘাত করো এবং তাদের সকলকে আঘাত করো।ßতাদের জন্য কিছু টিপস।* (প্রশ্ন ৮:১২)

অথবা এটি পরোক্ষ হতে পারে যেমনঃ

► *আর যারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।*(প্রশ্ন ৫:১০)

► *তার জন্য পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা রয়েছে এবং কিয়ামতের দিন আমরা তাকে দহনের শাস্তি আস্বাদন করাবো।*(প্রশ্ন ২২:৯)

► *যারা আমার নিদর্শনাবলীতে অবিশ্বাস করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রবেশ করাবো।ßযখনই তাদের চামড়া পুড়ে যাবে, তখনই আমরা তাদের বদলে অন্য চামড়া দিয়ে দেব, যাতে তারা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে পারে; নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।*(প্রশ্ন ৪:৫৬)

এই হুমকিটি বড় মিথ্যাটিকে এক নাটকীয় বিস্ময়ের অনুভূতি দেয়। এর প্রভাব এত তীব্র যে দুর্বল মনও স্বাধীন থাকতে পারে না। "কেউ কীভাবে এত নিশ্চিত হতে পারে যে ঈশ্বর তাকে অবিশ্বাসীদের শাস্তি দেবেন?" অথবা "কেউ কীভাবে অন্যদের অবিশ্বাস করার জন্য হত্যা করতে পারে?" একজন ব্যক্তি অবাক হন এবং বিস্মিত হন।

কোন হুমকি না থাকলে বিশ্বাস করার প্রবণতা বেশি। নিম্নলিখিত গল্পটি বিষয়টি স্পষ্ট করে:

> নবী (সাঃ) বললেন, 'তোমার ক্ষমতায় আসা যেকোনো ইহুদীকে হত্যা করো।' এরপর মুহায়্যিসা বিন মাসউদ ইবনে সুনায়নার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, ইহুদী বণিক যার সাথে তাদের সামাজিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। হুয়াইয়া তখন মুসলিম ছিলেন না, যদিও তিনি ছিলেন বড় ভাই। মুহায়্যিসা যখন তাকে হত্যা করেন, তখন হুয়াইয়া তাকে মারধর করতে শুরু করেন এবং বলেন, 'হে আল্লাহর শত্রু, তোমার পেটের চর্বির বেশিরভাগ অংশ তার সম্পদ থেকে আসে, তখন কি তুমি তাকে হত্যা করেছ?' মুহায়্যিসা উত্তর দেন, 'যিনি আমাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি যদি তোমাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতেন, তাহলে আমি তোমার মাথা কেটে ফেলতাম।' তিনি বলেন, এটি ছিল হুয়াইয়ার ইসলাম গ্রহণের শুরু। অন্যজন উত্তর দেন, 'আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ যদি তোমাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতেন, তাহলে তুমি কি আমাকে হত্যা করতে?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, তিনি যদি আমাকে তোমার মাথা কেটে ফেলার নির্দেশ দিতেন, তাহলে আমি তাই করতাম।' তিনি চিৎকার করে বলেন, 'আল্লাহর কসম, এমন ধর্ম যা তোমাকে এই পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে তা অসাধারণ!' ' এবং সে মুসলিম হয়ে গেল।[345]

হুয়াইয়া ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন কারণ তিনি দেখেছিলেন যে তার ভাই এতটাই রূপান্তরিত হয়েছে যে তিনি হত্যা করতে প্রস্তুত, এমনকি তার নিজের ভাইকেও। অবশ্যই ধর্মান্ধতা কোনও ধর্মের বৈধতার প্রমাণ নয়। কিন্তু দুর্বল মনের মানুষের কাছে এই পার্থক্য স্পষ্ট নয়। তাদের কাছে, চরম সহিংসতা অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য। বেশিরভাগ মানুষের মন দুর্বল। যুক্তিবাদী চিন্তাবিদ বিরল, বিশেষ করে যেসব সমাজে যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনার কোনও ঐতিহ্য নেই। উত্তর কোরিয়ানরা আক্ষরিক অর্থেই তাদের উন্মাদ নেতা কিম জং ইলের উপাসনা করে। এই নিশ্চিততা তাদের কাছে আসে স্বৈরশাসকের চরম সহিংসতার ব্যবহার এবং ভিন্নমতের প্রতি তার শূন্য সহনশীলতার মাধ্যমে। যখন আপনার জীবন বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, তখন আপনি যেকোনো কিছুতে বিশ্বাস করবেন।

যখন শোকো আসাহারার অনুসারীদের টোকিওর সাবওয়েতে সারিন গ্যাস নির্গত করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন তারা সেই আদেশের ঘৃণা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। তারা তাদের বিবেককে চুপ করিয়ে দিয়েছিল এবং তাদের গুরুর বৃহত্তর জ্ঞানের নিদর্শন হিসেবে এটিকে গ্রহণ করেছিল। তাদের সামনে দুটি বিকল্প ছিল: মেনে নেওয়া যে তাদের জ্ঞানী মশীহ পাগল, তাদের বোকা বানানো হয়েছে এবং তাদের সমস্ত ত্যাগ বৃথা গেছে, অথবা নিজেদেরকে বোঝানো যে তার জ্ঞান তাদের চেয়ে অনেক উন্নত এবং তাই তাদের তাকে প্রশ্ন করা উচিত নয়। এই লোকেরা আসাহারার সাথে থাকার জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছিল। তারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত সেতু পুড়িয়ে ফেলেছিল। তাদের পিছনে পড়ার এবং যাওয়ার আর কিছুই ছিল না।

যেহেতু আসাহারাকে প্রশ্ন করা বা ভিন্নমত পোষণ করা সহ্য করা যেত না, তাই তাদের বিশ্বাস করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না যে তিনি যা বলেছেন তা সঠিক। তারা তাদের সন্দেহ উড়িয়ে দিয়েছিল এবং তাদের গুরুকে বিশ্বাস করেছিল। সম্পূর্ণ অপরিচিতদের হত্যা করার জন্য তিনি যে এত জঘন্য পরিকল্পনা করেছিলেন, তা কেবল তাদের নিরুৎসাহিত করেনি, বরং এটি আসলে তার প্রতি তাদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করে তুলেছিল। কোনও সাধারণ মানুষ এমন কাজ করার সাহস করে না। যেহেতু তারা তাদের প্রিয় নেতাকে পাগল বলে মেনে নিতে চায়নি, তাই তারা তাদের বুদ্ধিমত্তা তার কাছে জমা দিয়েছিল এবং অকল্পনীয় কাজ করেছিল। জ্ঞানার্জনের জন্য দলে যোগদানকারী উচ্চ শিক্ষিত লোকেরা নির্বোধ এবং হৃদয়হীন খুনিতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

ডঃ ইকুও হায়াশি ছিলেন একজন সম্মানিত এবং বিখ্যাত ডাক্তার যিনি আশাহারার একজন উৎসাহী অনুসারী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ছিলেন সেই পাঁচজনের একজন যাদের টোকিওর সাবওয়েতে বিষাক্ত সারিন গ্যাস ছড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। হায়াশি ছিলেন একজন প্রশিক্ষিত চিকিৎসক এবং জীবন বাঁচানোর জন্য হিপোক্রেটিক শপথ গ্রহণ করেছিলেন। তার বিচারে তিনি বলেছিলেন যে মারাত্মক তরলযুক্ত প্যাকেজগুলি ছিদ্র করার আগে, তিনি তার সামনে বসা মহিলার দিকে তাকালেন এবং এক মুহূর্তের জন্য সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তিনি জানতেন যে তিনিই সেই মহিলার মৃত্যু ঘটাতে চলেছেন। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ তার বিবেককে চুপ করিয়ে দিলেন এবং নিজেকে নিশ্চিত করলেন যে আসাহারাই সবচেয়ে ভালো জানেন, এবং তার প্রভুর জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তোলা তার পক্ষে ঠিক হবে না।

অন্ধ বিশ্বাস মারাত্মক। ওমাইর ছিলেন ১৬ বছর বয়সী এক বালক যিনি মুহাম্মদের সাথে তার এক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। মুহাম্মদ শাহাদাতের কথা এতটাই উজ্জ্বলভাবে বলেছিলেন যে ওমাইর উৎসাহে জ্বলে উঠেছিলেন। তিনি যে খেজুর খাচ্ছিলেন তা ছুঁড়ে ফেলে তিনি চিৎকার করে বললেন, "এগুলো কি আমাকে জান্নাত থেকে বিরত রাখছে? সত্যিই, আমি আর এগুলোর স্বাদ গ্রহণ করব না, যতক্ষণ না আমি আমার প্রভুর সাথে দেখা করি!" এই কথাগুলো বলে, তিনি তার তরবারি বের করলেন এবং শত্রুর সারিতে নিজেকে নিক্ষেপ করলেন, শীঘ্রই তিনি যা চেয়েছিলেন তা অর্জন করলেন।

একবার আপনি একজন বিশ্বাসী হয়ে উঠলে, আপনি এই ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেন যে আপনার প্রিয় নেতা মিথ্যাবাদী হতে পারেন অথবা তিনি পাগল হতে পারেন।

মনোরোগীদের বিবেক থাকে না। লক্ষ লক্ষ মানুষ, যাদের মধ্যে যারা তাদের বিশ্বাস করে এবং ভালোবাসে, তাদের স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য যদি বলিদান দেওয়া হয়, তাহলে তারা স্বাধীন। তারা অন্যদের হাতিয়ার হিসেবে দেখে। তারা তাদের চারপাশের মানুষের প্রতি একই ধরণের আসক্তি তৈরি করে যেমন দাবা খেলায় আপনার দাবার গুন্ডাদের প্রতি থাকতে পারে। দাবা খেলায় উদ্দেশ্য দাবার গুন্ডাদের বাঁচানো নয়, বরং খেলাটি জেতা। নার্সিসিস্টদের কাছে, মানুষ জিনিস – নিছক বস্তু। তারা অপ্রয়োজনীয়। অন্যদিকে, কাল্টিস্ট তার নেতাকে প্রশংসা করে এবং শ্রদ্ধা করে। সে এই ভ্রান্তিতে ভুগছে যে তার অসীম ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়া হবে। নার্সিসিস্ট যত্নশীল বলে দাবি করে, কিন্তু সত্য থেকে দূরে আর কিছুই হতে পারে না। নার্সিসিস্ট মানুষকে ভালোবাসতে পারে না; সে তাদের ব্যবহার করে। বিদ্বেষপূর্ণভাবে, তার আবেগগত বিচ্ছিন্নতা এবং তার নিকটতম এবং প্রিয়জন সহ অন্যদের ত্যাগ করার তার প্রস্তুতিকে তার ভক্তরা তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসাবে ব্যাখ্যা করে। সাধারণ মানুষ এমন কিছু করতে অক্ষম। অতএব, তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে তার মধ্যে অবশ্যই বিশেষ কিছু আছে। ফাঁদটা এখানেই। তারা মনোরোগীকে এমনভাবে বিচার করে যেন সে সুস্থ।

আয়াতুল্লাহ মোন্তাজেরি, যিনি খোমেনির উত্তরসূরী ছিলেন, যতক্ষণ না তিনি অত্যাচারীর সাথে মতবিরোধের কারণে ক্ষমতাচ্যুত হন, তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, যখন খোমেনি ৩,০০০ এরও বেশি ভিন্নমতাবলম্বী ছেলে-মেয়েদের গণহত্যার নির্দেশ দেন, তখন তিনি আপত্তি জানান। খোমেনি জবাব দেন, তিনি ঈশ্বরের কাছে সাড়া দেবেন এবং মোন্তাজেরির নিজের কাজে মনোযোগ দেওয়া উচিত। খোমেনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। তবে, একজন নার্সিসিস্ট সাইকোপ্যাথ হিসেবে তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের কাজ করছেন। যারা পাগল পুরুষদের উপর বিশ্বাস রাখেন তারা তাদের হত্যা করার প্রবণতাকে তাদের মহত্ত্বের লক্ষণ হিসেবে দেখেন।

নার্সিসিস্টরা বিশ্বাসী এবং বিশ্বাসযোগ্য। তার সবচেয়ে প্রকাশ্য বক্তব্যগুলির মধ্যে একটিতে হিটলার লিখেছিলেন। "তাই আজ আমি বিশ্বাস করি যে আমি সর্বশক্তিমান স্রষ্টার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করছি: ইহুদিদের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করে, আমি প্রভুর কাজের জন্য লড়াই করছি।"[346] তার দৃঢ় বিশ্বাসই অনেক জার্মানের সমর্থন আকর্ষণ করেছিল। তিনি ছিলেন একজন মন্ত্রমুগ্ধকর বক্তা।

যখন তিনি কথা বলতেন, তখন তিনি আরও জোরে জোরে বলতেন, জার্মানির শত্রুদের প্রতি তার ক্রোধ প্রকাশ করতে থাকতেন। তিনি জার্মানদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতেন। তার বিশ্বাস যে বড় মিথ্যা বেশি বিশ্বাসযোগ্য তা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ জার্মান তাকে বিশ্বাস করত। তারা তাকে ভালোবাসত এবং তার জ্বালাময় বক্তৃতা শুনে তারা অশ্রুসিক্ত হত।

ইবনে সা'দ মুহাম্মদ এবং হিটলারের মধ্যে আরও মিল প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "তাঁর খুতবার সময়, নবীর চোখ লাল হয়ে যেত যখন তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচু করতেন এবং রাগান্বিতভাবে কথা বলতেন, যেন তিনি একজন সেনাবাহিনীর কমান্ডার যিনি তাঁর লোকদের সতর্ক করছিলেন। তিনি বলতেন 'কিয়ামত এবং আমি এই দুটি আঙুলের মতো (তার তর্জনী এবং মধ্যমা দেখিয়ে)। তিনি বলতেন 'সর্বোত্তম পথনির্দেশনা হল মুহাম্মদের পথনির্দেশনা এবং সবচেয়ে খারাপ জিনিস হল বিদআত এবং যে কোনও বিদআতের ফলে ধ্বংস ঘটে।"[347]

একই জায়গায় ইবনে সা'দ বলেন: "নবী (সাঃ) তাঁর খুতবার সময় লাঠি হাতে নিতেন।" স্পষ্টতই, তাঁর আধিপত্যের প্রতীক হিসেবে!

অন্যদের নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করার দক্ষতা এমন কোনও ক্ষমতা নয় যা আপনি বা আমি সহজেই আয়ত্ত করতে পারি। আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হল আমাদের বিবেক। এই ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই বিবেকহীনদের মধ্যে আসে। আমরা অন্যদের হত্যা করতে বা তাদের মৃত্যুর কারণ হতে পারি না। আমাদের ভেতরের কিছু আমাদের জঘন্য অপরাধ করা থেকে বিরত রাখে। একজন সাইকোপ্যাথ নার্সিসিস্ট এতটা প্রতিবন্ধী নয়।

সে এফ রাউনড

ইসলামী সমাজগুলি অকার্যকর, পুরুষতান্ত্রিক, নারী বিদ্বেষী এবং স্বৈরাচারী। শিশুদের উপর নির্যাতন, মারধর এবং অপমান করা হয়। ফলস্বরূপ, তারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে বেড়ে ওঠে, তাদের আত্মসম্মান কম থাকে, তাদের মহত্ত্বের কল্পনাপ্রসূত চিন্তাভাবনা থাকে এবং প্যাথলজিক্যাল নার্সিসিজমের লক্ষণ দেখা যায়। ইসলামী দেশগুলি গণতন্ত্র হতে পারে না কারণ তাদের "ডেমো" (সাধারণ মানুষ) মানসিক এবং মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পাকিস্তানে থাকাকালীন আমার কিশোর বয়সে, আমার এক আফগান বন্ধু ছিল যার এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ছিল। একদিন সে আমাকে বলল যে সে "হিটলার হতে চায়"। হিটলার ইসলামিক দেশগুলিতে একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। আমি তার এই বোকামিপূর্ণ মন্তব্যে বিরক্ত হয়েছিলাম এবং তাকে আমার মনের কথা বলার পর, আমি তার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম। আমার বন্ধুত্ব হারানোর ভয়ে, পরের দিন সে আমার কাছে এসে বলল যে সেই রাতে সে স্বপ্নে দেখেছে যে নবী তাকে তিরস্কার করছেন এবং বলছেন যে তার "আধ্যাত্মিক হিটলার" হওয়া উচিত। একজন প্যাথলজিকাল নার্সিসিস্ট এভাবেই ভাবে। সে যা বলেছিল তা বোকামি স্বীকার করার পরিবর্তে, সে আমাকে বোকা বানানোর জন্য একটি হাস্যকর মিথ্যা আবিষ্কার করেছে। কুরআনে 'আবাসা (তিনি ভ্রুকুটি করেছিলেন)' নামে একটি সূরা আছে যা এর লেখকের একই রকম করুণ মানসিকতা প্রকাশ করে।

প্রাথমিক মুসলিমরা বেশিরভাগই ছিল দাস অথবা কিশোর বয়সে বিদ্রোহী যুবক যাদের কোনও সামাজিক মর্যাদা ছিল না। মুহাম্মদ জানতেন যে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করার জন্য তাকে তার কাজে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একবার মক্কায়, তিনি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে বসে তাদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করছিলেন। ইবনে উম্মে মাকতুম নামে একজন অন্ধ দরিদ্র ব্যক্তি, তাঁর কাছে একটি প্রশ্ন নিয়ে আসেন। মুহাম্মদ এই বাধা অপছন্দ করলেন এবং ভ্রু কুঁচকে গেলেন। তার চারপাশে বসা লোকেরা তার অবজ্ঞা লক্ষ্য করল। তারা তার ভণ্ডামির জন্য তার সমালোচনা করল। তারা বলল, ঈশ্বরের একজন নবী কীভাবে ধনীদের দিকে হাসতে পারেন এবং দরিদ্রদের দিকে ভ্রু কুঁচকে যেতে পারেন। মুহাম্মদের জন্য কোন উপায় ছিল না থেকে পাওয়া বাইরে এর এই লজ্জাজনক পরিস্থিতি দ্বারা

তার এই অলসতা আল্লাহকে অনুমোদন করানো। একজন পরিণত সুস্থ মানুষের মতো নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়ার পরিবর্তে, পরের দিন সে দাবি করে যে সে একটি সূরা পেয়েছে যেখানে আল্লাহ্ তাকে ধনীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করার সময় অন্ধ ব্যক্তিটিকে উপেক্ষা করার জন্য তিরস্কার করেছেন।

সে ভ্রুকুটি করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল, কারণ তার কাছে অন্ধ
লোকটি এসেছিল।
আর তুমি কি জানবে যে সে নিজেকে পবিত্র করবে, অথবা স্মরণ করিয়ে দেবে যাতে স্মরণ করিয়ে
দেয়?ßতাকে?
যে নিজেকে (তোমার) অভাবমুক্ত মনে করে, তুমি তারই দিকে মুখ ফিরাও।
আর যদি সে নিজেকে পবিত্র না করে, তাহলে তোমার উপর কোন দোষ নেই। আর যে
তোমার কাছে আসে কঠোর পরিশ্রম করে,
আর সে ভয় পায়,
তুমি তার থেকে নিজেকে বিচ্যুত করবে। বরং, এটা
অবশ্যই একটি উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা সে এটিকে
স্মরণ করুক।
সম্মানিত গ্রন্থে, মহিমান্বিত,
পুরীßএড,
লেখকদের হাতে(প্রশ্ন ৮০: ১–১৫)

এই আয়াতগুলিতে মুহাম্মদ আল্লাহকে তার অহংকারের জন্য তাকে ভর্ৎসনা করতে বলেন। এই সূরাটি তার আত্মকেন্দ্রিকতার আরেকটি ইঙ্গিত। কিন্তু মুসলমানরা এটাকে সেভাবে দেখে না। তারা মনে করে এটি তার আন্তরিকতা প্রকাশ করে। এটি মুহাম্মদের আন্তরিকতাকে তেমন প্রমাণ করে না যেমন আমার বন্ধুর কথিত স্বপ্ন তাকে প্রমাণ করে। নবী আসলে একজন অসুস্থ মানুষ ছিলেন যিনি শিশুর মতো মানসিক খেলা খেলতেন।

কেন সবাই মুহাম্মদের প্রশংসা করেছিল?

মুসলমানদের মনে একটা প্রশ্ন জাগে যে, যদি মুহাম্মদ (সাঃ) এতই খারাপ ছিলেন, তাহলে তাঁর সাথীরা কেন তা বুঝতে পারেননি এবং কেন তারা তাঁর এত প্রশংসা করেছিলেন? কেন তাঁর মৃত্যুর পরেও কেউ তাঁর নিন্দা করেনি?

একটি ধর্মীয় সমাজে, নিজের মনের কথা বলা নিরাপদ নয়। সত্য কথা বললে আপনি সমাজচ্যুত হতে পারেন অথবা আরও খারাপ হতে পারেন। বেশিরভাগ মানুষেরই ভেড়ার মতো মানসিকতা থাকে। তারা স্রোতের সাথে চলে। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি প্রযোজ্য। যারা ভিন্নভাবে চিন্তা করে তারা যথেষ্ট জ্ঞানী যে তারা তাদের মুখ বন্ধ রাখে যাতে তারা তাদের কাঁধে মাথা রাখতে পারে।

যেখানে সমালোচকদের চুপ করিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে চাটুকার এবং চাটুকাররা তোষামোদ এবং অতিরঞ্জিত প্রশংসার মাধ্যমে নেতার প্রশংসা করে নিজেদেরকে প্রশংসিত করার চেষ্টা করবে। সাদ্দামকে বেশিরভাগ ইরাকি ঘৃণা করতেন, এবং তবুও ইরাকে ক্ষমতায় থাকাকালীন আপনি তার সম্পর্কে কেবল তার প্রশংসা শুনতে পেতেন। এই নার্সিসিস্ট বাস্তবতা থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন যে সে সেই প্রশংসায় বিশ্বাস করে এবং এক অর্থে তার নিজের প্রতারণার শিকার হয়ে ওঠে। যেহেতু মুহাম্মদকে একজন নবী বলে বিশ্বাস করা হয়, তাই তার সন্ত্রাসের রাজত্ব তার মৃত্যুর সাথে শেষ হয়নি। যারা তার বড় মিথ্যার জন্য পড়েছিল তারা সন্ত্রাসের মাধ্যমে এটিকে স্থায়ী করেছিল এবং যারা দ্বিমত পোষণ করেছিল তাদের চুপ করিয়ে দিয়েছিল, ঠিক যেমন তারা আজ করে। একসময় যারা মুহাম্মদকে ব্যক্তিগতভাবে জানত তারা মারা গিয়েছিল, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সত্য জানার এবং তাদের বলা কথা বিশ্বাস করার কোনও উপায় ছিল না। এভাবে, মিথ্যাটি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে চলে যায়। মুহাম্মদের মৃত্যুর পর, চাটুকাররা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে, আকাশে তার প্রশংসা করতে থাকে, এমনকি তাকে অলৌকিক কাজও বলে। এটি তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং তাদের ধার্মিক দেখাতে সাহায্য করে। মুহাম্মদের প্রতি অনেক অলৌকিক ঘটনা আরোপ করা হয়েছে, যদিও তিনি কুরআনে স্বীকার করেছেন যে তিনি কোন অলৌকিক কাজ করতে পারেননি।[348] ঐ কথিত অলৌকিক ঘটনাগুলো চাটুকারদের কাজ।

চৌদ্দশ বছর পরে, লক্ষ লক্ষ মুসলমান মদিনায় মুহাম্মদের সময়ে যেভাবে আচরণ করত, সেই একই আচরণ করছে। যারা ভিন্নমত পোষণ করে তারা কথা বলতে ভয় পায়, এবং যদি তারা তা করে, তাহলে তাদের দ্রুত চুপ করে দেওয়া হয়। এদিকে, চাটুকার এবং ভক্তরা নবীর "গুণাবলী" প্রশংসা করার জন্য সম্মানিত হয়। ভণ্ডামি এবং চাটুকারতায় ভরা এই দমনমূলক পরিবেশে সত্য কীভাবে জয়লাভ করতে পারে?

মুহাম্মদ তার সমালোচকদের এবং তার ডান হাত ওমরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার তরবারি বের করেছিলেন এবং তার প্রভুর কর্তৃত্বকে অমান্য করার সাহস করলে যে কারো গলা কেটে ফেলার হুমকি দিয়েছিলেন, তার বেশ কয়েকটি গল্প রয়েছে। মুহাম্মদ চাটুকারবাদকে উৎসাহিত করেছিলেন এবং স্বাধীন চিন্তাভাবনা এবং সমালোচনাকে শাস্তি দিয়েছিলেন। এই ধরনের নিপীড়নমূলক পরিবেশে আটকা পড়া লোকেরা অবশেষে নেতার অতিমানবীয় গুণাবলীতে বিশ্বাস করতে শুরু করে। সহিংসতার মাধ্যমে প্ররোচিত করা বড় মিথ্যা সত্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

কয়েক বছর আগে, চোখের ডাক্তারদের একটি দল ছানি আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য উত্তর কোরিয়ায় গিয়েছিল। হাজার হাজার তরুণ-তরুণী সাহায্যের জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিল। দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার পর, ডাক্তাররা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে তারা প্রথমেই দেয়ালে ঝুলানো তাদের স্বৈরশাসক এবং তার বাবার বড় প্রতিকৃতির কাছে গিয়ে তাদের সিজদা করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তারা তাদের সাহায্যকারী ডাক্তারদের ধন্যবাদ জানাননি, বরং দুই অত্যাচারী শাসককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন যারা তাদের দরিদ্র ও অন্ধ করে রেখেছিলেন। উত্তর কোরিয়ানরা তাদের স্বৈরশাসকদেরও একই কারণে ভালোবাসে কারণ মুসলমানরা তাদের নবীকে ভালোবাসে। তারা ধর্মনিরপেক্ষতার মগজ ধোলাই করা শিকার। যেখানে নিপীড়ন শাসন এবং প্রশ্ন তোলা নিষিদ্ধ, সেখানে সত্য সর্বদাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মুহাম্মদ সফল হন কারণ তিনি মূলত অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী লোকদের কাছে প্রচার করেছিলেন। তাঁর লুণ্ঠনকারী ধর্মকে শক্তিশালী করার জন্য তাঁর যে গুণাবলীর প্রয়োজন ছিল তা ইতিমধ্যেই তাঁর প্রাথমিক অনুসারীদের মধ্যে উপস্থিত ছিল। উগ্রতা, গোঁড়ামি, অহংকার, অহংকার, অতিরঞ্জিততা, মূর্খতা, অহংকার, কাম, লোভ, জীবনের প্রতি ঘৃণা এবং অন্যান্য নীচ চরিত্র।

ইসলামের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত বৈশিষ্ট্যগুলি আরবদের মধ্যে ইতিমধ্যেই মৌলিক উপাদান হিসেবে বিদ্যমান ছিল। এরপর এই বৈশিষ্ট্যগুলি অন্যান্য জাতির উপর আরোপ করা হয়েছিল যারা ইসলামের আধিপত্যের অধীনে ছিল। যাদের মধ্যে এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল তারা ইসলামে তাদের বিচ্যুত অপরাধমূলক প্রবণতার জন্য একটি সাধারণ ভিত্তি এবং "ঐশ্বরিক" বৈধতা খুঁজে পেয়েছিল।

সপ্তম অধ্যায়

যখন সানি মানুষ পাগলদের অনুসরণ করে

মুসলমানরা একেবারেই স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হয়। তারা কাজ করে এবং তাদের পরিবারকে লালন–পালন করে। তারা নিয়মিত কর্মচারী, সহকর্মী, বস, প্রতিবেশী এবং নাগরিক। তারা বন্ধুত্বপূর্ণ হতে পারে এবং তাদেরও অন্যদের মতো একই স্বপ্ন, আশা এবং ভয় রয়েছে। তবে, তাদের একটি অন্ধকার দিকও রয়েছে। তারা যতটা ইসলামে বিশ্বাস করে ততটাই তারা ধর্মান্ধ। ইসলামের প্রভাবে তারা ডঃ জেকিল থেকে মিঃ হাইডে রূপান্তরিত হতে পারে। এই রূপান্তর তাৎক্ষণিকভাবে ঘটতে পারে।

ধর্মান্ধতা বলতে বোঝায় অতিরিক্ত উৎসাহ, অযৌক্তিক উৎসাহ, অথবা যেকোনো বিষয়ে, বিশেষ করে ধর্মের উপর বর্বর ও অতিরঞ্জিত ধারণা। মানুষ খুনি ও সন্ত্রাসী হওয়ার জন্য ধর্ম গ্রহণ করে না। তাহলে কেন কেউ কেউ এতটা ধর্মান্ধ হয়ে ওঠে যে তারা সাধারণ জ্ঞানকে উপেক্ষা করে, বর্বরতার ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয় এবং তাদের সহকর্মীদের হত্যা করে?

আগের অধ্যায়ে, আমি দেখিয়েছি যে ইসলামের অনেক ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই অধ্যায়ে, আমি আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব এবং পিপলস টেম্পলের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে তুলনা করব। মৌলিকভাবে, সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের একই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমরা যেকোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে ইসলামের তুলনা করতে পারি এবং ফলাফল একই রকম হবে।

পিপলস টেম্পলের সদস্যরা তাদের উন্মাদ নেতার দ্বারা উত্তেজিত হয়ে তাদের বাচ্চাদের বিষ মিশ্রিত পানীয় খাওয়ালেন,

তাদের শিশুদের জন্য ওষুধটি পান করানো হয়েছিল, এবং তারা নিজেরাই তা পান করেছিল। তাদের মৃতদেহ একসাথে হাতে হাত রেখে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল; ৯০০ জনেরও বেশি মারা গিয়েছিল। কীভাবে এমন একটি ট্র্যাজেডি ঘটতে পারে? এই নিবন্ধটি পিপলস টেম্পল এবং ইসলামের মধ্যে ভয়াবহ মিলগুলি দেখাবে।

যারা ধর্মান্ধতার মাধ্যমে মগজ ধোলাই করা হয়েছে তাদের আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা খুবই কম। তবে, সত্যই একমাত্র মুক্তি। সন্দেহ হল সবচেয়ে বড় উপহার যা একজন অন্যকে দিতে পারে। এটিই সেই চাবিকাঠি যা সমস্ত জ্ঞানের দরজা খুলে দেয়।

জিম জোন্স ১৯৬৫ সালে গণহত্যার বিশ বছর আগে ইন্ডিয়ানাতে তার প্রচার শুরু করেছিলেন, মুষ্টিমেয় অনুসারীদের নিয়ে। তিনি জাতিগত সমতা এবং একীকরণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন। তার দল দরিদ্রদের খাওয়াতে এবং তাদের চাকরি খুঁজে পেতে সহায়তা করেছিল। তিনি ক্যারিশম্যাটিক এবং প্ররোচিতকারী ছিলেন। শীঘ্রই, তার অনুসারীরা সংখ্যাবৃদ্ধি করতে শুরু করে; নতুন মণ্ডলী গঠিত হয় এবং সান ফ্রান্সিসকোতে একটি সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরম হে শয়তান

জোন্স তার অনুসারীদের কাছে একজন প্রিয় নেতা ছিলেন। তারা তাকে "পিতা" বা কেবল "বাবা" বলে ডাকত। সময়ের সাথে সাথে তিনি ধীরে ধীরে মশীহের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তার প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে তিনি আরও আনুগত্য এবং আনুগত্য দাবি করেন। তার অনুসারীরা মেনে চলতে আরও আগ্রহী ছিলেন। তিনি তাদের বোঝাতেন যে পারমাণবিক হত্যাকাণ্ডে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে এবং যদি তারা তাকে অনুসরণ করে, তবে তারাই একমাত্র বেঁচে থাকবে। কেয়ামতের হুমকি সকল ধর্মের মধ্যে একটি সাধারণ বিষয়। তারা ভয়কে নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

নীল ওশেরো পিপলস টেম্পল অধ্যয়ন করেছেন এবং "অ্যান অ্যানালাইসিস অফ জোনসটাউন: মেকিং সেন্স অফ দ্য ননসেন্সিক্যাল" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি কাল্টের শারীরস্থান স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "তার অনেক বক্তৃতা বর্ণবাদ এবং পুঁজিবাদকে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু তার সবচেয়ে তীব্র ক্রোধ ছিল পিপলস টেম্পলের 'শত্রুদের' উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।"
– এর বিরোধীরা এবং বিশেষ করে এর দলত্যাগীরা।"[349]

উপরের ছবিটিও ইসলামের একই বর্ণনা। প্রথমে, মুহাম্মদ ছিলেন কেবল একজন "সতর্ককারী", যিনি মানুষকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে এবং বিচার দিবসকে ভয় করতে আহ্বান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি মক্কা এবং তার আশেপাশের মুশরিকদের এক ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য আহ্বান জানাতে এসেছিলেন (Q.42:7) এবং যাদের পিতারা নির্দেশনা পাননি তাদের সতর্ক করতে (Q.32:3 এবং 36:6)। তার প্রভাব বৃদ্ধির সাথে সাথে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও বৃদ্ধি পায়। তিনি আরও দাবিদার হয়ে ওঠেন। তিনি তার অনুসারীদের তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলেন এবং তাদের আদেশ না মানলে ঐশ্বরিক শাস্তি এমনকি হত্যার হুমকি দিতেন। তার প্রাথমিক অনেক উপদেশ শিরককে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু তার সবচেয়ে তীব্র ক্রোধ ছিল ইসলামের "শত্রু", তার নিন্দুকদের এবং বিশেষ করে ধর্মত্যাগীদের প্রতি।

জিম জোন্স তার লোকদের গায়ানার একটি জঙ্গালে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের পরিবার থেকে আলাদা করেছিলেন। সমস্ত বহিরাগতদের থেকে o9 কেটে ফেলুন

প্রভাব বিস্তার করে এবং সম্পূর্ণরূপে তার নিয়ন্ত্রণে রেখে সে সহজেই তাদের মগজ ধোলাই করতে এবং তাদের মস্তিস্কে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারত। এই কারণেই মুহাম্মদ চেয়েছিলেন যে তাঁর অনুসারীরা মদীনায় চলে যাক। তিনি তাঁর আরও অনুগত অনুসারীদের তাদের বিরুদ্ধে পরিণত করেছিলেন যারা চলে যেতে চাননি। নিম্নলিখিত আয়াতটি তার অনুভূতি প্রকাশ করে। "যারা বিশ্বাস করেছে কিন্তু নির্বাসনে আসেনি, তাদের প্রতি তোমার কোন দায়িত্ব নেই যতক্ষণ না তারা নির্বাসনে আসে; কিন্তু যদি তারা ধর্মের ক্ষেত্রে তোমার সাহায্য চায়, তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমার কর্তব্য। এবং (মনে রেখো) আল্লাহ তুমি যা কিছু করো তা দেখেন।" (প্রশ্ন ৪:72)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের উচিত অন্য মুসলিমদের যারা হিজরত করেনি তাদের সুরক্ষা দেওয়া নয়। তাদের হত্যা করা উচিত, যদি না তারা তা মেনে চলে এবং চলে যায়। আয়াতের শেষ অংশটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর অনুসারীদের সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, আল্লাহ তাদের দেখছেন এবং তিনি কেবল তারা কী করে তা জানেন না, বরং তাদের চিন্তাভাবনা সম্পর্কেও অবগত।

মুহাম্মদের "আল্লাহ" শব্দটি জর্জ অরওয়েলের "নাইনটিন এইটি-ফোর" উপন্যাসের রহস্যময় ওশেনিয়ার একনায়ক, কাল্পনিক চরিত্র "বিগ ব্রাদার"-এর সাথে এক অদ্ভুত সাদৃশ্যপূর্ণ। অরওয়েলের কাল্পনিক সমাজে টেলিস্ক্রিনের মাধ্যমে সবাই সম্পূর্ণ নজরদারিতে থাকে। "বিগ ব্রাদার তোমাকে দেখছেন" এই বাক্যাংশটি দ্বারা মানুষকে ক্রমাগত এটি মনে করিয়ে দেওয়া হয়, যা এই রাজ্যের প্রচার ব্যবস্থার মূল "সত্য"।

উপন্যাসটিতে, এটা স্পষ্ট নয় যে বিগ ব্রাদার আসলেই একজন ব্যক্তি হিসেবে আছেন, নাকি রাষ্ট্র কর্তৃক তৈরি একটি চিত্র। যাইহোক, যেহেতু ইনার পার্টির নির্যাতনকারী ও'ব্রায়ান উল্লেখ করেছেন যে বিগ ব্রাদার কখনও মারা যেতে পারে না, তাই স্পষ্টতই ইঙ্গিত করা হয় যে বিগ ব্রাদার হলেন দলের মূর্ত প্রতীক। কেউ তাকে কখনও দেখেনি। তিনি হোর্ডিংয়ে একটি মুখ, টেলিস্ক্রিনে একটি কণ্ঠস্বর... বিগ ব্রাদার হলেন সেই ছদ্মবেশ যার মধ্যে পার্টি নিজেকে বিশ্বের কাছে প্রদর্শন করতে বেছে নেয়। তার কাজ হল ভালোবাসা, ভয় এবং শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করা, এমন আবেগ যা কোনও সংস্থার চেয়ে কোনও ব্যক্তির প্রতি সহজেই অনুভূত হয়। অনুগত নাগরিকরা

ওশেনিয়ার মানুষ বিগ ব্রাদারকে ভয় পায় না, বরং তারা তাকে ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধা করে। তারা মনে করে যে তিনি তাদের বাইরের মন্দ থেকে রক্ষা করেন।[৩৫০]

মুসলমানরা এভাবেই আল্লাহকে উপলব্ধি করে, যিনি অদৃশ্য কিন্তু সর্বদা উপস্থিত, যাকে ভালোবাসা হয় এবং একই সাথে ভয় করা হয়, এবং যিনি তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ দেখেন এবং তাদের চিন্তাভাবনা পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য বা মৃত্যুর পরে তাদের পুরস্কৃত করার জন্য তারা যা কিছু করে তার রেকর্ড রাখেন।

বিশ্বাসের প্রমাণ হিসেবে মৃত্যু

ওশেরো আরও বলেনঃ "কিন্তু ১৯৭৮ সালে যখন পিপলস টেম্পলের সংশ্লিষ্ট আত্মীয়রা কংগ্রেসম্যান লিও রায়ানকে এই ধর্মের তদন্ত করতে রাজি করান, তখন তিনি এবং তার সাথে আসা সাংবাদিকরা বেশিরভাগ বাসিন্দাদের বসতি স্থাপনের প্রশংসা করতে শুনেন, সেখানে থাকার জন্য তাদের আনন্দ এবং থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তবে দুটি পরিবার রায়ানকে বার্তা পাঠায় যে তারা তার সাথে চলে যেতে চায়। কিন্তু যখন অতিথি দল এবং এই দলত্যাগীরা বিমানে ওঠার চেষ্টা করে, তখন তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালানো হয় এবং গুলি চালানো হয়, যতক্ষণ না রায়ান সহ তাদের পাঁচজনকে হত্যা করা হয়। তারপর জিম জোন্স তার অনুসারীদের একত্রিত করে তাদের বিষ-মিশ্রিত পানীয় পান করতে এবং 'মর্যাদার সাথে মারা যেতে' বলেন।"

চূড়ান্ত অনুষ্ঠানের সময় রেকর্ড করা একটি টেপের কিছু অংশ থেকে জানা যায়, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, বিশ্বাসীরা স্বেচ্ছায় বিষ পান করেছিলেন এবং তাদের সন্তানদের খাওয়িয়েছিলেন। জিম জোন্সের কথাবার্তা এবং আশ্বাস কুরআনের সাথে পরিচিতদের কাছে অদ্ভুতভাবে চেনা যায়। একজন মহিলা প্রতিবাদ করেন, কিন্তু জনতা তাকে চুপ করে দেয় এবং সবাই মৃত্যুর জন্য তাদের প্রস্তুতি প্রকাশ করে।

নিচে টেপ রেকর্ডিংয়ের প্রতিলিপি (ইউটিউবে পাওয়া যাচ্ছে) দেওয়া হল। এটা মর্মান্তিক। এটি তার প্রমাণ যে, ধর্মীয় নেতারা তাদের সদস্যদের উপর কতটা ধ্বংসাত্মক প্রভাব বিস্তার করে।

জিম জোন্সঃ আমি তোমাদের ভালো জীবন দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমি যতই চেষ্টা করেছি, তবুও কিছু লোক তাদের মিথ্যাচারের মাধ্যমে আমাদের জীবনকে অসম্ভব করে তুলেছে। যদি আমরা শান্তিতে থাকতে না পারি, তাহলে আসুন শান্তিতে মরে যাই। (হাততালি) … আমাদের সাথে এত ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে … এখানে কয়েক মিনিটের মধ্যে যা ঘটতে চলেছে তা হল, সেই বিমানের একজন ব্যক্তি পাইলটকে গুলি করবে – আমি জানি। আমি এটা পরিকল্পনা করিনি, কিন্তু আমি জানি এটা ঘটবে … তাই আমার মতামত হল যে আপনি প্রাচীন গ্রীসে থাকতেন, এবং চুপচাপ চলে যেতেন, কারণ আমরা আত্মহত্যা করছি না – এটি একটি বিপ্লবী কাজ … আমরা প্রথমবারের মতো পিছিয়ে যেতে পারি না। **ওমানঃ** আমারও তাই মনে হয়, কারণ জীবন আছে; আশা আছে।

জোন্স: আচ্ছা, একদিন সবাই মারা যাবে।

কাক ঘ: ঠিক আছে, ঠিক আছে!

জোন্স:ওই লোকেরা যা করেছে, আর যা করেছে, সেগুলো আমাদের জীবনকে নরকের চেয়েও খারাপ করে তুলবে... কিন্তু আমার কাছে, মৃত্যু ভয়ঙ্কর কিছু নয়। অভিশপ্ত জীবনযাপনই এর মূল্য নয়। এভাবে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না।

প্রথম বিশ্ব ওমান: কিন্তু আমি মরতে ভয় পাই।

জোন্স: আমার মনে হয় না তুমি আছো। আমার মনে হয় না তুমি আছো। প্রথম পৃ. **ওমান:**আমার মনে হয় ১,২০০ জনের জন্য যারা চলে গেছে তাদের জন্য তাদের জীবন দেওয়ার মতো খুব কম লোক ছিল... আমি সব শিশুদের দিকে তাকাই এবং আমার মনে হয় তারা বেঁচে থাকার যোগ্য।

জোন্স:কিন্তু তাদের কি আরও অনেক কিছু প্রাপ্য নয়? তারা শান্তির যোগ্য। আমরা যে সেরা সাক্ষ্য দিতে পারি তা হল এই ভয়াবহ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া। (হাততালি) প্রথম পুরুষ: শেষ, বোন... আমরা একটি সুন্দর দিন কাটিয়েছি। (হাততালি)

দ্বিতীয় ব্যক্তি:যদি তুমি বলো আমাদের এখনই জীবন দিতে হবে, আমরা প্রস্তুত।

(হাতালি) [বাল্টিমোর সান, ১৯৭৯]

শিশুদের কান্নার উপরে, টেপটি চলতে থাকে, যেখানে জোন্স আত্মহত্যার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিচ্ছেন এবং লোকেদেরকে এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করছেন:

জোন্স:দয়া করে কিছু ওষুধ কিনে দাও। সহজ! এটা সহজ। এতে কোনও খিঁচুনি নেই... মরতে ভয় পেও না। তুমি এখানে বাইরে লোক দেখতে পাবে। তারা আমাদের লোকদের উপর নির্যাতন করবে...

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ:চিন্তার কিছু নেই। সবাই শান্ত থাকো এবং তোমাদের সন্তানদের শান্ত রাখার চেষ্টা করো... তারা ব্যথায় কাঁদছে না; এটা শুধু একটু তেতো স্বাদের...

তৃতীয় বিশ্ব: এটা নিয়ে কান্নাকাটি করার কিছু নেই। এটা এমন একটা জিনিস যা নিয়ে আমরা সবাই আনন্দ করতে পারি। (হাতালি)

জোন্স:দয়া করে, ঈশ্বরের দোহাই, চলুন শুরু করা যাক... এটা একটা বিপ্লবী আত্মহত্যা। এটা আত্ম-ধ্বংসাত্মক আত্মহত্যা নয়। (প্রশংসাকারী কণ্ঠস্বর, "বাবা।" করতালি) তৃতীয় ব্যক্তি: বাবা আমাদের এতদূর এনেছেন। আমার ভোট বাবার সাথেই যেতে হবে...

জোন্স:আমাদের মর্যাদার সাথে মরতে হবে। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি! আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে... থামো। এই হিস্টিরিয়া। আরও দিন কাটানোর চেয়ে মৃত্যু লক্ষ গুণ বেশি পছন্দনীয়।

এই জীবনে... যদি তুমি জানতে সামনে কী আছে, তাহলে আজ রাতে পা রাখতে পেরে খুশি হতে... Fourth W

ওমান:এই বিপ্লবী সংগ্রামে তোমাদের সকলের সাথে হেঁটে যাওয়াটা আনন্দের ছিল... সমাজতন্ত্র, কমিউনিজমের জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না, এবং আমি বাবাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই।

জোন্স:আমাদের জীবন কেড়ে নাও... আমরা আত্মহত্যা করিনি। আমরা একটা অপরাধ করেছি। অমানবিক বিশ্বের অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বিপ্লবী আত্মহত্যার ঘটনা।[351]

এই টেপ প্রকাশের পর বিশ্ববাসী হতবাক হয়ে গেল। তবুও ইসলাম ধর্মের মূল কথা হলো পরম ভক্তি এবং নির্বোধ আনুগত্য, যা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। অন্য কোনও ধর্মই তার অনুসারীদের এত জম্বিতে পরিণত করে না। মুসলমানদের উগ্রতা এর সত্যতার প্রমাণ নয়, বরং এর ধর্মীয় প্রকৃতির একটি উদ্বেগজনক লক্ষণ। ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রমাণের জন্য বিশ্বাসীদের অবশ্যই তাদের ইচ্ছা ত্যাগ করতে হবে এবং সবকিছু উপেক্ষা করতে হবে, এমনকি তাদের পরিবার এবং তাদের নিজস্ব জীবনও। কুরআন বলে: “...*তাহলে মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।*"(প্রশ্ন ২:৯৪) অন্যত্র মুহাম্মদ ইহুদিদেরকে সত্যবাদী প্রমাণের জন্য মৃত্যু কামনা করার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। বলুন: "হে ইহুদি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত লোকেরা! যদি তোমরা মনে করো যে তোমরা আল্লাহর বন্ধু, অন্য মানুষদের বাদ দিয়ে, তাহলে মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (প্রশ্ন ৬২:৬)

জিম জোন্স এবং মুহাম্মদের মতো বিকৃত মনের মানুষদের মতে, ভক্তির চূড়ান্ত পরীক্ষা হল মৃত্যু। ফিলিস্তিনি টেলিভিশনে প্রায়শই আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীদের মায়েদের গর্বের সাথে তাদের সন্তানদের আত্মত্যাগের কথা বলা দেখানো হয় এবং তাদের আশা প্রকাশ করা হয় যে তাদের অন্যান্য সন্তানরাও তাদের অনুসরণ করবে। এটি ধর্মীয় মানসিকতার প্রমাণ।

শাস্তি এবং জবরদস্তি

ওশেরো ব্যাখ্যা করেন: "যদি আপনি কারো মাথায় বন্দুক ধরেন, তাহলে আপনি সেই ব্যক্তিকে যেকোনো কিছু করতে বাধ্য করতে পারেন। মন্দিরটি কঠোর শাস্তি, নৃশংস মারধর এবং তুচ্ছ বা এমনকি দুর্ঘটনাজনিত অপরাধের জন্য জনসাধারণের অপমানের ভয়ে বাস করত। জিম জোন্স কঠোর শাস্তির হুমকি ব্যবহার করে তার দাবি করা কঠোর শৃঙ্খলা এবং পরম নিষ্ঠা আরোপ করেছিলেন এবং তিনি তার অনুসারীদের মধ্যে প্রতিরোধ বা বিদ্রোহকে উৎসাহিত করতে পারে এমন কারণগুলি দূর করার জন্যও ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।"

মুসলমানরা ক্রমাগত কঠোর শাস্তির হুমকির মধ্যে বাস করে। আমি হাজার হাজার ক্ষুব্ধ মুসলমানদের কাছ থেকে এই বার্তা সহ হাজার হাজার ইমেল পেয়েছি যে জীবন সংক্ষিপ্ত এবং ইসলামের সমালোচনা করার জন্য আমি জাহান্নামে যাব। তারা আমার যুক্তিগুলিকে চ্যালেঞ্জ করছে না; তারা আমার যুক্তি নিয়ে বিতর্ক করছে না; তারা কেবল আমাকে যা সবচেয়ে বেশি ভয় পায় তা দিয়ে ভয় দেখানোর জন্য লেখে: জাহান্নাম। কুরআনে সবচেয়ে বেশি পুনরাবৃত্তিমূলক বিষয় হল 'জাহান্নাম', যা ২০০ বারেরও বেশি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, তারপরে 'বিচারের দিন', ১৬৩ বার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং 'পুনরুত্থান', ১১৭ বার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। মুসলমানদের নরকের এমন ভয়ের সাথে লালিত করা হয় যে তারা এটি নিয়ে প্রশ্নও করবে না।

এই ভয় কেবল মানসিক ভীতি প্রদর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শারীরিক শাস্তিও ইসলামী লালন-পালনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামী মাদ্রাসাগুলিতে (ধর্মীয় বিদ্যালয়গুলিতে) শিশুদেরকে স্বাভাবিকভাবে মারধর করা হয়, এমনকি যুক্তরাজ্যেও, এবং কিছু ক্ষেত্রে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। মারধর কেবল শিশুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; প্রাপ্তবয়স্কদের শারীরিকভাবে শাস্তি দেওয়া হয়, প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা হয়, অপমান করা হয়, পঙ্গু করা হয়, অথবা পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয় ইসলামিক আইন লঙ্ঘনের জন্য যা রমজান মাসে মদ্যপান, জনসমক্ষে খাওয়া, অথবা একজন মহিলার জন্য অতিরিক্ত চুল খোলার মতো তুচ্ছ বিষয় হতে পারে।

শরিয়া যেকোনো ধরণের স্বাধীনতা নিষিদ্ধ করে। সমালোচক, মুক্তচিন্তাবিদ, সংস্কারক এবং ধর্মত্যাগীদের হত্যা করতে হবে। এমনকি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাও নিষিদ্ধ! কুরআন বলে, "হে ঈমানদারগণ! এমন কিছু প্রশ্ন করো না যা তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হলে তোমাদের কষ্ট দিতে পারে... তোমাদের পূর্বে কিছু লোক এ ধরনের প্রশ্ন করেছিল এবং সেই কারণে তারা তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলেছিল।" (সূরা ৫:১০১–১০২)

বুখারী দুটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যেখানে মুহাম্মদ বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে অতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করেছেন।"[352] ইসলামের বাধ্যতামূলক অন্ধ বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত মায়া বজায় রাখার একমাত্র উপায় হল অজ্ঞতা, যা কেবল ভয়ের মাধ্যমেই প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ওশেরো লিখেছেন, "কিন্তু সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে, তার দাবি মেনে চলার জন্য কোনও কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা এত স্পষ্টভাবে হুমকিস্বরূপ হওয়ার প্রয়োজন নেই।" মিলগ্রামের পরীক্ষায়,[353] আশ্চর্যজনকভাবে অনেক পরীক্ষার্থী একজন পরীক্ষকের নির্দেশ মেনে অন্য ব্যক্তিকে খুব শক্তিশালী বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।"

মতবিরোধ দূরীকরণ

ওশেরোর মতে, যদি ভিন্নমত পোষণকারীদের সংখ্যা কম থাকে তাহলে এই পরম আনুগত্য লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পাবে। "গবেষণায় দেখা গেছে," তিনি লিখেছেন, "একজন 'অবাধ্য' অংশীদারের উপস্থিতি মিলগ্রাম পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ বিষয়ের উপর প্রভাবকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করেছে[354] 'শিক্ষার্থী' হিসেবে মনোনীত ব্যক্তিকে চমকে দেওয়ার জন্য নির্দেশাবলী মেনে চলেন। একইভাবে, সংখ্যাগরিষ্ঠদের থেকে ভিন্ন মতামত প্রকাশকারী মাত্র একজন কনফেডারেটকে অন্তর্ভুক্ত করে, আসচ[355] "প্রকাশিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, বিষয়টি অনেক কম একমত হবে, এমনকি যখন 'অন্যান্য ভিন্নমত পোষণকারীদের' রায়ও ভুল ছিল এবং বিষয়বস্তু থেকে পৃথক ছিল।"

মুহাম্মদ এবং জিম জোন্স উভয়ই ভিন্নমত সহ্য করতে পারতেন না। তারা একচেটিয়া এবং সম্পূর্ণ আনুগত্য দাবি করেছিলেন এবং তাদের প্রশ্ন করা এবং সমালোচনা করার চিন্তাভাবনাকে একটি অকল্পনীয় বিকল্প করে তুলেছিলেন। মুহাম্মদ তার বিরুদ্ধে লড়াইকারীদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, যদি তারা ইসলাম এবং তার আধিপত্য গ্রহণ করে, যেমনটি তিনি তার চাচাতো ভাই আবু সোফিয়ানকে করেছিলেন এবং এমনকি মক্কা জয়ের পর তাকে আবার তার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু যারা তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল তাদের তিনি ক্ষমা করেননি। তার নির্দেশে অনেক লোককে হত্যা করা হয়েছিল, কেবল এই কারণে যে তারা তার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিল বা তাকে উপহাস করেছিল।

জিন মিলস, যিনি পিপলস টেম্পল ত্যাগকারী কয়েকজনের একজন হওয়ার আগে ছয় বছর উচ্চপদস্থ সদস্য হিসেবে কাজ করেছিলেন, তিনি লিখেছিলেন: "গির্জায় একটি অলিখিত কিন্তু পুরোপুরি বোধগম্য আইন ছিল যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল: কেউই পিতা, স্ত্রী বা তার সন্তানদের সমালোচনা করতে পারবে না।"[356]

মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার এবং তাঁর সঙ্গীদের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। পাকিস্তানের একজন কলেজ অধ্যাপক ডঃ ইউনিস শেখ মন্তব্য করেছিলেন যে মুহাম্মদের বাবা-মা মুসলিম ছিলেন না। এটি স্পষ্ট বলে মনে হয় কারণ মুহাম্মদ যখন শিশু ছিলেন তখন তারা মারা গিয়েছিলেন। তবুও, তাঁর মন্তব্য তাঁর ছাত্রদের ক্ষুব্ধ করেছিল যারা ভেবেছিল যে তিনি

তাদের নবীর পিতামাতাকে অপমান করেছিল এবং ধর্মগুরুদের কাছে অভিযোগ করেছিল, যারা ডঃ শেখকে আদালতে নিয়ে যায়, তাকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। বিশ্বজুড়ে অনেকেই প্রতিবাদ করলে কয়েক বছর পর ডঃ শেখকে মুক্তি দেওয়া হয়।

২০০৬ সালের সেপ্টেম্বরে, সুদানের স্বাধীন দৈনিক আল-উইফাকের প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদ তাহা মোহাম্মদ আহমেদকে একদল মুসলিম অপহরণ করে, যারা তাকে একটি ছদ্মবেশী বিচারের মুখোমুখি করে, তারপর উট জবাই করার রীতিতে তার গলা কেটে হত্যা করে, তারপর তার শিরশ্ছেদ করে। তার পত্রিকায় ইন্টারনেট থেকে মুহাম্মদের পিতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা একটি নিবন্ধ পুনঃপ্রকাশের পর তাকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। বেচারা মোহাম্মদ তাহা কেবল বই থেকে ছোট ছোট অংশ নিয়ে নিজের খণ্ডন লিখেছিলেন।[357]

যদি আপনি ইসলাম, মুহাম্মদ বা তাঁর সাহাবীদের সমালোচনা করেন, তাহলে অমুসলিম দেশে বসবাস করলেও আপনাকে হত্যা করা হতে পারে। ডাচ চলচ্চিত্র নির্মাতা থিও ভ্যান গগ এই শিক্ষাটি অনেক দেরিতে শিখেছিলেন যখন তিনি নিজের রক্তে ভেসে বেড়ান, যখন মুসলিম ভিন্নমতাবলম্বী আয়ান হিসি আলীকে ইসলামে নারীদের নিয়ে একটি চলচ্চিত্র তৈরিতে সহায়তা করার জন্য একজন মুসলিম তাকে ছুরিকাঘাত করেছিল।

১৯৯১ সালের জুলাই মাসে "দ্য স্যাটানিক ভার্সেস"-এর ইতালীয় অনুবাদক এত্তোর ক্যাপ্রিওলি গুরুতর আহত হন এবং টোকিওতে সাহিত্যের অধ্যাপক এবং ইসলামী সভ্যতার একজন অনুরাগী হিতোশি ইগারিশিকে হত্যা করা হয়। নরওয়েজিয়ান অনুবাদক উইলিয়াম নাইগার্ডকে পরে ছুরি দিয়ে হত্যা করা হয়।

ধারণাটি এতটাই সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেওয়া যে কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস না করে। পিপলস টেম্পল কাল্টের আরেকজন দীর্ঘকালীন সদস্য ডেবোরা ব্লেকি, যিনি ধর্মত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেনঃ “জিম জোন্সের নির্দেশের সাথে যে কোনও মতবিরোধকে 'রাষ্ট্রদ্রোহ' হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল।... যদিও যা ঘটছে তা নিয়ে আমি ভয় পেয়েছিলাম, আমি কিছু বলতে ভয় পাচ্ছিলাম কারণ আমি জানতাম

যে কারো ভিন্ন মত থাকলেই জোন্স এবং অন্যান্য সদস্যদের ক্রোধের শিকার হতে হয়।”[358]

অসঙ্গাতি

অনেক প্রাথমিক মুসলিম, ঠিক যেমন পিপলস টেম্পলের কিছু সদস্য বুঝতে পেরেছিলেন যে তাদের বিশ্বাসের ঘোষিত লক্ষ্য এবং তাদের নিজ নিজ নেতাদের অনুশীলন অসঙ্গত। জিম জোন্স তার জামাতের অনেক মহিলার সাথেই যৌনসম্পর্ক করতেন এবং তিনি এ ব্যাপারে লজ্জা পেতেন না। মুহাম্মদ এমন অনেক কাজও করেছিলেন যা দেখে ভ্রু কুঁচকে গিয়েছিল, এমনকি আরবদের মধ্যেও যাদের নীতিবোধ এতটা দুর্বল ছিল।

একটি হাদিসে আয়েশা বর্ণনা করেন: "আমি সেইসব মহিলাকে তুচ্ছ মনে করতাম যারা আল্লাহর রাসূলের কাছে নিজেদের সমর্পণ করেছিল এবং বলতাম, 'একজন রাজকন্যা কি নিজেকে (পুরুষের কাছে) সমর্পণ করতে পারে?' কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন: 'তুমি (হে মুহাম্মদ) তাদের (স্ত্রীদের) মধ্যে যাকে ইচ্ছা (পালা) বিলম্বিত করতে পারো, এবং তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারো; আর যার পালা তুমি আলাদা করে রেখেছো তাকে দাওয়াত করলে তোমার কোন দোষ নেই,' (সূরা ৩৩:৫১) আমি (নবীকে) বললাম, 'আমি অনুভব করি যে তোমার রব তোমার ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণে দ্রুত এগিয়ে যান।'"[359]

আয়েশা কেবল একজন সুন্দরী মেয়েই ছিলেন না, তিনি একজন তুখোড় মেয়েও ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা অনেক সময় দেখি যে মুহাম্মদের ঈশ্বর তাঁর সাহায্যে এসেছিলেন এবং তাঁকে যা খুশি তাই করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

মুহাম্মদ বেশ কিছু সামাজিক রীতিনীতি ভঙ্গা করেছেন, যেমন তার পুত্রবধূকে বিয়ে করা এবং তার স্ত্রীর দাসী মারিয়ার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা। তিনি যখন ৫০ বছর বয়সে ৬ বছর বয়সী আয়েশাকে বিয়ে করেছিলেন এবং তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, তখন তার বয়স ছিল মাত্র আট বছর নয় মাস এবং তিনি এখনও পুতুল নিয়ে খেলছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে আয়েশার কম্বলের নীচে তিনি তার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।

> আয়েশা (রাঃ) বলেন, "আমার সাহাবীরা (অর্থাৎ নবীর অন্যান্য স্ত্রীগণ) উম্মে সালামার ঘরে একত্রিত হয়ে বললেন, "হে উম্মে সালামা! আল্লাহর কসম, মানুষ আয়েশার পালার দিনে উপহার পাঠাতে পছন্দ করে এবং আমরাও আয়েশার মতো ভালো জিনিস (অর্থাৎ উপহার ইত্যাদি) পছন্দ করি। তোমার উচিত আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে বলা যে তিনি লোকদের পাঠাতে বলেন।

"তারা যেখানেই থাকুক না কেন, অথবা তার পালা যেখানেই আসুক না কেন, তাদের উপহার তাকে দেওয়া হোক।" উম্মে সালামা নবীকে এই কথাটি বললেন এবং তিনি তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। নবী যখন তার (অর্থাৎ উম্মে সালামা) কাছে ফিরে এলেন, তখন তিনিও একই কথা বললেন এবং নবী আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। যখন তিনি তৃতীয়বার তাকে একই কথা বললেন, তখন নবী বললেন, "হে উম্মে সালামা! আয়েশাকে কষ্ট দিয়ে আমাকে কষ্ট দিও না, কারণ আল্লাহর কসম, তোমাদের মধ্যে যখন আমি অন্য কোন মহিলার চাদরের নীচে ছিলাম, তখন আমার উপর ওহী আসেনি, কেবল তিনি ছাড়া।"[360]

পরের বার যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন মনে রেখো যে এর অনেক আয়াত "নাযিল" হয়েছিল যখন এর লেখক একটি শিশুকে আদর করছিলেন।

ইউনুস ইবনে ইসহাকের একটি বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, নবীজি যখন উম্মুল ফজলকে শিশু ছিলেন, তখন তিনি তাঁর সামনে হামাগুড়ি দিতে দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'যদি সে বড় হয় এবং আমি বেঁচে থাকি, তাহলে আমি তাকে বিয়ে করব।'[361] অন্য এক জায়গায় আমরা পড়ি, মুহাম্মদ আব্বাসের কন্যা উম্মে হাবিবাকে ফাতিমা (দুধ পানের বয়স) অবস্থায় দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন, "যদি সে আমার জীবদ্দশায় বড় হয়, তাহলে আমি তাকে বিয়ে করব।"[362] ভাগ্যক্রমে তিনি আগেই মারা যান।

অবশ্যই, অনেক প্রাথমিক বিশ্বাসী নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন যে, মুহাম্মদ যদি ঈশ্বরের একজন রসূল হন, তাহলে তাঁর কাজকর্ম কেন এত অধার্মিক ছিল? আমরা ধরে নিতে পারি না যে তাঁর সমস্ত অনুসারীর কোনও বিবেক ছিল না এবং তারা জানত না যে তিনি যা করছেন তা ভুল। তবে, যদি তাদের কোনও সন্দেহ থাকে, তবে তারা তা প্রকাশ করতে অক্ষম ছিল। তারা বহিষ্কার এবং শাস্তির ভয়ে ভীত ছিল। নিন্দুকদের দ্রুত চুপ করে দেওয়া হয়েছিল।

একবার, মুহাম্মদের মক্কার সাহাবীরা, অর্থাৎ মুহাজিররা, মদীনার লোকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় যখন তারা শহরের বাইরে লুটপাট ও লুটপাট করছিল। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, যিনি মুহাম্মদকে বনু নাদির হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত রেখেছিলেন, তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন, “তারা কি আসলেই এটা করেছে? তারা আমাদের অগ্রাধিকার নিয়ে বিতর্ক করে, তারা আমাদের নিজেদের দেশে আমাদের চেয়ে বেশি, এবং আমাদের এবং কুরাইশদের ভবঘুরেদের কাছে প্রাচীন প্রবাদের মতো আর কিছুই খাপ খায় না 'কুকুরকে খাওয়াও, সে তোমাকে খেয়ে ফেলবে।' আল্লাহর কসম, আমরা যখন মদীনায় ফিরে আসব, তখন শক্তিশালী দুর্বলদের তাড়িয়ে দেবে।” তারপর তিনি সেখানে উপস্থিত তার সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে বললেন, “তোমরা নিজেদের সাথে এই আচরণ করেছ। তোমরা

"তোমার দেশ দখল করে নিয়েছি, আর তুমি তোমার সম্পত্তি তাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছ। যদি তুমি তাদের কাছ থেকে তোমার সম্পত্তি রেখে দিতে পারতে, তাহলে তারা অন্য কোথাও চলে যেত।" এই খবর মুহাম্মদের কাছে পৌঁছালে তিনি ইবনে উবাইকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। এই খবর শুনে, তার ইসলাম গ্রহণকারী ছেলে মুহাম্মদের কাছে এসে তাকে বলল, "আমি শুনেছি যে তুমি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যা করতে চাও কারণ তুমি তার সম্পর্কে যা শুনেছো, তা করতে। যদি তোমাকে তা করতেই হয়, তাহলে আমাকে তা করতে আদেশ দাও, আমি তার মাথা তোমার কাছে এনে দেব, কারণ আল খাজরাজ জানে যে তাদের বাবার প্রতি আমার চেয়ে বেশি কর্তব্যপরায়ণ আর কেউ নেই। আমি ভয় পাচ্ছি যে তুমি যদি অন্য কাউকে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দাও, তাহলে আমার আত্মা আমাকে তার হত্যাকারীকে মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখতে দেবে না এবং আমি তাকে হত্যা করব, এভাবে একজন বিশ্বাসীকে একজন অবিশ্বাসীর জন্য হত্যা করব, এবং তাই আমি জাহান্নামে যাব।"[363]

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন এবং মদীনাবাসীরা তাদের পুরনো নেতাকে সম্মান করত। এখন পরিস্থিতি ছিল কঠিন। ইবনে উবাইয়ের মতো একজন পিতাকে তার নিজের পিতাকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া অপ্রীতিকর পরিণতি ডেকে আনতে পারত। যদি পুত্র গুজবের সত্যতা পরীক্ষা করে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং তার পিতার প্রতিরক্ষায় দাঁড়াতে চাইত, তাহলে কী হত? মুহাম্মদ বিজ্ঞতার সাথে তার ভয়াবহ পরিকল্পনা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। তবে ইবনে উবাইয়ের ছেলের এই আচরণ মুসলিম ইতিহাসবিদ এবং ভাষ্যকারদের দ্বারা প্রশংসিত হয় এবং এটিকে প্রকৃত বিশ্বাসের উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মুহাম্মদ তার অনুসারীদের উপর এই স্তরের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি তাদের একে অপরের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করতে বাধ্য করেছিলেন এবং ভয়ের এমন পরিবেশ তৈরি করেছিলেন যেখানে প্রতিটি ভিন্নমত অঙ্কুরোদগম হতেই দমন করা হয়েছিল।

যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা যান, তখন তার ছেলে মুহাম্মদকে তার বাবার জানাজার নামাজ পড়ার জন্য অনুরোধ করেন। ইবনে উবাইয়ের উচ্চতার কারণে, মুহাম্মদ মনে করেন যে এটি বাধ্যতামূলক। মৃত ব্যক্তির জন্য নামাজ পড়ার জন্য যখন তিনি উঠলেন, তখন ওমর, যিনি মুহাম্মদের নিজের মায়ের কবরে নামাজ পড়তে অনিচ্ছার কথা মনে রেখেছিলেন, তার পোশাক ধরে বললেন, “আল্লাহর রাসূল, আপনি কি এই ব্যক্তির জন্য নামাজ পড়বেন, যেখানে আল্লাহ আপনাকে কাফেরদের জন্য নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন?” তিনি উত্তর দিলেন, “আল্লাহ আমাকে একটি বিকল্প দিয়েছেন যেমন তিনি বলেছেন: তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, অথবা প্রার্থনা করো না।

তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো; যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করো, ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করবেন না। (প্রশ্ন ৯:৮০) এবং আমি সত্তর বারের সাথে আরও একটি যোগ করতে যাচ্ছি।" এটা বিদ্রূপাত্মক যে মুহাম্মদ ইবনে উবাইকে "মুনাফিক" বলেছেন, যখন সেই উপাধিটি তার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ছিল। তিনি ইবনে উবাইকে ঘৃণা করতেন, কিন্তু এখন সময় এসেছে তার পুত্র এবং তার গোত্রের প্রতি নিজেকে সন্তুষ্ট করার এবং ঈশ্বরের মন পরিবর্তন করার জন্য আরও একটি প্রার্থনা করার। কেন তিনি তার নিজের মায়ের জন্য সেই অতিরিক্ত প্রার্থনাটি করলেন না?

নিম্নলিখিত হাদিসটি মুহাম্মদ (সাঃ) যে ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন, তার একটি উদাহরণ যারা তাকে প্রশ্ন করার সাহস করেছিল। হুনাইন যুদ্ধের সময় জব্দ করা সমস্ত লুণ্ঠন মক্কার নেতাদের মধ্যে বিতরণ করার সময় এটি ঘটেছিল, "তাদের হৃদয়কে নরম করার" এবং "তাদের মুখে ইসলামকে মিষ্টি করার" জন্য, যেমনটি তিনি তাঁর অনুসারীদের বলেছিলেন, এবং এই যুদ্ধে তাকে সাহায্যকারী অন্যদের জন্য কিছুই রেখে যাননি। এক ব্যক্তি বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! ন্যায়বিচার করুন।" নবী (সাঃ) বললেন, "তোমার জন্য দুর্ভাগ্য! আমি যদি ন্যায়বিচার না করি তবে কে ন্যায়বিচার করতে পারে? আমি যদি ন্যায়বিচার না করি তবে আমি হতাশ হব।" ওমর বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে তার মাথা কেটে ফেলার অনুমতি দিন ০৭।"[364]

এই লোকটি ছিল বনু তামিমের। তার গোত্র মুসলিম ছিল না। তারা কেবল লুটের মাল ভাগাভাগির জন্য অভিযানে যোগ দিয়েছিল। এখন যেহেতু মুহাম্মদ বিজয়ী হয়েছেন, তাই তিনি তার চুক্তির প্রতি সম্মান দেখানোর প্রয়োজন বোধ করেননি। এই লোকটি নবীর চরিত্রের সাথে পরিচিত ছিলেন না। এই অভিজ্ঞতাটি অবশ্যই তার এবং উপস্থিত সকলের জন্য হতাশাজনক ছিল। শিক্ষাটি হল যে, নেতাকে অন্যায় করলেও তাকে প্রশ্ন করার অনুমতি নেই। যে কেউ তাকে প্রশ্ন করেছিল সে তার ক্রোধের শিকার হয়েছিল। কেবল চাটুকাররাই তার অনুমোদন পেয়েছিল।

পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের আক্রমণে যোগদানকারী বামপন্থীদের জন্য কি এতে কোন শিক্ষা আছে? বামপন্থীরা ক্ষমতা দখলের আশায় ইসলামের সাথে জোট বেঁধেছে। এটা একটা স্বপ্নের মতো। ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের সময় ইরানে ইসলামপন্থীদের সমর্থনকারী বামপন্থীদেরই প্রথম ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

এক দলের সাথে জোট গঠন করে অন্য দলের উপর জয়লাভ করা এবং তারপর তাদের বিরুদ্ধে যাওয়া ছিল মুহাম্মদের কর্মপদ্ধতি।

ওশেরো আরও বলেন, “পিপলস টেম্পলের অবস্থা এতটাই নিপীড়ক হয়ে পড়েছিল, জিম জোন্সের ঘোষিত লক্ষ্য এবং তার অনুশীলনের মধ্যে অসঙ্গতি এতটাই স্পষ্ট ছিল যে, সদস্যরা গির্জা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন তা প্রায় অকল্পনীয়। কিন্তু এই সন্দেহগুলি আরও দৃঢ় করা হয়নি। নেতার আদেশ অমান্য করার পক্ষে কোনও মিত্র ছিল না এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে মতবিরোধ প্রকাশকে উৎসাহিত করার জন্য কোনও ভিন্নমত পোষণকারী ছিল না। জনসাধারণের অবাধ্যতা বা ভিন্নমত পোষণকারীকে দ্রুত শাস্তি দেওয়া হত। পরিবার বা বন্ধুদের সাথে থাকা সত্ত্বেও জোন্সের কথা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বিপজ্জনক ছিল। তথ্যদাতা এবং 'পরামর্শদাতারা' দ্রুত অবিবেচনা প্রকাশ করতেন, এমনকি আত্মীয়স্বজনদেরও।”

জোন্সের মতো, মুহাম্মদও তথ্যদাতাদের উপর নির্ভর করতেন, যা ওশেরোর মতে, "এটি কেবল ভিন্নমতকে দমনই করেনি; এটি ব্যক্তিদের তাদের পরিবার এবং বন্ধুদের প্রতি যে সংহতি এবং আনুগত্য অনুভব করে তাও হ্রাস করেছে।"

মুসলমানদের একে অপরের উপর নজর রাখতে বলা হয়েছে যাতে তাদের মধ্যে কেউ "সঠিক পথ" থেকে বিচ্যুত না হয়। একে বলা হয় "আমর বিল মা'রূফ" (সঠিক কাজ করার নির্দেশ) এবং "নাহি মিন আল মুনকার" (অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ)। তবে, ন্যায় এবং অন্যায়, সাধারণ জ্ঞান এবং সুবর্ণ নিয়ম যা নির্দেশ করে তা নয়, এগুলি হল নবীজী যা আদেশ করেছেন বা নিষেধ করেছেন। ইসলামে, প্রত্যেকেই "বড় ভাই" এবং অন্যদের প্রতি সতর্ক এবং সহবিশ্বাসীদের আচরণ সংশোধন করতে এবং গুরুতর ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে বাধ্য। ইরানে, ইসলামী বিপ্লবের পরে, শিশুদের তাদের পিতামাতারা যে কোনও অনৈসলামিক কার্যকলাপের প্রতিবেদন করতে উৎসাহিত করেছিলেন। এছাড়াও বেশ কয়েকজন যুবককে তাদের পিতারা রিপোর্ট করেছিলেন এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তথ্যদাতাদের প্রশংসা করা হয়েছিল এবং অন্যদের একই কাজ করতে উৎসাহিত করার জন্য প্রশংসা করা হয়েছিল।

ওশেরো বলেন: “যদিও জোন্স প্রচার করেছিলেন যে তার গির্জায় ভ্রাতৃত্বের চেতনা ব্যাপ্ত হওয়া উচিত, তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে প্রতিটি সদস্যের ব্যক্তিগত উৎসর্গ "ফাদার"–এর প্রতি পরিচালিত হওয়া উচিত।

ইসলামে বিশ্বাসীদের একে অপরের ভাই হওয়ার কথা, কিন্তু তাদের প্রথম আনুগত্য হল মুহাম্মদের প্রতি, অথবা তিনি যেমন দক্ষতার সাথে বলেছেন, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের" সান্নিধ্যের প্রতি। যে মুহূর্তে আপনি ইসলাম ত্যাগ করবেন, সেই "ভাইরা" আপনার গলা কেটে ফেলতে দ্বিধা করবে না।

মুহাম্মদ এবং জিম জোন্সের মধ্যে মিলগুলি আশ্চর্যজনক। এটি সমস্ত নার্সিসিস্টদের মনোরোগবিকারগ্রস্ত মনের স্বাভাবিক প্রকাশ। নাৎসিবাদ থেকে ফ্যাসিবাদ, কমিউনিজম থেকে ইসলাম পর্যন্ত সমস্ত সর্বগ্রাসী রাজনীতি সংস্কৃতিবাদী এবং জর্জ অরওয়েল তার উপন্যাসে যে বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করেছেন তার একই বৈশিষ্ট্য ভাগ করে নেয়।

পারিবারিক বন্ধনের ধ্বংস

জিম জোন্স বিশ্বাস করতেন: "পরিবারগুলি শত্রু ব্যবস্থার অংশ," কারণ তারা "কারণ" এর প্রতি সম্পূর্ণ নিষ্ঠাকে আঘাত করে।[365] "কারণ" অবশ্যই আর কেউ ছিল না, কেবল সে নিজেই। সুতরাং, সদস্যপদে শাস্তি পাওয়ার আগে ডাকা একজন ব্যক্তি আশা করতে পারেন যে তার পরিবার প্রথম এবং সবচেয়ে জোরালো সমালোচকদের মধ্যে থাকবে।[366]

মুহাম্মদ পরিবারগুলিকে বিভক্ত করে বলেছিলেন যে বিশ্বাসীদের প্রথমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্য করতে হবে এবং যদি তারা এর মধ্যে আসে তবে তাদের পিতামাতার অবাধ্য হতে হবে। তিনি বলেছেন, "এখন আমরা মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি; তবুও (তা সত্ত্বেও) যদি তারা তোমাকে এমন কিছুতে শির্ক (অবিশ্বাস) করতে বাধ্য করে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করো না।" (প্রশ্ন ২৯:৮)

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখিত মুহাম্মদের কন্যা জয়নাব এবং তার স্বামী আবুল আসের প্রেমের গল্পটিও আপনার মনে আছে এবং কীভাবে তিনি তাকে তাকে ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন কারণ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি।

যদি কোন নারী ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তার অবিশ্বাসী স্বামীর সাথে তার বিবাহ বাতিল হয়ে যায়। এর উদ্দেশ্য হল স্বামীকেও ধর্মান্তরিত করতে বাধ্য করা। এই বিধান স্ত্রীর ধর্মান্তরের পথে কোনও বাধা নয়। ধর্মান্তরকারীরা তাদের মস্তিষ্ক ব্যবহার করে না। যখন কেউ তার সন্তানকে ধর্ষণের অনুমতি দিতে পারে, অথবা হত্যা করতে সক্ষম হয়, তখন স্বামীকে ছেড়ে যাওয়া একটি সহজ বিষয়। এছাড়াও, উপরে যেমন বলা হয়েছে, একটি ধর্মান্তর যত কঠিন, ধর্মান্তরকারীর দুর্বল মনের কাছে তত বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

ইবনে সা'দ মক্কার এক যুবক মুস'আব ইবনে উমাইরের গল্প বর্ণনা করেছেন। তার বাবা–মা তাকে খুব ভালোবাসতেন। তার মা খুনাস ছিলেন একজন ধনী ও প্রভাবশালী মহিলা। তিনি তাকে সেরা পোশাক পরিয়েছিলেন।

তাকে সবচেয়ে দামি সুগন্ধি এবং সবচেয়ে মার্জিত এবং ফ্যাশনেবল জুতা কিনে দিয়েছিলেন। মুস'আব ছিলেন মক্কার প্রাথমিক ধর্মান্তরিতদের একজন। তিনি তার বিশ্বাস গোপন রেখেছিলেন। যখন তার মা এই কথা জানতে পারেন, তখন তিনি বিরক্ত হন। তিনি তাকে বাইরে যেতে বাধা দেন। যখন মুহাম্মদ তার অনুসারীদের আবিসিনিয়ায় যাওয়ার নির্দেশ দেন, তখন মুস'আবও তাদের মধ্যে ছিলেন। ফিরে আসার পর, খুনাস আবার তাকে মুহাম্মদকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য রাজি করানোর চেষ্টা করেন। তার কান্না বধির কানে পৌঁছায়। তিনি তাকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেন। মুস'আব দমে যাননি। তিনি ছেঁড়া কাপড় পরতেন এবং তার বিশ্বাসে অটল ছিলেন। মুহাম্মদ তাকে ধর্ম প্রচারের জন্য মদিনায় পাঠিয়েছিলেন। তিনি সফল হন এবং সত্তর জনকে ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হন। এরা সেই সত্তর জন যারা আকাবায় মুহাম্মদের সাথে দেখা করেছিলেন এবং তাকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

মুস'আব যখন মক্কায় ফিরে আসেন, তখন তিনি তার মায়ের সাথে দেখা করতে যাননি। যখন তিনি শুনতে পান যে তার ছেলে শহরে আছে, তখন তিনি বিষণ্ণ বোধ করেন। তিনি তাকে একটি বার্তা পাঠান, "তুমি তোমার মায়ের প্রতি কতটা অকৃতজ্ঞ হতে পারো? তুমি যে শহরে থাকি সেই শহরে এসে আমাকে দেখতে আসোনি?" তিনি উত্তর দেন, আমি নবীর বাড়িতে যাওয়ার আগে কারো বাড়িতে যাব না। তিনি যখন তার বাড়িতে যান, তখন তিনি তাকে থাকার জন্য অনুরোধ করেন। "তিনি বলেন, মায়ের উপর জোর করো না, কারণ যদি তুমি আমাকে যেতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করো, তাহলে তোমাকে হত্যা করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় থাকবে না।" তার দরিদ্র মা বললেন, তুমি যেতে পারো এবং অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। মুস'আব বললেন, আমি তোমার নিজের ভালো মা চাই। সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর রাসূল। তিনি উত্তর দেন, তারার উজ্জ্বলতার দিয়ে আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করব না, তবে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারো। মুস'আব চলে যান এবং তার কিছুক্ষণ পরেই তিনি মদিনায় হিজরত করেন। তিনি মুহাম্মদের অভিযান ও ডাকাতিতে অংশ নেন এবং উহুদের যুদ্ধে নিহত হন।[367] খুনাস সেই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং তার ছেলের মৃত্যু দেখেছিলেন।

মুসলমানরা এই গল্পটি বর্ণনা করে এবং মুস'আবের নির্বোধ নিষ্ঠার প্রশংসা করে। তারা মনে করে "তার গল্প সমগ্র মানবজাতির জন্য গর্বের।" তবে, এটি মগজ ধোলাইয়ের একটি দুঃখজনক গল্প ছাড়া আর কিছুই নয় এবং

একজন ভগ্নহৃদয় মায়ের ধর্মান্ধতা, শোক, যন্ত্রণা ও দুঃখ। ধর্মান্ধরা তাদের পরিবারের উপর যে যন্ত্রণা বর্ষণ করে তা দেখতে অক্ষম। যারা তাদের ভালোবাসে তাদের যন্ত্রণা তারা অনুভব করতে ব্যর্থ হয়। যারা ইসলাম গ্রহণ করে তারা তাদের পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কেউ কেউ এমনকি তাদের বলে যে আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য প্রমাণ করার জন্য তারা তাদের হত্যা করতে দ্বিধা করবে না।

মুহাম্মদ (সাঃ) সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসা পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন না। একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না সে আমাকে তার পিতা, সন্তান এবং সমস্ত মানবজাতির চেয়ে বেশি ভালোবাসে।"[368] এই ভালোবাসাই মুসলমানদের মুহাম্মদ এবং ইসলামের সমালোচনাকারী যে কাউকে হত্যা করতে বাধ্য করে।

আমি এই গল্পটি সেই সকল মায়ের জন্য উদ্ধৃত করছি যারা ভগ্নহৃদয় নিয়ে আমাকে লেখেন এবং তাদের দুঃখের গল্প বলেন। ধর্ম বিপজ্জনক। একবার আপনার প্রিয়জন ধর্মের শিকার হলে, তাদের বাঁচানোর জন্য আপনি কিছুই করতে পারবেন না। প্রতিরোধই একমাত্র সমাধান। আপনার সন্তানদের ধর্ম এবং ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষিত করুন। তাড়াতাড়ি শুরু করুন কারণ ধর্ম খুব ছোটদের শিকার করে। শিক্ষা হল আপনার সন্তানদের জন্য সেরা বীমা। রাজনৈতিক শুদ্ধতা এবং বহুসংস্কৃতিবাদ দ্বারা অসুস্থ একটি সমাজে, মিডিয়া বা স্কুল আপনার সন্তানদের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করবে বলে আশা করবেন না। আপনার সন্তানদের বাঁচানো আপনার কর্তব্য।

মুসলিমরা সক্রিয়ভাবে তরুণদের শিকার করছে। সক্রিয় থাকুন এবং আপনার সন্তানদের জানান যে বাইরেও শিকারী আছে – ভেড়ার পোশাকে নেকড়ে। এই শিকারীরা নিজেরাই শিকার। প্রায়শই আপনার সন্তানের মুসলিম সেরা বন্ধুই তাদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে। মুসলিমরা নির্দোষ, কিন্তু তারা একটি মারাত্মক ভাইরাস বহন করে।

মতবিরোধ নিষিদ্ধকরণ

“কেন আরও বেশি লোক চলে গেল না?” ওশেরো জিজ্ঞাসা করেন। “পিপলস টেম্পলের ভেতরে ঢুকে পড়লে, চলে যাওয়া নিরুৎসাহিত করা হত; দলত্যাগীদের ঘৃণা করা হত। জিম জোন্সকে এতটা বিচলিত করার কিছু ছিল না; যারা চলে গিয়েছিল তারা তার সবচেয়ে তীব্র আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল এবং যে কোনও সমস্যার জন্য তাদেরই দোষ দেওয়া হত। একজন সদস্য স্মরণ করে বলেন যে বেশ কয়েকজন কিশোর-কিশোরী মন্দির ছেড়ে যাওয়ার পর, 'আমরা সেই আটজনকে এত আবেগের সাথে ঘৃণা করতাম কারণ আমরা জানতাম যে কোনও দিন তারা আমাদের উপর বোমা হামলা চালানোর চেষ্টা করবে। আমি বলতে চাইছি জিম জোন্স আমাদের এই বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত করেছিলেন।'”[369]

একজন মুসলিম ধর্মত্যাগীদের চেয়ে বেশি ঘৃণা করতে পারে না। ধর্মত্যাগী, মুক্তচিন্তক এবং সমালোচকদের হুমকি দেওয়া হয় এবং হত্যা করা হয়। মুসলিম ভিন্নমতাবলম্বীদের ধর্ম অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং তাদের পিটিয়ে হত্যা করা হয় বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এই মন্তব্যটি একজন মুসলিম আমার ব্লগে রেখে গেছেন। তার ক্রোধের তীব্রতা লক্ষ্য করুন। "মিঃ আলী সেনা ..... আমি চাই যদি আমি আমার জীবনে আপনাকে কিছুটা সময় দিতে পারি, এবং আমি ঈশ্বরের কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমি আপনাকে হত্যা করব, আপনাকে হত্যা করব।" এমন নয় যে এই ব্যক্তি ইংরেজিতে লিখতে জানেন না। তাদের মাথায় রক্তের স্রোত বইছে এবং তারা লিখতে ভুলে গেছে। মুসলমানরা ধর্মত্যাগীদের চেয়ে বেশি হিংস্রভাবে আর কাউকে ঘৃণা করতে পারে না। আমি জানি এটি তোমাদের ইহুদিদের ঈর্ষান্বিত করে। কিন্তু দুঃখিত, এমনকি ইহুদিরাও তা অতিক্রম করতে পারে না।

ওশেরো লিখেছেন, "ক্ষতিপূরণ বেশ ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগে পরিণত হয়েছিল, এবং বেশিরভাগ সদস্যের জন্য, সম্ভাব্য সুবিধাগুলি অত্যন্ত অনিশ্চিত ছিল। পালানো একটি কার্যকর বিকল্প ছিল না। প্রতিরোধ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল। অন্য কোনও বিকল্প স্পষ্ট না থাকায়, সম্মতি সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপে পরিণত হয়েছিল। জিম জোন্স যে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন তা পিপলস টেম্পলের সদস্যপদকে লাইনে রেখেছিল এবং ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার অসুবিধা তাদের টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল।"

কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে যে ধর্মত্যাগ গ্রহণযোগ্য নয়। “যদি তোমরা ঈমান ত্যাগ করো, তাহলে অবশ্যই পৃথিবীতে পাপ কাজ করবে, এবং

রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করে। এরাই তারা যাদের উপর আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন, তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিহীন করে রেখেছেন... যারা আল্লাহর হেদায়েত অবতীর্ণ হওয়ার পর কুফরীতে ফিরে যায়, শয়তান তাদের প্ররোচিত করে এবং তার দ্বারা প্ররোচিত হয়।"(প্রশ্ন ৪৭:২৩–২৮) এখানে মুহাম্মদ মুরতাদদের জন্য ঐশ্বরিক শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, পাশাপাশি এই পৃথিবীতে শাস্তিও। বুখারী বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'যে মুসলিম স্বীকার করে যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং আমি তাঁর রাসূল, তার রক্তপাত তিনটি ক্ষেত্রে ছাড়া করা যাবে নাঃ হত্যার জন্য কিসাস, অবৈধ যৌন মিলনকারী বিবাহিত ব্যক্তি এবং যে ইসলাম থেকে ফিরে আসে (মুরতাদ) এবং মুসলিমদের ত্যাগ করে।'"[370]

অন্য একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, আলীর কাছে কয়েকজন ধর্মত্যাগীকে আনা হয়েছিল এবং তিনি তাদের পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই বর্বরতার খবর ইবনে আব্বাসের কাছে পৌঁছালে তিনি বলেন, “আমি যদি তার জায়গায় থাকতাম, তাহলে আমি তাদের পুড়িয়ে ফেলতাম না, যেমন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নিষেধ করেছিলেন, বলেছেন, 'আল্লাহর শাস্তি (আগুন) দিয়ে কাউকে শাস্তি দিও না।' আমি আল্লাহর রাসূলের বাণী অনুসারে তাদের হত্যা করতাম, 'যে তার ইসলাম ধর্ম পরিবর্তন করেছে, তাকে হত্যা করো।'”[371]

প্ররোচনার শক্তি

জোন্সের গির্জায় যোগদানের জন্য প্রথমে কী মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল? আসুন আমরা এই প্রশ্নটি বিশ্লেষণ করি এবং নতুন ধর্মান্তরিতদের ইসলামে আকৃষ্ট করার সাথে তুলনা করি।

ওশেরো জোন্সের ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্বের জন্য তার বাগ্মীতা শক্তিকে কৃতিত্ব দেন, যা সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তিদের পরিচালনা করার ক্ষেত্রে তার প্রতিভার সাহায্য করে। প্রতিশ্রুতি এবং যত্ন সহকারে তার উপস্থাপনাকে প্রতিটি নির্দিষ্ট শ্রোতার কাছে আবেদনময় করে তুলতে তিনি সহজেই তাদের হৃদয় এবং কল্পনা জয় করতে পারতেন। সিসেরোর ভাষায়, "কোনও কিছুই এত অবিশ্বাস্য নয় যে বক্তৃতা তা গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে না।"

মুহাম্মদ বাগ্মীতার শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে "বাকপটুতার মধ্যেই জাদু আছে"[372] এবং বলতেন: "কিছু সুস্পষ্ট কথাবার্তায় জাদুর প্রভাব থাকে (যেমন, কিছু লোক কিছু করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তারপর একজন ভালো সুস্পষ্ট বক্তা তাদের সম্বোধন করে এবং তারপর তারা তার বক্তৃতার পরে সেই কাজটি করতে রাজি হয়)।"[373]

অন্যত্র তিনি গর্ব করে বলেছিলেন, "আমাকে স্পষ্টবাদী বক্তৃতার চাবিকাঠি দেওয়া হয়েছে এবং ভয়ের সাথে জয় দেওয়া হয়েছে।"[374] তিনি প্ররোচনার জন্য বক্তৃতার শক্তি এবং ভয় দেখানোর জন্য সন্ত্রাস ব্যবহার করেছিলেন।

ওশেরো লিখেছেন, "পিপলস টেম্পল সদস্যদের বেশিরভাগই ছিল সমাজের অভাবী এবং অবহেলিতদের নিয়ে গঠিত: শহুরে দরিদ্র, কৃষ্ণাঙ্গ, বয়স্ক এবং মাদকাসক্ত এবং প্রাক্তন দোষীদের একটি ছিটানো দল।"[375]

মক্কায় মুহাম্মদের প্রাথমিক অনুসারীদের সাথে এর তুলনা করুন। তারা বেশিরভাগই ছিল দরিদ্র, বঞ্চিত দাস, বিদ্রোহী যুবক এবং কিছু বিচ্ছিন্ন মহিলা। তিনি দাসদের তাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বলেছিলেন। যুবকদের তিনি বলেছিলেন, তোমাদের আদেশ অমান্য করো।

পিতামাতা এবং আমার অনুসরণ করো। তিনি সামাজিক সাম্য এবং সকল বিশ্বাসীর ভ্রাতৃত্ববোধ এবং অবিশ্বাসীদের বর্জনের কথা বলেছিলেন। তিনি পরকালে তাদের জন্য মহান পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যারা তার নিন্দুকদের প্রতি কঠোর ছিলেন। তিনি বিদ্রোহ এবং বিবাদ ডেকে আনেন।

তিন ঐতিহাসিক, তাবারি, ইবনে সা'দ এবং ইবনে ইসহাক একমত যে, মাত্র কয়েকজন ঈমানের বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বেশিরভাগই লোভ এবং লুণ্ঠনের ভাগ পাওয়ার জন্য ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। তবুও, তাদের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, তারা মুহাম্মদকে বিজয়ী করেছিলেন। মুহাম্মদের সাহাবী, সালাফরা পবিত্র মানুষ ছিলেন না। তারা ছিলেন একদল দুর্বৃত্ত, গুন্ডা, ডাকাত, হাইওয়ে ডাকাত এবং খুনি। আজকের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা আলাদা নয়। যারা বেশি ধর্মপ্রাণ তারা আরও বিপজ্জনক।

মহিমান্বিতার দাবি

সম্প্রদায়ের নেতাদের ব্যক্তিত্ব অতি–মহামানবীয়। জিম জোন্স এবং মুহাম্মদ উভয়েরই অহংকার ছিল অতি–স্ফীত। নতুন সদস্যদের আকর্ষণ করার জন্য, জোন্স বিভিন্ন শহরে জনসেবা করতেন। বিতরণ করা লিফলেটগুলিতে লেখা ছিল, "যাজক জিম জোন্স... অবিশ্বাস্য! অলৌকিক! আশ্চর্যজনক! আপনি কখনও প্রত্যক্ষ করেছেন এমন সবচেয়ে অনন্য ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নিরাময় পরিষেবা! দেখুন আপনার মধ্যে অবতারিত বাক্য! "[376]

মুহাম্মদ নিজের সম্পর্কে অনেক উঁচু দাবী করতেন। তাঁর মোজার পুতুল দেবতা প্রায়শই তাঁর প্রশংসা করতেন।

> *আমরা আপনাকে সকল সৃষ্টির জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।*(প্রশ্ন ২১:১০৭) আর নিঃসন্দেহে তুমি [মুহাম্মদ] উত্তম চরিত্রের অধিকারী। (প্রশ্ন ৬৮:৪) নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূলের মধ্যে অনুসরণ করার জন্য তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। (প্রশ্ন ৩৩:২১)
> *নিশ্চয়ই এটি একজন পরম সম্মানিত রসূলের বাণী।*
> (প্রশ্ন ৮১:১৯)
> *কিন্তু না, প্রভুর কসম, তারা (প্রকৃত) ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যেকার সকল বিবাদে তোমাকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ করে।ßএবং তাদের অন্তরে তোমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ নেই, বরং পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে সেগুলো গ্রহণ করবে।*(প্রশ্ন ৪:৬৫)

শেষ আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে মুহাম্মদ সম্পূর্ণ আনুগত্যের চেষ্টা করছিলেন এবং যেকোনো সমালোচনা বা মতবিরোধে ভ্রুকুটি করতেন।

ওশেরো লিখেছেন:

> সদস্যরা জোন্সের উচ্চবাচ্য এবং পিপলস টেম্পলের জীবনের কঠোরতার মধ্যে স্পষ্ট অসঙ্গতিগুলিকে তাদের ব্যক্তিগত অযোগ্যতার জন্য দায়ী করতে শিখেছিলেন, জোন্সের কোনও দোষের জন্য দোষারোপ করার পরিবর্তে। প্রাক্তন সদস্য নেভা স্লির উদ্ধৃতি অনুসারে: 'আমরা সবসময় এমন জিনিসগুলির জন্য নিজেদেরকে দোষারোপ করতাম যা সঠিক বলে মনে হয়নি।'[377] গির্জার মধ্যে একটি অনন্য এবং বিকৃত ভাষা গড়ে ওঠে, যেখানে 'দ্য কজ' জিম জোন্স যা কিছু বলেন তা হয়ে ওঠে।[378] পরিশেষে, বক্তৃতা, প্রতারণা এবং ভাষার চতুর ব্যবহারের মাধ্যমে, জোন্স মৃত্যুকে 'পায়ে পা ফেলা' হিসেবে বলতে পেরেছিলেন, যার ফলে আত্ম–অনুভূতির একটি হতাশাজনক কাজ লুকিয়ে ছিল।

ধ্বংসকে 'বিপ্লবী আত্মহত্যার' একটি মহৎ ও সাহসী কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং সদস্যরা তার কথা মেনে নিয়েছিলেন।

ইসলামে এটা খুবই সাধারণ, যেখানে বিশ্বাসীরা যেকোনো ভুলের জন্য স্বেচ্ছায় দোষ নিতে এবং যা ঠিক হয় তার জন্য আল্লাহকে কৃতিত্ব দিতে স্বেচ্ছায় বাধ্য হয়। এছাড়াও, মৃত্যুর প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে মুহাম্মদের অনুসারী এবং জিম জোন্সের অনুসারীদের মধ্যে অবিশ্বাস্য মিল লক্ষ্য করুন।

"আমরা মৃত্যুকে তোমাদের জীবনকে যতটা ভালোবাসি তার চেয়ে বেশি ভালোবাসি" এই উক্তিটি দিয়ে ওসামা বিন লাদেন আমেরিকার কাছে তার কুখ্যাত চিঠিটি শুরু করেছিলেন, যার উৎপত্তি ৬৩৬ সালে কাদেসিয়া যুদ্ধে, যখন মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার খালিদ ইবনে ওয়ালিদ খলিফা আবু বকরের কাছ থেকে পারস্য সেনাপতি খোসরুর কাছে একটি বার্তা নিয়ে একজন দূত পাঠান। বার্তায় বলা হয়েছিল, "তোমাদের [খোসরা এবং তার লোকদের] ইসলাম গ্রহণ করা উচিত, তাহলে তোমরা নিরাপদ থাকবে, কারণ যদি তোমরা তা না করো, তাহলে তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে আমি তোমাদের কাছে এমন এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে এসেছি যারা মৃত্যুকে ভালোবাসে, যেমন তোমরা জীবনকে ভালোবাসো।" আজকের মুসলিম ধর্মোপদেশ, সংবাদপত্র এবং পাঠ্যপুস্তকে এই বিবরণটি আবৃত্তি করা হয়।

গোপন জ্ঞানের দাবি

কাল্ট নেতারা অলৌকিক কাজ করে এবং অজানা সম্পর্কে জ্ঞান আছে বলে দাবি করে তাদের অনুসারীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। জিম জোন্স অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল নতুন সদস্য বা অতিথিদের সম্পর্কে এমন কিছু প্রকাশ করার ক্ষমতা যা তারা ছাড়া আর কেউ জানত না। এই "অলৌকিক কাজ" করার জন্য তিনি তার একজন বিশ্বাসীকে আগে থেকেই পাঠাতেন অতিথির জিনিসপত্র অনুসন্ধান করার জন্য, তার ব্যক্তিগত চিঠিগুলি পড়ার জন্য বা তাদের কথোপকথন শোনার জন্য এবং তাদের আবিষ্কার সম্পর্কে তাকে অবহিত করার জন্য। তারপর তিনি তাদের সম্পর্কে তার "গোপন জ্ঞান" দিয়ে তাদের অবাক করে দিতেন।

মুহাম্মদও একই কাজ করেছিলেন। সর্বত্র তার গুপ্তচর ছিল এবং যখনই তাকে খবর দেওয়া হত, তখন সে বলত, "জিব্রাইল আমাকে খবর দিয়েছে..."

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, আমি মারিয়ার সাথে মুহাম্মদের যৌন সম্পর্কের কেলেঙ্কারি, হাফসার প্রতিক্রিয়া এবং আল্লাহর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দাসীকে নিষিদ্ধ করার জন্য মুহাম্মদের শপথ নিয়ে আলোচনা করেছি, যা পরে তিনি ভঙ্গ করেছিলেন। আমাদের আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক হল সেই ঘটনার পরবর্তী আয়াতটি। এই আয়াতে মুহাম্মদ হাফসাকে মারিয়ার সাথে তার যৌন সম্পর্কের গোপন কথা কারো কাছে প্রকাশ না করার নির্দেশ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। মুখ বন্ধ রাখতে না পেরে, হাফসা আয়েশার কাছে গোপন কথাটি প্রকাশ করে দেন। মুহাম্মদ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। গোপন কথাটি যদি প্রকাশ হয়ে থাকে, তাহলে হাফসা অবশ্যই কথা বলেছে তা জানতে খুব বেশি বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয় না। তবে, মুহাম্মদ দাবি করেছিলেন যে আল্লাহই তাকে জানিয়েছিলেন যে হাফসা তার অবাধ্যতা করেছে। “আর যখন নবী গোপনে তাঁর স্ত্রীদের একজনের কাছে একটি খবর পৌঁছে দিলেন—কিন্তু যখন স্ত্রী তা (অন্যদের) জানিয়ে দিলেন, আর আল্লাহ তাঁকে তা জানালেন, তখন তিনি কিছু কথা জানিয়ে দিলেন এবং কিছু এড়িয়ে গেলেন; তাই যখন তিনি তাকে তা জানালেন, তখন তিনি বললেনঃ কে তোমাকে এ কথা জানালো? তিনি বললেনঃ যিনি সর্বজ্ঞ, তিনি আমাকে খবর দিয়েছেন।” (প্রশ্ন ৬৬:৩)

পুরো গল্পটি হাস্যকর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা প্রথমে একজন দালালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তার নবীর জন্য, তার কাঙ্ক্ষিত নারীর সাথে যৌন মিলনের জন্য। তারপর সে পরচর্চা করে এবং তার স্ত্রীরা তার পিছনে যা বলেছিল তা তাকে জানায়। এই গল্পের বোকামি নিয়ে আলোচনা করার কোনও মানে হয় না। এটি কেবল দেখায় যে তার উপাস্য কী ধরণের ছিল। মূল কথা হল মুহাম্মদ দাবি করেছিলেন যে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে তথ্য পেয়েছেন, যখন হাফসা তার গোপন কথা প্রকাশ করেছিলেন তা বেশ স্পষ্ট ছিল।

এইভাবেই কাল্ট নেতা মানুষকে চালিত করেন।

অলৌকিক কাজ সম্পাদন করা

অবাক করার বিষয় হল, অনুসারীরা প্রায়শই নেতার কেলেঙ্কারিতে স্বেচ্ছায় সহযোগী হয়ে ওঠে।

জিন মিলস, একজন প্রাক্তন কাল্ট সদস্য, জিম জোন্সের খাদ্য বৃদ্ধির অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন:

> রবিবারের প্রার্থনায় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি লোক ছিল, এবং কোনও কারণে গির্জার সদস্যরা সকলকে খাওয়ানোর জন্য পর্যাপ্ত খাবার আনেনি। এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে লাইনে থাকা শেষ পঞ্চাশ জন লোক কোনও মাংস পাবে না। জিম ঘোষণা করলেন, 'যদিও এই জনতাকে খাওয়ানোর জন্য পর্যাপ্ত খাবার নেই, তবুও আমি আমাদের খাবারকে আশীর্বাদ করছি এবং বাইবেলের সময়ে যীশুর মতো এটিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করছি।'
>
> নিশ্চিতভাবেই, এই চমকপ্রদ ঘোষণা দেওয়ার কয়েক মিনিট পরেই, ইভা পুগ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন আনন্দে, ভাজা মুরগি ভর্তি দুটি থালা নিয়ে। ঘরে জড়ো হওয়া লোকজনের কাছ থেকে, বিশেষ করে লাইনের শেষে থাকা লোকজনের কাছ থেকে, একটা বিরাট আনন্দের শব্দ ভেসে এলো।
>
> "ধন্য মুরগি"টি অসাধারণ সুস্বাদু ছিল, এবং অনেকেই উল্লেখ করেছিলেন যে জিম তাদের খাওয়া সবচেয়ে সুস্বাদু মুরগি তৈরি করেছিলেন।
>
> তাদের মধ্যে একজন, চাক বেইকম্যান, তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজনকে মজা করে বলেছিলেন যে তিনি কয়েক মুহূর্ত আগে ইভাকে কেন্টাকি ফ্রাইড চিকেন স্ট্যান্ড থেকে বালতি নিয়ে গাড়ি চালিয়ে আসতে দেখেছিলেন। তিনি হেসে বললেন, "এই মুরগিটিকে যে আশীর্বাদ করেছিলেন তিনি হলেন কর্নেল স্যান্ডার্স।"
> সন্ধ্যার বৈঠকে জিম উল্লেখ করে যে চাক তার উপহার নিয়ে মজা করেছে। "সে এখানকার কিছু সদস্যকে মিথ্যা বলেছে, তাদের বলেছে যে মুরগিটি স্থানীয় একটি দোকান থেকে এসেছে," জিম ক্ষিপ্ত হয়ে বলে। "কিন্তু ন্যায়ের আত্মা জয়ী হয়েছে। তার মিথ্যা বলার কারণে চাক এখন পুরুষদের ঘরে আছে, কামনা করছে যে সে মারা যাক। তার বমি হচ্ছে এবং ডায়রিয়া এতটাই তীব্র যে সে কথা বলতে পারছে না!"

> এক ঘন্টা পরে একজন ফ্যাকাশে এবং কাঁপতে কাঁপতে চাক বেইকম্যান পুরুষদের ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন, একজন রক্ষী তাকে সমর্থন করলেন। জিম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি কিছু বলার আছে?"
>
> চাক দুর্বল দৃষ্টিতে উপরের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল, "জিম, আমি যা বলেছি তার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন।"
>
> চাকের দিকে তাকিয়ে আমরা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে আমরা কখনও জিমের "অলৌকিক ঘটনা" নিয়ে প্রশ্ন তুলব না, অন্তত জোরে না। বহু বছর পর, আমরা জানতে পারলাম যে জিম একটি কেকের টুকরোতে হালকা বিষ মিশিয়ে চাককে দিয়েছে।[379]

এখন, এই "অলৌকিক ঘটনা" সম্পাদনের জন্য জোন্সকে ইভার সহযোগিতার উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। কেন এই মহিলা জেনেশুনে এমন প্রতারণায় অংশ নেবেন? ধর্মপ্রাণরা আত্মপ্রতারণায় স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করে। মুহাম্মদের সাথেও একই রকম অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। একটি হাদিসে, একজন মুসলিম দাবি করেছেন যে তিনি নিম্নলিখিত অলৌকিক ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন। “আমি আল্লাহর রাসূলকে (সাঃ) এমন সময় দেখেছিলাম যখন আসরের (সন্ধ্যা) নামাজের সময় এসেছিল এবং লোকেরা ওযু করার জন্য পানি খুঁজছিল কিন্তু তারা তা খুঁজে পায়নি। পরে আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) কাছে ওযুর জন্য পানি ভর্তি একটি পাত্র আনা হয়েছিল। তিনি সেই পাত্রে হাত রেখে লোকদের তা থেকে ওযু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি দেখলাম তার আঙ্গুলের নিচ থেকে পানি বেরিয়ে আসছে যতক্ষণ না তারা সকলেই ওযু করে (এটি ছিল নবীর (সাঃ) অলৌকিক ঘটনাগুলির মধ্যে একটি)।[380] অন্য একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে মুহাম্মদ রুটি বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিলেন।[381] অন্যত্র আমরা পড়ি যে তিনি তার কোদাল দিয়ে একটি বিশাল শক্ত পাথরে আঘাত করেছিলেন এবং পাথরটি বালির মতো হয়ে গিয়েছিল।[382] অথবা, তিনি এমন খাবার আশীর্বাদ করলেন যা চার বা পাঁচজনের জন্য যথেষ্ট ছিল এবং তা দিয়ে একটি সেনাবাহিনীকে খাওয়ালেন।[383]

মুহাম্মদের উপর ডজন ডজন অলৌকিক ঘটনা আরোপ করা হয়েছে। এর বেশিরভাগই তিনি নিজেই দাবি করেছিলেন। এগুলি এমন অলৌকিক ঘটনা যা তিনি ছাড়া আর কেউ দেখেনি। এরকম একটি অলৌকিক ঘটনা হল জিনদের শহরে এক রাত কাটানোর দাবি। অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন যে মদিনায় একদল জিন ইসলাম গ্রহণ করেছে।[384] দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি যে অসাধারণ গল্পটি উদ্ধৃত করেছি, তাতে তার দাবি ছিল যে

তিনি শয়তানের সাথে লড়াই করেছিলেন এবং তাকে বশীভূত করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত মি'রাজের কাহিনী কুরআনেও লিপিবদ্ধ আছে।

এই গল্পগুলো হয় হ্যালুসিনেশন ছিল অথবা বিশ্বাসীদের প্রভাবিত করার জন্য বানানো। ইবনে সা'দ আবু রাফি নামে একজন মুমিনের বর্ণিত একটি গল্প উদ্ধৃত করেছেন, যিনি বলেছিলেন যে একদিন মুহাম্মদ তার কাছে এসেছিলেন এবং তিনি রাতের খাবারের জন্য একটি ভেড়ার বাচ্চা জবাই করেছিলেন। মুহাম্মদ কাঁধ পছন্দ করেছিলেন তাই তিনি তাকে একটি পরিবেশন করেছিলেন। তারপর তিনি আরেকটি চেয়েছিলেন এবং যখন তিনি শেষ করলেন, তখন তিনি আরেকটি চেয়েছিলেন। [তার ক্ষুধা কতটা ছিল?] আবু রাফি বললেন, "আমি তোমাদের উভয় কাঁধ দিয়েছিলাম; একটি ভেড়ার বাচ্চার কত কাঁধ থাকে?" যার উত্তরে মুহাম্মদ বললেন, "তুমি যদি এটা না বলত, তাহলে তুমি আমাকে যতগুলো কাঁধ চেয়েছিলাম ততগুলো দিতে পারতে।"[385]

এই অদ্ভুত দাবি সত্ত্বেও, সন্দেহবাদীদের দ্বারা চ্যালেঞ্জ জানানোর পর, স্ব-অভিষিক্ত নবী বারবার অলৌকিক কাজ করতে সক্ষম বলে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে যদিও অন্যান্য নবীদের অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, তার একমাত্র অলৌকিক কাজ ছিল কুরআন। "নবী (সাঃ) বলেছেন, নবীদের মধ্যে এমন কোন নবী ছিলেন না যাকে অলৌকিক কাজ দেওয়া হয়নি যার কারণে মানুষ নিরাপদ ছিল বা বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু আমাকে যা দেওয়া হয়েছিল তা হল ঐশ্বরিক ওহী যা আল্লাহ আমার উপর নাযিল করেছিলেন।"[386]

তাহলে, বিশ্বাসীরা কেন তাদের নবীর উপর মিথ্যাভাবে অলৌকিক ঘটনা আরোপ করার জন্য জোর দেবে? একবার মানুষ বিশ্বাসের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেলে, তারা মিথ্যা সহ সবকিছুকেই ন্যায্যতা দেয়। দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী লোকেরা স্বেচ্ছায় মিথ্যা বলে, প্রতারণায় অংশগ্রহণ করে, অন্যদের অপব্যবহার করে এবং এমনকি প্রয়োজনে তাদের বিশ্বাসকে সমর্থন করার জন্য হত্যা করে। তাদের কাছে "কারণ" এত গুরুত্বপূর্ণ যে এটি অন্য সমস্ত বিবেচনাকে ছাপিয়ে যায়। যখন মানুষ কোনও কারণের সত্যতা সম্পর্কে এতটাই নিশ্চিত হয়ে যায় যে তারা এর জন্য মরতেও প্রস্তুত থাকে, তখন মিথ্যা বলা এবং এর জন্য হত্যা করা একটি সংঘাত হয়ে ওঠে। লক্ষ্যই উপায়কে ন্যায্যতা দেয়। ফরাসি দার্শনিক এবং গণিতবিদ প্যাসকেল লিখেছিলেন, "মানুষ কখনই এত সম্পূর্ণ এবং আনন্দের সাথে মন্দ কাজ করে না, যতটা তারা ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে করে।" ইতিহাস প্যাসকেলের সত্যতার সাক্ষী।

ধর্মের নামে অনেক অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। বিশ্বাস অন্ধ করে দেয় এবং পরম বিশ্বাস একেবারে অন্ধ করে দেয়।

ইমাম গাজ্জালীর[387] ইসলামে কর্তৃত্ব অনস্বীকার্য। তিনি বলেন: "যখন মিথ্যা বলার মাধ্যমে এই ধরনের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয় কিন্তু সত্য বলার মাধ্যমে নয়, তখন লক্ষ্য অর্জন যদি জায়েজ হয় তবে মিথ্যা বলা জায়েজ"।[388]

কাসিনডর্ফ লিখেছেন, "জিম জোন্স দক্ষতার সাথে তার গির্জা নতুনদের কাছে যে ধারণাটি পৌঁছে দেবে তা কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি সাবধানতার সাথে এর জনসাধারণের ভাবমূর্তি পরিচালনা করেছিলেন। তিনি পিপলস টেম্পলকে সমর্থনকারী রাজনীতিবিদ এবং সংবাদমাধ্যমের প্রশংসা ও মুগ্ধ করার জন্য, পাশাপাশি এর বিরোধীদের সমালোচনা ও ভয় দেখানোর জন্য শত শত সদস্যের চিঠি লেখা এবং রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করেছিলেন।"[389]

যদি কোন সংবাদপত্র এমন কিছু লেখে যা মুসলিমদের আপত্তিকর মনে হয়, তাহলে হাজার হাজার মুসলমান তাদের অভিযোগ জানাতে সম্পাদকের অফিসে ভিড় জমায়। যতক্ষণ না প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া হয় এবং সংস্করণটি প্রত্যাহার করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের হয়রানি চালিয়ে যাবে। ডেনিশ সংবাদপত্র, জিল্যান্ডস-পোস্টেন, যখন মুহাম্মদের কয়েকটি কার্টুন প্রকাশ করেছিল, অথবা যখন পোপ বেনেডিক্ট XVI একজন বাইজেন্টাইন সম্রাটের উদ্ধৃতি দিয়েছিল, "আমাকে দেখাও মুহাম্মদ কী এনেছে যা নতুন ছিল?"[390]

O-এর প্রতি অবিশ্বাস উটসাইডার্স এবং এস এলফ – দোষারোপ

ওশেরো লিখেছেন: "জোন্স যেকোনো পরস্পরবিরোধী বার্তার প্রতি অবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিলেন, সেগুলোকে শত্রুর পণ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাদের উৎসের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে, তিনি সদস্যদের বাইরের সমালোচনার দ্বারা প্ররোচিত হওয়ার বিরুদ্ধে টিকা দিয়েছিলেন।"

এটি মুসলিমদের ক্ষেত্রেও সাধারণ, যারা তাদের সমালোচকদেরকে "ইসলামের শত্রুদের" জায়নবাদী এবং/অথবা বেতনভুক্ত এজেন্ট বলে অভিযোগ করে। এখন জায়নবাদী হওয়াতে কোনও ভুল নেই, কারণ সবচেয়ে ঘৃণ্য ব্যক্তিরা জায়নবাদী বিরোধী এবং এর বিপরীতে, কিন্তু মুসলমানদের কাছে এটি একটি অপমান। ইসলামের সমালোচকদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়, তাদের নিন্দা করা হয়, হয়রানি করা হয় এবং আক্রমণ করা হয়, কিন্তু কখনও যুক্তিসঙ্গতভাবে তাদের বিরোধিতা করা হয় না। মুসলিম "বুদ্ধিজীবী"দের একটি দল পোপের বক্তৃতার খণ্ডন লিখেছিল, তারা ভাল করেই জেনেছিল যে তাদের ভাইদের দ্বারা সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার পরে, পন্টির কাছ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাবে না। কোনও মুসলিম কি কখনও এই বইটির খণ্ডন লিখবে? দম বন্ধ করে রাখবেন না। আসলে, যদি তারা এই বইটি পড়ে তবে তাদের ইসলাম ত্যাগ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

"জোনস্টাউনে," ওশেরো লিখেছেন, "সদস্যদের মধ্যে যে কোনও পরস্পরবিরোধী চিন্তাভাবনা জাগতে পারে তা অসম্মানিত করা উচিত ছিল। বাস্তবে কোনও ভিত্তি আছে বলে দেখার পরিবর্তে, সদস্যরা সেগুলিকে তাদের নিজস্ব ত্রুটি বা বিশ্বাসের অভাবের ইঙ্গিত হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন।" এটি মুসলমানদের ক্ষেত্রে খুবই সাধারণ, যারা যদিও তারা বুঝতে পারে যে তাদের জীবন একটি জীবন্ত নরক এবং তাদের দেশগুলি ধ্বংসস্তূপে রয়েছে, তবুও তারা নিজেদের এবং "সত্যিকারের ইসলাম"-এর প্রতি তাদের অনীহাকে তাদের দুর্দশার জন্য দোষারোপ করে, যখন ইসলাম তাদের বেশিরভাগ যন্ত্রণার উৎস।

উ সীমাহীন ভক্তি

জিম জোন্স সম্পূর্ণ আধিপত্য এবং নিয়ন্ত্রণের পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। ওশেরো বলেন, "আনুগত্য এবং পরিস্থিতির শক্তির দিক থেকে জোন্সটাউনকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে কেন লোকেরা তাদের মতো আচরণ করেছিল। পিপলস টেম্পল জোন্সটাউনে চলে যাওয়ার পর, সদস্যদের জিম জোন্সের নির্দেশ অনুসরণ করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। তারা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা সান্ত্বনা পেয়েছিল। তাদের কাছে খুব কম বিকল্প ছিল, সশস্ত্র রক্ষী এবং জঙ্গলে ঘেরা, জোন্সকে তাদের পাসপোর্ট, বিভিন্ন নথি এবং স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়েছিল এবং বিশ্বাস করা হয়েছিল যে বাইরের বিশ্বের পরিস্থিতি আরও বেশি হুমকিস্বরূপ। সদস্যদের দুর্বল খাদ্যাভ্যাস, ভারী কাজের চাপ, ঘুমের অভাব এবং জোন্সের নিন্দার ক্রমাগত সংস্পর্শে আসা তাদের দুর্দশার জোরকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল; প্রচণ্ড চাপ তাদের আনুগত্য করতে উৎসাহিত করেছিল।"

আমরা জানি যে মুহাম্মদ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না যারা তাকে পরিত্যাগ করেছিল। আমরা দেখতে পাচ্ছি, মুহাম্মদের চিন্তাভাবনা এবং জোন্সের চিন্তাভাবনার মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। তবে, এটা ধরে নেওয়া ভুল হবে যে কাল্টিস্টরা কেবল শারীরিকভাবে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার কারণেই বেঁচে থাকে। মানসিক বলপ্রয়োগ অনেক বেশি শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী। ভুক্তভোগীরা তাদের নিজেদের নির্যাতন এবং দাসত্বে ইচ্ছুক, এমনকি কৃতজ্ঞ অংশগ্রহণকারী হয়ে ওঠে।

ওশেরো লিখেছেন, "চূড়ান্ত আচারের সময়, বেশিরভাগ সদস্যের পক্ষে বিরোধিতা করা বা পালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তবুও, সন্দেহজনক যে অনেকেই প্রতিরোধ করতে বা চলে যেতে চেয়েছিলেন। বেশিরভাগই জোন্সে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন। শেষ মুহূর্তে একজন মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল যার হাতে একটি বার্তা লেখা ছিল: 'জিম জোন্সই একমাত্র।'[391] মনে হচ্ছিল তারা মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা, এমনকি 'সৌন্দর্য' মেনে নিয়েছে। আচার শুরু হওয়ার ঠিক আগে, একজন প্রহরী চার্লস গ্যারির কাছে এসে পৌঁছায়,

"টেম্পলসের সদস্যরা আইনজীবী নিয়োগ করেছিলেন এবং চিৎকার করে বলেছিলেন, 'এটি একটি দুর্দান্ত মুহূর্ত... আমরা সবাই মারা যাচ্ছি।'"[392]

জোনসটাউনের একজন বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি, যিনি দুর্ঘটনাক্রমে দন্তচিকিৎসকের কাছে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, মৃত্যুর এক বছর পর তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়: "আমি যদি সেখানে থাকতাম, তাহলে আমিই প্রথম লাইনে দাঁড়িয়ে বিষ খেতাম এবং আমি গর্বের সাথে তা গ্রহণ করতাম। আমার দুঃখের বিষয় হলো: আমি শেষটা মিস করেছি।"[393]

সাধারণ মানুষকে এই চরমপন্থায় ঠেলে দেয় কী? মানুষ একবার কাউকে ঐশ্বরিক সত্তা হিসেবে গ্রহণ করলে, তারা তার মনোরোগবিশিষ্ট মনের সম্প্রসারণে পরিণত হয় এবং তাদের নিজস্ব নির্যাতনে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করে। শিকার এবং নির্যাতনকারী একত্রিত হয়। শিকার যেখানে নির্যাতনের শিকার হতে চায় সেখানে স্যাডোমাসোকিস্টিক সহ-নির্ভরতার একটি সহাবস্থান তৈরি হয়। ধর্মান্ধ ব্যক্তি তার ভক্তি প্রমাণ করতে চায় যে সে কতটা নির্যাতনের শিকার হতে ইচ্ছুক এবং আনন্দের সাথে সমস্ত কষ্ট মেনে নিতে ইচ্ছুক। মুহাম্মদের প্রাথমিক অনুসারী ছিলেন ধনী পরিবারের যুবক। তারা সমস্ত আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে মসজিদে ঘুমাতেন। হিজরতের প্রথম দিকে, মুহাম্মদের অভিযান সফল হওয়ার আগে, তারা প্রায়শই পেটে খাবার না নিয়ে ঘুমাতেন। তারা তাদের নেতার প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। একটি হাদিসে আমরা পড়ি, "আল্লাহর রাসূল দুপুরে আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং তার কাছে ওযুর পানি আনা হয়েছিল। তিনি ওযু করার পর, অবশিষ্ট পানি লোকেরা নিয়ে যায় এবং তারা (একটি আশীর্বাদপূর্ণ জিনিস হিসাবে) এটি দিয়ে তাদের শরীরে মাখতে শুরু করে।"[394]

মুহাম্মদ এই ধর্মীয় নিষ্ঠাকে উৎসাহিত করেছিলেন। একটি হাদিসে বলা হয়েছে, "আলী চোখের সমস্যায় ভুগছিলেন, তাই নবী তার চোখে লালা লাগিয়ে দিলেন এবং তাকে আরোগ্যের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এমনভাবে আরোগ্য লাভ করলেন যেন তার কোন রোগই ছিল না।"[395]

মুহাম্মদ নিজের রোগ নিজে সারাতে পারতেন না। তিনি ক্রমাগত শারীরিক যন্ত্রণায় ভুগতেন। তবে, তিনি চেয়েছিলেন যে তাঁর অনুসারীরা বিশ্বাস করুক যে তাঁর লালার নিরাময় ক্ষমতা রয়েছে। সম্ভবত কিছু ক্ষেত্রে এটি কাজ করে। একে প্লাসিবো বলা হয়। বিশ্বাস

আরোগ্য দান করে। বিশ্বাসের উদ্দেশ্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। অনেক ইরানি দাবি করত যে খোমেনির সমাধিতে প্রার্থনা করে তারা আরোগ্য লাভ করেছিল। সেই ব্যক্তি ছিলেন একজন গণহত্যাকারী।

বিচ্ছিন্নতাবাদ

ওশেরো বিচ্ছিন্নতাবাদকে "জোনসটাউনের সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "শেষ পর্যন্ত, পিপলস টেম্পল সদস্যদের অধিকাংশই জিম জোন্সে বিশ্বাস করতেন। বহিরাগত শক্তি, শক্তি বা প্ররোচনার আকারে, সম্মতি আদায় করতে পারে। কিন্তু সদস্যরা সেই বিশ্বাসগুলিকে অভ্যন্তরীণ করে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া পরীক্ষা করতে হবে। যদিও জোন্সের বক্তব্য প্রায়শই অসঙ্গাত ছিল এবং তার পদ্ধতিগুলি নিষ্ঠুর ছিল, বেশিরভাগ সদস্য তার নেতৃত্বের প্রতি তাদের বিশ্বাস বজায় রেখেছিলেন।"

মুহাম্মদ অলৌকিক কাজ করতে অক্ষম ছিলেন। তাঁর সচেতনতা ছিল প্রাথমিক। তাঁর শিক্ষা ছিল গদ্যময়। তাঁর কোনও গোপন জ্ঞান ছিল না। আর কুরআন থেকে আমরা দেখতে পাই, তাঁর প্রকাশগুলি ছিল অস্পষ্ট। তাঁর অনুসারীরা তাঁর মধ্যে কী দেখেছিলেন যে তারা তাঁর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন?

ওশেরো একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি লিখেছেন, "জোনসটাউনে একবার তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হলে, অন্যথায় চিন্তা করার সুযোগ বা প্রেরণা খুব কম ছিল; প্রতিরোধ বা পালানোর প্রশ্নই ওঠে না। এই পরিস্থিতিতে, ব্যক্তি তার দুর্দশাকে যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করতে অনুপ্রাণিত হয়; অনিবার্যতার মুখোমুখি হওয়া ব্যক্তি এটিকে আরও ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করার প্রবণতা রাখে। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে যে যখন শিশুরা বিশ্বাস করে যে তাদের অপছন্দের এমন সবজি বেশি পরিবেশন করা হবে, তখন তারা নিজেদেরকে বোঝাবে যে এটি এত ক্ষতিকারক নয়,[396] এবং যখন একজন ব্যক্তি মনে করেন যে তিনি কারো সাথে যোগাযোগ করবেন, তখন তিনি সেই ব্যক্তির বর্ণনাকে আরও অনুকূলভাবে বিচার করার প্রবণতা রাখেন।"[397]

সম্প্রদায়ের নেতারা প্রায়শই তাদের অনুসারীদের বাইরের বিশ্বের সাথে যোগাযোগ কমাতে বাধা দেন। জিম জোন্স গায়ানার জঙ্গালে তার নিজস্ব শহর তৈরি করেছিলেন এবং নিজের নামে এটির নামকরণ করেছিলেন,

"জোনস্টাউন।" মুহাম্মদ ইয়াসরিবকে তার প্রাঙ্গণ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, যারা তাকে গ্রহণ করেনি তাদের হত্যা ও বহিষ্কার করেছিলেন এবং এর নামকরণ করেছিলেন মদীনাতুল নবী (নবীর শহর)। মদীনায়, তিনি তার কর্তৃত্বকে অমান্যকারী যে কাউকে শারীরিকভাবে শাস্তি দিতেন, প্রকাশ্যে অপমান করতেন এবং হত্যা করতেন। মদীনাতুল নবী ছিলেন জোনস্টাউনের মতোই। মুহাম্মদ ছিলেন পরম কর্তৃত্ব। যেকোনো ভিন্নমত পোষণকারীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। একবার কেউ সেই শহরে প্রবেশ করলে, ফিরে যাওয়া কার্যত অসম্ভব ছিল।

ইবনে আবি সারহ ছিলেন মুহাম্মদের একজন লেখক। তিনি তাঁর নবীর চেয়েও বেশি শিক্ষিত ছিলেন। তিনি প্রায়শই তাঁর "প্রকাশিত" আয়াতগুলি সংশোধন করতেন এবং আরও ভাল শব্দের পরামর্শ দিতেন। মুহাম্মদ তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। ইবনে আবি সারহ বুঝতে পেরেছিলেন যে কুরআন অবতীর্ণ হয়নি এবং মুহাম্মদ আয়াতগুলি রচনা করছিলেন। তিনি মক্কায় পালিয়ে গিয়ে তাঁর আবিষ্কারের কথা সবাইকে জানিয়েছিলেন। মুহাম্মদ যখন মক্কা জয় করেছিলেন, তখন সকলকে সাধারণ ক্ষমার আশ্বাস দেওয়ার পরেও, তারা আত্মসমর্পণ করার শর্তে, তিনি ইবনে আবি সারহের শিরশ্ছেদের আদেশ দিয়েছিলেন। উসমানের মধ্যস্থতা এবং মুহাম্মদের সংকেতের মাধ্যমে তার ইচ্ছা সঠিকভাবে জানাতে অক্ষমতার কারণে ইবনে আবি সারহ রক্ষা পান। উসমান যখন মুহাম্মদের কাছে তার পালিত ভাইকে হত্যা না করার জন্য অনুরোধ করেন, তখন মুহাম্মদ চুপ থাকেন। তার সঙ্গীরা ধরে নেন যে তিনি রাজি হয়েছেন এবং উসমান ইবনে আবি সারহকে নিয়ে যান। তারা চলে যাওয়ার পর, মুহাম্মদ অভিযোগ করেন যে তিনি উসমানের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে চাননি, তবে তিনি আশা করেছিলেন যে তার সঙ্গীরা তার শত্রুকে হত্যা করবে। ভণ্ডামি সম্পর্কে কথা বলুন!

ইবনে ইসহাক ব্যাখ্যা করেন, "তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেওয়ার কারণ ছিল এই যে, তিনি একজন মুসলিম ছিলেন এবং ওহী লিখতেন। তারপর তিনি ধর্মত্যাগ করেন এবং কুরাইশদের [মক্কা] কাছে ফিরে যান।
… ধর্মত্যাগের জন্য তাকে হত্যা করার কথা ছিল কিন্তু উসমানের সুপারিশের মাধ্যমে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন।"[398]

মদিনার পরিবেশ ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। ইসলাম এবং জিহাদ সকলের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। মানুষ গোপনীয়তা এবং ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি চিহ্ন হারিয়ে ফেলেছিল। তাদের মসজিদে যেতে হয়েছিল।

এবং জামাতে নামাজ পড়ত, একবার বা দুবার নয়, দিনে পাঁচবার। তাদের জীবন বদলে গিয়েছিল। কোনও কাজ ছিল না। তারা লুণ্ঠনকারী হয়ে উঠেছিল – ক্রমাগত লুণ্ঠন, লুণ্ঠন এবং যুদ্ধ চালিয়ে।

একটি হাদিসে আছে যা মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষকে বাধ্য করার জন্য কতটা জোর–জবরদস্তি করতেন তা স্পষ্ট করে। তিনি বলেন, "আমি ভাবলাম নামাজ শুরু করার নির্দেশ দেই এবং একজনকে লোকদের নামাজ পড়ানোর নির্দেশ দেই, তারপর আমি কিছু লোকের সাথে জ্বালানি তেল নিয়ে এমন লোকদের কাছে যাই যারা নামাজে উপস্থিত হয়নি এবং তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ফেলি।*ß পুনরায়।"*[399]

এই হাদিসে মুহাম্মদ মসজিদে যারা উপস্থিত ছিলেন না, তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন, তাদের বাসিন্দাদের ভেতরে রেখে। তিনি সুস্থ ছিলেন না তা দেখার জন্য মনোবিজ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন নেই। তা সত্ত্বেও তাঁর অনুসারীরা আপত্তি করেননি এবং তাঁকে ত্যাগ করেননি, কারণ তাদের সকলেই তাঁর চিন্তাভাবনার ভয়াবহতা দেখতে অক্ষম ছিলেন, বরং তাদের চিন্তাভাবনা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার প্রশ্নই ওঠে না।

সে আসলে একটি মসজিদ পুড়িয়ে দিয়েছিল যেখানে সমস্ত লোক ছিল। মদিনার কাছের জারারের মুসলমানরা একটি মসজিদ তৈরি করেছিল। তারা তাকে আশীর্বাদ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সে তাদের বলেছিল যে তাবুকের অভিযানের পরে সে আসবে। যখন সে তাবুক থেকে ফিরে আসে তখন কিছু দুষ্ট লোক তাকে বলেছিল যে জারারের মুসলমানরা তাদের নিজস্ব ইসলামের সংস্করণ আবিষ্কার করেছে এবং নবীর ইসলাম অনুসরণ করছে না। মুহাম্মদ তদন্ত করার চেষ্টা করেননি। তিনি তার লোকদের মসজিদ পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, ভিতরে থাকা মুসল্লিদেরও। তারপর তিনি তার জঘন্য অপরাধের ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য একটি আয়াত নাজিল করেন। "আর এমন কিছু লোক আছে যারা দুষ্টামির মাধ্যমে মসজিদ তৈরি করে এবং*ß"প্রতারণা – মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য – এবং এমন ব্যক্তির জন্য প্রস্তুতি হিসেবে যে পূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তারা অবশ্যই শপথ করবে যে তাদের উদ্দেশ্য কেবল কল্যাণকর; কিন্তু আল্লাহ ঘোষণা করেন যে তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।"*"(প্রশ্ন ৯:১০৭)

মদিনার জীবনযাত্রা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মদের আগমনের আগে, ইয়াসরিবের লোকেরা ছিল কৃষক, কারিগর এবং ব্যবসায়ী। শিল্পের বেশিরভাগ অংশ ছিল ইহুদিদের হাতে, যারা শিক্ষিত এবং সমৃদ্ধ ছিল। আরবরা ছিল নিরক্ষর, অলস এবং অলস। তাদের দক্ষতা কম ছিল এবং তারা ইহুদিদের জন্য কাজ করত। ইহুদিদের নির্মূল করার পর, শহরটি আমূল বদলে গেল। আর এমন কোনও ব্যবসা ছিল না যেখানে লোকেরা কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। শহরের অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছিল। নাগরিকরা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য সম্পূর্ণরূপে লুণ্ঠনের উপর নির্ভর করত। এই সময়ের মধ্যে, আর ফিরে যাওয়ার উপায় ছিল না। তারা মুহাম্মদ এবং তার অভিযানের লুণ্ঠনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। এমনকি যারা তাকে বিশ্বাস করত না, যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার অনুসারীরাও তার অভিযানে অংশ নিত, তারা ইসলামকে সমর্থন করার জন্য নয়, বরং লুণ্ঠন তাদের আয়ের একমাত্র উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে। পিপলস টেম্পলের সদস্যদের মতো, মদিনার মুসলমানরা একটি অনিবার্য পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল, যার ফলে তারা তাদের অবস্থাকে আরও অনুকূলভাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

মদিনার আরব জনগোষ্ঠী ছিল অজ্ঞ, দরিদ্র এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাদের কাছে একটি উট এবং একটি পোশাক থাকাও সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হত। তারা ইহুদিদের জন্য ভ্রমণকারী হিসেবে কাজ করত। বেশ কয়েকটি হাদিসে বলা হয়েছে যে তাদের প্রথম সম্পদ, অথবা কুরআন যেমন সূক্ষ্মভাবে বলে, তাদের "আল্লাহর অনুগ্রহ", লুটপাটের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল। প্রচুর যৌন লুণ্ঠনও ছিল। যুদ্ধে বন্দী নারীরা বিশ্বাসীদের, বিশেষ করে যারা বেশিরভাগই তরুণ এবং অবিবাহিত ছিল, তাদের জন্য একটি অতিরিক্ত উৎসাহ প্রদান করত।

ইহুদিদের হত্যা এবং নির্বাসিত করার পর, মদিনার দরিদ্র আরবদের মুহাম্মদের সেনাবাহিনীতে যোগদান করা ছাড়া আর কোন বিকল্প ছিল না। এই প্রাথমিক বিশ্বাসীদের জিহাদে এগিয়ে যাওয়ার প্রধান প্রেরণা ছিল সম্পদ এবং যৌনতা। বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং গোষ্ঠীগত চাপ তাদেরকে এমন জিনিস গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল যা তারা অন্যথায় আপত্তিকর এবং এমনকি ঘৃণ্য বলে মনে করত। একজন ক্যারিশম্যাটিক ধর্মীয় নেতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায়গুলি তার

নিজস্ব আইন। বাইরের বিশ্বের নিয়ম সেখানে প্রযোজ্য হয় না। নেতা যা বলেন এবং করেন তা মানদণ্ড হয়ে ওঠে। তিনি নৈতিক, নীতিগত, সঠিক এবং ভুল কী তা নির্ধারণ করেন।

ধীরে ধীরে শোষণ

একজন বিশ্বাসীর জীবন হল ক্রমাগত অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ এবং নির্বোধ ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠানের এক কঠিন জীবন। তারা ধীরে ধীরে এই জীবনের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ওশেরো বলেন, "একজন সদস্যের মন্দিরে অংশগ্রহণ জোনস্টাউনে শুরু হয়নি, এটি অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল, বাড়ির কাছাকাছি এবং কম নাটকীয়ভাবে। প্রথমে, সম্ভাব্য সদস্য স্বেচ্ছায় সভায় যোগ দিতেন এবং প্রতি সপ্তাহে কয়েক ঘন্টা গির্জার জন্য কাজ করতে পারতেন। যদিও প্রতিষ্ঠিত সদস্যরা নিয়োগপ্রাপ্তদের যোগদানের জন্য অনুরোধ করতেন, তিনি থাকতে বা চলে যেতে বেছে নিতে স্বাধীন বোধ করতেন। যোগদানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে, একজন সদস্য আরও পরিশ্রম করেছিলেন এবং পিপলস টেম্পলের প্রতি আরও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন। অল্প অল্প করে, জোন্স সদস্যের উপর করা দাবিগুলি বাড়িয়েছিলেন এবং দীর্ঘ সময় পরেই তিনি তার শাসনের নিপীড়ন এবং তার বার্তার হতাশাকে আরও বাড়িয়ে তোলেন। ধীরে ধীরে, ব্যক্তির বিকল্পগুলি আরও সীমিত হয়ে ওঠে। ধাপে ধাপে, ব্যক্তি তার প্রতিশ্রুতিকে যুক্তিসঙ্গত করতে এবং তার আচরণকে ন্যায্যতা দিতে অনুপ্রাণিত হন।"

ইসলামে ধর্মান্তরিত প্রাক্তনরা একই রকম অভিজ্ঞতার কথা জানান। তারা যত বেশি জড়িত হন, প্রত্যাশার সীমা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। প্রথমে মহিলাদের বলা হয় যে তাদের চুল ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক নয়, তবে তা করা পুণ্যের কাজ হবে। নতুন বিশ্বাসীদের কিছু খাবার থেকে বিরত থাকতে, হালাল খেতে, ফরজ নামাজ পড়তে, রোজা রাখতে এবং যাকাত দিতে বলা হয় – ছোটখাটো প্রয়োজনীয়তা যা সহজেই পালন করা যায়। ধীরে ধীরে, তাদের জিহাদের গুণাবলী এবং পুরস্কারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। যেহেতু নতুনরা দলে অন্তর্ভুক্ত হতে এবং তাদের গ্রহণযোগ্য হতে আগ্রহী, তাই তারা জন্মগত মুসলিমদের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং প্রবাদ অনুসারে, "পোপের চেয়েও বেশি ক্যাথলিক" হয়ে ওঠে।

পিউ রিসার্চের এক জরিপে দেখা গেছে, আমেরিকার সবচেয়ে বিপজ্জনক মুসলিমরা হলেন কৃষ্ণাঙ্গরা যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

"মার্কিন বংশোদ্ভূত কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিম উত্তরদাতাদের ২৮ শতাংশ বলেছেন যে "বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী বোমা হামলা এবং অন্যান্য সহিংসতা কখনও কখনও বা অন্তত বিরল ক্ষেত্রে ন্যায্য হতে পারে। এর তুলনায় ৯ শতাংশ বিদেশী বংশোদ্ভূত মুসলিম একই মতামত পোষণ করেন। পিউ আরও দেখেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ১১ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিম আল-কায়েদা সম্পর্কে অনুকূল মতামত পোষণ করেন – যা সামগ্রিকভাবে এই মতামত পোষণকারী মার্কিন মুসলিমদের দ্বিগুণেরও বেশি।"[৪০০]

এই ধর্মান্তর এতটাই ধীরে ধীরে হয় যে ধর্মান্তরিতরা মনে করে যে তারা স্বেচ্ছায় এই পরিবর্তনগুলি অনুভব করছে। অবশেষে তারা এমন কিছু করতে শুরু করে যা তারা কখনও করবে না বলে তারা ভেবেছিল। একজন আমেরিকান বংশোদ্ভূত প্রাক্তন মুসলিম মহিলা আমাকে বলেছিলেন যে যখন তিনি প্রথম একদল মুসলিম মহিলাকে দেখেছিলেন, যারা সকলেই কালো বোরকা পরেছিলেন, তখন তিনি হেসেছিলেন এবং তাদের জন্য দুঃখ পেয়েছিলেন। অবশেষে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং চোখও ঢেকে রাখার জন্য কঠোরতম বোরকা (নেকআব) পরতে শুরু করেছিলেন। আমি এই মহিলাকে অনলাইনে চিনতে পেরেছিলাম কারণ তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য একটি ইন্টারনেট সাইট তৈরি করেছিলেন। তার প্রিয় বিনোদন ছিল আমাকে অপমান করা এবং অন্য মুসলমানদের আমার নিবন্ধগুলি না পড়তে বলা। যাইহোক, তিনি সেগুলি পড়েন। অবশেষে তিনি জ্ঞান ফিরে পান এবং ইসলাম ত্যাগ করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কীভাবে তিনি ইসলামে এতটাই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে এক পর্যায়ে তিনি তার অমুসলিম স্বামীকে ইসলাম গ্রহণ করতে এবং অন্য স্ত্রী নিতে বলেছিলেন।

আমি এমন মুসলিম নারীদের সাথে দেখা করেছি (কার্যত) যারা এতটাই ব্রেনওয়াশ হয়ে গিয়েছিল যে তারা মুহাম্মদের এই উক্তিকে সমর্থন করেছিল যে নারীরা বুদ্ধিমত্তার অভাবী এবং নিকৃষ্ট। বিদ্রূপাত্মকভাবে, একই সাথে তারা নিশ্চিত ছিল যে ইসলাম নারীদের স্বাধীনতা দেয়। বিশ্বাস একটি মন-অসাড়কারী মাদক হতে পারে।

যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা অল্প সময়ের মধ্যেই ইহুদিদের এবং তারপর তাদের নিজস্ব দেশকে অপছন্দ করতে শুরু করবে। ষড়যন্ত্র তত্ত্ব তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং শীঘ্রই তারা তাদের অমুসলিম পিতামাতাকে ঘৃণা করতে এবং তাদের অবিশ্বাসী বন্ধুদের থেকে দূরে সরে যেতে দেখবে। অবশেষে, তারা চূড়ান্ত ইসলামী আনন্দের সন্ধান করতে পারে: শাহাদাত।

একজন কানাডিয়ান যিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার পর ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, তিনি তার অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন:

কু'রদের (অবিশ্বাসীদের) পক্ষে একটি নির্ভেজাল ইসলাম হজম করা কঠিন ছিল, তাই স্পষ্টতই বিচ্যুতরা ইসলাম প্রচারে (দা'ওয়াহ) বেশি সাফল্য পেয়েছিল কারণ তারা "নফস" (জাগতিক স্বভাবের) নীতিগুলিকে পরিবর্তন করেছিল। ইসলামের যে মধ্যপন্থী এবং পরিচ্ছন্ন সংস্করণটি প্রথমে আমাকে ধর্মান্তরিত করেছিল তা পুনর্মূল্যায়ন করতে হয়েছিল। স্থানীয় মসজিদে (মসজিদে) সর্বদা হাত মেলানো এবং প্রত্যাশিত আলিঙ্গন পাওয়া যেত। বাড়িতে এটি একটি সান্ত্বনা ছিল যা পাওয়া যায় না, বিশেষ করে একজন মা আমার কর্মক্ষমতা নিয়ে সর্বদা অসন্তুষ্ট এবং বাবা আমার অগ্রগতিতে উদ্বিগ্ন ছিলেন না। আমার মুসলিম ভাইদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে, আমি আমার ধর্মে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চেয়েছিলাম; সম্ভবত বিয়ে করব, আরবি ভাষা আয়ত্ত করব এবং মুজাহিদ (জিহাদে অংশীদার) এবং শহীদ (শহীদ) হতে চাইতাম।

ইসলামে প্রত্যাবর্তনকারীরা, যারা এতটাই নির্বোধ এবং সরল ছিলেন, তারা বেশিরভাগ মুসলিম সমাজকে সংক্রামিত করে এমন প্রচলিত অকার্যকর আচরণ এবং প্রচারণার প্রতি সহজেই সংবেদনশীল হয়ে পড়েন। কুরার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ার চেষ্টা করে, আমাদেরকে অজ্ঞ থাকতে হয়েছিল, অনৈসলামিক যেকোনো কিছুকে ঘিরে। একজন প্রত্যাবর্তনকারী ঘোষণা করেছিলেন যে ওসামা বিন লাদেন "দশ লক্ষ জর্জ বুশ" এবং "হাজার হাজার 'টনি ব্লেয়ার'–এর চেয়ে ভালো ছিলেন কারণ তিনি একজন মুসলিম। অহংকার করে বলতে গেলে, আমরা মুসলিমরা 'মানবজাতির জন্য সর্বকালের সেরা জাতি'। (৩:১১০) তাই, যখন আল্লাহর নামে মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত কোনও নৃশংস ঘটনা ঘটে, তখন আমার সহকর্মী ভাইবোনেরা আত্মতুষ্ট হয়ে পড়েন। আমরা মুসলিম দেশগুলিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনকে অবহেলা করেছিলাম, এমনকি যখন ভুক্তভোগীরা মুসলিম ছিলেন। আমার মুসলিম সমাজে প্রচলিত ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলি সম্পূর্ণ বিভ্রান্তি ছিল। এমনকি মধ্যপন্থী মুসলিমরাও, যারা নামাজ অবহেলা করে এবং জিনা (অবৈধ যৌনতা; ব্যভিচার, ব্যভিচার ইত্যাদি) করেছিল, তারা ৯/১১–এর পাইলটদের মুসলিম পরিচয় গ্রহণ করতে পারেনি। যেমনটি আমার আফগান সহপাঠী মন্তব্য করেছিল, 'এটি ছিল ইহুদিরা!' যখন আত্মসমালোচনার সুযোগ এসেছিল, তখন অনিবার্যভাবে আমরা আমাদের প্রিয় বলির পাঁঠা ইহুদিদের দোষারোপ করেছিলাম। যদি কেউ সর্বশেষ আরব–মুসলিম এজেন্ডাকে সমর্থন করত, অসাধারণ দাড়ি রাখত, ইহুদিদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করত, মাঝে মাঝে 'বিদাহ' শব্দটি উচ্চারণ করত (আধুনিকতাবাদীদের নিন্দা করত) এবং আধুনিক ইসরায়েল রাষ্ট্রকে অস্বীকার করত, তাহলে ইসলামী উম্মাহর সাথে নিজেদের একীভূত করার বিষয়টি স্পষ্টতই লাভজনক ছিল। আমরা গর্বের সাথে জিহাদকে স্বীকার করতাম, কিন্তু কাফির যদি প্রশ্ন করত তাহলে বোকামি করতাম এবং তাদের অভিযোগের জবাবে, উদাহরণস্বরূপ, 'তুমি কীভাবে জানলে যে এটি মুসলমানরা করেছে? প্রমাণ কোথায়?' যদিও তারা মুসলিম সন্ত্রাসীদের গর্ব করে ভিডিও টেপ করা স্বীকারোক্তির প্রতি অন্ধ ছিল না, তারা তাই হতে বেছে নিয়েছিল। সমস্ত মুসলিম সন্ত্রাসী ছিল না, যদিও এটি দ্ব্যর্থহীন কিন্তু বেদনাদায়কভাবে সত্য যে বেশিরভাগ সন্ত্রাসীই মুসলিম ছিল। যদি কিছু আমেরিকান বা ইহুদি মারা যায়, তাহলে সহানুভূতিশীল আনন্দ ছিল এবং আমি এই বিশেষ আচরণটি লক্ষ্য করেছি যে একজন মুসলিম মাত্র পাঁচজন মুসলিমের দ্বারা উদারভাবে শোষিত হয়েছিল।

বহু বছর পুরনো। রিভার্টরা হতাশাজনকভাবে ইসলামের একটি কঠোর ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছিল যা নিপীড়ক ধর্মতন্ত্র থেকে আসা অভিবাসীদের দ্বারা শেখানো হয়েছিল যারা ইজতিহাদ (মুক্ত আলোচনা) কে বন্দী করে রেখেছিল যাতে মুক্তচিন্তা এবং ভিন্নমতকে অপরাধী এবং তাদের শাসন অপরিবর্তনীয় থাকে।[401]

জন ওয়াকার লিন্ড, একজন যুবক ছিলেন যিনি আল কায়েদায় কাজ করার জন্য এবং আমেরিকান সৈন্যদের হত্যা করার জন্য আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন। তিনি রাতারাতি সন্ত্রাসী হয়ে ওঠেননি। জন মাত্র ১২ বছর বয়সে ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তার মা তাকে স্পাইক লির ছবি "ম্যালকম এক্স" দেখতে নিয়ে যান। তিনি বলেন, "সকল জাতির মানুষ ঈশ্বরের কাছে মাথা নত করছে এমন একটি দৃশ্য দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন।"[402]

এই যুবককে ইসলামের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য কেউ যথেষ্ট চিন্তা করেনি বা জানত না। টাইম ম্যাগাজিন লিখেছিল, "জন এর বাবা-মা খুশি হয়েছিলেন যে তাদের ছেলে এমন কিছু খুঁজে পেয়েছে যা তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং যখন তাদের পরিচিত অন্যান্য বাবা-মা তাদের বাচ্চাদের মাদক, মদ্যপান এবং দ্রুত গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতার সাথে মোকাবিলা করছিলেন, তখন সবকিছুই বেশ নির্দোষ বলে মনে হয়েছিল। মেরিলিন (জনের মা) জুমার নামাজের জন্য তরুণ জনকে মসজিদে নামিয়ে দিতেন। সন্ধ্যার শেষে, একজন সহবিশ্বাসী জনকে বাড়ি নিয়ে যেতেন।"[403]

সহনশীল আমেরিকান সমাজও একজন তরুণ আমেরিকানের ইসলাম গ্রহণে কোনও ভুল বা উদ্বেগজনক কিছু দেখেনি। সে তার অদ্ভুত ইসলামিক পোশাক পরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, এবং ভালো আমেরিকান লোকেরা বিশেষভাবে উত্তেজিত হত না। টাইম ম্যাগাজিন লিখেছিল, "এটি কেবল আরেকটি শিশু ছিল যা তার জীবন, তার আধ্যাত্মিক দিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিল, অবশ্যই ভয় বা ঘৃণার কিছু ছিল না।"

মাদক, মদ এবং দ্রুত গাড়ি চালানোর চেয়েও ধর্মীয় সম্প্রদায় অনেক বেশি বিপজ্জনক। ইসলাম সম্পর্কে সত্য অনুসন্ধান করার পরিবর্তে, জনের বাবা "সহবিশ্বাসীদের জন্য আতিথেয়তার ইসলামী রীতি" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে নিজেকে বোকা বানাতে বাধ্য করেছিলেন, যা নিজেই এর ধর্মীয় প্রকৃতির একটি উপহার। "ইসলামী আতিথেয়তা" হল একটি

মুখোশ। ধর্মাবলম্বীরা তাদের ধর্মের প্রতি যাদের আকৃষ্ট করতে চায় অথবা যাদের কাছ থেকে তারা ছাড় পেতে চায় তাদের প্রতি ব্যতিক্রমীভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ। যখন তাদের আর আপনার প্রয়োজন হয় না, তখন তারা আপনার উপর পা রাখে এবং তাদের মধ্যে সংখ্যালঘুদের মতো আপনার উপরও নির্যাতন চালায়। মুসলিমরা সকলেই মিডিয়ার হাসির পাত্র। তারপর তারা কীভাবে সাংবাদিকদের বোকা বানিয়েছে তা নিয়ে হাসি।

তার বাবা-মায়ের অজান্তেই, এই প্রভাবশালী কিশোর ধীরে ধীরে ব্রেনওয়াশ হয়ে উঠছিল এবং তার দেশকে ঘৃণা করার জন্য তাকে প্ররোচিত করছিল। টাইম ম্যাগাজিন ইয়েমেনের একজন ভাষা শিক্ষকের উদ্ধৃতি দিয়েছিল, যিনি বলেছিলেন, "লিন্ড আমেরিকা থেকে এসেছিলেন এবং ইতিমধ্যেই আমেরিকাকে ঘৃণা করতেন।" ম্যাগাজিনটি লিখেছে: "ইয়েমেন থেকে লিন্ডের চিঠিপত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি দ্বিধা প্রকাশ করে। ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে তার মাকে লেখা একটি চিঠিতে, তিনি বোমা হামলার কথা উল্লেখ করেছেন
"আগের মাসে আফ্রিকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসগুলিতে হামলার ঘটনা ঘটেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে 'যে কোনও মুসলিমের তুলনায় আমেরিকান সরকারই এই হামলা চালিয়েছে বলে মনে হচ্ছে অনেক বেশি।'"

অমুসলিমরা অপরাধ সংঘটন এবং ভুক্তভোগীকে দোষারোপ করার ইসলামিক কৌশলের সাথে পরিচিত হয়ে উঠছে। "৯/১১/২০০১ সালের ভয়াবহ সকালে ৪০০০ ইহুদি কাজে না আসার" এই চমত্কার গল্পটি সুপরিচিত। এই ষড়যন্ত্র তত্ত্বটি বিন লাদেন তার বিজয় বলে গর্বের সাথে যা দাবি করেছিলেন তার জন্য সিআইএ এবং মোসাদকে দায়ী করে। এই ছেলেটি ধীরে ধীরে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে ইসলামই একমাত্র আসল ধর্ম। সে আন্তরিকতা এবং আগ্রহের সাথে এটি শেখার এবং অনুশীলন করার চেষ্টা করেছিল। সে কুরআন অধ্যয়ন এবং মুখস্থ করেছিল। তার নোটবুকে সে লিখেছিল, "আমরা যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন জিহাদ করব।"[404] এই বাক্যাংশটির উৎপত্তি মুহাম্মদের সাহাবীদের কাছ থেকে, যারা মাদিয়ানের চারপাশে পরিখা খনন করার সময় গেয়েছিলেন, "আমরা তারা যারা মুহাম্মদের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছি যে আমরা যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন জিহাদ চালিয়ে যাব।" (বুখারি ৪.৫২.৮৮)

একসময় মুসলিম জন ওয়াকার লিন্ড মুহাম্মদের নার্সিসিস্টিক বুদবুদের জগতে প্রবেশ করেছিলেন। একদিকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন যে

৯/১১ ছিল মুসলমানদের কাজ এবং অন্যদিকে তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন জিহাদ করার শপথ নিচ্ছিলেন।

যোহন তার অন্যান্য দেশবাসী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। কুরআন অনুসারে, মুসলমানদের অবিশ্বাসীদের সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত নয়। (প্রশ্ন ৯:২৩) তাদের যারা বিশ্বাস করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করতে এবং তাদের হত্যা করতে বলা হয়েছে (প্রশ্ন ৯:২৯)।

২০০০ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর জন যখন তার মাকে চিঠি লিখেছিলেন, তখন তিনি জর্জ ডব্লিউ বুশকে "তোমার নতুন রাষ্ট্রপতি" বলে উল্লেখ করেছিলেন এবং আরও বলেছিলেন, "আমি খুশি যে তিনি আমার নন।" একজন মুসলিম অবিশ্বাসীদের শাসন মেনে নিতে পারে না। তাকে তাদের অবাধ্য হতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এবং তাদের হত্যা করার চেষ্টা করতে হবে। (প্রশ্ন ২৫:৫২)

জন ওয়াকার লিন্ড এবং আরও অনেক তরুণ যারা ইসলামের শিকার হয়েছেন তারা রাজনৈতিক শুদ্ধতার শিকার। এমনও কিছু লোক আছে যারা, সম্ভবত ব্যক্তিগত লাভের জন্য, ইচ্ছাকৃতভাবে জনসাধারণকে প্রতারিত করে।

নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল সেলস তার প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রীষ্মকালীন পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী অ্যাপ্রোচিং দ্য কুরআন নামে একটি বই রচনা করেন যেখানে তার নিজের বক্তব্য অনুযায়ী প্রাথমিক মক্কা যুগের সাথে সম্পর্কিত কুরআনের "সুন্দর" শিক্ষাগুলো হাতে-কলমে বাছাই করে প্রকাশ করা হয়েছিল। তিনি পেট মোচড়ানো হিংসাত্মক এবং রক্তাক্ত আয়াতগুলো বাদ দেন। কেন? কেন অর্ধসত্য শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে? এটা বোঝা কঠিন নয় যে লক্ষ্য ছিল প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের প্রতারণা করা এবং ইসলামকে সৌম্য দেখানো। কারেন আর্মস্ট্রং, জন এসপোসিতো এবং ইসলামের আরও অনেক "বিশেষজ্ঞ"-এর রচনায় একই রকম প্রতারণা দেখা যায়।

কেন এই লোকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য গোপন করে? তারা কি অজ্ঞতাবশত এটা করে, নাকি আরও ভয়াবহ কিছু ঘটছে? মানুষকে ঠকানো হচ্ছে। নিরীহ মানুষ ইসলামের ফাঁদে পা দেয় এবং এর শিকার হয়। এই প্রতারকরা কি দায়ী নয়? আমাদের কি বিশ্বাস করা উচিত যে আর্মস্ট্রং, যিনি খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করেছেন, তিনি দেখতে পান না যে ইসলাম কেবল ইসলামের একটি খারাপ অনুলিপি নয়?

ইহুদি ধর্ম, কিন্তু মন্দও? ইসলামে তার কাছে এমন কী আকর্ষণীয় মনে হয় যে সে এত জোরেশোরে তা নিয়ে কথা বলে?

মানুষ একবার ধর্মান্তরিত হয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে গেলে, তারা মায়া, অজ্ঞতা এবং ভয়ের এক অতল জগতে প্রবেশ করে, যেখানে কল্পনা বাস্তবতার রূপ নেয় এবং মন্দকে ঐশ্বরিক বলে মনে করা হয়। তাদের মূল্যবোধ ভেঙে যায় এবং তারা এমন এক অন্ধকার জগতে প্রবেশ করে যেখানে ভুল এবং সঠিক অস্পষ্ট হয়ে যায়। ইসলাম একটি লতানো পক্ষাঘাতের মতো বিকশিত হয়, ধীরে ধীরে মন এবং আত্মাকে কলুষিত করে, যতক্ষণ না এটি সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে সেরা, জিহাদী তৈরি করে।

ওশেরো এই ঘটনার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

> অসঙ্গতি তত্ত্ব অনুসারে, যখন একজন ব্যক্তি এমন কোনও কাজ করেন বা এমন কোনও জ্ঞান ধারণ করেন যা তার আত্ম–ধারণার সাথে মানসিকভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ, তখন অসঙ্গতি একটি অপ্রীতিকর উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ব্যক্তি এই 'অসঙ্গতি' কমাতে চেষ্টা করে, সাধারণত তার মনোভাব পরিবর্তন করে তাদের পূর্বের অসঙ্গতিপূর্ণ কর্ম বা বিশ্বাসের সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে। পিপলস টেম্পলে ঘটে যাওয়া বেশ কয়েকটি ঘটনা এই প্রক্রিয়ার আলোকে দেখে আলোকিত হতে পারে। জোনস্টাউনের ভয়াবহ ঘটনাগুলি কেবল বলপ্রয়োগের হুমকির কারণে ঘটেনি, বা তাৎক্ষণিকভাবেও তা বিস্ফোরিত হয়নি। অর্থাৎ, মানুষের মনে এমন কিছু 'ছিনতাই' করেনি, যা হঠাৎ করে তাদের অদ্ভুত উপায়ে আচরণ করতে বাধ্য করে। বরং, জ্ঞানীয় অসঙ্গতির তত্ত্ব যেমন স্পষ্ট করে বলে, মানুষ তাদের পছন্দ এবং প্রতিশ্রুতিকে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করে। ঠিক যেমন একটি বিশাল জলপ্রপাত একটি ধারা হিসাবে শুরু হতে পারে, তেমনি চরম বা বিপর্যয়কর কাজ করার প্রেরণাও আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ কাজ করতে সম্মত হওয়ার পরিণতি দ্বারা সরবরাহ করা যেতে পারে। পিপলস টেম্পলে, গির্জায় যোগদানের জন্য কঠোর দীক্ষা নেওয়ার প্রভাবের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল, নিজের প্রতিশ্রুতিকে ন্যায্যতা দেওয়ার প্রবণতা দ্বারা আরও শক্তিশালী হয়েছিল এবং নিজের আচরণকে যুক্তিসঙ্গত করার প্রয়োজনীয়তা দ্বারা আরও শক্তিশালী হয়েছিল।
>
> একবার জড়িত হয়ে গেলে, একজন সদস্য তার সময় এবং শক্তির ক্রমবর্ধমান অংশ পিপলস টেম্পলের জন্য নিবেদিত দেখতে পেতেন। সেবা এবং সভাগুলি সপ্তাহান্তে এবং প্রতি সপ্তাহে বেশ কয়েকটি সন্ধ্যায় ব্যয় করত। মন্দির প্রকল্পগুলিতে কাজ করা এবং রাজনীতিবিদ এবং সংবাদমাধ্যমের কাছে প্রয়োজনীয় চিঠি লেখার জন্য একজনের 'অবধি' সময়ের বেশিরভাগই ব্যয় হত। প্রত্যাশিত আর্থিক অবদান 'স্বেচ্ছাসেবী' থেকে পরিবর্তিত হয়েছিল।

দান (যদিও সেগুলো রেকর্ড করা হত) একজনের আয়ের এক-চতুর্থাংশের প্রয়োজনীয় অবদানের জন্য। অবশেষে, একজন সদস্যকে পিপলস টেম্পলে সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সঞ্চয়, সামাজিক নিরাপত্তা চেক এবং অনুরূপ জিনিসপত্র স্বাক্ষর করার কথা ছিল। প্রতিটি উপাসনার জন্য সভাকক্ষে প্রবেশের আগে, একজন সদস্য একটি টেবিলের কাছে থামলেন এবং আত্ম-অপরাধমূলক চিঠি লিখলেন অথবা খালি নথিতে স্বাক্ষর করলেন যা গির্জার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। যদি কেউ আপত্তি জানাত, তাহলে প্রত্যাখ্যানকে জোন্সের প্রতি 'বিশ্বাসের অভাব' হিসাবে ব্যাখ্যা করা হত। প্রতিটি নতুন দাবির দুটি প্রতিক্রিয়া ছিল: ব্যবহারিকভাবে, এটি ব্যক্তিকে পিপলস টেম্পলের জালে আরও জড়িয়ে ফেলে এবং ছেড়ে যাওয়া আরও কঠিন করে তোলে; মনোভাবের স্তরে, এটি আত্ম-ন্যায্যতার উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলিকে গতিশীল করে তোলে। মিলস (১৯৭৯) যেমন বর্ণনা করেছেন: 'আমাদের বেদনাদায়ক বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। আমাদের জীবনের সঞ্চয় শেষ হয়ে গিয়েছিল। জিম দাবি করেছিলেন যে আমরা জীবন বীমা পলিসি বিক্রি করে ইক্যুইটি গির্জার কাছে হস্তান্তর করব, তাই তা শেষ হয়ে গেল। আমাদের সম্পত্তি সব আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। বিদেশে মিশনে যাওয়ার আমাদের স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল। "আমরা যখন আমাদের বাবা-মাকে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি বলে জানালাম, তখন আমরা ভেবেছিলাম যে আমরা তাদের থেকে দূরে সরে গেছি। এমনকি ক্যারল এবং বিলের তত্ত্বাবধানে আমরা যে সন্তানদের রেখে এসেছিলাম তারাও আমাদের প্রতি প্রকাশ্যে শত্রুতা প্রকাশ করেছিল। জিম এত অল্প সময়ের মধ্যে এই সব সম্পন্ন করেছে! এখন আমাদের কাছে কেবল জিম এবং কজ বাকি ছিল, তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা নত হব এবং এই দুজনের জন্য আমাদের শক্তি উৎসর্গ করব।"

প্রাথমিক মুসলিমদের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যেতে পারে। যারা মুহাম্মদের অনুসরণ করে মদিনায় এসেছিলেন তাদের কোন দোষ ছিল না। তাদের কোন চাকরি ছিল না এবং কোন ঘরবাড়িও ছিল না। মুহাম্মদ আনসারদের [মদিনার বাসিন্দাদের সাহায্যকারী] বলেছিলেন যেন তারা মুহাজিরদের থাকার ব্যবস্থা করে এবং তাদের যা কিছু আছে তা তাদের সাথে ভাগ করে নেয়। অবশ্যই, এটি উভয় পক্ষের জন্যই সহজ জীবন ছিল না। একজন আনসারের তার স্ত্রীকে একজন মুহাজিরের কাছে তুলে দেওয়ার একটি কৌতূহলোদ্দীপক গল্প রয়েছে।

আব্দুর রহমান বিন আওফ বলেন, আমরা যখন মদীনায় হিজরত করে আসি, তখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমার এবং সা'দ বিন আর-রাবী'র মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন। সা'দ বিন আর-রাবী' (আমাকে) বলেন, 'আমি আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী, তাই আমি তোমাকে আমার অর্ধেক সম্পদ দেব এবং তুমি আমার দুই স্ত্রীর দিকে তাকাও এবং তুমি যে দুজনকে পছন্দ করো আমি তাকে তালাক দেব এবং যখন সে (বিবাহের আগে) নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ণ করবে, তখন তুমি তাকে বিবাহ করবে।' কয়েকদিন পর,

'আব্দুর রহমান তার শরীরে হলুদ রঙের (গন্ধযুক্ত) চিহ্ন নিয়ে এলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে কি বিয়ে করেছে? সে উত্তর দিল, হ্যাঁ। নবী (সাঃ) বললেন, 'তুমি কাকে বিয়ে করেছ?' সে বলল, 'একজন আনসারী মহিলা।'[405]

মুসলমানরা এই গল্পটি উদ্ধৃত করে গর্ব করে যে মুহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলেছিলেন, কিন্তু এটি আরও দেখায় যে কীভাবে তারা উগ্রতার দ্বারা পরাজিত হয়েছিল। তারা তাদের নিজস্ব গোপনীয়তা এমনকি তাদের বিবাহের পবিত্রতাকেও অবহেলা করেছিল। তাদের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা স্বেচ্ছায় তাদের স্বাধীনতা ত্যাগ করেছিল। যারা সমস্যাটি দেখতে পেত তারা এটি নিয়ে কথা বলার সাহস করত না। অভিবাসীরা ফিরে যেতে পারত না। কেউ অভিযোগ করতে পারত না। যে কেউ তথ্যদাতা হতে পারত। তাদের হত্যা করা যেত কারণ উগ্র বিশ্বাসীদের অভাব ছিল না যারা আনন্দের সাথে একজন উগ্র সহবিশ্বাসীকে হত্যা করত। যারা সমস্যাটি দেখতে পেত তাদের কাছে নতি স্বীকার করে খেলা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

একটি হাদিসে আমরা পড়িঃ

এক অন্ধ ব্যক্তির এক দাসী ছিল যে নবী (সাঃ)-কে গালি দিত এবং তাঁকে অবমাননা করত। ...তাই সে একটি ছুরি নিয়ে তার পেটে চাপা দিয়ে তাকে হত্যা করে। তার পায়ের মাঝখানে থাকা একটি শিশু রক্তে রঞ্জিত ছিল। সকাল হলে নবী (সাঃ)-কে এ বিষয়ে জানানো হয়। তিনি লোকদের একত্রিত করে লোকটিকে ডেকে বললেন কেন সে এত জঘন্য হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। লোকটি কাঁপতে কাঁপতে উঠে বলল: 'আমি তার মালিক; সে তোমাকে গালি দিত এবং তোমাকে অবমাননা করত। তার থেকে মুক্তার মতো আমার দুটি পুত্র আছে, এবং সে আমার সঙ্গী ছিল। গত রাতে সে তোমাকে গালি দিত এবং অবমাননা করতে শুরু করে। তাই আমি একটি ছুরি নিয়ে তার পেটে চাপা দিয়ে তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত চেপে ধরি।' তখন নবী (সাঃ) বললেন: 'হে সাক্ষী থাকো, তার রক্তের জন্য কোন প্রতিশোধ নেওয়া হবে না।'[406]

এই লোকটি জোড়া খুন করেছে এবং তার মুক্তির জন্য কেবল এইটুকুই বলতে হয়েছিল যে তার শিকার নবীকে অপমান করেছে। এইরকম আতঙ্কের পরিবেশে, কেউ কীভাবে মুহাম্মদের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারে? যদি এই ব্যক্তি উপযুক্ত শাস্তি এড়াতে মিথ্যা কথা বলত? মুহাম্মদ যে বার্তাটি দিতে চেয়েছিলেন তা স্পষ্ট ছিল: আমাকে অপমান করার সাহস করো না, নাহলে তোমাকে হত্যা করা হবে। কল্পনা করাই যায় যে কত খুনি এই অনৈতিক কাজ করে পালিয়ে গেছে। আজ, ইসলামী দেশগুলিতে, ব্যক্তিগত বিরোধের কারণে সংখ্যালঘুদের হত্যা করা হয় এবং হত্যাকারীর কেবল এটুকুই বলতে হবে যে, ভুক্তভোগী নবীকে অপমান করেছে এবং তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক অথবা তাকে ক্ষমা করা হোক।

পাকিস্তান এখন পাগলাগারদে পরিণত হয়েছে। মানবাধিকারের জন্য এবং ধর্ম অবমাননা আইনের বিরুদ্ধে লড়াই করা বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সালমান তাসিরকে তার নিজের দেহরক্ষীই গুলি করে হত্যা করে। তার খুনি বলেছিল যে সে একজন ধর্মত্যাগীকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিল। তিনি বেশিরভাগ পাকিস্তানির কাছে জাতীয় বীর হয়ে ওঠেন, যারা তাকে চুম্বন করে মালা পরিয়ে দেন এবং বিশিষ্ট আইনজীবীরা তাকে গোলাপের পাপড়ি বর্ষণ করেন।

পাকিস্তানের দণ্ডবিধির ২৯৫–গ ধারায় বলা হয়েছে: "যে কেউ কথার মাধ্যমে, তা কথিত বা লিখিত, অথবা দৃশ্যমান প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে, অথবা যেকোনো অভিযোগ, ইঙ্গিত বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পবিত্র নবী মুহাম্মদের পবিত্র নামকে অপবিত্র করে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে এবং জরিমানারও দায়ী হতে হবে।"

মুহাম্মদ (সাঃ) নিজের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এতটাই উদগ্রীব এবং আগ্রহী ছিলেন যে, যখন আরবদের একটি দল তাঁর কাছে এসে তাঁকে সেই সম্মান প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হন যা তিনি প্রাপ্য বলে মনে করতেন, তখন তিনি তাঁর উপাস্যকে বলতে বাধ্য করেন, "হে ঈমানদারগণ! নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তাঁর সাথে উচ্চস্বরে কথা বলো না, যেমন তোমরা একে অপরের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলো, পাছে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায় এবং তোমরা বুঝতেও না পারো। যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে তাদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং মহান প্রতিদান। যারা তোমাদের কাছে চিৎকার করে।

ভেতরের অ্যাপার্টমেন্টগুলো ছাড়া – তাদের বেশিরভাগেরই বোধগম্যতার অভাব রয়েছে।" (প্রশ্ন ৪৯:২–৪)

একজন মধ্যপন্থী মুসলিম থেকে সন্ত্রাসী হয়ে ওঠার বিবর্তন ধীরে ধীরে এবং প্রায়শই অদৃশ্য। নতুন ধর্মান্তরিতদের "ইসলামের সৌন্দর্য" শেখানো হয়। তাদের বলা হয় যে ইসলাম একটি সহজ ধর্ম, শান্তি, সাম্য এবং একক ঈশ্বরের উপাসনার ধর্ম। তাদের বিশ্বাস করানো হয় যে ইসলাম অন্যান্য ধর্ম, বিশেষ করে ইহুদি এবং খ্রিস্টধর্মকে গ্রহণ করছে, এবং এই ধর্মের বিশ্বাসীদের সাথে কেবল এই কারণেই দ্বিমত পোষণ করে যে তারা তাদের বিশ্বাসকে কলুষিত করেছে। তখন তাদের বিশ্বাস করানো হয় যে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা অক্ষত রয়ে গেছে। ফলস্বরূপ, এটিই ঈশ্বর কর্তৃক গৃহীত একমাত্র সত্য ধর্ম। যারা ইসলামে বিশ্বাস করে না তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করছে। তারা পাপী। অবশেষে তাদের বলা হয় যে কুরআনের ঈসা এবং মুসা বাইবেলের যীশু এবং মুসার মতো নয়। তাদের বলা হয় যে অন্যান্য ধর্মের লোকেরা মুসলমানদের প্রতি ঈর্ষান্বিত। তারা ইসলামের সত্য দেখতে পায় কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে কারণ তাদের হৃদয় রোগাক্রান্ত। তারা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা আল্লাহর শত্রু। এই কারণেই আল্লাহ তাদের ঘৃণা করেন। এর অর্থ হল বিশ্বাসীদের তাদের ভালোবাসা উচিত নয় যাদের ঈশ্বর ঘৃণা করেন। কেবল মুসলমানরা ভাই। অন্যরা কাফির, নোংরা এবং ঈশ্বরের শত্রু।

নতুন ধর্মান্তরিতদের ধীরে ধীরে ব্রেনওয়াশ করার সাথে সাথে তাদের মধ্যে শিকারের অনুভূতি তৈরি হয়। তারা তাদের নিজস্ব পরিচয় হারিয়ে ফেলে এবং নিরাকার উম্মাহর, আল্লাহর দাসদের একটি অজ্ঞাত অংশে পরিণত হয়। তারা পৃথিবীকে ভিন্নভাবে দেখতে শুরু করে। "আমরা" বনাম "তারা" এই অনুভূতি প্রতিদিন আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। "তারা" হল দুষ্ট, অত্যাচারী, ঈশ্বরের শত্রু। "আমরা" হল মুসলিম, নির্যাতিত, শিকার।

একজন নতুন ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ সন্ত্রাসীতে রূপান্তরিত হতে খুব কম সময় লাগতে পারে। ধীরে ধীরে ধর্মান্তরিত করা হল সকল ধর্মের মূল কার্যপদ্ধতি, যেখানে ধর্মান্তরের মূল সত্য এবং আসল এজেন্ডা গোপন করা হয় এবং ধীরে ধীরে বিশ্বাসীকে খাওয়ানো হয়।

তোমার দাবি চূড়ান্ত পরীক্ষা

একজন নার্সিসিস্ট শেষ পর্যন্ত যা চায় তা হলো জীবন ও মৃত্যুর উপর নিয়ন্ত্রণ। এর ফলে তাকে ঈশ্বরের মতো মনে হয়। ধর্মগুরু আনুগত্যে এতটাই মগ্ন হয়ে পড়েন যে তিনি তার অনুসারীদের কাছে তাদের জীবন সহ সবকিছু ত্যাগ করে তাদের আনুগত্য প্রমাণের দাবি করেন। কারণটি একটি অজুহাত। কুরআন শহীদদের জন্য মহান পুরস্কারের কথা বলে এবং মুসলমানদের তাদের জীবন ত্যাগ করতে উৎসাহিত করে।

> যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত, তাদের পালনকর্তার কাছ থেকে জীবিকা প্রাপ্ত। তারা আল্লাহর অনুগ্রহে আনন্দিত... (শহীদরা) এই কারণে গর্বিত যে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুগ্রহে আনন্দিত, এবং এই কারণে যে আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান (কিছুতেই) নষ্ট করেন না। (সূরা ৩:১৬৯)

> নবী (সাঃ) বলেছেন, "জান্নাতের একশটি মর্যাদা রয়েছে যা আল্লাহ তাঁর পথে লড়াই করা মুজাহিদদের (মুসলিম যোদ্ধাদের) জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।"[407]

> নবী (সাঃ) বলেছেন, "যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা পৃথিবীর সবকিছু পেলেও পৃথিবীতে ফিরে যেতে পছন্দ করবে না, কেবল একজন মুজাহিদ ছাড়া যে (আল্লাহর কাছ থেকে) প্রাপ্ত মর্যাদার কারণে দশবার শহীদ হওয়ার জন্য পৃথিবীতে ফিরে আসতে চায়।"[408]

> আমাদের নবী আমাদেরকে আমাদের রবের বাণী সম্পর্কে বলেছেন যে, 'আমাদের মধ্যে যে কেউ শহীদ হয়ে নিহত হবে সে জান্নাতে যাবে'। ওমর নবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কি সত্য নয় যে আমাদের নিহত ব্যক্তিরা জান্নাতে যাবে এবং তাদের (অর্থাৎ পৌত্তলিকদের) আগুনে যাবে?' নবী বললেন, 'হ্যাঁ।'[409]

ওশেরো বলেন, "অবশেষে, জিম জোন্স এবং কজ সদস্যদের তাদের জীবন দিতে বাধ্য করবে। মানুষ তাদের সন্তানদের এবং নিজেদেরকে হত্যা করার কারণ কী হতে পারে? বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, ছবিটি অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। আসলে, প্রথম নজরে, এত ব্যক্তি তাদের সময়, তাদের সমস্ত অর্থ, এমনকি তাদের সন্তানদের নিয়ন্ত্রণ পিপলস টেম্পলের জন্য উৎসর্গ করার ধারণাটিও তাই। জোন্স যুক্তিসঙ্গাতকরণ প্রক্রিয়ার সুযোগ নিয়েছিলেন যা অনুমতি দেয়

মানুষ থেকে ন্যায্যতা প্রমাণ করা তাদের অঙ্গীকার দ্বারা উত্থাপন লক্ষ্য সম্পর্কে তাদের অনুমান এবং এর খরচ কমানো।"

মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের বোঝাতেন যে তাঁরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য এবং সকলকেই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর সাথে কথা বলা ঈশ্বরের উপাসনা করার একমাত্র উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। "আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার উপাসনা করার জন্য সৃষ্টি করেছি" (প্রশ্ন ৫১:৫৬)। একটি হাদিস কুদসী অনুসারে, (যাকে সম্পূর্ণ সত্য বলে বিশ্বাস করা হয়) জীবনের উদ্দেশ্য হল আল্লাহকে জানা এবং তাঁর উপাসনা করা, যা কেবলমাত্র তাঁর রাসূল মুহাম্মদের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। যেহেতু মুহাম্মদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা প্রতিটি ব্যক্তির সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য, তাই তাঁর উদ্দেশ্যকে প্রচার করাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই অনুসন্ধানে, অপরাধ সহ সবকিছুই অনুমোদিত।

প্রাক্তন বিজ্ঞানী অ্যামি স্কোবি, তার সাক্ষাৎকারেমাইক হেস Popeater.com-এ পোস্ট করা হয়েছে:

> সায়েন্টোলজির একটা বিপজ্জনক দিক হলো, তারা সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে তারাই মানবজাতির জন্য "একমাত্র পরিত্রাণ"। তাই তারা মনে করে যে তারা সব ধরণের কাজ করতে পারে – এমনকি যদি এটি আইন ভঙ্গ করেও – কারণ এটি "সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ" এবং সকলের ভবিষ্যৎ অনন্তকাল নিশ্চিত করার জন্য তাদের সামগ্রিক লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যায়। একজন সমালোচককে চুপ করিয়ে দাও, জাতীয় টেলিভিশনে মিথ্যা বলো, এমন একজন sta9 সদস্যকে মারধর করো যিনি তোমার ইচ্ছামতো আচরণ করছেন না, পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা এবং অন্যান্য হুমকি ব্যবহার করে লোকেদের ব্ল্যাকমেইল করো যাতে তারা তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে, মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করে তাদের নাম কলঙ্কিত করতে পারে, এমন প্রমাণ গোপন করো যা আবিষ্কার হলে ক্ষতিকর হতে পারে – বারবার। তারা একমাত্র পরিত্রাণ সম্পর্কে ধর্মান্ধ এবং শেষ উপায়কে ন্যায্যতা দেয়।

ওশেরো লিখেছেন, "যত ধীরে ধীরে তিনি তার দাবিগুলি বাড়িয়েছিলেন, জোন্স সদস্যদের 'চূড়ান্ত আচার' ধারণার সাথে পরিচিত করার জন্য সতর্কতার সাথে ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি তাদের পূর্ববর্তী প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রদত্ত লিভারেজকে ব্যবহার করে তাদের এটি বাস্তবায়নের আরও কাছাকাছি ঠেলে দিয়েছিলেন। একজন ব্যক্তিকে একটি মধ্যপন্থী অনুরোধে সম্মত করে 'দরজায় পা রাখা' আরও সম্ভাব্য করে তোলে যে তিনি

অথবা সে পরে আরও বড় কোনও কাজ করতে রাজি হবে, যেমনটি সামাজিক মনোবিজ্ঞানী এবং বিক্রয়কর্মীরা দেখেছেন।[410] প্রাথমিক কাজটি করার ফলে এমন কিছু যা প্রথমে অযৌক্তিক বলে মনে হতে পারে, তুলনামূলকভাবে কম চরম বলে মনে হয় এবং এটি একজন ব্যক্তিকে বৃহত্তর অনুরোধগুলিতে সম্মতি জানিয়ে তার আচরণকে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে অনুপ্রাণিত করে।"

ওশেরো এরপর ব্যাখ্যা করেন যে জোন্স কীভাবে তার অনুসারীদের গণহত্যার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন:

> তিনি সদস্যের বিশ্বাসকে দুর্বল করে শুরু করেছিলেন যে মৃত্যুর সাথে লড়াই করা এবং ভয় করা উচিত এবং জোন্স বেশ কয়েকটি 'ভুয়া' আত্মহত্যার মহড়া পরিচালনা করেছিলেন। এগুলি বিশ্বাসের পরীক্ষা হয়ে ওঠে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত জোন্সকে অনুসরণ করার সদস্যের ইচ্ছার পরীক্ষা। জোন্স লোকেদের জিজ্ঞাসা করতেন যে তারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত কিনা এবং মাঝে মাঝে সদস্যরা তার ইচ্ছা পূরণ করবে কিনা তা ভোট দিয়ে তাদের ভাগ্য 'নিয়ন্ত্রণ' করবে। একজন প্রাক্তন সদস্য একবার সেই কথাটি বর্ণনা করেছিলেন, কিছুক্ষণ পরে জোন্স হেসে বলেছিলেন, 'আচ্ছা, এটা একটা ভালো শিক্ষা ছিল। আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি মারা যাওনি।' তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যেন আমাদের প্রয়োজন ছিল
> ৩০ মিনিট সময় নিয়ে খুব দৃঢ়, আত্মদর্শনমূলক চিন্তাভাবনা করলাম। আমরা সকলেই নিজেদের নিয়ে দৃঢ়ভাবে নিবেদিতপ্রাণ, গর্বিত বোধ করলাম। জোন্স শিখিয়েছিলেন যে আপনি যা বিশ্বাস করেন তার জন্য মৃত্যুবরণ করা একটি সৌভাগ্যের বিষয়, যা আমি ঠিক তাই করতাম।[411]

মুহাম্মদ আত্মহত্যার পক্ষে ছিলেন না। বরং, তিনি শাহাদাতের প্রশংসা করেছিলেন। আল্লাহর নবী জোন্সের চেয়ে বেশি বাস্তববাদী ছিলেন। আত্মহত্যা তার কাছে কোন কাজে আসেনি। তার অনুসারীদের জীবিত প্রয়োজন ছিল যাতে তারা তার জন্য অভিযান, লুণ্ঠন এবং জয় করতে পারে। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শাহাদাত এবং মৃত্যুকে মহিমান্বিত করেছিলেন। মুহাম্মদের বাস্তববাদিতা এই কারণেও প্রশংসিত হতে পারে যে জোন্স এবং অন্যান্য অনেক ধর্মীয় নেতা তাদের অনুসারীদের সাথে আত্মহত্যা করলেও এবং মারা গেলেও মুহাম্মদ খুব কমই কোনও যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই অর্থে তিনি অনেক ধর্মীয় নেতার চেয়ে কম পাগল ছিলেন না।

যেকোনো সুস্থ মানুষ সহজেই দেখতে পারে যে ঈশ্বরের নামে হত্যা করা পাগলামি, কিন্তু কোনো মুসলিম তা দেখতে পারে না। জিহাদ ইসলামের একটি স্তম্ভ এবং যে কোনো মুসলিম এর সাথে দ্বিমত পোষণ করে সে আর মুসলিম নয়। "মধ্যপন্থী মুসলিম" শব্দটি একটি অমূলক কথা। না।

এক করতে পারেন থাকা মাঝারি এবং সাবস্ক্রাইব করুন থেকে একটি মতাদর্শ যা হত্যার নির্দেশ দেয়।

ওশেরো লিখেছেন, "টেম্পল জোন্সটাউনে স্থানান্তরিত হওয়ার পর, 'হোয়াইট নাইটস', যাকে আত্মহত্যার মহড়া বলা হত, বারবার ঘটেছিল। পিপলস টেম্পল অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি নিয়মিত, ন্যায্য ঘটনা ছিল যা পাগলাটে বলে মনে হয়।"

পিপলস টেম্পলের সদস্যরা সাধারণ মানুষ ছিল। তারা পাগল বা পাগল ছিল না। তবে, যেহেতু তারা তাদের বুদ্ধিমত্তা একজন পাগলের হাতে তুলে দিয়েছিল, তাই তারা অন্ধভাবে তার পাগলামির পিছনে লেগেছিল। মুসলমানদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

ওশেরো বলেন, "পাঠক হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে এই [জাল মহড়া] কি সদস্যদের মনে করিয়ে দিয়েছিল যে প্রকৃত আত্মহত্যা কেবল অন্য একটি অনুশীলন ছিল, কিন্তু অনেক ইঙ্গিত ছিল যে তারা জানত যে বিষটি সেই শেষ অনুষ্ঠানে সত্যিই মারাত্মক ছিল। রায়ানের সফরটি আবহাওয়াগত ছিল, বেশ কয়েকজন নতুন দলত্যাগী এসেছিলেন, আসন্ন খাবার প্রস্তুত করার জন্য পূর্ববর্তী মহড়া থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত রাঁধুনিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, জোন্স ক্রমশ রাগান্বিত, মরিয়া এবং অপ্রত্যাশিত হয়ে উঠছিলেন, এবং অবশেষে, সবাই প্রথম শিশুদের মৃত্যু দেখতে পাচ্ছিলেন। সদস্যপদটি হেরফের করা হয়েছিল, কিন্তু তারা জানত না যে এবারের আচারটি বাস্তবের জন্য ছিল।"

এস এলফ– জে ব্যবহার

ওশেরো ব্যাখ্যা করেন যে, এই ধরনের পরিস্থিতিতে, মানুষ তাদের কর্মকাণ্ডকে ন্যায্যতা দিতে, তাদের নেতার নির্দেশ মেনে চলতে সক্ষম। "আত্ম–ন্যায়সঙ্গাততার প্রভাবের একটি নাটকীয় উদাহরণ," তিনি লিখেছেন, "পিপলস টেম্পলে প্রদত্ত শারীরিক শাস্তির সাথে সম্পর্কিত। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, মারধর বা অপমানিত হওয়ার হুমকি সদস্যকে জোন্সের আদেশ মেনে চলতে বাধ্য করেছিল। একজন ব্যক্তি যতক্ষণ তাকে হুমকি দেওয়া এবং তত্ত্বাবধান করা হচ্ছে ততক্ষণ তিনি তা মেনে চলবেন। তবে, একজন ব্যক্তির মনোভাবের উপর প্রভাব ফেলতে, একটি হালকা হুমকি একটি গুরুতর হুমকির চেয়ে বেশি কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।[412] এবং এর প্রভাব অনেক দীর্ঘস্থায়ী বলে প্রমাণিত হয়েছে।[413] হালকা হুমকির ক্ষেত্রে, ব্যক্তির পক্ষে তার আচরণকে এই ধরনের সামান্য বাহ্যিক বাধার সাথে যুক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে, যার ফলে ব্যক্তিকে তার আচরণকে ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য তার মনোভাব পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হয়। গুরুতর হুমকি সম্মতি লাভ করে, কিন্তু বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হলে, তারা সাধারণত আচরণকে অভ্যন্তরীণ করতে ব্যর্থ হয়। যখন এটি স্পষ্ট হয় না যে পদক্ষেপটি ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তখন বেশ ভিন্ন গতিশীলতা দেখা দেয়। যখন একজন ব্যক্তি মনে করেন যে তিনি এমন একটি কাজ সম্পাদনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন যা কাউকে আঘাত করে, তখন নিষ্ঠুরতার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য এটিকে প্রয়োজনীয় হিসাবে যুক্তিযুক্ত করার জন্য অথবা শাস্তি প্রাপ্য ছিল ভেবে ভুক্তভোগীকে অবমাননা করার জন্য একটি প্রেরণা আসে।"[414]

এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জোনসটাউনে বিশ্বাসীরা নিজেরাই অমান্যকারী সদস্যদের, বিশেষ করে তাদের নিজস্ব পরিবারের, নিন্দা করবে এবং তাদের শাস্তি দেবে। সাধারণ মানুষের জন্য নিষ্ঠুরতার কাজ বেদনাদায়ক। তাদের বিবেকের যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য, তারা শিকারকে অবমাননা করে এবং তাদের শাস্তির যোগ্য মনে করে তাদের নিষ্ঠুরতাকে যুক্তিসঙ্গাত করার চেষ্টা করে। মুসলমানদের তাদের আত্মীয়দের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়। এই নিষ্ঠুরতাগুলি ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গাত। বিশ্বাসীদের শেখানো হয় যে তাদের

অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে কঠোরতা ঈশ্বরের ইচ্ছা, এবং কেবল গ্রহণযোগ্যই নয়, বরং পুরস্কৃতও হবে।

জিন মিলস, যিনি গায়ানায় মন্দির স্থানান্তরিত হওয়ার দুই বছর আগে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন, তার "সিক্স ইয়ার্স উইথ গড" (১৯৭৯) বইটি এভাবে শুরু করেন: "যখনই আমি কাউকে পিপলস টেম্পলের সদস্য হিসেবে কাটানো ছয় বছর সম্পর্কে বলি, তখনই আমার একটি অমীমাংসিত প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়: যদি গির্জা এত খারাপ ছিল, তাহলে আপনি এবং আপনার পরিবার এত দিন কেন সেখানে ছিলেন?" ওশেরো বলেন, "সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা থেকে বেশ কয়েকটি ক্লাসিক গবেষণা যা আত্ম–ন্যায্যতা এবং জ্ঞানীয় অসঙ্গতির তত্ত্ব তদন্ত করে"[415] এই ধরনের আপাতদৃষ্টিতে অযৌক্তিক আচরণের ব্যাখ্যা নির্দেশ করতে পারে।"

ইসলামের মূল কথা হলো আত্ম–ন্যায্যতা প্রমাণ করা। মুসলমানরা সকল ধরণের অপরাধ এবং নির্যাতন করে এবং তারা তাদের সকলকেই ন্যায্যতা দেয়।

মক্কার এক তরুণ মুসলিম আবু হুজাইফা সম্পর্কে একটি গল্প বলা হয়েছে, যিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যখন তার বাবা কুরাইশদের মধ্যে বিপরীত দিকে ছিলেন। কথিত আছে যে, মুহাম্মদ যখন তার অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তার চাচা আব্বাসকে (যিনি কুরাইশদের মধ্যে তার গুপ্তচর ছিলেন) ছেড়ে দিতে, তখন হুজাইফা উচ্চস্বরে বললেন, "কি? আমরা কি আমাদের বাবা, ভাই, চাচা ইত্যাদিকে হত্যা করব এবং আব্বাসকেও ছেড়ে দেব? না, অবশ্যই, কিন্তু যদি আমি তাকে পাই তাহলে আমি তাকে হত্যা করব।" এই অশালীন মন্তব্য শুনে মুহাম্মদ রাগে লাল হয়ে গেলেন। তিনি ওমরের দিকে ফিরে বললেন, "ওহ ওমর, রাসূলের চাচার মুখ কি তরবারির দাগ দিয়ে দাগ দেওয়া উচিত ছিল?" ওমর, তার স্বাভাবিক আনুগত্যের ভঙ্গিতে, তার তরবারি খুলে বললেন, "তার মাথা দিয়ে আমাকে হেদায়েত দিন। আল্লাহর কসম, লোকটি একজন ভণ্ড মুসলিম।"[416]

এই হুমকির তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়ে। হুজাইফায় এক নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে এবং যুদ্ধের পর আমরা তাকে দেখতে পাই, সম্পূর্ণরূপে পরাজিত এবং ভিন্ন প্রকৃতির একজন ব্যক্তি। তিনি বলতেন, "সেদিন আমার কথার পর আমি কখনও নিরাপদ বোধ করিনি।" যখন তিনি দেখলেন তার বাবাকে হত্যা করা হয়েছে এবং তার মৃতদেহকে নির্মমভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

একটি কূপে ফেলে দেওয়া হলে, তিনি অভিভূত হয়ে কাঁদতে শুরু করেন। "কি?" মুহাম্মদ জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার বাবার মৃত্যুতে কি আপনি দুঃখিত?" "তা না, হে আল্লাহর নবী!" হুজাইফা উত্তর দিলেন, "আমি আমার বাবার ভাগ্যের ন্যায়বিচার নিয়ে সন্দেহ করি না; তবে আমি তার জ্ঞানী এবং উদার হৃদয় ভালো করেই জানতাম, এবং আমি বিশ্বাস করেছিলাম যে ঈশ্বর তাকে ধর্মের দিকে পরিচালিত করবেন। কিন্তু এখন যখন আমি তাকে হত্যা করতে দেখছি, এবং আমার আশা ধ্বংস হয়ে গেছে! – তখনই আমি দুঃখিত।" মুহাম্মদ তার প্রতিক্রিয়ায় খুশি হলেন, তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং আশীর্বাদ করলেন; এবং বললেন, "ভালোই হয়েছে।"[417]

হুজাইফার কর্তৃত্ব অমান্য করার অবাধ্যতায় মুহাম্মদের অসন্তুষ্টি এবং ওমরের তাকে হত্যার হুমকি দেওয়ার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, যদিও তিনি প্রাথমিকভাবে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, এতটাই তীব্র ছিল যে হুজাইফা তৎক্ষণাৎ তার মনোভাব পরিবর্তন করেছিলেন এবং একদিন পরে তিনি তার বাবার হত্যার মধ্যে "ন্যায়বিচার" দেখতে পেয়েছিলেন। হুজাইফা যখন তার পিতাকে হারিয়েছিলেন, যার হত্যায় তিনি তার খুনিদের সাথে দলবদ্ধ হয়ে ষড়যন্ত্র করেছিলেন, তখন তার আর কোনও পিছু হটার সুযোগ ছিল না। তাকে তার কৃতকর্মের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে হয়েছিল এবং তার পিতার হত্যাকে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রমাণ করতে হয়েছিল। জ্ঞান ফিরে আসা এবং তার দোষী বিবেকের মুখোমুখি হওয়া বেদনাদায়ক হত। তাকে তার নির্বাচিত পথে চলতে হয়েছিল এবং নিজেকে বিশ্বাস করতে হয়েছিল যে ইসলাম সত্য, নতুবা জীবনভর অনুশোচনা ভোগ করতে হয়েছিল।

টলস্টয় বলেছিলেন, "মানুষের মুক্তি এবং শাস্তি উভয়ই এই সত্যের মধ্যে নিহিত যে, যদি সে ভুলভাবে জীবনযাপন করে তবে সে নিজেকে ঢেকে রাখতে পারে যাতে তার অবস্থানের দুর্দশা দেখতে না পায়।"[418]

দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্নতা

হাজার হাজার সাধারণ জার্মান নাৎসিদের অধীনে ভয়াবহ নৃশংসতা চালিয়েছিল এবং হলোকাস্টে সহযোগী হয়ে গিয়েছিল। তাদের বিচারে তারা নিজেদের পক্ষ সমর্থন করে বলেছিল যে তারা আদেশ পালন করছিল। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী স্ট্যানলি মিলগ্রাম এই দাবিটি পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৯৬১ সালে তিনি একটি মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা তৈরি করেছিলেন যাতে প্রমাণ করা যায় যে আইচম্যান এবং তার সহযোগীদের অন্তত হলোকাস্টের লক্ষ্য সম্পর্কে উদ্দেশ্য ছিল এবং পারস্পরিক নৈতিকতার বোধ ছিল।

তিনি ৩০টি সুইচ দিয়ে একটি বৈদ্যুতিক 'শক জেনারেটর' তৈরি করেছিলেন। সুইচগুলিকে ১৫ ভোল্টের বৃদ্ধিতে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যা ১৫ থেকে ৪৫০ ভোল্ট পর্যন্ত ছিল। বিষয়গুলিকে ৪৫ ভোল্টের শক অনুভব করতে বাধ্য করা হয়েছিল, যা ছিল বেদনাদায়ক। 'শক জেনারেটর' আসলে নকল ছিল এবং সুইচগুলি চাপলেই কেবল শব্দ উৎপন্ন হত। সংবাদপত্রের একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিষয়গুলিকে নিয়োগ করা হয়েছিল। তাদের বলা হয়েছিল যে তারা 'স্মৃতি এবং শেখা' সম্পর্কে একটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছেন।

বিষয়বস্তু একজন 'পরীক্ষক'-এর সাথে দেখা করে, যিনি পরীক্ষাটির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, এবং পরীক্ষকের একজন অভিনেতা সহযোগী, যিনি অন্য একজন বিষয়বস্তু হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন।

দুটি বিষয় (আসল বিষয় এবং অভিনেতা) কাগজের টুকরো এঁকে নির্দেশ করেছিল যে কে 'শিক্ষক' হবে এবং কে 'শিক্ষার্থী' হবে। লটারি স্থির ছিল এবং আসল বিষয় সর্বদা 'শিক্ষক' ভূমিকা পাবে।

শিক্ষককে দেখানো হয়েছিল যে শিক্ষার্থীকে চেয়ারের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে এবং তার কব্জিতে ইলেকট্রোড লাগানো ছিল। এরপর তাকে শক জেনারেটরের সামনে অন্য একটি ঘরে বসানো হয়েছিল, শিক্ষার্থী দেখতে পাচ্ছিল না।

মিলগ্রাম জানতে চেয়েছিলেন যে কেউ যদি অন্য কাউকে শক দিতে বলে, তাহলে সে কতক্ষণ ধরে তাকে শক দিতে থাকবে, যদিও সে জানত যে এটি তাকে আঘাত করছে।

মনে রাখবেন যে, শিক্ষার্থীরা অন্য ব্যক্তির সাথে দেখা করেছিল, একজন প্রিয় অপরিচিত ব্যক্তি, এবং তারা ভেবেছিল যে শিক্ষার্থীর অবস্থানে থাকা শিক্ষার্থীরাই হয়তো ধাক্কা খাচ্ছিল।

শিক্ষার্থীকে শব্দ-জোড়া শেখানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষার্থী যখন ভুল করে, তখন শিক্ষার্থীকে প্রতিটি ভুলের জন্য ১৫ ভোল্ট বেশি শক দিয়ে শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

শিক্ষার্থী কখনও শক পায়নি, কিন্তু শক-সুইচ টিপলে আগে থেকে রেকর্ড করা অডিও ট্রিগার হয়। শিক্ষক শুনতে পান শিক্ষার্থী যন্ত্রণায় চিৎকার করছে এবং বলছে যে সে আর অংশগ্রহণ করতে চায় না।

যখন বিষয় (শিক্ষক) একই ঘরে বসে থাকা পরীক্ষকের সাথে যোগাযোগ করতেন, তখন তিনি পূর্বনির্ধারিত 'প্রোড' ("দয়া করে চালিয়ে যান", "দয়া করে চালিয়ে যান", "পরীক্ষার জন্য আপনাকে চালিয়ে যেতে হবে", "আপনার চালিয়ে যাওয়া একেবারে অপরিহার্য", "আপনার আর কোনও বিকল্প নেই, আপনাকে চালিয়ে যেতে হবে") দিয়ে উত্তর দিতেন, মৃদু প্ররোড দিয়ে শুরু করতেন এবং প্রতিবার যখনই বিষয় পরীক্ষকের সাথে যোগাযোগ করত তখনই এটিকে আরও কর্তৃত্ববাদী করে তুলতেন।

যদি শিক্ষার্থী জিজ্ঞাসা করে যে শিক্ষার্থীর কিছু ঘটলে তার জন্য কে দায়ী, তাহলে পরীক্ষক উত্তর দিতেন "আমি দায়ী"। এতে শিক্ষার্থী স্বস্তি পেত এবং অনেকেই চেষ্টা চালিয়ে যেত।

পরীক্ষা চলাকালীন, অনেক পরীক্ষার্থীর মধ্যে কষ্টের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। যদিও তারা এটি করতে অস্বস্তি বোধ করছিল, তবুও তাদের বেশিরভাগই পরীক্ষা চালিয়ে গিয়েছিল যা তারা শিক্ষার্থীকে বেদনাদায়ক এবং এমনকি মারাত্মক ধাক্কা দেওয়ার মতো বলে মনে করেছিল।

এই উপসংহারটি বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছে। পরীক্ষার আগে, বিশেষজ্ঞরা ভেবেছিলেন যে ১-২% বিষয় অব্যাহত থাকবে

ধাক্কা দেওয়া। তারা ভেবেছিল কেবল মনোরোগীরাই অমানবিক আদেশ মান্য করবে। পরীক্ষাটি প্রমাণ করেছে যে ৬৫% মানুষ এমন কাউকে মেনে চলার সময় সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ করে যাকে তারা কর্তৃপক্ষ বলে মনে করে – যা মিলগ্রামের পরীক্ষায় কেবল সাদা কোট পরা একজন মানুষ ছিল। কেউ থামেনি, এমনকি যখন "শিক্ষার্থী" হৃদরোগের অভিযোগ করেছিল। এই পরীক্ষাটি ইউটিউবে দেখা যাবে।

স্ট্যানলি মিলগ্রাম এক্সপেরিমেন্ট আমাদের মানব মনের একটি অন্ধকার দিক তুলে ধরেছে। এটি দেখায় যে আমাদের বেশিরভাগই আদেশ পালন করার সময় ভয়াবহ নৃশংসতা করতে সক্ষম। যদি মানুষ অন্য কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির আদেশ পালন করার সময় হত্যা করতে সক্ষম হয়, তাহলে কর্তৃত্বকে ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করার সময় তারা কী করতে সক্ষম? ইসলামের মতো মন্দ ধর্মে বিশ্বাস করার বিরাট বিপদ রয়েছে। এবং এটি ব্যাখ্যা করে যে কেন সাধারণ মুসলমানরা সম্পূর্ণ বিবেকের স্পষ্টতার সাথে অমুসলিমদের উপর নির্যাতন করতে পারে এবং কখনও কোনও অনুশোচনা বোধ করে না।

একবার যখন কেউ বিশ্বাস করে যে কারো ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব আছে, তখন সে তার বুদ্ধিমত্তা ত্যাগ করে এবং চিন্তাভাবনা বন্ধ করে দেয়। যে ধর্ম যুক্তি এবং বিশ্বাসের মধ্যে সামঞ্জস্যকে তার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে সমর্থন করে, তার একজন অনুসারী আমাকে বলেছিলেন যে, যদি সে যা সঠিক বলে মনে করে এবং ঈশ্বরের দূত যা বলেন তার মধ্যে কোনও অসঙ্গতি থাকে, তাহলে সে তার নিজের বিচার ত্যাগ করতে এবং ঈশ্বর যা বলেন তা অনুসরণ করতে দ্বিধা করবে না। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, যদি ঈশ্বরের দূত বলেন, দিন রাত এবং রাত দিন, তাহলে সে তার নিজের চোখের চেয়েও তাকে বেশি বিশ্বাস করবে। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে মানুষের উপলব্ধি ত্রুটিপূর্ণ যেখানে ঈশ্বরের জ্ঞান নিখুঁত। এটিই বিশ্বাসের প্রকৃতি। সমস্ত বিশ্বাসী একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। যখন মানুষের বিবেককে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন কেউ আর মানুষ থাকে না।

ভারতের ঠগরা বিশ্বাস করত যে তাদের দেবতা কালী তাদের ধর্মের বাইরের সকলকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাদের একদলকে গ্রেপ্তার করা হলে তারা তাদের হত্যাকাণ্ডের জন্য গর্ব প্রকাশ করে।

একজন ঠগ, যে নয়শো ত্রিশ জনেরও বেশি ভ্রমণকারীকে হত্যা করার গর্ব করত, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, বন্ধুত্বের ভান করে, যাদেরকে সে মিথ্যা নিরাপত্তার অনুভূতিতে প্ররোচিত করেছিল, তাদের জন্য ঠান্ডা মাথায় খুন করার জন্য কি সে কখনও অনুশোচনা করেছে? "অবশ্যই না", বুহরাম (ঠগ) উত্তর দিল, "তুমি কি নিজে একজন শিকারী নও, এবং তুমি কি স্তূপের রোমাঞ্চ উপভোগ করো না, পশুর বিরুদ্ধে তোমার ধূর্ততার ছোঁয়া উপভোগ করো না, এবং তুমি কি তাকে তোমার পায়ের কাছে মৃত দেখতে খুশি হও না? সেই ঠগের ক্ষেত্রেও তাই, যে প্রকৃতপক্ষে মানুষের পিছু নেওয়াকে খেলাধুলার একটি উচ্চতর রূপ বলে মনে করে। অনুশোচনা? কখনও না! আনন্দ এবং উল্লাস? প্রায়শই![419]

গুন্ডারা সাধারণ অপরাধী ছিল না। তারা ছিল নিষ্ঠাবান ধার্মিক মানুষ যারা হত্যাকে ঐশ্বরিক শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে মনে করত। তারা তাদের শিকারকে কেবল তখনই বেছে নিত যখন তারা তাদের দেবতার কাছ থেকে "অনুকূল লক্ষণ" পেত। ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসক উইলিয়াম স্লিম্যান, যিনি গুন্ডাদের শিকার করেছিলেন এবং তাদের ৫০০ বছরের সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান ঘটিয়েছিলেন, তাদের একটি দলকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন:

স্লিম্যান: আর তুমি কি কখনো নিহত ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি বোধ করো না – কখনো করুণা বা করুণা বোধ করো না?"

সাহেব খান: (জোর দিয়ে) "কখনই না।"

যখন স্লিম্যান ফারিঙ্গিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন যে কে একজন সুন্দরী যুবতীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে, তার জন্য তার কি করুণা হয়নি, তখন তিনি উত্তর দিলেন, "আমরা সকলেই মাঝে মাঝে করুণা বোধ করি, কিন্তু বলিদানের গুড়ের (যা গুণ্ডারা তাদের শিকারকে হত্যা করার পর খেয়ে ফেলে) মিষ্টতা আমাদের স্বভাব বদলে দেয়।[৪২০]

স্লিম্যান: যখন তোমার সাথে একজন দরিদ্র ভ্রমণকারী থাকে, অথবা ভ্রমণকারীদের একটি দল থাকে যাদের কাছে সামান্য সম্পত্তি আছে বলে মনে হয় এবং তুমি খুব শুভ লক্ষণ শুনতে পাও বা দেখতে পাও, তখন কি তুমি তাদের ছেড়ে দাও না এই আশায় যে লক্ষণের গুণ তোমাকে আরও ভালো শিকারের দিকে পরিচালিত করবে? দোরঘা: তাদের যেতে দাও? কখনও না, কখনও না! (প্রচণ্ড জোর দিয়ে)

নাসির: আমরা কীভাবে তাদের ছেড়ে দিতে পারি? অশুভ কি স্বর্গ থেকে তাদের হত্যা করার আদেশ নয়, এবং তাদের ছেড়ে দেওয়া কি অবাধ্যতা হবে না? যদি আমরা তাদের হত্যা না করি তাহলে কীভাবে?

আমাদের কি আর কখনও ভ্রমণকারী পাওয়া উচিত?

মর্লি: অবশ্যই না! শুভ লক্ষণ শুনলে আমাদের হাতে থাকা ভ্রমণকারীদের কখনই তাদের হাতছাড়া করা উচিত নয়, তারা অল্প প্রতিশ্রুতি করুক বা বেশি; নাসির যেমন বলেছেন, লক্ষণ নিঃসন্দেহে (ঈশ্বরের পক্ষ থেকে) আদেশ।[421]

স্লিম্যান: কিন্তু তুমি কি মনে করো যে মানুষের হত্যার মাধ্যমে কোন মানুষ নিহত হয় না? যাদের শ্বাসরোধ করা হয়, তাদের সকলকেই ঈশ্বর শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন?

নাসিরঃ অবশ্যই।[422]

ঠুগি মানসিকতা এবং জিহাদি বিশ্বাসের মধ্যে মিল অনিবার্য। বিশ্বাসীরা যুক্তি ত্যাগ করে। এটাই বিশ্বাসের স্বভাব। সুসংবাদ হল যে সমস্ত ধর্মই মন্দ নয়। যখন কোনও ধর্মের শিক্ষা মন্দ হয় এবং অনুসারীরা অন্ধভাবে তাতে বিশ্বাস করে, তখন আমাদের কাছে গণহত্যার একটি রেসিপি থাকে। ইসলাম মন্দ এবং মুসলমানরা ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসী। তাই বিশ্ব মহা বিপদের মধ্যে রয়েছে।

মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে যখন তারা আক্রমণ করে এবং তাদের শিকারকে হত্যা করে, তখন ঈশ্বরই হত্যা করেন এবং তারা ঈশ্বরের হাতে কেবল হাতিয়ার। "তুমি তাদের হত্যা করোনি, বরং আল্লাহই তাদের হত্যা করেছেন। আর তুমি (মুহাম্মদ) যখন নিক্ষেপ করেছিলে তখন নিক্ষেপ করোনি, বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন, যাতে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে ন্যায্য পরীক্ষার মাধ্যমে মুমিনদের পরীক্ষা করতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা ৮:১৭)

একজন বিশ্বাসী তার অপরাধ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে এমন নিশ্চয়তা কী? সে দায়িত্ব পরিবর্তন করে এবং তার বিবেক তাকে বিরক্ত করে না।

সম্পূর্ণ মন নিয়ন্ত্রণ

আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিকের বর্ণিত একটি গল্প থেকে প্রমাণিত হয় যে মুহাম্মদ তার অনুসারীদের উপর কতটা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেছিলেন। ইবনে কা'ব বলেছেন যে তিনি একজন ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসী ছিলেন এবং মুহাম্মদের সমস্ত অভিযানে তার সাথে ছিলেন এবং সেই অভিযানের আয়ের কারণে তিনি একজন ধনী ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদ যখন তার অনুসারীদের তাবুক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে ডাকলেন, তখন ছিল তীব্র গ্রীষ্মকাল, ফল পাকা ছিল, তাই তিনি বিলম্ব করলেন এবং পিছনে থেকে গেলেন। ফিরে এসে মুহাম্মদ যারা যাননি তাদের ডেকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। অনেকেই বৈধ অজুহাত দিলেন। মুহাম্মদ এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের ক্ষমা করে দিলেন কিন্তু তাদের মিথ্যাবাদী বললেন এবং তাদের জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করলেন। ইবনে কা'ব এবং আরও দুজন দৃঢ় বিশ্বাসী নিজেদের অজুহাত দেখানোর জন্য মিথ্যা বলার সাহস করেননি। ইবনে কা'ব লিখেছেন:

> 'সত্যিই, আল্লাহর কসম, আমার জন্য কোন অজুহাত ছিল না। আল্লাহর কসম, যখন আমি তোমাদের পিছনে ছিলাম, তখন আমি আমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী বা ধনী ছিলাম না।' তারপর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, 'এই লোকটি অবশ্যই সত্য বলেছে। তাই আল্লাহ তোমাদের বিচার না করা পর্যন্ত উঠে দাঁড়াও।' আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সমস্ত মুসলিমদের আমাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করলেন, যারা সেই গাযওয়ায় পিছনে ছিল তাদের মধ্যে তিনজন। তাই আমরা লোকদের থেকে দূরে থাকলাম এবং তারা আমাদের প্রতি তাদের মনোভাব পরিবর্তন করল, এমনকি সেই জমিটি (যেখানে আমি থাকতাম) আমার কাছে অদ্ভুত মনে হল যেন আমি তা জানি না। আমরা পঞ্চাশ রাত ধরে এই অবস্থায় ছিলাম। আমার দুই ভাইয়ের কথা বলতে গেলে, তারা তাদের ঘরেই থেকে কাঁদতে থাকত। কিন্তু আমি ছিলাম তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে দৃঢ়। তাই আমি মুসলমানদের সাথে নামাজ পড়তে যেতাম এবং বাজারে ঘুরে বেড়াতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না। আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে যেতাম এবং সালাতের পর তাঁর মজলিসে বসে তাঁকে সালাম জানাতাম। আমি ভাবতাম যে নবী কি আমার সালামের জবাবে ঠোঁট নাড়ছেন? তারপর আমি আমার সালাত তাঁর কাছে পেঁচিয়ে চুপিচুপি তাঁর দিকে তাকাতাম। আমি যখন সালাতে ব্যস্ত থাকতাম, তখন তিনি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন, কিন্তু যখন আমি তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতাম, তখন তিনি তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

আমার মুখ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। যখন লোকদের এই কঠোর আচরণ দীর্ঘস্থায়ী হয়, তখন আমি হেঁটে আবু কাতাদার বাগানের দেয়ালে আরোহণ করি, যিনি আমার চাচাতো ভাই এবং আমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। আমি তাকে সালাম জানাই। আল্লাহর কসম, তিনি আমার সালামের জবাব দেননি। আমি বললাম, 'হে আবু কাতাদা! আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে প্রার্থনা করছি! আপনি কি জানেন যে আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি?' তিনি চুপ করে রইলেন। আমি আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর কসম করে প্রার্থনা করলাম, কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন। তারপর আমি আবার তাকে আল্লাহর নামে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই এটা ভালো জানেন।' তখন আমার চোখ অশ্রুতে ভরে গেল এবং আমি ফিরে এসে দেয়াল টপকে লাফিয়ে পড়লাম।

যখন পঞ্চাশ রাতের মধ্যে চল্লিশ রাত অতিবাহিত হল, তখন দেখো! আল্লাহর রাসূলের দূত আমার কাছে এসে বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল তোমাকে তোমার স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে থাকতে আদেশ করেছেন।’ আমি বললাম, ‘আমি কি তাকে তালাক দেব; নাহলে! আমার কী করা উচিত?’ তিনি বললেন, ‘না, কেবল তার কাছ থেকে দূরে থাকো এবং তার সাথে সহবাস করো না।’ নবী আমার দুই সঙ্গীর কাছেও একই বার্তা পাঠালেন। তারপর আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, ‘তোমার পিতামাতার কাছে যাও এবং তাদের সাথে থাকো যতক্ষণ না আল্লাহ এই বিষয়ে তাঁর রায় দেন।’ কা’ব আরও বলেন, ‘হিলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী নবীর কাছে এসে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! হিলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী একজন অসহায় বৃদ্ধ ব্যক্তি যার সেবা করার জন্য কোন চাকর নেই। আপনি কি তার সেবা করা পছন্দ করেন না?’ তিনি বললেন, ‘না, তুমি তার সেবা করতে পারো, কিন্তু সে যেন তোমার কাছে না আসে।’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহর কসম, তার কোন কিছুরই আকাঙ্ক্ষা নেই। আল্লাহর কসম, তার মামলা শুরু হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত সে কাঁদতে থামেনি।’

তখন আমার পরিবারের কেউ কেউ আমাকে বলল, ‘তুমি কি আল্লাহর রাসূলের কাছে তোমার স্ত্রীকে তোমার সেবা করার অনুমতি চাইবে, যেমন তিনি হিলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রীকে তার সেবা করার অনুমতি দিয়েছেন?’ আমি বললাম, ‘আল্লাহর কসম, আমি তার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের কাছে অনুমতি চাইব না। কারণ আমি জানি না যদি আমি যুবক অবস্থায় তাকে আমার সেবা করার অনুমতি চাই, তাহলে তিনি কী বলতেন।’ এরপর আমি আরও দশ রাত ধরে এই অবস্থায় ছিলাম, যতক্ষণ না পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হয়, যখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছিলেন। যখন আমি পঞ্চাশতম রাত আমাদের একটি ঘরের ছাদে ফজরের নামাজ আদায় করলাম এবং যখন আমি (কুরআনে) আল্লাহ যা বর্ণনা করেছেন সেই অবস্থায় বসে ছিলাম, তখন আমার আত্মা আমার কাছে সংকুচিত হয়ে গেল এবং পৃথিবীও তার সমস্ত প্রশস্ততা সত্ত্বেও আমার কাছে সংকীর্ণ হয়ে গেল, তখন আমি একজনের আওয়াজ শুনতে পেলাম যিনি সালা' পাহাড়ে আরোহণ করেছিলেন, যিনি তার সবচেয়ে উচ্চস্বরে ডাকছিলেন, ‘হে কা'ব বিন মালিক! সুসংবাদ পেয়ে খুশি হও।’ আমি আল্লাহর সামনে সিজদায় পড়ে গেলাম, বুঝতে পারলাম যে আমাদের জন্য মুক্তি এসেছে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ফজরের নামাজ পড়ার সময় আমাদের তওবা কবুল হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এরপর লোকেরা আমাদের অভিনন্দন জানাতে বেরিয়ে পড়ল। লোকেরা দলে দলে আমাকে স্বাগত জানাতে শুরু করল, আল্লাহর তওবা কবুল হওয়ার জন্য আমাকে অভিনন্দন জানাতে লাগল, বলল, 'তোমার তওবা কবুল হওয়ার জন্য আমরা তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'[423]

মুহাম্মদ কুরআনে এই গল্পটি উল্লেখ করেছেন:

(তিনি পিছনে থাকা তিনজনের প্রতিও করুণা করলেন; (তারা অপরাধবোধে ভোগলেন) এতটাই যে, পৃথিবী তার সমস্ত প্রশস্ততার সত্ত্বেও তাদের কাছে সংকীর্ণ মনে হল, এবং তাদের (খুব) আত্মা তাদের কাছে সংকীর্ণ মনে হল – এবং তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহর কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার আর কোন উপায় নেই (এবং তাঁর কাছে ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই)। তারপর তিনি তাদের প্রতি করুণা করলেন, যাতে তারা তওবা করে; কারণ আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত প্রত্যাবর্তনকারী, পরম করুণাময়। (সূরা ৯:১১৮)

এই গল্পটি মুহাম্মদের তাঁর অনুসারীদের উপর কতটা প্রচণ্ড নিয়ন্ত্রণ ছিল তা দেখায়। মদিনার পরিবেশ ছিল উত্তাল। মানসিক নিয়ন্ত্রণ এতটাই তীব্র ছিল যে কেউ কেউ মিথ্যা বলতে বা অজুহাত দেখাতে ভয় পেত। মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে তাঁর ঈশ্বর তাদের অন্তরের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে অবগত এবং তাই তাদেরকে অসহায় করে তুলেছিলেন। তারা সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল। এটিই চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ। অদৃশ্য "বড় ভাই" কেবল আপনাকে দেখছে না, তিনি আপনার চিন্তাভাবনাও পর্যবেক্ষণ করছেন। এর চেয়ে পঙ্গু আর কিছু হতে পারে না। চিন্তা করার স্বাধীনতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক ক্ষমতা। এটিই আমাদের মানুষ করে তোলে। মুসলমানরা সেই ক্ষমতা ত্যাগ করেছে।

যাদের কাছে বৈধ অজুহাত ছিল, তাদের সম্পর্কে মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহকে বলতে বাধ্য করেছিলেন, "যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, তখন তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর নামে শপথ করবে যে, তোমরা তাদের একা থাকতে দেবে। অতএব তাদের একা থাকতে দাও: কারণ তারা ঘৃণ্য এবং জাহান্নাম তাদের আবাসস্থল, *একটিßতারা তোমাদের সামনে শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, কিন্তু যদি তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, তবে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট নন যারা অবাধ্য।"*(প্রশ্ন ৯:৯৫–৯৬)

এই লোকদের আলিবিদের বৈধতা যাচাই করার কোন উপায় তার কাছে ছিল না। তিনি তাদের অজুহাত মেনে নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন কারণ যদি তারা মিথ্যা বলত, তাহলে তাকে বোকা বানানোর সুযোগ হত এবং তাই তার ভবিষ্যদ্বাণীর দাবি মিথ্যা হিসেবে প্রকাশিত হত। উপরের আয়াতগুলিতে তিনি বলেছেন যে আমি তোমাকে শাস্তি ছাড়াই ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু যদি তুমি মনে করো তুমি আমাকে বোকা বানিয়েছ, তাহলে তুমি ভুল ভাবছো।

যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ বিশ্বাস করে, ততক্ষণ পর্যন্ত মনের নিয়ন্ত্রণ কাজ করে। একবার ব্যক্তি বিশ্বাস করা বন্ধ করে দিলে, সে মুক্ত হয়ে যায়। নরকের ভয় মুসলমানদের চিন্তা করার ক্ষমতাকে অচল করে দিয়েছে। সন্দেহ করার চিন্তাই তাদের ভয়ে কাঁপিয়ে তোলে এবং তারা তাৎক্ষণিকভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে।

ওশেরো বলেছেন:

> জোনস্টাউনে চলমান প্রক্রিয়াগুলি স্পষ্টতই একটি সু-নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষাগার পরীক্ষার মতো সহজ ছিল না; একই সাথে বেশ কয়েকটি বিষয় চলমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ, জিম জোন্স পিপলস টেম্পলে তার ইচ্ছামত যেকোনো শাস্তি আরোপের ক্ষমতা রাখতেন, এবং বিশেষ করে শেষের দিকে, জোনস্টাউনে বর্বরতা এবং সন্ত্রাস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু জোন্স কীভাবে শাস্তি কার্যকর করা হত তা সাবধানতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করতেন। তিনি প্রায়শই সদস্যদের মারধরের জন্য সম্মত হতে বলেছিলেন। তাদের সহকর্মী সদস্যদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, বড় সদস্যদের ছোটদের মারধর করতে বলা হয়েছিল, স্ত্রী বা প্রেমিকদের তাদের সঙ্গীদের যৌনভাবে অপমান করতে বাধ্য করা হয়েছিল, এবং বাবা-মায়েদের তাদের সন্তানদের মারধরে সম্মতি জানাতে এবং সহায়তা করতে বলা হয়েছিল।"[424] শাস্তি ক্রমশ আরও দুঃখজনক হয়ে উঠল, মারধর এতটাই তীব্র ছিল যে ভিকটিম অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল এবং কয়েক সপ্তাহ ধরে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। চরম সহিংসতার ঘটনা তদন্তকারী মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডোনাল্ড লুন্ড যেমন ব্যাখ্যা করেছেন: 'একবার আপনি এত বড় কিছু করলে, নিজের কাছেও স্বীকার করা খুব কঠিন যে আপনি ভুল করেছেন, এবং অবচেতনভাবে আপনি যা করেছেন তা যুক্তিসঙ্গত করার জন্য অনেক কিছু করতে যাবেন। এটি একটি অত্যন্ত জটিল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যা ক্যারিশম্যাটিক নেতা দ্বারা নিখুঁতভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।'[৪২৫]

এই প্রক্রিয়ার প্রভাব সম্পর্কে আরও ব্যক্তিগত বিবরণ জিন মিলস প্রদান করেছেন। এক সভায়, তাকে এবং তার স্বামীকে খুব সামান্য অপরাধের জন্য শাস্তি হিসেবে তাদের মেয়েকে মারধর করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তিনি তার মেয়ে, ভুক্তভোগী এবং অপরাধীদের একজন, তার উপর এর প্রভাব বর্ণনা করেছেন:

> আমরা যখন বাড়ি ফিরছিলাম, গাড়ির সবাই চুপ করে ছিল। আমরা সবাই ভয় পেয়েছিলাম যে আমাদের কথাগুলো বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে বিবেচিত হবে। শুধু লিন্ডার আওয়াজ ভেসে আসছিল, পিছনের সিটে চুপচাপ কাঁদছিল। যখন আমরা আমাদের বাড়িতে ঢুকলাম, আল আর আমি বসেছিলাম।

লিন্ডার সাথে কথা বলতে নেমে পড়ল। সে এতটাই ব্যথা করছিল যে বসতেও পারছিল না। আমরা যখন তার সাথে কথা বলছিলাম তখন সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। 'আজ রাতের ঘটনাটা কেমন লাগছে?' আল তাকে জিজ্ঞেস করল। 'বাবা আমাকে চাবুক মারার ব্যাপারে ঠিকই বলেছিলেন।' লিন্ডা উত্তর দিল। 'আমি সম্প্রতি খুব বিদ্রোহী ছিলাম, এবং আমি অনেক ভুল কাজ করেছি। আমি নিশ্চিত বাবা এই জিনিসগুলি সম্পর্কে জানতেন, এবং সেই কারণেই তিনি আমাকে এতবার মারধর করেছিলেন।' আমরা যখন আমাদের মেয়েকে শুভরাত্রি চুম্বন করলাম, তখন আমাদের মাথা ঘুরছিল। যখন পরিস্থিতি এত বিভ্রান্তিকর ছিল তখন স্পষ্টভাবে চিন্তা করা কঠিন ছিল। লিন্ডা শিকার হয়েছিল, তবুও আমরাই কেবল এতে রাগান্বিত ছিলাম। তার শত্রুতাপূর্ণ এবং রাগান্বিত হওয়া উচিত ছিল। পরিবর্তে, সে বলল যে জিম আসলে তাকে সাহায্য করেছে। আমরা জানতাম জিম একটি নিষ্ঠুর কাজ করেছে, তবুও সবাই এমন আচরণ করেছিল যেন সে আমাদের অবাধ্য সন্তানকে চাবুক মারার মাধ্যমে একটি প্রেমময় কাজ করছে। একজন নিষ্ঠুর ব্যক্তি একটি শিশুকে আঘাত করার বিপরীতে, জিম শান্ত, প্রায় প্রেমময় বলে মনে হয়েছিল, যখন সে মারধরগুলি দেখছিল এবং মারধরের কথা শুনছিল। আমাদের মন পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পারছিল না কারণ আমরা যে প্রতিক্রিয়া পাচ্ছিলাম তার কোনওটিই সঠিক ছিল না।

বাইরে থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়া সীমিত ছিল, এবং মন্দিরের সদস্যের ভেতর থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়া বিকৃত ছিল। পূর্ববর্তী কর্মকাণ্ড এবং প্রতিশ্রুতিগুলিকে ন্যায্যতা দেওয়ার মাধ্যমে, চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল।

টেম্পল থেকে পালিয়ে আসার মাত্র কয়েক মাস পরেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমরা যে কোকুনে বাস করতাম তার সম্পূর্ণ ব্যাপ্তি। এবং কেবল তখনই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে মাস্টার ম্যানিপুলেটরের প্রতারণা, দুঃখ এবং মানসিক ব্ল্যাকমেইল।[426]

জিন মিলসের সাক্ষ্য অনেক দিক থেকেই প্রাক্তন মুসলিমদের সাক্ষ্যের সাথে মিলে যায়। প্রাক্তন মুসলিমরা স্বীকার করে যে তারা বিশ্বাসী থাকাকালীন তাদের উপর যে নির্যাতন করা হয়েছিল সে সম্পর্কে তারা অবগত ছিল না। ইসলাম ত্যাগ করার পরই তারা নির্যাতন এবং মন নিয়ন্ত্রণের বিশালতা বুঝতে পেরেছিল। একজন মুসলিম মহিলা একজন মুসলিম পুরুষকে বিয়ে করলেও পারিবারিক সহিংসতার শিকার হন ঠিক যেমন একজন অমুসলিম মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে একজন মুসলিম পুরুষকে বিয়ে করেন। তবে, জিন মিলস প্রায়শই নির্যাতন সম্পর্কে অবগত থাকেন না। তিনি নির্যাতনের সাথে অভ্যস্ত কারণ তিনি এর সাথে বেড়ে উঠেছেন। তিনি তার মা, খালা এবং তার পরিচিত অন্যান্য মহিলাদের সকলেই নির্যাতনের শিকার হতে দেখেছেন। এটি তার কাছে স্বাভাবিক এবং তিনি এটিকে তার জীবনের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

নারীত্ব। মুসলিম পুরুষদের সাথে বিবাহিত অমুসলিম মহিলারা প্রায়শই এমন পরিবার থেকে আসেন যেখানে নারীদের অবমাননা, মারধর এবং নির্যাতন করা হয় না। তাদের জন্য, একজন মুসলিম পুরুষের সাথে বিবাহ অনেক বেশি নিপীড়নমূলক।

খ্রিস্টান, ইহুদি এবং হিন্দুরাও তাদের ধর্ম ত্যাগ করে। তবে, তাদের মধ্যে খুব বেশি রাগ এবং বিরক্তি নেই। যখন মুসলমানরা ইসলাম ত্যাগ করে, তখন তাদের হৃদয়ে তিক্ততা নিয়ে তারা তা ত্যাগ করে। তখনই তারা তাদের নির্যাতনের মাত্রা বুঝতে পারে। একজন মুসলিমের জন্য এই জাগরণ বেদনাদায়ক।

ওশেরো বলেন, “তার হত্যার কয়েক ঘন্টা আগে, কংগ্রেসম্যান রায়ান সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন: “আমি এখনই আপনাদের বলতে পারি যে কিছু লোকের সাথে আমার যে কয়েকটি কথোপকথন হয়েছে, তাতে কিছু লোক বিশ্বাস করে যে এটি তাদের জীবনের সেরা ঘটনা।” [পটভূমিতে উল্লাস এবং করতালির শব্দ শোনা যাচ্ছে] (ক্রাউস, ১৯৭৮)। এত লোকের সম্মতি এবং তাদের রেখে যাওয়া চিঠিগুলি ইঙ্গিত দেয় যে এই অনুভূতিটি ব্যাপকভাবে ভাগ করা হয়েছিল অথবা অন্তত সদস্যদের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছিল।”

ইসলাম, পিপলস টেম্পলের মতো, দুর্বলদের আকর্ষণ করে, যারা নিপীড়িত এবং উদ্দেশ্যের বোধের প্রয়োজন। পশ্চিমা সমাজে, যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে একাকীত্বের অনুভূতি রয়েছে। ইসলাম নতুন ধর্মান্তরিতদের একান্ত আত্মীয়তার অনুভূতি দেয়। এটি তাদের জীবনকে দেখার একটি বিকল্প উপায়, একটি দিকনির্দেশনা এবং শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি দেয়। কিন্তু এটি তা করে ভয়াবহ মূল্য দিয়ে। এটি তাদের নিজেদের থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন করে যে তারা তাদের পরিবার এবং বন্ধুত্বকে অস্বীকার করে এবং তাদের দেশের পতনের ষড়যন্ত্র করে।

ইসলাম, পিপলস টেম্পলের মতো, তার সদস্যদের তাদের ধর্মের বাইরের যেকোনো কিছু এবং যে কাউকে ভয় করতে শেখায় এবং অবিশ্বাসীদের "শত্রু" হিসেবে গণ্য করে। প্রকৃত মুসলমানরা অন্য যেকোনো জীবনযাত্রার সম্ভাবনাকে ঘৃণা করে। তাদের কাছে ইসলামই একমাত্র সঠিক পথ এবং বাকি সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। মুসলমানরা ক্রমবর্ধমানভাবে

অমুসলিমদের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে এবং "দুষ্ট পশ্চিমা" সম্পর্কে ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলিতে একনিষ্ঠ বিশ্বাসী।

তথ্য নিয়ন্ত্রণ

ওশেরো লিখেছেন:

> পিপলস টেম্পলের ভেতরে, বিশেষ করে জোনস্টাউনে, জিম জোন্স সদস্যদের কাছে তথ্য প্রকাশের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করতেন। তিনি গির্জার ভেতরে যে কোনও ভিন্নমতের উদ্ভব হতে পারে তা কার্যকরভাবে দমন করেছিলেন এবং বাইরে থেকে আসা পরস্পরবিরোধী বার্তার জন্য প্রতিটি সদস্যের মধ্যে অবিশ্বাস জাগিয়েছিলেন। সর্বোপরি, 'মিথ্যা' দিয়ে পিপলস টেম্পল ধ্বংস করতে বেরিয়ে আসা 'শত্রু' দ্বারা সরবরাহিত তথ্যের কী বিশ্বাসযোগ্যতা থাকতে পারে? কোনও বিকল্প না দেখে এবং কোনও তথ্য না পেয়ে, একজন সদস্যের ভিন্নমত বা প্রতিরোধের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছিল। অধিকন্তু, বেশিরভাগ সদস্যের জন্য, টেম্পল আকর্ষণের একটি অংশ তাদের জীবনের উপর দায়িত্ব এবং নিয়ন্ত্রণের অনেকটাই ত্যাগ করার ইচ্ছার ফলে হয়েছিল। এরা মূলত দরিদ্র, সংখ্যালঘু, বয়স্ক এবং অসফল ছিল। তারা নিরাপত্তা, ভ্রাতৃত্ব, অলৌকিকতার মায়া এবং পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতির জন্য ব্যক্তিগত স্বায়ত্তশাসন (তাদের দুর্দশার জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্বের অন্তর্নিহিত ধারণা সহ) বিনিময় করতে পেরে খুশি ছিল। কাল্টদের দ্বারা ব্যবহৃত ধর্মান্তর কৌশলগুলি অধ্যয়নকারী মনোরোগ বিশেষজ্ঞ স্ট্যানলি ক্যাথ সাধারণীকরণ করেছেন: 'ধর্মান্তরিতদের কেবল তাই বিশ্বাস করতে হয় যা তাদের বলা হয়। তাদের ভাবতে হয় না এবং এটি প্রচণ্ড উত্তেজনা থেকে মুক্তি দেয়।' (নিউজউইক, ১৯৭৮ক)”

উপরোক্ত ঘটনাটি মুসলিমদের অবস্থাকে নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে, বিশেষ করে ইসলামী দেশগুলিতে, যেখানে সরকারী বিশ্বাসের সাথে সামান্য বিরোধিতাকারী যেকোনো তথ্য সেন্সর করা হয় এবং বিশ্বাসীদের কেবল একটি মতামত দেখার অনুমতি দেওয়া হয়, যা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত। প্রকৃতপক্ষে, অমুসলিম দেশগুলিতেও মুসলমানরা যেকোনো ইসলামবিরোধী বার্তা সেন্সর করার জন্য কঠোর চেষ্টা করে। যদি এমন কোনও বই বা নিবন্ধ প্রকাশিত হয় যা তাদের পছন্দ হয় না, তবে তারা প্রতিবাদ করে এবং "অনুপ্রেরণাকারী" কে তার প্রকাশনা প্রত্যাহার করতে এবং ক্ষমা চাইতে বাধ্য করার চেষ্টা করে। মুহাম্মদ তার প্রাঙ্গণে তার অনুসারীদের উপর যে ধরণের নিয়ন্ত্রণ এবং সেন্সরশিপ প্রয়োগ করেছিলেন তা কেবল কল্পনা করা যায়।

জিন মিলস মন্তব্য করেছেন:

এই গির্জার সদস্যদের মধ্যে কতটা কম মতবিরোধ ছিল তা দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। গির্জায় যোগদানের আগে, আল এবং আমি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কাকে ভোট দেব তা নিয়েও একমত হতে পারতাম না। এখন যেহেতু আমরা সবাই একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, তাই পারিবারিক বিবাদ অতীতের বিষয় হয়ে উঠছিল। কে সঠিক তা নিয়ে কখনও কোনও প্রশ্ন ছিল না, কারণ জিম সবসময় সঠিক ছিলেন। যখন আমাদের বিশাল পরিবার পারিবারিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য মিলিত হত, তখন আমরা মতামত চাইতাম না। পরিবর্তে, আমরা বাচ্চাদের কাছে প্রশ্ন করতাম, 'জিম কী করবে?' এটি জীবনের কঠিনতা দূর করে দেয়। এক ধরণের 'প্রকাশিত নিয়তি' ছিল যা বলত যে কারণ সঠিক এবং সফল হবে। জিম সঠিক ছিল এবং যারা তার সাথে একমত হয়েছিল তারা সঠিক ছিল। আপনি যদি জিমের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন, তবে আপনি ভুল ছিলেন। এটি এত সহজ ছিল।[427]

ওশেরো বলেছেন:

যদিও সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক সাহিত্যের সাথে তার কোনও আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ছিল না, তবুও জিম জোন্স মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য বেশ কয়েকটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং কার্যকর কৌশল ব্যবহার করেছিলেন। কিছু বিশ্লেষণ তার কৌশলগুলিকে 'মগজ ধোলাই'–এর সাথে জড়িতদের সাথে তুলনা করেছে, কারণ উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ, অপরাধবোধের হেরফের এবং মানুষের অস্তিত্বের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে,[428] পাশাপাশি বিচ্ছিন্নতা, কঠোর শাসনব্যবস্থা, শারীরিক চাপ এবং স্বীকারোক্তির ব্যবহার।[429] কিন্তু "মগজ ধোলাই" শব্দটি ব্যবহার করলে প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত রহস্যময় এবং অস্বাভাবিক শোনায়। জোন্সের ব্যক্তিত্বের মধ্যে কিছু অনন্য এবং ভীতিকর উপাদান ছিল প্যারানয়া, মহত্ত্বের ভ্রম, দুঃখবাদ এবং আত্মহত্যার প্রতি আকৃষ্টতা। তার ব্যক্তিগত প্রেরণা যাই হোক না কেন, তার পরিকল্পনা এবং কল্পনা তৈরি করার পরে, সে সেগুলি বাস্তবায়নের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক–মানসিক কৌশলের সুযোগ নিয়েছিল। একটি সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার সিদ্ধান্তটি ছিল পাগলামি, কিন্তু যারা এই কাজটি করেছিল তারা ছিল 'স্বাভাবিক' মানুষ যারা একটি অত্যন্ত উস্কানিমূলক পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল, শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ শক্তির পাশাপাশি বহিরাগত চাপেরও শিকার হয়েছিল।"

এই সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে অনেক সুস্থ মানুষের পক্ষে একজন পাগলকে অনুসরণ করা সম্ভব। জার্মানিতে এটি ঘটেছিল। হিটলার পাগল ছিলেন। কিন্তু লক্ষ লক্ষ জার্মান, যারা তাকে অনুসরণ করেছিল, তারা পাগল ছিল না।

অনুসারীদের উপর মনোরোগী সম্প্রদায়ের নেতাদের আধিপত্য, যা তাদের মনকে বিস্মিত করে। ইবনে ইসহাক মুহাম্মদের অনুসারীদের দ্বারা অর্ওয়ার আচরণ পর্যবেক্ষণের একটি গল্প বলেছেন। তিনি মক্কাবাসীদের একজন আলোচক ছিলেন যারা

মক্কার উপকণ্ঠে হুদাইবিয়ায় মুহাম্মদের শিবিরে তাঁর সাথে দেখা করেছিলেন।

মুহাম্মদ দূরে ছিলেন এবং আবু বকর তার পক্ষে কথা বলছিলেন। ওরওয়া আরও আন্তরিক হয়ে উঠলেন এবং বেদুইন রীতি অনুসারে মুহাম্মদের দাড়ি ধরার জন্য তার হাত বাড়িয়ে দিলেন। এটি ছিল বন্ধুত্ব এবং পরিচিতির প্রতীক, অসম্মানের কাজ নয়। "ফিরে যাও!" একজন পথচারী তার বাহুতে আঘাত করে চিৎকার করে উঠলেন। "আল্লাহর নবীর হাত থেকে তোমার হাত ধরো!" যুবকের বাধায় ওরওয়া চমকে উঠলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কে?" "এটা তোমার ভাগ্নে, মোগিরা," যুবকটি উত্তর দিল। "অকৃতজ্ঞ!" ওরওয়া চিৎকার করে বললেন (তার ভাগ্নের দ্বারা সংঘটিত কিছু হত্যার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে), "এটা গতকালের মতোই আমি তোমার জীবন মুক্ত করেছি।"

মুহাম্মদের অনুসারীরা তাদের নবীর প্রতি যে পরিমাণ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছিল তাতে ওরওয়া মুগ্ধ হয়েছিলেন। মক্কায় ফিরে এসে তিনি জানান যে তিনি অনেক রাজা, খসরু, কায়সার এবং নাজাশিকে দেখেছেন, কিন্তু মুহাম্মদের অনুসারীদের কাছ থেকে এত মনোযোগ এবং শ্রদ্ধা কখনও দেখেননি। "তারা ছুটে গিয়েছিল যে পানিতে তিনি অযু করেছিলেন তা বাঁচাতে, তার থুতু ধরে ফেলতে, অথবা যদি তার চুল পড়ে যায় তবে ধরে ফেলতে।"[430]

মুহাম্মদ নিজের চারপাশে একটি ব্যক্তিত্বের পূজা গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর ঈশ্বরের মূর্তি। তাঁর প্রতি আনুগত্য ছিল আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং তাঁর অবাধ্যতা ছিল আল্লাহর অবাধ্যতা। একজন নার্সিসিস্টিক সাইকোপ্যাথ এই সবকিছুই কামনা করে – ঈশ্বরের অবতার হতে। মুহাম্মদ সকলকে চালিত করেছিলেন যতক্ষণ না তিনি আল্লাহর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রকৃত ঈশ্বরে পরিণত হন।

জোনসটাউনে এই ভয়াবহ ঘটনার তিন মাস পর, মাইকেল প্রোকস, যিনি পিপলস টেম্পল তহবিলের একটি বাক্স বহন করার দায়িত্ব পাওয়ায় বেঁচে যান, তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার একটি মোটেল কক্ষে একটি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছিলেন। জোনস দাবি করার পর

ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল এবং শেষ মুহূর্তের একটি টেপ–রেকর্ডিং প্রকাশের দাবি জানিয়েছিল [আগে উদ্ধৃত], সে বাথরুমে পা রেখে নিজের মাথায় গুলি করে। সে একটি চিরকুট রেখে গেছে, যেখানে লেখা ছিল যে তার মৃত্যু যদি জোনসটাউন সম্পর্কে আরেকটি বইয়ের অনুপ্রেরণা জাগায়, তাহলে তা সার্থক হবে। (নিউজউইক, ১৯৭৯) এটি কি আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীর মনোবিজ্ঞানের উপর আলোকপাত করে না?

জিন এবং আল মিলস পিপলস টেম্পল ছেড়ে যাওয়ার পর তাদের সবচেয়ে সোচ্চার সমালোচকদের মধ্যে ছিলেন এবং তারা তাদের শত্রুদের "মৃত্যুর তালিকা" শীর্ষে ছিল। জোনস্টাউনের পরেও, মিলস বারবার তাদের জীবনের জন্য ভয় প্রকাশ করেছিল। পিপলস টেম্পল গণহত্যার এক বছরেরও বেশি সময় পরে, তাদের এবং তাদের মেয়েকে তাদের বার্কলে বাড়িতে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের কিশোর বয়সী ছেলে, যিনি নিজেও একজন প্রাক্তন পিপলস টেম্পল সদস্য, সাক্ষ্য দিয়েছে যে সে সেই সময় বৃহৎ বাড়ির অন্য অংশে ছিল। এখনও পর্যন্ত, কোনও সন্দেহভাজনকে অভিযুক্ত করা হয়নি। মিলস তাদের হত্যাকারীকে চিনত বলে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। জোরপূর্বক প্রবেশের কোনও চিহ্ন ছিল না এবং তাদের খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছিল। জিন মিলসকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছিল, "এটি ঘটতে চলেছে; আজ না হলে আগামীকাল।" জোনস্টাউনের শেষ টেপে, জিম জোনস জিন মিলসের নাম ধরে দোষারোপ করেছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সান ফ্রান্সিসকোতে তার অনুসারীরা "আমাদের মৃত্যু বৃথা নেবে না।" (নিউজউইক, 1980)

ইসলাম ত্যাগকারী যে কাউকে হত্যা করা মুসলমানরা তাদের কর্তব্য বলে মনে করে। ধর্মত্যাগীদের প্রতি তাদের ঘৃণা অবিশ্বাস্যভাবে তীব্র। ইসলাম ত্যাগকারীদের চেয়ে একজন মুসলিম এত তীব্র ঘৃণা আর কিছুই করতে পারে না। তারা ধর্মত্যাগীদের, বিশেষ করে যারা কথা বলে, খুঁজে না পেয়ে হত্যা না করা পর্যন্ত পিছু হটবে না। যারা ইসলামকে অমান্য করার সাহস করে তারা নিজেদের বিপদেই তা করে। মুহাম্মদের নির্দেশ স্পষ্ট: “কিন্তু যদি তারা ধর্মত্যাগী হয়, তবে তাদের ধরো এবং যেখানেই থাকো হত্যা করো।”*ßএবং তাদের*"(প্রশ্ন ৪:৮৯)।

এফ–এর মনোবিজ্ঞান

একজন নার্সিসিস্টকে বুঝতে হলে, সাইকোপ্যাথদের সম্পর্কে দু–একটি জিনিস জানা সাহায্য করে। নার্সিসিস্টিক বৈশিষ্ট্যগুলি সূক্ষ্ম এবং নার্সিসিস্ট ছদ্মবেশে বেশ উপযুক্ত। সাইকোপ্যাথ একজন নার্সিসিস্টের একই বৈশিষ্ট্যগুলিকে আরও বিবর্ধিত আকারে দেখায়। একবার আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে পারলে, তাদের সূক্ষ্ম প্রকাশগুলিতে সনাক্ত করা এবং সেইজন্য একজন নার্সিসিস্টকে শনাক্ত করা অনেক সহজ হয়ে যায়।

সাইকোপ্যাথ এবং সোসিওপ্যাথ দুটি প্রচলিত শব্দ। মনোরোগবিদ্যায় ব্যবহৃত শব্দটি হল অসামাজিক ব্যক্তিত্ব ব্যাধি (ASPD)। এই অধ্যায়ে আমি প্রচলিত শব্দগুলিতেই আবদ্ধ থাকব।

NPD মনোযোগের জন্য একটি রোগগত আকাঙ্ক্ষা হিসেবে প্রকাশ পায়। সামাজিক/সাইকোপ্যাথি আত্মতৃপ্তির জন্য একটি রোগগত আকাঙ্ক্ষা হিসেবে প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়টি সম্ভবত প্রথমটির কম বাধাপ্রাপ্ত এবং কম পরিশীলিত প্রকাশ। কিছু গবেষক পরামর্শ দেন যে এই দুটির মধ্যে একটি সংকর রয়েছে – "সাইকোপ্যাথিক নার্সিসিজম"। যা জানা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, তাদের সূক্ষ্মতা সত্ত্বেও, নার্সিসিজম, সাইকোপ্যাথিক নার্সিসিজম এবং অসামাজিক ব্যক্তিত্ব একই ব্যাধির বিভিন্ন স্তর।

ভাকনিন বলেন, “নার্সিসিস্টদের মতো মনোরোগীদেরও সহানুভূতির অভাব থাকে কিন্তু তাদের অনেকেই দুঃখবাদীও: তারা তাদের ভুক্তভোগীদের কষ্ট দিতে বা তাদের সাথে প্রতারণা করতে আনন্দ পায়। এমনকি তারা

"এটা মজার মনে হয়!" তার "ম্যালিগন্যান্ট সেল্ফ লাভ – নার্সিসিজম রিভিজিটেড" বইয়ে ভাকনিন লিখেছেনঃ

> স্কট পেক যা বলেন তার বিপরীতে, নার্সিসিস্টরা খারাপ নয় – তাদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্য থাকে না (পুরুষদের যুক্তি)। ... নার্সিসিস্টরা কেবল স্বতন্ত্র, নির্মম এবং তাদের আচরণ এবং অন্যদের সাথে আচরণে অসাবধান। তাদের আপত্তিজনক আচরণ অহংকারী এবং উদাসীন, সাইকোপ্যাথের মতো পরিকল্পিত এবং পূর্বপরিকল্পিত নয়... যখন নার্সিসিস্টের অহংকেন্দ্রিকতা, সহানুভূতির অভাব এবং শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি অসামাজিকদের আবেগপ্রবণতা, প্রতারণা এবং অপরাধমূলক প্রবণতার সাথে মিলিত হয়, তখন ফলাফল একটি সাইকোপ্যাথ হয়, এমন একজন ব্যক্তি যিনি সহানুভূতি বা অনুশোচনা ছাড়াই যেকোনো উপায়ে স্বার্থপর আবেগের তৃপ্তি খোঁজেন।
>
> নার্সিসিস্টদের মতো, সাইকোপ্যাথদেরও সহানুভূতির অভাব থাকে এবং তারা অন্যদের কেবল তৃপ্তি এবং উপযোগিতা অর্জনের উপকরণ বা কারসাজির বস্তু হিসেবে বিবেচনা করে। সাইকোপ্যাথ এবং নার্সিসিস্টদের ধারণাগুলি উপলব্ধি করতে এবং পছন্দ, চাহিদা, পছন্দ, কর্মপন্থা এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে কোনও সমস্যা হয় না। কিন্তু যখন অন্যরা একই কাজ করে তখন তারা হতবাক হয়ে যায়।
>
> বেশিরভাগ মানুষই মেনে নেয় যে অন্যদের অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা আছে। একজন সাইকোপ্যাথ এই প্রতিশোধমূলক আচরণকে প্রত্যাখ্যান করে। তার ক্ষেত্রে, কেবল ক্ষমতাই সঠিক। মানুষের কোন অধিকার নেই এবং তার, একজন সাইকোপ্যাথের, "সামাজিক চুক্তি" থেকে উদ্ভূত কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সাইকোপ্যাথ নিজেকে প্রচলিত নৈতিকতা এবং আইনের ঊর্ধ্বে রাখে। সাইকোপ্যাথ তৃপ্তিতে বিলম্ব করতে পারে না। সে সবকিছু চায় এবং এখনই তা চায়। তার ইচ্ছা, তাড়না, তার চাহিদা পূরণ এবং তার ইচ্ছার সন্তুষ্টি এমনকি তার নিকটতম এবং প্রিয়জনের চাহিদা, পছন্দ এবং আবেগের চেয়েও প্রাধান্য পায়।[431]

এই বৈশিষ্ট্যগুলো মুহাম্মদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তিনি অন্যদের জন্য কোন অধিকার স্বীকার করতেন না। প্রত্যেককে তার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হত, নতুবা ধ্বংস হতে হত। তার সিদ্ধান্ত ছিল ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত এবং তাকে অমান্য করা ঈশ্বরের অমান্য বলে বিবেচিত হত। তিনি তার দাবির সমর্থনে যুক্তিসঙ্গাত যুক্তি উপস্থাপন করেননি, বরং চরমপত্র এবং হুমকি প্রদান করতেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে তার অনুসারীরা তাদের নিজস্ব ইচ্ছা ত্যাগ করবে এবং সম্পূর্ণরূপে এবং দ্বিধা ছাড়াই তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে। তিনি আশা করেছিলেন যে অন্যরা তার জন্য লড়াই করবে, তাদের আরাম, সম্পদ এবং জীবন ত্যাগ করবে।

যতদূর তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন, শেষ কথাটি তাঁরই ছিল এবং কাউকেই তাঁর মতামতের বিপরীতে মতামত প্রকাশ করার অনুমতি ছিল না।

কিন্তু না, প্রভুর কসম, তারা (প্রকৃত) ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যেকার সকল বিবাদে তোমাকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ করে।ßএবং তাদের অন্তরে তোমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ নেই, বরং পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে সেগুলো গ্রহণ করো।(প্রশ্ন ৪:৬৫)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, তখন কোন মুমিন পুরুষ ও কোন মুমিন নারীর নিজস্ব মতামত গ্রহণের অধিকার নেই।.(প্রশ্ন ৩৩:৩৬)

ভাকনিন বলেন, “সাইকোপ্যাথরা যখন অন্যদের আঘাত করে বা প্রতারণা করে তখন তাদের কোনও অনুশোচনা হয় না। তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাথমিক বিবেকও থাকে না। তারা তাদের (প্রায়শই অপরাধমূলক) আচরণকে যুক্তিসঙ্গাত করে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক করে তোলে। সাইকোপ্যাথরা তাদের নিজস্ব আদিম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার (যেমন নার্সিসিজম, বিভাজন এবং অভিক্ষেপ) শিকার হয়। সাইকোপ্যাথরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে পৃথিবী একটি প্রতিকূল, নির্দয় জায়গা, যেখানে সবচেয়ে যোগ্যদের বেঁচে থাকার প্রবণতা রয়েছে এবং মানুষ হয় "সকলেই ভালো" অথবা "সকলেই মন্দ"। সাইকোপ্যাথ তার নিজস্ব দুর্বলতা, দুর্বলতা এবং ত্রুটিগুলি অন্যদের কাছে প্রক্ষেপ করে এবং তাদের সেভাবে আচরণ করতে বাধ্য করে যেমনটি সে তাদের কাছ থেকে আশা করে (এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটি "প্রক্ষেপণমূলক সনাক্তকরণ" নামে পরিচিত)। নার্সিসিস্টদের মতো, সাইকোপ্যাথরা অপমানজনকভাবে শোষণমূলক এবং সত্যিকারের প্রেম বা ঘনিষ্ঠতার অক্ষম।”[432]

মুহাম্মদ তার শিকারদের সাথে প্রতারণা করতে, তাদের পাহারায় ধরে তাদের উপর হামলা করতে, নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করতে, কেবল এই কারণে যে তারা তার অনুসারী ছিল না, এবং তাদেরকে শত্রু হিসেবে বিবেচনা করতে, দাসত্বে রাখার, ধর্ষণ করার, অপমানিত করার এবং হত্যা করার যোগ্য বলে মনে করতে কোনও দ্বিধা বোধ করেননি। তিনি ঐশ্বরিক যুক্তি দিয়ে এই সমস্ত অপরাধকে ন্যায্যতা দিয়েছিলেন।

একজন সাইকোপ্যাথের মন বোঝার সর্বোত্তম উপায় হল উদাহরণের মাধ্যমে। ক্যামেরুন হুকারের গল্পটি নিম্নরূপ:ক্যাথেরিন র‍্যামসল্যান্ড.[433] তুমি হয়তো

এই গল্পের সাথে মুহাম্মদের কি সম্পর্ক আছে তা ভাবছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পড়লেই চমকপ্রদ মিলগুলো বেরিয়ে আসতে শুরু করবে।

১৯৭৭ সালে, ২০ বছর বয়সী কোলিন স্ট্যান ৪০০ মাইল দূরে ক্যালিফোর্নিয়ায় এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে ওরেগনের তার বাড়ি ছেড়েছিলেন।

সে হিচহাইক করে উঠল এবং যখন একটি গাড়ি তাকে নিতে থামল, তখন সে একটি পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন বন্ধুত্বপূর্ণ দম্পতিকে একটি শিশুসহ দেখতে পেল, সে আরাম বোধ করল এবং পিছনের সিটে উঠে পড়ল।

পরিবারের শেষ নাম হুকার এবং কোলিন ছিল, তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ কথোপকথন হয়েছিল এবং যখন স্বামী, ক্যামেরন হুকার, উল্লেখ করেছিলেন যে তারা কিছু দর্শনীয় বরফ গুহার কাছাকাছি ছিল এবং তাদের থামতে এবং একবার দেখার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তখন কোলিন কোনও ভয় অনুভব করেননি।

তারা একটা কাঁচা রাস্তা ধরে গাড়ি চালিয়ে গেল এবং তারপর মাঝখানে কোথাও থামল। হুকার গাড়ি থেকে নেমে কোলিনকে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে তার গলায় ছুরি ধরল। সে তাকে বলল যে যদি সে সহযোগিতা না করে তবে সে তাকে মেরে ফেলবে। কোলিন ভয়ে নিথর হয়ে গেল এবং রাজি হয়ে গেল। তারপর সে হাতকড়া পরিয়ে চোখ বেঁধে তার মুখ চেপে ধরল। তারপর সে প্লাইউডের তৈরি একটি বাক্সে কোলিনের মাথা আটকে দিল। সে তখন সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিল এবং রুটি খেতে পারছিল না। তারপর তাকে গাড়ির ট্রাঙ্কে রেখে হুকারদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। ক্যামেরনের স্ত্রী জ্যানিস তার স্বামীর সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করেছিলেন। ভ্রমণের সময় কোলিন ভাবছিলেন যে তিনি কি আর কখনও তার পরিবারকে দেখতে পাবেন।

ঘরের ভেতরে, ক্যামেরন কোলিনের মাথা থেকে ভারী বাক্সটি সরিয়ে তাকে সেলারে নিয়ে যান, যেখানে তিনি তার পোশাক খুলে ফেলেন এবং তাকে বরফের বুকে দাঁড় করান। তিনি তাকে তার মাথার উপর হাত তুলতে বলেন এবং চামড়ার ফিতা দিয়ে তার কব্জি একটি ওভারহেড পাইপের সাথে বেঁধে চোখ বেঁধে রাখেন। এটি ছিল তার জন্য অপেক্ষা করা সময়ের কেবল শুরু।

ক্যামেরন তখন কোলিনের বুকের উপর থেকে তার হাত সরিয়ে ফেললেন, ফলে কোলিনের হাতের লেখার কারণে সে বাতাসে ঝুলে ছিল। যখন সে চিৎকার করছিল, তখন সে তাকে এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করতে বলল এবং অন্য পরিস্থিতিতে, সে কেবল তার বন্দীর কণ্ঠস্বর কেটে ফেলত এবং যদি সে তা ধরে রাখতে থাকে, তাহলে সে তার সাথেও একই আচরণ করত।

তারপর সে তাকে সামনে এবং পিছনে উভয় দিকেই চাবুক মারতে শুরু করে। সে যতই সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকে ততই সে দুঃখী হয়ে ওঠে এবং তাকে আরও জোরে মারতে থাকে। তারপর সে তার পায়ের নীচে এমন কিছু রাখে, যা তার পায়ের আঙ্গুল স্পর্শ করার মতো উঁচু নয় এবং চলে যায়। তার চোখের পাতার নীচে তাকিয়ে, কোলিন দেখতে পায় একটি পর্নোগ্রাফিক ম্যাগাজিন মেঝেতে পড়ে আছে, যেখানে একজন নগ্ন মহিলা ঠিক যেমন অবস্থায় ছিল তেমনই ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল।

এর কিছুক্ষণ পরেই ক্যামেরন এবং তার স্ত্রী জ্যানিস ফিরে আসেন এবং সেই ঘরের ভেতরেই যৌনমিলন করেন। তারপর তিনি তাকে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নামিয়ে আনেন। মারধরের ফলে তার বাহুতে ব্যথা হচ্ছিল এবং তার শরীরে ব্যথা হচ্ছিল। তারপর তিনি তাকে আরেকটি টাইট বাক্সের ভেতরে বসিয়ে হেডবক্সটি তার মাথায় রেখে দেন। তিনি এখন সম্পূর্ণ অচল এবং শ্বাস নিতে পারছিলেন না। যখন তিনি চিৎকার করেন, তখন তিনি তার বুকের উপর একটি স্ট্র্যাপ লাগিয়ে দেন যা তার শ্বাস-প্রশ্বাসকে আরও বেশি করে আটকে দেয় এবং তিনি আর চিৎকার করতে পারেন না। তারপর তিনি তাকে খুব দীর্ঘ এবং ভয়ঙ্কর রাতের জন্য এভাবেই রেখে যান। তিনি ভেবেছিলেন তিনি মারা যাবেন। কোলিনের দুঃস্বপ্ন সবেমাত্র শুরু হয়েছিল।

ক্যামেরন এবং জ্যানিস ছিলেন একজন সাধারণ দম্পতি যারা আলাদা করে দেখাতেন না। তারা চুপচাপ এবং নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতেন। স্থানীয় কাঠের কারখানায় কাজ করা ক্যামেরনকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হত। তারা পাশের বাড়ির এক বয়স্ক দম্পতির ভাড়া বাড়িতে থাকত এবং তাদের মধ্যে কোনও অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করত না।

১৯৭৩ সালে ক্যামেরনের সাথে জ্যানিসের দেখা হয় যখন তার বয়স ১৫ বছর। একজন মৃগীরোগী এবং তার আত্মসম্মান খুব কম ছিল, সে নমনীয় ছিল এবং তার কথার কাছে নতি স্বীকার করত। সে যেকোনো মূল্যে একজন পুরুষ পেতে চেয়েছিল। ক্যামেরন জ্যানিসের সাথে হিংসাত্মক পর্নোগ্রাফির পরিচয় করিয়ে দেয় এবং তাকে নির্যাতন করে।

তার সম্মতিতে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, একটি স্যাডোমাসোসিস্ট সম্পর্ক তৈরি করে। যতক্ষণ পর্যন্ত জ্যানিস তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সকল ধরণের নির্যাতনে রাজি ছিল।

রয় হ্যাজেলউড এবং অ্যান বার্গেস যৌন স্যাডিস্টদের ২০ জন মহিলা সহযোগীর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পুরুষের যৌন কল্পনাগুলি প্রায়শই তাদের মহিলা সঙ্গীদের দ্বারা ভাগ করা হয়। পুরুষ যত ধীরে ধীরে তাকে বিচ্ছিন্ন করে, সে তার উপর আরও নির্ভরশীল হয়ে ওঠে, তার বিচ্যুতি এবং স্যাডিস্টিক কল্পনাগুলি ভাগ করে নেয়।

একজন ধর্মগুরু এবং তার অনুসারীদের মধ্যেও একই রকম সমন্বয় বিরাজ করে। ধর্মগুরুদের কল্পনা তার ভক্তদের কাছে চলে আসে। তারা বহিরাগতদের প্রতি ভীত এবং সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ে এবং তাদের নেতার মতোই মহত্ত্বের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। তারা তাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করে, প্রকৃতপক্ষে তাদের নিজস্ব চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করে, কিন্তু ধর্মগুরুদের সম্প্রসারণ হিসেবে মহত্ত্ব অনুভব করে।

"এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ," হ্যাজেলউড লিখেছেন, "যে ধর্মীয় ও বিষমকামী ধর্ষকরা সহজাতভাবে বিশ্বাস করে যে সমস্ত নারীই খারাপ। ফলস্বরূপ, যখন এই পুরুষরা এই অনুমান প্রমাণ করতে বের হয়, তখন তারা সুন্দর, মধ্যবিত্ত নারীদের বেছে নেয় যারা দৃশ্যত স্বাভাবিক।" তারা এমন একটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করে যা নারীর দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে তাকে একজন অনুগত সহযোগীতে পরিণত করে।

এটি সাধারণভাবে মানুষকে ধর্মীয় নেতারা যেভাবে দেখেন তার থেকে আলাদা নয়। তারা মানুষকে সহজাতভাবে পাপী এবং স্বাভাবিকভাবেই মন্দ কাজ করার প্রবণতা দেখায়। তাদের বার্তা প্রায়শই সতর্কীকরণ এবং অনুতাপের আহ্বানের আকারে থাকে।

নারীদের সম্পর্কে মুহাম্মদের ধারণাও একই রকম ছিল। তিনি মনে করতেন নারীদের বুদ্ধিমত্তা এবং ঈমানের অভাব রয়েছে, তারা বিপথগামী ও পাপের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাদের দমন করা প্রয়োজন। ইসলামী পর্দা এই দমনের প্রতীক।

প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীকে দেখে। সৎ লোকেরা মনে করে অন্যরাও সৎ এবং এর বিপরীত। এটিকে প্রক্ষেপণ বলা হয়। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মতে, প্রক্ষেপণ

এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার নিজের অবাঞ্ছিত চিন্তাভাবনা, প্রেরণা, আকাঙ্ক্ষা এবং অনুভূতি অন্য কারো উপর "প্রক্ষেপণ" করে। 'অহংকার যে আবেগ বা উত্তেজনাকে "বিভক্ত" করে এবং তারপর অহংকারের বাইরে বলে মনে হয়... অন্য ব্যক্তির মধ্যে অনুভূত হয়' মুহাম্মদ বিশ্বাস করতেন যে প্রত্যেকেরই পাপ করার স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে এবং শাস্তির ভয় তাদের নিবৃত্ত করার একমাত্র উপায়। তিনি তার নিজস্ব আত্মকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি অন্যদের উপর প্রক্ষেপণ করেছিলেন। একজন আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি যদি সেগুলি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে তবে সে সমস্ত আইন ভঙ্গ করবে। একজন আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিকে থামাতে পারে এমন একমাত্র জিনিস হল ধরা পড়ার এবং শাস্তির ভয়।

ক্যামেরন সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতো এবং জ্যানিস আনুগত্য প্রকাশ করতো। যদি সে তা না করে, তাহলে সে তাকে ছেড়ে যাওয়ার অথবা তার ক্ষতি করার হুমকি দিত এবং সে তা মেনে নিত।

একজন ধর্মীয় নেতারও তার অনুসারীদের উপর একই ধরণের নিয়ন্ত্রণ থাকে। তাদের হুমকি বেশিরভাগই উপদেশ, ঐশ্বরিক প্রতিশোধ এবং অনুতাপের আহ্বানের আকারে দেওয়া হয়। তবে এটি শারীরিকও হতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে মারধর, নির্যাতন, পঙ্গুত্ব এবং শিরশ্ছেদ – এটি নির্ভর করে একজন ধর্মীয় নেতার তার অনুসারীদের উপর কতটা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং তিনি তার ইচ্ছা থেকে কতটা রেহাই পেতে পারেন। সপ্তম শতাব্দীর আরবের মতো আইনহীন সমাজে, বিশেষ করে মদিনায় যেখানে মুহাম্মদ সর্বোচ্চ শাসন করতেন, তিনি যেকোনো কিছু করেই রেহাই পেতে পারতেন। তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতেন। তাঁর কর্তৃত্ব ছিল সর্বোচ্চ।

স্যাডিজম কখনোই সন্তুষ্ট হয় না। স্যাডিস্ট সবসময় নতুন নতুন জয় এবং নতুন নতুন প্রতারণার পিছনে থাকে। ক্যামেরন সিদ্ধান্ত নেয় যে তার একজন যৌনদাসী থাকা উচিত এবং জ্যানিসকে একটি যৌনদাসী পেতে সাহায্য করতে বলে। সে ভয় পায় যে যদি সে রাজি না হয়, তাহলে জ্যানিস তাকে ছেড়ে চলে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে একটি পরিবার রাখতে পারে এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনের ভান করতে পারে, ততক্ষণ সে তার নিজের বিবেকের উপর পদদলিত হতে প্রস্তুত ছিল। সে আরও ভেবেছিল যে যদি তার একজন যৌনদাসী থাকে, তাহলে সে তার সাথে তার দুঃখজনক কল্পনা পূরণ করবে এবং তাকে শান্তিতে ছেড়ে দেবে।

সাইকোপ্যাথ এবং তার সহ-নির্ভরশীলদের মধ্যে এই সহাবস্থানিক সম্পর্কটি একজন কাল্ট নেতা এবং তার কাল্টিস্ট অনুসারীদের সাথে বেশ মিল। কাল্টিস্ট তার অনুসারীদের পরিচয় কেড়ে নেয় যারা নিজেদের মধ্যে কোনও মূল্য দেখতে পায় না, কেবল সেই নেতার আজ্ঞাবহ দাস হিসেবে, যিনি প্রায়শই নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করেন। কাল্টিস্টরা কেবল তখনই অভিযুক্ত হয় যখন তারা নেতার গৌরবে আনন্দিত হয় এবং তা থেকে বঞ্চিত হলে তারা অস্বীকার বোধ করে। তারা তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যেকোনো কিছু করবে। কাল্টিস্ট এবং তার অনুসারীদের মধ্যে সম্পর্ক ভয় বা ভালোবাসা নয়। এটি উভয়েরই চূড়ান্ত সংমিশ্রণ। একজন কাল্টিস্টের সবচেয়ে বড় ভয় শারীরিক শাস্তি নয়, বরং পরিত্যাগ এবং প্রত্যাখ্যান। কাল্টিস্টের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, কাল্টিস্ট যেকোনো কিছু করবে। তারা খুন এবং আত্মহত্যা করবে এবং তাদের গুরুর যৌন আনন্দের জন্য স্বেচ্ছায় নিজেদের, তাদের স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের ত্যাগ করবে।

পরের দিন সকালে ক্যামেরন হেড বক্সটি খুলে ফেললেন এবং তারপর কোলিনকে বডি বক্স থেকে বের করলেন। অবশেষে সে সহজেই শ্বাস নিতে পারল, কিন্তু তার কষ্টের শেষ হয়নি। সে তাকে সারাদিন অভুক্ত রাখল এবং অবশেষে তাকে কিছু জল এবং আলু দিল। তারপর সে তাকে কিছুক্ষণের জন্য পাইপের সাথে ঝুলিয়ে রাখল এবং তারপর খুলে ফেলল। এরপর ক্যামেরন হেড বক্সটি তার মাথার উপর রেখে তাকে একটি র‍্যাকের উপর শুইয়ে দিল যেখানে সে ঘন্টার পর ঘন্টা অচল অবস্থায় পড়ে রইল। এই সবই করা হয়েছিল তাকে ভয় দেখানোর জন্য।

নার্সিসিস্ট কাল্ট নেতা তার অনুসারীদের বশ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে আরও সূক্ষ্ম। তিনি তাদের মধ্যে পরকালের ভয় এবং আসন্ন কেয়ামতের দিনে তাদের জন্য অপেক্ষা করা যন্ত্রণার অনুভূতি জাগিয়ে তোলেন। তিনি তাদের সতর্ক করে দেন যে যদি তারা বশ্যতা স্বীকার না করে, তাহলে তাদের সাথে ভয়াবহ ঘটনা ঘটবে। নার্সিসিস্ট এবং সাইকোপ্যাথ উভয়ই ভয়কে আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। নিম্নলিখিত হাদিসটি বিষয়টি স্পষ্ট করবে:

> আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত:
>
> একবার আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল আযহা অথবা ফিতরের নামাজ আদায়ের জন্য মুসাল্লায় বের হলেন। তারপর তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে বললেন, "হে মহিলারা! দান-খয়রাত করো, কারণ আমি দেখেছি যে, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী তোমরাই (মহিলা)।"

তারা জিজ্ঞাসা করল, “এটা কেন, হে আল্লাহর রাসূল, এটা কেন?” তিনি বললেন, “তুমি ঘন ঘন অভিশাপ দাও এবং তোমার স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ থাকো। আমি তোমার চেয়ে বুদ্ধিমত্তা ও ধর্মের অভাবী আর কাউকে দেখিনি। একজন সতর্ক বিচক্ষণ পুরুষও তোমাদের কারো দ্বারা বিপথগামী হতে পারে।” মহিলারা জিজ্ঞাসা করল, “হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের বুদ্ধিমত্তা ও ধর্মের অভাব কী?” তিনি বললেন, “দুইজন মহিলার সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান নয়?” তারা বলল, “হ্যাঁ। তিনি বললেন, “এটা তার বুদ্ধিমত্তার অভাব। এটা কি সত্য নয় যে একজন মহিলা তার ঋতুস্রাবের সময় নামায পড়তে পারে না, না রোজা রাখতে পারে না?” মহিলারা বলল, “হ্যাঁ।” তিনি বললেন, “এটা তার ধর্মের অভাব।”[434]

এই হাদিসটি অনেক বর্ণনাকারীর দ্বারা বর্ণিত এবং বেশ কয়েকজন হাদিস সংগ্রাহক দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। নারীদেরকে তাঁর হৃদয়ে পূর্ণ করার জন্য মুহাম্মদ তাদের মধ্যে ভয় সঞ্চার করেছিলেন এবং তাদের অনুতপ্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ভয় হল অন্যদের আপনার ইচ্ছামত কাজ করতে বাধ্য করার সবচেয়ে আদিম এবং কার্যকর উপায়।

উল্লেখ্য যে, উপরের হাদিসটিও কালানুক্রমিক। মুহাম্মদের পরলোকগত মতবাদ অনুসারে, নবীগণ সহ যারা মারা যান, তারা কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের কবরে থাকবেন, এরপর তাদের রায় ঘোষণা করা হবে এবং তাদেরকে হয় নরকে অথবা স্বর্গে পাঠানো হবে। অতএব, মুহাম্মদ সম্ভবত এমন কাউকে জাহান্নামে দেখতে পাননি যা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে না। একইভাবে, স্বর্গে তাঁর সম্মতি এবং পূর্ববর্তী নবীদের সাথে সাক্ষাতের দাবিও মিথ্যা।

মুহাম্মদ কি সময়ের সাথে ভ্রমণ করেছিলেন এবং মিরাজের গল্পটি ভবিষ্যৎমুখী? এই অনুমানটিও অমূলক কারণ তিনি দাবি করেছিলেন যে তাঁর আগমনের সময় নবীরা ইতিমধ্যেই স্বর্গে ছিলেন এবং তাঁকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন। তবুও, এটি সম্ভব হতে পারে না কারণ তার নিজের দাবি অনুসারে, ইসরাফিল (রাফায়েল) এর পরে তাঁর আযান বাজিয়ে দেবেন।উ"সত্যের ধ্বনি" প্রেরণ করে, মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বপ্রথম জীবিত হবেন এবং সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

হুকারদের বাড়িতে ফিরে! কোলিনকে আবার খেতে দেওয়ার আগে আরও একদিন কেটে গেল। তাকে ডিমের সালাদ দেওয়া হল। সে খেয়ে ফেলল, কিন্তু

শেষ করতে পারছিল না। সে ব্যথায় কাতর ছিল এবং বাতাস গরম এবং আর্দ্র ছিল। সে রেগে তাকে মনে করিয়ে দিল যে তার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। সে বলল যে সে পেট ভরে গেছে। এর ফলে সে তাকে একটি শিক্ষা দিতে বাধ্য হল যে একজন দাসী তার মনিবের সাথে তর্ক করবে না। তারপর সে তাকে আবার তার কব্জি দিয়ে ঝুলিয়ে দিল এবং এত বেত্রাঘাত করল যে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল তখন সে তাকে জোর করে খাবার শেষ করতে বলল, তারপর তাকে বেঁধে দিল, মাথার বাক্সটি তার গায়ে লাগিয়ে দিল এবং চলে গেল।

সময় কেটে গেল এবং কোলিনকে শিকল দিয়ে বেঁধে, চোখ বেঁধে এবং নগ্ন অবস্থায় র‍্যাকের উপর শুইয়ে রাখা হল। সে জ্যানিস এবং শিশুটিকে খুব কমই দেখতে পেল। ক্যামেরন ঘন ঘন তার কাছে যেতেন এবং তাকে দুঃখের সাথে মুছে দিতেন। তার যন্ত্রণায় সে এক বিকৃত আনন্দ পেল।

মাঝে মাঝে সে কোলিনের মাথা পানির নিচে চেপে ধরত যতক্ষণ না সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত। কোলিন প্রায়শই তাকে জিজ্ঞাসা করত যে সে কি তাকে ছেড়ে দেবে এবং সে বলত "হ্যাঁ, শীঘ্রই।"

সারাদিন কোলিনকে একটা র‍্যাকের সাথে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখলে তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে বুঝতে পেরে, সে দেখতে একটা কফিনের মতো বাক্স তৈরি করল। এর মধ্যে ছিল দ্বিগুণ দেয়াল, যার মাঝখানে অন্তরক ছিল যাতে তার চিৎকার চেপে রাখা যায়। কফিনে একটি ছিদ্র এবং বাতাস চলাচলের জন্য একটি পাখা ছিল। সে কফিনে একটি স্লিপিং ব্যাগ রেখে কোলিনকে জোর করে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। তারপর সে তার কান কানের প্লাগ দিয়ে আটকে দিল এবং তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে ভেতরে বন্ধ করে দিল। তারপর সে এবং জ্যানিস যে বিছানায় ঘুমাতেন সেই বিছানার নীচে কফিনটি ঠেলে দিল এবং পরবর্তী সাত বছর ধরে কোলিনের ঘর হয়ে উঠল। সে সেখানেই খেতেন এবং তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য একটি বিছানার চাদর রাখতেন। তাকে গোসল করতে দেওয়া হত না। তার বিশ পাউন্ড ওজন কমে গেল এবং ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেল। তার পৃথিবী হয়ে উঠল বাক্স। সম্পূর্ণ অন্ধকারে বাস করার মাধ্যমে সে বাক্সের ভিতরের তাপমাত্রা দেখে দিনের সময় অনুমান করতে শিখেছিল।

নির্যাতন আরও বাড়ানোর জন্য, ক্যামেরন কোলিনের ত্বক পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটি তাপ বাতি ব্যবহার করতেন এবং কখনও কখনও তাকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করতেন। কখনও কখনও তিনি তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করতেন এবং চাবুক মারার নির্দেশ দিতেন।

প্রতিদিন। এই সমস্ত নির্যাতন তাকে যৌন উত্তেজিত করত এবং সে তার সাথে যৌন সম্পর্ক শেষ করত, কিন্তু সে তার সাথে সহবাস করত না।

অবশেষে সে তাকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিল এবং সিঁড়ির নিচে একটি ছোট্ট ঘর তৈরি করল যেখানে কোলিনকে শেল ছাড়া থাকতে দেওয়া হল। তার নতুন দায়িত্ব ছিল বাদাম খোসা ছাড়ানো অথবা ম্যাক্রামে করা। এই ছোট্ট ঘরটি তার স্বাধীনতার ছোট্ট রাজ্যে পরিণত হল।

শারীরিক নিয়ন্ত্রণ বনাম মন নিয়ন্ত্রণ

নার্সিসিস্ট এবং সোসিওপ্যাথরা শিকারী। তারা অন্যদের নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। জীবন ও মৃত্যুর উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা তাদের ঈশ্বরত্বের অনুভূতি দেয়। এটিই চূড়ান্ত শক্তি। নিয়ন্ত্রণ অর্জনের তাদের উপায়গুলি ভিন্ন। একজন সোসিওপ্যাথের পথ আরও অশোভন। সে তার শিকারকে শারীরিকভাবে আটকে রাখে। সে তাদের পশুর মতো তাড়া করে। সে তার শিকারদের সাথে খেলে এবং বিড়াল যেমন ইঁদুরের সাথে খেলে তাকে হত্যা করে, তেমন নির্যাতন করে। নার্সিসিস্ট তার শিকারকে নির্বাণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলুব্ধ করে এবং নরক এবং ঐশ্বরিক শাস্তির ভয় দিয়ে মানসিকভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। এই ভিন্নতা সত্ত্বেও, তারা ভয়ঙ্করভাবে একই রকম।

এক বছর কেটে গেল। কোলিন তার জন্মদিন কফিনে কাটালেন ঠিক যেমনটি তিনি ক্রিসমাস এবং নববর্ষ পালন করতেন। অপহরণের আট মাস পর, ক্যামেরন একটি ভূগর্ভস্থ স্যাডোমাসোসিস্টিক সংবাদপত্রের সদস্যতা নেন। এতে একটি নিবন্ধ ছিল, "দাসত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করার সময় তারা নিজেদের দেহ এবং আত্মা বিক্রি করে।"

ক্যামেরনের মাথায় একটা বাতি জ্বলে উঠল এবং সে একটা চুক্তি তৈরি করতে শুরু করল, কোলিনের জন্য। সে কোলিনকে তার নতুন দাস নাম "কে" দিয়ে স্বাক্ষর করাল এবং সে নিজেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করল "মাইকেল পাওয়ারস" নামে। যখন সে ভুয়া চুক্তিটি পড়ল যা তাকে মোট

কোলিনের উপর নিয়ন্ত্রণ, সে ভেবেছিল এটা একেবারেই খারাপ। কিন্তু সে তাকে বলেছিল যে যদি সে স্বাক্ষর না করে তবে সে তার ইচ্ছা পূরণ করবে যা সে করে। তাই সে রাজি হল।

চুক্তি অনুসারে তার আচরণের নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং এরপর থেকে ক্যামেরনকে "প্রভু" বলা হত। তার সাথে তার ইচ্ছামত যেকোনো কিছু করার জন্য তাকে তার শরীর সর্বদা "খোলা" রাখতে হত। যদি সে তা না করে, তাহলে কোম্পানির কাছে তাকে নিয়ে যাওয়ার এবং ক্যামেরনের মতো ভালো নাও হতে পারে এমন কাউকে দেওয়ার বিকল্প ছিল।

পরিহাসের বিষয় হলো, নার্সিসিস্ট এবং সমাজ–প্যাথরা নিজেদের সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করে। মুহাম্মদের জীবনের প্রতিটি বিবরণ নির্মমতা, অপরাধ এবং নিছক মন্দতায় পরিপূর্ণ, তবুও তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি একজন নিখুঁত মানুষ, অনুসরণ করার জন্য সর্বোত্তম উদাহরণ।

ক্যামেরন কোলিনকে বলেছিলেন যে তিনি স্লেভ কোম্পানি নামক একটি প্রতিষ্ঠানে তাকে নিবন্ধন করার জন্য ১,৫০০ ডলার দিয়েছিলেন। তিনি তাকে বিশ্বাস করান যে কোম্পানির গুপ্তচররা সর্বদা তাদের উপর নজর রাখছে, এমনকি তারা বাড়িতেও নজরদারি করেছে। তারা জানত কোলিনের আত্মীয় কারা এবং যদি সে কখনও চুক্তির শর্তাবলী লঙ্ঘন করে তবে তাদের হত্যা করবে। তিনি বলেছিলেন যে জ্যানিসও তার দাসী, এবং যদি তাদের মধ্যে কেউ পালানোর চেষ্টা করে, তাহলে কোম্পানি তাদের হাতে পেরেক দিয়ে ঝুলিয়ে শাস্তি দেবে এবং কয়েকদিন ধরে ঝুলিয়ে রাখবে। জ্যানিস ক্যামেরনের মিথ্যাচারকে সমর্থন করেছিল এবং কোলিন তা বিশ্বাস করেছিল। "তার গল্পের সমর্থনে তার সবসময় কিছু ছিল," কোলিন পরে রিপোর্ট করেছিলেন, "এবং আমি তার কথা বিশ্বাস করেছিলাম।"

শারীরিক নিয়ন্ত্রণেরও সীমাবদ্ধতা আছে। প্রথম সুযোগেই শিকার তার বন্দীদশা থেকে পালিয়ে যাবে। কিন্তু যখন শৃঙ্খলগুলি মানসিক হয়, তখন দাসত্ব স্থায়ী হয়। মানসিক শৃঙ্খলের চেয়ে শারীরিক শৃঙ্খলগুলি ভাঙা সহজ।

ক্যামেরন বুঝতে পারলেন যে তার শিকারের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে হলে তার একজন কাল্পনিক মিত্রের প্রয়োজন। এমন একজন যিনি সবকিছু দেখেন।

কিন্তু দেখা যায় না, যিনি সবকিছু শোনেন কিন্তু শোনা যায় না, তিনি সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান এবং ভয়ঙ্কর। নার্সিসিস্ট/মনোরোগ বিশেষজ্ঞ তার শিকারকে এতটাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন যে তিনি তাদের এই শক্তিশালী কাল্পনিক মিত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে বোঝাতে পারেন।

ধর্মগুরুরা ঈশ্বরকে তাদের কাল্পনিক মিত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। বেশিরভাগ মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে যে তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বদর্শী, সর্বশ্রোতা, সর্বশক্তিমান এবং সর্বব্যাপী। একবার একজন ধর্মগুরু তার অনুসারীদের বোঝাতে পারেন যে তিনি ঈশ্বরের একজন প্রতিনিধি, একজন বার্তাবাহক, একজন নবী, তাহলে তিনি তাদের উপর অসীম ক্ষমতা রাখতে পারেন।

দাসত্ব চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে, কোলিন আর ক্যামেরনের দাসী ছিলেন না; তিনি এখন অদৃশ্য কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যা তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং ভয়ঙ্কর ছিল। অদৃশ্য সত্তাগুলি আপনি যা দেখতে পাচ্ছেন তার চেয়েও বেশি আশ্চর্যজনক।

একবার কোলিন কোম্পানিতে বিশ্বাস করার পর, সে পালানোর স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। সে অন্যদের সাথে কথা বলতে ভয় পেত। সে ভয় পেত যে কেউ কোম্পানির গুপ্তচর হতে পারে। তবুও, সে এখনও চিন্তা করার এবং তার চিন্তাভাবনার মাধ্যমে তার বাস্তবতা থেকে পালানোর স্বাধীনতা পেয়েছিল। সে জানত যে কোম্পানি মন্দ এবং সে এটিকে ঘৃণা করার স্বাধীনতা পেয়েছিল। এটি এমন একটি বিলাসিতা যা কাল্টিস্টদের নেই। মুসলমানরা আল্লাহকে প্রশ্ন করতে পারে না যদিও তারা দেখতে পায় যে তিনি মন্দ।

দাসত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং আশা ছেড়ে দিয়ে, কোলিন তার আবেগকে চেপে রাখতে শিখেছিল। "আমি যত বেশি তার খেলা খেলতাম," তিনি একজন সাংবাদিককে বলেছিলেন, "আমার জন্য ততই ভালো ছিল। যদি আমি লড়াই করতাম, তবে তা চিরকাল চলতে থাকত।" তিনি শিখেছিলেন যে করুণা ভিক্ষা তাকে আরও উত্তেজিত করে তোলে, তাই তিনি জিজ্ঞাসা করা বন্ধ করে দেন। তিনি তার পরিস্থিতি থেকে পালাতে তার কল্পনাশক্তি ব্যবহার করেন। কেউ তার স্বপ্ন দেখা থামাতে পারেনি।

"সঙ্গোর পরিবর্তে আল্লাহকে ডাকো। আল্লাহ সবকিছু দেখতে এবং শুনতে পান। কিন্তু তাঁর এমন ক্ষমতা আছে যা ক্যামেরনের কাল্পনিক সঙ্গোর ছিল না। আল্লাহ মানুষের মন পড়তে পারেন। কোলিন জানতেন যে "ক্রীতদাস সঙ্গা" তার চিন্তাভাবনা পড়তে পারে না। মুসলিমরা

বিশ্বাস করুন যে তাদের চিন্তাভাবনা আল্লাহর কাছে খোলা বই। কোলিন যখন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে পারে, তখন একজন মুসলিম নিজেকে এমন স্বপ্ন দেখতে দেবে না। ইসলামে দাসত্ব পরম।

এই ধর্মগুরুদের হাতে এক অসাধারণ শক্তি। আমাদের চিন্তা করার, প্রশ্ন করার এবং সন্দেহ করার ক্ষমতাই আমাদের মানুষ করে তোলে। ডেসকার্টেস বলেন, "আমি মনে করি, তাই আমি আছি।" যদি কেউ তোমার চিন্তাভাবনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাহলে সে তোমার সমগ্র সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যে ব্যক্তি চিন্তা করতে, প্রশ্ন করতে এবং সন্দেহ করতে ভয় পায় সে আর মানুষ থাকে না। সে একজন জম্বি।"

আল্লাহ মানুষের চিন্তাভাবনা পড়তে পারেন এবং যারা তাঁকে সন্দেহ করে তাদের জন্য তাঁর কাছে যন্ত্রণাদায়ক আগুন রয়েছে। এর চেয়ে পঙ্গু করে দেওয়ার মতো মন নিয়ন্ত্রণের আর কোন কৌশল আছে কি?

ক্যামেরনের "স্লেভ কোম্পানি" দাসদের কেবল অল্প সময়ের জন্য শাস্তি দিতে পারত। যতই যন্ত্রণাদায়ক নির্যাতন হোক না কেন, মৃত্যু সর্বদা স্বস্তির কারণ। দাস কোম্পানি দাসের চিন্তাভাবনা পড়তে পারত না, কিন্তু আল্লাহ তাঁর দাসদের মন পড়তে পারেন এবং তিনি তাদের চিরকালের জন্য পুড়িয়ে ফেলবেন, তাদের মুখে ফুটন্ত পানি ঢেলে দেবেন, তাদের আঙ্গুল কেটে ফেলবেন এবং ভুল চিন্তাভাবনার জন্য তাদের পুঁজ এবং বিষাক্ত ফল খেতে বাধ্য করবেন। এই অন্তহীন যন্ত্রণার যোগ্য হতে হলে কেবল মুহাম্মদ যা বলেছিলেন তা সন্দেহ করা উচিত।

একবার কেউ এই সুতোয় বিশ্বাস করলে, সে তার চিন্তাভাবনাকে সমর্পণ করে। তার আর কোন মুক্তি নেই। মুসলমানরা যতদিন মুহাম্মদ এবং তার কাল্পনিক দেবতার সাথে দাসত্বের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, ততদিন তারা তার ভ্রান্ত বিশ্বাসে বিশ্বাস করবে। মুহাম্মদ তার অনুসারীদের ইবাদ (দাস) বলেছেন এটা কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়।

নিজেকে মুক্ত করার জন্য সকল মুসলমানের করণীয় হলো প্রশ্ন তোলা যে, একজন করুণাময় ও করুণাময় ঈশ্বর কি মানুষকে এত নির্মমভাবে নির্যাতন করবেন এবং ইসলামের পুরো চরিত্র ভেঙে পড়বে? একজন সর্বশক্তিমান ও জ্ঞানী ঈশ্বর কীভাবে মানুষকে পুড়িয়ে মারতে পারেন কারণ তিনি একজন মানুষের অযৌক্তিকতা এবং অযৌক্তিক দাবিতে বিশ্বাস করেন না, যিনি একজন ঘৃণ্য অপরাধমূলক জীবনযাপন করেছিলেন? মাত্র এক মুহূর্ত

যুক্তিসঙ্গাত চিন্তাভাবনা মুসলমানদের মুক্ত করবে। কিন্তু একবার আপনি দাসত্বের চুক্তিতে স্বাক্ষর করলে এবং ভয়কে আপনার বিচারকে মেঘলা করে দিলে, সেই মুহূর্তটি আসা কঠিন।

একজন মুসলিম মহিলা আমাকে অনেক গালিগালাজ করে লিখেছিলেন এবং বলেছিলেন যে আমি সত্য বুঝতে পারছি না। আমি তাকে বলেছিলাম যে মুহাম্মদ বলেছেন নারীদের বুদ্ধিমত্তার অভাব রয়েছে; দয়া করে আমাকে বলুন আপনি একমত না দ্বিমত। আমি প্রায়শই মুসলিম মহিলাদের কাছ থেকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করি। তারা কোনও উত্তর দেয় না। এই মুসলিমা উদ্ধতভাবে জবাব দিয়েছিলেন, "নবী মুহাম্মদ যা বলেছেন তার সাথে আমি একমত, এবং আপনি একশ বছরেও আমার মন পরিবর্তন করতে পারবেন না।" তিনি আবারও জবাব দিয়েছিলেন এবং আমাকে বোকা বলার পর তিনি আরও বলেছিলেন, "নবী মুহাম্মদ নারীদের সম্পর্কে যা বলেছেন তার সাথে আমার পরিবারের সমস্ত মহিলা একমত, এবং এটা সত্য, নারীদের চিন্তাভাবনায় ঘাটতি রয়েছে।"

এটি মগজ ধোলাইয়ের নিখুঁত উদাহরণ। বিশ্বাসীরা চিন্তাভাবনা বন্ধ করে এবং ধর্মগুরুদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তাদেরকে স্বাধীন মানুষ বা মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।

ঈশ্বর আছেন বলে ধরে নিলে, আমরা তাঁকে কখনই জানতে পারব না এবং তাঁর গুণাবলীও জানতে পারব না। আমরা যে দেবতাদের কল্পনা করি, সেগুলি আমাদের কল্পনার অলীক রূপ। কেউ বলবে না যে তাদের দেবতা মন্দ। যখন তাঁর সমস্ত শিক্ষা যুদ্ধ, হত্যা, প্রতারণা এবং পরাভূত করার বিষয়ে, তখন আল্লাহকে করুণাময় এবং করুণাময় বলে দাবি করা অর্থহীন। ঈশ্বরকে একজন ধর্ষক হিসেবে কল্পনা করা, যিনি মানুষকে পুড়িয়ে মারার জন্য নরক চালান এবং যিনি তাঁর উপাসনা না করার কারণে অনন্তকাল ধরে তাদের নির্মমভাবে নির্যাতন করেন, তা হল মূর্খতার অতল গহ্বর। মহাবিশ্বের স্রষ্টার প্রতি এই ধরণের উন্মাদনা দোষারোপ করা ধর্মনিন্দার চেয়ে কম কিছু নয়।

ভালো মানুষ ভালো দেবতাদের কল্পনা করে আর মন্দ মানুষ রাক্ষসী দেবতাদের কল্পনা করে। মুসলিম বিশ্ব নরকীয়, কারণ মুসলমানরা এক দুঃখজনক দেবতায় বিশ্বাস করে, যা একজন মনোরোগীর মনের রূপ।

যারা মন্দ দেবতাদের বিশ্বাস করে তারা মন্দ কাজ করবে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে অ্যাজটেকেরা তাদের দেবতা হুইটজিলোপোচটলির বেদীতে প্রতি বছর ২০,০০০ পর্যন্ত মানুষ বলি দিত। ভারতীয় ঠগরা প্রতি বছর প্রায় ৪০,০০০ হত্যার জন্যও দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল, কারণ কালী, এমন এক দেবতা যাকে তারা বিশ্বাস করত যে তাদের আদেশ ছিল তাদের সকলকে হত্যা করার জন্য যারা তাদের ধরণের ছিল না। মুহাম্মদের পর থেকে ২৮ কোটি অমুসলিমদের হত্যাকাণ্ডের সাথে সাথে, প্রতি বছর আল্লাহর বেদীতে মুসলমানদের বলিদানের সংখ্যা ২০০,০০০ ছাড়িয়ে গেছে। মুসলমানরা যখন অ-বিশ্বাসীদের (যারা তাদের ধরণের নয়) হত্যা করে তখন তাদের অতুলনীয় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

> *যারা (মুমিনরা) আখেরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবন বিক্রি করে,ßআল্লাহর পথে; এবং যে কেউßযে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং নিহত হয় অথবা বিজয়ী হয়, আমি তাকে বিরাট প্রতিদান দান করব।*(প্রশ্ন ৪:৭৪)

ও সম্পূর্ণ এস ল্যাভেরি

র‍্যামসল্যান্ড লেখেন, "অবশেষে, কোলিন, যাকে এখন বাড়িতে কে নামে ডাকা হয়, তাকে রান্না, বাসন ধোয়া এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মতো ঘরের কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তবুও যখনই ক্যামেরন "সাবধান!" বলে চিৎকার করতেন, তখনই তাকে তার পোশাক খুলে ফেলতে হত, পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে হত এবং বসার ঘর এবং ডাইনিং রুমের মধ্যবর্তী দরজার উপরে হাত রাখতে হত।"

একজন সমাজবিজ্ঞানীর মনের সাথে মুহাম্মদের মনের মিল অনিবার্য। একটি হাদিসে মুহাম্মদ বলেছেন, "যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে, তাহলে সে যেন সাড়া দেয়, এমনকি যদি সে তার উটে চড়েও থাকে।"[435] অন্যত্র তিনি বলেছেন, চুলা জ্বালানোর কাজে ব্যস্ত থাকলেও তার স্বামীকে খুশি করার জন্য তাড়াহুড়ো করা উচিত।[436] রুটি জ্বলতে দাও, কিন্তু তোমার উত্তেজিত স্বামীকে তোমার জন্য অপেক্ষা করতে দিও না। আর যদি সে দেরি করে তাহলে কী হবে? "যার হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার শপথ," তিনি শপথ করে বললেন, "যখন একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে, আর সে সাড়া দেয় না, তখন যিনি স্বর্গে আছেন তিনিই বিধ্বস্ত।"আবেদনতার (তার স্বামী) না হওয়া পর্যন্ত তার সাথেই থাকো।

তার উপর সন্তুষ্ট।[437] আর যদি “সে তার উপর রাগ করে ঘুমাতে যায়, তাহলে ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দেবে।”[438]

আমি আল্লাহর কাজে হস্তক্ষেপ করতে চাই না, কিন্তু আমার বিনীত মতামত হলো এটা সম্পদের অপচয়। আমি যদি আল্লাহর হতাম, তাহলে একদল ফেরেশতাকে নির্দেশ দিতাম না যে তারা আমাকে লবিং করে এমন প্রতিটি মহিলাকে অভিশাপ দিতে, যারা বিছানায় তার স্বামীকে খুশি করে না। কিন্তু আমি কী জানি? আমি কেবল একজন নশ্বর। আল্লাহর অসীম জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তোলার আমি কে? মনে হচ্ছে ইসলামী দাসপ্রথা এবং কোলিনের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে।

"কোলিন একটি দাস কলার পরতেন," র‍্যামসল্যান্ড লিখেছেন, "এবং তাকে একটি নিবন্ধন কার্ড দেওয়া হত, যা দাস কোম্পানি থেকে পাওয়া হত। ক্যামেরন তাকে অবাধ্য দাসদের সাথে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ঘটনাবলীর গল্প বলতেন। তিনি দাবি করেন যে, একজনের জিহ্বা সোল্ডারিং বন্দুক দিয়ে বের করে দেওয়া হত, অন্যজনের অঙ্গ থেকে অঙ্গ টেনে বের করা হত এবং অন্যজনের আঙ্গুল ছিঁড়ে ফেলা হত।"

মুহাম্মদ (সাঃ) জাহান্নাম এবং কবরের শাস্তির বর্ণনার সাথে এটির তুলনা করুন। কবরে নিন্দুকদের মৃতদেহ চূর্ণ করা হবে যখন তারা সচেতন থাকবে এবং যন্ত্রণা অনুভব করবে, এবং নরকে তারা পুড়ে যাবে। তাদের চামড়া খেয়ে ফেলার পর তারা আবার জ্বলতে নতুন একটি মৃতদেহ তৈরি করবে। তাদের টুকরো টুকরো করে ফেলা হবে, গ্রাস করা হবে এবং পুঁজ এবং ফুটন্ত পানি পান করানো হবে। অন্যথায়, কোটি কোটি সাধারণ মানুষ এই অশুভতায় বিশ্বাস করে এবং তারা সম্মান দাবি করে।

অবশেষে, ক্যামেরন কোলিনকে বিয়ের বিছানায় আনার সিদ্ধান্ত নেন। জ্যানিস সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন। তার পাগলামিকে আত্মসাৎ করে সে মানবতার চিহ্ন হারিয়ে ফেলেছিল এবং তার সমাজবিদ্বেষী স্বামীরই অংশ হয়ে উঠেছিল। তবে কিছুক্ষণ পর, সে অন্য ঘরে চলে যায়। সেই রাতে ক্যামেরন কোলিনকে ধর্ষণ করে এবং তারপর থেকে নিয়মিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে।

মনে রাখবেন যে প্রায় এক বছর বা তারও বেশি সময় ধরে, ক্যামেরন কোলিনের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেননি। মনোরোগীর জন্য যৌনতা কেবল একটি উপায়

আধিপত্য বিস্তার করা। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ নার্সিসিস্টরা তাদের শিকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তারা যৌনতা বা অর্থের দ্বারা পরিচালিত হয় না। তারা ক্ষমতার লোভে চালিত হয়। তারা দাস চায়। তারা চায় মানুষ তাদের কাছে আসুক, তাদের আনুগত্য করুক এবং তাদের কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন না তুলুক।

কিছু ধর্মীয় নেতা কঠোর জীবনযাপন করেন। তাদের অনেকেই নির্যাতন, কারাবাস এবং মৃত্যু সহ্য করেছেন। এর কোনটিই তাদের দাবির বৈধতার প্রমাণ নয়। ক্ষমতার অন্বেষণে, নার্সিসিস্ট যেকোনো কষ্ট সহ্য করতে ইচ্ছুক।

অবশেষে, ক্যামেরন তার দাসীকে কিছুটা স্বাধীনতা দিলেন। সে সিঁড়ির নীচে তার কক্ষে আরও বেশি সময় থাকতে পারত এবং এমনকি সেখানে ঘুমাতেও পারত। কিন্তু সেই স্বাধীনতা ক্ষণস্থায়ী ছিল। হুকাররা একটি ট্রেলারে চলে গেল যেখানে জায়গার প্রশস্ততা ছিল এবং জলের তলার কফিনটি আবার কোলিনের বাড়ি এবং একটি বিছানার পাত্র, তার টয়লেটে পরিণত হয়েছিল।

তাকে প্রতিদিন এক ঘন্টার জন্য তার বাক্স থেকে বের হয়ে দাঁত ব্রাশ করতে, খেতে, বিছানা পরিষ্কার করতে এবং মাঝে মাঝে চুল ধোয়ার অনুমতি দেওয়া হত। আর যেদিন ক্যামেরনের অফিস থেকে ছুটি থাকে এবং সে তার উপর নজর রাখতে পারে, সে দিনগুলোয় সে উঠোনে কাজ করতে পারত।

সে নিশ্চিত ছিল যে কোম্পানি তার প্রতিটি পদক্ষেপের উপর নজর রাখছে। তাই সে পালানোর চেষ্টা করেনি, অথবা মাঝে মাঝে প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলার সময় তাদের কাছ থেকে সাহায্য চায়নি। এমনকি সে জগিং করতে যেত এবং সবসময় ফিরে আসত।

কোলিন একজন বাধ্য দাসীতে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে সে ভুল করত। এর জন্য তাকে বৈদ্যুতিক তার দিয়ে শাস্তি দেওয়া হত যা তার ত্বকে অনেক দাগ ফেলেছিল, যা প্রসিকিউটরদের ক্যামেরনকে দোষী সাব্যস্ত করতে সাহায্য করেছিল।

এক বছর কোলিন ক্রিসমাসের জন্য একটি বাইবেল চেয়েছিল এবং ক্যামেরন তা মেনে নিয়েছিল। এটিই তার একমাত্র সান্ত্বনা হয়ে ওঠে। যখনই তার স্বাধীনতা থাকত তখনই সে এটি পড়তেন।

জ্যানিস যখন চাকরি হারান, তখন ক্যামেরন তার দাসীকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন। ততক্ষণে তিনি আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েন যে সে পালানোর চেষ্টা করবে না এবং তাকে পাশের একটি শহরে ভিক্ষুক হিসেবে কাজ করার জন্য নিয়ে যান। এটা অপমানজনক ছিল কিন্তু কোলিন তা করেছিলেন এবং তবুও পালানোর চেষ্টা করেননি এবং সাহায্য চাওয়ার জন্য যে সুযোগগুলি পেয়েছিলেন তা কাজে লাগাননি।

মানসিক দাসত্ব শারীরিক শৃঙ্খলের চেয়ে অনেক বেশি সংকীর্ণ। ইসলামে মুসলমানদের যে প্রধান শৃঙ্খল আবদ্ধ করে রেখেছে তা হল ভয় – আল্লাহর ভয়, কবরের শাস্তির ভয় এবং নরকের ভয়, যা মুহাম্মদ বেদনাদায়ক বিশদভাবে বর্ণনা করতে উপভোগ করেছিলেন।

> যারা কুফরী করে, তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করা হবে; তাদের মাথার উপর ফুটন্ত তরল ঢেলে দেওয়া হবে। এর ফলে তাদের পেটে যা আছে এবং চামড়াও গলে যাবে, এবং তাদের জন্য লোহার আঁশযুক্ত রড থাকবে। যখনই তারা তাদের যন্ত্রণায় সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে, তখনই তাদেরকে সেখানেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং (তাদের বলা হবে): জ্বলন্ত বাতাস, উত্তপ্ত পানি এবং কালো ধোঁয়ার ছায়ায় আগুনের আযাব আস্বাদন করো (প্রশ্ন ২২:১৯–২২) যা শীতল বা সতেজ নয়। (প্রশ্ন ৫৬:৪২–৪৪) যাক্কুম গাছ, পাপীর খাদ্য, গলিত পিতলের মতো, এটি তাদের পেটে ফুটন্ত পানির আযাবের মতো ফুটতে থাকে। (এবং বলা হবে): তাকে ধরে জাহান্নামের মাঝখানে টেনে নিয়ে যাও, তারপর তার মাথায় ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও, এখন স্বাদ গ্রহণ করো! তুমিই পরাক্রমশালী, সম্মানিত! দেখো! এটিই সেই বিষয় যার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ করতে। (প্রশ্ন ৪৪:৪৩–৫০) যাককুম গাছটি কী? আমরা একে জালেমদের জন্য শাস্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছি। এটি এমন একটি গাছ যা জাহান্নামের কেন্দ্রস্থলে জন্মায়। এর ফসল শয়তানদের মাথার মতো। এবং দেখো! তারা অবশ্যই তা খাবে এবং তা দিয়ে পেট ভরবে। তারপর, তাদের জন্য ফুটন্ত পানি পান করা হবে এবং তারপর, তাদের অবশ্যই জাহান্নামে প্রত্যাবর্তন (প্রশ্ন ৩৭:৬২–৬৮)। প্রকৃতপক্ষে, এটি (জাহান্নামের) আগুন, যা (তার দেহ) মাথার খুলির সাথে টেনে বের করে আনবে! (প্রশ্ন ৭০:১১–১৬) এবং তাকে পচা পানি পান করানো হবে; সে তা চুমুক দেবে এবং সহজে তা গিলে ফেলতে পারবে না। এবং প্রতিটি দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আসবে, কিন্তু সে মারা যাবে না। তাছাড়া তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (প্রশ্ন ১৪: ১৬–১৭) যারা কিতাব এবং যা দিয়ে আমি আমাদের রসূলদের পাঠিয়েছিলাম তা অস্বীকার করে; কিন্তু শীঘ্রই তারা জানতে পারবে, যখন তাদের গলায় জোয়াল এবং শিকল থাকবে, তখন তাদেরকে ফুটন্ত পচা তরলে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে; তারপর আগুনে

(প্রশ্ন ৪০:৭০–৭২) যখনই তাদের চামড়া পুড়ে যাবে, তখনই আমরা তাদের পরিবর্তে অন্য চামড়া দিয়ে দেব যাতে তারা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (প্রশ্ন ৪:৫৬) তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম; যখনই তা নিভে যাবে, তখনই আমরা তাদের জ্বলন্ত আগুনে বৃদ্ধি করব।" (প্রশ্ন ১৭:৯৭) আগুন তাদের মুখমন্ডল পুড়িয়ে দেবে এবং তারা সেখানে হাসিমুখে থাকবে, তাদের ঠোঁট উল্টে যাবে। (প্রশ্ন ২৩:১০৪) যেদিন তাদেরকে মুখের উপর টেনে আগুনে টেনে নেওয়া হবে, বলা হবে, 'জাহান্নামের স্পর্শ আস্বাদন করো।' (প্রশ্ন ৫৪:৪৭–৪৮)) যেদিন তাদের মুখমন্ডল আগুনে উল্টে দেওয়া হবে, সেদিন তারা বলবে, 'কী হত! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম!' (প্রশ্ন ৩৩:৬৬)

এই সব তাদের জন্য অপেক্ষা করছে যারা মুহাম্মদকে সন্দেহ করে। যখন কেউ এই গল্পগুলিতে সামান্যতমও বিশ্বাস করে, তখন সে জীবনের জন্য দাসত্বে আবদ্ধ হয়, ভয়ে পঙ্গু হয়ে যায় এবং আর সন্দেহ করতে পারে না।

শাকিলা হলেন একজন মহিলা যাকে আমি ইসলাম ত্যাগ করতে সাহায্য করেছি। তিনি আমাকে তার পাকিস্তানি দাদীর কথা বলেছিলেন যিনি দুঃখ করে বলেছিলেন যে তিনি সারা জীবন কুরআন পড়ার পরেও কখনও এর অনুবাদ পড়েননি এবং এখন ৮২ বছর বয়সে তার চোখ এই কাজের জন্য উপযুক্ত ছিল না। আজর (পুরস্কার) পাওয়ার আশায়, তার পুত্রবধূ তাকে কুরআন পড়ে শোনাতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন। যখন এই বৃদ্ধা মহিলা বুঝতে পারলেন যে কুরআন কী বলে, তখন তিনি ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তিনি মনে করেন যে তিনি নামাজ মিস করেছেন, কখনও কখনও রোজা অবহেলা করেছেন এবং এমনকি তার স্বামীর অবাধ্য হয়েছেন। তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে জান্নাতে যাওয়ার আগে তাকে কখনও কখনও জাহান্নামে কাটাতে হবে। তিনি তার জীবনের বাকি চার বছর যা তার জন্য অপেক্ষা করছে তার সম্ভাবনা নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে কাটিয়েছেন। যদিও শয্যাশায়ী, তিনি আর কখনও নামাজ মিস করেননি, যা তিনি কষ্ট করে আদায় করেছিলেন।

এই কারণেই "মধ্যপন্থী ইসলাম" একটা নাটক। তুমি কুরআনে বিশ্বাস করেও মধ্যপন্থী থাকতে পারবে না। একবার তুমি মুহাম্মদের জাহান্নামে বিশ্বাস করলে, তুমি তা এড়াতে যেকোনো কিছু করতে বাধ্য হবে এবং সেই পাগল নবীর মতে, একমাত্র নিশ্চিত উপায় হল অবিশ্বাসীদের ঘৃণা করা, যুদ্ধ করা এবং হত্যা করা। তুমি যদি একজন তরুণ মুসলিম হও, তাহলে তোমাকে জিহাদে যোগ দিতে এবং সন্ত্রাসী হতে উৎসাহিত করা হয়। বেশিরভাগ মুসলিম সন্ত্রাসী না হওয়ার কারণ হল তারা তাদের ধর্ম জানে না।

কার্লোস ব্লেডসো ছিলেন একজন আমেরিকান ছেলে, যার বেড়ে ওঠা ছিল এক প্রেমময় পরিবারে, যার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তার নাম পরিবর্তন করে আব্দুল হাকিম মোহাম্মদ রাখে, সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণ নিতে ইয়েমেনে যায় এবং জিহাদি খুনিতে রূপান্তরিত হয়ে ফিরে আসে। সে ইহুদি সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে এবং একজন রাব্বির বাড়িতে বোমা হামলার ব্যর্থ চেষ্টা করে। তারপর, ২০০৯ সালের জুনে সে ১৯ বছর বয়সী সৈনিক উইলিয়াম অ্যান্ড্রু ইয়ংকে গুলি করে হত্যা করে এবং আরেকজনকে আহত করে। আব্দুল হাকিমের তার অপরাধের জন্য কোনও অনুশোচনা নেই। সে বলে, "আমি মনে করি না এটি হত্যা। হত্যা তখনই হয় যখন একজন ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই অন্য একজনকে হত্যা করে। আমি যা করেছি তা ইসলামিকভাবে ন্যায্য ছিল। এবং এটি সাধারণ জ্ঞান দ্বারা ন্যায্য ছিল।" ইসলাম মানুষের সাথে এটাই করে। যারা এই সত্য অস্বীকার করে তারা জনসাধারণকে প্রতারণা করছে। কার্লোস এবং অ্যান্ড্রুর বাবারা একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন, আমাদের হারিয়ে ইসলামের হুমকি সম্পর্কে বিশ্বকে সতর্ক করতে এবং ওবামা এবং তার প্রশাসন যে লুকিয়ে আছে তা সত্য জানাতে। সেই সাইটটি অবশ্যই পরিদর্শন করুন।

আমাদের গল্পটা চালিয়ে যাওয়া যাক। ভয় ধরে রাখার জন্য, ক্যামেরন কোলিনকে বলেন যে তিনি তার উপর ২৪/৭ নজরদারি জোরদার করার জন্য কোম্পানিকে ৩০,০০০ ডলার দিয়েছেন। তিনি বলেন যে এটি তার জন্য একটি বিশাল আর্থিক ত্যাগ, তাই তাকে আরও ভালো আচরণ করতে হবে। তিনি তাকে বলেন যে কোম্পানি তার পরিবারের সকল সদস্যের গাড়ি, বাড়ি এবং ফোন লাইনে নজরদারি করেছে, যাতে সে সাহায্যের জন্য তাদের সাথে যোগাযোগ না করে।

একদিন, ক্যামেরন কোলিনকে প্রতিবেশীদের বিদায় জানাতে বললেন যে তিনি দক্ষিণ ক্যারোলিনা যাচ্ছেন। আসলে তাকে ট্রেলারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। তবুও তিনি রাজি হয়েছিলেন এবং সাহায্য চাওয়ার পরিবর্তে প্রতিবেশীদের কাছে মিথ্যা বলেছিলেন।

কোলিন তার পরিবারের অভাব অনুভব করত। ক্যামেরন তাকে বলেছিলেন যে তার বাধ্যতার পুরস্কার হিসেবে তিনি তাকে চিঠি লেখার অনুমতি দেবেন। চিঠি পাঠানোর আগে তিনি চিঠির বিষয়বস্তু পরীক্ষা করে দেখেন। এমনকি তিনি তাকে একটি পেফোন থেকে তার পরিবারকে ফোন করার অনুমতি দেন এবং অবশেষে তিনি তাদের সাথে দেখা করতে রাজি হন। তিনি বলেন যে কোম্পানি এমন কিছু করার অনুমতি দেয় এমন ঘটনা বিরল, এবং তারা এটি সাবধানে পর্যবেক্ষণ করবে।

তাকে পুরো এক সপ্তাহ বাক্সের ভেতরে রাখা হয়েছিল এবং তারপর তাকে ভ্রমণে বের করে আনা হয়েছিল। ক্যামেরন তাকে পলাতক দাসদের কঙ্কালের কোম্পানির জাদুঘরের বর্ণনা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে যদি সে তার পরিস্থিতি সম্পর্কে কাউকে কিছু বলে, তাহলে তারা ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলবে।

১৯৮১ সালের ২০শে মার্চ, বন্দিদশার সাড়ে তিন বছর পর, ক্যামেরন কোলিনকে তার বাগদত্তা সম্পর্কে একটি কভার স্টোরি দেন এবং তাকে তার বাবা-মা এবং বোনদের সাথে দেখা করতে নিয়ে যান।

ক্যামেরন কোলিনকে নামিয়ে দিয়ে নিজের পরিচয় দেওয়ার জন্য অপেক্ষা না করেই চলে গেল। তার পরিবার তার রোগা এবং রুক্ষ চেহারা লক্ষ্য করেছিল, কিন্তু ভয় পেয়েছিল যে তারা তাকে কোনওভাবে হত্যা করে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে, তারা ডিমের খোসার উপর দিয়ে হেঁটেছিল, তাদের অনেক প্রশ্ন অব্যক্ত রেখেছিল। কোলিন কোথায় ছিল সে সম্পর্কে অস্পষ্ট ছিল, কিন্তু সে তাদের সবাইকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল এবং প্রতিটি মুহূর্তকে মূল্যবান বলে মনে করতে চেয়েছিল।

"সে আমাদের কোন তথ্য দেয়নি যে সে কোথায় ছিল," তার বোন স্মরণ করে বলল, "অথবা সে কোথায় যাবে। আমরা সবাই তাকে বসিয়ে তার কাছ থেকে জিনিসটা বের করতে ভয় পেতাম। আমরা ভয় পেয়েছিলাম যে আমরা তাকে আবার হারাব।"

পরের দিন সকালে, সে তার মায়ের সাথে গির্জার দিকে গেল এবং তারপর সবকিছু শেষ হয়ে গেল। "মাইক" ফোন করে বলল যে সে শীঘ্রই তাকে নিতে আসবে। মাত্র ২৪ ঘন্টা পরে, সে তার মায়ের সাথে দেখা সংক্ষিপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

ট্রেলারে আসার পর, ক্যামেরন তাকে সেই বাক্সে ফিরিয়ে আনেন যেখানে তিনি পরবর্তী তিন বছর বন্দিদশার বেশিরভাগ সময় থাকতেন। তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে, তার চুল পড়ে যায় এবং সে পাতলা হয়ে যায়। ক্যামেরন আরও দাস চাওয়ার কথা বলেন এবং একটি অন্ধকূপ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন এবং কোলিন তাকে উঠোনে একটি গভীর গর্ত খনন করতে সাহায্য করেন। তিনি একটি মেঝে এবং ইটের দেয়াল তৈরি করেন এবং তাকে তাতে স্থানান্তরিত করেন, কিন্তু গর্তটি প্লাবিত হয়ে গেলে প্রকল্পটি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কোলিনকে আবার বিছানার নীচের বাক্সে বাধ্য করা হয়।

ক্যামেরন কোলিনের সাথে আরও ঘন ঘন যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতেন এবং জ্যানিস তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হতেন। সান্ত্বনার জন্য তিনি বাইবেল পড়া শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে তার জীবন নিয়ে লজ্জিত বোধ করেন। তিনি স্থানীয় একটি গির্জায় যোগদান শুরু করেন এবং কোলিন মাঝে মাঝে তার সাথে যেতেন। মজার বিষয় হল ক্যামেরনও বাইবেল দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন, কিন্তু যে অংশটি তার আগ্রহকে আকর্ষণ করেছিল তা ছিল নারীদের প্রতি আনুগত্য। আব্রাহাম, সারা এবং তাদের দাসী হাজেরার গল্প উদ্ধৃত করে তিনি বলতেন যে এই ব্যবস্থা ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রায় সকল সমাজবিজ্ঞানীরই ধর্মীয় ধারা থাকে। তারা প্রায়শই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, একটি ধর্মাচার তৈরি করে এবং অনুসারীদের নিয়োগ করে। তারা তাদের অপরাধকে ন্যায্যতা দেয় এবং তাদের অনুসারীদের বোঝায় যে তাদের বিকৃতি মোটেও বিকৃতি নয় এবং অন্যদের যে মাপকাঠিতে বিচার করা হয়, সেই মাপকাঠি দিয়ে তাদের বিচার করা উচিত নয়।

যখন আমি কানাডিয়ান ধর্মগুরু জন ডি রুইটারের উন্মোচন করে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি, তখন তার একজন অনুসারী লিখেছিলেন। "প্রিয় আলী, এটা কি সম্ভব যে যৌন অভিব্যক্তি এমন ব্যক্তির কাছে ভিন্ন অর্থ ধারণ করে যিনি আসক্তি এবং চাহিদা ত্যাগ করেছেন? যখন আপনি নিজের মধ্যে সত্য খুঁজে পান, তখন সমস্ত ধরণের আকাঙ্ক্ষা এবং চাহিদা আর আপনার উপর প্রভাব বিস্তার করে না, বরং তারা কেবল একটি শরীর বা বাহনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে পরিণত হয়... যেমন খাওয়া বা ঘুমানো যার কোনও গভীর অর্থ নেই, আপনার অহংকারকে আত্মকেন্দ্রিক সরবরাহ নেই।"

এই কারণেই মুসলিমরা মুহাম্মদের অপরাধ এবং তার ভ্রষ্ট স্বভাবের কথা শুনলে বিচলিত হয় না। এমন নয় যে তারা ভালো–মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম এবং হত্যা, চুরি, ধর্ষণ এবং যৌন নির্যাতন ভুল তা জানে না। কিন্তু ডি রুইটারের এই নিষ্ঠুর অনুসারীর মতো, তারা বিশ্বাস করে যে মুহাম্মদের কাম ও ক্রোধের প্রকাশ ভিন্ন ধরণের ছিল। মুহাম্মদ যখন নারীদের ধর্ষণ করতেন, তখন তা ধর্ষণ ছিল না। যখন তিনি নিরস্ত্র পুরুষদের হত্যা করতেন এবং তাদের লুট করতেন, তখন তা সন্ত্রাস ও চুরি ছিল না। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এবং ধর্মীয় নেতা অন্যদের যে মানদণ্ডে বিচার করতেন, সেই একই মানদণ্ডে তাদের বিচার হতে চান না।

যাই হোক না কেন তারা করা উচিত থাকা মূল্যায়ন করা হয়েছে অধীনে ক ভিন্ন প্যারামিটার। তাদের অনুসারীরা একমত।

জ্যানিস তার পরিস্থিতি সম্পর্কে অন্য গির্জার সদস্যের কাছে একটি কাল্পনিক ঘটনা হিসেবে কথা বলেছিল। তারা সকলেই তাকে বলেছিল যে এই ধরনের সম্পর্ক পাপ। পাস্টর অন্যরা তাকে যা বলেছিল তা নিশ্চিত করেছিলেন এবং অবশেষে তিনি তার জীবন থেকে পাপটি বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

৯ আগস্ট, ১৯৮৪ তারিখে, জ্যানিস কোলিনকে কাজ থেকে তুলে নিয়ে যান এবং তাকে বলেন যে তাদের কোনও সঙ্গা নেই এবং দাসত্ব চুক্তিটি কেবল একটি মিথ্যা। কোলিন এই কথা শুনে বুঝতে পারেন যে এখন আর কোনও কিছুই তাকে ক্যামেরনের সাথে আবদ্ধ করে না। তিনি হঠাৎ করেই তার উপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন।

সে বাস স্টেশন থেকে ক্যামেরনকে ফোন করে বলল যে সে মিথ্যা কথাগুলো সম্পর্কে জানে এবং সে চলে যাচ্ছে। ক্যামেরন কেঁদে ফেলল, কিন্তু কোলিন, এখন তার আসল নাম এবং তার সাথে একজন ফি ব্যক্তি হিসেবে তার পরিচয় পুনরুদ্ধার করার ফলে, দমে গেল না। সে সাত বছরের জোরপূর্বক বন্দিদশা থেকে বেরিয়ে এসে আবার তার জীবন খুঁজে বের করার চেষ্টা করল। "আমি বাসে উঠেছিলাম এবং চলে গেলাম," সে সাংবাদিকদের বলল। সত্য তাকে মুক্ত করেছে।

এই মনকে অসাড় করে দেওয়া গল্পটি আমাদেরকে সেই মারাত্মক নার্সিসিস্টের মনের কথা এবং তাদের শিকারদের মনস্তত্ত্বের এক ঝলক দেখায়। এটি বোঝার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে ধর্মাবলম্বীরা কীভাবে কাজ করে, ধর্মাবলম্বীদের নেতাকে কী চালিত করে এবং কেন ধর্মাবলম্বীরা তাদের অযৌক্তিক এবং মন্দ দাবির কাছে নতি স্বীকার করে।

সমাজবিজ্ঞানী তার শিকারকে সহিংসতার মাধ্যমে ফাঁদে ফেলে। এই মারাত্মক নার্সিসিস্ট সম্প্রদায়ের নেতা তাদেরকে স্বর্গীয় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলুব্ধ করে। প্রথমজন তাদের শারীরিকভাবে আটকে রাখে। দ্বিতীয়জন তাদের মানসিকভাবে ফাঁদে ফেলে। উভয়ই ভয়ের মাধ্যমে তাদের শিকারের ইচ্ছাশক্তিকে পঙ্গু করে দেয়।

স্লেভ কোম্পানির গল্পের কোনও অর্থ ছিল না। কোলিন ইতিমধ্যেই একজন প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তিনি এটা বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু তিনি ক্যামেরনকে বিশ্বাস করেছিলেন কারণ তিনি বঞ্চিত ছিলেন।

তার স্বাধীনতা, পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন, ভয়াবহ যন্ত্রণা সহ্য করেছে, এবং জ্যানিস গল্পটিকে সমর্থন করেছে।

এইসব কারণগুলিই কাল্টিস্টদের অযৌক্তিক এবং মন্দ মতবাদে বিশ্বাস করতে সাহায্য করে। জিহাদের মতবাদের কথাই ধরুন। মুসলমানদের বলা হয়েছে যে সর্বোচ্চ উপাসনা হল ঈশ্বরের জন্য যুদ্ধ করা এবং যারা বিশ্বাস করে না তাদের হত্যা করা। যেকোনো যুক্তিবাদী ব্যক্তি এটিকে মন্দ দেখতে পাবে। কিন্তু মুসলমানদের যুক্তি করার ক্ষমতা পঙ্গু। মানুষকে পশুদের থেকে আলাদা করার বিষয় হল তাদের যুক্তি করার ক্ষমতা। মুসলমানরা সেই ক্ষমতা ত্যাগ করেছে।

আমি মুসলমানদের কাছ থেকে অসংখ্য রাগান্বিত এবং হুমকিমূলক ইমেল পাই। তাদের সকলেরই বারবার আসা বিষয়বস্তু হল নরকের ভয়। এমনকি শিক্ষিত মুসলমানরাও শৈশব থেকেই তাদের মধ্যে যে অযৌক্তিক ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। যদি ভয় একটি অযৌক্তিক ভয় হয়, তাহলে ইসলাম নরকের ভয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

তারপর আছে সামঞ্জস্যের বিষয়। কুরআনের অযৌক্তিক, হিংসাত্মক এবং মন্দ শিক্ষা সকল মুসলমানই সমর্থন করে, এবং যদি কেউ সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে। ধর্মাবলম্বীরা মেনে চলার জন্য তাদের নিজস্ব বিচারকে অস্বীকার করবে।

১৯৫০-এর দশকে মনোবিজ্ঞানী সলোমন অ্যাশ একটি পরীক্ষা পরিচালনা করেছিলেন যা দেখিয়েছিল যে কীভাবে লোকেরা গোষ্ঠীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার জন্য তাদের নিজস্ব ধারণার বিরুদ্ধে যাবে।

তার বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের কয়েকটি সরলরেখার একটি চিত্র দেখানো হয়েছিল। তারপর তাদের আরেকটি চিত্র দেখানো হয়েছিল যেখানে একটি রেখা প্রথম চিত্রের একটি রেখার সাথে মিলে যায় এবং তাদের সেই রেখাটি খুঁজে বের করতে বলা হয়েছিল। বিষয়বস্তুদের সঠিক উত্তর দিতে কোনও অসুবিধা হয়নি, যতক্ষণ না তাদের এমন একদল অভিনেতার দলে রাখা হয়েছিল যারা ভুল উত্তর দেওয়ার ষড়যন্ত্রকারী বিষয়বস্তু হিসেবে ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল। বিষয়বস্তুরা তাদের উপলব্ধি এবং অন্যদের দেওয়া উত্তরের মধ্যে অসঙ্গতি দেখে হতাশ হয়ে পড়েছিল। কয়েকবার পরে বেশিরভাগই মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং উত্তর দিতে শুরু করে।

ভুল উত্তর। অ্যাশের মাত্র ২৯% প্রজা ভুয়া সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাথে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। ভিড়ের মধ্যে আলাদাভাবে দাঁড়ানোর এবং ভিন্ন হওয়ার সাহসের জন্য সাহসের প্রয়োজন।

স্কট হোম সিন্ড্রোম

ধর্মগুরু এবং মনোরোগীরা তাদের অনুসারীদের উপর যে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে তা এতটাই শক্তিশালী যে কখনও কখনও তাদের শিকার পালিয়ে গেলেও তা স্থায়ী হয়। ভুক্তভোগীরা তাদের বন্দীদের প্রতি আনুগত্যের অনুভূতি তৈরি করে বলে মনে হয়।

কোলিন তার বাবা–মায়ের কাছে ফিরে গেল, কিন্তু ক্যামেরনের কাছে রিপোর্ট করল না। এমনকি সে তার পরিবারকেও কিছু বলল না। সে ফোনে জ্যানিস হুকারের সাথে যোগাযোগ রাখল, যদিও সে তার সমাজবিজ্ঞানী স্বামীর মতোই তার প্রতি নির্মম এবং নিষ্ঠুর ছিল। জ্যানিস তাকে পুরো বিষয়টি চুপ করে থাকতে বলল এবং সে তা মেনে নিল।

ক্যামেরন এবং জ্যানিস কোলিন তাদের বাড়িতে কখনও ছিল কিনা তার কোনও প্রমাণ মুছে ফেলতে শুরু করে। কোলিন তাদের ফোন করতে থাকে। ক্যামেরন তাকে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করে, কিন্তু সে রাজি হয় না। তবুও সে তাদের আশ্বস্ত করে যে সে পুলিশের কাছে যাবে না।

যখন সে তার বাবা–মাকে তার অগ্নিপরীক্ষার কথা জানালো, তারা তাকে এই লোকদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলো। তার চাচাতো ভাইয়েরা হুকারদের হুমকি দিয়ে ফোন করেছিল কিন্তু কোলিন তাদের আশ্বস্ত করেছিল যে সে তাদের ক্ষমা করে দিয়েছে এবং তাদের পাপের জীবন থেকে দূরে থাকার জন্য সে প্রার্থনা করবে।

তার কঠিন পরীক্ষার কথা বিবেচনা করলে, ক্যামেরনকে কোলিনের ক্ষমা করার বিষয়টি বোধগম্য নয়। হুকাররা বিপজ্জনক ছিল। ক্যামেরন কোলিনকে বলেছিলেন যে তিনি তার আগে একটি মেয়েকে হত্যা করেছেন।

জ্যানিস তার গল্প নিশ্চিত করেছে। এই দম্পতি সমাজের জন্য হুমকি ছিল। তাহলে কোলিন কেন তাদের ধরিয়ে দেবে না?

তারপর জ্যানিস ক্যামেরন থেকে চলে গেল। তার ভয় এবং অপরাধবোধ তাকে গ্রাস করে ফেলল। তার কারো সাথে কথা বলা দরকার ছিল এবং সে একজন ডাক্তারের অফিসের রিসেপশনিস্টকে বেছে নিল, যে ভেবেছিল সে সাহায্য চাইছে। সে জ্যানিসকে তাকে আসলে কী বিরক্ত করছে তা বলার জন্য উৎসাহিত করেছিল এবং জ্যানিস সত্যটি প্রকাশ করে দেয়। একজনকে বলার পর, এবং তার দুই মেয়ের কী হতে পারে তা ভেবে ভীত হয়ে, জ্যানিস সরাসরি তার পাস্তরের কাছে সবকিছু স্বীকার করার জন্য গেল। তিনি হতবাক হয়ে গেলেন, এবং তার অনুমতি নিয়ে, তিনি পুলিশকে ফোন করলেন।

জ্যানিস পুলিশকে অন্য তরুণী সম্পর্কে বলেছিল যে তারা অপহরণ করেছে, প্রায় একইভাবে, কিন্তু যেহেতু সে অমান্য করেছিল এবং চিৎকার করছিল, ক্যামেরন তার ভোকাল কর্ড কেটে ফেলে, তারপর তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে এবং তার দেহ দূরে কোথাও ফেলে দেয়। জ্যানিসের দেওয়া বর্ণনার সাথে মিলে যাওয়া এক তরুণী নিখোঁজ ছিল, কিন্তু পুলিশ তার মৃতদেহ খুঁজে পায়নি এবং ক্যামেরনের বিরুদ্ধে সেই অপরাধের অভিযোগ আনা হয়নি।

জ্যানিস তাদের কোলিন সম্পর্কে এবং কীভাবে তার স্বামী তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তার ব্রেনওয়াশ করেছিল সে সম্পর্কে বলেছিল। সে আরও বিস্তারিত জানায়, যার মধ্যে সে কীভাবে প্রমাণ নষ্ট করতে সাহায্য করেছিল তাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। গোয়েন্দারা তদন্ত করতে বেরিয়েছিল। একটি দল প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল, যারা জোর দিয়ে বলেছিল যে ক্যামেরন "ভালো," "স্বাভাবিক" এবং "ভালো মেজাজের", অন্যদিকে কোলিনের সাথে কথা বলা পুলিশ অফিসার তাকে বিরক্তিকরভাবে আলাদা দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি জ্যানিসের গল্পটি সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু ডেপুটি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আসল সমস্যাগুলি খুঁজে পেয়েছিলেন: কোলিনের পালানোর অনেক সুযোগ ছিল এবং রিভারসাইডে পৌঁছানোর পর, তিনি কখনও পুলিশের সাথে যোগাযোগও করেননি।

বিচার চলাকালীন, কোলিনের আচরণ ছিল শান্ত, প্রতিশোধ নেওয়ার কোনও ইঙ্গিতই ছিল না, এমনকি প্রসিকিউটররা আশঙ্কা করেছিলেন যে মামলাটি আদালতের বাইরে চলে যেতে পারে। প্রসিকিউশনের জন্য সমস্যাজনক ছিল একটি টেপ যার উপর কোলিন

ক্যামেরনকে বলেছিল যে সে তাকে ভালোবাসে। সৌভাগ্যবশত বিচারক রায় দেন যে বিচারের জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে এবং ক্যামেরন হুকারকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং টানা ১০৪ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তিনি ২০২২ সালে প্যারোলে মুক্তি পাবেন।

আমি এমন কিছু প্রাক্তন মুসলিমকে চিনি যারা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করার পরেও মুহাম্মদের প্রতি আনুগত্য বোধ করে। হাসানের সাথে আমার ১৯৯৯ সালে অনলাইনে দেখা হয়েছিল। তিনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন এবং ইসলামের পক্ষে আমার সাথে বিতর্ক করতেন। কয়েক বছর পর তিনি ইসলাম ত্যাগ করেন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। অনেক সময় তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্যের কণ্ঠস্বর কমিয়ে আনা উচিত। যখন আমি তাকে মুহাম্মদের নির্যাতনমূলক শৈশব সম্পর্কে একটি নিবন্ধ পাঠাই, তখন তিনি সেই গণহত্যার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। প্রায় সকল অপরাধীরই নির্যাতনমূলক শৈশব কাটিয়েছেন। এটি ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু কখনও তাদের অপরাধকে ন্যায্যতা দিতে পারে না এবং এই দানবদের প্রতি সহানুভূতি বোধ করা অযৌক্তিক। কেউ মুহাম্মদ সম্পর্কে নিন্দাজনক কথা বললে হাসানকে নিন্দা করা হয়েছিল। তার ভাষায়, "ব্যক্তিগতভাবে, ইসলাম ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল।" তিনি রাগে Faithfreedom.org ফোরাম থেকে সরে এসে একটি নতুন প্রাক্তন মুসলিম সংগঠন শুরু করেন যেখানে তিনি ইসলামী চরমপন্থা এবং আমার সমালোচনা করেন। তিনি লিখেছেন, "আমরা কেবল ইসলামপন্থীদের এবং ইসলামের কঠোর, আক্ষরিক এবং হিংসাত্মক ব্যাখ্যা এবং যারা এটি অন্যদের উপর চাপিয়ে দিতে চায় তাদের বিরুদ্ধে।" তিনি এই সত্যটি উপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন যে, আক্ষরিক অর্থেই প্রকৃত মুসলমান, যারা ইসলামকে তাদের ইচ্ছামতো ব্যাখ্যা করে তারা নয়।

মুহাম্মদের প্রতি হাসানের আনুগত্য, যিনি সারা জীবন তার মনকে দাস করে রেখেছিলেন, আমার প্রতি তার কৃতজ্ঞতার চেয়েও বেশি ছিল, যিনি তাকে মুক্ত করেছিলেন। তিনি কেবল আমাকে কখনও ধন্যবাদ দেননি, তিনি আমার প্রতি ঘৃণা করতেন এবং প্রতিটি মোড়ে আমাকে অপমান করতেন। তিনি লিখেছিলেন, "যে কেউ বুঝতে পারে যে ধর্মের উপর জন্মগ্রহণকারী মানুষের উপর ধর্মের ক্ষমতা কতটুকু থাকতে পারে, সে জানবে যে খুব ছোটবেলা থেকেই এটি তাদের সম্পূর্ণ পরিচয়, পৃথিবীতে স্থান, তাদের জীবনের অর্থ এবং আরাম অঞ্চল গঠন করে। এটি প্রত্যাখ্যান করা কেবল একটি বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া নয়, বরং এমন একটি যা আপনার পুরো বিশ্বকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। এর অর্থ হল আপনার পরিচয় এবং জীবনের অর্থ হারানো, এর অর্থ পরিবার এবং বন্ধুদের হারানো।

"এবং এর অর্থ হতাশা এবং মানসিক আঘাত – নির্যাতনের ভয় দেখানো এবং কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুর হুমকির কথা তো বাদই দিলাম।" আমি হাসানের সাথে সম্পূর্ণ একমত। "বিশ্বাস থেকে আলোকিতকরণ পর্যন্ত সাতটি উপত্যকা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে[439], আমি নিজের ধর্ম ত্যাগ করার অগ্নিপরীক্ষা বর্ণনা করেছি, তবুও আমি মুহাম্মদের প্রতি কোন আনুগত্য অনুভব করি না। আমি তাকে ঘৃণা করি। বেশিরভাগ প্রাক্তন মুসলিম তাকে ঘৃণা করে।

তবে হাসানের ঘটনাটি অস্বাভাবিক নয়। বন্দীকারীর প্রতি এই অবর্ণনীয় আনুগত্য স্টকহোম সিনড্রোম নামে পরিচিত। ১৯৭৪ সালে, একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের ১৯ বছর বয়সী মেয়ে প্যাট্রিসিয়া হার্স্টকে অপহরণ করা হয়েছিল। বন্দীদশা চলাকালীন, তার বন্দীদশায় তার বন্দীদের প্রতি এতটাই আনুগত্যের অনুভূতি তৈরি হয়েছিল যে সে তাদের একটি ব্যাংক ডাকাতি করতে সাহায্য করেছিল এবং নিজেকে তাদের সাথে সম্পূর্ণভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

ধর্মাবলম্বীরা তাদের নেতার প্রতি আনুগত্যের ভুল ধারণা তৈরি করে। আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্ত নন যতক্ষণ না আপনি বুঝতে পারেন যে যার প্রতি আপনি আনুগত্য অনুভব করেন তিনি আপনার বন্দী, একজন দুষ্ট আত্মা যিনি আপনার সহানুভূতির যোগ্য নন, বরং আপনি অবজ্ঞার যোগ্য।

হাসানের গল্পের সমাপ্তি সুখকর। ২০১২ সালে সে আমাকে একটি ইমেল পাঠিয়েছিল যেখানে সে লিখেছিল, "আমি শুধু বলতে চাই যে বহু বছর আগে আমাকে একজন মুসলিম হিসেবে যে ধর্মীয় বিভ্রান্তিতে ভুগছিলাম তা থেকে জেগে ওঠার জন্য যে চড় মারার প্রয়োজন ছিল, তার জন্য তোমাকে কৃতিত্ব দিতে হবে। যদিও অবশেষে ইসলাম ত্যাগ করতে আমার বেশ কয়েক বছর সময় লেগেছিল, তবুও তোমার সাথে আমার কথোপকথনই বলটিকে গতিশীল করে তুলেছিল। অবশ্যই এটি একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা ছিল – কিন্তু আমার মুখে সেই চড় মারার প্রয়োজন ছিল এবং তাই এখন আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই – যা আমি তখন করতে পারিনি।"

এই ইমেলের জন্য আমি খুবই আনন্দিত। এটা আমার কাছে অনেক অর্থবহ কারণ হাসান আমার কাছে অনেক কিছু বোঝাতেন এবং আমি তার জন্য খুব গর্বিত। তিনি সত্যিই একজন উজ্জ্বল আলো।

হুকারের মামলায় প্রসিকিউটরের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা মনোবিজ্ঞানী ক্রিস হ্যাচার জুরিদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে মন-নিয়ন্ত্রণ কীভাবে কাজ করে। তিনি এর গতিশীলতা সম্পর্কে কথা বলেছেন

স্যাডোমাসোকিজম, এবং প্রভাবশালী এবং বশীভূত ব্যক্তিত্ব জড়িত – বিশেষ করে "প্রভু"–এর জন্য উত্তেজনার কারণ যে কাউকে তার ইচ্ছার কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করে। হ্যাচার এরপর আলোচনা করেন যে কীভাবে হঠাৎ অপহরণ, মৃত্যুর হুমকি, অন্ধকার সমাধিতে আটকে রাখা যা দিনের আলোর ধরণকে ব্যাহত করে, শারীরিক নির্যাতন, প্রয়োজনীয় শারীরিক ক্রিয়াকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানো এবং যোগাযোগের অভাবের প্রভাবগুলি কোলিনের ইচ্ছাকে ভেঙে ফেলার ক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে কার্যকর ছিল। অন্য কথায়, তার মূল্যবোধ, তার পরিচয় এবং বিশ্বকে দেখার তার সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

ইসলামে অনেক অযৌক্তিক কিন্তু কঠোর নিয়ম রয়েছে যা ঠিক এই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে অবশেষে তা ত্যাগ করা একজন মহিলার সাক্ষ্য থেকে নিম্নলিখিত অংশটি তার একটি উদাহরণ, যেখানে মুসলিমরা কীভাবে ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে চলার জন্য ক্রমাগত মানসিক চাপের মধ্যে থাকে। তিনি লিখেছেন, "আমাকে মধ্যরাতে ঘুম থেকে উঠতে হবে, নিজেকে ধুয়ে ফেলতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে, এবং তারপর কোনওভাবে ঘুমাতে হবে এবং ঘুমের অভাব নিয়ে আমার জীবন পরিচালনা করতে হবে (কারণ স্পষ্টতই প্রার্থনা করা ঘুমের চেয়ে অনেক ভালো)। আমার একটি বাচ্চাও আছে। যখন আমার বাচ্চা সিদ্ধান্ত নেয় যে সে ঘুমাতে চায় বা ঘুমাতে চায় এবং এটি নামাজের সময়, আমি কেবল শিশুটিকে আমার জন্য চিৎকার এবং কান্নাকাটি করতে ছেড়ে দিতে পারি না, যাতে আমি সূর্যাস্তের আগে ওজু করতে পারি, পাছে আমি সময়মতো নামাজ না পড়ার পাপে লিপ্ত হই। মা হওয়া যথেষ্ট ক্লান্তিকর, তাই শিশুটি ঘুমিয়ে পড়লে আমাকেও ঘুমাতে হবে, অন্যথায় আমার ঘুম প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে। এটা কীভাবে সঠিক হতে পারে, যখন আমি ব্যক্তিগতভাবে, যদি আমি ভালো ঘুম না পাই তবে আমি অত্যন্ত অসুস্থ এবং অবসন্ন হয়ে পড়ি? এটি কীভাবে আমার জীবনের জন্য উপকারী হতে পারে?"[440]

উপরোক্ত ঘটনাটি কেবল মুহাম্মাদ কর্তৃক অসহায় মুমিনদের ইচ্ছাশক্তিকে পঙ্গু করে দেওয়ার এবং তাদের ব্যক্তিত্ব ধ্বংস করার জন্য তৈরি করা মানসিক ফাঁদের একটি চিহ্ন মাত্র। মুসলমানরা কখনও অন্য আত্মাকে সাহায্য করার বিষয়ে উদ্বিগ্ন নয় এবং দয়া দেখানো ইসলামী মানসিকতার সাথে বিচ্ছিন্ন। দয়া দেখানো তাদের বিশ্বাসের বাধ্যবাধকতা নয়। মুসলমানদের প্রধান ব্যস্ততা হলো কীভাবে আচার–অনুষ্ঠান পালন করা যায়, কীভাবে নামাজ মিস করা যায় না, কীভাবে ওজু করা যায়, কীভাবে প্রবেশ করা যায়।

টয়লেট, টয়লেটে প্রবেশের সময় কী বলতে হবে এবং কীভাবে তাদের বিছানা পরিষ্কার করতে হবে। এটি সবই হালাল ও হারাম উভয় ধরণের আচার-অনুষ্ঠান এবং সওয়াবের বিনিময়ে কষ্ট সহ্য করার বিষয়ে। কষ্ট যত বেশি হবে, পুরস্কার তত বেশি হবে। এটিই মুসলমানদের ধর্মীয়তার পরিধি। এটিই তাদের ধার্মিকতার সংজ্ঞা। এটিই ইসলামের নৈতিকতার সারসংক্ষেপ। কষ্ট = পুরস্কার।

মুসলমানদের তাদের পরিচয় হারাতে এবং তাদের শূন্যতা মেনে নিতে উৎসাহিত করা হয়। রুমি বলেন, "আর কতদিন তুমি পোশাক নিয়ে চিন্তিত থাকবে? তোমার শরীর ত্যাগ করো যাতে তোমার পোশাকের প্রয়োজন না হয়।" এটি একজন মুসলিমের জন্য আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ প্রকাশ।

ধর্মাবলম্বীরা জীবনকে অবমূল্যায়ন করে। তারা দেহকে একটি "ধারক", একটি "বাহন" বলে, প্রকৃত সত্ত্বা হলো অধরা আত্মা। যদিও মুহাম্মদ আধ্যাত্মিক জগতের কথা উল্লেখ করেননি এবং তাঁর পরকাল সম্পূর্ণরূপে শারীরিক, তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে এই জীবনের কোন মূল্য নেই – এটি কেবল একটি পরীক্ষার ক্ষেত্র। একজন ব্যক্তির পরবর্তী জগতের কার্যকারিতায় বেঁচে থাকা উচিত।

একজন ফিলিস্তিনি মা, যার শিশুটির জীবন একজন ইসরায়েলি ইহুদির ৫৫,০০০ ডলার দানের মাধ্যমে রক্ষা পেয়েছিল, জীবনের মূল্যহীনতার ইসলামী ধারণাটি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন।

শিশুটির চিকিৎসা চলছিল এবং তার অস্থি মজ্জা প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন ছিল। চ্যানেলের গাজা সংবাদদাতা শ্লোমি এলদার
১০ নিউজকে "প্রেশিয়াস লাইফ" নামক অপারেশন সম্পর্কে একটি তথ্যচিত্র তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যখন তিনি শিশুটির মা রাইদা আবু মুস্তাফার সাথে দেখা করেন, তখন তিনি শহীদদের (শহীদদের) সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি বেদনাদায়ক একক আলোচনা শুরু করেন এবং জটিল প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ার সময় স্বীকার করেন যে তিনি তার ছেলেকে জেরুজালেমে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালাতে দেখতে চান।

"জেরুজালেম আমাদের," তিনি ঘোষণা করলেন। "আমরা সবাই জেরুজালেমের পক্ষে, পুরো জাতির পক্ষে, কেবল দশ লক্ষ নয়, আমাদের সকলের পক্ষে। তুমি কি

আমরা সবাই – এর অর্থ কি বুঝতে পারছি?

তিনি ঠিক কী মনে করতে চান তাও ব্যাখ্যা করেছিলেন। "আমাদের জন্য, মৃত্যু একটি স্বাভাবিক বিষয়। আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই না। ছোট শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক ব্যক্তি পর্যন্ত, আমরা সকলেই জেরুজালেমের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করব। আমরা মনে করি আমাদের এটির অধিকার আছে। তুমি রাগ করতে পারো, তাই রাগ করো।"

এলদার জিজ্ঞেস করল, "তাহলে তুমি কেন তোমার ছেলের জীবন বাঁচানোর জন্য লড়াই করছো, যদি তুমি বলো যে মৃত্যু তোমার লোকেদের জন্য একটি স্বাভাবিক ব্যাপার?" সে তার দিকে হেসে বলল, "এটা একটা নিয়মিত ব্যাপার। জীবন মূল্যবান নয়। জীবন মূল্যবান, কিন্তু আমাদের জন্য নয়। আমাদের জন্য, জীবন কিছুই নয়, কোন মূল্যের নয়। এই কারণেই আমাদের এত আত্মঘাতী বোমারু আছে। তারা মৃত্যুকে ভয় পায় না। আমাদের কেউই, এমনকি শিশুরাও না, মৃত্যুকে ভয় পায়। এটা আমাদের জন্য স্বাভাবিক। মোহাম্মদ সুস্থ হওয়ার পর, আমি অবশ্যই তাকে শহীদ হতে চাইব। যদি জেরুজালেমের জন্য হয়, তাহলে কোন সমস্যা নেই। তোমার জন্য এটা কঠিন, আমি জানি; আমাদের কাছে, কেউ শহীদ হয়ে পড়লে আনন্দ এবং আনন্দের আর্তনাদ শোনা যায়। আমাদের জন্য একজন শহীদ একটি অসাধারণ জিনিস।"

অন্যান্য ধর্মের মতোই ইসলামও মৃত্যুর ধর্ম। একজন মুসলিমের সম্পূর্ণ চিন্তাভাবনা তার মৃত্যুকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। তাকে বলা হয় যে জান্নাতে যাওয়ার দ্রুততম পথ হল অন্য কাউকে হত্যা করার সময় মৃত্যুবরণ করা।

স্টকহোম সিনড্রোম বন্দী অবস্থায় মানসিক চাপের মধ্যে দেখা দেয়, যেখানে নির্যাতন এবং উচ্চ মাত্রার অনিশ্চয়তা থাকতে পারে। একজন মুসলিমের জীবন অনিশ্চয়তায় ভরা। একজন মুসলিম কখনই নিশ্চিত হতে পারে না যে সে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে নাকি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এই অনিশ্চয়তা কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে। যদিও, কখনও কখনও মুহাম্মদ দাবি করেছিলেন যে বিচারের দিন তিনি ঈশ্বরের পাশে বসে থাকবেন এবং সর্বশক্তিমানকে পরামর্শ দেবেন যে কাকে পুরস্কৃত করবেন এবং কাকে শাস্তি দেবেন,[441] অন্য সময়ে তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি জানেন না তার কী হবে। "আমি নবীদের মধ্যে নতুন–বিকৃত মতবাদের প্রবর্তক নই, আর আমি জানি না কী

আমার সাথে অথবা তোমার সাথেই সব শেষ হয়ে যাবে। আমি কেবল সেই বিষয়ের অনুসরণ করি যা আমার কাছে ওহীর মাধ্যমে আসে; আমি কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।"(প্রশ্ন ৪৬:৯)

একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যেখানে তিনি বলেছেন, "আল্লাহর কসম, যদিও আমি আল্লাহর রাসূল, তবুও আমি জানি না আল্লাহ আমার সাথে কী করবেন।"[442] লক্ষ্য করুন যে, উপরের আয়াতগুলি ৪৮:১–২ এর বিরোধিতা করে যেখানে মুহাম্মদ দাবি করেছিলেন যে তার অতীত এবং ভবিষ্যতের সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হবে। তিনি পরিস্থিতির নির্দেশ অনুসারে যা বলার প্রয়োজন ছিল তা বলেছিলেন।

মুসলমানদের মুক্তির একমাত্র নিশ্চিততা হলো যখন তারা জিহাদে অংশগ্রহণ করবে এবং কখন তারা শহীদ হবে।

অপহৃত ব্যক্তি, নির্যাতিত স্বামী/স্ত্রী এবং নির্যাতনের শিকার বন্দীরা স্টকহোম সিনড্রোমে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়, এবং ধর্মনিরপেক্ষরাও। বন্দী তার বন্দীর সাথে জড়িত বলে মনে হয়, এমনকি নির্যাতন ও বন্দীদশায় সম্মতিও দেয়। তারা তাদের বন্দীর প্রতি এমনভাবে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে যা বাইরের লোকদের অবাক করে এবং তাদের ভাবতে বাধ্য করে যে তারা আসলে কতটা বন্দী এবং নির্যাতিত।

মুসলমানরা ইসলামের প্রাথমিক শিকার, এবং তবুও তাদের মধ্যে খুব কম লোকই এটিকে স্বীকৃতি দেয়। তারা এর প্রতিরক্ষামূলক আচরণ করে এবং যারা তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করে তাদের উপর নিষ্ঠুর আক্রমণ করে।

ক্যাথেরিন র‍্যামসল্যান্ড লিখেছেন, “এই ঘটনাটি অধ্যয়নকারী বিশেষজ্ঞদের মতে, যা ঘটছে বলে মনে হচ্ছে তা হল, আরও নির্যাতন এড়াতে ব্যক্তি 'হিমায়িত' হয়ে যায় এবং তারপর বন্দীকে শান্ত করার চেষ্টা করে। যদি বন্দী তখন মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করে, তাহলে বন্দী ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা বোধ করতে পারে। এই ধরনের ভুক্তভোগীরা পরামর্শের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে এবং বন্দীর সাথে ভাগ করা জগতের সাথে তাদের নিজস্ব জগৎ সংকুচিত হয়ে গেলে সহানুভূতিশীল হয়ে উঠতে পারে। বন্দীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং পালানোর কোনও উপায় না দেখে, তাদের পক্ষে সম্মতি জানানো সহজ হয়ে যায়, এমনকি এমনভাবে অভিনয় করাও যে তারা তাদের বন্দীদের ভালোবাসে। তারা তাদের অন্যথায় অনিরাপদ এবং কঠিন জগৎকে সর্বাধিক আরাম এবং সুরক্ষার জন্য সাজানোর চেষ্টা করছে।”

মুসলমানদের চেয়ে বেশি ফাঁদে আর কেউ নেই। মুসলমানরা নিশ্চিত যে আল্লাহ তাদের মন পড়তে পারেন এবং তাদের প্রতিটি চিন্তাভাবনা লিপিবদ্ধ করতে পারেন; যারা মুহাম্মদকে সন্দেহ করে তাদের জন্য তাঁর একটি যন্ত্রণার ঘর রয়েছে এবং তাঁর শাস্তি কঠোর এবং স্থায়ী। এত ভয়ের মধ্যে কেউ কীভাবে সন্দেহ করার সাহস করতে পারে? সন্দেহ নেই যে কীভাবে কেউ সত্যে আসতে পারে? মানুষের মহত্ত্ব তার সন্দেহ করার ক্ষমতার মধ্যে, তার অন্ধ বিশ্বাসের মধ্যে নয়।

হুইৎজিলোপোচটলির মতো আল্লাহও নির্মম এবং রক্তপিপাসু। আপনি এই ভয়ঙ্কর দেবতার ভুল পক্ষে থাকতে চাইবেন না। অ্যাজটেকরা তাদের দেবতাকে ভালোবাসত। তারা তার বেদিতে অসংখ্য আত্মা উৎসর্গ করেছিল। আল্লাহর বেদিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ উৎসর্গ করা হয়েছে এবং গণনা অব্যাহত রয়েছে।

হুইৎজিলোপোচটলি, কালী, অথবা আল্লাহর মতো দুষ্ট দেবতাকে ভালোবাসার কোনও মানে হয় না। এই ভয়ঙ্কর দেবতাদের ভালোবাসা হয়, কারণ তারা ভালোবাসার যোগ্য নয়, বরং কারণ তাদের ভয় করা হয়। সর্বোপরি, একই পুকুর থেকে জল পান করতে হলে কুমিরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। আসলেই জটিল হলো মানুষের মন।

কুমিরের মতো নয়, দেবতারা মানুষের কল্পনার প্রতিমূর্তি। তারা শিশুর বিছানার নীচে থাকা দৈত্যের মতো বাস্তব নয়। তবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বাস্তব বলে বিশ্বাস করা হবে, তাদের অনুসারীরা তাদের নামে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকবে এবং মন্দ কাজ করতে থাকবে। দেবতাদের বিশ্বাসীরা তাদের নিজস্ব কল্পনার বন্দী। কেবল সত্যই তাদের মুক্তি দেবে।

কাল্টের প্রতি কারা আকৃষ্ট হয়?

ক্যামেরনের স্ত্রী জ্যানিসের আচরণও অধ্যয়নের যোগ্য। তিনি ছিলেন একজন কম আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন মহিলা। তিনি তার স্বামীর সাথে থাকার জন্য তার স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। যদিও জ্যানিস নিজে একজন ভুক্তভোগী, তবুও তিনি অপহরণের সাথে জড়িত ছিলেন।

কোলিন এবং তার আগের মেয়েটির সম্পর্কে। সে প্রথম মেয়েটির হত্যার সহযোগী ছিল এবং কোলিনের সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল। জ্যানিস করুণার বশে কোলিনকে পালাতে সাহায্য করেনি, বরং তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিল বলে।

ইসলাম গ্রহণকারীদের মনস্তত্ত্ব জ্যানিসের মতো নয়। ইসলাম গ্রহণকারীদের বেশিরভাগই কারাগারের বন্দী এবং যুবক যারা ইসলাম গ্রহণ করতে চায়, অথবা তারা কম আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন, ভালোবাসার জন্য মরিয়া নারী। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ইসলামের মতো ধর্মের প্রতি খুব একটা আকৃষ্ট হয় না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কাছে ইসলাম ঘৃণ্য। ইসলাম গ্রহণকারীদের আইকিউ কম, আত্মসম্মান কম থাকে, অথবা তারা প্রতারিত হয়। তারা প্রভাবিত হয় এবং সহজেই বিভ্রান্ত হয়। তাদের বেশিরভাগই জ্ঞান ফিরে আসার পর ইসলাম ত্যাগ করে।

মুসলিমরা একই সাথে শিকার এবং শিকার। মুহাম্মদ মারা গেছেন। তার নামে এবং তার দেবতার নামে সংঘটিত সমস্ত অপরাধ তার অনুসারীরাই করে। জ্যানিস যে মানসিক প্রয়োজনে ক্যামেরনের সাথে আঁকড়ে ধরেছিল, তারাও সেই একই মানসিক প্রয়োজনে ইসলামকে আঁকড়ে ধরে। জ্যানিস যে কারণে কোলিনকে গালি দিয়েছিল, তারাও সেই একই কারণে অন্যদের গালি দেয়। মুসলিমরা সপ্তম শতাব্দীর একজন মনোরোগীর মানসিক জিম্মি। যদিও মৃত এবং তার মৃতদেহ ধুলোয় পরিণত হয়, তবুও মুহাম্মদের মিথ্যা এখনও মানুষকে ফাঁদে ফেলে এবং এখনও শিকার তৈরি করে। মুসলিমরা, সম্মিলিতভাবে, নিম্ন আত্মসম্মান থেকে বেঁচে যায়। তারাই বিশ্বের একমাত্র দুষ্কৃতকারী নয়, বরং বেশিরভাগ মানবাধিকার লঙ্ঘন, সহিংসতা এবং সন্ত্রাস তাদের দ্বারাই সংঘটিত হয়।

আমাদের মানুষের মর্যাদা আমাদের চিন্তার স্বাধীনতার মধ্যেই নিহিত। সেই স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়ে আমরা আমাদের মানবতা হারিয়ে ফেলি। যখন কেউ কোনও রাক্ষসী দেবতার কাছে আত্মসমর্পণ করে, তখন সে শয়তানে পরিণত হয়।

পাকিস্তান, সৌদি আরব এবং মিশরের দিকে তাকান! সমস্ত মুসলিম দেশের দিকে তাকান। তারা সকলেই তাদের মধ্যে বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন করে এবং কেউ প্রতিবাদ করে না। সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনকে স্বাভাবিক হিসাবে দেখা হয়। তথাকথিত মধ্যপন্থী মুসলমানদের আওয়াজ কোথায়? কেউ কেউ অভিযোগ করতে পারেন এবং "উগ্রপন্থীদের" দোষ দিতে পারেন কিন্তু না।

নির্যাতিতদের অধিকার রক্ষার জন্য কেউ আঙুল তুলবে। তারা ইসলামে এই সমস্ত মন্দতা দেখেও বিশ্বাস করে – তারা এখনও এটিকে সমর্থন করে। আপনি তাদের কুরআনের ঘৃণ্য আয়াতগুলি দেখান এবং তারা তাদের চোখ বন্ধ করে এবং সেগুলির নিন্দা করতে অস্বীকার করে।

পাকিস্তানে অসংখ্য নিরপরাধ ব্যক্তিকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে জেলে পাঠানো হয় এবং নির্যাতন করা হয়। একবার একজন ব্যক্তিকে এই অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলে, তাকে তার নির্দোষতা প্রমাণ করার দায়িত্ব তার উপর বর্তায়। এদিকে, তাদের নিয়মিতভাবে মারধর করা হয় এবং প্রায়শই আইনের পূর্ণ শক্তিতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। আর "মধ্যপন্থী"রা বালিতে মাথা লুকিয়ে ইসলামকে রক্ষা করে চলেছে।

ব্লাসফেমি আইন বর্বরতা। নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাদের নীরবতার জন্য ঠিক ততটাই দোষী যারা এই অপরাধগুলো করে। তাদের আওয়াজ কোথায়? তথাকথিত মধ্যপন্থী মুসলিমদের প্রতিবাদ কোথায়? তারা হয় মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অপরাধী, নয়তো ইসলামের রক্ষক, যা এই অপরাধের পিছনে অনুপ্রেরণা।

যে জাতিগুলি একসময় বিশ্বের আলো এবং শক্তিশালী সভ্যতার জন্মভূমি ছিল, তারা এখন পাগলের অনুসারী, শয়তানের উপাসক এবং মরীচিকার পিছনে ছুটছে। একসময়ের গৌরবময় সংস্কৃতির এই আস্তানাগুলি এখন বিশ্বের আবর্জনার পাত্রে পরিণত হয়েছে।

মুসলমানরা তাদের দুর্দশা সম্পর্কে সচেতন, কিন্তু এর কারণ অস্বীকার করে। ঘটনাগুলি স্পষ্ট, কিন্তু তারা দেখতে অস্বীকার করে। একজন আসক্ত ব্যক্তির মতো যে তার দুর্দশা থেকে বাঁচতে তার মারাত্মক পদার্থের আশ্রয় নেয়, তারা যত বেশি হতভাগ্য হয়, তত দ্রুত তারা ইসলামকে আঁকড়ে ধরে – যেন একজন পাগলের পাগলামি তাদের মুক্তি এনে দিতে পারে।

জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তি আসে, অজ্ঞতার মাধ্যমে নয়। মুসলিম দেশগুলি যখন faithfreedom.org এর মতো ওয়েবসাইট এবং এই জাতীয় বইগুলি আনব্লক করে এবং ইসলামের মধ্যে সংলাপ এবং যাচাই-বাছাইয়ের সুযোগ দেয়, তখনই এটি অর্জন করা সম্ভব। যেখানে সত্যকে দমন করা হবে না, সেখানে ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাবে। ইসলামের অবসানের সাথে সাথে মুসলমানদের স্বাধীনতা এবং তাদের সমৃদ্ধি আসবে।

অধ্যায় নং ইনে

তরঙ্গ এবং প্রভাব

এই বইয়ের ভূমিকায় আমি মাইকেল হার্টের দাবিটি জানিয়েছি যে মুহাম্মদ হল দ্য সর্বাধিক প্রভাবশালী মানুষ ভিতরে ইতিহাস, তারপরে আইজ্যাক নিউটন, যীশু খ্রিস্ট, বুদ্ধ, কনফুসিয়াস এবং সেন্ট পল। হার্টের তালিকায় তার মনোনীত ব্যক্তিদের প্রভাব ইতিবাচক না নেতিবাচক ছিল তা বিবেচনা করা হয়নি। অ্যাডলফ হিটলার, মাও জেডডং, জোসেফ স্ট্যালিন, এবং নিকোলওম্যাকিয়াভেলিও তার তালিকা তৈরি করেন।

মুহাম্মদ সম্পর্কে হার্টের দাবির সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করি না। তবে, এটা স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে বিশ্বে মুহাম্মদের প্রভাব ইতিবাচক ছিল না।

নাৎসিবাদের উপর ইসলামের প্রভাব

মুহাম্মদের অবিসংবাদিত কর্তৃত্বসম্পন্ন একটি মহাধর্মের ধারণাই হিটলারের মহাজাতির অনুপ্রেরণা ছিল। হিটলারের যুদ্ধকালীন অস্ত্র ও যুদ্ধাস্ত্র মন্ত্রী অ্যালবার্ট স্পিয়ার তার স্মৃতিকথায় লিপিবদ্ধ করেছেন যে অষ্টম শতাব্দীতে ফ্রান্সের বাইরে মধ্য ইউরোপে মুসলমানরা অনুপ্রবেশ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য হিটলার দুঃখ প্রকাশ করেছিলেনঃ

> যদি আরবরা যুদ্ধে জয়ী হতো, তাহলে আজ পৃথিবী মুসলমান হতো, কারণ তাদের ধর্ম ছিল তরবারির মাধ্যমে বিশ্বাস প্রচারে বিশ্বাসী এবং

সমস্ত জাতিকে সেই ধর্মের অধীনে বশীভূত করা। জার্মান জনগণ সেই ধর্মের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠত। এই ধরণের বিশ্বাস জার্মানিক মেজাজের সাথে পুরোপুরি মানানসই ছিল। হিটলার বলেছিলেন যে, বিজয়ী আরবরা, তাদের জাতিগত হীনমন্যতার কারণে, দীর্ঘমেয়াদে দেশের কঠোর জলবায়ু এবং পরিস্থিতির সাথে লড়াই করতে অক্ষম হত। তারা আরও শক্তিশালী স্থানীয়দের দমন করতে পারত না, যাতে শেষ পর্যন্ত আরবরা নয় বরং ইসলামিকৃত জার্মানরা এই মুসলিম সাম্রাজ্যের শীর্ষে দাঁড়াতে পারত।

হিটলার সাধারণত এই ঐতিহাসিক জল্পনা-কল্পনার সমাপ্তি টানতেন এই মন্তব্য করে, 'দেখুন, ভুল ধর্ম থাকা আমাদের দুর্ভাগ্য। কেন আমাদের জাপানিদের ধর্ম ছিল না, যারা পিতৃভূমির জন্য ত্যাগকে সর্বোচ্চ কল্যাণ বলে মনে করে? মুসলিম ধর্মও আমাদের কাছে খ্রিস্টধর্মের চেয়ে অনেক বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ হত। কেন এটিকে তার নম্রতা এবং নম্রতার সাথে খ্রিস্টধর্ম হতে হয়েছিল?'[443]

নিঃসন্দেহে হিটলার মুহাম্মদকে খুব ভালোবাসতেন এবং ইসলামকে আকর্ষণীয় মনে করতেন। ইসলামের হিংসার প্রতি ঝোঁক তাকে আকৃষ্ট করেছিল, যার মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছিলেন। ইহুদি-বিদ্বেষের মধ্যেও একটি সাধারণ সংযোগ ছিল।

১৯৪০ সালে নাৎসি জার্মানি "দ্য ইটারনাল ইহুদি" নামে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করে যা ইহুদিদের অমানবিক করে তোলার এবং হিটলারের "চূড়ান্ত সমাধান" এর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য কাজ করেছিল। ছবিটিতে ইহুদি জনগণকে ইঁদুরের সাথে তুলনা করা হয়েছিল। ইঁদুর কেন? কারণ এটি একটি হাদিসে আছে। "আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহর রাসুল বলেছেন: বনি ইসরায়েলের একটি দল হারিয়ে গেছে। আমি জানি না তাদের কী হয়েছিল, তবে আমার মনে হয় (এটি 'রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে) এবং ইঁদুরের আকার ধারণ করেছে।"[444]

সিনেমাটিতে ইহুদিদের বিচরণশীল সাংস্কৃতিক পরজীবী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে এবং তাদের অর্থ এবং সুখবাদী জীবনযাত্রায় আনন্দ খুঁজে পাওয়া হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। কুরআন ২:৯৬ বলে যে ইহুদিরা সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে লোভী, যারা ১০০০ বছর বেঁচে থাকতে চায়।

১৯৩০-এর দশকে পরিচালিত এক সাক্ষাৎকারে কার্ল জং জার্মানিতে নাৎসিবাদের উত্থানের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, "আমরা জানি না হিটলার নতুন ইসলাম আবিষ্কার করবেন কিনা। তিনি ইতিমধ্যেই পথে আছেন; তিনি মুহাম্মদের মতো। জার্মানির আবেগ ইসলামী;"

যুদ্ধবাজ এবং ইসলামপন্থী। তারা সকলেই বন্য দেবতার সাথে মাতাল। এটাই হতে পারে ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ।"[445]

ইসলামিক সামরিকবাদের উপাদানগুলি হিটলারের ধর্মতত্ত্বে প্রবেশ করেছিল। মুহাম্মদের মতো, হিটলার বিশ্বাস করতেন যে শক্তিই সঠিক। তিনি প্রচার করেছিলেন যে তার ধর্ম একটি "প্রভু", কারণ এটি "প্রভুত্ব তৈরি করবে এবং সান্ত্বনাদায়ক মিথ্যা এড়াবে।"

কমিউনিজমের উপর ইসলামের প্রভাব

কমিউনিজমের বিশ্বদৃষ্টিও ইসলামের কাছে ঋণী। ১৯২০ সালে প্রকাশিত "দ্য প্র্যাকটিস অ্যান্ড থিওরি অফ বলশেভিজম" বইয়ে বার্ট্রান্ড রাসেল লিখেছেন, "বলশেভিজম ফরাসি বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যগুলিকে ইসলামের উত্থানের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে একত্রিত করে... মার্কস শিখিয়েছেন যে কমিউনিজমের আগমন মারাত্মকভাবে পূর্বনির্ধারিত; এটি মহম্মদের প্রাথমিক উত্তরসূরিদের মতো নয়... ধর্মগুলির মধ্যে, বলশেভিজমকে খ্রিস্টধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের চেয়ে বরং মোহাম্মদীবাদের সাথে গণ্য করা উচিত। খ্রিস্টধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম মূলত ব্যক্তিগত ধর্ম, যার রহস্যময় মতবাদ এবং চিন্তাভাবনার প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। মোহাম্মদীবাদ এবং বলশেভিজম ব্যবহারিক, সামাজিক, অ-আধ্যাত্মিক, এই বিশ্বের সাম্রাজ্য জয়ের জন্য উদ্বিগ্ন।"[446]

জুলস মোনেরোট কমিউনিজমকে বিংশ শতাব্দীর 'ইসলাম' বলে অভিহিত করেছিলেন। মোনেরোট লিখেছেন যে সোভিয়েত কমিউনিজমের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল "মানুষের দ্বারা কল্পনা করা সবচেয়ে পরম অত্যাচার; এমন একটি অত্যাচার যা কোনও স্থানিক সীমা (গ্রহের নিজস্ব সময়ের সীমা ছাড়া), কোনও কালের সীমা (কমিউনিস্ট বিশ্বাসীরা সাধারণত কোনও পোস্ট-কমিউনিস্ট যুগ বিবেচনা করতে অস্বীকৃতি জানায়) এবং ব্যক্তির উপর তার ক্ষমতার কোনও সীমা স্বীকার করে না: এর ক্ষমতার ইচ্ছাশক্তি প্রতিটি মানুষের উপর সম্পূর্ণ অধিকার দাবি করে যা সে জয় করে, এবং অর্থনৈতিক জীবনের চেয়ে মানসিকভাবে আর কোনও স্বাধীনতা দেয় না।"

এই দাবিই এটিকে তার চেয়ে পুরনো বা স্বাধীনভাবে বিকশিত বিশ্বাস, ধর্ম এবং মূল্যবোধের সাথে সংঘর্ষে ডেকে আনে; এবং তারপরে যুদ্ধ শুরু হয়। আমরাই যুদ্ধ”।

[447] "কমিউনিজম," মননেরট বলেন, "একটি ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম এবং একটি সর্বজনীন রাষ্ট্র উভয় হিসেবেই এই ক্ষেত্র গ্রহণ করে; তাই এটি সর্বজনীন ধর্মের চেয়ে ইসলামের সাথে বেশি তুলনীয় যা হেলেনিস্টিক এবং রোমান জগতে সর্বজনীন রাষ্ট্রের বিরোধিতা করে শুরু হয়েছিল, এবং যা বলা যেতে পারে যে এটি মানুষের হৃদয়কে রাষ্ট্র থেকে নিজের দিকে টেনে নিয়েছিল... সোভিয়েত রাশিয়া... প্রথম সাম্রাজ্য নয় যেখানে পার্থিব এবং জনশক্তি একটি ছায়াময় শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে চলে যা সাম্রাজ্যিক সীমান্তের বাইরে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সামাজিক কাঠামোকে দুর্বল করার জন্য কাজ করে।"[448]

ফাসিজমের উপর ইসলামের প্রভাব

ফ্যাসিবাদের উপর ইসলামের প্রভাবও অনস্বীকার্য। ফ্যাসিবাদ একটি প্রতিক্রিয়াশীল, কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক মতাদর্শ। ইসলাম সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে। বেনিটো মুসোলিনি বলেছিলেন, "ফ্যাসিবাদ, যা নিজেকে প্রতিক্রিয়াশীল বলতে ভয় পেত না... নিজেকে উদারনীতিহীন এবং উদারনীতিবিরোধী বলতে দ্বিধা করে না।" কিন্তু কীসের প্রতিক্রিয়া? "ফ্যাসিবাদ ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের ভিত্তি তৈরি করা সামাজিক তত্ত্বগুলিকে প্রত্যাখ্যান করার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল," আমেরিকান অনুসন্ধানী সাংবাদিক চিপ বার্লেট লিখেছেন। "ফ্যাসিস্টরা বিশেষ করে ফরাসি বিপ্লবের সামাজিক তত্ত্ব এবং এর স্লোগানঃ স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্বকে ঘৃণা করত।"[449]

মক্কার কর্তৃত্ব এবং তাদের ধর্মীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন হিসেবে ইসলামের জন্ম হয়েছিল, যা বহুঈশ্বরবাদের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল – যা ইতিমধ্যেই খ্রিস্টধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের দ্বারা চ্যালেঞ্জিত। ইসলাম স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বেরও বিরুদ্ধে। ইউরোপে তাদের বিক্ষোভে, মুসলমানরা "স্বাধীনতা জাহান্নামে যাও" এবং "গণতন্ত্র হল ভণ্ডামি" লেখা প্ল্যাকার্ড বহন করে।

আমেরিকান ইরানি সাংবাদিক আমির তাহেরি উল্লেখ করেছেন, "১৮৯০ সাল পর্যন্ত মুসলিমদের কোন ভাষায় গণতন্ত্রের জন্য কোন শব্দই ছিল না... যদি এটি তাদের মুখে না থাকত, তাহলে সম্ভবত তাদের মনেও এটি ছিল না। গণতন্ত্র সমতার উপর ভিত্তি করে। ইসলামের কাছে এই ধারণাটি অগ্রহণযোগ্য। কারণ অবিশ্বাসী এবং বিশ্বাসী সমান হতে পারে না। এমনকি বিশ্বাসীদের মধ্যেও কেবলমাত্র তারাই সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে বিবেচিত হয় যারা তিনটি তথাকথিত আব্রাহামিক ধর্ম: ইহুদি, খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলামের অনুসারী।"[৪৫০]

ইসলামে মানবিক মূল্যের শ্রেণিবিন্যাস এখানে: শীর্ষে আছেন মুক্ত পুরুষ

মুসলিমরা

এরপর আসবে মুসলিম পুরুষ দাস, তারপর আসবে

স্বাধীন মুসলিম নারী, এরপর আসবে মুসলিম দাসী

নারী।

তারপর আসবে স্বাধীন ইহুদি এবং/অথবা খ্রিস্টান পুরুষ তারপর আসবে দাস ইহুদি

এবং/অথবা খ্রিস্টান পুরুষ তারপর আসবে দাস ইহুদি এবং/অথবা খ্রিস্টান নারী

ইসলামে ভ্রাতৃত্ববোধ অমুসলিমদের মধ্যে বিস্তৃত নয়। মুহাম্মদ মদিনার সকল নাগরিকের উপর, যার মধ্যে অমুসলিম আরব ও ইহুদিরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যে চুক্তিটি কার্যকর করেছিলেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন যে তাঁর অনুসারীরা সকল মানুষ বাদে এক উম্মাহ (সম্প্রদায়)। কুরআন বলে, "মুমিনরা অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর কিন্তু একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল।" (সূরা ৪৮:২৯) এটিই ফ্যাসিবাদের মূল বিশ্বাস।

কুরআন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, মুসলিম গোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ব্যবহার করে। প্রথম দলটি ছিল খারিজিয়া। খারিজিয়ারা দুটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিল। প্রথমত, ইসলামী সম্প্রদায়কে কুরআনের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয় দফায় ব্যক্তি অধিকারের উপর ইসলামী রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। কুরআনের অনেক আয়াত দ্বারা অনুপ্রাণিত।

(৩২.১৩, ৭৬:২৯–৩১, ৩:৩৯, ৩:১৫৯, ১৬:৯৩, ২:৬–৭, ৪:৮৮, ইত্যাদি), তারা

তারা যুক্তি দিয়েছিল যে ঈশ্বরের ইচ্ছা অবশ্যই মানুষের ইচ্ছার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং দাবি করেছিল যে সম্প্রদায়কে অর্থপূর্ণ মূল্যবোধের বাহক হতে হবে। অন্য কথায়, মানুষের জীবনের অর্থ তখনই হয় যখন সে মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ধারণাগুলি কুরআনের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল এবং অবশেষে বাকি মুসলিমরা এটি গ্রহণ করেছিল। এভাবেই ফ্যাসিবাদ ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করতে শুরু করে।এ– রাজ্যের দিকে।

ইসলাম এবং ফ্যাসিবাদের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। উভয়ই মানুষকে দুটি শিবিরে বিভক্ত করে, "আমরা" এবং "তারা", অন্যদিকে "আমাদের" সাথে ভালো এবং শ্রেষ্ঠত্ব এবং "তারা" দিয়ে মন্দকে চিহ্নিত করে। এই প্রক্রিয়ায় বলির পাঁঠা বানানো, অমানবিকীকরণ করা এবং সমস্ত সামাজিক সমস্যা "তাদের" উপর দোষারোপ করা জড়িত এবং এই শত্রু দুষ্কৃতকারীদের একটি ষড়যন্ত্রের পূর্বাভাস দেয় এবং সম্প্রদায়কে দুর্বল ও অপমানিত করার জন্য তাদের দায়ী করে।

ফ্যাসিবাদ এবং ইসলামে, ঐক্য অর্জন করা হয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শিকারের অনুভূতি এবং বহিরাগতের প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে। সিগমুন্ড ফ্রয়েড লিখেছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত আক্রমণাত্মক প্রকাশের কিছু বস্তু অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত একে অপরের প্রতি ভালোবাসায় আচ্ছন্ন যথেষ্ট সংখ্যক মানুষকে একত্রিত করা সর্বদা সম্ভব।"[451]

বার্লেটের মতে, ইসলাম ফ্যাসিবাদের সাথে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি ভাগ করে নেয়:

উম্মাহর প্রতি অত্যধিক ভক্তি এবং মূর্খ বীরত্ব এবং শহীদত্ব

সামরিকবাদ এবং যুদ্ধের মহিমা ঘোষণা

অন্যদের উপর মতামত চাপিয়ে দেওয়ার জন্য সহিংসতার ব্যবহার বা সহিংসতার হুমকি।

সমালোচকদের চুপ করানো

জনগণের কাছে জবাবদিহি না করা একজন কর্তৃত্ববাদী নেতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা।

একজন ক্যারিশম্যাটিক নেতার চারপাশে ব্যক্তিত্বের ধর্মাবলম্বী পরিবর্তন এবং আধুনিকতার

বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

শত্রুকে অমানবিকীকরণ এবং বলির পাঁঠা বানানো – শত্রুকে নিকৃষ্ট এবং অমানবিক হিসেবে দেখা, সম্ভবত এমন একটি ষড়যন্ত্রে জড়িত যা তাদের নির্মূল করার ন্যায্যতা প্রমাণ করে।

একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হওয়ার আত্ম-চিত্র

নিরঙ্কুশ ক্ষমতা এবং বিশ্ব আধিপত্যের জন্য যেকোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ আদর্শ ত্যাগ করা[452]

ফ্যাসিবাদ এবং ইসলাম ব্যক্তিবাদকে নিরুৎসাহিত করে এবং রাষ্ট্র/খিলাফতকে উৎসাহিত করে। মুসোলিনির ভাষায়, "যদি ধ্রুপদী উদারনীতি ব্যক্তিবাদকে বোঝায়, তাহলে ফ্যাসিবাদ সরকারকে বোঝায়।" ইসলামের ক্ষেত্রেও এটি সত্য।

ইসলামের মতো, ফ্যাসিবাদের মতো পদোন্নতিপ্রাপ্ত পুরুষতান্ত্রিক বীরত্ব, সামরিকবাদ এবং শৃঙ্খলার নীতিগুলিকে মেনে চলার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ এবং বহুসংস্কৃতিবাদকে প্রত্যাখ্যান করা।

মুহাম্মদের মতো, মুসোলিনিও সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে নারীর প্রধান ভূমিকা উপলব্ধি করেছিলেন, যেখানে পুরুষদের যোদ্ধা হতে হবে। তিনি বলেছিলেন, "নারীর কাছে মাতৃত্ব যেমন, পুরুষের কাছে যুদ্ধ তেমন।"[453]

ফ্যাসিবাদ এবং নাৎসিবাদের উপর ইসলামের প্রভাব আসে ফ্রিডরিখ নিটশে-এর মাধ্যমে, যার দর্শন ছিল এই রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুপ্রেরণা। নিটশে নিজে ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং বিশেষ করে ইসমাইলিয়া সম্প্রদায় "দ্য অর্ডার অফ অ্যাসাসিনস" দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। "অন দ্য জিনিয়ালজি অফ মোরালিটি"-এর ২৪ নম্বর ধারায়, নিটশে ইহুদি-খ্রিস্টান মূল্যবোধের মূল্যহীনতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং মূল্যবোধের একটি রূপান্তর প্রস্তাব করেছেন, অর্থাৎ, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ইহুদি ও খ্রিস্টান রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান এবং নীতিশাস্ত্রকে বিরক্তি বা অপরাধবোধের বাইরে নিয়ে যাওয়া। তিনি ভালো এবং মন্দের শ্রেণীবিভাগের বাইরে যাওয়ার লক্ষ্য রেখেছিলেন কারণ তারা শক্তিশালী এবং প্রতিভাবানদের পূর্ণ সম্ভাবনাকে দমন করে। নিটশে তথাকথিত 'মুক্ত আত্মাদের' আগমনের সূচনা করেছিলেন যারা আর

সত্যে বিশ্বাসী। সুতরাং, কেবলমাত্র তারাই আধুনিক আরাম, মধ্যমপন্থা এবং শূন্যবাদের মতো দুর্দশা থেকে বিশ্বকে মুক্তি দিতে সক্ষম। এটি একটি স্বতন্ত্র ইসলামী ধারণা যেখানে সত্য, ভালো এবং মন্দ মূল্যায়ন করা হয়, তাদের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে নয় বরং তারা কীভাবে ইসলামকে সেবা করে তার সাথে সম্পর্কিত।

নিৎশে লিখেছিলেন, "যখন প্রাচ্যের খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা সেই অজেয় হত্যাকারীদের দলটির মুখোমুখি হয়েছিল – সেই স্বাধীন আত্মার দল যাদের সর্বনিম্ন দল, কোনও না কোনও মাধ্যমে, সেই প্রতীক এবং মন্ত্র সম্পর্কে একটি ইঙ্গিত পেয়েছিল যা কেবলমাত্র উচ্চপদস্থদের জন্য সংরক্ষিত ছিল, তাদের গোপন কথা হিসেবেঃ 'কিছুই সত্য নয়, সবকিছুই অনুমোদিত'। এখন সেটা ছিল আত্মার স্বাধীনতা, এর সাথে সাথে, সত্যের প্রতি বিশ্বাসও ত্যাগ করা হয়েছিল।"[454]

স্যার বার্ট্রান্ড রাসেল নিটশেকে অবজ্ঞার সাথে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, "তিনি খ্রিস্টীয় প্রেমের নিন্দা করেন কারণ তিনি মনে করেন এটি ভয়ের ফলাফল। নিটশে যতটা সম্ভব এটা ভাবেন না যে একজন মানুষের সত্যিকার অর্থে সর্বজনীন প্রেম অনুভব করা উচিত, স্পষ্টতই কারণ তিনি নিজেই প্রায় সর্বজনীন ঘৃণা এবং ভয় অনুভব করেছিলেন যা তিনি প্রভুর স্বাধীনতার ছদ্মবেশে ভান করবেন। তার মহৎ মানুষ, যিনি তার দিবাস্বপ্নে নিজেকে, তিনি সম্পূর্ণরূপে সহানুভূতিহীন, নির্মম, ধূর্ত, নিষ্ঠুর, কেবল তার নিজের ক্ষমতা নিয়ে চিন্তিত"। এটি মুহাম্মদের একটি নিখুঁত বর্ণনা। এটা সহজেই দেখা যায় যে নিটশে মুহাম্মদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাকে প্রশংসা করেছিলেন? তার সপ্তম শতাব্দীর আরব নায়কের মতো, তিনিও একজন মারাত্মক নার্সিসিস্ট ছিলেন।

চার্লস ওয়াটসন, জি.–এইচ. বুসকেট, বার্ট্রান্ড রাসেল, জুলস মনেরোট, চেসল মিলোস, কার্ল জং, কার্ল বার্থ, সাইদ আমির আরজোমান্ড, ম্যাক্সিম রডিনসন এবং ম্যানফ্রেড হ্যালপার্ন প্রমুখ যারা ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদ এবং কমিউনিজমের সাথে ইসলামের মিল লক্ষ্য করেছিলেন।

ইসলাম এবং ধ্রুপদী সভ্যতার পতন

জন ও'নিল তার যুগান্তকারী বই, "হলি ওয়ারিয়র্স: ইসলাম অ্যান্ড দ্য ডেমাইস অফ ক্লাসিক্যাল সিভিলাইজেশন"–এ দেখান যে রোমান সভ্যতার ধ্বংস আরব আক্রমণের কারণে হয়েছিল, খ্রিস্টধর্মের বিস্তার বা সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় এমন বর্বরদের আক্রমণের কারণে নয়। তিনি লিখেছেন:

> পঞ্চম শতাব্দীতে জার্মানিক এবং এশিয়াটিক আক্রমণের পর, আমাদের বলা হয় যে, পশ্চিম ইউরোপের জনগণ খড়ের তৈরি, জলাবদ্ধ কুঁড়েঘরে বসবাস করতে শুরু করে। শহরগুলি ধ্বংস এবং পরিত্যক্ত হয়েছিল, লেখার শিল্প কার্যত হারিয়ে গিয়েছিল এবং জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশকে একটি অজ্ঞতাবাদী এবং ধর্মান্ধ চার্চ দ্বারা অজ্ঞতার মধ্যে রাখা হয়েছিল, যা কার্যত বর্বরদের ধ্বংসাত্মক কাজ সম্পন্ন করেছিল। এই অন্ধকার পর্যায়ে, আরবরা সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দীতে আলোর রশ্মির মতো এসেছিল। সহনশীল এবং শিক্ষিত, তারা প্রাচীনত্বের বিজ্ঞানের জ্ঞান ইউরোপে ফিরিয়ে এনেছিল এবং তাদের প্রভাবে; পশ্চিমারা সভ্যতার দিকে দীর্ঘ যাত্রা শুরু করেছিল... এটি অতীতের একটি সংস্করণ যা সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে, বাস্তবে যা ঘটেছিল তার থেকে আরও দূরে একটি আখ্যান কল্পনা করা কঠিন হবে। এবং, যতই অবাক করা হোক না কেন, ইতিহাসবিদরা কয়েক প্রজন্ম ধরে এটি জানেন।
>
> সত্য হলো, যখন আরবরা দক্ষিণ ইতালি এবং স্পেনে পৌঁছেছিল, তখন তারা একদল আদিম বর্বরকে খুঁজে পায়নি, বরং একটি অত্যন্ত উন্নত ল্যাটিন সভ্যতা খুঁজে পেয়েছিল, যা শহর, কৃষি, শিল্প ও সাহিত্যে সমৃদ্ধ ছিল এবং সম্পূর্ণ রোমান গথিক রাজাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। আমরা কীভাবে এটি জানি? আচ্ছা, আরবরা নিজেরাই তাই বলেছিল; এবং তাদের সাক্ষ্য প্রামাণ্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ উভয় দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।
>
> তবুও, এত কিছু বলার পরেও, এটা সত্য যে সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে, অথবা একেবারে শেষের দিকে, অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে, এই প্রস্ফুটিত ধ্রুপদী সভ্যতা হঠাৎ করেই শেষ হয়ে যায়; এবং আমরা সকলেই যে মধ্যযুগীয় বিশ্বের সাথে পরিচিত তা রূপ নেয়: শহর ও নগরগুলি হ্রাস পায় এবং কখনও কখনও পরিত্যক্ত হয়, বাণিজ্য হ্রাস পায়, জীবন আরও গ্রামীণ হয়ে ওঠে, শিল্পকলা হ্রাস পায়, নিরক্ষরতা বিরাজ করে এবং সামন্ততন্ত্র, যা পশ্চিম ইউরোপের রাজ্যগুলিকে খণ্ডিত করে, রূপ নেয়। পরবর্তী বছরগুলিতে, গির্জাই একমাত্র বাহন হয়ে ওঠে

শিক্ষা ও প্রশাসন, এবং বিনিময় অর্থনীতি মূলত কিছুক্ষণ আগে প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থার পরিবর্তে এসেছিল। সপ্তম শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত ব্যবহৃত সোনার পরিবর্তে, যে মুদ্রা জারি করা হয়েছিল তা রূপা দিয়ে তৈরি করা হত। মধ্যযুগ শুরু হয়েছিল।"

কে বা কী এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে? ১৯২০–এর দশকের প্রথম দিকে বেলজিয়ান মধ্যযুগীয়বাদী হেনরি পিরেনে প্রবাদপ্রতিম ধূমপান বন্দুকটি আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু এটি গথ বা ভ্যান্ডাল বা খ্রিস্টান চার্চের হাতে ছিল নাঃ এটি ছিল সেইসব লোকদের হাতে যাদের কাছে এটি ছিল, এমনকি তখনও, কৃতিত্বের জন্য ফ্যাশনেবল হয়ে ওঠে।

পশ্চিমা সভ্যতাকে রক্ষা করেঃ আরবরা। প্রমাণ, যেমন পিরেনে ছিলেন
তাঁর মরণোত্তর প্রকাশিত মুহাম্মদ এবং শার্লেমেনের লেখা বইগুলিতে যে যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটেছে তা অকাট্য। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ভূমধ্যসাগর আরবদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিল। লেভান্টে জনসংখ্যা ও সংস্কৃতির বৃহৎ কেন্দ্রগুলির সাথে বাণিজ্য, যা পশ্চিম ইউরোপের সমৃদ্ধির মূল ভিত্তি ছিল, তা বন্ধ হয়ে যায়। স্প্যানিশ ভিসিগোথ এবং গলের মেরোভিনজিয়ানদের রেকর্ডে পিরেনের পাওয়া সমস্ত বিলাসবহুল জিনিসপত্রের প্রবাহ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, যখন আরব জলদস্যুরা সমুদ্র অনুসন্ধান করে। পশ্চিমে সোনার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। সোনার মুদ্রা অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ইতালি, গল এবং স্পেনের বৃহৎ শহরগুলি, বিশেষ করে বন্দরগুলি, যেগুলি ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের জন্য তাদের সম্পদের জন্য ঋণী ছিল, কেবল ভূতের শহরে পরিণত হয়। সবচেয়ে খারাপ, সম্ভবত, সংস্কৃতি এবং শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে, মিশর থেকে প্যাপিরাসের আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। রোমান প্রজাতন্ত্রের সময় থেকে বিপুল পরিমাণে পশ্চিম ইউরোপে পাঠানো এই উপাদানটি একটি শিক্ষিত এবং বাণিজ্যিক সভ্যতার হাজার হাজার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত অপরিহার্য ছিল; এবং সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে সাক্ষরতার স্তরের উপর তাৎক্ষণিক এবং বিপর্যয়কর প্রভাব পড়ে। প্রায় রাতারাতি এই হার কমে যায়, সম্ভবত প্রাক–রোমান যুগের সমান।"[455]

ক্যাথলিক চার্চের উপর ইসলামের প্রভাব

ইসলামও চার্চকে প্রভাবিত করেছিল। চিন্তাভাবনাগুলি ভাইরাল। ধারণাগুলি এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে এবং এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে স্থানান্তরিত হয়।

পরবর্তী। তারা পরিবর্তিত হয় এবং পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। আজ, অনেক পশ্চিমা দেশে, ইসলামের সমালোচনা করা বিপজ্জনক। ডাচ সংসদ সদস্য গির্ট ওয়াইল্ডার্সের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য ঘৃণামূলক বক্তব্যের অভিযোগ আনা হয়েছিল। তাকে অভিযোগ থেকে খালাস দেওয়া হয়েছিল। তবুও তার বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ আনার বিষয়টি প্রমাণ করে যে ইউরোপ ধীরে ধীরে শরিয়া আইনের কাছে নতি স্বীকার করছে। যুক্তরাজ্যে, ৩২ বছর বয়সী অ্যান্ড্রু রায়ানকে কুরআন পোড়ানোর জন্য ৭০ দিনের জন্য জেল দেওয়া হয়েছিল। ত্রিশ বছর আগে কোনও ধর্মের সমালোচনা বা বই পোড়ানোর জন্য জেলে যাওয়া কল্পনাও করা যেত না। এটা স্পষ্ট যে বাকস্বাধীনতার প্রতি ইসলামের অসহিষ্ণুতা পশ্চিমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। নিম্নলিখিত পর্বটি একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

২০১১ সালের এপ্রিলে যখন খুব ছোট একটি জামাতের পাদ্রী টেরি জোন্স কুরআনের একটি কপি পুড়িয়ে দেন, তখন আফগানিস্তানের মুসলমানরা দাঙ্গা করে এবং বিভিন্ন জাতির ২০ জন জাতিসংঘ কর্মীকে হত্যা করে, যাদের কুরআন পোড়ানোর সাথে কোনও সম্পর্ক ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় অভিজাতরা এবং মিডিয়া আফগানদের বর্বরতাকে নিন্দনীয় মনে করেনি; বরং তারা কাগজ এবং কালির তৈরি একটি বই পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য পাদ্রী জোন্সকে নিন্দা করে। ইসলামের কারণে পশ্চিমা বিশ্ব বদলে যাচ্ছে। এটা স্পষ্ট যে বাক স্বাধীনতা দ্রুত ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধার জায়গা করে নিচ্ছে। চার্চিল অবশ্যই তার কবরে ফিরে যাচ্ছেন। ১৮৯৯ সালে লেখা তার বই, দ্য রিভার ওয়ার, যেখানে তিনি ২৪ বছর বয়সে এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মন্তব্য লিখেছিলেন:

> মুসলিম ধর্ম তার ভক্তদের উপর কত ভয়াবহ অভিশাপ চাপিয়ে দেয়! ধর্মান্ধ উন্মাদনা ছাড়াও, যা একজন পুরুষের মধ্যে কুকুরের জলভীতির মতোই বিপজ্জনক, এই ভয়ঙ্কর নিয়তিবাদী উদাসীনতাও রয়েছে। এর প্রভাব অনেক দেশেই স্পষ্ট। নবীর অনুসারীরা যেখানেই শাসন করেন বা বাস করেন সেখানেই অনৈতিক অভ্যাস, কৃষির অলস ব্যবস্থা, ব্যবসার ধীর পদ্ধতি এবং সম্পত্তির নিরাপত্তাহীনতা বিদ্যমান।...একটি অবনমিত ইন্দ্রিয়বাদ এই জীবনকে তার সৌন্দর্য এবং পরিশীলিততা থেকে বঞ্চিত করে; পরবর্তীটি তার মর্যাদা এবং পবিত্রতা থেকে বঞ্চিত করে। মুসলিম আইনে প্রতিটি মহিলাকে অবশ্যই কোনও পুরুষের পরম সম্পত্তি হিসেবে থাকতে হবে, তা হোক শিশু, স্ত্রী, অথবা উপপত্নী হিসেবে, এই সত্যটি অবশ্যই বিলম্বিত করবে

দাসত্বের চূড়ান্ত বিলুপ্তি যতক্ষণ না ইসলাম মানুষের মধ্যে একটি মহান শক্তি হিসেবে বিলুপ্ত হয়।

ব্যক্তিগতভাবে মুসলমানরা অসাধারণ গুণাবলী প্রদর্শন করতে পারে ... কিন্তু ধর্মের প্রভাব তাদের সামাজিক বিকাশকে পঙ্গু করে দেয় যারা এটি অনুসরণ করে। পৃথিবীতে আর কোনও শক্তিশালী পশ্চাদগামী শক্তি নেই। মৃত্যুবরণ করা তো দূরের কথা, মোহাম্মদী ধর্ম একটি জঙ্গি এবং ধর্মান্তরিতকারী বিশ্বাস। এটি ইতিমধ্যেই সমগ্র মধ্য আফ্রিকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, প্রতিটি পদক্ষেপে নির্ভীক যোদ্ধাদের জন্ম দিয়েছে; এবং যদি খ্রিস্টধর্ম বিজ্ঞানের শক্তিশালী বাহুতে আশ্রয়প্রাপ্ত না হত, তাহলে বিজ্ঞান যার বিরুদ্ধে এটি নিরর্থক সংগ্রাম করেছিল, আধুনিক ইউরোপের সভ্যতার পতন হতে পারে, যেমন প্রাচীন রোমের সভ্যতার পতন হয়েছিল।[456]

ঠিক যেমন ইসলাম আজ ইউরোপকে বদলে দিচ্ছে, ঠিক তেমনি মধ্যযুগের গির্জাকেও বদলে দিয়েছে। বাইবেলে ক্রুসেড বা ইনকুইজিশনের কোনও যুক্তি নেই। এগুলো জিহাদ এবং মিহনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। মিহনা মানে ইনকুইজিশন। ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুন তাঁর প্রজাদের উপর তাঁর ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেওয়ার জন্য এটি তৈরি করেছিলেন।

পারস্য, মিশর, ভারত এবং যেসব দেশ ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, সেখানে ইসলামের প্রভাব আরও ভয়াবহ ছিল। এই দেশগুলির সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে মানুষ তাদের ভাষা এবং পরিচয় হারিয়ে ফেলেছিল। বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে এবং ইসলাম বন্ধ না করা হলে পশ্চিমা সভ্যতাও একই পথে হাঁটবে।

সিক্রেট সোসাইটির উপর ইসলামের প্রভাব

শ্রীনার্স, রোসিক্রুসিয়ান, ফ্রিম্যাসন, ইলুমিনাতি এবং মাফিয়ার মতো গোপন সমাজগুলি ইসলাম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং তাদের সাংগঠনিক কাঠামো একাদশ শতাব্দীতে হাসান সাব্বাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অর্ডার অফ অ্যাসাসিনের প্রতি কৃতজ্ঞ।

ইলুমিনাতি গোপন সমাজ রোশানিয়ার আদলে তৈরি হয়েছিল। রোশানিয়া (আক্ষরিক অর্থে ইলুমিনাতি) ছিল ষোড়শ শতাব্দীর একটি আফগান গোপন সমাজ, যা পীর রোশা (আলোকিত সাধক) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পীর রোশানি আত্মার স্থানান্তর এবং ব্যক্তিদের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব প্রচার করেছিলেন। এটি ছিল হাসান সাব্বার মতবাদের মূল কথা। সাব্বা বুঝতেন যে ইসলামের সারমর্ম হল একজন মানুষের মহিমা ঘোষণা করা, এবং ঈশ্বর হলেন মুহাম্মদের আলোকিত নেতার অজ্ঞদের উপর কর্তৃত্ব করার হাতিয়ার। এই জ্ঞান ছিল তাঁর গোপন কথা। জনসাধারণকে ত্যাগ স্বীকার করতে এবং আলোকিত নেতার প্রতি সম্পূর্ণ নিষ্ঠা রাখতে উৎসাহিত করতে হবে। তাদের বিশ্বাস করতে হবে যে নেতা হলেন ঈশ্বরের প্রকাশ। কিন্তু নেতা জানতেন যে সমস্ত ভক্তি তাঁর প্রতি এবং ঈশ্বর হলেন একটি অজুহাত, জনগণকে একত্রিত করার এবং তাদের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জনের একটি হাতিয়ার। নেতা নিজেকে একজন পবিত্র মানুষ, পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করবেন এবং ভালো শিক্ষা প্রচার করবেন একই সাথে তিনি গুন্ডামি, খুন এবং হত্যাকে উৎসাহিত করবেন। শিষ্যকে শেখানো হয়েছিল যে সত্য তার নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না বা তার বিবেক দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। তাঁর আধ্যাত্মিক গুরুর প্রয়োজন ছিল সঠিক ও ভুলের পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য। তিনি যা বলেন তা ভালো এবং সত্য, এমনকি যদি তা ভিন্নভাবেও দেখা যায়। ঈশ্বরের প্রকাশের প্রজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন তোলা শিষ্যের কাজ নয়। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যার গোপন জ্ঞান আছে এবং তাই তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন।

এই "গোপন"টি সাব্বা দিয়ে শুরু হয়নি। সপ্তম শিয়া পবিত্র ইমাম জা'ফর বলেছিলেন বলে জানা যায়। "আমাদের উদ্দেশ্য হল অন্য গোপন রহস্যের মধ্যে একটি গোপন বিষয়, এমন কিছুর গোপন বিষয় যা গোপন থাকে – এমন একটি গোপন বিষয় যা কেবল অন্য একটি গোপন বিষয় প্রকাশ করতে পারে। এটি এমন একটি গোপন বিষয় যা একটি গোপন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি।"[457]

এই "গোপন" সকল গোপন সমাজের ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে ওঠে। ফ্রিম্যাসনরা ফ্রিম্যাসনরিকে "একটি স্বেচ্ছাসেবী, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সংগঠন হিসেবে চিত্রিত করে, যেখানে সদিচ্ছা, ভালো চরিত্র এবং সুনামের অধিকারী ব্যক্তিরা থাকেন, যারা বিশ্বের বেশিরভাগ বিচারব্যবস্থায় একজন সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস করেন"।

"মানুষের প্রতি বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের চেতনার স্রষ্টা এবং অনুশীলন। তারা তাদের দেশের প্রতি অনুগত এবং বন্ধুত্ব ও সহভাগিতার নীতিতে তাদের সময় উৎসর্গ করে। তাদের লক্ষ্য হলো সমগ্র মানবজাতির সেবা করা।"[458]

এটা শুনতে মহৎ মনে হচ্ছে। ৬০,০০,০০০ সাধারণ সদস্য যা জানেন না তা হল, সর্বোচ্চ স্তরে যারা আছেন তারা মুহাম্মদ, ইমাম জাফর এবং সাব্বাহর মতো একই গোপন রহস্য ধারণ করেন যে ঈশ্বর ক্ষমতা অর্জনের একটি হাতিয়ার, সত্যের অস্তিত্ব নেই।

গিনেস বুক অফ রেকর্ডস অনুসারে, ভারতে ঠগি সম্প্রদায় প্রায় ২০,০০,০০০ মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল। তারা সাতটি মুসলিম উপজাতি থেকে উদ্ভূত বলে দাবি করে। ঠগদের প্রাচীনতম প্রামাণিক উল্লেখ পাওয়া যায় জিয়াউদ্দীন বারানী, "ফিরুজ শাহের ইতিহাস" বইয়ে, যা প্রায় ১৩৫৬ সালে লেখা হয়েছিল।

ঠগির প্রথার মধ্যে ছিল ভ্রমণকারীদের প্রতারণা করা এবং তারপর তাদের শ্বাসরোধ করে হত্যা করা এবং ডাকাতি করা। তাদের পৃষ্ঠপোষক দেবতা ছিলেন দেবী কালী। কালী সময়ের প্রতিনিধিত্ব করে। সময় লালন–পালন করে এবং ধ্বংস করে। ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়ার ফলে এটি একজন নির্মম মা হয়ে ওঠে। সাব্বার হত্যাকারীদের দল একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তৈরি হয়েছিল। এর কিছুক্ষণ পরেই কালী আল্লাহর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। সেখান থেকে তিনি মৃত্যুকে খাওয়াতে শুরু করেন এবং রক্ত উৎসর্গের শিকার হতে হয়।

১৮১৬ সালে, ডঃ রবার্ট সি. শেরউড মাদ্রাজ লিটারেরি গেজেটে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন যেখানে তিনি লিখেছিলেন, "ভারতের আরও উত্তরাঞ্চলে, এই খুনীদের ডাকা হয় ঠগ, যার অর্থ প্রতারক। তামুল ভাষায়, তাদের বলা হয় আরি তুলুকার বা মুসলিম নূসার।"

'ঠগ' শব্দটি সংস্কৃত মূল 'স্থগ' থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়, যার অর্থ গোপন করা। অদ্ভুতভাবে, আরবি শব্দ 'তাকিয়া' ঠুগির মতোই শোনায় এবং এর অর্থও একই – গোপন করা। বাস্তবে, 'ঠুগি' সম্প্রদায়টি 'ঠুগি' সম্প্রদায়ের সাথে খুব মিল।

মুহাম্মদ হত্যাকারী এবং তাকিয়া অনুশীলন করতেন। তিনি তার শিকারদের প্রতারণা করতেন, তার উদ্দেশ্য গোপন করতেন, তারপর তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করতেন, তাদের হত্যা করতেন এবং লুট করতেন।

ঠগরা ছিল ধর্মান্ধ খুনি। মুসলমানদের মতো, তারা তাদের বিরুদ্ধে যারা কথা বলত তাদের নির্মূল করত। তারা বিশ্বাস করত যে হত্যা তাদের সবচেয়ে পবিত্র লক্ষ্য। এটি ছিল একজন মুহাম্মদের ধারণা যিনি জিহাদের চেয়ে প্রশংসনীয় আর কিছুই শেখাতেন না – আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করা এবং হত্যা করা।

ঠুগি সম্প্রদায়ের উপর ইসমাইলিয়া হত্যাকারীদের প্রভাবের প্রমাণ তাদের শ্রেণিবিন্যাস এবং সাংগঠনিক কাঠামোতে পাওয়া যায়।

মামলুক(মালিকানাধীন): ১ম স্তর; শুধুমাত্র ঠগি শিক্ষানবিস বা সাধারণ উপাসকদের অন্তর্ভুক্ত।

আসকার(সেনাবাহিনী): ২য়–৩য় স্তর; যে কেউ কমপক্ষে একজনকে হত্যা করেছে।

ফারিস (অশ্বারোহী): চতুর্থ–নবম স্তর; পবিত্র যোদ্ধা।

কাহিন(পুরোহিত): দশম–দ্বাদশ স্তর; স্থানীয় সম্প্রদায়ের একজন প্রধান।

গুল(দৈত্য) ১৩তম–১৪তম স্তর; এই প্রতিটি ঘুল তাদের দেশের ধর্মীয় শাখাগুলি নিয়ন্ত্রণ করত।

খলিফা: ১৫তম স্তর; সমগ্র ধর্মের প্রধান।

এই শিরোনামগুলি আরবি, যা বোঝায় যে ঠগির মূল ইসলামে।

মাফিয়াদের অস্তিত্ব ইসলামের কাছেও ঋণী। ৯০২ সালে মুসলমানরা সিসিলি এবং মাল্টা জয় করে এবং ১০৬১ সাল পর্যন্ত দ্বীপপুঞ্জ শাসন করে। নরম্যান বিজয়ের পর তাদের উচ্ছেদ করা হয়, স্থানীয় গুন্ডারা তাদের শূন্যস্থান পূরণ করতে এখানে চলে আসে। "সুরক্ষার" বিনিময়ে অর্থ আদায় করা দক্ষিণ ইতালিতে মুসলমানদের অভ্যাস ছিল। এই সংযোগটি বোঝার মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারি যে মাফিয়ারা কীভাবে তাদের ধর্মীয়তা এবং তাদের অপরাধের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারে।

সকল সর্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থা, সকল ফ্যাসিবাদী সরকার ব্যবস্থা, সকল ব্যবস্থা যা স্বর্ণ নিয়মকে উপেক্ষা করে এবং আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে আদর্শকে ব্যবহার করে, তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত।

ইসলাম এবং অর্ধ সহস্রাব্দের ক্ষতি

ইউরোপে আমদানি করা ইসলামী ধারণার জন্য ধন্যবাদ, ইউনিভার্সাল চার্চ সাময়িক ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং বিজ্ঞান ও যুক্তির উপর স্থগিতাদেশ দেয়। জ্ঞানার্জন এক হাজার বছর ধরে স্থগিত ছিল।

যীশু পার্থিব ক্ষমতা দখলের পক্ষে ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর রাজ্য এই পৃথিবীর নয়। চার্চ এই ক্ষমতা গ্রহণের জন্য ইসলাম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

মুসলমানদের একটি দল অল্প সময়ের জন্য যুক্তিবাদের সাথে তাল মিলিয়েছিল। তারা নিজেদেরকে মুতাজেলিস বলে অভিহিত করেছিল। তারা দাবি করেছিল যে যুক্তি ওহীর ঊর্ধ্বে। তাদের স্কুল তীব্র বিরোধিতা করেছিল এবং বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আল-গাজ্জালি এবং প্রখ্যাত কবি জালালেদ্দিন-ই-রুমী যে আশ'আরিয়া স্কুলের সদস্য ছিলেন, সেই স্কুল দ্বারা মুতাজেলিরা আক্রমণ করেছিল। রুমী যুক্তিবাদীদের উপহাস করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তারা "কাঠের পায়ে" দাঁড়িয়ে আছে।

আশ'আরিয়ারা অযৌক্তিকতাকে মহিমান্বিত করত এবং কুরআনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকত। তারা যুক্তিবাদীদের ধর্ম ত্যাগ করার এবং ঈশ্বর ও তাঁর প্রত্যাদেশ থেকে বিচ্যুত করার জন্য দোষারোপ করত। যুক্তিবাদী বস্তুনিষ্ঠতাকে উপহাস ও সহিংসতার মাধ্যমে বাতিল করা হয়েছিল। যুক্তিবাদীদের বই ধ্বংস করা হয়েছিল এবং যুক্তিবাদীদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল। আশা'আরিয়ারা জয়ী হয়েছিল কারণ তাদের পক্ষে কুরআন ছিল। আশা'আরিয়ারা নিঃশর্তভাবে ওহীর কর্তৃত্বকে গ্রহণ করে এবং অযৌক্তিকতার উত্থান ঘটায়, যুক্তিবাদ অঙ্কুরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

"আমরা কি রুমিকে যা ভাবি" শিরোনামের একটি প্রবন্ধে মাসুম প্রাইস ডঃ শাফি কাদকানির উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যিনি লিখেছেন, "দুর্ভাগ্যবশত, রুমি এবং অন্যান্য আরেফ (ধর্মীয় রহস্যবাদী) এর মতো প্রতিভাবান ব্যক্তিদের আবির্ভাব, যারা নিঃশর্তভাবে আশ'আরিয়াকে সমর্থন করেছিলেন, চিন্তার স্বাধীনতার সুযোগ দেয়নি। যদি আশ'আরিয়ার কারণে না হত, তাহলে আমাদের ইতিহাস ভিন্নভাবে বিকশিত হতে পারত"।[459]

দাম দাবি করেঃ

> এটা কোন কাকতালীয় ঘটনা নয় যে মাথনাভিতে রুমি নাস্তিক, প্রকৃতিবিদ এবং দার্শনিক সহ সকল চিন্তাবিদকে আক্রমণ করেছেন... যখন ইবনে খাদন [খালদুন] বলেছিলেন যে আফ্রিকানরা ভৌগোলিক এবং পরিবেশগত অবস্থার কারণে কালো, তখন আশ'আরিয়ারা এই ধরণের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের অবসান ঘটিয়েছিলেন এই ঘোষণা দিয়ে যে মানুষ কালো কারণ ঈশ্বর তাদের এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন। যখন চিকিৎসকরা মস্তিষ্ক এবং হাতের নড়াচড়ার মধ্যে সংযোগ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকে উপহাস করেছিলেন এবং বলেছিলেন "হাত নড়াচড়া করে কারণ ঈশ্বর চান তারা নড়াচড়া করুক" (আলকেমি অফ হ্যাপিনেস, কিমিয়ায়া সাদাত)। আশ'আরিয়াই ছিলেন অনুসন্ধান সংস্কৃতি চালু করেছিলেন যা আজও বিদ্যমান এবং এমনকি উত্তর আমেরিকাতেও আমাদের তাড়া করে।[460]

মহান, তথাকথিত "মুসলিম চিন্তাবিদ"রা মোটেও মুসলিম ছিলেন না। নবীদের সম্পর্কে, মোহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল-রাযী (রাযেস) (865–925) লিখেছেনঃ

> নবীরা—দীর্ঘ দাড়িওয়ালা এই বিলি ছাগলরা কোনও বৌদ্ধিক বা আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে না। এই বিলি ছাগলরা ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি বার্তা নিয়ে আসার ভান করে, একই সাথে তারা তাদের মিথ্যা প্রচারে নিজেদের ক্লান্ত করে এবং "প্রভুর কথা" জনসাধারণের উপর অন্ধ আনুগত্য চাপিয়ে দেয়। নবীদের অলৌকিক ঘটনাগুলি হল প্রতারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি প্রতারণা, অথবা তাদের সম্পর্কে গল্পগুলি মিথ্যা। সমস্ত নবী যা বলেন তার মিথ্যাতা স্পষ্ট যে তারা একে অপরের বিরোধিতা করেঃ একজন যা অস্বীকার করে তা নিশ্চিত করে, এবং তবুও প্রত্যেকেই সত্যের একমাত্র ভান্ডার বলে দাবি করে। কুরআনের ক্ষেত্রে, এটি কেবল একটি বিচ্ছিন্ন

'অযৌক্তিক এবং অসঙ্গত উপকথার' মিশ্রণ, যা হাস্যকরভাবে অনুকরণীয় বলে বিবেচিত হয়েছে, যদিও বাস্তবে এর ভাষা, ধরণ এবং এর বহুল প্রশংসিত 'বাক্য' ত্রুটিহীন নয়।[461]

আবু আলী সিনা (আভিসেনা) (980–1037) মৃতদের পুনরুত্থানের কেন্দ্রীয় ইসলামিক মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং আল-গাজ্জালির মতো ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিকদের দ্বারা "ধর্মত্যাগী" বলে নিন্দা করেছিলেন।

অন্ধ আরব দার্শনিক/কবি আল-মা'আরি (৯৭৩–১০৫৭) লিখেছিলেন, "ধর্ম হলো প্রাচীনদের দ্বারা উদ্ভাবিত ক্ষতিকারক আগাছা এবং উপকথা, যারা বিশ্বাসঘাতক জনসাধারণকে শোষণ করে, তাদের ছাড়া মূল্যহীন। ভাবো না যে নবীদের বক্তব্য সত্য। মানুষ আরামে জীবনযাপন করত যতক্ষণ না তারা এসে জীবন নষ্ট করে। তাদের 'পবিত্র গ্রন্থ' কেবল এমন কিছু অলস গল্পের সমষ্টি যা যেকোনো যুগের থাকতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে তৈরি হয়েছিল।

হানিফরা (মুসলিমরা) হোঁচট খাচ্ছে, খ্রিস্টানরা সবাই পথভ্রষ্ট, ইহুদিরা সবাই উন্মত্ত, মাজুসরা
অনেক দূরে পথভ্রষ্ট।
আমরা নশ্বর দুটি মহান স্কুল, আলোকিত ছুরি, নইলে ধর্মীয় মূর্খদের সমন্বয়ে গঠিত।"

ওমর খৈয়াম এই ধারণার বিরোধিতা করেছিলেন যে প্রতিটি নির্দিষ্ট ঘটনা এবং ঘটনা আল্লাহর হস্তক্ষেপের ফলাফল। তিনি পুনরুত্থান, বিচার দিবস বা কথিত পরকালের পুরস্কার এবং শাস্তির ধারণাকে উপহাস করেছিলেন।

"কিছু এই পৃথিবীর গৌরবের জন্য; আর কিছু নবীর আসন্ন জান্নাতের জন্য
দীর্ঘশ্বাস ফেলে;"
আহ, নগদ টাকা নাও, আর ক্রেডিট যেতে দাও, আর দূরের ঢোলের
শব্দে কান দিও না!"

মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খোয়ারিজমি (৭৮০–৮৫০), গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ, জ্যোতিষী এবং ভূগোলবিদ, এবং বীজগণিতের জনক, তাবারি যেমন উল্লেখ করেছেন, একজন জরথুষ্ট্রীয় ছিলেন।

ইবনে রুশদ (আভেরোস), আল-বিরুনি, ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল-কিন্দি, "মধ্যযুগের বারোজন শ্রেষ্ঠ মনের একজন" বলে বিবেচিত

"আগেস", আবুল কাসিম খালাফ ইবনে আল-আব্বাস আল-জাহরাবি (আবুলকাসিস) এবং আরও অনেক তথাকথিত "মুসলিম" চিন্তাবিদ ইসলামে বিশ্বাস করতেন না এবং বিভিন্নভাবে এর নবীর প্রতি তাদের ঘৃণা প্রকাশ করতেন।

মুহাম্মদ জাকারিয়া রাজি, আল খোয়ারিজমি, খৈয়াম, আবু আলী সিনা, আল ফারাবি এবং আরও অনেকের মতো বিজ্ঞানমনস্কদের সাথে, পারস্য যুক্তি যুগের জন্মস্থান হতে চলেছে, ইউরোপে তা হওয়ার সাতশ বছর আগে। ইসলামের কারণে ইউরোপ এবং ইরান উভয় স্থানেই জ্ঞানার্জন স্থগিত ছিল।

কল্পনা করুন, আজ আমরা কোথায় থাকতাম যদি মানবতা এক হাজার বছর আগে যুগে বা যুক্তিতে আসত।

নাৎসিবাদ, সাম্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, ধ্রুপদী সভ্যতার ধ্বংস, ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতি, ক্রুসেড, ইনকুইজিশন, গোপন সমাজ, মাফিয়া, এক হাজার বছর ধরে আলোকিতকরণকে আটকে রাখা, অসংখ্য যুদ্ধ এবং লক্ষ লক্ষ মৃত্যু, সবই ইসলামের প্রভাব। কোন সন্দেহ নেই যে মুহাম্মদ ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি। তবে, এটি যুক্তিযুক্ত যে তাকে ছাড়া পৃথিবী অনেক ভালো জায়গা হত।

মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদেরকে ঘৃণা করতে, যুদ্ধ করতে, লুটপাট করতে, ধর্ষণ করতে এবং হত্যা করতে শিখিয়েছিলেন স্বর্গীয় পতিতালয়ে যাওয়ার অনুমতির বিনিময়ে। এতে ভালো কী?

চতুর্দশ শতাব্দীর বাইজেন্টাইন সম্রাট দ্বিতীয় ম্যানুয়েল প্যালাইওলোগোস ঠিকই বলেছিলেন যখন তিনি একজন পারস্যের পণ্ডিত ব্যক্তিকে বলেছিলেন, "আমাকে দেখাও মুহাম্মদ কী নতুন এনেছিলেন এবং সেখানে তুমি কেবল মন্দ এবং অমানবিক জিনিসই পাবে, যেমন তরবারির মাধ্যমে তাঁর প্রচারিত ধর্ম প্রচারের আদেশ।"[462]

ইসলাম এবং মুসলমানদের পশ্চাদপসরণ

যদিও ইসলাম সকলের জন্য অভিশাপ, তবুও মুসলমানরা এর প্রাথমিক শিকার। ২০০৫ সালে "কী ভুল হয়েছে" শিরোনামে একটি প্রবন্ধে, পাকিস্তানি লেখক ডঃ ফারুখ সালিম লিখেছেন:

> ৫৭টি মুসলিম দেশের সম্মিলিত বার্ষিক জিডিপি এখনও ২ ট্রিলিয়ন ডলারের নিচে। আমেরিকা একা ১০.৪ ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন করে; চীন ৫.৭ ট্রিলিয়ন ডলার, জাপান ৩.৫ ট্রিলিয়ন ডলার এবং জার্মানি ২.১ ট্রিলিয়ন ডলার। এমনকি ভারতের জিডিপি ৩ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি (ক্রয়ক্ষমতার সমতার ভিত্তিতে) অনুমান করা হয়।
>
> তেল সমৃদ্ধ সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত এবং কাতার সম্মিলিতভাবে ৪৩০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য ও পরিষেবা (বেশিরভাগ তেল) উৎপাদন করে; শুধুমাত্র নেদারল্যান্ডসের বার্ষিক জিডিপি বেশি, যেখানে বৌদ্ধ থাইল্যান্ড ৪২৯ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন করে।
>
> মুসলিমরা বিশ্বের জনসংখ্যার ২২ শতাংশ এবং বৈশ্বিক জিডিপির পাঁচ শতাংশেরও কম উৎপাদন করে। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হল, সময়ের সাথে সাথে বৈশ্বিক জিডিপির শতাংশ হিসেবে মুসলিম দেশগুলির জিডিপি হ্রাস পাচ্ছে। আরবদের অবস্থা বিশেষভাবে খারাপ বলে মনে হচ্ছে। জাতিসংঘের আরব উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুসারে: "আরব নারীদের অর্ধেক পড়তে পারে না; প্রতি পাঁচজন আরবের মধ্যে একজন প্রতিদিন ২ ডলারেরও কম আয় করে; আরব জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশের একটি ব্যক্তিগত কম্পিউটার আছে এবং মাত্র ১ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহার করে; আরব কর্মীদের পনের শতাংশ বেকার, এবং এই সংখ্যা ২০১০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ হতে পারে; আরব বিশ্বে পূর্ববর্তী ২০ বছরে মাথাপিছু আয়ের গড় বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক ১ শতাংশের মাত্র অর্ধেক, যা সাব–সাহারান আফ্রিকা ছাড়া অন্য কোথাও বৃদ্ধির চেয়েও খারাপ।"
>
> বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলির মধ্যে রয়েছে ইথিওপিয়া, সিয়েরা লিওন, আফগানিস্তান, কম্বোডিয়া, সোমালিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান এবং মোজাম্বিক। দরিদ্রতম দেশগুলির মধ্যে কমপক্ষে ছয়টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ।
>
> উপসংহার: বিশ্বের মুসলিমরা দরিদ্রতমদের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র।
> ৫৭টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে গড়ে দশটি করে বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যেখানে ১.৪ বিলিয়ন মানুষের জন্য মোট ৬০০টিরও কম বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে; ভারতে ৮,৪০৭টি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা ৫,৭৫৮। ১.৪ বিলিয়ন মুসলমানের মধ্যে আবদুস সালাম এবং আহমেদ জেওয়াইল হলেন একমাত্র দুই মুসলিম ব্যক্তি যারা পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন (সালাম ইতালি এবং যুক্তরাজ্যে তার বৈজ্ঞানিক কাজ চালিয়ে গেছেন, জেওয়াইল ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে)। ডঃ সালামকে তার নিজ দেশে মুসলিম হিসেবেও বিবেচনা করা হয় না।

গত ১০৫ বছরে, ১.৪ বিলিয়ন মুসলিম আটজন নোবেল বিজয়ী তৈরি করেছেন যেখানে মাত্র ১.৪ মিলিয়ন ইহুদি ১৬৭ জন নোবেল বিজয়ী তৈরি করেছেন। ১.৪ বিলিয়ন মুসলিমের মধ্যে ৩০০,০০০ এরও কম 'বিজ্ঞানী' হিসেবে যোগ্য, এবং এর অর্থ হল প্রতি দশ লক্ষ মুসলমানের জন্য ২৩০ জন বিজ্ঞানী ধর্মান্তরিত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১.১ মিলিয়ন বিজ্ঞানী (প্রতি দশ লক্ষে ৪,০৯৯); জাপানে ৭০০,০০০ (প্রতি দশ লক্ষে ৫০,০৯৫)।

বাস্তবতাঃ ১.৪ বিলিয়ন মুসলমানের মধ্যে ৮০ কোটি নিরক্ষর (১০ জনের মধ্যে ৬ জন মুসলিম পড়তে পারে না)। খ্রিস্টীয় জগতে প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার হার ৭৮ শতাংশ।

উদাহরণস্বরূপ, বিবেচনা করুন যে মুসলিমরা বিশ্বের জনসংখ্যার ২২ শতাংশ, যাদের নোবেল পুরস্কারের ভাগ ১ শতাংশ। ইহুদিরা বিশ্বের জনসংখ্যার ০.২৩ শতাংশ, যাদের নোবেল পুরস্কারের ভাগ ২২ শতাংশ।

আসলে কী ভুল হয়েছে? মুসলমানরা দরিদ্র, নিরক্ষর এবং দুর্বল। কী ভুল হয়েছে? সঠিক রোগ নির্ণয়ে পৌঁছানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর উপরই প্রেসক্রিপশন নির্ভর করে।

রোগ নির্ণয় সহজ। ইসলামী দেশগুলির সমস্যা হল ইসলাম। একটি দেশ যত বেশি ইসলামী হয়ে ওঠে, ততই পিছিয়ে পড়ে।

পাকিস্তানি পারমাণবিক পদার্থবিদ অধ্যাপক পারভেজ হুদভয় লিখেছেন যে ৫৭টি মুসলিম দেশের মোট বিজ্ঞানীর সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ। বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় পঞ্চমাংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী, কিন্তু বিশ্বের মোট বিজ্ঞানীর ১% এরও কম।[463]

দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে, বোস্টনের ব্রিগহাম অ্যান্ড উইমেন্স হাসপাতালের একজন মুসলিম ডাক্তার তারিক আহমেদের একটি উদ্ভাবনী ধারণা ছিল।[464] "আমি ইসলাম বা মুসলিমদের বিষয়ে কোনও বিশেষজ্ঞ নই" এই কথা স্বীকার করার পর তিনি পরামর্শ দেন, "উগ্র ইসলামের হুমকিকে পরাজিত করার জন্য, আমি পরামর্শ দিচ্ছি যে উত্তরটি সেইসব লোকদের মধ্যেই রয়েছে যারা সবচেয়ে কম মুসলিম। ইসলামের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিই কেবল উগ্রবাদের চিৎকার দমন করতে পারে।"

অন্য কথায়, সমস্যার সমাধান তাদের হাতে যারা ইসলাম কম জানে এবং তা পালন করে না। ডঃ আহমেদ কি এটাও বিশ্বাস করেন যে চিকিৎসাবিদ্যা অনুশীলনের জন্য সবচেয়ে ভালো ব্যক্তি তারাই যারা মেডিকেল স্কুল ছেড়ে দেয়?

আহমদ একা নন। প্রচলিত ধারণাটি তাঁরই। বাস্তবতা হলো ১৪০০ বছর ধরে "সবচেয়ে কম অনুশীলনকারী মুসলিম"রা এই ভয়াবহ ইসলামকে শেষ করতে পারেনি। তারা পারবে না কারণ একবার তারা কুরআনের কর্তৃত্ব গ্রহণ করলে তারা প্রকৃত মুসলমানদের – মৌলবাদী এবং সন্ত্রাসীদের – সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে দেয়।

যারা ইসলামকে ভালোভাবে জানে তারা জানে যে সহিংসতা এরই একটি অংশ। খোমেনি ইসলামকে ভালোভাবে জানতেন। তিনি লিখেছিলেন। “যারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না তারা ভান করে যে ইসলাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে পরামর্শ দেয়। তারা বোকা। ইসলাম বলেঃ সমস্ত অবিশ্বাসীদের হত্যা করো ঠিক যেমন তারা তোমাদের সবাইকে হত্যা করবে! … ইসলাম বলেঃ তাদের হত্যা করো, তাদের তরবারির মুখে হত্যা করো। তরবারি ছাড়া মানুষকে বাধ্য করা যায় না![465]

খোমেনির দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামী ধর্মগ্রন্থের উপর ভিত্তি করে এবং সমস্ত মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে এটিই সমান। যারা "কম মুসলিম" তারা যখন ভালো মুসলিম হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তারা জিহাদি সন্ত্রাসী হয়ে ওঠে।

সংখ্যার কোনও মূল্য নেই। যার পক্ষে "ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব" আছে তারই শেষ কথা। ইসলামে, মৌলবাদীরা সর্বদা জয়ী হবে।

উষ্ণ মুসলিমরা সমাধান নয়। তারাই সমস্যার একটি বিরাট অংশ। নিজেদের মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিয়ে তারা কুরআন এবং সেই গ্রন্থ বাস্তবায়নকারী সন্ত্রাসীদের বৈধতা দেয়।

জার্মানদের অধিকাংশই হলোকাস্টের সাথে একমত ছিল না। তবুও, লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল কারণ নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠদের গণনা করা হয়নি। তারা ক্ষমতায় থাকা অপরাধীদের বৈধতা দিয়েছিল।

ইসলাম যদি ভালো হয় তাহলে কেন তা কম পরিমাণে পালন করবেন? যদি খারাপ হয় তাহলে কেন তা পালন করবেন? অল্প পরিমাণে গ্রহণ করা বিষ আপনাকে মেরে ফেলতে পারে না, কিন্তু কেন তা গ্রহণ করবেন?

ইসলাম এবং নারীবিদ্বেষ

ইসলাম বিশ্বে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, তবুও এর নারীবিদ্বেষের মতো এতটা ঘৃণ্য আর কোনও দেশ ছিল না। ইসলামের আগে, সমস্ত ইসলামী দেশে নারীরা পরবর্তীকালের তুলনায় বেশি অধিকার এবং সুযোগ–সুবিধা ভোগ করত।

যখন মুহাম্মদ (সাঃ) এই খবর শুনতে পেলেন যে পারস্যবাসীরা খসরুর কন্যাকে তাদের রানী (শাসক) বানিয়েছে, তখন তিনি বললেন, "যে জাতি একজন নারীকে তাদের শাসক বানায়, সে জাতি কখনও সফল হবে না।"[466] ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর ইরানে আর কোন নারী শাসন করেননি।

মুসলমানরা দাবি করে যে, আরবে নারীদের এতটাই নিচু চোখে দেখা হত যে আরবরা তাদের নবজাতক কন্যাদের জীবন্ত কবর দিত। এটা সাধারণ জ্ঞান এবং মানবিক স্বভাবের পরিপন্থী। এটা কেবল মিথ্যা। ইসলামপূর্ব আরবের নারীরা ইসলামের পরে যে পরিমাণ সম্মান এবং মর্যাদা পেয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সম্মান এবং মর্যাদা ভোগ করত। এর একটি ভালো উদাহরণ হলেন খাদিজা, মুহাম্মদের প্রথম স্ত্রী যিনি একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তার সেবায় অনেক পুরুষ ছিলেন। খাদিজা

ব্যতিক্রম। মুস'আব ইবনে উমাইরের মা খুনাসও একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন, খাদিজার চেয়ে কম শক্তিশালী ছিলেন না।

মুহাম্মদের সময়, সিজাহ নামে একজন মহিলা নিজেকে একজন নবী দাবি করেছিলেন এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ৩০,০০০ সৈন্যের একটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আজকের একজন আরবের পক্ষে একজন মহিলাকে অনুসরণ করা অকল্পনীয়।

ইসলাম–পূর্ব আরবরা আল লাত (আক্ষরিক অর্থে 'দেবী') কে তিনটি দিক দিয়ে পূজা করত, প্রতিটি দিকই চাঁদের একটি পর্যায়কে প্রতিনিধিত্ব করে – কুরে, অর্ধচন্দ্র বা কন্যা; আল'উজ্জা, (আক্ষরিক অর্থে 'শক্তিশালী'), যিনি পূর্ণিমা এবং মাতৃরূপ; এবং আল'মানাত, যিনি ভাগ্য, ভবিষ্যদ্বাণী এবং ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষয়প্রাপ্ত কিন্তু জ্ঞানী দেবী। পরবর্তীতে, ত্রিমূর্তি দেবতার এই তিনটি ব্যক্তিত্ব 'আল্লাহর কন্যা' হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। আরেক দেবতা, হুবাল, আল্লাহ (আক্ষরিক অর্থে 'ঈশ্বর') নামে পরিচিত হন। মুহাম্মদ মনে করতেন কন্যা থাকা ঈশ্বরের জন্য অবমাননাকর। তিনি বললেন, "কি! তোমাদের জন্য পুরুষ এবং তাঁর জন্য নারী! এটি সত্যিই একটি অন্যায় বিভাজন!" (প্রশ্ন ৫৩:২১–২২)

বব ট্রুবশ বলেন, “মক্কায় দেবী ছিলেন শায়বা বা শেবা, অর্থাৎ বৃদ্ধা মহিলা। কা'বার কোণে অবস্থিত পবিত্র কালো পাথরটি ছিল তার নারীত্বের প্রতীক, যা ইয়োনির চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত এবং একটি পর্দা দ্বারা আবৃত। কালো পাথরটি হারামে অবস্থিত, 'অভয়ারণ্য', 'হারেম' এর সমার্থক, যার অর্থ আগে নারীদের মন্দির ছিল: ব্যাবিলনে, বেশ্যাদের মাতা দেবী হারের একটি মন্দির। হারামের বংশগত অভিভাবক ছিলেন কুরাইশরা, 'কুরের সন্তান'। পবিত্র পদটি মূলত নারীদের দ্বারা অধিষ্ঠিত ছিল, আগে পুরুষ পুরোহিতরা নিজেদেরকে বনি শায়বান, 'শেবার পুত্র' – সুলাইমানের সময়ের বিখ্যাত রানী শেবা বলে অভিহিত করেছিলেন।”[467]

দেবীদের পূজা এবং নারী যৌনাঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা, উর্বরতার প্রতীক, ইঙ্গিত দেয় যে আরবরা নারীদের প্রতি উচ্চ শ্রদ্ধাশীল ছিল। মুসলমানরা এখনও তার যোনির প্রতীককে চুম্বন করে, এর উৎপত্তি না জেনেও।

কাবার দেবী, শেবার পবিত্র যোনি

মুসলিম ঐতিহাসিকরা উম কিরফা এবং তার মেয়ে সালমার গল্প বর্ণনা করেছেন। উম কিরফা ছিলেন বনি ফাদারার নেত্রী। মুহাম্মদের পালিত পুত্র জাইদ তার গোত্রের উপর আক্রমণ করেছিলেন। তার নেতৃত্বে, তার লোকেরা লুটপাটকারীদের পরাজিত করেছিল। অনেক মুসলিম নিহত হয়েছিল এবং জাইদ নিজেও আহত হয়েছিল। জাইদ শপথ করেছিলেন যে তিনি তার প্রতিশোধ নেবেন। সুস্থ হয়ে উঠলে মুহাম্মদ তাকে আরও শক্তি দিয়ে ফেরত পাঠান। তিনি বনি ফাজারাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, তাদের কয়েকজনকে হত্যা করেছিলেন এবং উম কিরফা এবং তার সুন্দরী কন্যাকে জিম্মি করে রেখেছিলেন। ইবনে ইসহাকের সিরাতে বলা হয়েছে, জাইদ উম কিরফাকে "নিষ্ঠুরভাবে" হত্যা করেছিলেন। ইবনে ইসহাকের সিরা সম্পাদনাকারী ইবনে হিশাম এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের বিবরণ বাদ দিয়েছেন। তাবারি ব্যাখ্যা করেছেন যে তার পা দুটি দড়িতে বাঁধা ছিল এবং প্রতিটি দড়ি একটি উট দ্বারা টানা হয়েছিল যতক্ষণ না তাকে দুই ভাগ করা হয়েছিল। ইবনে ইসহাক বলেছেন, "তিনি তার লোকদের মধ্যে সম্মানের স্থান অধিকার করেছিলেন এবং আরবরা বলত, 'তুমি যদি উম কিরফার চেয়ে বেশি শক্তিশালী হতে তাহলে তুমি আর কিছুই করতে পারতে না'"। এই মহিলার সাহস এতটাই ছিল যে তিনি আরবদের মধ্যে কিংবদন্তি হয়ে উঠেছিলেন।

উম্মে কিরফার মেয়ে সালমাকে দাসী বানানো হয়েছিল। সালামা তার মায়ের চেয়ে কম একজন সুপারওম্যান ছিলেন না। বন্দী হওয়ার পর তাকে আয়েশার গৃহস্থালির কাজ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু এই রাজকন্যার শিরায় রক্ত ছিল নীল। মুহাম্মদের মৃত্যুর পর অনেক আরব ইসলাম ত্যাগ করে। আবু বকর এক বর্বরতা চালিয়েছিলেন

ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (ধর্মত্যাগের যুদ্ধ) এবং লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করে। সে তাদের পুড়িয়ে ফেলে, পাথর ছুঁড়ে হত্যা করে, কূপে ফেলে দেয় অথবা তাদের কাছ থেকে নিক্ষেপ করে, যতক্ষণ না সে তাদের আত্মসমর্পণে ফিরিয়ে আনে। তাবারি বলেন যে ইলিয়াস নামে একজন মুসলিম ইসলাম ত্যাগ করে (তার স্বাধীনতার জন্য) মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যখন তাকে বন্দী করা হয়, তখন আবু বকর মদিনার মসজিদের মাঝখানে আগুন জ্বালানোর নির্দেশ দেন এবং হতভাগ্য ব্যক্তিকে জীবন্ত আগুনে নিক্ষেপ করেন।[468]

সালমা আয়েশাকে রাজি করান যাতে তিনি তার বাকি লোকদের কাছে যেতে পারেন এবং তাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে পারেন। মুক্তি পাওয়ার পর, তিনি গ্রাম ও শহরে ভ্রমণ করেন এবং বিশাল সেনাবাহিনী সংগ্রহ করেন। তিনি মুসলমানদের জন্য এতটাই হুমকি হয়ে দাঁড়ান যে, আবু বকর তার সবচেয়ে বর্বর সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে একটি বিশাল সেনাবাহিনী দিয়ে পাঠান, যারা তাকে অত্যন্ত নির্দয় কাপুরুষোচিতভাবে ধ্বংস করে দেয়।

তাবারি বর্ণনা করেছেন, "পরাজিত ধর্মত্যাগীরা মালিক ইবনে হুজাইফার কন্যা সালমার চারপাশে পুনরায় সংগঠিত হয়, যিনি তার মায়ের মতোই সাহসী এবং সম্মানিত ছিলেন। তিনি উম্মে কিরফার উটে চড়ে লোকদের যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। লোকেরা উৎসাহিত হয়ে তার চারপাশে জড়ো হয়েছিলেন। যখন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ জানতে পারেন যে সালমা তহবিল সংগ্রহ করছেন এবং সেনাবাহিনী প্রস্তুত করছেন, তখন তিনি তার সাথে লড়াই করতে যান। এক ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের সময় সালমা তার মায়ের উটের উপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তার মতোই তিনিও সাহসী, সম্মানিত এবং সম্মানিত ছিলেন।"[469] তার গল্পটি নীচে আরও বিশদে জানানো হয়েছে।

> তালেহার পরাজয়ের পর, যখন তার অনেক অনুসারী উম্মে জুম্মাল (সালমা) এর কাছে আশ্রয় নেয়, তখন তিনি সুযোগটি কাজে লাগাতে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি জোটের নেতৃত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি এক গোত্র থেকে অন্য গোত্রে ঘুরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা সৃষ্টি করেন। তিনি একটি উল্লেখযোগ্য বাহিনী সংগ্রহ করেন যারা সালমা পর্বতমালার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত তার সদর দপ্তর জাফরে সমবেত হয়, যা তার নামে নামকরণ করা একটি দুর্গম পাহাড়। যখন খালিদ শত্রুতা সম্পর্কে জানতে পারেন

উম্মে জুম্মালের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য, তিনি বুজাখা থেকে জাফরের দিকে একটি মুসলিম বাহিনীকে নেতৃত্ব দেন। জাফরে পৌঁছানোর সাথে সাথেই খালিদ উদ্যোগ নেন এবং আক্রমণ শুরু করেন। উম্মে জুম্মাল এবং তার বাহিনী কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সর্বোপরি এটি ছিল একটি কঠিন যুদ্ধ। উম্মে জুম্মাল নিজে উম্মে জুম্মালের নেতৃত্ব দেন এবং তার অদম্য সাহস তার অনুসারীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস ছিল। ধর্মত্যাগীদের হটিয়ে দিতে তার প্রথম অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় খালিদ পরিস্থিতি পুনর্মূল্যায়ন করতে বাধ্য হন। তিনি দেখতে পান যে ধর্মত্যাগীদের কেন্দ্রস্থল উম্মে জুম্মালের নেতৃত্বে, যিনি তার মায়ের একটি দুর্দান্ত উটে চড়েছিলেন। তিনি তার অনুসারীদের সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি যোদ্ধাদের একটি দল দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন যারা মরিয়া হয়ে লড়াই করেছিলেন, জয় বা মৃত্যুর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে গুলি চালিয়েছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে সংঘর্ষের ফলাফল অনিশ্চিত ছিল। খালিদ বুঝতে পেরেছিলেন যে উম্মে জুম্মালের নেতৃত্বেই ধর্মত্যাগী বাহিনীর নৈতিক শক্তি নিহিত, এবং যদি না তাকে কোনওভাবে নির্মূল করা হয় তবে মুসলিমদের বিজয়ের সম্ভাবনা খুব বেশি ছিল না। খালিদ তার তীরন্দাজদের নির্দেশ দিলেন উম্মে জুম্মাল যে উটে চড়েছিলেন তার দিকে লক্ষ্য করে। প্রতিটি ধনুক বাঁকানো ছিল এবং মুসলিমদের প্রতিটি বর্শা উটের দিকে তাক করা হয়েছিল। উটটি অসংখ্য আঘাতে বিদ্ধ হয়েছিল এবং এটি পড়ে যায়। তারপর খালিদ একদল যোদ্ধা নিয়ে কেন্দ্রের দিকে দৃঢ়ভাবে আঘাত করেন এবং সালমা ওরফে উম্মে জুম্মালকে বহনকারী বক্ষ মাটিতে পড়ে যায় এবং তিনি তৎক্ষণাৎ নিহত হন। মুসলিমরা তাদের তরবারি এবং বর্শা ব্যবহার করে। উম্মে জুম্মাল যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত অবস্থায় পড়ে ছিল এবং তার চারপাশে তার দেহরক্ষীদের মৃতদেহ পড়ে ছিল যারা তাকে রক্ষা করার জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছিল। উম্মে জুম্মালের মৃত্যুর সাথে সাথে মুরতাদদের সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে এবং জাফরের যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করে। এটি ছিল ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে ধর্মত্যাগী বাইবেলগুলি আত্মসমর্পণ করে এবং পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলাম গ্রহণের পর, প্রচুর পরিমাণে লুণ্ঠন মাল মুসলমানদের হাতে আসে যা মদীনায় পাঠানো হয়।[470]

এই যুবতীর সাহসিকতার তুলনা মুহাম্মদের কাপুরুষতার সাথে করুন, যিনি দুটি বর্ম পরতেন এবং যেকোনো বিপদ থেকে দূরে থাকতেন, তাঁর দেহরক্ষীদের দ্বারা সুরক্ষিত ছিলেন।

এমনকি আয়েশাও আলীর বিরুদ্ধে একটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা তখনও তাদের পূর্বপুরুষের শৌর্য ত্যাগ করেনি এবং নারীরা তাদের সমস্ত মর্যাদা হারায়নি। নারীদের পশু এবং বস্তুতে পরিণত করতে কয়েক প্রজন্ম সময় লেগেছিল।

ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত সমাজে নারীরা কীভাবে উন্নতি করতে পারে? লজ্জার আবরণে ঢাকা থাকা অবস্থায় তারা কীভাবে নেতৃত্ব দিতে বা সফল হতে পারে? মুসলমানরা দাবি করে যে পর্দা সাংস্কৃতিক। তা নয়। তাবারি ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, "যখন বদরের বন্দীদের মক্কা সওদাতে আনা হয়েছিল, তখন নবীর স্ত্রী তাদের ছেলেদের সাথে আফরার বাড়িতে ছিলেন, কারণ এই সময়ে পর্দার আইন এখনও জারি করা হয়নি।"[471] এই বিধানটি কুরআনের ৩৩.৫৯ নম্বর আয়াতে রয়েছে।

মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন নারীদের বুদ্ধিমত্তার অভাব রয়েছে এবং তাদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করা উচিত নয় কারণ তাদের মস্তিষ্ক সঠিকভাবে কাজ করে না (তারা ভুলে যায়)। কুরআন ৪:৩৪ নারীদের চিরকালের জন্য পুরুষদের অধীনস্থ করে এবং বলে যে পুরুষরা নারীদের রক্ষণাবেক্ষণকারী কারণ আল্লাহ কিছুকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তাই নারীদের পুরুষদের প্রতি আনুগত্য করা উচিত। কুরআন ২:২২৮ বলে যে নারীদের কিছু অধিকার আছে কিন্তু পুরুষদের তাদের উপর কিছুটা সুবিধা রয়েছে।

ইসলামের পর আমরা কোন ইসলামী দেশে খাদিজা, উম্মে কিরফা এবং সালমাকে দেখতে পাই না। মুসলিম নারীদের অবমাননা করা হয়েছিল। মুহাম্মদের নারী বিদ্বেষের প্রভাব স্পষ্টভাবে ফখরুদ্দীন আল-রাযী (১১৪৯-১২০৯) দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে, যুক্তিবাদী জাকারিয়া রাজীর সাথে বিভ্রান্ত না হয়ে। তিনি আত-তাফসির আল-কাবীরে, ৩০:২১ প্রশ্নে মন্তব্য করে লিখেছেন:

> তাঁর 'তোমাদের জন্য সৃষ্টি' এই উক্তিটি প্রমাণ করে যে নারীদেরকে প্রাণী, উদ্ভিদ এবং অন্যান্য দরকারী জিনিসের মতো সৃষ্টি করা হয়েছে, ঠিক যেমন সর্বশক্তিমান বলেছেন 'তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা আছে তা সৃষ্টি করেছেন' এবং এর অর্থ এই নয় যে নারীদের উপাসনা এবং ঐশ্বরিক আদেশ বহন করার জন্য সৃষ্টি করা উচিত নয়। আমরা বলি যে নারীদের সৃষ্টি করা আমাদের উপর প্রদত্ত অনুগ্রহগুলির মধ্যে একটি এবং আমাদের উপর প্রদত্ত অনুগ্রহগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য ঐশ্বরিক আদেশের সাথে তাদের দায়িত্ব দেওয়া, এমন নয় যে তাদের উপর আমাদের পুরুষদের মতো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

> কারণ নারীদের উপর আমাদের মতো অনেক আদেশ আরোপ করা হয় না, কারণ নারী দুর্বল, বোকা, এক অর্থে সে শিশুর মতো, এবং কোন আদেশ শিশুর উপর চাপানো হয় না, কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ পূর্ণ হওয়ার জন্য, নারীদের উপর আরোপ করা উচিত যাতে তারা শাস্তির আযাবকে ভয় পায় এবং স্বামীর অনুসরণ করে এবং নিষিদ্ধ জিনিস থেকে দূরে থাকে, অন্যথায় দুর্নীতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে।

হাওয়ার সৃষ্টি সম্পর্কে বাইবেলের উপকথাটি পুনরাবৃত্তি করে মুহাম্মদ বলেন, "নারী হলো একটি পাঁজরের মতো। যখন তুমি এটিকে সোজা করার চেষ্টা করবে, তখন তুমি এটি ভেঙে ফেলবে। আর যদি তুমি তাকে একা ছেড়ে দাও, তাহলে তুমি তার দ্বারা উপকৃত হবে, এবং তার মধ্যে বক্রতা থাকবে।"[472]

মুহাম্মদের নারী বিদ্বেষের পরিণতি তার অন্যান্য সমস্ত প্রভাবের চেয়েও ধ্বংসাত্মক। ইসলামী দেশগুলিতে নারীদের পশুর সমান। তাদের শারীরিক তরল পদার্থকে নোংরা বলে মনে করা হয় এবং এগুলিকে শয়তানের বলে মনে করা হয় কারণ তারা পুরুষদের প্রলুব্ধ করে। একজন ব্যক্তি কীভাবে এমন একজন ব্যক্তিকে সম্মান এবং ভালোবাসা যেতে পারে যাকে সে এত নীচু মনে করে? আপনি কীভাবে একজন নারীকে ভালোবাসতে পারেন যখন আপনি সেগুলি পরিমাণে কিনতে পারেন এবং যখন খুশি ফেলে দিতে পারেন? ইসলামের আগে পারস্য এবং আরব কবিরা মহিলাদের জন্য সুন্দর প্রেমের কবিতা রচনা করেছিলেন। ইসলামের পরে আপনি খুব কমই কোনও প্রেমের গল্প বা কোনও মহিলার জন্য একটি প্রেমের কবিতা খুঁজে পাবেন। পরিবর্তে, ইসলামী সাহিত্য তরুণ ছেলেদের জন্য প্রেমের কবিতায় পরিপূর্ণ।

নারীদের অবমাননা করা হয়, তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়, মারধর করা হয়, ধর্ষণ করা হয় এবং সম্মানহানি করা হয়। মুসলিম বিশ্ব হতাশাগ্রস্ত কারণ এর জনসংখ্যার অর্ধেক অবদান রাখতে পারে না।

নারীদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়। অশিক্ষিত নারীরা অজ্ঞ এবং তাদের আত্মসম্মানের অভাব রয়েছে। কিন্তু নারীরাও মা। তারা তাদের সন্তানদের উপর তাদের হীনমন্যতার অনুভূতি চাপিয়ে দেয়। তাদের ছেলেরা তাদের মায়ের হীন আত্মসম্মান উত্তরাধিকারসূত্রে পায় এবং অযোগ্যতা এবং অযোগ্যতার সাথে ইসলামী বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য বড় হয় – তাদের ভেতরের রাক্ষসদের সাথে, দানবদের সাথে ক্রমাগত লড়াই করে।

ভয়, আঘাত, অহংকার এবং অপমান। ফলস্বরূপ, মুসলিম বিশ্ব অজ্ঞতা, আত্ম–করুণা এবং একনায়কতন্ত্রের অন্ধকারে নিমজ্জিত।

মালয়েশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মাহাথির এই অনুভূতিটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন যখন দশম ইসলামী সম্মেলন সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে তিনি বলেন, "আমরা সবাই মুসলিম। আমরা সবাই নির্যাতিত। আমরা সবাই অপমানিত হচ্ছি।"

তবে, এই হীনমন্যতার অনুভূতি "ইহুদিবাদীদের" দোষ নয়, যেমন ডঃ মাহাথির ভুল নির্ণয় করেছিলেন, বরং ইসলামে নারীদের সাথে যে আচরণ করা হয় তার ফলাফল।

হীনমন্যতার অনুভূতি মুসলিমদের পীড়া দেয়। সে একজন ধর্ষক/স্বৈরশাসক অথবা একজন চাটুকারের ভূমিকায় কাজ করতে পারে, কিন্তু কখনোই সমান হতে পারে না। এ কারণেই কোনও ইসলামী দেশে দীর্ঘস্থায়ী গণতন্ত্র থাকতে পারে না। সে ক্ষমতার সন্ধান করে। তার হীনমন্যতার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য তাকে সর্বদা নিজেকে প্রকাশ করতে হয়। সে অবহেলিত, অপমানিত এবং শিকার বোধ করে এবং প্রতিশোধ নিতে চায়। ডঃ মাহাথিরও এই কথাটি প্রতিধ্বনিত করেছিলেন, যিনি মুসলমানদের তাদের "বিরোধী এবং শত্রুদের" অপমান করার জন্য "বন্দুক, রকেট, বোমা, যুদ্ধবিমান, ট্যাঙ্ক এবং যুদ্ধজাহাজ" অর্জন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

মধ্যপন্থী মুসলিম ডঃ মাহাথির ঠিকই বলেছিলেন! মুসলমানরা নিপীড়িত এবং অপমানিত। তবে, তাদের অপমানের সাথে তাদের "বিরোধীদের" কোনও সম্পর্ক নেই, বরং তাদের ধর্মের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। এটি তাদের কীভাবে লালন–পালন করা হয়েছে এবং তাদের মায়েদের কীভাবে লালন–পালন করা হয়েছে তার সাথে সম্পর্কিত। এটি ইসলাম নারীদের সাথে কীভাবে আচরণ করে তার সাথে সম্পর্কিত। যাদের আত্মসম্মান নেই তারা ছেলেদের সাথে উচ্চ আত্মসম্মান নিয়ে মানুষ করতে পারে না। তারা এমন পুরুষদের ক্ষতবিক্ষত অহংকারে লালন–পালন করে যারা রাগের সাথে তাদের লজ্জাকে তুচ্ছ করে এবং সহিংসতার মাধ্যমে তা প্রকাশ করে। এতে কি অবাক হওয়ার কিছু নেই যে ওসামা বিন লাদেনের মা তার স্বামীর অসংখ্য স্ত্রীর মধ্যে সবচেয়ে কম প্রিয় ছিলেন? ওসামা এমন একজন মায়ের সাথে বেড়ে ওঠেন যার আত্মসম্মান কম ছিল এবং তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে তার হীনমন্যতার অনুভূতি পেয়েছিলেন। এই

একজন তুচ্ছ মানুষ তার সহ-মুসলিমদের কাছে নায়ক হয়ে নিজের অযোগ্যতার অনুভূতি পূরণ করার চেষ্টা করছিল।

কম আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন পুরুষরা বিপজ্জনক। তারা তাদের লজ্জা সহিংসতা দিয়ে ঢেকে রাখে। তারা "শহীদত্ব" এর অনুভূত গৌরবের জন্য চেষ্টা করে। নায়ক হওয়ার চিন্তা, সংবাদপত্রে তাদের ছবি প্রকাশিত হওয়া এবং বিশ্বকে দেখানো, যে যুবক তার জীবনের কোনও মূল্য দেখে না তার জন্য আনন্দদায়ক হতে পারে। জীবনে সে কিছুই নয়, কিন্তু সে বিখ্যাত এমনকি মৃত্যুতেও নায়ক হতে পারে।

আরবের স্ব-অভিষিক্ত নবী কখনো কল্পনাও করতে পারেননি যে তার যুবতী স্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করার নেশা একদিন পৃথিবীকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবে - যেন, তার মতো একজন নার্সিসিস্ট অভিশাপ দিতেন!

তার নারী বিদ্বেষের কারণে, মুহাম্মদ এমন এক অসুস্থ সমাজ তৈরি করেছিলেন যেখানে আবেগগতভাবে ক্ষতবিক্ষত মানুষ ছিল, যাদের মধ্যে বিশাল অহংকার ছিল, যারা সমানতার জগতে সুসংগতভাবে কাজ করতে অক্ষম এবং সুখী ও শান্তিতে থাকতে অক্ষম। তারা তাদের স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে সম্পর্কে ব্যর্থ হয়, যদি না এটি পিতৃতান্ত্রিক হয়। তারা সমাজে ব্যর্থ হয় যদি না এটি স্বৈরাচারী হয়। তারা নির্যাতন, অপমান এবং একনায়কত্বের চক্রকে অনন্তকাল ধরে ধরে রাখে। ছোট মানুষ, যারা ভেতরে ভেতরে আহত হয়, তারা মহত্ত্বের মুখোশ পরে; তাদের স্ফীত এবং জ্বলন্ত অহংকারের ভিতরে লুকিয়ে থাকে; নিজেদের জন্য এবং এত বড় সংখ্যায়, বিশ্বের জন্য বিস্ফোরকভাবে বিপজ্জনক।

মুহাম্মদের সমস্ত প্রভাবের মধ্যে তার নারীবিদ্বেষের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর আর কেউ নেই। মুহাম্মদের নারীবিদ্বেষ প্রতিটি মুসলিমকে - নারী ও পুরুষ উভয়কেই - শিকার করেছে। একটি অসুস্থ সমাজ "বিকশিত" হয়েছে যেখানে ভীতু পুরুষ, আত্ম-করুণাশীল পুরুষ, অহংকারী, অহংকারী, হিংস্র এবং রাগান্বিত পুরুষ, ঘৃণাপ্রবণ এবং যুদ্ধপ্রবণ মানুষ রয়েছে।

অমুসলিমদের মধ্যে অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি

প্রতিটি কর্মেরই একটি প্রতিক্রিয়া থাকে। যখন তুমি কাউকে বারবার আঘাত করো, অবশেষে সে তোমাকেও পাল্টা আঘাত করবে। অনেক দেশে মুসলিমরা তাদের অমুসলিম আশ্রয়দাতাদের নির্যাতন, ধর্ষণ, সন্ত্রাস এবং হত্যা করে। তাদের ক্রমাগত আক্রমণ চিরকাল অপ্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন থাকবে তা ভাবা বোকামি হবে।

ইসলামের ভুক্তভোগীরা অস্থির হয়ে উঠছে এবং প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে। মনে রাখবেন যে ক্রুসেডগুলি ছিল ৪০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা জিহাদের প্রতিক্রিয়া। ২০০২ সালে যখন গুজরাটে হিন্দুরা দাঙ্গা করেছিল, মুসলমানদের হত্যা করেছিল এবং তাদের মসজিদ এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দিয়েছিল, তখন এর কারণ ছিল মুসলমানরা হিন্দু তীর্থযাত্রীদের একটি ট্রেন পুড়িয়ে দিয়েছিল যার ফলে প্রায় ৮০ জন নারী ও শিশু নিহত হয়েছিল।

আফ্রিকার সবচেয়ে জনবহুল দেশ নাইজেরিয়া, ১৯৬০ সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে খ্রিস্টান ও মুসলিমদের মধ্যে সহিংসতায় হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। যদিও দুই ধর্মের সদস্যরা একে অপরের বিরুদ্ধে নৃশংসতা চালিয়েছে, আমাদের এই সত্যটি ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে মুসলমানরা এই সহিংসতা শুরু করেছিল এবং খ্রিস্টানরা একইভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। সোমালিয়াতেও একই কথা সত্য। সমস্ত বর্বরতার প্ররোচনাকারীরা সর্বদা মুসলমান।

মুসলিমদের দ্বারা আক্রান্ত দেশগুলির মানুষ, অর্থাৎ প্রায় সমস্ত দেশ যেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিম বাস করে, সেখানেই উগ্রপন্থী হয়ে উঠছে। ৩২ বছর বয়সী উগ্রপন্থী আন্দ্রেস বেহরিং ব্রেইভিক, যিনি অসলোতে একটি সরকারি ভবনে বোমা হামলা চালিয়ে আটজন নিহত এবং লেবার পার্টির ওয়ার্কার্স ইয়ুথ লিগ (AUF) এর একটি শিবিরে ৬৯ জন কিশোরকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন, তিনি হয়তো একজন একাকী নেকড়ে ছিলেন, একজন অসুস্থ ব্যক্তি যিনি আত্মকেন্দ্রিকতা এবং মহত্ত্বের ভ্রান্ত ধারণা থেকে বেঁচে ছিলেন। তবে, ইসলাম এবং উদারপন্থীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ মূলধারায় পৌঁছেছে যারা অন্ধভাবে এটিকে সমর্থন করে।

একদিকে মুসলিমরা অমুসলিম দেশগুলিকে ওরিয়ানা ফালাচির কথায় যেমনটি বলেছেন, কাসবায় রূপান্তরিত করছে। তারা ইউরোপের মনোরম শহরগুলিকে প্রস্রাব করে এবং অপবিত্র করে। তারা একীভূত হতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা পুলিশ সহ স্থানীয়দের জন্য ঘেটো এবং নিষিদ্ধ অঞ্চল তৈরি করে। তারা অমুসলিমদের উপর আক্রমণ করে, তাদের নারীদের ধর্ষণ করে এবং তাদের শরীয়া এবং বর্বর জীবনধারা তাদের আশ্রয়দাতাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং একই সাথে সম্মান দাবি করে। অন্যদিকে তাদের বামপন্থী মিত্ররা তাদের সহায়তা করছে। তারা একসাথে পশ্চিমা সভ্যতার ইহুদি-খ্রিস্টান ভিত্তি ধ্বংস করার জন্য একটি জোট গঠন করেছে।

সহনশীলতার একটা সীমা আছে। মুসলমানরা সহনশীলতাকে দুর্বলতার লক্ষণ হিসেবে দেখে এবং যদি তা বন্ধ না করা হয়, তাহলে তাদের সহিংসতা আরও বৃদ্ধি পাবে। তাদের শিকারদের প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। এখনও পর্যন্ত সহিংসতা একতরফা – মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এটি পারস্পরিক পরিণত হওয়া কেবল সময়ের ব্যাপার।

ইউরোপ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। বিদ্রূপাত্মকভাবে, এটি একটি ভালো জিনিস, কারণ অসহিষ্ণুতা সহ্য করলে তা কেবল উৎসাহিত হবে। যদি ইসলাম বন্ধ না করা হয়, তাহলে ইউরোপ হারিয়ে যাবে এবং পশ্চিমা সভ্যতাও হারিয়ে যাবে। আসুন আমরা সৎ হই; আধুনিক বিশ্ব পশ্চিমা সভ্যতার কাছে ঋণী। একটি নতুন ইসলামীকরণপ্রাপ্ত ইউরোপ বর্তমান ইসলামী দেশগুলির তুলনায় আরও উগ্র হবে।

এই ক্রোধকে ইসলামী আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া ছাড়া অন্য কিছু হিসেবে দেখা ভুল হবে এবং এটি দমন করার চেষ্টা করা বোকামি হবে। ইসলাম বিরোধী মনোভাব দমন করা যায় না, কারণ এটি বৈধ। তবে এটি এমনভাবে পরিচালিত করা যেতে পারে যাতে এটি হিংসাত্মক না হয়। এটি দমন করলে এটি বিস্ফোরিত হবে। মুসলমানরা তাদের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে, যা হল তাদের আমন্ত্রণকারীদের দমন করা এবং তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং এমনকি তাদের মহিলাদের ধর্ষণ করা। লোকেরা তাদের বার্তা শুনে এবং তারা কী করে তা দেখে। তারা এমন ভান করতে পারে না যে হাতি ঘরে নেই।

প্রতিক্রিয়াকে দোষারোপ করার পরিবর্তে আমাদের অবশ্যই এর কারণ দূর করতে হবে। এই অসহিষ্ণুতার কারণ হল ইসলাম এবং একগুঁয়েমি অস্বীকার।

বামপন্থী–নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া এবং বহুসংস্কৃতিবাদী সরকারগুলির বিরুদ্ধে। অস্বীকার কেবল সমস্যাটিকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। আমি বহুসংস্কৃতিবাদের বিরুদ্ধে নই। আমি হিউমাস, ফালাফেল এবং বাবাগানুশ পছন্দ করি, আর আমি কি বেলি ড্যান্সিং বলেছিলাম? এটাই সংস্কৃতি। শরিয়া ভিত্তিক নারী যৌনাঙ্গ বিকৃতকরণ, সম্মান রক্ষার্থে হত্যা, স্ত্রী প্রহার, হাত কাটা এবং চোখ উপড়ে ফেলা বর্বরতা। ইসলাম ফ্যাসিবাদ এবং কমিউনিজমের মতো কোনও সংস্কৃতি নয়, অথবা খ্রিস্টধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মও। ইসলাম একটি আদর্শ।

ওয়াফা সুলতানের কথায়, সভ্যতা সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না; তারা প্রতিযোগিতা করে। বর্বরতাই সভ্যতার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত। ভারতীয় সংস্কৃতি, চীনা সংস্কৃতি, আফ্রিকান সংস্কৃতি অথবা অন্য কোন সংস্কৃতি কি অন্য কোন সংস্কৃতির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত? ইসলাম সকল সংস্কৃতির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, কারণ এটি কোন সংস্কৃতি নয়। এটি সংস্কৃতির বিপরীত।

আমি গির্ট ওয়াইল্ডার্স এবং ইউরোপে ইসলাম বন্ধ করার জন্য তার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করি। ওয়াইল্ডার্স আমাদের সেরা আশা। যদি তার মতো লোকদের চুপ করে দেওয়া হয়, তাহলে ইসলাম বিরোধী মনোভাব হিংসাত্মক হয়ে উঠবে। রক্তপাত হবে এবং মুসলিমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি এড়াতে, ওয়াইল্ডার্সকে সমর্থন করতে হবে। আমি প্রাক্তন মুসলিমদের তার সাথে যোগ দিতে এবং প্রমাণ করতে অনুরোধ করছি যে আমরা পশ্চিমের অংশ। আমরা এর মূল্যবোধকে লালন করি এবং এর স্বাধীনতা রক্ষা করি। এটি জাতিগত যুদ্ধ নয়, যদিও মুসলিম এবং তাদের বামপন্থী দালালরা এটিকে সেভাবে দেখাতে চায়। এটি দুটি মতাদর্শের মধ্যে যুদ্ধ – স্বাধীনতার আদর্শ, বহুত্ববাদ, সহনশীলতা এবং সাম্যের আদর্শ এবং দাসত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, অসহিষ্ণুতা এবং আধিপত্যের আদর্শ।

দশম অধ্যায়

আমরা কোথায় যাচ্ছি?

মুসলমানরা সকলভাবেই মুহাম্মদের মতো হওয়ার চেষ্টা করে। মোল্লারা বছরের পর বছর ধরে তাদের নবীর সুন্নাহ শেখার জন্য অধ্যয়ন করে এবং তারপর বিশ্বাসীদের তা শেখায়, যারা তাকে অনুকরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। সুন্নাহর মাধ্যমে, মুসলমানরা শেখে কিভাবে মুহাম্মদ নামাজ পড়তেন, মুখ ধোতেন, দাঁত, নাক এবং কান পরিষ্কার করতেন। তিনি কীভাবে খেতেন, খাওয়ার পর কোন আঙ্গুল চেটে দিতেন, কোন খাবার পছন্দ করতেন, কোন দিকে ঘুমাতেন, তার পোশাকের আকৃতি এবং উপাদান কেমন ছিল এবং তার দাড়ি কত লম্বা ছিল? তিনি কি যৌন মিলনের আগে নাকি পরে ধৌত করতেন? কোন পা দিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করতেন? তিনি কি দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতেন নাকি বসে থাকতেন? মলত্যাগ করার সময় তিনি কোন দিকে মুখ করে থাকতেন? বসে থাকার সময় তিনি কোন পায়ে ওজন রাখতেন? কোন হাত দিয়ে তিনি তার গোপনাঙ্গ পরিষ্কার করতেন? একজন মুসলিমের কাছে, এগুলি করা তাকওয়া। কুরআন বলে, "নিশ্চয়ই, আল্লাহর নবীর মধ্যে তোমাদের জন্য একটি চমৎকার উদাহরণ রয়েছে।" (সূরা ৩৩:২১)

ইবনে সা'দ মুহাম্মদের একজন সাহাবী থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যিনি তার ধার্মিকতা দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন এই বলে যে তিনি মুহাম্মদকে স্কোয়াশ পছন্দ করতেন এবং তারপর থেকে তিনিও এই সবজিটি পছন্দ করেন।[473]

মুসলমানদের চিন্তাভাবনা মুহাম্মদের চিন্তাভাবনাকে প্রতিফলিত করে এবং তাদের কর্মকাণ্ড তাঁর প্রতিফলন ঘটায়। তারা তাদের আত্মমর্যাদা হারিয়ে তাদের নবীর ক্লোন হওয়ার চেষ্টা করে। এটা বলা ভুল যে মুসলমানরা বিভিন্ন ধরণের মানুষ। তারা মুহাম্মদকে যে পরিমাণে অনুকরণ করে, তারা সবাই তার ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। এটি তাদের "ধার্মিকতার" পাশাপাশি সহিংসতার মাত্রা নির্ধারণ করে।

এমন কিছু ভালো মানুষও আছে যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে। প্রকৃত মুসলমানরা প্রায়শই তাদের ভণ্ড বলে নিন্দা করে, অথবা পাঞ্জাবের গভর্নর সালমান তাসিরের মতো, যিনি ব্লাসফেমি আইনের বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের হত্যা করা হয়।

"নরম" মুসলিমরা উম্মাহর বেশিরভাগ অংশ, কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দেওয়া হয় কারণ তারা কুরআনে তাদের মতামতের কোন সমর্থন খুঁজে পায় না। তারা নির্লজ্জভাবে উগ্র সংখ্যালঘুদের পিছনে লেগে থাকে। যদি উম্মাহ কুকুর হতো এবং "চরমপন্থীরা" তার লেজ নাড়তো, তাহলে লেজ কুকুরকেই নাড়তো।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামে কোন চরমপন্থী নেই। অন্যান্য ধর্মেও চরমপন্থী এবং মৌলবাদী আছে, কিন্তু ইসলামে নেই। মুসলমানদের তিন ভাগে ভাগ করা যায় – ভালো, খারাপ এবং ভণ্ড।

ভালো মুসলিম তারাই যারা মুহাম্মদকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করে। তারা দুনিয়াকে ঘৃণা করে এবং শাহাদাত কামনা করে। আমরা তাদের সন্ত্রাসী বলি। তারা নিজেদেরকে সালাফি বলে – মুহাম্মদ এবং তার সাহাবীদের সুন্নাহর অনুসারী।

খারাপ মুসলিম হলো তারা যারা ইসলাম সঠিকভাবে অনুসরণ করে না। তারা হলো ইচ্ছাকৃত মুসলিম। তাদের ঈমান দুর্বল এবং ইসলাম সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। শাহাদাত কামনা করার পরিবর্তে তারা তাদের জীবনকে উন্নত করার চেষ্টা করে। তারা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তাদের অজ্ঞতা এবং ভক্তির অভাব স্বীকার করে। তাদের বেশিরভাগই অপরাধবোধে আচ্ছন্ন এবং আশা করে যে একদিন তারা পৃথিবী ত্যাগ করবে এবং ভালো মুসলিম হয়ে উঠবে।

তারপর আছে ভণ্ডরা। এরা হলো তারা যারা সত্য জানে, কিন্তু গোপন করে। তারা দাবি করে যে ইসলামকে কিছু "মৌলবাদী" (ভালো মুসলিম) দ্বারা অপহরণ করা হয়েছে। তাদের যুক্তি হল ইসলাম একটি মহান ধর্ম, যতক্ষণ না এটি পালন করা হয়। তারা নিজেদেরকে ধর্মপ্রাণ মুসলিম বলে দাবি করে, কিন্তু শরিয়াহের সাথে একমত নয়। জুহদি জাসের, তারেক ফাতাহ, তৌফিক হামিদ এবং ইরশাদ মানজি হলেন পশ্চিমা বিশ্বে এই ইসলামী চক্রান্তের সবচেয়ে জোরালো সমর্থকদের মধ্যে একজন।

তারা ইসলাম যা শিক্ষা দেয় তার সবকিছুই অস্বীকার করে এবং বলে যে এটি প্রকৃত ইসলাম নয়। তাদের লক্ষ্য হলো ভুক্তভোগীকে বোঝানো যে ইসলাম শত্রু নয়। তারা ইসলামকে মিথ্যাভাবে চিহ্নিত করার জন্য দোষী। তারা এমন মুসলমানদের জন্য লেখেন না যারা ইসলামকে ভালোভাবে জানেন এবং কখনও তাদের ধাঁধা কিনবেন না। তারা পশ্চিমাদের পক্ষে লেখেন।

"সিক্রেট পাকিস্তান: ডাবল ক্রস", বিবিসি কর্তৃক নির্মিত একটি তথ্যচিত্র (ইউটিউবে পাওয়া যাচ্ছে) যেখানে দেখানো হয়েছে যে পাকিস্তান কীভাবে প্রকাশ্যে পশ্চিমাদের মিত্র হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি গোপনে তালেবানদের সমর্থন করেছিল। মাঝে মাঝে তারা আমেরিকানদের খুশি রাখতে এবং তাদের কোটি কোটি ডলারের সাহায্য নিশ্চিত করার জন্য নিম্ন স্তরের আল কায়েদা কমান্ডারদের ধরে নিয়ে যেত, কিন্তু গোপনে তারা তালেবানদের রক্ষা করত এবং তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সহায়তা করত। পাকিস্তানের দ্বিচারিতার ফলে হাজার হাজার আমেরিকান সৈন্য নিহত হয়েছিল।

তথাকথিত "মধ্যপন্থী" মুসলিমরাও একই ধরণের প্রতারণার খেলা খেলছে। তারা ইসলাম যা শিক্ষা দেয় তার সবকিছুর সমালোচনা করে এবং বলে যে এটি ইসলাম নয়। আমার মতে তারা সন্ত্রাসীদের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। ইসলামী সংস্কার একটি ধোঁয়ার পর্দা।

তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী এরদোগান সত্য কথা বলেছেন, যিনি পশ্চিমা বিশ্বে তার নিজের দল একেপিকে বর্ণনা করার জন্য প্রায়শই ব্যবহৃত "মধ্যপন্থী ইসলাম" শব্দটির নিন্দা করেছেন এবং বলেছেন, "এই বর্ণনাগুলি খুবই কুৎসিত, এটি তীব্র এবং আমাদের ধর্মের প্রতি অপমানজনক। কোন মধ্যপন্থী বা অমর ইসলাম নেই। ইসলাম ইসলামই এবং এটাই।"[474]

যদিও ইসলামী দেশগুলিতে যারা মধ্যপন্থার কথা বলেন তাদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়, পশ্চিমা দেশগুলিতে একই কাজ করা প্রতারণা। প্রথমত, পশ্চিমা বিশ্বে সত্য কথা বলার স্বাধীনতা রয়েছে এবং দ্বিতীয়ত, মুসলমানদেরই বিশ্বাস করতে হবে যে ইসলাম মধ্যপন্থী এবং সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করা বন্ধ করতে হবে; অমুসলিমদের সত্যটি জানা দরকার।

তথাকথিত "মধ্যপন্থী" মুসলিমরা তাদের জিহাদি সহ–ধর্মাবলম্বীদের নীরব সহযোগী। ইসলামের প্রতি তাদের আনুগত্যই এই বিশ্বাসকে দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মে পরিণত করে এবং এটিকে বৈধতা দেয়। ফলাফল হল একটি নরকীয় সমাজ যেখানে পুনরুদ্ধারের খুব কম আশা রয়েছে, যেখানে সবাই আত্মহত্যা করে, এবং কেউ জানে না কীভাবে নিজেকে মুক্ত করতে হয়। বিদ্রূপাত্মকভাবে, তারা যত বেশি আত্মঘাতী হয়, তত বেশি তারা তাদের বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকে।

যদি আমরা একটি বশ্যতাপূর্ণ শান্তিপূর্ণ ভঙ্গি গ্রহণ করি–এ–মুসলমানদের ক্ষেত্রে, তারা সাহস পাবে এবং আমরা হেরে যাব। আমরা আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের গণতন্ত্র, আমাদের সভ্যতা এবং জ্ঞানার্জনের পর থেকে মানবতা যা অর্জন করেছে তার সবকিছুই হারাবো। বিজ্ঞান একটি অস্পষ্ট ধর্মের দাসত্বে আবদ্ধ হবে এবং বিশ্ব তালেবানীকরণের জলাভূমিতে ডুবে যাবে।

এখানেই গল্পের শেষ হবে না। যেহেতু মুসলমানরা যুদ্ধ ছাড়া তাদের মতবিরোধ সমাধানের আর কোন উপায় জানে না, তাই শেষ পর্যন্ত ইসলামী বিশ্বে সবাই একে অপরের সাথে লড়াই করবে এবং বিশ্বব্যাপী গণহত্যা হবে। বিশ্বের পারমাণবিক অস্ত্রের মজুদ মুসলমানদের হাতে থাকায়, আপনি কল্পনা করতে পারেন মানবজাতির ভবিষ্যৎ কী হবে।

মুসলমানরা একে অপরকে হত্যা করতে শুরু করবে কারণ তারা একে অপরকে ধর্মদ্রোহী মনে করবে। গাজায় যা ঘটছে তা এর একটি ভালো উদাহরণ। এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের মুসলমানরা ইসরায়েলের সাথে চিরস্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত। ইতিমধ্যে, তারা খ্রিস্টানদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে এবং অসংখ্য দলে বিভক্ত হয়ে একে অপরের সাথে লড়াই করছে।

মুসলমানরা হাজার হাজার দলে বিভক্ত। তারা সবাই একে অপরের প্রতি বিদ্বেষী, একে অপরকে হত্যা করে এবং একে অপরকে কাফির ও ধর্মদ্রোহী বলে অভিহিত করে। মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার একমাত্র উপায় হল অমুসলিমদের, বিশেষ করে ইহুদিদের প্রতি তাদের ঘৃণা।

যদি ইসলাম বিশ্ব জয় করে, তাহলে আমরা এখানেই এগোচ্ছি: অবিরাম যুদ্ধ এবং মানবজাতির নিশ্চিত ধ্বংস।

মুসলমানদের মধ্যে এই বিভাজন পরিকল্পিত বলে মনে হচ্ছে। যেন মুহাম্মদ চেয়েছিলেন তাঁর অনুসারীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ুক, একে অপরের সাথে লড়াই করুক এবং হত্যা করুক। মুসলমানরা ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং সূরা ৩:১০৩ উদ্ধৃত করবে যেখানে মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের উপদেশ দিচ্ছেন: "তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধরো এবং বিভক্ত হয়ো না।" মুহাম্মদ সম্ভবত এটাই আশা করেছিলেন। তবে, তাঁর প্রজ্ঞার অভাবের কারণে তিনি তাঁর অনুসারীদের মধ্যে অনৈক্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনানে (৩:৪৫৮০, ইংরেজি সংস্করণ) মুসলমানদের ৭৩টি দলে বিভক্ত করার বিষয়ে একটি হাদিস উদ্ধৃত করেছেন। "মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর রাসূল আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন: 'সাবধান! (তোমাদের) পূর্বে আহলে কিতাবরা ৭২টি দলে বিভক্ত ছিল, আর এই সম্প্রদায় ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে, তাদের মধ্যে ৭২টি দল জাহান্নামে যাবে এবং তাদের মধ্যে একটি দল জান্নাতে যাবে।'"

এই হাদিসটি অন্যরাও বর্ণনা করেছেন। এটি একটি বিশুদ্ধ হাদিস। এর তাৎপর্য স্পষ্ট। এর অর্থ হল, মুসলমানরা অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হবে এবং যেহেতু একটি ছাড়া বাকি সবাই মিথ্যা, তাই একটি ছাড়া বাকি সবাই ধর্মদ্রোহী। ধার্মিক মুসলমানদের ধর্মদ্রোহীদের সাথে কীভাবে আচরণ করা উচিত? এটিও নির্ধারিত। ধর্মদ্রোহীকে হত্যা করতে হবে।

কিন্তু এই ৭৩টি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনটি সঠিক? এটা নির্ভর করে আপনি কাকে জিজ্ঞাসা করছেন তার উপর। যখন প্রতিটি মুসলিম বিশ্বাস করে যে তারা সঠিক পথে আছে এবং যারা তার সাথে দ্বিমত পোষণ করে তারা ধর্মদ্রোহী, তখন কি মুসলমানদের একে অপরের সাথে যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক নয়?

সত্য হলো ইসলাম হাজার হাজার সম্প্রদায়ে বিভক্ত। আমি অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করি না, তবে তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক শয়তান বাস্তব এবং মানবজাতিকে ধ্বংস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইসলামের মতো ধর্ম আবিষ্কার করে মানুষকে একে অপরকে হত্যা করতে বাধ্য করার চেয়ে তার আর কী ভালো উপায় থাকতে পারে?

অন্য যেকোনো কারণে যতটা প্রাণহানি হয়েছে, ইসলামের কারণে তার চেয়ে বেশি প্রাণহানি হয়েছে। হিটলারের উন্মাদনার কারণে যদি পঞ্চাশ মিলিয়ন মানুষ মারা যায়, তাহলে মুহাম্মদের কারণে কোটি কোটি মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। হিটলারের যন্ত্রণা ইতিহাস। ইসলামের ক্ষত থেকে ১,৪০০ বছর ধরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

ইসলামের প্রধান শিকার হলো এর বিশ্বাসীরা। তাদের মন কুসংস্কারে ভরা, তাদের হৃদয় ঘৃণায় কঠিন, তাদের জীবন দুঃখ–কষ্টে জর্জরিত, এবং তাদের মস্তিষ্ক নরকের ভয়ে অচল। তারা পৃথিবীর সবচেয়ে করুণ মানুষ, তবুও তারা বিশ্বাস করে যে অন্যরা তাদের ঈর্ষা করে।

একজন শিক্ষিত মুসলিম মহিলা যিনি ইসলাম ত্যাগ করেছিলেন এবং এই বইয়ের পূর্ববর্তী সংস্করণে উপরের অংশটি পড়ার পর তার স্বামীকে একই কাজ করতে উৎসাহিত করেছিলেন, তিনি নিম্নলিখিতটি লিখেছেনঃ

> একবার আমরা আমার ভাইয়ের পরিবারে গিয়েছিলাম। তারা সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তাদের সন্তানরা বাবা–মাকে সম্মান করে। তাদের খুব কমই কোনও বিষয়ে তীব্র বিতর্ক হয়। তারা সামাজিক ও আর্থিকভাবে স্থিতিশীল এবং সুস্থ – একটি আদর্শ নিখুঁত পরিবার। তাদের কথা ভেবে, আমি কীভাবে ধারণা করতে পারি যে তারাই হতে পারে যাদের আপনি এখানে বর্ণনা করেছেন? আমার ভাই এবং তার পরিবারের জন্য ঘৃণায় ভরা হৃদয় থাকা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল, যতক্ষণ না আমরা শুনলাম যে ২০০ জন জিহাদির একটি দল তিনজন আহমদীকে হত্যা করেছে। যখন আমরা নিরীহ মানুষের হত্যা সম্পর্কে তার মতামত জিজ্ঞাসা করি, তখন তার প্রতিক্রিয়া ইসলামের প্রতি আমার ঘৃণা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং আপনার কথার সত্যতা নিশ্চিত করে। তিনি বলেন যে এটি জিহাদিদের ভুল নয়; এটি ছিল ক্ষতিগ্রস্তদের দোষ দেওয়া, কারণ তারা ইসলামের সেই অত্যন্ত মহৎ নীতিগুলিকে উপেক্ষা করেছিল। যদিও সহিংসতা অগ্রহণযোগ্য ছিল, তিনি বলেন, এই পরিস্থিতিতে মুসলমানদের ক্রোধ বোধগম্য। একই সুর তার স্ত্রী, তার সন্তান, আমার সহকর্মী এবং এমনকি জাতীয় মানবাধিকার কমিটির একজন সদস্য সহ টিভিতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের কাছ থেকেও এসেছে। আমাদের রাষ্ট্রপতি এই হামলার নিন্দা করেছেন, কিন্তু তিনিও আহমদীদের নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করার জন্য দোষারোপ করেছেন। (মূলধারার মুসলমানরা আহমদীদের ধর্মদ্রোহী বলে মনে করে।)

"জিহাদঃ ভুলে যাওয়া বাধ্যবাধকতা" শীর্ষক একটি নিবন্ধ, যা বেশ কয়েকটি ইসলামিক সাইটে গুগল অনুসন্ধানের মাধ্যমে পাওয়া যায়, তাতে লেখা আছেঃ

> **প্রভিশন, বর্শার ছায়ার নিচে:** ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আমার জীবিকা আমার বর্শার ছায়াতলে, আর যে আমার আদেশ অমান্য করবে সে লাঞ্ছিত হবে।" (বুখারী, পৃ. ৪০৮, খণ্ড ১) এই হাদিসে বর্শার ফজিলত উল্লেখ করা হয়েছে এবং আমাদের জানানো হয়েছে যে নবী (সাঃ) এর জীবিকা ও জীবিকা বর্শার (জিহাদের) মধ্যেই নিহিত। এই কারণেই মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে, সর্বোত্তম উপার্জন হলো যুদ্ধের গনীমত এবং এই হাদিস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এই উম্মতের জন্য গনীমত হালাল করা হয়েছে। দ্রষ্টব্যঃ হাদিসে "কু'রদের জন্য অবমাননা" শব্দটির অর্থ জিজিয়া (ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের – যিম্মিদের – জন্য ধার্য করা একটি ছোট কর) প্রদান করা। (ফাতহুল বারী, পৃ. ১১৬, খণ্ড ২)

উপরোক্ত ঘটনাটি মুসলিমদের মধ্যে নীতিবোধের চরম অভাবের স্পষ্ট প্রমাণ। একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে মুহাম্মদ ডাকাতির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। ফলস্বরূপ মুসলিম পণ্ডিত এবং মুহাদ্দিসরা (হাদিসের সংগ্রাহক) এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে লুণ্ঠন জায়েজ এবং ডাকাতি থেকে প্রাপ্ত উপার্জনই সর্বোত্তম। আজ, মুসলমানরা দুঃখ প্রকাশ করে যে জিহাদের বাধ্যবাধকতা ভুলে গেছে এবং তাদের উচিত লুণ্ঠন করে এবং অমুসলিমদের জিজিয়া দিতে বাধ্য করে জীবিকা নির্বাহ করা। এটাই প্রকৃত ইসলাম। এটি পরিবর্তন করা যায় না কারণ এটি মুহাম্মদের সুন্নাহ।

নিজের ধর্মান্তর সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই ভদ্রমহিলা লিখেছেন, "আপনার লেখাগুলো পড়ার পর, আমি ভীষণ বিভ্রান্ত এবং বিষণ্ন হয়ে পড়েছিলাম। আমি খুব ক্লান্ত এবং রেগে গিয়েছিলাম। আমার খারাপ লাগছিল। দিনরাত দুঃস্বপ্নের মধ্যে ছিলাম। আমি উন্মত্তভাবে অন্যান্য সম্পর্কিত উৎস খুঁজতে এবং পড়তে থাকি। আমি আমার স্বামীকে বলতে থাকি ইসলাম কতটা ঘৃণ্য। সে আমাকে পড়া বন্ধ করতে বলেছিল, কিন্তু আমি কীভাবে পারব? মানুষ কীভাবে এত দানবীয় হতে পারে তা বিশ্বাস করা কঠিন।"

ইসলাম মানুষকে অন্ধ করে। এটি তাদের মানবতা ধ্বংস করে। তবুও, যখন মুসলমানরা ইসলাম ত্যাগ করে তখন তারা রূপান্তরিত হয়। আমি অসংখ্য ইমেল পেয়েছি যারা আমাকে বলেছিল যে

ইসলাম ত্যাগ করার পর, তারা প্রথমবারের মতো মানবজাতিকে এক পরিবার হিসেবে দেখতে পেল। অবিশ্বাস এবং ঘৃণা রাতারাতি উধাও হয়ে গেল। এখন তারা অপরাধবোধ ছাড়াই সবাইকে ভালোবাসতে পারল। সবার মধ্যেই ভালো আছে। আলো আছে; এটি কেবল আবৃত। একবার আবরণ সরে গেলে, এটি আবার জ্বলে উঠবে।

এই মহিলা বললেন যে তিনি ১০০০ জন ছাত্রের দায়িত্বে আছেন। যদিও খোলাখুলি কথা বলা তার পক্ষে অসম্ভব, তবুও তিনি তাদের তরুণ মনে কৌতূহলের বীজ বপন করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এটা দুর্দান্ত, কিন্তু যদিও তাকে গোপনে এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এটি করতে হচ্ছে, মোল্লারা লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে তাদের ঘৃণা এবং অজ্ঞতা অবাধে ছড়িয়ে দিতে পারে।

মুসলিম সমাজগুলো অকার্যকর, তাদের দেশগুলো স্বৈরাচারী এবং তাদের জীবন ধ্বংসের মুখে। তাদের অস্বীকার বন্ধ করে এই বেদনাদায়ক সত্যের মুখোমুখি হওয়া তাদের উপর নির্ভর করে যে ইসলামই তাদের দুর্দশার মূল কারণ।

অমুসলিমরা নির্বোধতার জন্য দোষী। সত্যের চারপাশে আড়াল করে, যাতে তারা মুসলমানদের পাপড়ির মতো সংবেদনশীলতাকে নষ্ট না করে, তারা তাদের অজ্ঞ রাখার সহযোগী। যখন তারা ইসলামকে একটি বৈধ ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে, তখন তারা এটিকে বৈধতা দেয়।

অমুসলিমরা তাদের দেশে এই ধর্মের অবাধ প্রচারের অনুমতি দিয়েছে। ইসলাম অন্য কোনও ধর্ম বা ব্যবস্থাকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেয় না। এর লক্ষ্য হল অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা এবং প্রতিটি জীবের জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়া। কীভাবে এমন জিনিস সহ্য করা যেতে পারে?

পশ্চিমা দেশগুলিতে উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে মুসলিম অভিবাসীরা তাদের ঢেউয়ে ভরে উঠছে। অদূরদর্শী এবং নীতিহীন রাজনীতিবিদরা তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য পিছনের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। কেউ কেউ "ব্লাসফেমি আইন" সমর্থন করার মতো পদক্ষেপও নিয়েছেন এবং ইসলামের সমালোচকদের বিচারের জন্য আইন পাস করেছেন।

অভিবাসন এবং মুসলিমদের উচ্চ জন্মহারের কারণে, পশ্চিমে তাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমগ্র জলরাশি

সমুদ্র জাহাজের ভেতরে না ঢুকলে তা ডুবাতে পারে না। একইভাবে, ইসলামী দেশগুলিতে মুসলিমদের বিশাল জনসংখ্যা বিশ্বের জন্য খুব কম হুমকি। কিন্তু পশ্চিমে তাদের বৃদ্ধি মানবজাতির জন্য একটি গুরুতর হুমকি। যদি মুসলমানরা তাদের নিজস্ব দেশে সংখ্যাবৃদ্ধি করে তবে তারা কেবল দরিদ্র হয়ে পড়বে। তারা একে অপরের সাথে লড়াই করবে এবং দুর্বল হয়ে পড়বে। তারা কেবল নিজেদের ক্ষতি করতে পারবে। অবশেষে, তারা ইসলাম ত্যাগ করবে, যেমনটি বেশিরভাগ ইরানি করেছে। তবে, পশ্চিমে তাদের বর্ধিত সংখ্যা গণতন্ত্রকে দুর্বল করবে এবং এর অর্থ মানব সভ্যতার মৃত্যু।

যদি পশ্চিমা সভ্যতার পতন হয়, তাহলে মানবতা আবার এমন এক অন্ধকার যুগে ফিরে যাবে যেখান থেকে আর কোন পুনরুদ্ধার হবে না। এটি মানবজাতির জন্য সবচেয়ে গুরুতর হুমকি। হিটলার যদি যুদ্ধে জয়ী হতেন, তাহলে তার সন্ত্রাসের রাজত্ব বেশি দিন টিকতে পারত না। রাশিয়ায় কমিউনিজমের পতনের মতোই এর পতন হত। কিন্তু ইসলামের সন্ত্রাসের রাজত্ব অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থায়ী হতে পারে।

পশ্চিমা বিশ্বের মুসলিমরা তাদের সহ-ধর্মীয়দের তুলনায় অনেক বেশি "ধর্মপ্রচারক" এবং জঙ্গি। গণতন্ত্র তাদের উগ্র হওয়ার জন্য একটি উর্বর ভূমি প্রদান করে। বেশিরভাগ ইসলামী দেশে উগ্রপন্থী মুসলিমদের কারাগারে বন্দী করা হয়, অন্যদিকে পশ্চিমা বিশ্বে তারা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়।

যারা মনে করে যে দয়া মুসলিমদের হৃদয় ও মন জয় করতে পারে তারা মারাত্মক ভুলের মধ্যে রয়েছে। যতটুকু দয়াই হোক না কেন, মুসলমানদের হৃদয়কে নরম করতে পারবে না এবং অমুসলিমদের প্রতি তাদের সহানুভূতিশীল করে তুলতে পারবে না। তাদের ঘৃণা তাদের বিশ্বাসের গভীরে প্রোথিত।

২১ বছর বয়সী ফিলিস্তিনি নারী উল ওয়াফা সামির ইসরায়েলে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন। দূর থেকে ইসরায়েলি রক্ষীরা যখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল, তখন নিরাপত্তা ক্যামেরা তার উপর লাগানো ছিল। তার কাছে একটি মেডিকেল সার্টিফিকেট এবং ইসরায়েলে প্রবেশের জন্য একটি পাস ছিল। দেড় বছর আগে ওয়াফা তার বাড়িতে গ্যাসের ক্যানিস্টার বিস্ফোরণে আহত হয়েছিলেন। গাজায় চিকিৎসার ফলে তার অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। তাই ইসরায়েল তাকে তার পোড়া চিকিৎসার জন্য বেয়ারশেবার সোরোকা হাসপাতালে চিকিৎসার অনুমতি দেয়। এই

যখন ওয়াফা চিকিৎসার জন্য আসছিল না। তার উরুতে ১০ কেজি বিস্ফোরক আটকানো ছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল তার ডাক্তার, নার্স এবং হাসপাতালের অন্যান্য রোগীদের হত্যা করা। তল্লাশির সময়, সে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় এবং নিজেকে উড়িয়ে দেয়। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ইউটিউবে দেখা যাবে। তার নাম অনুসন্ধান করুন। যারা ইসলামের ইতিহাস পড়েন তারা জানেন যে প্রাথমিক মুসলিমরা তাদের বন্ধুদের হত্যা করার জন্য গর্বিত ছিল। ইসলাম তাদের হৃদয় পরিবর্তন করেছিল। মুসলমানদের প্রতি দয়া দেখানো এই আশায় যে তারা প্রতিদান দিতে পারে, ইসলামের অজ্ঞতাকে মিথ্যা বলে।

ইসলাম কি গণতন্ত্র এবং পাশ্চাত্য মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? আমাদের মধ্যে মুসলমানরা বেড়ে উঠলে আমরা কি নিরাপদ থাকব? বহুসংস্কৃতিবাদের অর্থ কি এই যে, যেসব মতাদর্শ প্রকাশ্যে অন্যান্য সংস্কৃতি, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, তাদেরও স্বাগত জানানো উচিত?

বহুসংস্কৃতিবাদ ধরে নেয় যে প্রতিটি সংস্কৃতিরই মূল্যবান কিছু আছে। এটি ধরে নেয় যে সমস্ত সংস্কৃতিই সম্প্রীতির সাথে সহাবস্থান করতে পারে এবং তারা সকলেই একই রকম। ইসলামের এমন বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় তৈরির প্রমাণ রয়েছে যা প্রায়শই, যদি সবসময় না হয়, তবে তাদের চারপাশের লোকদের সাথে বিরোধী এবং দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। ইসলাম কোনও সংস্কৃতি নয়, এবং এটি অন্যান্য সংস্কৃতির সাথে অর্থপূর্ণ একীকরণেও সক্ষম নয়। এটি এমন একটি বিশ্বাস ব্যবস্থা যা ঘৃণা প্রচার করে। এটি নাৎসিবাদের চেয়ে আলাদা নয়। নাৎসিবাদকে একটি বৈধ আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার এবং এর অনুশীলন এবং বিস্তারকে অনুমতি দেওয়ার কোনও লাভ আছে কি? আমাদের কি এমন মতবাদের প্রতি সহনশীল হওয়া উচিত যা অসহিষ্ণু, বৈষম্য প্রচার করে, ঘৃণা উস্কে দেয় এবং সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত করে? আমাদের দেশে যখন সেই বিশ্বাসের মূলনীতিগুলিই আমাদের পরাধীনতার আহ্বান জানায় তখন একটি বিশ্বাস ব্যবস্থাকে বিকশিত হতে দেওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত?

ইসলাম কোন সংস্কৃতি নয়। এটি এমন একটি মতবাদ যা সকল সংস্কৃতিকে একীভূত করার লক্ষ্য রাখে। এটি ধর্মের রংধনুর অন্য কোন রঙ নয়। এটি রাতের অন্ধকার শূন্যতা যা সমস্ত রঙকে গ্রাস করতে চায়।

যদি কোন সংস্কৃতিকে রক্ষা করার প্রয়োজন হয়, তাহলে তা হলো পশ্চিমা হেলেনো-খ্রিস্টান সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিই বিলুপ্তির মুখোমুখি। এই সংস্কৃতির জন্যই আমরা জ্ঞানার্জন, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের দ্বায়ী। এগুলোই আমাদের আধুনিক বিশ্বের ভিত্তি। এই সংস্কৃতিকে রক্ষা না করা হবে এক ভয়াবহ ভুল। যদি আমরা কিছু না করি, তাহলে আমরা এমন এক ভবিষ্যতের মুখোমুখি হব যেখানে গণতন্ত্র এবং সহনশীলতা ম্লান হয়ে যাবে এবং ইসলামের আদিম প্রবৃত্তি মানবতাকে বশীভূত করবে।

সকল সংস্কৃতি সমানভাবে তৈরি করা হয় না। যে "সংস্কৃতি" নারী ও সংখ্যালঘুদের উপর অধীনতা প্রতিষ্ঠার পক্ষে, সেই "সংস্কৃতি" সকল মানুষের সমতা প্রতিষ্ঠার পক্ষে সমান নয়। ইসলাম হল সংস্কৃতির বিপরীত। এটি বর্বরতা এবং অভদ্রতা। ইসলামী সভ্যতা একটি অপ্রয়োজনীয় ঘটনা, অন্যদিকে ইসলামী সন্ত্রাসবাদ হল অপ্রয়োজনীয়তা। আমাদের স্বাধীনতা এবং আধুনিক সভ্যতার জন্য আমরা পশ্চিমা সংস্কৃতির কাছে ঋণী। এই সংস্কৃতিই এখন আক্রমণের মুখে এবং এর সুরক্ষা প্রয়োজন।

ডঃ পিটার হ্যামন্ড তার বই "স্লেভারি, টেররিজম অ্যান্ড ইসলামঃ দ্য হিস্টোরিক্যাল রুটস অ্যান্ড কনটেম্পোরারি থ্রেট"-এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, যখন একটি দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক মুসলিম তাদের তথাকথিত "ধর্মীয় অধিকার"-এর জন্য আন্দোলন করে, তখন কীভাবে ইসলামীকরণ ঘটে।

যখন রাজনৈতিকভাবে সঠিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজ তাদের 'ধর্মীয় অধিকারের' জন্য 'যুক্তিসঙ্গাত' মুসলিম দাবিতে সম্মত হয়, তখন তারা অন্যান্য উপাদানগুলিকেও টেবিলের নীচে পায়। এটি কীভাবে কাজ করে তা এখানে (শতাংশ উৎস CIA: The World Fact Book (2007))।

যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম জনসংখ্যা যেকোনো দেশের ১% এর কাছাকাছি থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে শান্তিপ্রিয় সংখ্যালঘু হিসেবে বিবেচনা করা হবে, কারো জন্য হুমকি হিসেবে নয়। প্রকৃতপক্ষে, তাদের রঙিন স্বতন্ত্রতার জন্য স্টেরিওটাইপ করা নিবন্ধ এবং চলচ্চিত্রে তাদের দেখানো হতে পারে। (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র —১.০%; অস্ট্রেলিয়া —১.৫%; কানাডা —১.৯%;
চীন —১%-২%; ইতালি —১.৫%; নরওয়ে —১.৮%)

২% এবং ৩% হারে তারা অন্যান্য জাতিগত সংখ্যালঘু এবং বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী থেকে ধর্মান্তরিত হতে শুরু করে, কারাগার এবং রাস্তার মধ্য থেকে প্রধানত নিয়োগ করা হয়।

গ্যাং। (ডেনমার্ক —২%; জার্মানি —৩.৭%; যুক্তরাজ্য —২.৭%; স্পেন —৪%; থাইল্যান্ড —৪.৬%)

৫% থেকে তারা তাদের জনসংখ্যার শতাংশের অনুপাতে অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করবে। তারা হালাল (ইসলামী মানদণ্ড অনুসারে পরিষ্কার) খাবার প্রবর্তনের জন্য চাপ দেবে, যার ফলে মুসলমানদের জন্য খাদ্য তৈরির কাজ নিশ্চিত হবে। তারা সুপারমার্কেট চেইনগুলিকে তাদের তাকগুলিতে এটি প্রদর্শনের জন্য চাপ বৃদ্ধি করবে – সেই সাথে মেনে না চলার হুমকিও দেবে। (ফ্রান্স –৮%; ফিলিপাইন –৫%; সুইডেন –৫%; সুইজারল্যান্ড –৪.৩%; নেদারল্যান্ডস –৫.৫%;
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো —৫.৮%)
এই মুহূর্তে, তারা ক্ষমতাসীন সরকারকে শরিয়া, ইসলামী আইনের অধীনে নিজেদের শাসন করার অনুমতি দেওয়ার জন্য কাজ করবে। ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য বিশ্বকে ধর্মান্তরিত করা নয় বরং সমগ্র বিশ্বে শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করা।

যখন মুসলিমরা জনসংখ্যার ১০% এ পৌঁছাবে, তখন তারা তাদের অবস্থার অভিযোগের জন্য অনাচার বৃদ্ধি করবে (প্যারিস – গাড়ি পোড়ানো)। ইসলামের অবসান ঘটায় এমন যেকোনো অমুসলিম কর্মকাণ্ড বিদ্রোহ এবং হুমকির সৃষ্টি করবে (আমস্টারডাম–মোহাম্মদের কার্টুন)। (গায়ানা – ১০%; ভারত – ১৩.৪%; ইসরায়েল – ১৬%; কেনিয়া – ১০%; রাশিয়া – ১০–১৫%)

২০% পৌঁছানোর পর, দাঙ্গা, জিহাদ মিলিশিয়া গঠন, বিক্ষিপ্ত হত্যাকাণ্ড এবং গির্জা ও সিনাগগে আগুন লাগার আশঙ্কা করা হচ্ছে। (ইথিওপিয়া — মুসলিম ৩২.৮%)

৪০% এ আপনি ব্যাপক গণহত্যা, দীর্ঘস্থায়ী সন্ত্রাসী হামলা এবং চলমান মিলিশিয়া যুদ্ধ দেখতে পাবেন। (বসনিয়া —৪০%; চাদ —৫৩.১%; লেবানন —৫৯.৭%)

৬০% থেকে আপনি অবিশ্বাসী এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপর নিরবচ্ছিন্ন নির্যাতন, বিক্ষিপ্ত জাতিগত নির্মূল (গণহত্যা), শরিয়া আইনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার এবং কাফেরদের উপর আরোপিত জিজিয়া কর আশা করতে পারেন। (আলবেনিয়া —৭০%; মালয়েশিয়া —৬০.৪%; কাতার
—৭৭.৫%; সুদান —৭০%)

৮০% এর পরে রাষ্ট্র পরিচালিত জাতিগত নির্মূল এবং গণহত্যা আশা করে। (বাংলাদেশ —৮৩%; মিশর —৯০%; গাজা —৯৮.৭%; ইন্দোনেশিয়া —৮৬.১%; ইরান —৯৮%; ইরাক —৯৭%;
জর্ডান —৯২%; মরক্কো —৯৮.৭%; পাকিস্তান —৯৭%; ফিলিস্তিন —৯৯%; সিরিয়া —৯০%;
তাজিকিস্তান —৯০%; তুরস্ক —৯৯.৮% সংযুক্ত আরব আমিরাত —৯৬%

১০০% 'দার–এস–সালাম' – ইসলামিক শান্তির ঘর – শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে – কারণ সকলেই মুসলিম, তাই শান্তি থাকার কথা।

(আফগানিস্তান – ১০০%; সৌদি আরব – ১০০%; সোমালিয়া – ১০০%; ইয়েমেন – ৯৯.৯%)

অবশ্যই, ব্যাপারটা তা নয়। তাদের রক্তপিপাসা মেটানোর জন্য, মুসলিমরা তখন বিভিন্ন কারণে একে অপরকে হত্যা শুরু করে।

এটা আবারও বলা উচিত: মুসলিম জনসংখ্যার বিস্ফোরণ বিশ্বের জন্য হুমকি নয়। বিপদ তখনই হয় যখন তারা অমুসলিম দেশগুলিতে অভিবাসন করে, একীভূত হতে অস্বীকৃতি জানায় এবং ইসলামকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করে। পশ্চিমা বিশ্ব এবং মানব সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্য, মুসলিম অভিবাসন বন্ধ করা, শরিয়া নিষিদ্ধ করা এবং যাদের একীভূত হওয়ার কোনও ইচ্ছা নেই তাদের, তাদের বাবা–মা বা দাদা–দাদীদের, যেখানে তারা এসেছেন, সেখানে ফেরত পাঠানো অপরিহার্য।

মুসলিমরা পশ্চিমা দেশগুলিকে তাদের বলে মনে করে না, এমনকি যখন তারা সেখানে জন্মগ্রহণ করে। যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী পাকিস্তানি শিশুরা, এমনকি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রজন্মও, এখনও নিজেদের পাকিস্তানি বলে মনে করে। এটি সকল মুসলমানের জন্য সত্য। অমুসলিমদের দ্বারা শাসিত দেশের প্রতি মুসলমানরা আনুগত্য রাখতে পারে না। তাদের অবশ্যই সেখানে ফেরত পাঠানো উচিত যেখানে তারা তাদের নিজস্ব বলে মনে করে।

সংখ্যালঘু বিধি

পশ্চিমা বিশ্বে মুসলিমরা এখনও একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু। কিন্তু তা দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে। বাস্তবে ইসলামের প্রভাবশালী ধর্ম হয়ে ওঠা সম্ভব।

আমেরিকার প্রাচীনতম প্রযুক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়, রেনসেলার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে যখন জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশের মধ্যে একটি অটল বিশ্বাস থাকে, তখন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাদের বিশ্বাস সর্বদা গ্রহণ করবে।

রেনসেলারের সোশ্যাল কগনিটিভ নেটওয়ার্কস একাডেমিক রিসার্চ সেন্টার (SCNARC)–এর সদস্য বিজ্ঞানীরা গণনামূলক এবং বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করে সেই বিন্দু আবিষ্কার করেছেন যেখানে সংখ্যালঘু বিশ্বাস সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতে পরিণত হয়। এই আবিষ্কারের ফলে উদ্ভাবনের বিস্তার থেকে শুরু করে রাজনৈতিক আদর্শের আন্দোলন পর্যন্ত সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার অধ্যয়ন এবং প্রভাবের উপর প্রভাব রয়েছে।[475]

"যখন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মতামতধারীর সংখ্যা ১০ শতাংশের নিচে থাকে, তখন ধারণার প্রসারে কোনও দৃশ্যমান অগ্রগতি হয় না। এই আকারের গোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পৌঁছাতে আক্ষরিক অর্থেই মহাবিশ্বের বয়সের সাথে তুলনীয় সময় লাগবে," বলেছেন SCNARC পরিচালক, রেনসেলারের ক্লেয়ার এবং রোল্যান্ড স্মিট বিশিষ্ট অধ্যাপক বোলেসল সিমানস্কি। "একবার এই সংখ্যা ১০ শতাংশের উপরে বেড়ে গেলে, ধারণাটি আগুনের শিখার মতো ছড়িয়ে পড়ে।"[476]

এই গবেষণার ফলাফলগুলি ২২ জুলাই, ২০১১ তারিখে ফিজিক্যাল রিভিউ জার্নালের প্রথম দিকের অনলাইন সংস্করণে "প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সংখ্যালঘুদের প্রভাবের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্যমত্য" শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। গবেষণাটি দেখায় যে কীভাবে একটি জনসংখ্যার মধ্যে প্রচলিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত দ্রুত বিপরীত হতে পারে, এলোমেলোভাবে বিতরণ করা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এজেন্টদের একটি ছোট অংশ দ্বারা যারা ধারাবাহিকভাবে বিরোধী মতামতকে ধর্মান্তরিত করে এবং প্রভাব থেকে মুক্ত।

ইসলাম ধর্মান্ধতাকে উৎসাহিত করে। প্রায় প্রতিটি মুসলিমই ধর্মান্তরিত। সবচেয়ে উদারপন্থী মুসলিমের কাছে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে কিছু বললে সে হঠাৎ করেই তোমার শিরশ্ছেদ করতে চাইবে। অন্য যেকোনো ধর্মের অনুসারীদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বেশি। এই কারণেই ইসলাম ছড়িয়ে পড়ছে। এর কোনও গুণ আছে বলে এটি ছড়িয়ে পড়ছে না। এটি ছড়িয়ে পড়ছে কারণ মুসলমানরা এতে ধর্মান্ধভাবে বিশ্বাসী। তাদের বিশ্বাস অন্যদের বিশ্বাস করায়। ধর্মান্ধতা সংক্রামক।

ইসলামকে থামাতে হলে আমাদের প্রয়োজন বিপুল সংখ্যক মানুষ – লক্ষ লক্ষ – যারা একই ধর্মীয় উৎসাহে এর বিরোধিতা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যেমন

মুসলমানরা এর প্রসারে অবদান রেখেছে। উপরোক্ত গবেষণাটি নতুন, কিন্তু আমি সহজাতভাবেই জানতাম যে ইসলামকে থামাতে হলে আমাদের নিবেদিতপ্রাণ যোদ্ধাদের একটি সেনাবাহিনীর প্রয়োজন। স্বাধীনচেতা এবং উষ্ণ মতবিরোধ কেবল আমাদের নিজেদের পরাজয়ের দিকে নিয়ে যাবে। স্বাধীনতাপ্রেমী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সকল ধর্মের এবং ধর্মবিহীনদের তাদের পার্থক্য একপাশে রেখে নিষ্ঠার সাথে প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের বিরোধিতা করতে হবে।

এই যুদ্ধ সহিংসতার মাধ্যমে জেতা যাবে না, যদিও ইসলামী সহিংসতা জোর করে বন্ধ করা উচিত। হিংস্র লোকদের দিকে অন্য গাল ঘুরিয়ে দেওয়া একটি গুরুতর ভুল। তবে, ইসলাম বন্ধ করার একমাত্র উপায় হল এর সত্যতা ছড়িয়ে দেওয়া। এবং এর জন্য আমাদের নিবেদিতপ্রাণ যোদ্ধাদের প্রয়োজন।

রাজনৈতিকভাবে ইসলামকে পরাজিত করা

আমি এই বইটি দুটি লক্ষ্য মাথায় রেখে লিখেছি, মুসলমানদের সত্য বুঝতে সাহায্য করা, ইসলাম ত্যাগ করা, তাদের ঘৃণা ত্যাগ করা এবং মানবজাতির সাথে সহ-মানব হিসেবে যোগদান করা এবং বিশ্বকে ইসলামের হুমকি সম্পর্কে সতর্ক করা। ইসলাম নিষিদ্ধ করা আবশ্যক, কিন্তু আমরা কীভাবে একটি ধর্ম নিষিদ্ধ করতে পারি? গণতান্ত্রিক সমাজে বিশ্বাসের স্বাধীনতা কি নিশ্চিত নয়? এটি কি মানবাধিকারের ভিত্তি নয়? এটি কি আমাদের মুসলমানদের মতোই অসহিষ্ণু করে তুলবে না?

ইসলাম নিজেকে ধর্ম হিসেবে চিত্রিত করে এবং ধর্মীয় পরিভাষা ব্যবহার করে, কিন্তু এর লক্ষ্য হল বিশ্ব আধিপত্য। নাৎসিবাদ এবং কমিউনিজমের লক্ষ্যও একই। ইসলামের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগতিক এবং রাজনৈতিক। এর কথিত "আধ্যাত্মিক বার্তা" কেকের উপর বরফের মতো। যেহেতু ইসলামের চূড়ান্ত এজেন্ডা রাজনৈতিক, তাই এটিকে রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা উচিত। আমরা ইসলামের রাজনৈতিক দিক নিষিদ্ধ করতে পারি, এবং এটিই হবে ইসলামের সমাপ্তি। বিশ্ব আধিপত্যের রাজনৈতিক এজেন্ডা ছাড়া ইসলামের অস্তিত্বের কোন কারণ নেই।

ইসলাম আধিপত্য বিস্তারের কথা বলে। এর পদ্ধতি হলো বিশ্বাসীদের কর্মে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য অর্জনের জন্য লড়াই করার জন্য আগ্রহী করে তোলা। বেশিরভাগ মানুষ এই হুমকি সম্পর্কে অবগত নয়। এটি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য যা করতে হবে তা হল মুসলমানরা কী বলছে তা শোনা। তাদের প্রতিবাদের সময় তাদের প্ল্যাকার্ডগুলি পড়ুন। এগুলি হল দেয়ালের লেখা। স্বাধীনতা আজকের মতো আক্রমণের জন্য এতটা ঝুঁকিপূর্ণ কখনও ছিল না।

স্বাধীনতা বিনামূল্যে আসে না। পশ্চিমারা স্বাধীনতা উপভোগ করে কারণ তাদের পূর্বপুরুষরা ইসলামী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। যদি ক্রুসেডাররা পারস্য এবং মিশরীয়দের মতো তাদের দেশগুলিকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হত, তাহলে আজকের ইউরোপ মধ্যপ্রাচ্য এবং ইসলাম-আক্রান্ত বিশ্বের মতোই একটি ডিস্টোপিয়ান ভূমি হত।

ডাকাতরা ফিরে এসেছে, এবার অভিবাসী এবং অর্থনৈতিকভাবে উদ্বাস্তুদের ছদ্মবেশে। তারা ইসলামের ট্রোজান ঘোড়া। যদি আমরা সময়মতো এই হুমকি দূর না করি, তাহলে আমাদের সবকিছু হারাতে হবে। বিপদ আসল এবং সময় ফুরিয়ে আসছে।

আমাদের সামনে তিনটি বিকল্প আছে। প্রথম বিকল্প হল কিছুই না করা। এর ফলে কয়েক দশকের মধ্যেই মুসলিমরা ইউরোপে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠবে। মুসলিম অভিবাসীরা গড়ে ইউরোপীয়দের তুলনায় চারগুণ বেশি সন্তান জন্ম দেয়। এই শিশুদের প্রায়শই তাদের আশ্রয়দাতাদের করের টাকায় লালন-পালন করা হয় এই আশায় যে তাদের "বিনিয়োগ" অবশেষে এই ছোট মুসলিমরা বড় হয়ে তাদের লালন-পালনের জন্য অর্থ প্রদানকারী পেনশনের জন্য অর্থ প্রদান করবে। এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। মুসলিমরা কখনই অমুসলিমদের সহায়তা করার জন্য অর্থ প্রদান করবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তারা দখল করবে, পেনশন পরিকল্পনা বাতিল করবে। অমুসলিমরা জিম্মিতে পরিণত হবে এবং তাদের মুসলিম শাসকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে। মাদ্রাসাগুলি মুসলিম শিশুদের মনে ঘৃণা ভরে দিচ্ছে। পশ্চিমারা তাদের নিজস্ব শত্রুদের লালন-পালন করছে।

সাধারণ কোকিল হলো একটি ব্রুড প্যারাসাইট। এই পাখিটি অন্য একটি ছোট প্রজাতির পাখির বাসায় ডিম পাড়ে। যখন ছানাগুলো জন্ম নেয়, তখন কোকিল ছানা তার পালিত ভাইবোনদের বাসা থেকে বের করে দেয় এবং তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, যার ফলে পালিত বাবা-মা তাদের পিতামাতার প্রবৃত্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় এবং এই খুনী বাচ্চাটিকে লালন-পালন করে। পশ্চিমা সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে যদি না এই পরজীবীদের অপসারণ করা হয়। পশ্চিমা দেশগুলিতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রজন্মের মুসলিমরা তাদের পিতামাতার তুলনায় বেশি উগ্রপন্থী।

দ্বিতীয় বিকল্প হলো, মুসলমানরা যখন শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত হয় এবং যখন তারা তাদের আশ্রয়দাতা দেশগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করে, তখন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। এটা হবে একটি পরাজিত লড়াই। সহিংসতার ক্ষেত্রে কেউ মুসলমানদের পরাজিত করতে পারে না। আমরা মানুষকে হত্যা করতে পারি না কারণ তাদের ধর্ম ভিন্ন। আমরা শিশুদের হত্যা করতে পারি না কারণ তাদের বাবা-মা মুসলিম। কিন্তু মুসলমানদের এই ধরণের কোনও দ্বিধা নেই। ভালো মুসলমানরা বিবেকের পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে শিশু সহ যেকোনো সংখ্যক অমুসলিমকে হত্যা করতে পারে। বেসলানের কথা মনে আছে? মুসলমান ছাড়া আর কেউ এত শিশুকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করতে পারত না।

১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ তারিখে, সিবিসি একটি পরিবেশগত জরিপের ফলাফল প্রকাশ করে। এই জরিপ অনুসারে, কানাডিয়ান মুসলিমদের ১২% বলেছেন যে বাতিল সন্ত্রাসী পরিকল্পনা - যার মধ্যে কানাডিয়ান প্রধানমন্ত্রীকে অপহরণ ও শিরশ্ছেদ করা এবং সংসদ ও সিবিসি উড়িয়ে দেওয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল - ন্যায্য। কানাডায় বসবাসকারী ৭০০,০০০ মুসলিমের ১২% মানে ৮৪,০০০ কানাডিয়ান মুসলিম সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে। ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ তারিখে, ইউকে টেলিগ্রাফ রিপোর্ট করেছে যে এমআই৫-এর মহাপরিচালক সতর্ক করেছেন যে ১,৬০০ জনেরও বেশি "চিহ্নিত ব্যক্তি" সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনায় সক্রিয়ভাবে জড়িত এবং কমপক্ষে ৩০টি সন্ত্রাসী পরিকল্পনায় জড়িত ২০০টি পরিচিত নেটওয়ার্ক রয়েছে। ধারণা করা হয় যে ষড়যন্ত্রে জড়িত ইসলামিক প্ররোচনার ব্রিটিশ নাগরিকের সংখ্যা ২০০০-এরও বেশি হতে পারে। অন্যান্য দেশে যেখানে একটি বৃহৎ মুসলিম সম্মেলন রয়েছে সেখানে পরিস্থিতি আলাদা নয়। মুহাম্মদের সুন্নাহ এবং মুসলিমদের আদর্শ

বিবেকের অভাব তাদের প্রতিপক্ষের উপর এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এই বিবেকের অভাবের কারণেই মুহাম্মদ এবং তাঁর কয়েকজন যোদ্ধা আরও বৃহত্তর, আরও উন্নত এবং উন্নত সাম্রাজ্যকে পরাজিত করেছিলেন। সভ্যতা এবং বর্বরতার সংঘর্ষ হলে, সর্বদা নিষ্ঠুর শক্তি জয়লাভ করে। ইতিহাস এমন ঘটনায় পরিপূর্ণ যেখানে বৃহৎ সাম্রাজ্যগুলি একদল তরবারিধারী এবং ডাকাত দ্বারা জয়লাভ করেছিল।

তৃতীয় বিকল্প হলো শরিয়া নিষিদ্ধ করা, মুসলিম অভিবাসন বন্ধ করা, যারা একীভূত হতে অস্বীকার করে তাদের বহিষ্কার করা এবং বাকস্বাধীনতা চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার আগে ইসলামের আদর্শিকভাবে লড়াই করা।

এটা সহজেই বোঝা যায় যে তৃতীয় বিকল্পটি আরও ভালো। আমাদের লড়াই অন্ধকারের বিরুদ্ধে। আমরা অন্ধকারের বিরুদ্ধে তরবারি বের করি না; আমরা আলো জ্বালিয়েছি। সত্য দিয়ে মিথ্যাকে পরাজিত করা যায়। ইসলামের বিরুদ্ধে সহিংসতার সাথে লড়াই করা মানে তাদের নিজ নিজ এলাকার মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। সহিংসতার ক্ষেত্রে মুসলিমদেরই প্রাধান্য। কেউ তার বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত ব্যক্তির মতো নির্মম হতে পারে না। সহিংসতা ইসলামের শক্তি, কিন্তু যুক্তি তার দুর্বলতা।

যদি ইসলাম আদর্শিকভাবে পরাজিত হয়, তাহলে প্রাক্তন মুসলিমরা এর বিরুদ্ধে যাবে। এই যুদ্ধে প্রাক্তন মুসলিমরা বিশ্বের সেরা মিত্র। তারা ইসলাম সম্পর্কে সত্য জানে, তারা স্বাধীনতার মূল্য বোঝে এবং তারা এটিকে রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এই যুদ্ধে জয়/জয় হবে। আমরা জয়ী কারণ আমরা শত্রুকে বন্ধুতে রূপান্তরিত করি, এবং মুসলমানরা তাদের দৈত্যকে পরাজিত করে মুক্ত হয়। রক্তপাতের কোন প্রয়োজন নেই। কোন গুলি চালানোর প্রয়োজন নেই। ইসলামকে ধ্বংস করে আমরা ঘৃণার উৎসকে নির্মূল করব।

পাছে আমার ভুল বোঝাবুঝি হয়, আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে আমি শান্তিবাদের প্রস্তাব দিচ্ছি না। অন্য গাল ঘুরিয়ে দিলে ধর্ষক সাহস পায়। মুসলমানরা শক্তির ভাষা বোঝে। যদি তোমার পায়ের কাছে না থাকে, তাহলে তারা তোমার গলার কাছে থাকবে। ইসলামী সহিংসতা এমন শক্তি দিয়ে বন্ধ করতে হবে যা মুসলমানদের জিহাদের সময় পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করবে।

মুসলমানদেরকে যখন তারা শক্তিশালী তখন জিহাদ করতে হবে এবং দুর্বল হলে হুদনা (যুদ্ধবিরতি) করতে হবে। ইমাম সুয়ুতি, ইতকান ফি 'উলুমুল-কুরআন (কুরআনের বিজ্ঞানের নিশ্চিততা) গ্রন্থে লিখেছেন: "মুসলমানরা শক্তিশালী না হওয়া পর্যন্ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধের আদেশ বিলম্বিত করা হয়েছিল, কিন্তু যখন তারা দুর্বল ছিল তখন তাদের ধৈর্য ধরতে এবং ধৈর্য ধরতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল।"[477]

মুসলমানরা সহনশীলতাকে দুর্বলতা হিসেবে দেখে। ইসলামী সহিংসতা কেবল শক্তি দিয়েই বন্ধ করা যেতে পারে। যখন আমাদের উপর আক্রমণ করা হয় তখন আমাদের অবশ্যই পাল্টা আক্রমণ করতে হবে। আমরা কখনই তুষ্টি দিয়ে মুসলমানদের হৃদয় ও মন জয় করতে পারব না। আমাদের লক্ষ্য কখনই তাদের হৃদয় জয় করা উচিত নয়। এটি কখনই ঘটবে না। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত তাদের অগ্রগতি বন্ধ করা এবং ইসলামকে নির্মূল করা। তবে, জোর করে ইসলামকে নির্মূল করা যাবে না। ইসলামকে নির্মূল করার একমাত্র উপায় হল সত্যকে সমুন্নত রাখা।

ইসলাম তদন্ত সহ্য করতে পারে না। এটি তাসের ঘরের মতো মিথ্যা দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। মুসলমানদের তুষ্টি এবং ডিমের খোসার উপর হাঁটা, যাতে আমরা তাদের ধর্মীয় সংবেদনশীলতাকে আঘাত করতে না পারি, যা সর্বদা খোলা ক্ষতের মতো টক থাকে, তাদের দুর্বলতা প্রকাশ করছে।

ভাকনিন বলেন: “নার্সিসিস্টিক বুলি প্রায়শই নিজের ইচ্ছায় চলে যায়... তার অপকর্ম উপেক্ষা করা হয়, তার অপব্যবহার সহ্য করা হয়। এর আংশিক কারণ হলো, নার্সিসিস্টরা চমৎকার মিথ্যাবাদী এবং তাদের যথেষ্ট থিস্পিয়ান দক্ষতা থাকে – এবং আংশিক কারণ হলো কেউই একজন গুণ্ডাদের সাথে ঝামেলা করতে চায় না, এমনকি যদি তার গুণ্ডামি শব্দ এবং অঙ্গভঙ্গির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।”[478] উপরে বর্ণিত বাক্যটি মুসলমানদের কত সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করে! তারা দাঙ্গা, মামলা ও হত্যার হুমকি দেয়, যারা ইসলামের সমালোচনা করার সাহস করে তাদের ভয় দেখানোর জন্য।

সহনশীলতা মানে অনুমোদন নয় এবং এটি একমুখী রাস্তাও নয়। যদি মুসলমানরা আমাদের কাছ থেকে সহনশীলতা চায়, তাহলে তাদের প্রথমে দেখাতে হবে যে তারা কোথায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। পশ্চিমে আমরা আরও একটি মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেওয়ার আগে তাদের সৌদি আরবে একটি গির্জা অনুমোদন করতে দিন। মুসলমানরা মক্কার কাছাকাছি কোনও অমুসলিমকে অনুমতি দেবে না এবং

মদীনাকে অপবিত্র মনে করা হয়, এবং এটি কুরআনের একটি নির্দেশ।

U এর মধ্যে পঞ্চম স্তম্ভ গুলি

ইসলাম সম্পর্কে সত্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। কারেন আর্মস্ট্রং এবং জন এসপোসিতোর মতো ইসলামিক সমর্থকরা ইসলামের একপেশে এবং প্রতারণামূলকভাবে গোলাপী চিত্র তুলে ধরার দায়িত্ব নিজেরাই নিয়েছেন। মূলধারার উদারপন্থী মিডিয়া তাদের বর্ণনা প্রচার করাকে আরও সুবিধাজনক বলে মনে করে।

অন্যদিকে, মুসলমানরা নিশ্চিত যে তারা ইউরোপ এবং পশ্চিমা বিশ্ব দখল করবে। ১৯৯৯ সালে, আর্চবিশপ গিউসেপ্পে বার্নার্ডিনি একজন মুসলিম নেতার সাথে তার একটি বক্তৃতা স্মরণ করেছিলেন: "আপনার গণতান্ত্রিক আইনের জন্য ধন্যবাদ, আমরা আপনাকে আক্রমণ করব," মুসলিম নেতা বার্নার্ডিনিকে বলেছিলেন। "আমাদের ধর্মীয় আইনের জন্য ধন্যবাদ, আমরা আপনাকে আধিপত্য করব।"[479]

ইসলামকে সমর্থনকারী অমুসলিমদের সম্পর্কে আমার সবসময় সন্দেহ থাকে। আমার বিশ্বাস করা কঠিন যে কোনও সৎ ব্যক্তি ঘৃণা ও সন্ত্রাসের এই বিশ্বাসের পক্ষে থাকবে, যদি না তারা অজ্ঞ হয়। পশ্চিমে অনেক রাজনীতিবিদ আছেন যারা ইসলামের প্রতি সমর্থনশীল। এই লোকদের সম্ভবত কেনা হয়। এর একটি উদাহরণ হলেন প্রাক্তন মার্কিন কংগ্রেসম্যান মার্ক ডি. সিলজান্ডার যিনি একজন উদ্যোগী ইভাঞ্জেলিক্যাল খ্রিস্টান হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেছিলেন এবং তারপরে "মুসলিম-খ্রিস্টান বিভেদ দূর করার জন্য" "এ ডেডলি মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং" নামে একটি বই লিখেছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে খ্রিস্টান এবং মুসলিম ধর্মীয় গ্রন্থগুলি তাদের মূল ভাষায় অধ্যয়ন করার সময় "আশ্চর্যজনকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ" – একটি অযৌক্তিক দাবি কারণ তিনি কোনও ভাষাই জানেন না? ৭ জুলাই, ২০১০ তারিখে সত্য বেরিয়ে আসে যখন সিলজান্ডার মুসলমানদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ এবং মুসলিম সন্ত্রাসীদের সমর্থন করার দুটি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন। ২০০৮ সালের জানুয়ারিতে তাকে অর্থ পাচার, ষড়যন্ত্র এবং

ন্যায়বিচারের বাধা। সবসময় দরকারী বোকারাই ইসলামকে রক্ষা করে না, কখনও কখনও তারা কট্টর বিশ্বাসঘাতকও হয়।

আরেকটি অদ্ভুত ঘটনা হলো নিউ ইয়র্কের মেয়র মাইকেল ব্লুমবার্গের ১৩ তলা বিশিষ্ট একটি মেগা মসজিদ নির্মাণের জন্য উৎসাহী সমর্থন, যেখানে ১৯ জন মুসলিম ৩০০০ আমেরিকানকে হত্যা করেছিল। সেই স্থান থেকে মাত্র দুই ব্লক দূরে। তিনি কীভাবে সেই ট্র্যাজেডির শিকার পরিবার এবং সমস্ত আমেরিকানদের প্রতি এতটা অসংবেদনশীল হতে পারেন? মিঃ ব্লুমবার্গের এই প্রকল্পের প্রতি তীব্র সমর্থন এতটাই তীব্র ছিল যে তিনি জাতির বুদ্ধিমত্তাকে অপমান করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে মসজিদ প্রকল্পটি এগিয়ে নিতে দেওয়া হবে ৯/১১-এ আমেরিকায় আক্রমণকারী শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়। সত্যিই?

"কর্ডোবা ইনিশিয়েটিভ"-এর ইমাম ফয়সাল আব্দুল রউফ মূলত এই যুক্তিটিই উপস্থাপন করেছিলেন। তবে, সিএনএন-এ সোলেদাদ ও'ব্রায়েনের সাথে তার সাক্ষাৎকারে রউফ নিজের বিরোধিতা করেছেন এবং বলেছেন যে "জাতীয় নিরাপত্তার উদ্বেগের কারণে" তিনি ইসলামিক সেন্টারটি স্থানান্তর করতে পারবেন না। তিনি বলেন, এর স্থানান্তরের খবরে মুসলিম বিশ্ব হিংসাত্মকভাবে উত্তেজিত হবে। রউফ বলেন, "যদি আমরা স্থানান্তর করি, তাহলে এটি মৌলবাদীদের নিয়োগের যুক্তি এবং আমাদের দেশের বিরুদ্ধে তাদের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসন এবং সহিংসতাকে আরও শক্তিশালী করবে। যদি এটি সঠিকভাবে মোকাবেলা না করা হয়, তাহলে এই সংকট ডেনিশ কার্টুন সংকটের চেয়ে অনেক বড় হতে পারে, যার ফলে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ডেনিশ দূতাবাসগুলিতে আক্রমণ শুরু হয়েছিল।" তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন, "এটি এমন কিছুতে পরিণত হতে পারে যা সত্যিই খুব, খুব, খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।"

এই দুটি পরস্পরবিরোধী বক্তব্য কীভাবে সত্য হতে পারে? "চরমপন্থীরা" কি গ্রাউন্ড জিরো মসজিদ চায় নাকি চায় না? যদি এর নির্মাণ বন্ধ করা হয় তবে তারা কীভাবে এটিকে ঘৃণা করতে পারে এবং একই সাথে উগ্রপন্থী হয়ে উঠতে পারে? মুসলিম এবং তাদের সমর্থকরা তাদের এজেন্ডা এগিয়ে নেওয়ার জন্য যে পরিমাণ প্রতারণা ব্যবহার করে তা দেখে অবাক লাগে।

জরিপ অনুসারে, ৭১% আমেরিকান ইসলামিক সেন্টার নির্মাণের বিরোধিতা করেছিলেন। ব্লুমবার্গের এই মন্তব্য উপেক্ষা করে, "জনপ্রিয় অনুভূতির কাছে নতি স্বীকার করা সন্ত্রাসীদের কাছে বিজয় তুলে ধরার অর্থ হবে, এবং আমাদের এর পক্ষে দাঁড়ানো উচিত নয়।" ব্লুমবার্গের অবস্থান যুক্তিকে অস্বীকার করে যতক্ষণ না কেউ গল্পের পিছনের গল্পটি না জানে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের অনলাইন সংবাদপত্র, দ্য ন্যাশনাল, ২০০৮ সালের অক্টোবরে প্রকাশ করে যে মিঃ ব্লুমবার্গ মধ্যপ্রাচ্যে উল্লেখযোগ্য অংশীদারিত্বের সাথে একটি আর্থিক সংবাদ পরিষেবার মালিক। তার কোম্পানি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে দুবাইতে উপস্থিত ছিল এবং ২০০৯ সালে আকারে চারগুণ হতে চলেছে। এটি একটি "ইসলামিক আর্থিক পোর্টাল"ও তৈরি করেছে।

কতটা ঝুঁকির মুখে? সেই সময়ে ব্লুমবার্গের কোম্পানি বিশ্বব্যাপী প্রায় ৩০০,০০০ টার্মিনাল পরিষেবা প্রদান করত, যার ফলে বার্ষিক আয় প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল। এটি "B" সহ বিলিয়ন। বাহরাইন এবং কুয়েত সহ জিসিসি জুড়ে এর সংবাদ ব্যুরো ছিল এবং সৌদি আরব এবং কাতারে অফিস খোলার প্রক্রিয়াধীন ছিল। আবুধাবিতে একটি সংবাদ ব্যুরোও পরিকল্পনা করা হয়েছিল।[480]

আমরা যখন তথ্যগুলো জানব, তখনই বুঝতে পারব কেন ব্লুমবার্গ এমন একটি জঘন্য প্রকল্পের এত সমর্থন করেছিলেন।

যারা ইসলামকে রক্ষা করে তারা আমাদের মধ্যে পঞ্চম স্তম্ভ। তারা আমাদের বিক্রি করে দিচ্ছে। তারা আমাদের দেশের দরজা শত্রুদের জন্য খুলে দিচ্ছে। তাদের কোন দ্বিধা নেই, কোন দেশপ্রেম নেই, এবং কোন লজ্জা নেই। আমাদের দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। উদারপন্থী মিডিয়া এবং বামপন্থী দলগুলি শত্রুর সাথে বিছানায় শুয়ে আছে।

কিন্তু মানুষ জেগে উঠছে। ইন্টারনেট ভিত্তিক প্রধান সংবাদমাধ্যমগুলো বারবার ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষমা চাওয়া লেখা প্রকাশ করছে, এটা পড়াটা মজার, অথচ ঐসব লেখার নিচে পোস্ট করা বিপুল সংখ্যক মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে সাধারণ মানুষ আর তাদের ধাঁধায় বিশ্বাসী নয়। মানুষ জেগে উঠেছে, অথচ গণমাধ্যম এবং দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদরা একই পুরনো ঢোল বাজাচ্ছে।

ইতিহাস জুড়ে, ইসলামী শক্তিগুলি তাদের শিকারদের সাথে প্রতারণা করেছে, তাদের মনে করিয়ে দিয়েছে যে ইসলাম এবং মুসলমানরা শান্তিপ্রিয়, কিন্তু পরে তারা বিপরীত ফলাফল খুঁজে পেয়েছে। এই প্রতারণার একটি উদাহরণ ঘটেছিল ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে যখন দামেস্ক মুসলমানদের হাতে পতন ঘটে কারণ আক্রমণকারীরা রাতে শহরের দরজা খুলে দেওয়া বিশপকে প্রতারণা এবং ঘুষ দিয়েছিল।

যখন কোন রাজনীতিবিদ বা "পণ্ডিত" ইসলামের পক্ষে দাঁড়ান, "সহনশীলতা" এবং "সাম্প্রদায়িক সংহতি" প্রচার করেন এবং ইসলামে সহনশীলতা নেই এই সত্যটিকে উপেক্ষা করেন, তখন অর্থের পথ অনুসরণ করুন। সম্ভাবনা রয়েছে যে আপনি তাদের আলমারিতে একটি কঙ্কাল খুঁজে পাবেন।

বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিকভাবে সঠিক কণ্ঠস্বরগুলি অপ্রতিরোধ্যদের সমর্থন করার চেষ্টা করলেও, ক্ষুব্ধ মুসলমানরা তাদের পথে যারা দাঁড়ায় বা তাদের ধর্মকে অবজ্ঞা করে তাদের হয়রানি, ভয় দেখানো এবং হত্যা করার জন্য তাদের অবিরাম প্রস্তুতির মাধ্যমে ইসলামের আসল চেহারাটি তুলে ধরে।

ইসলামকে পরাজিত করার জন্য আমাদের জনসচেতনতা প্রয়োজন। রাজনীতিবিদদের পরিবর্তন করা যেতে পারে এবং ফলস্বরূপ, সরকারি নীতিমালাও পরিবর্তন করা যেতে পারে। যদি জনসাধারণের কাছ থেকে প্রতিবাদ যথেষ্ট জোরে হয়, তাহলে কেউ না কেউ সেই কণ্ঠস্বর শোনাতে এগিয়ে আসবে। আমাদের সন্তানদের কাছে আমরা ঋণী। তাদের পৃথিবী নিরাপদ এবং মুক্ত থাকবে তা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। জর্জ অরওয়েল লিখেছিলেন, "বিশ্বব্যাপী প্রতারণার সময়ে, সত্য বলা একটি বিপ্লবী কাজ হয়ে ওঠে।" আমাদের বিপ্লবীদের প্রয়োজন।

ইসলামকে আইনত অবৈধ করার উপায়

আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, ইসলামের উদীয়মান হুমকির বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করা যায়। ২০০১ সালে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে আমাদের সময়েই ইসলাম পরাজিত হবে। তারপর থেকে ইসলামের অগ্রগতি ঘটেছে। পশ্চিমা বিশ্বে সর্বত্র মসজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জনসংখ্যার

মুসলিমরা বেড়েছে। পশ্চিমা সরকারগুলিতে এমনকি হোয়াইট হাউসেও মুসলমানরা অনুপ্রবেশ করেছে। যারা এখনও জানেন না যে আমেরিকার প্রতারক রাষ্ট্রপতি বারাক হোসেন ওবামা একজন মুসলিম সহানুভূতিশীল, তাদের মাথা পরীক্ষা করা উচিত।

ইসলামের এই অগ্রগতি প্রত্যাশিত ছিল। মুসলমানরা পশ্চিমা বিশ্ব দখলের জন্য কয়েক দশক ধরে পরিকল্পনা করে আসছে। অমুসলিমরা এই সত্যটি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ ছিল এবং অবাক হয়ে গিয়েছিল। তাদের অনেকেই, বিশেষ করে বামপন্থীরা, এখনও অস্বীকার করছে। ৯/১১–এর পর থেকে বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ জেগে উঠতে প্রায় এক দশক সময় লেগেছে। যারা জেগে ওঠেনি, তাদের কানে তুলো আছে। এখন যেহেতু জনসাধারণ বুঝতে পারছে যে ইসলাম কেবল অন্য একটি ধর্ম নয়, বরং মানবজাতির জন্য হুমকি, আমরা এটি বন্ধ করতে পারি।

তবে, একটি সমস্যা আছে। ইসলাম একটি ধর্ম। ধর্ম নিষিদ্ধ করা বিশ্বাসের স্বাধীনতার পরিপন্থী, যা গণতন্ত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু এর একটি উপায় আছে। ইসলাম বহুমাত্রিক। অন্য সকল ধর্মের একটি মাত্রা রয়েছে। আসুন আমরা একে উল্লম্ব রেখা বলি যা মানুষকে ঈশ্বরের সাথে একত্রিত করে। ইসলামের একটি প্রস্থ এবং গভীরতা রয়েছে যা সম্পূর্ণরূপে এই পার্থিব। এগুলি এর সামাজিক এবং রাজনৈতিক মাত্রা।

ইসলামের এই সামাজিক–রাজনৈতিক ভিত্তি শরিয়া আইন দ্বারা সংজ্ঞায়িত। এটি মানব সম্পর্কের প্রতিটি দিক নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক। শরিয়া আইন অনুসারে, একজন স্বামীর তার স্ত্রীকে মারধর করার অধিকার রয়েছে। সে ইচ্ছামত এবং অনুপস্থিতিতে তাকে তালাক দিতে পারে। সন্তান তারই। সে সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারে, ইত্যাদি।

শায়রা আইন কেবল মুসলমানদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। এটি অমুসলিমদের অধিকারও নিয়ন্ত্রণ করে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলিতে অমুসলিমদের জিম্মিতে পরিণত করতে হবে, দমন করতে হবে এবং অপমান করতে হবে এবং তাদের আয়ের অর্ধেকের মতো জরিমানা কর দিতে হবে। এই পরিমাণ ছিল মুহাম্মদ (সা.)

খায়বারের জীবিত ইহুদিদের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছিল, তাদের উপর অভিযান চালিয়ে তাদের সুস্থ পুরুষদের হত্যা করার পর।

শরিয়া আইন অনুসারে, নারীর অধিকার পুরুষদের অর্ধেক। তাদের বুদ্ধিমত্তার অভাব রয়েছে বলে মনে করা হয় এবং আদালতে তাদের সাক্ষ্যেরও অর্ধেক মূল্য রয়েছে। সমকামীদের হত্যা করতে হবে এবং ব্যভিচারীদের পাথর ছুঁড়ে হত্যা করতে হবে, এমনকি যদি তারা ধর্ষণের শিকারও হয়। যদি একজন ধর্ষিত মহিলা চারজন পুরুষ সাক্ষী হাজির করতে না পারে, তাহলে তার আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে তার সাক্ষ্য আদালতে গ্রহণযোগ্য নয় এবং তাই, কুরআনের ২৪-১৩ অনুযায়ী, সে একজন মিথ্যাবাদী, এবং একই সুরার ৪ নং আয়াত অনুসারে, তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা উচিত। যদি ধর্ষণের ফলে সে গর্ভবতী হয়, তাহলে এটি প্রমাণ হবে যে তার বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক হয়েছে এবং ফলস্বরূপ তাকে ব্যভিচারের জন্য পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা উচিত।

ইসলামের রাজনৈতিক দিক হলো এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটি ছাড়া ইসলামের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইসলামের প্রধান লক্ষ্য হলো পৃথিবীকে "পুনরুদ্ধার" করা এবং এতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা। এর উপায় হলো জিহাদের মাধ্যমে। লক্ষ্য হলো সকলকে ধর্মান্তরিত করা নয়, বরং শরিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া। এমনকি যেসব ইসলামী দেশ ১০০% শরিয়া মেনে চলে না, তারাও জিহাদের বৈধ লক্ষ্যবস্তু।

সকল মুসলিমই স্বয়ংক্রিয়ভাবে উম্মাহর সদস্য এবং সার্বজনীন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা। আজ, এই রাষ্ট্রটি একটি ভার্চুয়াল আকারে বিদ্যমান। একে বাস্তবতার জগতে নিয়ে আসা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। ইসলাম ত্যাগ করা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা বলে বিবেচিত হয়।

এই তিনটি মাত্রার অধীনে লক্ষ্য করা ব্যক্তির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। একজন বিশ্বাসীর জীবনের প্রতিটি দিক নিয়ন্ত্রিত হয়। মুসলমানরা যেমন আমাদের বলে আসছেন, ইসলাম একটি সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এটি একটি সর্বগ্রাসী অরওয়েলিয়ান ব্যবস্থা যা প্রত্যেকের জীবনের প্রতিটি দিকের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এই তিনটি মাত্রা অবিভাজ্য। এগুলি ইসলামের ত্রিত্ব গঠন করে।

চীনা ঋষি সান জি বলেছিলেন, "তোমার শত্রুকে জানো, তাহলে তুমি পরাজিত হবে না।" মুসলিমরা আমাদের চেনে এবং তারা আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ করতে এবং ভেতর থেকে আমাদের পরাজিত করতে আমাদের ব্যবস্থা ব্যবহার করে। আমাদের মধ্যে তাদের মিত্র রয়েছে – দরকারী বোকা এবং পঞ্চম স্তম্ভ।

মুসলমানরা জানে কিভাবে আমাদের গণতন্ত্র এবং নাগরিক স্বাধীনতাকে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে হয়। অন্যদিকে পশ্চিমারা ইসলামকে জানে না এবং ফলস্বরূপ তারা যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে।

একবার আমরা এই ইসলামী ত্রিত্ব বুঝতে পারলে একে পরাজিত করা সহজ হবে। আমরা ইসলামকে ধর্ম হিসেবে নিষিদ্ধ করতে পারি না, তবে রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে এটি নিষিদ্ধ করতে পারি। রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম গণতন্ত্র এবং আমাদের আইনের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, ইসলাম আইনের সামনে সকল পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করে না। এটি উভয় লিঙ্গকেই সমান অধিকার দেয় না। এটি মুসলমানদের তাদের ধর্ম ত্যাগ করার স্বাধীনতাও স্বীকার করে না। এই কারণে ইসলাম আমাদের আইন লঙ্ঘন করে এবং তাই এটি নিষিদ্ধ করা যেতে পারে।

আসুন আমরা শরিয়া আইন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জেনে নিই। "ক্রুয়েল অ্যান্ড ইউজুয়াল শাস্তি: দ্য টেরিফাইং গ্লোবাল ইমপ্লিকেশনস অফ ইসলামিক ল" বইয়ের লেখক প্রাক্তন মুসলিম ননি দারবিশ, "শরিয়া ফর ডামিস" শিরোনামের একটি প্রবন্ধে সেই আইনগুলির কয়েকটি তুলে ধরেছেন।

1. "ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা" হিসেবে জিহাদকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে প্রতিটি মুসলিম এবং মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের (খলিফা) কর্তব্য। যেসব মুসলিম খলিফা জিহাদ প্রত্যাখ্যান করেন তারা শরিয়া লঙ্ঘন করেন এবং শাসনের অযোগ্য।
2. একজন খলিফা ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে অর্থাৎ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারেন।
3. একজন খলিফা হত্যা, ব্যভিচার, ডাকাতি, চুরি, মদ্যপান এবং কিছু ক্ষেত্রে ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধের অভিযোগ থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত।
4. যাকাতের একটি অংশ জিহাদে ব্যয় করতে হবে।
5. খলিফার আদেশ মান্য করা বাধ্যতামূলক, এমনকি যদি তিনি অন্যায়কারীও হন।
6. একজন খলিফাকে অবশ্যই একজন মুসলিম, একজন দাস নন এবং একজন পুরুষ হতে হবে।
7. মুসলিম জনসাধারণকে খলিফাকে অপসারণ করতে হবে, যদি তিনি ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেন।

8. যে মুসলিম ইসলাম ত্যাগ করে তাকে অবিলম্বে হত্যা করতে হবে।

9. একজন মুসলিমকে হত্যার জন্য ক্ষমা করা হবে: ১) ধর্মত্যাগী ২) ব্যভিচারী ৩) একজন হাইওয়ে ডাকাত। রাস্তার বিচার এবং সম্মান রক্ষার্থে হত্যা গ্রহণযোগ্য করে তোলা।

10. একজন মুসলিম যদি একজন অমুসলিমকে হত্যা করে তবে তার মৃত্যুদণ্ড হবে না।

11. শরিয়া কখনো দাসত্ব এবং যৌন দাসত্ব বাতিল করেনি বরং এটিকে অত্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে। একজন মালিককে তার দাসকে হত্যা করার জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না।

12. শরিয়ায় পাথর ছুঁড়ে হত্যা, শিরশ্ছেদ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা, বেত্রাঘাত এবং অন্যান্য ধরণের নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক শাস্তির মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে, এমনকি ব্যভিচারের মতো পাপের অপরাধের জন্যও।

13. অমুসলিমরা মুসলিমদের সমান নয় এবং নিরাপদ থাকতে হলে তাদের শরিয়া মেনে চলতে হবে। মুসলিম নারীদের বিয়ে করা, প্রকাশ্যে মদ বা শুয়োরের মাংস প্রদর্শন করা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা বা প্রকাশ্যে তাদের ধর্মীয় ছুটির দিন বা জানাজা উদযাপন করা নিষিদ্ধ। তাদের নতুন গির্জা নির্মাণ করা বা মসজিদের চেয়ে উঁচুতে নির্মাণ করা নিষিদ্ধ। তারা অনুমতি ছাড়া মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না। একজন অমুসলিম যদি কোন মুসলিম নারীর সাথে ব্যভিচার করে অথবা কোন মুসলিমকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তাহলে সে আর সুরক্ষিত থাকবে না।

14. একজন অমুসলিম ব্যক্তির পক্ষে এমন কাউকে অস্ত্র বিক্রি করা অপরাধ, যারা তা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। অমুসলিমরা কোন মুসলিমকে অভিশাপ দিতে পারে না, আল্লাহ, নবী বা ইসলাম সম্পর্কে অবমাননাকর কিছু বলতে পারে না, অথবা মুসলমানদের দুর্বলতা প্রকাশ করতে পারে না। তবে, মুসলমানদের ক্ষেত্রে এর বিপরীতটি সত্য নয়।

15. একজন অমুসলিম একজন মুসলিমের উত্তরাধিকারী হতে পারে না।

16. ব্যাংকগুলিকে অবশ্যই শরিয়া সম্মত হতে হবে এবং সুদ অনুমোদিত নয়।

17. রাস্তার ঝাড়ুদার বা বাথহাউস পরিচারিকার মতো নিম্ন স্তরের চাকরিজীবীদের কাছ থেকে আদালতে কোনও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। পেশাদার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শোক পালনকারীর মতো নিম্ন স্তরের চাকরিজীবী মহিলারা বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে তাদের সন্তানদের হেফাজতে রাখতে পারবেন না।

18. একজন অমুসলিম এমনকি একজন অমুসলিম সংখ্যালঘুর উপরও শাসন করতে পারে না।

19. সমকামিতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

20. শরিয়া আইন অনুসারে মেয়েদের বিয়ের জন্য কোনও বয়সের সীমা নেই। বিবাহ চুক্তি জন্মের পর যেকোনো সময় হতে পারে এবং ৮ বা ৯ বছর বয়সে সম্পন্ন হতে পারে।

21. স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিদ্রোহ স্বামীর তাকে ভরণপোষণের বাধ্যবাধকতাকে বাতিল করে দেয়, তাকে তাকে মারধর করার এবং তাকে ঘর ছেড়ে যেতে বাধা দেওয়ার অনুমতি দেয়।

বাড়ি।

22. বিবাহবিচ্ছেদ কেবল স্বামীর হাতে এবং এটি বলা যতটা সহজ: "আমি তোমাকে তালাক দিচ্ছি" এবং স্বামীর ইচ্ছা না থাকলেও তা কার্যকর হয়ে ওঠে।

23. স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে কোনও সাধারণ সম্পত্তি নেই এবং স্বামীর মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্ত্রীর কাছে যায় না।

24. একজন পুরুষ যা উত্তরাধিকার সূত্রে পায় তার অর্ধেক একজন নারী পায়।

25. একজন পুরুষের সর্বোচ্চ ৪ জন স্ত্রী রাখার অধিকার আছে এবং বহুবিবাহিত হলেও স্ত্রীর তাকে তালাক দেওয়ার কোনও অধিকার নেই।

26. নারীর যৌনাঙ্গের বিনিময়ে যৌতুক দেওয়া হয়।

27. একজন পুরুষের দাসী এবং যুদ্ধে বন্দী নারীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি রয়েছে এবং যদি দাসী বিবাহিত হয় তবে তার বিবাহ বাতিল হয়ে যায়।

28. আদালতে একজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক মূল্য।

29. একজন মহিলা যদি পুনরায় বিয়ে করেন তবে তার অভিভাবকত্ব হারায়।

30. ধর্ষণ প্রমাণের জন্য একজন মহিলার ৪ জন পুরুষ সাক্ষী থাকতে হবে।

31. একজন ধর্ষককে ধর্ষণের শিকার ব্যক্তিকে বিয়ে না করে কেবল কনের টাকা (যৌতুক) দিতে হতে পারে।

32. একজন মুসলিম নারীর শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি ঢেকে রাখা আবশ্যক, যাকে "আওরাহ" বলা হয়, যা একটি যৌন অঙ্গ। শরিয়াহের কিছু মাযহাব মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার অনুমতি দেয় আবার কিছু মাযহাব দেয় না।

33. একজন মুসলিম পুরুষ যদি ব্যভিচারের সময় ধরা পড়া স্ত্রীকে হত্যা করে, তাহলে তাকে ক্ষমা করা হয়। তবে, এর বিপরীতটি হয় না কারণ "যে মহিলার সাথে সে ধরা পড়েছিল তার সাথেই তার বিয়ে হতে পারত।"

এই আইনগুলি সুন্নি এবং শিয়া উভয় সম্প্রদায়ের দ্বারাই সর্বজনীনভাবে গৃহীত এবং ইসলামী দেশগুলিতে আইনের ভিত্তি। শরিয়া কুরআন এবং হাদিস থেকে উদ্ভূত। এই আইনগুলিই মুসলমানরা পশ্চিমা বিশ্বে আনতে চায়।

সায়ানাইড দেখতে দানাদার চিনির মতো। কিন্তু চিনির সাথে এটি ভুল করলে মারাত্মক ভুল হবে। অন্যান্য ধর্মের সাথে ইসলামের তুলনা করাও মারাত্মক ভুল, কারণ তাদের মধ্যে কিছু মিল রয়েছে। সায়ানাইডে কার্বন পরমাণু থাকে যা একটি নাইট্রোজেন পরমাণুর সাথে তিনগুণ বন্ধনযুক্ত। এই উপাদানগুলি, বিচ্ছিন্নভাবে, ক্ষতিকারক নয়। একসাথে আবদ্ধ হলে এগুলি মারাত্মক হয়ে ওঠে। রাজনীতি এবং ধর্ম

বিচ্ছিন্ন আকারে ক্ষতিকারক নয়। একসাথে মিশ্রিত হলে এগুলি মারাত্মক। কার্বন এবং নাইট্রোজেনের মধ্যে বন্ধন ভেঙে গেলে, সায়ানাইডের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। আমরা যদি রাজনৈতিক ইসলাম নিষিদ্ধ করি, তাহলে ইসলামের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

মুসলিম সংগঠন, মসজিদ এবং ইমামদের শরিয়া প্রচার না করার জন্য একটি অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে। যদি তারা তা করতে অস্বীকৃতি জানায় তবে তারা আমাদের আইন লঙ্ঘন করবে এবং তাই তাদের সংগঠন ভেঙে দেওয়া উচিত এবং তাদের নির্বাসিত করা উচিত।

সকল মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া উচিত এবং মুসলিম শিশুদের সাধারণ স্কুলে ভর্তি করা উচিত। আমরা কীভাবে আশা করতে পারি যে এই শিশুরা সমাজে মিশে যাবে যখন আমরা তাদের শৈশব থেকেই আলাদা করে রাখি এবং তাদের বসবাসের দেশকে ঘৃণা করতে শেখাই?

সকল মসজিদে নজরদারি ক্যামেরা স্থাপন করা উচিত। যদি কোন ঘৃণামূলক বক্তব্য বা সরকার বিরোধী বক্তব্য দেওয়া হয়, তাহলে ধর্মপ্রচারককে বহিষ্কার করা উচিত এবং মসজিদটি বন্ধ করে দেওয়া উচিত। যদি ইসলামকে একটি ধর্মবিশ্বাস হিসেবে নিষিদ্ধ করা না যায়, তবে এটি একটি ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে নিষিদ্ধ করা যেতে পারে।

খ্রিস্টানরা সহজেই তাদের বিশ্বাস এবং রাজনীতির মধ্যে একটি রেখা টেনে দিতে পারে। যীশু স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে তিনি রাজনীতিতে কোনও অংশ নিতে চান না যখন তিনি বলেছিলেন, আমার রাজ্য এই পৃথিবীর নয়। রাজনীতি এবং ইসলাম অবিভাজ্য। মুহাম্মদ বলেছিলেন আল ইসলামো দ্বীনুন ওয়া দাওলাহ (ইসলাম ধর্ম এবং সরকার)। এখানেই ইসলামের দুর্বলতা। কেউ দুই প্রভুর দাসত্ব করতে পারে না। মুসলমানদের ইসলাম এবং তারা যে দেশে বাস করে তার মধ্যে একটি বেছে নিতে হবে।

বেশিরভাগ মুসলিমই শরিয়াহ কী তা জানে না। ১৯৭৯ সালের বিপ্লবে খোমেনিকে সমর্থন করার সময় ইরানীরা এই অজ্ঞতার জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। আমরা মুসলমানদের তাদের ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষিত করে তাদের প্রতি একটি মহান অনুগ্রহ করব।

ইসলাম সম্পর্কে মুসলমানদের একটি রোমান্টিক ধারণা রয়েছে যার বাস্তবে কোন ভিত্তি নেই। শরিয়া আইন তুলে ধরা অনেকের জন্যই সহায়ক হবে

তাদেরকে সত্য দেখতে এবং তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করতে বাধ্য করা। ইন্টারনেটের কল্যাণে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে লক্ষ লক্ষ মুসলিম তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করেছে। আমাদের মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে মুসলমানরা শত্রু নয়। শত্রু হল ইসলাম। তবুও ইসলাম একটি আদর্শ। আদর্শ আমাদের ক্ষতি করতে পারে না। যারা এতে বিশ্বাস করে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মারাত্মক ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই কোয়ারেন্টাইনে রাখতে হবে।

এই বইটি পড়লে তুমি ইতিমধ্যেই জানো যে ইসলাম মানবজাতির জন্য এক বিরাট হুমকি। অনেক মুসলিম এবং অমুসলিম তাদের ঘুমন্ত চোখ ঘষছে এবং ধর্মের ছদ্মবেশে এই দানবীয়তা দেখে হতবাক। সত্য আমাদের মুক্তি দেবে। সমস্যা হল সত্য রাজনৈতিক শুদ্ধতার কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে এবং ঘৃণামূলক বক্তব্য হিসাবে নিন্দিত হয়েছে। অজ্ঞতার কারণে ইসলাম সমৃদ্ধ। আমরা যদি কথা না বলি, তাহলে এই অজ্ঞতা চিরস্থায়ী হবে। নীরবতা মারাত্মক।

এফ ওটনোটস

---

[1] http://www.jihadwatch.org/2009/07/spencer-how-did-a-long-island-boy-join-জিহাদ.html

---

[1] ইবনে ওয়ারাক। ইসলাম ত্যাগ। ধর্মত্যাগীরা মুখ খুললেন। আমহার্স্টঃ প্রমিথিউস বই। পৃষ্ঠা ১৩৬

[2] ম্যাক্সিমে রডিনসনঃ ইসলাম এবং কমিউনিজম, ইউনে রেসিস্বলেন্স ফ্র্যাপান্টে, লে ফিগারোতে [প্যারিস, দৈনিক সংবাদপত্র], ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০১

[3] বি. রাসেল, বলশেভিজমের তত্ব ও অনুশীলন, লন্ডন, ১৯২১ পৃষ্ঠা ৫, ২৯, ১১৪

[4] এ. কোয়েস্টলার, প্রমুখ, দ্য গড দ্যাট ফেইলড, হ্যামিশ হ্যামিল্টন, লন্ডন, ১৯৫০, পৃ.৭

[5] প্রবাদ। পৃঃ১৬

[6] কুরআনের সূরা ৯৩ঃ আয়াত ৩-৮ (এই বইয়ের কুরআনের অনুবাদ ইউসুফ আলী অথবা শাকির কর্তৃক রচিত।) আমার লেখা ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে নয়, বরং এগুলোর উপর ভিত্তি করেই লেখা। আমি যে অংশগুলো উদ্ধৃত করছি সেগুলো কুরআন ও হাদিস থেকে নেওয়া। কুরআন বলে যে, এটি কোনও মানুষের লেখা নয়, বরং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্বয়ং আল্লাহর বাণী। হাদিস (হাদিসের বহুবচন) হলো মুহাম্মদ সম্পর্কে ছোট ছোট উপাখ্যান এবং বাণী, যা মুসলমানরা তাদের ধর্মের বোধগম্যতা এবং অনুশীলনের জন্য অপরিহার্য বলে মনে করে। এই বইয়ে কুরআন ও হাদিসের উত্থাপিত অসংখ্য প্রশ্ন, অন্যান্য ভাষায় তাদের অনুবাদ, অথবা ঐসব গ্রন্থের সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতা নিয়ে বিরোধ নিয়ে আলোচনা করা আমার জন্য প্রয়োজন নয়। এই বইয়ের উদ্দেশ্যে, আমি যে অংশগুলো উদ্ধৃত করছি সেগুলো বেশিরভাগই নিজেদের পক্ষে কথা বলবে। আমি সেগুলো ব্যাপকভাবে গৃহীত উৎস থেকে নিয়েছি।

[7] নূর আল-দ্বীন আল-হালাবি (মৃত্যু 1634), ইনসান আল-`ইয়ুন ফি সিরাত আল-আমিন ওয়া-ল-মামুন বইয়ের লেখক, যা আল-সিরা আল-হালাবিয়্যা নামে পরিচিত, ভ. 1 পৃষ্ঠা 128, বলেছেন মুহাম্মদের জন্মের নাম ছিল কাথেম আই। শ (কাসেমের সাথে বিভ্রান্ত হবেন না)ক্ষ্ণ্ঠী 7 u ,

যা ছিল মুহাম্মদের প্রথম পুত্রের নাম)। কাতেম অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত বা পচা, যেমন নষ্ট দুধ। আল-হালাবি ব্যাখ্যা করেন, “মুহাম্মদের জন্মের তিন বছর আগে, নয় বছর বয়সে কাতেম ইবনে আব্দুল মু'তালেবের (মুহাম্মদের চাচা) মৃত্যুর পর, তার বাবা আব্দুল মু'তালেব এতটাই খারাপ বোধ করেছিলেন যে নবীর জন্মের পর তিনি তার নাম রাখেন কাতেম।” নবী তার নাম পরিবর্তন করে মুহাম্মদ রাখেন, “প্রশংসিত

"একজন" হয় ত্রিশ বছর বয়সে অথবা মদিনায় হিজরতের পরে। এই তথ্য স্পষ্ট কারণে মুসলমানদের জানা নেই। এটি তোষামোদমূলক নয়। তবে, যদি এটি সত্য না হত, তাহলে তার অনুসারীরা এটি লিপিবদ্ধ করত না।

[8] মুহাম্মদের চার কন্যা এবং দুই পুত্র ছিল। তাঁর পুত্র সন্তান, কাসিম এবং আব্দুল মেনাফ (দেবতা মেনাফের নামে নামকরণ করা হয়েছিল) শৈশবেই মারা যান। তাঁর কন্যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু তারা সকলেই অল্প বয়সে মারা যান। কনিষ্ঠ কন্যা ফাতিমা দুই পুত্র রেখে গেছেন। তিনি মুহাম্মদের চেয়ে মাত্র ছয় মাস বেঁচে ছিলেন।

[9] গর্ভাবস্থায় এবং পরে বিষণ্ণতা।http://www.hecapedia.org/health–গর্ভাবস্থার কেন্দ্র/পালন–পালন/গর্ভাবস্থার–পর্যায়/গর্ভাবস্থার–পরবর্তী–সময়ে–বিষণ্ণতা.htm

[10] গবেষণায় দেখা গেছে যে, যেসব মায়ের প্রি–পার্টাম এবং প্রসবোত্তর বিষণ্ণতার লক্ষণ ছিল, তাদের নবজাতকদের কর্টিসল এবং নোরেপাইনফ্রিনের মাত্রা বেশি ছিল, ডোপামিনের মাত্রা কম ছিল এবং ডান ফ্রন্টাল ইইজি অসামঞ্জস্যতা বেশি ছিল। প্রি–পার্টাম গ্রুপের শিশুদের ক্ষেত্রেও ডান ফ্রন্টাল ইইজি অসামঞ্জস্যতা বেশি ছিল এবং নোরেপাইনফ্রিনের মাত্রা বেশি ছিল। এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে নবজাতকের শারীরবৃত্তবিজ্ঞানের উপর প্রভাব প্রসবোত্তর মাতৃ বিষণ্ণতার তুলনায় প্রি–পার্টামের উপর বেশি নির্ভর করে, তবে এটি হতাশাজনক লক্ষণগুলির সময়কালের উপরও নির্ভর করতে পারে। ncbi.nlm.nih.gov

[11]

www.health.harvard.edu/newsweek/Depression_during_pregnancy_and_after_040৫.এইচটিএম

[12] সিরাত ইবনে ইসহাক, পৃষ্ঠা ৭২: ইবনে ইসহাক (ইসহাককে আরবি ভাষায় উচ্চারণ করা হয়) ছিলেন একজন মুসলিম ইতিহাসবিদ, হিজরতের প্রায় ৮৫ বছর পরে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন (৭০৪। মৃত্যু ৭৬৮)। (হিজরত হল মদিনায় মুহাম্মদের অভিবাসন এবং ইসলামী ক্যালেন্ডারের সূচনা), তিনি ছিলেন মুহাম্মদ এবং তাঁর যুদ্ধ অভিযানের প্রথম জীবনীকার। মুহাম্মদ সম্পর্কে তাঁর গল্পের সংগ্রহের নাম ছিল "সিরাত আল–নবী" ("নবীর জীবন")। সেই বইটি হারিয়ে গেছে। তবে, ইবনে ইসহাকের উপাদানের একটি পদ্ধতিগত উপস্থাপনা ইবনে হিশামের (মৃত্যু ৮৩৪) ভাষ্য সহ একটি সংস্করণ আকারে পাওয়া যায় এবং ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়। ইবনে হিশাম স্বীকার করেছেন যে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু গল্প বাদ দিয়েছেন যা মুসলমানদের জন্য বিব্রতকর ছিল। এই বিব্রতকর গল্পগুলির কিছু অংশ তাবারি (৮৩৮–৯২৩) দ্বারা উদ্ধার করা হয়েছিল, যিনি ছিলেন অন্যতম বিশিষ্ট পারস্য ইতিহাসবিদ এবং কুরআনের ভাষ্যকার।

[13] ডব্লিউ. মন্টগোমারি ওয়াট: ইবনে ইসহাকের মুহাম্মদের জীবনীর অনুবাদ (পৃষ্ঠা ৩৬)

[14] তাবাকাত ইবনে সা'দ খণ্ড ১, পৃ. ১০৬। ইবনে সা'দ (৭৮৪–৮৪৫) ছিলেন একজন ঐতিহাসিক, আল ওয়াকিদীর ছাত্র। তিনি তাঁর গল্পকে আটটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন, তাই এর নামকরণ করা হয়েছে তাবাকাত (বিভাগ)। প্রথমটি মুহাম্মদের জীবন (খণ্ড ১), তারপর তাঁর যুদ্ধ (খণ্ড ২), মক্কার সাহাবী (খণ্ড ৩), মদিনার সাহাবী (খণ্ড ৪), তাঁর নাতি–নাতনি, হাসান ও হুসাইন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট মুসলিম (খণ্ড ৫), মুহাম্মদের অনুসারী ও সাহাবী (খণ্ড ৬), তাঁর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অনুসারী (খণ্ড ৭) এবং কিছু প্রাথমিক মুসলিম মহিলা (খণ্ড ৮)। এই বইতে ব্যবহৃত তাবাকাত থেকে উদ্ধৃতিগুলি ডঃ মাহমুদ মাহদাভী দামঘানির ফারসি অনুবাদ থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রকাশক এন্তেশারাত–এ ফারহাং ভা আন্দিশেহ। তেহরান, ১৩৮২ হিজরী (২০০৩ খ্রিস্টাব্দ)।

[15] তাবাকাত খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৭

[16] স্যার উইলিয়াম মুইর কর্তৃক দ্য লাইফ অফ মুহাম্মদ [স্মিথ, এল্ডার, অ্যান্ড কোং, লন্ডন, ১৮৬১]

খণ্ড II অধ্যায় 1. পৃষ্ঠা XX VIII

[17] তাবাকাত খণ্ড ১, পৃ. ১০৭

[18] তাবাকাত খণ্ড ১. পৃ. ১০৮

[19] স্যার উইলিয়াম মুইর কর্তৃক রচিত দ্য লাইফ অফ মুহাম্মদ, খণ্ড ২ অধ্যায় ১। পৃষ্ঠা XXX III

[20] সিরাত, ইবনে ইসহাক পৃষ্ঠা ১৯৫

[21] মুহাম্মদের জীবন, মুইর খণ্ড ২ পৃ. ১৯৫

[22] বুখারী ৫ম খণ্ড, ৫৮তম বই, ২২৪ নম্বরঃ

[23] কুরআন ৭৮:৩৭–৩৮, ২:৪৮, ২:১২২–১২৩। ২:২৫৪, ৪:১২৩, ৬:৫, ৬:৭০, ৩২:৪, ৩৯:১৯।

[24] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বুখারী (আনুমানিক ৮১০–৮৭০) ছিলেন একজন হাদিস সংগ্রাহক যা সুন্নাহ (মুহাম্মদের বাণী ও কাজের সংগ্রহ) নামেও পরিচিত। তাঁর হাদিস গ্রন্থকে অতুলনীয় বলে মনে করা হয়। তিনি ষোল বছর ধরে এটি সংকলন করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত ২,৬০২টি হাদিস (৯,০৮২টি পুনরাবৃত্তি সহ) সংগ্রহ করেছেন। এই সংগ্রহে তাঁর গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ড ছিল সকল হাদিস বিশারদদের মধ্যে সবচেয়ে কঠোর এবং সেই কারণেই তাঁর বইটিকে সহীহ (সঠিক, নির্ভরযোগ্য) বলা হয়। আবুল হুসাইন মুসলিম এবং আবু দাউদের মতো আরও কিছু পণ্ডিত আছেন যারা বুখারীর মতো কাজ করেছেন এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন সংগ্রহ করেছেন। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং সুন্নান আবু দাউদকে বেশিরভাগ মুসলমান, বিশেষ করে সুন্নিরা কুরআনের পরিপূরক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

[25] বুখারীঃ খণ্ড ৪, বই ৫৬, সংখ্যা ৭৬২ঃ

[26] তাবাকাত খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯১

[27] কুরআন, ৫৩:১৯–২২

[28] সিরা পৃষ্ঠা ১৬৭

[29] ইবনে ইসহাক, সীরাতে রাসূলুল্লাহ পৃ. 118

[30] ইবিড।

[31] ইবনে ইসহাক সিরাত পৃ. ১১৯।

[32] মুইদ, মুহাম্মদের জীবন খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ১১০

[33] ইবনে ইসহাক, সীরাতে রাসূলুল্লাহ পৃ. 131

[34] ইবাদত পৃ. ১৪৩

[35] ইবনে ইসহাক; সীরাতে রাসূলুল্লাহ পৃ. 145

[36] সহীহ বুখারী ৫ম খণ্ড, ৫৮তম খণ্ড, ২০৭ নম্বর

[37] ইবনে ইসহাক; সীরাতে রাসূলুল্লাহ পৃ. 144

[38] তাবাকাত, ইবনে সা'দ খণ্ড ৩ পৃ. ৪৬

[39] ইবনে ইসহাক, সীরাতে রাসূলুল্লাহ পৃ. 152

[40] স্যার উইলিয়াম মুইরঃ মহম্মদের জীবনী এবং ইসলামের উত্থান।

চতুর্থ অধ্যায় পৃষ্ঠা ১২৬

[41] তাবারি খণ্ড ৩, পৃ. ৮৭৭

[42] http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/maududi/mau109.html

[43] সিরাত রাসূলুল্লাহ পৃষ্ঠা ১৬৫

[44] সিরাত রসুল পৃ. ২০৩

[45] কুরআন, ৪:৯৭: “যারা তাদের আত্মার বিরুদ্ধে পাপ করে মারা যায়, যখন ফেরেশতারা তাদের আত্মা হরণ করে, তখন তারা বলে: 'তোমরা কোন (দুর্দশায়) ছিলে?' তারা উত্তর দেয়: 'আমরা পৃথিবীতে দুর্বল ও নিপীড়িত ছিলাম।' তারা বলে: 'আল্লাহর পৃথিবী কি এত প্রশস্ত ছিল না যে তোমরা নিজেদেরকে সরিয়ে নিতে পারতে?' এই ধরণের লোকেরা জাহান্নামে তাদের আবাসস্থল পাবে, – কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল!”

[46] জালাল আল–দীন আল–সুয়ুতি বলেন: “মক্কার একদল লোক ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাদের বিশ্বাস স্বীকার করে; ফলস্বরূপ, মক্কার সাহাবীরা তাদের কাছে অনুরোধ করে লিখেছিলেন যে তারাও হিজরত করুন; কারণ যদি তারা তা না করে, তাহলে তাদেরকে মুমিনদের মধ্যে গণ্য করা হবে না। এই আদেশ অনুসারে, দলটি চলে যায়, কিন্তু শীঘ্রই তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই অবিশ্বাসীদের (কুরাইশদের) দ্বারা আক্রমণ করা হয়; তাদের কুফরীতে বাধ্য করা হয় এবং তারা তা স্বীকার করে।” [জালাল আল–দীন আল–সুয়ুতি “আল–দুর আল–মানথুর ফী আল–তাফসির আল–মা–আসতুর,” খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭৮;]

সুয়ুতি লিখেছেন যে, এক হাদিসে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, “মক্কা বিজয়ের পর (মক্কা থেকে মদিনায়) আর কোন হিজরত নেই, তবে জিহাদ এবং সদিচ্ছা অবশিষ্ট থাকবে; আর যদি (মুসলিম শাসক কর্তৃক) তোমাদেরকে যুদ্ধের জন্য ডাকা হয়, তাহলে অবিলম্বে বেরিয়ে পড়ো।”

এ থেকে বোঝা যায় যে মক্কা বিজয়ের আগে, সেই শহর থেকে হিজরত করা মুসলমানদের জন্য অন্যতম শর্ত ছিল। এটি আরও প্রমাণ করে যে মুহাম্মদ মুসলমানদের তাদের ঘরবাড়ি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন, অন্যদিকে তাদের পরিবার তাদের প্রিয়জনদের এই ব্যক্তির অনুসরণ থেকে বিরত রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল।

জালাল আল-দীন আল-মিসরি আল-সুয়ুতি আল-শাফি'ই আল-আশ'আরী, যিনি ইবনে আল-আসুতি (৮৪৯-৯১১) নামেও পরিচিত, ছিলেন দশম ইসলামী শতাব্দীর মুজতাহিদ ইমাম এবং নবায়নকারী। তিনি ছিলেন একজন হাদিস বিশারদ, আইনজ্ঞ, সুফি, ভাষাতত্ত্ববিদ এবং ইতিহাসবিদ। তিনি ভার্চুয়াল ভাষায় রচনা করেছেন।

প্রতিটি ইসলামী বিজ্ঞান।

[47] এসফাহানের আবু আল-ফারাজ আলী কর্তৃক সংকলিত বহু খণ্ডের কবিতার একটি সংকলন। এতে আরবি সাহিত্যের প্রাচীনতম যুগ থেকে শুরু করে নবম শতাব্দী পর্যন্ত কবিতা রয়েছে। এটি মধ্যযুগীয় ইসলামী সমাজ সম্পর্কে তথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

[48] সিরাত ইবনে ইসহাক, পৃষ্ঠা ১৯৭

[49] http://www.youtube.com/watch?v= বিজেএলএসডিডিজেএসপিও

[50] *দৈনিক মুসলিম*, ১২ জুলাই, ২০০৬

[51] মালফুজাত-ই তিমুরি, বা তুজাক-ই তিমুরি, আমির তি মিউরি-ল্যাং ভারতের ইতিহাসে যেমনটি তার নিজস্ব ইতিহাসবিদদের দ্বারা বলা হয়েছে। প্রয়াত স্যার এইচএম এলিয়টের মৃত্যুর পরের কাগজপত্র। জন ডাউসন, সম্পাদনা। প্রথম সংস্করণ। ১৮৬৭। দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা: সুশীল গুপ্ত, ১৯৫৬, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮-৯৮।

[52] কুরআন, সূরা ৪৭, আয়াত ৩৮: "দেখো, তোমরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে; কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কৃপণতা করে। কিন্তু যারা কৃপণতা করে তারা নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে কৃপণতা করে। কিন্তু আল্লাহ সকল অভাবমুক্ত, আর তোমরাই অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা (পথ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিস্থাপন করবেন; তাহলে তারা তোমাদের মতো হবে না।"

[53] আরও দেখুন অধ্যায় ৬৩, পদ ১০।

[54] ১৯ আগস্ট, ২০০৩ সালে ভার্জিনিয়ার ফেডারেল আদালতে প্রকাশিত একটি হলফনামায় বলা হয়েছে যে মুসলিম দাতব্য সংস্থাগুলি নিউ জার্সির একটি বেসরকারি ইসলামী বিনিয়োগ সংস্থা বিএমআই ইনকর্পোরেটেডকে ৩.৭ মিলিয়ন ডলার দিয়েছে, যা সম্ভবত সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলিতে অর্থ স্থানান্তর করেছে। এই অর্থ সৌদি আরবের জিদ্দাহে অজ্ঞাত দাতাদের কাছ থেকে পাওয়া ১০ মিলিয়ন ডলারের অনুদানের অংশ ছিল।http://pewforum.org/news/display.php?NewsID= 2563

২০০৪ সালের ২৭শে জুলাই, মার্কিন বিচার বিভাগ দেশের বৃহত্তম মুসলিম দাতব্য সংস্থা এবং এর সাতজন শীর্ষ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে অভিযোগপত্র প্রত্যাহার করে।

ছয় বছরে ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স মুভমেন্ট বা হামাসের সাথে যুক্ত ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীগুলিকে ১২.৪ মিলিয়ন ডলার, যা মার্কিন সরকার ফিলিস্তিনি দল।

সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করে।http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A18257-2004Jul27.html

[55] আরও দেখুন কুরআন, ৮:৭২, "যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নির্বাসন বরণ করেছে এবং আল্লাহর পথে লড়াই করেছে (এবং সংগ্রাম করেছে) – তারা আল্লাহর রহমতের আশা করেঃ এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।" এবং

কুরআনের ৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মুমিন, তাদের জন্য রয়েছে পাপ ক্ষমা এবং জীবিকা।"

সবচেয়ে উদার।"

[56] http://metimes.com/articles/normal.php?StoryID= 20060918-110403-1970r

[57] ইবিড।

[58] http://www.faithfreedom.org/debates/Ghamidip18.htm

[59] তাবাকাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১-২।

[60] সহীহ বুখারী ৫ম খণ্ড, ৫৯তম বই, ৭০২ নম্বরঃ

[61] উইলিয়াম মুইর, মুহাম্মদের জীবন খণ্ড ২, অধ্যায় ২, পৃষ্ঠা ৬।

[62] সহীহ বুখারী, খণ্ড ৩। বই ৪৬, সংখ্যা ৭১৭

[63] ইবিড।

[64] সহীহ মুসলিম বই ০১৯, ৪৩২১, ৪৩২২ এবং ৪৩২৩ নম্বরঃ

[65] সহীহ মুসলিম বই ০১৯, ৪২৯২ নম্বরঃ

[66] সহীহ মুসলিম বই ০১৯, ৪৩৩০ নম্বর

[67] সহীহ মুসলিম বই ০১৯, সংখ্যা ৪৩৪০

[68] সহীহ মুসলিম বই ০১৯, সংখ্যা ৪৩৪৪

[69] সহীহ মুসলিম বই ০১৯, ৪৩২৮ নম্বর

[70] http://66.34.76.88/alsalafiyat/juwairiyah.htm

[71] মুহাম্মদ ইবনে জারির আল-তাবারি (৮৩৮-৯২৩) ছিলেন কুরআনের প্রাচীনতম, সবচেয়ে বিশিষ্ট এবং বিখ্যাত পারস্য ইতিহাসবিদ এবং ব্যাখ্যাকারদের একজন, যিনি তার তারিখ আল-তাবারি এবং তাফসির আল-তাবারির জন্য সর্বাধিক বিখ্যাত।

[72] ফার্সি তাবারি, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১২৯৮।

[73] বুখারী খণ্ড ৩, বই ৩৪, সংখ্যা ৩১০ঃ

[74] তাবাকাত খণ্ড ৮ পৃ. ১৫৭

[75] তাবাকাত খণ্ড ৮ পৃ. ৫৩-৫৪

[76] তাবাকাত খণ্ড ৮ পৃষ্ঠা ৫৬

[77] তাবাকাত খণ্ড ৮ পৃ. ৫৫

[78] বুখারী, খণ্ড ৫, বই ৫৯, সংখ্যা ৪৫৯। আরও অনেক প্রামাণিক হাদিস বর্ণনা করে যে মুহাম্মদ কীভাবে দাসীদের সাথে সহবাস অনুমোদন করেছিলেন, কিন্তু বলেছিলেন যে সহবাসের ইন্টারপ্টাস অপ্রয়োজনীয় কারণ যদি আল্লাহ কাউকে জন্ম দিতে চান, তাহলে সেই আত্মা সহবাসের ইন্টারপ্টাস নির্বিশেষে জন্মগ্রহণ করবে। নিম্নলিখিতটি দেখুন:

বুখারী ৩.৩৪.৪৩২: "আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত: তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর সাথে বসে ছিলেন, তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা নারী বন্দীদেরকে আমাদের গনীমতের অংশ হিসেবে পাই, এবং আমরা তাদের মূল্য সম্পর্কে আগ্রহী, তাহলে সহবাসের বিরতিতে আপনার মতামত কী?' নবী (সাঃ) বললেন, 'তোমরা কি সত্যিই এটা করো? তোমাদের জন্য এটা না করাই ভালো। আল্লাহ যাকে সৃষ্টি করার জন্য নির্ধারিত করেছেন, কিন্তু অবশ্যই অস্তিত্বে আসবে।'" সহীহ মুসলিম হল আরেকটি উৎস যা মুসলিমদের কাছে বাস্তবসম্মত এবং সঠিক বলে বিবেচিত হয়। সহীহ মুসলিম ৮.৩৩৮১: "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে 'আজল' (সহবাসের বিরতিতে) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বললেন: শিশুটি সমস্ত তরল (বীর্য) থেকে উৎপন্ন হয় না এবং যখন আল্লাহ কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন কিছুই তা (অস্তিত্বে আসা থেকে) রোধ করতে পারে না।"

মুসলিমরাও আবু দাউদকে অত্যন্ত নির্ভুল এবং তথ্যবহুল বলে মনে করে। এখানে আবু দাউদ, 29.29.32.100: "ইয়াহিয়া আমার কাছে মালিক থেকে হুমায়দ ইবনে কায়েস আল-মাক্কি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জাফিফ নামক এক ব্যক্তি বলেছেন যে ইবনে আব্বাসকে সহবাসের বিরতিতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি তার এক দাসীকে ডেকে বললেন, 'তাদের বলো।' সে লজ্জিত হয়ে বলল, 'ঠিক আছে, এবং আমি নিজেও এটা করি।' মালিক বললেন, 'একজন পুরুষ একজন স্বাধীন মহিলার সাথে সহবাসের বিরতিতে অনুশীলন করে না যতক্ষণ না সে তাকে অনুমতি দেয়। একজন দাসীর অনুমতি ছাড়া তার সাথে সহবাসের বিরতিতে অনুশীলন করায় কোনও ক্ষতি নেই। যার অন্য কারো দাসী স্ত্রী হিসেবে থাকে সে তার সাথে সহবাসের বিরতিতে অনুশীলন করে না যতক্ষণ না তার লোকেরা তাকে অনুমতি দেয়।'"

আরও দেখুন বুখারী৩.৪৬.৭১৮,৫.৫৯.৪৫৯,৭.৬২.১৩৫,৭.৬২.১৩৬,৭.৬২.১৩৭,৮.৭৭.৬০০, ৯.৯৩.৫০৬ সহীহমুসলিম ৮.৩৩৮৩,৮.৩৩৮৮,৮.৩৩৭৬,৮.৩৩৭৭, এবং আরও বেশ কিছু।

[79] কুরআন, ৪:২৪: "আর বিবাহিত নারীরাও (নিষিদ্ধ), তোমাদের ডান হাত যাদের অধিকারে আছে তাদের ব্যতীত। আল্লাহ তোমাদের উপর এভাবেই (নিষেধ) নির্ধারণ করেছেন।" কুরআন, ৩৩:৫০: "হে নবী! আমরা তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের হালাল করেছি, যাদেরকে তোমরা মোহরানা দিয়েছ; এবং তোমাদের ডান হাত যাদের অধিকারে রেখেছে তাদের যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে যাদেরকে আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন।"

কুরআন, ৪:৩: "যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, এতিমদের সাথে ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তাহলে তোমাদের পছন্দের নারীদের মধ্যে দুই, তিন অথবা চারটি বিয়ে করো; কিন্তু যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, তোমরা তা করতে পারবে না।

(তাদের সাথে) ন্যায়বিচার করো, তাহলে কেবল একজন, অথবা (তোমাদের ডান হাতের অধিকারী একজন বন্দী), যা তোমাদের অন্যায় করা থেকে বিরত রাখার জন্য বেশি উপযুক্ত হবে।"

[80] সিরাত রাসূলুল্লাহ, পৃ. ৫১৫।

[81] ইবনে ইসহাক সিরা পৃ. ৫১৪

[82] সহীহ বুখারী, ১.৮.৩৬৭

এই হাদিসে ভাষ্যকার বর্ণনা করেছেন যে কীভাবে তারা [মুসলিমরা] ভোরবেলা খায়বার শহরে আক্রমণ করেছিল, জনসাধারণকে পাহারা দিয়েছিল। "ইয়াখরাব খায়বার" (খায়বার ধ্বংস হয়ে গেছে) মুহাম্মদ যখন এক দুর্গ থেকে অন্য দুর্গে বিজয়ের সাথে ভ্রমণ করছিলেন, তখন তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন: "আল্লাহ মহান! সত্যিই যখন আমি কোন জাতির উপকূলে আক্রমণ করি, তখন তাদের জন্য সেই দিনটি দুর্ভাগ্যজনক!

শহর জয়ের পর, লুণ্ঠিত মাল ভাগাভাগি করার সময় এসেছিল। যোদ্ধাদের মধ্যে একজন দিহিয়া সাফিয়াকে তার অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সাফিয়ার বাবা, যিনি বনি নাদিরের প্রধান ছিলেন, তিন বছর আগে মুহাম্মদের আদেশে শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল। খায়বার বিজয়ের পর, তার যুবক স্বামী কিনানাকেও তার আদেশে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছিল। কেউ মুহাম্মদকে জানিয়েছিল যে সতের বছর বয়সী সাফিয়া খুবই সুন্দরী। তাই মুহাম্মদ বিনিময়ে দিহিয়াকে, সাফিয়ার দুই চাচাতো ভাইবোনকে, ছেড়ে দেয়।

এবং সাফিয়াকে নিজের জন্য নিল।

[83] বুখারী ৪র্থ খণ্ড, ৫২তম খণ্ড, ২৬১তম খণ্ড:

[84] কিতাব আল তাবাকাত আল কাবীর, খণ্ড। 2, পৃ 31

[85] "দ্য লাইফ অফ মুহাম্মদ" এর পৃষ্ঠা ৬৭৫-৬৭৬ থেকে, যা এ. গুইলামের "সিরাত রাসুলুল্লাহ" এর অনুবাদ।

[86] ইবিড।

[87] ইবনে সা'দ এই গল্পের আরেকটি বর্ণনা বর্ণনা করেছেন: "আল্লাহর রাসূলের হিজরতের উনিশতম মাসের শুরুতে, রমজান মাস শেষ হতে পাঁচ রাত বাকি থাকা অবস্থায়, বনু উমাইয়া ইবনে যায়েদের বিনতে মারওয়ান।

``আসমা' ছিলেন ইয়াজিদ ইবনে জায়েদ ইবনে হিসন আল-খাতমীর স্ত্রী। তিনি ইসলামকে গালি দিতেন, নবীকে হত্যা করতেন এবং (মানুষকে) তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতেন। তিনি কবিতা রচনা করতেন।

রাতে উমাইর ইবনে আদি তার কাছে এসে তার ঘরে প্রবেশ করলেন। তার বাচ্চারা তার চারপাশে ঘুমাচ্ছিল। একজন ছিল যাকে সে দুধ খাওয়াচ্ছিল। সে অন্ধ ছিল বলে তার হাত দিয়ে তাকে তল্লাশি করল এবং শিশুটিকে তার থেকে আলাদা করল। সে তার তরবারিটি তার বুকে ঢুকিয়ে দিল যতক্ষণ না তা তার পিঠে বিদ্ধ হয়। তারপর সে মদীনায় নবীর সাথে ফজরের নামাজ আদায় করল। আল্লাহর রাসূল তাকে বললেন: 'তুমি কি মারওয়ানের কন্যাকে হত্যা করেছ?' সে বলল: 'হ্যাঁ। আমার কি আরও কিছু করার আছে?' সে বলল: 'আমি কি আর কিছু করতে পারি?'

[মুহাম্মদ] বললেন: 'না। দুটি ছাগল তার চারপাশে একসাথে বাজবে না।' এই শব্দটিই প্রথম আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে শোনা গিয়েছিল। আল্লাহর রাসূল তাকে ডেকে পাঠালেন।

`উমাইর, 'বাসির' (দেখা)।" — ইবনে সা'দের কিতাব আল-তাবাকাত আল-কবীরে, অনুবাদ করেছেন এস. মঈনুল হক, খণ্ড ২, পৃ. ২৪।

[88] কুরআন ৩:১৫১ "অচিরেই আমরা কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করব, কারণ তারা আল্লাহর সাথে এমন কিছুকে শরীক করে যার জন্য তিনি কোন প্রমাণ প্রেরণ করেননি। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। আর জালেমদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট!"

[89] বুখারী, ৪.৫২.২২০।

[90] বুখারী, ৫.৫৯.৩৬৯

[91] জার্নাল অফ দ্য রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড থেকে, (১৯৭৬), পৃষ্ঠা ১০০-১০৭ লেখক: ডব্লিউএন আরাফাত

[92] কুরআন, ২:৬৫, ৫:৬০, ৭:১৬৬

[93] ইবনে ইসহাক সিরাত, পৃ. ৩৬৩

[94] ইবিড।

[95] সাইফুর রহমান আল-মুবারকপুরী রচিত এআর-রাহীক আল-মাখতুমhttp://islamweb.islam.gov.qa/english/sira/raheek/PAGE-26.HTM

[96] http://www.islamicity.com/mosque/quran/maududi/mau59.html

[97] ইবনে ইসহাক সিরাত, পৃ. ৪৩৮

[98] আর-রাহীক আল-মাখতুম (সিল করা অমৃত) – মহানবী সাইফুর রহমান আল-মুবারকপুরীর স্মৃতিকথা – জামিয়া সালাফিয়া – ভারত http://www.al- sunnah.com/nektar/11.htm

[99] *সহীহ মুসলিম বই ০১৯, ৪৩৪৭ নম্বর*

[100] ইবিড।www.al-sunnah.com/nektar/12.htm

[101] আয়াতুল্লাহ খোমেনি: ১৯৮১ সালে মুহাম্মদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রদত্ত একটি ভাষণ।

[102] বুখারী, খণ্ড ৪, বই ৫২, সংখ্যা ২৮০:

[103] সুনান আবু-দাউদ বই ৩৮, সংখ্যা ৪৩৯০। সুনান আবু-দাউদ হল সহীহ হিসেবে বিবেচিত আরেকটি হাদিস সংকলন।

[104] বুখারী ৪র্থ খণ্ড, ৫২তম খণ্ড, ২৮৮তম খণ্ড

[105] বুখারী খণ্ড ৪, বই ৫২, সংখ্যা ১৭৬

[106] এই গল্পটি তাবারি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১১২৬ দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছে

[107] ইবনে ইসহাক, সিরাত, পরিখার যুদ্ধ

[108] সিরাহ আল-হালাবিয়্যাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬১,

[109] www.nytimes.com/2005/05/04/books/04grim.html?
_r= 1&ex= 1115784000&en= 7961034fe8ef20c0&ei=5070&oref= স্লোইন

[110] [আহমদ ইবনে নাকিব আল–মিসরি, দ্য রিলায়েন্স অফ দ্য ট্রাভেলার, নুহ হা মিম কেলার দ্বারা অনুবাদিত, আমানা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭, বিভাগ r8.2, পৃষ্ঠা ৭৪৫]।

[111] *ফাতহ আল–বিআরি*
, 10:544, ইবনে কাথির, তাফসির, ভলিউমে উদ্ধৃত। 2, পৃ. 141–143

[112] http://allpsych.com/disorders/personality/narcissism.html

[113] উপরের মানদণ্ডের ভাষাটি আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের উপর ভিত্তি করে বা এর সংক্ষিপ্তসার থেকে নেওয়া হয়েছে। (১৯৯৪)। মানসিক ব্যাধিগুলির ডায়াগনস্টিক এবং পরিসংখ্যানগত ম্যানুয়াল, চতুর্থ সংস্করণ (DSM IV)। ওয়াশিংটন, ডিসি: আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন।

স্যাম ভাকনিন। (১৯৯৯)। ম্যালিগন্যান্ট সেল্ফ লাভ – নার্সিসিজম রিভিজিটেড, প্রথম সংস্করণ। প্রাগ এবং স্কোপজে: নার্সিসাস পাবলিকেশন। ("ম্যালিগন্যান্ট সেল্ফ লাভ – নার্সিসিজম রিভিজিটেড")http://www.geocities.com/vaksam/faq1.html)

[114] তাবাকাত খণ্ড ১ পৃ. ২

[115] http://www.muhammadanreality.com/creationofmuhammadanreality.htm

[116] ইবিড।

[117] ইবিড।

[118] তাবাকাত খণ্ড ১, পৃ. ৩৬৪

[119] ইবিড।

[120] মার্ক ১০:১৮

[121] http://www.muhammadanreality.com/about.htm

[122] স্যাম ভাকনিন এবং লিডিজা র‍্যাঞ্জেলোভস্কা, ম্যালিগন্যান্ট সেল্ফ লাভ – নার্সিসিজম রিভিজিটেড
, নার্সিসাস পাবলিকেশন্স, চেক প্রজাতন্ত্র (৪ জানুয়ারী, ২০০৭),

[123]

healthplace.com/Communities/Personality_Disorders/Site/Transcripts/narcissism. htm

[124] ডঃ স্যাম ভাকনিনের লেখা "দ্য কাল্ট অফ দ্য নার্সিসিস্ট", ম্যালিগন্যান্ট সেল্ফ লাভ – নার্সিসিজম রিভিজিটেড, এবং এ প্রকাশিতhttp://samvak.tripod.com/journal79.html,গ. স্যাম ভাকনিন, তারিখ দেওয়া হয়নি (২২ জুন, ২০০৭ তারিখে অ্যাক্সেস করা হয়েছে)।

[125]

healthplace.com/Communities/Personality_Disorders/Site/Transcripts/narcissism. htm

[126] আমির তাহেরি নব্য-ইসলামhttp://www.benadorassociates.com/article/19333

[127] "ঈশ্বরের ভালোবাসার জন্য – নার্সিসিস্ট এবং ধর্ম", ডঃ স্যাম ভাকনিনের লেখা, এhttp://samvak.tripod.com/journal45.html(কোনও তারিখ দেওয়া হয়নি) (২২ জুন, ২০০৭ তারিখে অ্যাক্সেস করা হয়েছে), প্রথম প্রকাশিত "নার্সিসিস্টিক পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার" টপিক পেজে স্যুট ১০১-এ, ম্যালিগন্যান্ট সেল্ফ লাভ – নার্সিসিজম রিভিজিটেড, আইবিড-এও প্রকাশিত।

[128] "ঈশ্বরের ভালোবাসার জন্য – নার্সিসিস্ট এবং ধর্ম", ডঃ স্যাম ভাকনিন, আইবিড।

[129] আরকন দারাউলের গোপন সমাজের ইতিহাস থেকে (সিটাডেল প্রেস 1961/1989)

[130] "জন মার্ডি হোরোভিটজ – স্ট্রেস রেসপন্স সিনড্রোম: পিটিএসডি, শোক এবং সামঞ্জস্য ব্যাধি" নিউ জার্সি: জেসন অ্যারনসন ইনকর্পোরেটেড, তৃতীয় সংস্করণ, 1997, আইএসবিএন-10: 0765700255, আইএসবিএন-13: 978-0765700254।

[131] ইবনে ইসহাকের সিরাত রসুল অনুবাদ অক্সফোর্ড প্রেস পৃষ্ঠা ৫৭৬

[132] www.faqfarm.com/Q/আপনার_স্ত্রীর_জন্য_আপনি_দায়িত্ব_গ্রহণ_করতে পারেন?'s_narcissism' সম্পর্কে

[133] তাবাকাত খণ্ড ১ পৃ. ১০৭

[134] ইবিড।

[135] জেডি লেভাইন এবং রোনা এইচ. ওয়েইস। মদ্যপানের গতিবিদ্যা এবং চিকিৎসা। জেসন অ্যারনসন, ১৯৯৪

[136] http://www.globalpolitician.com/25109-barack-obama-elections

[137] http://www.nmha.org/infoctr/factsheets/43.cfm

[138] ফার্সি তাবারি খণ্ড ৩ পৃ.৮৩২

[139] http://samvak.tripod.com/faq66.html

[140] http://www.toddlertime.com/sam/66.htm

[141] "আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, কেবল আমার নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভালোবাসা" – তাবাকাত খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৩

[142] কুরআনের সূরা ৪২: আয়াত ২৩

[143] বুখারী ৮.৬২৮

[144] http://samvak.tripod.com/faq66.html

[145] ব্রিজেট মারে কর্তৃক "মিক্সিং অয়েল অ্যান্ড ওয়াটার" থেকে উদ্ধৃত, এপিএ অনলাইন মনিটর অন সাইকোলজি, খণ্ড ৩৫, নং ৩, মার্চ ২০০৪, (অনলাইন সংস্করণ), মুদ্রণ সংস্করণ: পৃষ্ঠা ৫২, অনলাইন সংস্করণ পাওয়া গেছেhttp://www.apa.org/monitor/mar04/mixing.html(২২ জুন, ২০০৭ তারিখে অ্যাক্সেস করা হয়েছে)www.apa.org/monitor/mar04/mixing.html

[146] www.toddlertime.com/sam/66.htm

[147] "দ্য ইনভার্টেড নার্সিসিস্ট" স্যাম ভাকনিন, হেলথলিপ্লেস.কম পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারস কমিউনিটি, এwww.healthyplace.com/communities/Personality_Disorders/narcissism/faq66.html(তারিখ দেওয়া হয়নি) (২২ জুন, ২০০৭ তারিখে অ্যাক্সেস করা হয়েছে)

[148] http://samvak.tripod.com/personalitydisorders22.html

[149] "দ্য গসপেল অ্যাকর্ডিং টু যোহন," ব্রায়ান হাচিসনের লেখা, স্যাটারডে নাইট ম্যাগাজিন, ৫ মে, ২০০১, এhttp://www.rickross.com/reference/ruiter/ruiter3.html

(২২ জুন, ২০০৭ তারিখে অ্যাক্সেস করা হয়েছে)

[150] সিরা ইবনে ইসহাক, পৃ. ১০৮

[151] সহীহ বুখারী ৭.৬২.১৮ উরসা থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু বকরের কাছে আয়েশার বিবাহের হাত চেয়েছিলেন। আবু বকর বললেন, "কিন্তু আমি তোমার ভাই।" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "আল্লাহর দ্বীন এবং তাঁর কিতাবের দিক থেকে তুমি আমার ভাই, কিন্তু তার (আয়েশা) সাথে আমার বিবাহ বৈধ।"

[152] সহীহ বুখারী, খণ্ড ৯, বই ৮৭, সংখ্যা ১৪০

[153] http://samvak.tripod.com/kenintro.html

[154] লারসনের নতুন কাল্টস বই ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৪–১৫

[155] ডঃ স্যাম ভাকনিন নার্সিসিজম FAQ # 57

[156] "প্যাথলজিক্যাল নার্সিসিজম, সাইকোসিস এবং ডিলিউশনস" স্যাম ভাকনিনের লেখা, স্যাম ভাকনিন সাইটসে,http://samvak.tripod.com/journal91.html(২২ জুন, ২০০৭ তারিখে অ্যাক্সেস করা হয়েছে)

[157] ibid. [অনলাইন].

[158] http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6682827.stm

[159] তাবারি খণ্ড ৩, পৃ. ৯৮৭

[160] কুরআন একঘেয়ে হতে পারে, এবং মূলত এই কারণেই খুব কম মুসলিমই এটি পড়েন। তবে, আমার পাঠকদের বিরক্ত করার ঝুঁকিতে, এই অধ্যায়ে আমাকে মুহাম্মদের আমার চিত্রের সমর্থনে প্রমাণ হিসেবে বেশ কয়েকটি কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করতে হবে।

[161] কুরআন, সূরা ৬০, আয়াত ১

[162] http://samvak.tripod.com/journal79.html

[163] ibid. [অনলাইন].

[164] www.suite101.com/article.cfm/6514/95897

[165] http://samvak.tripod.com/journal79.html

[166] নার্সিসিস্টের ধর্মাবলম্বীhttp://samvak.tripod.com/journal79.html

[167] স্যার উইলিয়াম মুইরঃ দ্য লাইফ অফ মোহাম্মদ, খণ্ড ৩ অধ্যায় X II পৃষ্ঠা ১১৫–১১৬

[168] তাবাকাত অষ্টম খন্ড পৃষ্ঠা ৩১–৩২

[169] ইবনে সা'দ, তাবাকাত খন্ড ৪: পৃ 195

[170] ইবিড

[171] এন্তেশারাত-ই এলমিয়েহ ইসলামি তেহরান দ্বারা প্রকাশিত 1377 চান্দ্র এইচ. তাফসীর এবং ফার্সি ভাষায় অনুবাদ মোহাম্মদ কাজেম মো'রেফি

[172] সহীহ বুখারী ৭ম খণ্ড ৬৭, ৪২৪ নং

[173] সহীহ বুখারী খণ্ড ৯ বই ৮৯, নং ২৬০

[174] সহীহ মুসলিম 8.3424, 3425, 3426, 3427, 3428

[175] মালিক :: বই ৩০ : হাদিস ৩০.২.১২

[176] http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6681511.stm

[177] MEMRI এনকোয়ারি এবং বিশ্লেষণ সিরিজ – নং 363 এল. আজুরিhttp://memri.org/bin/articles.cgi?Page= archives&Area= ia&ID= IA36307# _edn1

[178] বারাকা উম্মে আইমান ছিলেন নবী মুহাম্মদের একজন দাসী এবং তাঁর নার্সের কাজ করানো মহিলা।

[179] *আল-মাসরি আল-ইয়াওম*(মিশর) ২০ মে, ২০০৭।

[180] উম্মে হারাম বিনতে মিলহান ছিলেন নবীর মায়ের চাচাতো বোন এবং ইসলাম গ্রহণকারী এবং মক্কায় হিজরতকারী প্রথম ব্যক্তিদের একজন।

[181] *আল-মাসরি আল-ইয়াওম*(মিশর) ২৩শে মে, ২০০৭। ডঃ গুমা একই রকম বক্তব্য দিয়েছেন। মিশরীয় সাপ্তাহিক আল-লিওয়া আল-ইসলামীতে, ২৬ মে, ২০০৭।

[182] *আল-মাসরি আল-ইয়াওম*(মিশর) ২২ মে, ২০০৭।

[183] *আল-আহরাম*(মিশর) ২৯ মে, ২০০৭।

[184] *আল-আহরাম*(মিশর), ৩ জুন, ২০০৭।

[185] *আল-মাসরি আল-ইয়াওম*(মিশর) ৩০শে মে, ২০০৭।

[186] *আল-আহরাম*(মিশর) ৩১ মে, ২০০৭।

[187] *আল-গুমহুরিয়া*(মিশর) ২৪শে মে, ২০০৭।

[188] *আল-আখবার*(মিশর) ২১শে মে, ২০০৭।

[189] তাবাকাত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬৯

[190] সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, বই ৬০, সংখ্যা ৩১১)

[191] আন্তঃসংযুক্ত রিংগুলির নমনীয় বর্ম।

[192] বুখারী ৫২: # ৫৪

[193] সিরাত ইবনে ইসহাক, পৃ.৮২৩।

[194] সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, বই ৬০, সংখ্যা ৪৪৮:

[195] সহীহ আল-বুখারী খণ্ড ১, বই ১, সংখ্যা ২

[196] তাবরানীর বরাত দিয়ে মাজমাউয জাওয়ায়েদ

[197] তাবাকাত খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১৮৪ ফারসি অনুবাদ

[198] ইবিড।

[199] বুখারী খণ্ড ১, বই ১, সংখ্যা ৩:

[200] সহীহ মুসলিম বই ০০১, সংখ্যা ০৩০১:

[201] *তাবারি ষষ্ঠ:*৬৭

[202] *সহীহ বুখারী খণ্ড ৯, বই ৮৭,*সংখ্যা ১১১

[203] তাবাকাত খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১৯

[204] *তিরমিযী হাদিস,*সংখ্যা ১৫২৪

[205] সিরা ইবনে ইসহাক, পৃ. ১০৫

[206] সহীহ বুখারী খণ্ড ২, বই ২২, সংখ্যা ৩০১

[207] সহীহ বুখারী ৭ম খণ্ড, ৭১তম খণ্ড, ৬৬০ নম্বর:

[208] সহীহ মুসলিম বই ০০৭, সংখ্যা ২৬৫৪:

[209] সহীহ বুখারী খণ্ড ৬, বই ৬০, সংখ্যা ৪৫১:

[210] বুখারী খণ্ড ৬, বই ৬০, সংখ্যা ৪৭৮

[211] সিরা ইবনে ইসহাক পৃ. ১০৬

[212] আরব পুরাণে প্রায়শই দুষ্টু আত্মার রূপ, যা মানুষ এবং প্রাণীর আকারে আবির্ভূত হতে পারে।

[213] স্কট অ্যাট্রান, নিউরোথিওলজি: মস্তিষ্ক, বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা
অধ্যায় ১০ অনুসারেhttp://jeannicod.ccsd.cnrs.fr/docs/00/05/32/82/RTF/ijn_00000110_00.rtf

[214] বুখারি: খণ্ড 4, বই 54, নম্বর 455

[215] কুরআন, ৭২:৮; ৩৭:৬-১০; ৬৩:৫।

[216] মুহাম্মদ হুসাইন হাইকাল (১৮৮৮, ১৯৫৬): মুহাম্মদের জীবন, ইসমাইল রাজি এ. আল-ফারুকী কর্তৃক অনুবাদিত।
আইএসবিএন: ০৮৯২৫৯১৩৭৪ অধ্যায় ৮: বয়কটের লঙ্ঘন থেকে আল ইসরা পর্যন্ত।

[217] /www.mental-health-matters.com/articles/article.php?artID= 92

[218] *মৃত মানুষের আয়না*আগাথা ক্রিস্টি – "হারকিউল পোইরোট দ্য কমপ্লিট শর্ট স্টোরিজ" – গ্রেট ব্রিটেন, হার্পারকলিন্স পাবলিশার্স,
১৯৯৯

[219] http://samvak.tripod.com/faq48.html

[220] http://samvak.tripod.com/journal71.html

[221] Theophanes, 1007, Chronographia, vol. 1, p334

[222] www.emedicine.com/NEURO/topic365.htm

[223] সহীহ বুখারী, খণ্ড, বই ২৬, সংখ্যা ৬৫২

[224] কুশিং: ব্রেন ১৯২১–১৯২২ xliv p341

[225] কেনেডি: আর্চ ইন্ট মেড ১৯১১ viii পৃ.৩১৭।

[226] সিরাত রসুল পৃ. ৮১

[227] www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001399.htm

[228] www.epilepsy.dk/Handbook/Mental–complications–uk.asp

[229] ইবিড।

[230] কুরআনে একই দাবি করা হয়েছে, ৬:৯২

[231] "বরং, এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, যাতে তারা সৎপথে চলে।" (কুরআন ৩২:৩) এবং যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো যাদের পূর্বপুরুষদের কাছে কোন উপদেশ আসেনি, ফলে তারা (আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে) গাফেল থাকে। (কুরআন, ৩৬:৬)

[232] এএস ট্রিটন, ইসলাম: বিশ্বাস এবং অনুশীলন ১৯৫১, পৃ. ১৬।

[233] বুখারী, খণ্ড ৪, বই ৫৬, সংখ্যা ৭৬৩।

[234] সিরা: ইবনে ইসহাক: ১৮২

[235] কুরআন: সূরা ১৭, আয়াত ৬০

[236] সিরাত; ইবনে ইসহাক। পৃষ্ঠা ১৮৪

[237] কয়েক বছর পর, যখন মুহাম্মদ ক্ষমতায় আসেন, তখন তিনি তাদের পিতাদের হত্যা করে, তাদের মায়েদের দাসী করে এবং তাদের জিনিসপত্র লুট করে শিশুদের এতিম করে দেন।

[238] ইঙ্গিতটি সূরা ৪০:৪৬ এর দিকে, 'ফেরাউনের পরিবারকে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় নিক্ষেপ কর'
শাস্তি

[239] সহীহ বুখারী খণ্ড ১, বই ৬, সংখ্যা ৩০১ মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন যে, "আমি দেখেছি যে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী তোমরা (মহিলা) ছিলে।" তারা জিজ্ঞাসা করল, "কেন এমন হল, হে আল্লাহর রাসূল?" তিনি বললেন, "তুমি ঘন ঘন অভিশাপ দাও এবং তোমাদের স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ থাকো। আমি তোমাদের চেয়ে বুদ্ধিমত্তা ও ধর্মের অভাবী আর কাউকে দেখিনি। তোমাদের কেউ কেউ একজন সতর্ক বিচক্ষণ পুরুষকে বিপথগামী করতে পারে।" মহিলারা জিজ্ঞাসা করল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের বুদ্ধিমত্তা ও ধর্মের অভাব কী?" তিনি বললেন, "দুই নারীর সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান নয়?" তারা হ্যাঁ উত্তর দিল। তিনি বললেন, "এটা তার বুদ্ধিমত্তার অভাব। এটা কি সত্য নয় যে একজন নারী তার ঋতুস্রাবের সময় নামায পড়তে পারে না, না রোজা রাখতে পারে না?" মহিলারা হ্যাঁ উত্তর দিল। তিনি বললেন, "এটা তার ধর্মের অভাব।"

[240] এই গল্পটি ইবনে ইসহাকের সিরা পৃষ্ঠা ১৮৬–তেও পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কয়েক বছর পর মদিনায় মুহাম্মদ জাইদের স্ত্রীর প্রেমে পড়েন এবং তার কামনা–বাসনা প্রকাশ করেন। জাইদ অনুভব করেছিলেন

তাকে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য করা হয়েছিল যাতে মুহাম্মদ তাকে বিয়ে করতে পারেন।

[241] বুখারী খণ্ড ৯, বই ৯৩, সংখ্যা ৬০৮:

[242] www.emedicine.com/neuro/topic658.htm

[243] নিউজউইক ৭ মে, ২০০১, মার্কিন সংস্করণ; বিভাগ: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি;

ধর্ম এবং মস্তিষ্ক – শ্যারন বেগলি ও অ্যান আন্ডারউড

[244] http://web.ionsys.com/~ remedy/Persinger,%20Michael.htm

[245] কেন হলিংসhttp://www.channel4.com/science/microsites/S/science/body/exorcism.html

[246] এড কনরয়ের লেখা "রিপোর্ট অন কমিউনিয়ন"–এ মাইকেল পার্সিঞ্জার

http://www.futurepundit.com/archives/000721.html

[247] কেন হলিংসhttp://www.channel4.com/science/microsites/S/science/body/exorcism.html

[248] *ইবিড*

[249] *আমরা কীভাবে বিশ্বাস করি*, ২০০০, মাইকেল শেরমার পৃষ্ঠা ৬৬

[250] www.physorg.com/news77992285.html,প্রকাশিত 17:31 EST, সেপ্টেম্বর 20,

২০০৬, কপিরাইট ২০০৬, ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক, ২১ জুন, ২০০৭ তারিখে অ্যাক্সেস করা হয়েছে

[251] বুখারী খণ্ড ১, বই ১, সংখ্যা ৩

[252] http://www.tamu.edu/univrel/aggiedaily/news/stories/04/070104–3.html

[253] http://www.workingdogs.com/vcepilepsy.htm

[254] ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক: "প্রাণীরা কি বুঝতে পেরেছিল যে সুনামি

আসছে?"http://news.nationalgeographic.com/news/2005/01/0104_050104_tsunami_animals.html সম্পর্কে

[255] বুখারী: খণ্ড ৪, বই ৫৪, সংখ্যা ৪৪০

[256] প্ল্যাট, চার্লস। (১৯৮০)। স্বপ্ন নির্মাতা: বিজ্ঞান কল্পকাহিনী লেখার অসাধারন মানুষ। বার্কলে পাবলিশিং। আইএসবিএন ০–৪২৫–০৪৬৬৮–০

[257] ইবিড

[258] অন্যগুলো হলো ডিভাইন ইনভেসন এবং দ্য ট্রান্সমিগ্রেশন অফ টিমোথি আর্চার।

[259] *ঐশ্বরিক আক্রমণ, ফিলিপ কে. ডিকের জীবন*লরেন্স সুটিন দ্বারা, p.264, প্রকাশিত

---

[260] প্রবাদ। পৃষ্ঠা ২৬৯

[261] www.pbs.org/wgbh/nova/transcripts/2812mind.html

[262] প্রেরিত ৯:১–৯.

[263] ২ করিন্থীয় ১২:৭–৯

[264] থেরেসা, আভিলার সেন্ট (১৯৩০) অভ্যন্তরীণ দুর্গ। লন্ডন: টমাস বেকার পৃষ্ঠা ১৭১।

[265] স্যাকভিল-ওয়েস্ট ১৯৪৩, দ্য ঈগল অ্যান্ড দ্য ডভ: আ স্টাডি ইন কনট্রাস্টস – অ্যাভিলার সেন্ট তেরেসা, লিসিউক্সের সেন্ট থেরেসা

[266] www.utas.edu.au/docs/humsoc/kierkegaard/docs/Kierkepilepsy.pdf

[267] Epilepsy.com, "মৃগীরোগে আক্রান্ত বিখ্যাত ব্যক্তি", এwww.epilepsy.com/epilepsy/famous.html, বিষয় সম্পাদক: স্টিভেন সি. শ্যাচটার, এমডি,

শেষ পর্যালোচনা করা হয়েছে ১২/১৫/০৬, অ্যাক্সেস করা হয়েছে ২১ জুন, ২০০৭

[268] ডঃ জেরোম এঙ্গোল, খিঁচুনি এবং মৃগীরোগ:, এফএ ডেভিস কোং, ফিলাডেলফিয়া, ১৯৮৯।

[269] www.epilepsy.com/epilepsy/famous.html

[270] মুহাম্মদ পেটের ব্যথার জন্য উটের মূত্রের পরামর্শ দিতেন। তিনি অবশ্যই এটি নিজে পান করেছিলেন। আজও ইসলামী দেশগুলিতে প্রতিকার হিসেবে উটের মূত্র বিক্রি হয়।

[271] লিম্বিক সিস্টেম এবং আত্মা থেকে: জাইগন, রিলিগন জার্নাল এবং

বিজ্ঞান (প্রেস, মার্চ, ২০০১) লেখক: রন জোসেফ, পিএইচডি।http://brainmind.com/BrainReligion.html

[272] http://www.cmha.ca/bins/content_page.asp?cid= 3-94-95

[273] http://www.scribd.com/doc/2252573/sunnahs-of-ap-sawইন্টারনেট জুড়ে পাওয়া যাচ্ছে।

[274] সহীহ মুসলিম বই ৪, নং ২১২৭

[275] বুখারী খণ্ড ১, বই ৩, সংখ্যা ৫৭

[276] বুখারী খণ্ড ১, বই ৪, সংখ্যা ১৮২

[277] বুখারী খণ্ড ১, বই ৪, সংখ্যা ১৬১:

[278] মানসিক ব্যাধির ডায়াগনস্টিক এবং পরিসংখ্যান ম্যানুয়াল IV, পৃষ্ঠা 299

[279] http://www.mayoclinic.com/health/schizoid-personality-

DS00865/DSECTION= লক্ষণব্যাধি/

[280] ইবিড।

[281] http://www.mayoclinic.com/health/schizoid-personality-

DS00865/DSECTION= লক্ষণব্যাধি/

[282] www.emedicinehealth.com/schizophrenia/article_em.htm

[283] সুনানে ইমাম আত-তিরমিযীর কিতাব

(মানাকিব)।www.naqshbandi.asn.au/description.htm

[284] http://www.depression-guide.com/paranoia.htm

[285] তাবাকাত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৭১

[286] ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক নিউজের জন্য জন রোচ ১৪ আগস্ট, ২০০১http://news.nationalgeographic.com/news/2001/08/0814_delphioracle.html

[287] ibid. [অনলাইন].

[288] বুখারী ৭ম খণ্ড, বই ৭২, সংখ্যা ৭৯৩

[289] আবউ'হগুলিআমুহআম্মাদ ইবনে 'হগুলিআইবনে এমউগুলিআইবনে আদ-দাহআকে আস-সুলামআমিআত-তিরমিযআমি(৮২৪-৮৯২) ছিলেন একজন হাদিস সংগ্রাহক। তাঁর সংকলন, সুনান আল-তিরমিযী, সুন্নি ইসলামে ব্যবহৃত ছয়টি প্রামাণিক হাদিস সংকলনের মধ্যে একটি। নিম্নলিখিত হাদিসগুলি তাঁর সংগ্রহ থেকে নেওয়া হয়েছে।

[290] বুখারী খণ্ড ২, বই ২১, সংখ্যা ২৩০

[291] www.scielo.br/scielo.php?pid= S0365-05962004000400010&script=sci_arttext&tlng=en

[292] http://endocrine.niddk.nih.gov/pubs/acro/acro.htm

[293] www.scielo.br/scielo.php?pid= S0365-05962004000400010&script=sci_arttext&tlng=en

[294] মুহাম্মদ হুসেন হাইকাল (১৮৮৮, ১৯৫৬): মুহাম্মদের জীবন, http://www.witness-pioneer.org/vil/Books/SM_tsn/ch7s12.html

[295] সহীহ মুসলিম বই ০০৭, সংখ্যা ২৭০০

[296] খণ্ড ৭, বই ৭২, সংখ্যা ৮০৬

[297] আহমদ ও নাসাঈ

[298] তাবাকাত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৮০

[299] ইবিড।

[300] বেশ কিছু হাদিসে বলা হয়েছে যে মুহাম্মদ প্রায়শই ক্ষুধার্ত ঘুমাতেন। এগুলি তাঁকে দীর্ঘস্থায়ী নবী হিসেবে চিত্রিত করার জন্য অতিরঞ্জিত। তিনি কীভাবে ক্ষুধার্ত থাকতে পারেন যখন তিনি আরবের হাজার হাজার ইহুদির সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন এবং শত শত দাস ছিলেন, এই প্রশ্নের উত্তর কেবল হাদিস জালকারী মুসলিমরাই দিতে পারেন। মুহাম্মদ যখন মদিনায় হিজরত করেছিলেন, তখন তিনি দরিদ্র ছিলেন। তবে, শীঘ্রই তিনি লুটপাটের মাধ্যমে প্রচুর সম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন।

[301] অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ দূর করার জন্য, স্ক্যারিফিকেশন এবং কাপিং গ্লাস প্রয়োগের মাধ্যমে, অথবা স্ক্যারিফিকেশন ছাড়াই কাপিং গ্লাস প্রয়োগের মাধ্যমে শরীর থেকে রক্ত তোলার প্রাচীন প্রক্রিয়া। (র‍্যান্ডম হাউস আনব্রিজড ডিকশনারি, © র‍্যান্ডম হাউস, ইনকর্পোরেটেড ২০০৬।)

[302] বুখারী ৭ম খণ্ড, ৭১তম খণ্ড, ৬০২তম খণ্ড

[303] বুখারী খণ্ড ৪, বই ৫৬, সংখ্যা ৭৫৩

[304] সহীহ মুসলিম ২/২৫৬

[305] তাবাকাত খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৩৬১

[306] প্রবাদ। পৃষ্ঠা ৩৬২

[307] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2918321/

[308] সুনান ইবনে মাজাহ ১৬২২

[309] সহীহ বুখারী, ১১:৬৩৪

[310] তাবাকাত খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২০১

[311] ডব্লিউআর ভ্যান ফার্থ, আইজি ওল্টারিং-ডনসেলার এবং জেএম ভ্যান রি। ফার্মাকোলজি বিভাগ, রুডলফ ম্যাগনাস ইনস্টিটিউট, ইউনিভার্সিটি অফ ইউট্রেক্ট, নেদারল্যান্ডসhttp://ajpregu.physiology.org/cgi/content/abstract/266/2/R606

[312] www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?
cmd= পুনরুদ্ধার করুন&db= PubMed&list_uids= 6271019&dopt= সারাংশ

[313] তাবাকাত,। খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২২৪

[314] আল-তাবারির ইতিহাস: নবীর শেষ বছর, ইসমাইল কে. পুনাওয়ালা কর্তৃক অনুবাদিত এবং টীকাযুক্ত [স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক প্রেস (SUNY), আলবানি 1990], খণ্ড IX, পৃষ্ঠা 147

[315] তাবাকাত খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৫

[316] গাস্টাউট এইচ: তথাকথিত সাইকোমোটর এবং টেম্পোরাল এপিলেপসি: একটি সমালোচনামূলক গবেষণা। এপিলেপসিয়া ১৯৫৩; ২: ৫৯-৭৬।

[317] প্রিচার্ড পি: হাইপোসেক্সুয়ালিটি: জটিল আংশিক মৃগীরোগের একটি জটিলতা। ট্রান্স অ্যাম নিউরোল অ্যাসোসিয়েশন ১৯৮০; ১০৫: ১৯৩-৫।

[318] সহীহ বুখারী খণ্ড ১, বই ৬, সংখ্যা ২৯৯।

[319] তাবাকাত খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬৮

[320] বুখারী ৭ম খণ্ড, ৬৩তম বই, ১৮২তম সংখ্যা:

[321] তাবাকাত খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২০০

[322] সুনান ইবনে মাজাহ ১৬২২

[323] ইবিড।

[324] বুখারী, খণ্ড ২, বই ১৮, সংখ্যা ১৫৪:

[325] বুখারী, খণ্ড ১, বই ৮, সংখ্যা ৪২৩:

[326] মনোবিজ্ঞান ১০১, ক্যারোল ওয়েড এট আল।, ২০০৫

[327] লালিচ, জানজা এবং টোবিয়াস, ম্যাডেলিন, টেক ব্যাক ইওর লাইফ: রিকভারিং ফ্রম কাল্টস অ্যান্ড অ্যাবিসিভ রিলেশনশিপস, বে ট্রি পাবলিশিং (২০০৬), ISBN10 0972002154, ISBN 13 9780972002158।

[328] আইসিএসএ (ইন্টারন্যাশনাল কালটিক স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েশন) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত, জানজা লালিচ, পিএইচডি এবং মাইকেল ডি. ল্যাঙ্গোন, পিএইচডি,www.csj.org/infoserv_cult101/checklis.htm,২১ জুন, ২০০৭ তারিখে অ্যাক্সেস করা হয়েছে।

[329] কুরআন ৯:২৯ যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নিষিদ্ধ জিনিসকে হারাম মনে করে না এবং সত্য ধর্মকে স্বীকার করে না, (যদিও তারা হয়) আহলে কিতাবদের মধ্যে থেকে তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে এবং নিজেদেরকে পরাজিত মনে করে।

[330] http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/1874471.stm

[331] http://quranicverse99.tripod.com/islamicways/id15.html.এই প্রবন্ধটি আরও অনেক সাইটে পাওয়া যাবে।

[332] *কাল্টের ভেতরে: একজন সদস্যের উন্মাদনা, পাগলামি এবং দুষ্টতার একচেটিয়া বিবরণ*

*ডেভিড কোরেশের কম্পাউন্ডে*ব্রেন্ট অ্যান্ড কিং, ১৯৯৩

[333] http://www-tech.mit.edu/V114/N47/swiss.47w.html

[334] http://archives.cbc.ca/IDC-1-68-368-2086/arts_entertainment/frum/

[335] www.culteducation.com/asahara.html

[336] http://www.rickross.com/reference/raelians/raelians68.html

[337] ২৯৭জেমস এস. গর্ডন, দ্য গোল্ডেন গুরু, পৃষ্ঠা ৭৯

[338] বেডেল, জেরাল্ডাইন (১১ জানুয়ারী, ২০০৪)। "ভবিষ্যৎ ছিল কমলা: ষাটের দশকে ভগবান শ্রী রজনীশের 'মুক্ত প্রেম' আন্দোলনের সন্তান হিসেবে টিম গেস্টের লালন-পালন তাকে আধ্যাত্মিকভাবে আলোকিত করেনি", দ্য অবজারভার, গার্ডিয়ান নিউজ অ্যান্ড মিডিয়া লিমিটেড

[339] http://www.thestar.com/news/world/article/925715—পাকিস্তানের কিছু খ্রিস্টান ভয়কে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করে

[340] তার সম্পর্কে আরও ৭ম অধ্যায়

[341] অ্যারনসন, ই., এন্ড মিলস, জে. একটি গোষ্ঠীর প্রতি পছন্দের উপর দীক্ষার তীব্রতার প্রভাব। অস্বাভাবিক এবং সামাজিক মনোবিজ্ঞানের জার্নাল। ১৯৫৯, ৫৯, ১৭৭-১৮১.

[342] জিম্বার্দো, পি. প্রেরণার জ্ঞানীয় নিয়ন্ত্রণ। গ্লেনভিউ, ইল.: স্কট ফোরম্যান,

১৯৬৯।

[343] রাজনীতি এবং ইংরেজি ভাষা ১৯৪৬http://www.resort.com/~

prime8/Orwell/patee.html

[344] সিরা ইবনে ইসহাক: পৃ. ১৮৩

[345] এই ঘটনাটি ইবনে ইসহাক তার সিরাত রাসূলুল্লাহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, যার অনুবাদ করেছেন:

উ: গুইলৌম, দ্য লাইফ অফ মুহাম্মদ, পৃষ্ঠা ৩৬৯ এবং সুনান আবু দাউদেও

১৯:২৯৯৬।

[346] অ্যাডলফ হিটলার, মেইন কাম্ফ, রাল্ফ ম্যানহাইম, সম্পাদক, নিউ ইয়র্ক: মেরিনার বুকস, ১৯৯৯, পৃ. ৬৫।

[347] ইবনে সা'দ তাবাকাত, ভ. 1, পৃ. 362

[348] অবিশ্বাসীরা বারবার মুহাম্মদকে বিশ্বাস করার জন্য একটি অলৌকিক ঘটনা দেখাতে বলেছিল (কুরআন ১৭:৯০) এবং মুহাম্মদ তাদের বলতে থাকে, "আমার প্রভুর মহিমা! আমি কি একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নই – একজন রসূল?" (কুরআন ১৭:৯৩)

[349] ওশেরো, নীল। "অযৌক্তিকতার ধারণা তৈরি: জোনস্টাউনের একটি বিশ্লেষণ।" রিডিংস অ্যাবাউট দ্য সোশ্যাল অ্যানিমেল, ৭ম সংস্করণ, সম্পাদনা। এলিয়ট অ্যারনসন। নিউ ইয়র্ক: ডব্লিউএইচ ফ্রিম্যান। অনলাইনে উপলব্ধ।

[ইউআরএল=http://www.academicarmageddon.co.uk/library/OSHER.htm] সকল ওশেরো'র

এই অধ্যায়ের উদ্ধৃতিগুলি এই উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে।

[350] উইকিপিডিয়া.কম

[351] নিউজউইক, ১৯৭৮, ১৯৭৯

[352] বুখারী ভ. 3, খ.41, ন. 591 এবং ভ.2, খ.24, ন. 555:

[353] মিলগ্রাম, এস. আনুগত্যের আচরণগত অধ্যয়ন। অস্বাভাবিক ও সামাজিক মনোবিজ্ঞান জার্নাল, 1963, 67, 371–378।

[354] মিলগ্রাম এস. গ্রুপ চাপের প্রভাব থেকে মুক্তি। ব্যক্তিত্বের জার্নাল এবং

*সামাজিক মনোবিজ্ঞান,*১৯৬৫, ১, ১২৭–১৩৪।

[355] অ্যাশ, এস. মতামত এবং সামাজিক চাপ। বিজ্ঞান*ßগ আমেরিকান,*১৯৫৫, ১৯৩।

[356] মিলস, জে. ঈশ্বরের সাথে ছয় বছর। নিউ ইয়র্ক: এ অ্যান্ড ডব্লিউ পাবলিশার্স, ১৯৭৯।

[357] http://www.news24.com/News24/Africa/News/0,,2-11-

১৪৪৭_২০৩৪৬৫৪,০০.html

[358] ব্লেকি, ডি. হলফনামা: সান ফ্রান্সিসকো। ১৫ জুন, ১৯৭৮।

[359] সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, বই ৬০,সংখ্যা 311

[360] বুখারী ৫ম খণ্ড, ৫৭তম বই, ১১৯তম সংখ্যা:

[361] ইবনে ইসহাক: সুহায়লি, ২.৭৯ পৃষ্ঠা ৩১১

[362] মুসনাদে আহমাদ, সংখ্যা ২৫৬৩৬

[363] ইবনে ইসহাক। সিরা

[364] সহীহ বুখারী খণ্ড ৪, বই ৫৬, সংখ্যা ৮০৭

[365] মিলস, জে. ঈশ্বরের সাথে ছয় বছর। নিউ ইয়র্ক: এ অ্যান্ড ডব্লিউ পাবলিশার্স, ১৯৭৯।

[366] কাহিল, টি. মৃত্যুর ছায়ার উপত্যকায়। রোলিং স্টোন। ২৫ জানুয়ারী, ১৯৭৯।

[367] ইবনে সা'দ, তাবাকাত V. তৃতীয় পৃ. 100-102

[368] সহীহ বুখারী খণ্ড ১ নম্বর ১৪

[369] উইনফ্রে, সি. গায়ানায় কেন ৯০০ জন মারা গেল। নিউ ইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিন, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯।

[370] সহীহ বুখারী খণ্ড ৯, বই ৮৩, সংখ্যা ১৭

[371] সহীহ বুখারী খণ্ড ৯, বই ৮৪, সংখ্যা ৫৭

[372] সুন্নান আবু দাউদ; বই 41, নম্বর 4994

[373] সহীহ বুখারী ৭ম খণ্ড, বই ৬২, ৭৬ নং

[374] সহীহ বুখারী খণ্ড ৯, বই ৮৭, সংখ্যা ১২৭

[375] উইনফ্রে, সি. গায়ানায় কেন ৯০০ জন মারা গেল। নিউ ইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিন, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯।

[376] আত্মহত্যার ধর্মঃ পিপলস টেম্পল সেক্ট এবং গণহত্যার অভ্যন্তরীণ গল্প মার্শাল কিল্ডু৯ এবং রন জাভার্সের গায়ানা (২০১পি) (১৯৭৮)

[377] উইনফ্রে, সি. গায়ানায় কেন ৯০০ জন মারা গেল। নিউ ইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিন, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯।

[378] মিলস, জে. ঈশ্বরের সাথে ছয় বছর। নিউ ইয়র্কঃ এ অ্যান্ড ডব্লিউ পাবলিশার্স, ১৯৭৯

[379] মিলস, জে. ঈশ্বরের সাথে ছয় বছর। নিউ ইয়র্কঃ এ অ্যান্ড ডব্লিউ পাবলিশার্স, ১৯৭৯

[380] সহীহ বুখারী খণ্ড ১, বই ৪, সংখ্যা ১৭০

[381] সহীহ বুখারী ৫ম খণ্ড, ৫৯তম খণ্ড, ৪২৮তম খণ্ড

[382] সহীহ বুখারী ৫ম খণ্ড, ৫৯তম খণ্ড, ৪২৭ নম্বর

[383] সহীহ বুখারী, খণ্ড ৭, বই ৬৫, সংখ্যা ২৯৩

[384] শিহ মুসলিম বই ০২৬, সংখ্যা ৫৫৫৯

[385] তাবাকাত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৭৫

[386] সহীহ বুখারী খণ্ড ৯, বই ৯২, সংখ্যা ৩৭৯

[387] আবু হামিদ মুহাম্মদ আল–গাজ্জâলি (১০৫৮–১১১১), যিনি আলগাজেল নামে পরিচিত, তিনি ইসলামী চিন্তাধারার ইতিহাসের অন্যতম বিখ্যাত পণ্ডিত। ইরানে জন্মগ্রহণকারী তিনি ছিলেন একজন ইসলামী ধর্মতত্ত্ববিদ, দার্শনিক এবং মরমী। তিনি সুফিবাদের একটি নিয়মতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে এবং মূলধারার ইসলামে এর সংহতি ও গ্রহণযোগ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

[388] আহমদ ইবনে নাকিব আল–মিসরি, দ্য রিলায়েন্স অফ দ্য ট্রাভেলার, নুহ হা মিম কেলার দ্বারা অনুবাদিত, আমানা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭, বিভাগ r8.2, পৃষ্ঠা ৭৪৫

[389] কাসিনডর্ফ, জে. জিম জোন্সঃ সান ফ্রান্সিসকোর প্রলোভন। নিউ ওয়েস্ট, ডিসেম্বর ১৮, ১৯৭৮।

[390] পোপ বেনেডিক্ট XVI–এর ভাষণ müএনচেন, অল্টারনেটিভওটিং এবং রেজেনসবার্গ (৯–১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৬)

[391] ক্যাহিল টি. মৃত্যুর ছায়ার উপত্যকায়। রোলিং স্টোন। ২৫ জানুয়ারী, ১৯৭৯।

[392] লিফটন, আরজে মৃত্যু ভ্রমণের আবেদন। নিউ ইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিন, ৭ জানুয়ারী, ১৯৭৯।

[393] গ্যালাঘের, এন. জোনসটাউন: বেঁচে থাকাদের গল্প। নিউ ইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিন, ১৮ নভেম্বর, ১৯৭৯।

[394] বুখারী খণ্ড ১, বই ৪, সংখ্যা ১৮৭

[395] বুখারী ৪র্থ খণ্ড, ৫২তম খণ্ড, ২৫৩তম খণ্ড

[396] ব্রেহম, জে. একজন সহকর্মীর দ্বারা জ্ঞানীয় অসঙ্গতি বৃদ্ধি। অস্বাভাবিক ও সামাজিক মনোবিজ্ঞান জার্নাল, ১৯৫৯, ৫৮, ৩৭৯–৩৮২।

[397] ডার্লি, জে. এবং বার্সিন্ড, ই. প্রত্যাশার ফলে পছন্দ বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যক্তিগত যোগাযোগ। মানব সম্পর্ক, ১৯৬৭, ২০, ২৯–৪০।

[398] সিরাত, পৃ. ৫৫০

[399] মুসলিম বই ৪, সংখ্যা ১৩৭০; এবং বুখারী খণ্ড ১, বই ১১, সংখ্যা ৬২৬

[400] জরিপে অবাক করার মতো তথ্য: এই আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গারা সহিংস আক্রমণের সাথে একমত www.wnd.com/?pageId= 339793# ixzz1X oUgd8GE

[401] www.faithfreedom.org/Testimonials/Abdulquddus.htm

[402] টিমোথি রোচে, ব্রায়ান বেনেট, অ্যান বেরিম্যান, হিলারি হিলটন, সিওভান মরিসে এবং আমানি রাদওয়ান – জন ওয়াকার লিন্ডের নির্মাণ।http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1003414-5,00.html

[403] টাইম ম্যাগাজিন, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০২ সংস্করণ

[404] ইবিড।

[405] সহীহ বুখারী ৩:৩৪: ২৬৪

[406] সুনান আবু দাউদ বই 38, নম্বর 4348

[407] বুখারী ৪র্থ খণ্ড, ৫২তম খণ্ড, ৪৮তম খণ্ড

[408] বুখারী ৪র্থ খণ্ড, ৫২তম খণ্ড, ৭২তম খণ্ড

[409] বুখারী ৪র্থ খণ্ড, ৫২তম খণ্ড, ৭২তম খণ্ড

[410] ফ্রিম্যান, জে., এবং ফ্রেজার, এস. চাপ ছাড়াই সম্মতি: দরজার ভেতরে পা রাখার কৌশল। জার্নাল অফ পার্সোনালিটি অ্যান্ড সোশ্যাল সাইকোলজি, ১৯৬৬, ৪, ১৯৫–২০২।

[411] উইনফ্রে, সি. গায়ানায় কেন ৯০০ জন মারা গেছেন। নিউ ইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিন, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯।

[412] অ্যারনসন, ই., এবং কার্লস্মিথ, জেএম নিষিদ্ধ আচরণের অবমূল্যায়নের উপর হুমকির তীব্রতার ফলাফল। অস্বাভাবিক ও সামাজিক মনোবিজ্ঞান জার্নাল, ১৯৬৩,

৬৬. ৫৮৪–৫৮৮।

[413] ফ্রিডম্যান, জে. এবং জ্ঞানীয় অসঙ্গাতির দীর্ঘমেয়াদী আচরণগত প্রভাব।

জার্নাল অফ এক্সপেরিমেন্টাল সোশ্যাল সাইকোলজি, ১৯৬৫,১, ১৪৫–১৫৫।

[414] দাভোস, কে., এবং জোন্স, ই. জ্ঞানীয় অসঙ্গাতি হ্রাসের উপায় হিসেবে আন্তঃব্যক্তিক উপলব্ধিতে পরিবর্তন। অস্বাভাবিক ও সামাজিক মনোবিজ্ঞান জার্নাল, 1960, 61, 402–410।

[415] *অ্যারনসন দেখুন*, ই. সামাজিক প্রাণী (তৃতীয় সংস্করণ) সান ফ্রান্সিসকো: ডব্লিউএইচ ফ্রিম্যান এবং কোম্পানি, ১৯৮০। এবং অ্যারনসন, ই। জ্ঞানীয় অসঙ্গাতির তত্ত্ব: একটি বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি। এল. বার্কোভিটজ (সম্পাদনা), পরীক্ষামূলক সামাজিক মনোবিজ্ঞানে অগ্রগতি। খণ্ড ৪, নিউ ইয়র্ক: একাডেমিক প্রেস, ১৯৬৯।

[416] মুইর; দ্য লাইফ অফ মোহাম্মদ খণ্ড III অধ্যায় X II, পৃষ্ঠা 109। (সিরাত ইবনে ইসহাক পৃ. 301)

[417] মুইর; দ্য লাইফ অফ মোহাম্মদ খণ্ড III অধ্যায় X II, পৃষ্ঠা 109; (ওয়াকিদী, পৃষ্ঠা 106; সিরাত পৃষ্ঠা 230; তাবারি, পৃষ্ঠা 294)

[418] ক্রুৎজার সোনাটা

[419] ব্রিগেডিয়ার – জেনারেল স্যার উইলিয়াম টিএফ হরউডের লেখা "ঠগ অর আ মিলিয়ন মার্ডারস", পৃষ্ঠা ৭

[420] ibid. পৃ. ৪১

[421] ibid. পৃ. ৩৮–৪০

[422] ibid. পৃ.৩৩

[423] বুখারী ৫ম খণ্ড, ৫৯তম খণ্ড, ৭০২তম খণ্ড

[424] মিলস, ১৯৭৯; কিল্ডুৎ এবং জাভার্স, ১৯৭৮

[425] নিউজউইক, ১৯৭৮ক

[426] মিলস, জে. ঈশ্বরের সাথে ছয় বছর। নিউ ইয়র্ক: এ অ্যান্ড ডব্লিউ পাবলিশার্স, ১৯৭৯।

[427] মিলস, জে. ঈশ্বরের সাথে ছয় বছর। নিউ ইয়র্ক: এ অ্যান্ড ডব্লিউ পাবলিশার্স, ১৯৭৯

[428] লিফটন, আরজে মৃত্যু ভ্রমণের আবেদন। নিউ ইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিন, ৭ জানুয়ারী, ১৯৭৯।

[429] কাহিল, টি. মৃত্যুর ছায়ার উপত্যকায়। রোলিং স্টোন। ২৫ জানুয়ারী, ১৯৭৯।

[430] সিরাত ইবনে ইসহাক, পৃষ্ঠা ৮২৩

[431] http://samvak.tripod.com/personalitydisorders15.html

[432] ইবিড।

[433] ক্যাথেরিন

র‍্যামসল্যান্ডhttp://www.trutv.com/library/crime/criminal_mind/psychology/sex_slave/4.html

[434] সহীহ বুখারী ১:৬:৩০১

[435] মাজমা' আল-জাওয়া'ইদ, ৪/৩১২।

[436] তিরমিযী, 2/314, আবওয়াব আল-রিদা', 10, এবং ইবনে হিব্বান দ্বারা, সহীহ, 9,473, কিতাব আল-নিকাহ।

[437] মুসলিম, ৮: ৩৩৬৭

[438] মুসলিম, ৮: ৩৩৬৮

[439] http://alisina.org/seven-valleys-from-faith-to-enlightenment/

[440] http://www.faithfreedom.org/features/letters/soon-to-be-ex-muslimah/

[441] সহীহ মুসলিম, ১:৩৬৭ এবং ৪:২৬৬

[442] বুখারী ৫ম খণ্ড, ৫৮তম খণ্ড, ২৬৬তম খণ্ড

[443] এ. স্পিয়ার, ইনসাইড দ্য থার্ড রাইখ, পৃষ্ঠা ১৪২-১৪৩

[444] সহীহ মুসলিম বই ০৪২, সংখ্যা ৭১৩৫

[445] কার্ল জং। দ্য কালেক্টেড ওয়ার্কস ভলিউম ১৮, দ্য সিম্বলিক লাইফ, ১৯৩৯, প্রিন্সটন, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস পৃ. ২৮১।

[446] বার্ট্রান্ড রাসেল। বলশেভিজমের অনুশীলন এবং তত্ত্ব। লন্ডন: জর্জ

অ্যালেন এবং আনউইন, ১৯২০ পৃষ্ঠা ৫,২৯,১১৪।

[447] জুলস মোনেরট। সোসিওলজি ডু কমিউনিজম, প্যারিস: গ্যালিমার্ড, ১৯৪৯। [ইংরেজি অনুবাদ করেছেন জেন ডেগ্রাস এবং রিচার্ড রিস। সমাজবিজ্ঞান এবং কমিউনিজমের মনোবিজ্ঞান, বোস্টন: বিকন প্রেস, ১৯৫৩]

[448] জুলস মোনেরোটের পাদটীকা এবং জোর দিয়ে বলে: উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু বাস্তবে নয়। সার্বজনীন রাষ্ট্র এক ধরণের সম্মিলিত কল্পনা; সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের নিজের ভাবমূর্তি ভবিষ্যতে প্রক্ষেপিত।

[449] http://www.remember.org/hist.root.what.html

[450] http://www.timesonline.co.uk/tol/news/article430160.ece

[451] http://www.writing.upenn.edu/~ afilreis/50s/freud-civ.html

[452] http://www.remember.org/hist.root.what.html

[453] বোলাস ক্রিস্টোফার। ১৯৯৩। চরিত্র হওয়া: মনোবিশ্লেষণ এবং আত্ম-অভিজ্ঞতা। পৃষ্ঠা ২০৫।

[454] নীতিশাস্ত্রের বংশতালিকা সম্পর্কে, ফ্রিডরিখ ডব্লিউ. নিৎশে, ওয়াল্টার আর্নল্ড কাউফম্যান।

পৃষ্ঠা ১৫০

[455] পবিত্র যোদ্ধা: ইসলাম এবং ধ্রুপদী সভ্যতার পতন পৃষ্ঠা ১-২

[456] *নদী যুদ্ধ*, প্রথম সংস্করণ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪৮–৫০

[457] হেনরি করবিন, হিস্টোরিয়া দে লা ফিলোসো*ßএকটি সিগলো XXI*সম্পাদক। খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ২৫৩

[458] http://www.masonic-lodge-of-education.com/become-a-free-
মেসন.এইচটিএমএল

[459] সৃষ্টি ও ইতিহাস, (আফারিনেশ ও তারিখ, পৃ. ৫০)

[460]
http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/Culture/RumiMassoume.htm

[461] আল-রাযী ধর্ম সম্পর্কে তিনটি বই লিখেছেন: (১) নবীর প্রতারণামূলক কৌশল, (২) নবী হওয়ার দাবিদারদের কৌশল (আরবি), এবং (৩) প্রকাশিত ধর্মের খণ্ডন সম্পর্কে (আরবি)য়৬ লিটারঞ্চ্ঝ্ঠ, lza)। তার কোন বই এখনও টিকে নেই। তিনি যা লিখেছেন তার কিছু অংশ একজন ইসমাইলি মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন যখন

তাকে খণ্ডন করা। এটাই টিকে আছে।

[462] পোপের বক্তৃতা – বিশ্বাস, যুক্তি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি এবং প্রতিফলন,
লাইব্রেরিয়া এডিট্রিস ভ্যাটিকান,

[463] ইসলাম ও বিজ্ঞান, ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং যুক্তিবাদের যুদ্ধ। ১৯৯১

[464] http://www.nytimes.com/2009/12/05/opinion/05iht-edahmad.html?_r= ২

[465] খোমেনি: ইসলাম পাকিদের ধর্ম নয়*ßএসটিএস (১৯৪২)*

[466] বুখারি, ৯. ৮৮. ২১৯

[467] http://mysteryoftheinquity.wordpress.com/2011/04/04/the-black-stone-at-মক্কা/

[468] তাবারি, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৯০ পৃষ্ঠা।

[469] তাবারি, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৯৩ পৃষ্ঠা।

[470] http://forum.ziyouz.com/index.php?topic= 1358.115;wap2

[471] তাবারি খণ্ড ৩, পৃ. ৯৭৭

[472] সহীহ মুসলিম ৮. ৩৪৬৬

[473] তাবাকাত খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৭৪

[474] http://www.thememriblog.org/turkey/blog_personal/en/2595.htm

[475] গ্যাব্রিয়েল ডিমার্কো;http://news.rpi.edu/update.do?artcenterkey= 2902

[476] http://www.rpi.edu/about/index.html

[477] সোবহি আস_সালেহ, মাবাহেথ ফি' উলুম আল-কুরআন, দার আল-ইলম লেল-মালায়ীন,
বৈরুত, ১৯৮৩, পৃ. ২৬৯

[478] কর্মক্ষেত্রে নার্সিসিজম: অনলাইন কনফারেন্স ট্রান্সক্রিপ্ট

healthplace.com/Communities/Personality_Disorders/Site/Transcripts/narcissism সম্পর্কে
_কর্মক্ষেত্র.htm

[479] http://www.meforum.org/448/we-will-dominate-you

[480] www.thenational.ae/article/20081029/BUSINESS/302158245/1005